সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যুচ্চ প্রাসাদও কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে এবং পরিখা-পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গেরও ক্রমেই নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানচিহ্ন দেশ হইতে শীঘ্র অপনীত হইবার নহে, এই বিবেচনায় আমি স্বীয় যৎসামান্য পরিমিত শক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিস্তীর্ণ মহাভারতের অনুবাদ করত স্বদেশের হিত সাধন করিতে সাহস হইয়াছি।

মহাভারত যে রূপ দুরূহ গ্রন্থ, মাদৃশ অল্পবুদ্ধি জন কর্ত্তৃক ইহা সম্যক্‌রূপে অনুবাদিত হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। এই নিমিত্ত ইহার অনুবাদ সময়ে অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের ভূয়িষ্ঠ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এমন কি তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তন্নিমিত্ত ঐ সকল মহানুভবদিগের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম।

আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবন-সেব্য কঠিন ব্রতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তাহা যে নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব, আমার এপ্রকার ভরসা নাই। মহাভারত অনুবাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশস্বী হইব, এমত প্রত্যাশা করিয়াও এবিষয়ে হস্তার্পণ করি নাই। যদি জগদীশ্বর-প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপি বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পুস্তক কোন ব্যক্তির হস্তে পতিত হওয়ায় সে ইহার মর্ম্মানুধাবন করত হিন্দুকুলের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ ভারতের মহিমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে।

কলিকাতা
১৭৮১ শকাব্দা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

# প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় এই মহাবিস্তীর্ণ মহাভারত গ্রন্থ অবিকল অনুবাদ করিয়া এক অতুলকীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ধরাতলে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তিনি যদিও বিপুলার্থ ব্যয় করিয়া এই মহাগ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া যান, তথাপি তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রাপ্ত হন নাই। এই অভাব দূরীকরণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোং সিংহ মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিয়া ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের দ্বারাও উক্ত অভাব সম্যক্‌রূপে নিবারিত হয় নাই। যে হেতু মূল্যাধিক্য নিবন্ধন তাঁহাদের প্রচারিত মহাভারত অনেকেই ক্রয় করিতে সক্ষম হন নাই। এই সমস্ত কারণ দৃষ্টে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ আমি বিশেষ চেষ্টিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে ইহার অল্পমূল্যসাপেক্ষ (অবিকল প্রথম সংস্করণের ন্যায়) তৃতীয় সংস্করণ জনসমাজে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেই আমার এই দুরূহ মাঙ্গলিক ব্রতানুষ্ঠানের বিশেষ আনুকূল্য করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিলে আমি যারপরনাই অনুগৃহীত ও বাধিত হইব।

কলিকাতা, শ্যামপুকুর<br>
২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন।<br>
সন ১২৮৭। আষাঢ়।

শ্রীচন্দ্রনাথ [illegible]

# মহাভারত

## আদিপর্ব্ব।

### অনুক্রমণিকাধ্যায়।

নারায়ণ ও নরোত্তম নর এবং সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধান করত, সকলে সমবেত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে সুখে অধ্যাসীন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক সৌতি অতি বিনীতভাবে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্য-বাসি ঋষিগণ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রশ্রবাঃ সৌতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া তপস্যার [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও অতিথির যথোচিত [illegible] রিয়া বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করত আপনারা [illegible] স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সৌতি নির্দ্দিষ্ট [illegible] উপবিষ্ট হইলে ঋষিরা তাঁহাকে বিশ্রান্ত দেখিয়া কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কমললোচন সূতনন্দ [illegible] এখন কোথা হইতে আসিতেছ এবং এত কাল কোন্ [illegible] স্থানেই [illegible] যাপন করিলে তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদয় [illegible] সৌতি এবং [illegible] জিজ্ঞাসিত হইলে অতিশান্ত-প্রকৃতি [illegible] সমক্ষে কহিতে লাগিলেন। হে মহর্ষিগণ! [illegible] রাজা জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞে গমন করিয়াছিলাম। [illegible] বৈশম্পায়নমুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বহুবিধ-তীর্থ দর্শন ও অনেক আশ্রমে ভ্রমণ করত পরিশেষে সমন্তপঞ্চকতীর্থে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে যথায় কুরু ও পাণ্ডব এবং উভয় পক্ষীয় ভূপালদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তথা হইতে আপনাদিগের দর্শনার্থে এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি। যেহেতু আপনারা আমার পক্ষে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজস্বি ঋষিগণ! আপনারা যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিয়া অতি পূতমনে আসনে উপবেশন করিয়া আছেন; অনুমতি করুন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা কি ভূপতিদিগের ইতিবৃত্ত বা ঋষিদিগের ইতিহাস ইহার মধ্যে কি বর্ণন করিব। ঋষিগণ কহিলেন, ভগবান্ বেদব্যাস যে ইতিহাস কহিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া অশেষ প্রশংসা করেন এবং বৈশম্পায়ন সর্পযজ্ঞে জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা সেই ইতিহাস শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষ করি; কারণ যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও নানা শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন করিয়া রচিত ও বেদচতুষ্টয়ের অন্তর্গত হইয়াছে, এবং যাহাতে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক সম্যক্ মীমাংসা আছে, তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিলে পাপভয়ের নিবারণ হয়। ঋষিগণের প্রার্থনা-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি এই অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্থাবর

জঙ্গম সকলের স্রষ্টা ও পাতা, শাস্ত্রে যাঁহাকে একমাত্র পর-ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রজ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক বারম্বার আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ-প্রত্যাশায় কেহ বা শত শত বৎসর নির্জ্জনে একান্তমনে ধ্যান, মনন ও অতি কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বা মায়াপ্রপঞ্চ-স্বরূপ সংসারে বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিয়া যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিসর্জ্জন করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এইরূপে যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই অতি দুষ্কর কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিতেছে; সেই অনাদি অনন্ত অভিলষিত-ফলদাতা বিশ্বপাতা চরাচর-গুরু হরির চরণে প্রণিপাত করিয়া বেদব্যাস-প্রণীত অতি পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণন করিব। এই বিশাল মহীতলে কত শত মহাত্মা ঐ ইতিহাস কহিয়া গিয়াছেন, অনেকেই কহিতেছেন এবং ভবিষ্যৎ কালেও কহিবেন। ব্রাহ্মণেরা বহুকষ্টে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে সংক্ষেপে বা সবিস্তরে যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, যাহা জ্ঞানের একমাত্র সীমা, সেই বেদশাস্ত্রের অনুগত করিয়া এই ইতিহাস মহাত্মা বেদব্যাস-কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রের মত ও লৌকিক আচার ব্যবহারের রীতি নীতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা নানা-সুচারু-শব্দ ও রমণীয়-ভাবে পরিপূর্ণ এবং নানাপ্রকার ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ ও অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলী মহাভারতের সবিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

প্রথমতঃ এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল। ঐ অণ্ডে অনাদি অনন্ত অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় সত্যস্বরূপ নিরাকার নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তৎপরে স্থাণু, স্বায়ম্ভুব-মনু, দশ প্রচেতাঃ, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দ্দশ মনু, জন্ম লাভ করেন। মহর্ষিগণ একতান-মনে যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, সাধুগণ, পিশাচ, গুহ্যক এবং পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন।

অনন্তর অনেকানেক বিদ্বান্ মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ দিক্, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি, ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশঃ সঞ্জাত হইল। কিন্তু প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে এই বিশাল বিশ্বসংসার সমুদায়ই সেই একমাত্র পরব্রহ্মে লীন হইবে, আর কোন চিহ্নই থাকিবে না। যাদৃশ, কোন ঋতুর পর্য্যায়-কালে সমুদায় ঋতুলক্ষণ একৈকশঃ পরিদৃশ্যমান হয়, তাদৃশ, যুগ-প্রারম্ভে জীব, জন্তু ও অন্যান্য সমস্ত পদার্থই স্ব স্ব আকার ও স্বভাব পরিগ্রহ করে। একবার প্রলয় পুনর্ব্বার উৎপত্তি ও স্থিতি এইরূপে সংসারচক্র নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান হইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতাগণ সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন। বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, মহ্য, এই কয়েকটি দিবের পুত্র। মহ্যের পুত্র দেবভ্রাট্ ও সুভ্রাট্। সুভ্রাটের তিন পুত্র, দশজ্যোতি, শতজ্যোতি ও সহস্রজ্যোতি। মহাত্মা দশজ্যোতির দশসহস্র পুত্র জন্মে। শতজ্যোতির তাহা অপেক্ষা দশগুণ এবং সহস্রজ্যোতির শতজ্যোতি অপেক্ষা দশগুণ পুত্র হয়। এই সকল হইতে কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশ এবং অন্যান্য প্রভূত রাজর্ষি বংশ সম্ভূত হয়।

যে সকল জীব সৃষ্ট হইল, তাহাদিগের অবস্থিতির স্থান, ত্রিবিধ রহস্য, চারি বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোক-যাত্রা-বিধান, এই সমস্ত মহাত্মা বেদব্যাস যোগবলে অবগত ছিলেন। এই মহাভারতে অশেষ ইতিহাস ও বেদপ্রতিপাদ্য সনাতন এবং তত্ত্বজ্ঞান বিস্তরতঃ ও সংক্ষেপতঃ কথিত [illegible]। কোন কোন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ মহাভারতের [illegible]বধি, কেহবা আস্তীক-পর্ব্বাবধি, কেহবা উপরিচর[illegible] উপাখ্যানবধি আরম্ভ বিবেচনা করিয়া, পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম বিশেষ অনুধাবন করিয়া সুপ্রচার করেন। কেহ মহাভারতের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম, কেহবা ইহার ধারণায় সুনিপুণ। সত্যবতীসুত ব্যাসদেব তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন। রচনা করিয়া কিপ্রকারে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন, এরূপ মনে

মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা সত্যবতীতনয়ের চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতিবর্দ্ধন ও লোকের হিত-সাধনের নিমিত্ত তথায় আবির্ভূত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত এক আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। হিরণ্যগর্ভ আসন পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুমতি করিলে, বেদব্যাস তাঁহার আসনের সন্নিধানে অতি প্রীতমনে ও প্রফুল্লনয়নে উপবেশন করত সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সার-সঙ্কলন, ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব, ইহার নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ইহাদিগের বিবরণ করিয়াছি। ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতিপবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ইহারও কীর্ত্তন করিয়াছি। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন, ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধকৌশল, জাতি বিশেষ, লোকযাত্রাবিধান এই সকলেরও সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে এক জন ইহার উপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।

এই ব্রহ্মা তাঁহার অভিমত বিষয় অবগত হইয়া কহিলেন, বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন, কিন্তু তুমি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া ঐ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জন্মাবধি সত্য বৈ কখন মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনীবাণী মুখে উচ্চারণ করিয়া থাক, এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে; সুতরাং এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে। যাদৃশ, অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ, তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে গণেশকে স্মরণ কর, তিনিই তোমার লেখক হইবেন। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ সত্যবতীসুত গণেশকে স্মরণ করিলেন। গণপতি স্মৃতিমাত্রেই তথায় উপস্থিত হইলে ব্যাসদেব ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার যথোচিত সৎকার ও আসন প্রদান করিয়া কহিলেন, হে গণনায়ক! মনঃসঙ্কল্পিত মহাভারতাখ্য গ্রন্থ আমি অবিকল বলিতেছি আপনি তাহার লেখক হউন। বিঘ্ননাশক গণেশ বেদব্যাসের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, মুনে! যদি লিখিতে লেখনী ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভ না করে, তাহা হইলে আমি আপনার লেখক হইতে পারি। ব্যাসদেব বলিলেন; হে বিঘ্ন-নাশক! কিন্তু আমি যাহা বলিব তাহার যথার্থ অর্থ বোধ না করিয়া আপনিও লিখিতে পারিবেন না। গণাধিপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। এই কারণে ব্যাস স্থানে স্থানে গ্রন্থ-গ্রন্থি-স্বরূপ কূট-শ্লোক রচনা করিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কহেন যে, এই ভারত গ্রন্থে অষ্ট-সহস্র ও অষ্ট-শত এরূপ শ্লোক আছে যে, তাহার ভাবার্থ সঙ্কলন করিতে কেবল আমি ও শুক পারে। সঞ্জয় পারেন কি না তাহা সন্দেহ স্থল। অস্পষ্ট বলিয়া ঐ ব্যাস-কূটের অদ্যাপি কেহ অর্থ করিতে পারেন না। অধিক কি গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থ বোধ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

প্রথমতঃ লোক সকল অজ্ঞানতিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এই মহাভারত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা-দ্বারা সেই মহাবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহাদিগের নেত্রোন্মীলন করিয়া দিয়াছে, এবং ভারতরূপ দিবাকর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সংক্ষেপ ও বিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া জীব-লোকের মোহান্ধকার নিবারণ করিয়াছে। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রুতি স্বরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে। তদ্দ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশ পাইয়াছে। মোহতিমির নিরাস করিয়া এই ইতিহাসস্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ এই বিশাল বিশ্বরূপ বাসগৃহকে সুপ্রকাশ করিয়াছে।

এই মহাভারত একটি বৃক্ষস্বরূপ। সংগ্রহাধ্যায় ইহার বীজভূত, পৌলোম ও আস্তীক ইহার মূল, সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধ, সভা ও অরণ্য ইহার বিটঙ্ক, অরণীপর্ব্ব পর্ব্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্যোগ পর্ব্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব্ব শাখা, দ্রোণপর্ব্ব

পত্র, কর্ণপর্ব্ব পুষ্পস্বরূপ, শল্যপর্ব্ব সুগন্ধ, স্ত্রী ও ঐষিক-পর্ব্ব ইহার সুশীতল-ছায়া, শান্তিপর্ব্ব ইহার মহাফল, অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব ইহার আশ্রয়স্থান। শল্য-পর্ব্ব এই বৃক্ষের অগ্রভাগ। যেমন, মেঘ সকলের উপজীব্য, তাদৃশ, এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ উত্তর কালে সকল কবিকুলের উপজীব্য হইবে। এক্ষণে ঐ ভারত মহাক্রমের সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি পুষ্প সমুদয় বলিব।

অতি পূর্ব্বকালে ভগবান্ বাদরায়ণি জননী সত্যবতীর অনুমতিক্রমে এবং ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্র-বীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়-প্রতিম অতি বীর্য্যবান্ তিন সন্তান উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রত্রয়ের নাম, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুর। মহর্ষি ইহাঁদিগকে উৎপাদন করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যার নিমিত্ত আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ তিন পুত্র জরাগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরে গমন করিলে, মহর্ষি নরলোকে এই পবিত্র ভারত সুপ্রচার করেন। পরে ব্যাসদেব সর্প-সত্রকালে রাজা জনমেজয় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত কহিতে অনুমতি করেন। বৈশম্পায়ন আহ্নিক-কর্ম্ম-সমাধানান্তে সেই মহতী সভায় উপবেশন করিয়া ভারত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কুরুবংশীয়দিগের ইতিবৃত্ত গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের বুদ্ধি, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সরলতা, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দুর্ব্বৃত্ততা, স্বগ্রন্থে দ্বৈপায়ন এই সকল অবিকল বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। ভারতসংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যানভাগ এককালে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরিশেষে মহান্ সার্দ্ধশতশ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সারসঙ্কলন করিলেন।

বেদব্যাস এই মহাভারত প্রস্তুত করিয়াই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পরে অনুরূপ শিষ্যমণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন। অনন্তর ষষ্টিলক্ষ-শ্লোকাত্মক অন্য এক ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ দেবলোকে, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দ্দশ, এবং নরলোকে একশত সহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। নারদ দেবলোকে মহাভারত সুপ্রচার করেন। অসিত দেবল পিতৃলোকে ও শুকদেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান, এবং ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মনুষ্যলোকে ভারত কীর্ত্তন করেন। হে ঋষিগণ! এক্ষণে আমি আপনাদিগের সমক্ষে তাহাই কহিব।

বক্ষ্যমাণ মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ; অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল সহদেব তাহার পুষ্প ও ফল এবং কৃষ্ণ ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।

রাজা পাণ্ডু বুদ্ধি ও বিক্রম প্রভাবে নানাদেশ অধিকার করিয়া অবশেষে বনবাসী ঋষিদিগের সহিত অরণ্যে মৃগয়া-রসপরবশ হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়াকালে সম্ভোগাসক্ত একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিলে ঐ মৃগ মৃত্যুকালে তাঁহাকে এইরূপে অভিশাপ দিল, মহারাজ! আপনি সম্ভোগসময়ে যেমন আমার প্রাণ সংহার করিলেন, তাদৃশ আপনিও অতঃপর সম্ভোগসুখ অনুভব করিতে পারিবেন না; তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। সুতরাং তদবধি অনপত্যতা-নিবন্ধন তিনি অত্যন্ত বিপদে আক্রান্ত হইলেন। অগত্যা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের ঔরসে পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ হইল। কুন্তী ও মাদ্রী ঋষিদিগের সেই পরম পবিত্র আশ্রমে পাণ্ডবগণকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিরা জটাবল্কলধারী পাণ্ডবগণকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে উপনীত করিয়া কহিলেন, ইহারা পাণ্ডুপুত্র, অরণ্যে আমাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারা আপনাদিগের পুত্র, মিত্র, শিষ্য, সুহৃৎ ও ভ্রাতা স্বরূপ, এই বলিয়া ঋষিরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা পঞ্চপাণ্ডবকে এইরূপে সকলের পরিচিত করিয়া অন্তর্হিত হইলে কৌরব ও পুরবাসিগণ সহর্ষে সকলেই মহা কোলাহল করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ কহিল, ইহারা তাঁহার সন্তান নহে, কেহ কেহ কহিল, তাঁহারই বটে, কেহ কেহ বলিল, বহুকাল হইল পাণ্ডুরাজা লোকান্তরিত হইয়াছেন, সুতরাং ইহারা তাঁহার পুত্র, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে। যাহা হউক, ভাগ্যক্রমে আমরা অদ্য পাণ্ডুরাজার সন্ততি

দেখিলাম। এইরূপ কথাই সকল স্থানে লোকের মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। ঐ কোলাহল নিবৃত্ত হইলে আকাশবাণী হইল। পুষ্প-বর্ষণ-সহকারে সুগন্ধ সমীরণ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ফলতঃ পাণ্ডুপুত্রদিগের নগর-প্রবেশ কালে এই সকল শুভ লক্ষণ স্পষ্টই লক্ষিত হয়। পুরবাসিগণ এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করত পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের বিশুদ্ধ আচার ও ব্যবহারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জ্জুনের বিক্রমে, কুন্তীর গুরুশুশ্রূষায়, নকুল ও সহদেবের বিনয় ও শৌর্য্যগুণে প্রকৃতিরা অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিল। অনন্তর অর্জ্জুন সমাগত সমস্ত ভূপাল সম্মুখে অতি অদ্ভুতব্যাপার সমাধান করিয়া স্বয়ম্বরা কন্যা দ্রৌপদীকে আনয়ন করিলেন। তদবধি অর্জ্জুন সকল ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে পূজ্য হইলেন, এবং সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইতেন। কেহই তাঁহার দুর্ব্বিসহ বীর্য্য সহ্য করিতে পারিত না। মহাবীর অর্জ্জুন নিজভুজবলে সমস্ত ভূপতিদিগকে পরাজয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সৎপরামর্শে, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের বাহুবলে দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধ ও পরাক্রান্ত শিশুপালের বধ সাধন করিয়া দীন দুঃখীদিগকে অন্নদান ও যজ্ঞান্তে ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণা-দান করিয়া নিরাপদে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপন করিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে পাণ্ডবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, গো, হস্তি, অশ্ব, বিচিত্র-বসন, কম্বল, প্রাবার, আবরণ ও আস্তরণ, রাশি রাশি এই সকল উপঢৌকন আসিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবদিগের অপেক্ষাকৃত উন্নতি ও সম্পত্তি দেখিয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মনোমধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষ্যা জন্মিল। বিশেষতঃ ময়দানবনির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য সভা দেখিয়া তিনি যথোচিত পরিতাপ পাইলেন। সভা-প্রবেশ-কালে জলে স্থল ও স্থলে জল ভ্রম হইলে বাসুদেবের সমক্ষে, দুর্য্যোধন নিতান্ত নীচের ন্যায় ভীমকর্তৃক উপহসিত ও অপমানিত হওয়াতে অশেষ-ভোগ-সুখ-সম্পন্ন হইলেও দিন দিন বিবর্ণ, কৃশ ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের অভিমত অবগত হইয়া তাঁহার মনোদুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেও বিবাদের অনুমোদন করিয়া দ্যূত প্রভৃতি দুর্নীতির অপেক্ষা করিলেন, তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় অবধারণ করিলেন না। সুতরাং বিদুর ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনভিমতে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংশ হইল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ ও দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির অভিমত বিষয় স্মরণ করিয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমাকে সমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া সহসা অসূয়া-পরবশ হইও না। দেখ, আমার জ্ঞাতি-বিবাদে সম্মতি নাই, এবং সমক্ষে কুলক্ষয় হয়, আমি তাহাতেও প্রীত নহি। আমার পুত্র, ও পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া অদ্যাবধি উভয়পক্ষে কোনরূপ বিভিন্ন ভাব প্রদর্শন করি নাই। তথাপি পুত্রেরা ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া বৃদ্ধ বলিয়া আমাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। আমি অন্ধ, সুতরাং পুত্রবৎসলতাবশতঃ সকলই সহ্য করিয়া থাকি। দুর্য্যোধন বিমোহিত হইলে আমিও মোহে অভিভূত হই। দুর্য্যোধন মহানুভাব পাণ্ডবদিগের রাজসূয়-যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি দেখিয়া এবং সভা-প্রবেশ-কালে সেইরূপ উপহসিত হইয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইল। ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রণস্থলে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অক্ষম ও সমস্ত রাজ্য-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পরাঙ্‌মুখ হইয়া পরিশেষে গান্ধার-রাজের পরামর্শ-গ্রহণ-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সহিত কপট-দ্যূত-ক্রীড়া করিয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিবার কল্পনা করিল। হে সঞ্জয়! আমি সে বিষয়ের যাহা কিছু জানি, তাহা অবিকল কহিতেছি শ্রবণ কর। তুমি গুণজ্ঞ, মেধাবী ও বুদ্ধিমান; সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া অবশ্যই আমার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইবে।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণ-সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম-প্রভাবে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্ণিবংশা-

বতংস কৃষ্ণ বলরাম তাদৃশ ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরমসখ্যতা ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, দেবরাজ ইন্দ্র, নিরবচ্ছিন্ন মূষলধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া দিব্য শরজাল বিস্তার করত সেই বৃষ্টি নিবারণ করিয়া খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন বিদুর তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে বলদৃপ্ত মগধাধিপতি জরাসন্ধকে বধ করিয়াছে, এবং দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে অনেকানেক ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী, দুঃখিতা, রজস্বলা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত নির্ব্বোধ দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন বন-প্রস্থান কালে জ্যেষ্ঠভক্তিপরায়ণতা-প্রযুক্ত পাণ্ডবদিগকে অশেষ ক্লেশ-স্বীকার সহকারে বিবিধ হিত-চেষ্টা করিতে শ্রবণ করিলাম এবং ভিক্ষোপজীবি মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত আছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া পাশুপত মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথাবিধানে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছে, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বরদান-দৃপ্ত ও দেবতাদিগের অজেয় পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগকে অর্জ্জুন পরাজয় করিয়াছে, এবং দুর্দ্দান্ত দানবদল-দমন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ, যথায় নরলোকের সঞ্চারমাত্র নাই, এইরূপ দুর্গম স্থানে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর আমার জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণের পরামর্শক্রমে ঘোষযাত্রাগত মৎপুত্রেরা গন্ধর্ব্বদ্বারা সংযত ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিমোচিত হইয়াছে, তদবধি আমার আর জয়াশা নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম স্বয়ং যক্ষের আকার স্বীকার করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি। যখন শুনিলাম, বিরাট-নগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব প্রচ্ছন্ন-বেশে অজ্ঞাত বাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাটরাজ স্বসুতা উত্তরাকে অলঙ্কৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং অর্জ্জুনও আপনার পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নির্জ্জিত, নির্ধন, নির্ব্বাসিত ও স্বজন-বহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যিনি এক পদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছেন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ, যাহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণার্জ্জুন সাক্ষাৎ নরনারায়ণাবতার, তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন, তদবধি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত কুরুদিগের বিবাদ-ভঞ্জন করিতে গমন করিয়া পরিশেষে চরিতার্থ না হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিতে সচেষ্টিত আছে, কিন্তু তিনি আপনার বহুবিধ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ প্রস্থান-কালে নিতান্ত দীনা কুন্তীকে একাকিনী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিয়া অশেষ-সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের

মন্ত্রী হইয়াছেন এবং দ্রোণাচার্য্য কায়মনোবাক্যে নিরবচ্ছিন্ন তাহাদিগের শুভানুধ্যান করিতেছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম ভীষ্মদেব, "তুমি যুদ্ধ না করিলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না" কর্ণকে এই কথা কহিয়া সেনাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দ্দশ-ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণ সংহার করিলেও পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপনার বধোপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিষয় সংসাধন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া মহাবল-পরাক্রান্ত ভীষ্মকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসঙ্খ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট করত শত্রুপক্ষদিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি না। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পানীয় আনয়নার্থ অনুজ্ঞা করিলে অর্জ্জুন ভূমিভেদ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য্য ইহাঁরা পাণ্ডবদিগের অনুকূল আছেন এবং দুরন্ত হিংস্রজন্তুগণ যাত্রাকালে আমাদিগকে নানাপ্রকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহারথ সংসপ্তকগণ, যাহারা অর্জ্জুন-বিনাশের নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছিল, তাহারা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, যাহা সতত সাবধানে সংরক্ষণ করিতেছেন, সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করত তন্মধ্যে অভিমন্যু অসহায় হইয়া সহসা প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুন-বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করত পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে; তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষ-ভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রুসমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুনের অশ্ব চতুষ্টয় একান্ত ক্লান্ত হইলে বাসুদেব বন্ধন উন্মোচন করত তাহাদিগকে জল-পান করাইয়া পুনর্ব্বার রথে যোজনা করেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ধনুর অগ্রভাগদ্বারা ভীমসেনকে আকর্ষণ করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন, ও সে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভাগ্যবলে আপনার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শল্য ইহাঁরা প্রতীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া সমক্ষে জয়দ্রথ-বধে উপেক্ষা করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবরাজ-দত্ত দিব্য-শক্তি ঘোররূপী রাক্ষস ঘটোৎকচের বধনিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জ্জুনের বধ সাধন করিবার নিমিত্ত যে এক পুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়াছিলেন, তাহা রাক্ষস ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মরণে স্থির-নিশ্চয়, বিশস্ত্র ও রথস্থিত দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইয়া মাদ্রীসুত নকুল অসঙ্খ্য-লোক-সমক্ষে ঘোরতর দ্বৈরথ সংগ্রাম করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান এক ব্যক্তির প্রাণসংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির

পান করিয়াছে, এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন অতিপরাক্রান্ত কর্ণকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন, মহাবীর্য্য কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য বাসুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিত, যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠির তাহার প্রাণ নাশ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব কলহ ও দ্যূত প্রভৃতি কতিপয় দুর্নীতির নিদান ও অতি মায়াবী প্রবল সৌবলকে মৃত্যুমুখে প্রত্যর্পণ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত জলস্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীর প্রসুপ্ত পুত্রপঞ্চক বিনাশ করত অতিঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন "স্বস্তি" বলিয়া অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামার অমোঘ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে এবং তাহার তুষ্টি সাধন করিবার নিমিত্ত অশ্বত্থামাও মণিরত্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মন্ত্রপূত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া উত্তরার গর্ভ নাশ করেন, তদুপলক্ষে দ্বৈপায়ন ও বাসুদেব উভয়ে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। এক্ষণে গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদয় আত্মীয় স্বজনের নিধনদশায় এতাদৃশ দুরবস্থায় পড়িয়াছেন, এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে অতি দুষ্কর কার্য্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের পক্ষীয় তিনটি ও পাণ্ডবদিগের সাতটি, সমুদায়ে দশজন অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে, হে সঞ্জয়! সেই সমুদয় স্মরণ করিয়া আমি বারম্বার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারিদিক্ শূন্যময় ও জীবলোক শোকময় বলিয়া এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে। আমার আর চেতনা নাই। মন বিহ্বল হইতেছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রাণ ধারণ করা অতি কাপুরুষের কর্ম্ম; বিশেষতঃ আমার জীবনের আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না, সুতরাং এই অবস্থায় অবিলম্বে দেহ বিসর্জ্জন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সঞ্জয় কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! দ্বৈপায়ন ও নারদমুখে আপনি শুনিয়াছেন, শৈব্য, সৃঞ্জয়, সুহোত্র, রন্তিদেব, কাক্ষীবান্, ঔশিজ, বাহ্লীক, দমন, শর্য্যাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ, মরুত্ত, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, দাশরথি, রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য্য, শুভকর্ম্মা, যযাতি; ইহাঁরা প্রখ্যাত রাজর্ষি-বংশে প্রসূত হইয়া অলৌকিক যশ, অসামান্য কীর্ত্তি ও ধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া পরিশেষে কালবশে এই সুখময় পৃথিবী হইতে অন্তরিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে শৈব্য রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলে মহর্ষি নারদ এই চতুর্ব্বিংশতি উপাখ্যান তাঁহার সম্মুখে কীর্ত্তন করেন। তদ্ভিন্ন পুরু, কুরু, যদু, শূর, বিশ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, দম্ভোদ্ভব, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নিষধাধিপতি নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, প্রিয়ভৃত্য শুচিব্রত, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, নিরাময়, কৃতবন্ধু, চপল, ধূর্ত্ত, দৃঢ়েষুধি, অবিক্ষিৎ, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ পরহা; এই সকল ও অন্যান্য শত সহস্র সুপ্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। ইহাঁরা অশেষ-ভোগ-সুখ বিসর্জ্জন করিয়া নিধন দশায় নিপতিত হন। অনেকানেক সদ্বিধান্ প্রধান কবিগণ, প্রাচীন ইতিহাস কহিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে এই সকল বলবান্ রাজাদিগের অতুল বিক্রম, সমধিক যশ,

মহাত্মতা, সরলতা, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ ও দয়া এই সকল বিষয়ের ভুরি ভুরি নিদর্শন দিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও পরিশেষে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার পুত্রেরা অতিশয়-দুর্ব্বৃত্ত, লুব্ধপ্রকৃতি ও রোষপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সংহার-দশায় এইরূপ কাতর হওয়া সমুচিত নহে। বিশেষতঃ আপনি মেধাবী এবং আপনার বুদ্ধি-বৃত্তি নিয়ত শাস্ত্রানুগামিনী আছে, অতএব এইরূপ বিজ্ঞ ও গুণজ্ঞ হইয়া বারম্বার শোকে আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়া আপনার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ ও অনুপযুক্ত। আপনি দৈব-নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই বিদিত আছেন। যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়। এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ, দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে। ভাব ও অভাব, সুখ ও অসুখ সকলই কালবশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কাল, সর্ব্বজীবের সৃষ্টি ও কালই তাহার সংহার করিয়া থাকেন, কাল সর্ব্বজীবের দাহ ও কালই তাহার শান্তি করেন। ইহকালে যে সকল শুভাশুভ উপস্থিত হয় সমুদয় কাল-মূলক। প্রজার সৃষ্টি ও সংহার সকলই কালসহকারে ঘটিয়া থাকে। জীবলোক সকলই নিদ্রিত, একমাত্র কাল জাগরিত আছেন। কাল সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। যাহা অতিক্রান্ত বা অনাগত ও যে অবস্থা বর্ত্তমান আছে, সকলই কালকৃত বিবেচনা করিয়া আপনার বিচেতন হওয়া সমুচিত নহে।

এইরূপ প্রবোধ-বাক্যে সঞ্জয় পুত্রশোক-সন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত ও সুস্থচিত্ত করিলেন। ভগবান্ বেদব্যাস এই বিষয়ের এক পবিত্র উপনিষৎ কহিয়াছেন, এবং অতি বিচক্ষণ কবিগণ ঐ উপনিষৎ পুরাণে কীর্ত্তন করেন।

এই মহাভারত অধ্যয়ন করিলে পাপের নাশ ও পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। অধিক কি, শ্লোকের এক চরণ উচ্চারণ করিলেও পাপভয়ের নিবারণ হয়। এই গ্রন্থে দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ ও রাক্ষস, ইহাদিগের বিচিত্র ইতিহাস বর্ণিত আছে। যিনি একমাত্র পবিত্র ও সত্য স্বরূপ নিত্য পরব্রহ্ম, পণ্ডিতেরা যাঁহার অদ্ভুত রচনার ঘোষণা করিয়া থাকেন, যিনি কার্য্য কারণ রূপ বিশ্বের নিয়ন্তা, যে অপ্রমেয় পুরুষের সুশাসন অস্খলিত ও অপ্রতিহতপ্রভাবে বিদ্যমান থাকিয়া এই বিশাল বিশ্বের নিরবচ্ছিন্ন শুভ-সংসাধন করিতেছে, যিনি জন্ম মৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে সংযত করিয়া সর্ব্বজীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, ঋষিগণ যোগবলে আদর্শ-তলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্তরে যাঁহার বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া ভূমানন্দ উপভোগ করেন, যাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ সকলই অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনাদি, অনন্ত, ভূতভাবন, ভগবান্ বাসুদেবের সুচরিত এই গ্রন্থে সম্যক্-রূপে কীর্ত্তিত আছে। ধর্ম্মপরায়ণ ও পরম-শ্রদ্ধাবান্ নর, নিয়মপূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। দুই সন্ধ্যা এই অনুক্রমণিকাধ্যায় পাঠ করিলে মনুষ্যেরা অহোরাত্র-সঞ্চিত পাপহইতে অবশ্যই বিমুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের কলেবর; সত্য ও অমৃত উভয়ই ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু, যাদৃশ শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত উৎকৃষ্ট। আস্তীক ব্যক্তিরা শ্রাদ্ধ-কালে ব্রাহ্মণগণকে ভারত সংহিতার অন্ততঃ এক চরণ শ্রবণ করাইলেও তাহার পিতৃলোক তদ্দত্ত অন্নপানে পরিতৃপ্ত হন। বিদ্বান্ ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই মহাভারত কহিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন ও ভ্রূণ-হত্যা প্রভৃতি অতি দুষ্কৃতি হইতে আশু বিমুক্ত হয়েন। তিনি প্রতি পর্ব্বাহে অতি পূতমনে ইহার কতিপয় অধ্যায় আবৃত্তি করেন, তিনি সমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলেও তাহার সম্যক্ ফল লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে এই মহাভারতীয় শ্লোকশ্রবণ করেন, তিনি দীর্ঘ জীবন, মহীয়সী কীর্ত্তি ও অন্তে স্বর্গবাস লাভ করেন।

পূর্ব্বে দেবতারা একদা সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারি বেদ ও অন্যদিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিমাণকালে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব গুণে অধিক হইল, তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করি-

লেন। তপস্যার অনুষ্ঠান পাপ-জনক নহে, অধ্যয়নে পাপ নাই, জীবিকার নিমিত্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাও পাপাচার নহে, কিন্তু ইহার অশেষ ভাব দুষিত হইলেই পাপের সঞ্চার হয়।

অনুক্রমণিকাধ্যায় সমাপ্ত।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

## পর্ব্বসংগ্রহ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমরা ভারতের অনুক্রমণিকা শুনিলাম, এক্ষণে সমস্ত-পঞ্চক নামক যে তীর্থের উল্লেখ করিয়াছ, তাহার যাহা কিছু বর্ণনীয় আছে সমুদয় শ্রবণ করাইয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর। ঋষিদিগের এই রূপ প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অতিশিষ্ট-প্রকৃতি সৌতি কহিতে লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি আপনাদিগের সম্মুখে সমস্ত-পঞ্চক তীর্থের বৃত্তান্ত ও অন্যান্য কথা প্রসঙ্গ-ক্রমে সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন। অদ্বিতীয় বীর পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিতে পিতৃবধ-বার্ত্তা শ্রবণ করত ক্রোধপরায়ণ হইয়া এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তিনি স্ববিক্রম-প্রভাবে নিঃশেষে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমস্ত-পঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত করেন। শুনিয়াছি, তিনি রোষ-পরবশ হইয়া সেই হ্রদের রুধির-দ্বারা পিতৃ লোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তথায় আগমন করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, হে মহাভাগ রাম! তোমার এইরূপ অবিচলিত-পিতৃভক্তি ও অসাধারণ-বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাম কহিলেন, হে পিতৃগণ! যদি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ বর-প্রদানে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংশ করত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছি, সেই সকল পাপ হইতে যাহাতে মুক্ত হই এবং এই শোণিতময় পঞ্চহ্রদ অদ্যাবধি পৃথিবীতে তীর্থস্থান বলিয়া যাহাতে প্রখ্যাত হয়, এরূপ বর প্রদান করুন। পিতৃগণ "তথাস্তু" বলিয়া পরশুরামের অভিমত বর-প্রদানপূর্ব্বক সেইরূপ অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে শান্ত হইতে আদেশ করিলেন। তিনিও তদবধি ক্ষত্রিয়দিগের উপর আর কোনরূপ অত্যাচার করিলেন না।

সেই শোণিতময় পঞ্চ হ্রদের সন্নিধানে যে সকল প্রদেশ আছে, তাহাকেই পরমপবিত্র সমন্তপঞ্চক তীর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কারণ পণ্ডিতেরা কহেন, যে দেশ যে কোন বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত তাহা তন্নামেই প্রখ্যাত হইয়া থাকে। ঐ সমন্তপঞ্চক তীর্থে কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরু ও পাণ্ডবসৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধার্থে ভূদোষ-বর্জ্জিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত ও নিহত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! ইহাই তাহার যথার্থ-ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। সেই তীর্থ অতিপবিত্র ও রমণীয়। হে ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিগণ! ত্রিলোকে ঐ দেশ যেরূপ বিখ্যাত তাহা আপনাদিগের সমক্ষে কহিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ করিলে, আমরা তাহার অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ তুমি সকলই জান; অতএব কত নর, কত হস্তী, কত অশ্ব, ও কত রথে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহা সপ্রমাণ করিয়া বল। সৌতি কহিলেন, এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ পদাতি ও তিন অশ্ব, ইহাতে একটি পত্তি হয়। তিন পত্তিতে এক সেনামুখ; তিন সেনামুখে এক গুল্ম; তিন গুল্মে এক গণ; তিন গণে এক বাহিনী; তিন বাহিনীতে এক পৃতনা; তিন পৃতনায় এক চমূ; তিন চমূতে এক অনীকিনী; দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিনী হয়। এক অক্ষৌহিণীতে এক বিংশতিসহস্র অষ্টশত ও সপ্ততি-সংখ্যক রথ ও তৎসংখ্যক গজ, এক লক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ জন পদাতি এবং পঞ্চষষ্টিসহস্র, ছয় শত দশ, অশ্ব থাকে। আমি যে অক্ষৌহিণী শব্দের উল্লেখ করিলাম, সংখ্যাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহার এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। সমন্তপঞ্চক তীর্থে কুরু ও পাণ্ডবদিগের এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র সমাগত হইয়াছিল। সেই সেনা কৌরবদিগকে উপলক্ষ করিয়া কালের অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় শক্তিসহকারে তথায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। তন্মধ্যে পরমাস্ত্র-বেত্তা ভীষ্ম দশ দিবস যুদ্ধ করেন, দ্রোণ পাঁচদিন কৌরব সেনা রক্ষা করিয়াছিলেন, পরবল-পীড়ক কর্ণ দুই দিবস, ও শল্য অর্দ্ধদিবসমাত্র যুদ্ধ করেন। তৎপরে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ

হয়; তাহাও দিবসার্দ্ধমাত্র। অনন্তর দিবসের অবসানে ও নিশার আগমন হইলে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য সকলে একমত অবলম্বন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে সুখ-প্রসুপ্ত যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংহার করিলেন।

হে শৌনক! আপনার যজ্ঞে যে ভারতাখ্য ইতিহাস কহিব, বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের-সর্প-সত্র-কালে তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের আরম্ভে পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্বে মহানুভব ভূপালদিগের বিচিত্র চরিত্র সম্যক্-রূপে বর্ণিত আছে। ইহা বহুবিধ উপাখ্যান ও অনেকানেক লৌকিক আচার-ব্যবহারে পরি-পূর্ণ। যাদৃশ, মোক্ষার্থীরা একমাত্র পারত্রিক শুভ-সঙ্কল্পে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, তাদৃশ, বিজ্ঞেরা মঙ্গল-লাভ-প্রত্যাশায় এই পবিত্র ইতিহাসের আশ্রয় লইয়া থাকেন। যেমন, সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তু মধ্যে আত্মা, ও সকল প্রিয়বস্তু মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠপদার্থ, সেইরূপ এই গ্রন্থ সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যেমন অন্নপান ব্যতীত জীবন ধারণের আর উপায় নাই, সেইরূপ এই ইতিহাস যে সকল সুললিত কথা প্রতিপন্ন করিতেছে, তদ্ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন সৎকুলোদ্ভব প্রভুকে প্রভুপরায়ণ ভৃত্যগণ অভ্যুদয়-বাসনায় উপাসনা করে, সেইরূপ বুধগণ বিবিধ জ্ঞানলাভের অভিলাষে এই ভারত-সংহিতার সেবা করিয়া থাকেন। যেমন স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ কি লৌকিক্য কি বৈদিক সকল বাক্যকেই অধিকার করিয়া আছে, সেই-রূপ এই অদ্ভুত ইতিহাসে বহুবিষয়ে শুভকরী বুদ্ধিবৃত্তি সমর্পিত হইয়াছে।

হে ঋষিগণ! এইক্ষণে বেদপ্রতিপাদ্য- সনাতন-ধর্ম্মে অলঙ্কৃত অননুভূতপূর্ব্ব-বিষয়ের মীমাংসা-সহকৃত সুচারু-রূপে বিরচিত ভারতের পর্ব্বসংগ্রহ বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন। প্রথম, অনুক্রমণিকা পর্ব্ব; দ্বিতীয়, সংগ্রহ পর্ব্ব; পরে পৌষ্য ও পৌলোম পর্ব্ব; আস্তীক ও বংশাবতরণ পর্ব্ব; তৎপরে পরমাশ্চর্য্য সম্ভব পর্ব্ব; তাহা শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; তৎপরে জতুগৃহদাহ; তৎপরে হিড়িম্ববধ; তৎপরে বক-বধ; তৎপরে চৈত্ররথ পর্ব্ব; তৎপরে দেবী পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত; তৎপরে বিবাহ; তৎপরে বিদুরাগমন ও রাজ্যলাভ পর্ব্ব; তৎপরে অর্জ্জুনের অরণ্যবাস, তৎপরে সুভদ্রাহরণ; তৎপরে যৌতুকাহরণ পর্ব্ব; তৎপরে খাণ্ডবদাহ ও ময়দানবদর্শন; তৎপরে সভাপর্ব্ব; তৎপরে মন্ত্রপর্ব্ব; তৎপরে জরাসন্ধবধ; তৎপরে দিগ্বিজয় পর্ব্ব; দিগ্বিজয়ের পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ; তৎপরে অর্ঘাভিহরণ; তৎপরে শিশুপাল-বধ; তৎপরে দ্যূত, ও অনুদ্যূত পর্ব্ব; তৎপরে আরণ্য; তৎপরে কির্ম্মীরবধ; তৎপরে অর্জ্জুনের অভিগমন ও তৎপরে মহাদেব ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ; ইহাকে কিরাত পর্ব্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তৎপরে ইন্দ্রলোকাভিগমন; তৎপরে নলোপাখ্যান, ইহা শ্রবণ করিলে অশ্রুপাত হয়। তৎপরে যুধিষ্ঠিরের তীর্থ-যাত্রা পর্ব্ব; তৎপরে জটাসুর-বধ পর্ব্ব; তৎপরে যক্ষযুদ্ধ; তৎপরে নিবাতকবচযুদ্ধ পর্ব্ব; তৎপরে অজগর পর্ব্ব; তৎ-পরে মার্কণ্ডেয় সমস্যা; তৎপরে দ্রৌপদী ও সত্যভামা সম্বাদ; তৎপরে ঘোষ-যাত্রা; তৎপরে মৃগস্বপ্নোদ্ভব পর্ব্ব; তৎপরে ব্রীহিদ্রৌণিক উপাখ্যান পর্ব্ব; তৎপরে ঐন্দ্রদ্যুম্ন, তৎপরে দ্রৌপদীহরণ; তৎপরে জয়দ্রথ বিমোক্ষণ; তৎ-পরে রামচন্দ্রোপাখ্যান; তৎপরে পতিব্রতা সাবিত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্যবর্ণন; তৎপরে কুণ্ডলাহরণ; তৎপরে আরণেয়; তৎপরে বিরাটপর্ব্ব; তৎপরে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ ও সময়-প্রতিপালন; তৎপরে কীচকবধ; তৎপরে গোগ্রহণ; তৎ-পরে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ; তৎপরে উদ্যোগ; তৎপরে সঞ্জয়াগমন পর্ব্ব; অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তামূলক প্রজাগর পর্ব্ব; পরে সনৎসুজাত পর্ব্ব; তৎপরে যানসন্ধি পর্ব্ব; তৎপরে কৃষ্ণের গমন; তৎপরে মাতলীর উপাখ্যান ও গালবচরিত; তৎপরে সাবিত্রীর উপাখ্যান; বামদেবো-পাখ্যান, বৈণ্যোপাখ্যান ও জামদগ্ন্যোপাখ্যান; তৎপরে ষোড়শরাজিক পর্ব্ব; তৎপরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ; তৎপরে বিদুলাপুত্রশাসন, তৎপরে সৈন্যোদযোগ ও শ্বেতোপাখ্যান পর্ব্ব; তৎপরে মন্ত্র নিশ্চয় করিয়া কার্য্য-চিন্তন; তৎপরে সেনাপতিনিয়োগাখ্যান; তৎপরে শ্বেত ও বাসুদেব সং-বাদ; তৎপরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ; তৎপরে কুরুপাণ্ডব-সেনা নির্য্যাণ; তৎপরে রথী ও অতিরথী সংখ্যা পর্ব্ব; অনন্তর অমর্ষ বিবর্দ্ধন উলূকদূতের আগমন; তৎপরে অম্বোপাখ্যান; তৎপরে অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেক পর্ব্ব; তৎপরে জম্বুদ্বীপনির্ম্মাণ পর্ব্ব; তৎপরে ভূমিপর্ব্ব; তৎপরে দ্বীপ-বিস্তার-কথন পর্ব্ব; তৎপরে ভগবদ্গীতাপর্ব্ব; অনন্তর ভীষ্মবধ; তৎপরে দ্রোণাভিষেক; তৎপরে সংসপ্তকসৈন্য-

বধ ; তৎপরে অভিমন্যুবধ পর্ব্ব ; তৎপরে প্রতিজ্ঞা ; তৎপরে জয়দ্রথবধ পর্ব্ব ; তৎপরে ঘটোৎকচবধ ; তৎপরে পরমাশ্চর্য্য দ্রোণবধ পর্ব্ব ; তৎপরে নারায়ণাস্ত্র-প্রয়োগ পর্ব্ব।

অনন্তর কর্ণপর্ব্ব ; তৎপরে শল্যপর্ব্ব ; তৎপরে হ্রদ-প্রবেশ ও গদাযুদ্ধ পর্ব্ব ; অনন্তর সারস্বত ও তীর্থবংশানু-কীর্ত্তন পর্ব্ব ; তদনন্তর অতিবীভৎস সৌপ্তিক পর্ব্ব ; অনন্তর দারুণ ঐষীকপর্ব্ব ; তৎপরে জলপ্রদানিক পর্ব্ব ; তৎপরে স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব ; তৎপরে ঔর্দ্ধদেহিক পর্ব্ব ; তৎপরে ব্রাহ্মণরূপী চার্ব্বাক রাক্ষসের বধ পর্ব্ব ; তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্ব্ব ; তৎপরে গৃহপ্রবিভাগ পর্ব্ব ; অনন্তর শান্তিপর্ব্ব ; এই পর্ব্বে রাজধর্ম্ম,আপদ্ধর্ম্ম, ও মোক্ষ-ধর্ম্ম কথিত আছে। তৎপরে শুক-প্রশ্নাভিগমন, তৎপরে ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসন,তৎপরে দুর্ব্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়া-সম্বাদ পর্ব্ব ; অনন্তর অনুশাসন পর্ব্ব ; অনন্তর ভীষ্মের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ; তৎপরে সর্ব্বপাপ-প্রণাশক অশ্বমেধিক পর্ব্ব ; তৎপরে অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিষয়ক অনুগীতাপর্ব্ব ; তৎপরে আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ; তৎপরে পুত্রদর্শন পর্ব্ব ; তৎপরে নারদাগমন পর্ব্ব ; তৎপরে অতিভীষণ মৌষল পর্ব্ব ; তৎপরে মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব ; তৎপরে স্বর্গারোহণিক পর্ব্ব ; অনন্তর খিলনামক হরিবংশ পর্ব্ব ; এই পর্ব্বে বিষ্ণু পর্ব্ব, শিশুচর্য্যা, কংসবধ ও অতি অদ্ভুত ভবিষ্য পর্ব্ব কথিত আছে। এই শত পর্ব্ব মহাত্মা ব্যাসদেব কহিয়াছিলেন এবং নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে লোমহর্ষণপুত্র সৌতি অষ্টাদশ পর্ব্ব কীর্ত্তন করেন। সংক্ষেপে এই মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহ কহিলাম।

তন্মধ্যে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, হিড়ম্ব ও বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জ্জুনের বনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, খাণ্ডবদাহ, ময়দানবদর্শন, এই সকল আদিপর্ব্বের অন্তর্গত। পৌষ্য পর্ব্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য ও পৌলোম পর্ব্বে ভৃগুবংশবিস্তার কথিত আছে। আস্তীক পর্ব্বে সর্পকুল ও গরুড়ের সম্ভব, ক্ষীর-সমুদ্র-মন্থন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞানুষ্ঠান, ও মহাত্মা ভরতবংশীয়দিগের চরিত্র কীর্ত্তিত আছে। সম্ভবপর্ব্বে অনেকানেক ভূপতিদিগের উৎপত্তি, অনেকানেক বীর পুরুষ ও মহর্ষি দ্বৈপায়নের জন্মবৃত্তান্ত, এবং দেবতাদিগের অংশাবতারণ বর্ণিত আছে। দৈত্য, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণিদিগের সমুদ্ভব। যাঁহার নামের অনুরূপ লোকে ভারতকুল বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে, মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ব্ভে সেই ভারতের জন্মলাভ। শান্তনুর আবাসে গঙ্গার গর্ব্ভে বসুদিগের পুনর্জ্জন্ম ও তাহাদিগের স্বর্গে আরোহণ এবং তেজোংশের সম্পাত ; ভীষ্মের সম্ভব এবং তাঁহার রাজ্য-পরিত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-ধারণ, প্রতিজ্ঞাপালন, এবং ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের রক্ষা, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষাবিধান ও তাঁহার রাজ্যাধিকার ; অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপে, ধর্ম্মের নরলোকের অংশে সম্ভব ও বরদান-প্রভাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরষে উৎপত্তি, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও পাণ্ডবদিগের সম্ভব, বারণাবতপ্রস্থানে দুর্যোধনের মন্ত্রণা, পাণ্ডবদিগের প্রতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কূটপ্রেরণ, ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত পথিমধ্যে তাঁহাকে ম্লেচ্ছভাষায় বিদুরের অশেষ উপদেশ, বিদুরের পরামর্শক্রমে অতিগোপনে সুরঙ্গনির্ম্মাণ ; রাত্রিকালে পঞ্চ পুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষাদীকে জতুগৃহে পুরোচন-নামক ম্লেচ্ছের সহিত দাহ, নিবিড় অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্ব-দর্শন, মহাবল ভীমসেন হইতে হিড়িম্বের বধসাধন ও ঘটোৎকচের উৎপত্তি, মহাপ্রভাব মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন ও তাঁহার অনুমতিক্রমে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন ; বকবধে পুরবাসিদিগের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ব্রাহ্মণ সন্নিধানে দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করত স্বয়ম্বর-সভাদিদৃক্ষাক্রান্তচিত্ত হইয়া ব্যাসের আদেশে ও রমণীরত্ন-লাভের অভিলাষে পাঞ্চালদেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের গমন, গঙ্গাতীরে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজয় করিয়া অর্জ্জুনের তাহার সহিত পরমসখ্য-ভাব-সংস্থাপন ও তৎসমাপে তপতী বশিষ্ঠ ও ঔর্ব্বের রমণীয় উপাখ্যান-শ্রবণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের পাঞ্চালদেশে গমন ; তথায় সমাগত অসংখ্য ভূপাল সমক্ষে লক্ষ্যভেদ-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের দ্রৌপদীলাভ, ভীম ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে ক্রুদ্ধ রাজগণের সহিত শল্য ও কর্ণের পরাজয়, মহামতি অতি-শিষ্ট-প্রভৃতি কৃষ্ণ ও বলরামের ভীমার্জ্জুনের সেইরূপ অপ্রমেয় ও অমানুষ-সাহসসন্দর্শনে পাণ্ডববোধে তাঁহাদিগের সহিত সমাগত হইবার

বাসন্মায় পরশুরামের গৃহপ্রবেশ; পঞ্চভ্রাতার এক ভার্য্যা হইবে বলিয়া দ্রুপদের বিমর্ষ; এইস্থলে পরমাশ্চর্য্য পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যানের উল্লেখ; পাঞ্চালীর দৈববিহিত অমানুষ বিবাহ; পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বিদুর-প্রেরণ; বিদুরের গমন ও কৃষ্ণের সন্দর্শন; পাণ্ডবদিগের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও রাজ্যার্দ্ধের অধিকার; নারদের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবদিগের দ্রৌপদী-বিষয়ক নিয়ম সংস্থাপন, সুন্দোপসুন্দের ইতিহাস; অনন্তর দ্রৌপদীর সহিত একান্তে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরের সন্নিকৃষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রগ্রহণ ও ব্রাহ্মণের গোধন আহরণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন জন্য অরণ্য-বাস এবং তৎকালে উলূপীনাম্নী নাগকন্যার সহিত পথিমধ্যে অর্জ্জুনের সমাগম; পুণ্যতীর্থে গমন ও বভ্রুবাহনের জন্ম এবং তথায় তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে গ্রাহযোনি প্রাপ্ত পঞ্চ অপ্সরার শাপমোচন; প্রভাস-তীর্থে কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎকার-লাভ; কৃষ্ণের অভিমতে দ্বারকায় অর্জ্জুনের সুভদ্রা-প্রাপ্তি; যৌতুক-প্রদানের নিমিত্ত খাণ্ডবপ্রস্থে কৃষ্ণ প্রস্থিত হইলে পর সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম; দ্রৌপদী-পুত্রের উৎপত্তি-কীর্ত্তন; যমুনায় জল-বিহারার্থে গমন করিলে কৃষ্ণার্জ্জুনের চক্র ও ধনু লাভ; খাণ্ডবদাহ; প্রদীপ্ত অনলমধ্য হইতে ময়দানব ও ভুজঙ্গের পরিত্রাণ; মন্দপাল নামা মহর্ষির ঔরসে শার্ঙ্গীর-গর্ভে সুতোৎপত্তি; আদিপর্ব্বে এই সকল বর্ণিত আছে। বেদব্যাস এই পর্ব্বে দুইশত সপ্তবিংশতি সংখ্যক অধ্যায় কহিয়াছেন, তাহাতে অষ্ট সহস্র অষ্ট শত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করেন।

অনন্তর বহুবৃত্তান্তযুক্ত দ্বিতীয় সভাপর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। পাণ্ডবদিগের সভা নির্ম্মাণ; কিঙ্কর দর্শন; দেবর্ষি নারদ-কর্ত্তৃক ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণের সভাবর্ণন; রাজসূয় মহাযজ্ঞের আরম্ভ; জরাসন্ধবধ; গিরিব্রজে নিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণকর্ত্তৃক বিমোচন; পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়; ভূপালদিগের রাজসূয় যজ্ঞে আগমন; যজ্ঞে অর্ঘ্যদান-প্রসঙ্গে শিশুপালের সহিত বিবাদ ও তাহার বধ; পাণ্ডবদিগের রাজসূয়-যজ্ঞে তাদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের বিষাদ ও ঈর্ষ্যা; ভীমকর্ত্তৃক সভামধ্যে দুর্য্যোধনের প্রতি উপহাস ও তাহার ক্রোধ; তন্নিবন্ধন দ্যূতক্রীড়া; ধূর্ত্ত শকুনি কর্ত্তৃক দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের পরাজয়; দ্যূতার্ণবমগ্না দুঃখিতা দ্রৌপদীর ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক উদ্ধার; দ্রৌপদীকে বিপদুত্তীর্ণা দেখিয়া দুর্য্যোধনের পুনর্ব্বার পাণ্ডবদিগের সহিত দ্যূতারম্ভ; দ্যূতে পরাজয় করিয়া তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের বন প্রেষণ; মহর্ষি বেদব্যাস সভাপর্ব্বে এই সকল বর্ণন করিয়াছেন। এই পর্ব্বে অষ্ট সপ্ততি অধ্যায় এবং দ্বিসহস্র পঞ্চশত একাদশ শ্লোক আছে।

অনন্তর অরণ্য নামক তৃতীয় পর্ব্ব। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বন-প্রস্থান করিলে পৌরজন কর্ত্তৃক ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন; ওষধি ও ব্রাহ্মণগণের ভরণ পোষণের নিমিত্ত ধৌম্য মুনির উপদেশক্রমে যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা; সূর্য্যের অনুগ্রহে অন্নলাভ; ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক হিতবাদী বিদুরের পরিত্যাগ; বিদুরের পাণ্ডবসমীপে গমন, ও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে আগমন; কর্ণের উত্তেজনায় বনবাসি পাণ্ডব দিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা; তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া ব্যাসের আগমন; ব্যাস কর্ত্তৃক দুর্যোধনের বনগমন প্রতিষেধ; সুরভির উপাখ্যান; মৈত্রেয়ের আগমন; ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি মৈত্রেয়ের উপদেশ; মৈত্রেয় কর্ত্তৃক রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি শাপপ্রদান; ভীমকর্ত্তৃক যুদ্ধে কিম্মীর রাক্ষস-বধ; শকুনি ছল প্রকাশ করিয়া দ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে শুনিয়া পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের আগমন; কৃষ্ণ অতিশয় রোষাবেশ প্রকাশ করিলে অর্জ্জুনের সান্ত্বনা বাক্য; কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ; দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে বাসুদেবের আশ্বাসদান; সৌভপতি শাম্বের বধ; সপুত্রা সুভদ্রাকে কৃষ্ণকর্ত্তৃক দ্বারকায় আনয়ন; ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর সন্তানগণকে পাঞ্চালনগর প্রাপণ; রমণীয় দ্বৈতবনে পাণ্ডবদিগের প্রবেশ; দ্রৌপদী ও ভীমসেনের সহিত দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন; পাণ্ডবদিগের সমীপে ব্যাসের আগমন; যুধিষ্ঠিরের ব্যাসদেব হইতে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যালাভ; ব্যাস প্রতিগত হইলে পাণ্ডবদিগের কাম্যক-বনে গমন; অমিততেজা অর্জ্জুনের অস্ত্র-লাভ-প্রত্যাশায় প্রবাসে গমন ও কিরাতরূপী দেবদেব মহাদেবের সহিত যুদ্ধ; ইন্দ্রাদি লোকপালের দর্শন ও অস্ত্র লাভ; অস্ত্রশিক্ষার্থে অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন; পাণ্ডব বৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের বলবতী চিন্তা; মহানুভব মহর্ষি বৃহদশ্বের সন্দর্শন; দুঃখার্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ; ধর্ম্মসঙ্গত ও করুণ-রসাশ্রিত নলোপাখ্যান; যুধিষ্ঠিরের বৃহদশ্ব

হইতে অক্ষহৃদয় নামক বিদ্যালাভ; পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষির আগমন; লোমশ কর্ত্তৃক বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকট স্বর্গবাসী অর্জ্জুনের বৃত্তান্তকথন; অর্জ্জুনের আদেশক্রমে পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন; তীর্থের ফলপ্রাপ্তি ও পাবনত্ব কীর্ত্তন; মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থ-যাত্রা; পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা; কুণ্ডলদ্বয়-প্রদানদ্বারা কর্ণের ইন্দ্রহস্ত হইতে বিমোচন; গয়াসুরের যজ্ঞ বর্ণন; অগস্ত্যের উপাখ্যান ও বাতাপী-ভক্ষণ; অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত মহর্ষির লোপামুদ্রা-পরিগ্রহ; কৌমার ব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিতকীর্ত্তন; প্রভূত-পরাক্রম পরশুরামের চরিত্র-বর্ণন; কার্ত্তবীর্য্য ও হৈহয়দিগের বধ; প্রভাস-তীর্থে পাণ্ডবদিগের সহিত বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমাগম; সুকন্যার উপাখ্যান; শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবন-মুনিকর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারের সোমপান; অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক চ্যবনের যৌবন প্রতিপাদন; মান্ধাতার উপাখ্যান; জন্তু নামক রাজপুত্রের উপাখ্যান; শত পুত্রের অভিলাষে সোমক রাজার জন্তু নামক পুত্রের শিরশ্ছেদন; যজ্ঞানুষ্ঠান ও অভীষ্টফললাভ; শ্যেনকপোতীয় উপাখ্যান; শিবিরাজার প্রতি ইন্দ্র ও অগ্নির ধর্ম্মজিজ্ঞাসা; অষ্টাবক্রোপাখ্যান; জনকযজ্ঞে মহর্ষি অষ্টাবক্রের সহিত বরুণাত্মজ বনৈয়ায়িক বন্দির বিবাদ; মহাত্মা অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক বিবাদে বন্দির পরাজয়; ও সাগরের অভ্যন্তরগত পিতার উদ্ধার; মহাত্মা যবক্রীত ও রৈভ্যের উপাখ্যান; গন্ধমাদন-যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস; পুষ্পানয়নার্থ দ্রৌপদীকর্ত্তৃক ভীমসেনের নিয়োগ; পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে ভীমসেনের কদলীবনে হনুমান্ সন্দর্শন; কুসুমাবচয়ন করিবার নিমিত্ত সরোবরে অবগাহন; তথায় অতি-ভীষণ রাক্ষসগণ ও মণিমান্ প্রভৃতি মহাবীর্য্য যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ; জটাসুর-নামক রাক্ষসবধ; তথায় রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আগমন; আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে পাণ্ডবদিগের গমন ও অবস্থান; দ্রৌপদীকর্ত্তৃক ভীমসেনের উৎসাহদান; ভীমের কৈলাশ পর্ব্বতে আরোহণ ও মণিমান্ প্রমুখ যক্ষদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ; পাণ্ডবদিগের সহিত বৈশ্রবণের সমাগম; দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের সমাগম; হিরণ্য-পুরবাসী নিবাতকবচ-গণ ও পুলোমাপুত্র কালকেয়দিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণন; তৎকর্ত্তৃক কালকেয়দিগের রাজার প্রাণসংহার; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে অর্জ্জুনের অস্ত্র-সন্দর্শনের উদ্যম; দেবর্ষি নারদের তদ্বিষয়ক প্রতিষেধ; গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবরোহণ; গহনবনে ভুজগেন্দ্র কর্ত্তৃক মহাবল ভীমগ্রহণ; প্রশ্নোত্তর-প্রদানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমমোক্ষণ; মহাত্মা পাণ্ডবদিগের কাম্যক-বনে পুনরাগমন; তথায় পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় পুনর্ব্বার বাসুদেবের আগমন; মার্কণ্ডেয়-সমস্যা; পৃথুরাজার উপাখ্যান; সরস্বতী ও মহর্ষি তার্ক্ষ্যের সম্বাদ; মৎস্যোপাখ্যান; ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান; ধুন্ধুমারোপাখ্যান; পতিব্রতোপাখ্যান; অঙ্গিরা ঋষির উপাখ্যান; দ্রৌপদী ও সত্যভামা সম্বাদ; পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরাগমন; ঘোষযাত্রা; গন্ধর্ব্বদ্বারা দুর্য্যোধনের বন্ধন ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বিমোচন; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মৃগ-স্বপ্ন সন্দর্শন; রমণীয় কাম্যক-বনে পুনর্গমন; অতিবিস্তীর্ণ ব্রীহিদ্রৌণিকোপাখ্যান; মহর্ষি দুর্ব্বাসার উপাখ্যান; আশ্রমের অভ্যন্তর হইতে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণ; মহাবল ভীমের বায়ুবেগে গমন ও জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ; বহুবিস্তর রামায়ণ উপাখ্যান; রামচন্দ্রকর্ত্তৃক রাবণের বধ; সাবিত্রীর উপাখ্যান; কুণ্ডলদ্বয় দানদ্বারা ইন্দ্রের হস্ত হইতে কর্ণের মুক্তি; পরিতুষ্ট ইন্দ্রকর্ত্তৃক এক পুরুষঘাতিনীশক্তি প্রদান; আরণেয় উপাখ্যান ও ধর্ম্মের সপুত্রানুশাসন; বর লাভ করিয়া পাণ্ডবদিগের পশ্চিমদিকে গমন; তৃতীয় আরণ্যক পর্ব্বে এই সকল কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে দুইশত একোনসপ্ততি অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত ও চতুঃষষ্টি শ্লোক আছে।

অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাটপর্ব্ব শুনুন। পাণ্ডবগণ বিরাট নগরে প্রবেশ করিয়া শ্মশানে অতিপ্রকাণ্ড শমীবৃক্ষ নিরীক্ষণ করত স্বীয় সমুদয় অস্ত্র তাহাতে সংস্থাপন করিলেন ও অতি প্রচ্ছন্নভাবে নগরে প্রবেশ করিয়া তথায় বাসকরিতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক কামোন্মত্ত হইয়া দ্রৌপদী নিমিত্ত আপনার অভিমত অভিলাষ প্রকাশ করিলে ভীমসেন তাহার প্রাণসংহার করেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে অতি সুচতুর চরসমূহ প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাহারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তেরা বিরাট রাজার গোধন অপহরণ করে, তদুপলক্ষে তাহাদিগের সহিত বিরাটের যুদ্ধ হয়। শত্রুপক্ষ বিরাট রাজাকে পরাজিত ও বন্ধন করিয়া লইয়া

যাইতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন সবিক্রম-প্রভাবে তাঁহাকে মুক্ত করেন; পাণ্ডবেরা বিরাটের অপহৃত গোধন প্রত্যাহরণ করেন। অনন্তর কৌরবগণ তাঁহার গোধন হরণ করিলে, অর্জ্জুন বাহুবলে নিখিল কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন। বিরাট সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া দুহিতা উত্তরাকে সম্প্রদান করিলে, অর্জ্জুন তাহাকে প্রতিগ্রহ করেন। বেদবেত্তা মহর্ষি বেদব্যাস বিরাট নামক চতুর্থপর্ব্বে এই সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং ইহাতে সপ্তষষ্টি অধ্যায় দুই সহস্র ও পঞ্চাশৎ শ্লোক আছে।

তৎপরে উদ্‌যোগ নামক পঞ্চমপর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা জিগীষাপরবশ হইয়া উপপ্লব্য নামক স্থানে অবস্থান করিলে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন কৃষ্ণের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। "তুমি এই যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্য কর" তৎসন্নিধানে উভয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিলে মহামতি কৃষ্ণ কহিলেন, আমি এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিব, ও অন্য পক্ষে আমি একাকী থাকিব, কিন্তু কোনরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না ও অকপটে তাহাদিগের মন্ত্রী হইব। এক্ষণে তোমরা অন্যতরের কে কি ইচ্ছা কর, বল। অনভিজ্ঞ দুর্য্যোধন সৈন্য প্রার্থনা করিলেন, ও অর্জ্জুন তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব-স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডবদিগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত সমাগত মদ্ররাজকে পথিমধ্যে দুর্য্যোধন বহুবিধ উপহার প্রদান করিয়া "তুমি আমার সাহায্য কর" এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। শল্য তাহাতে সম্মত হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলেন। তথায় যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্রাসুর-বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। পাণ্ডবেরা কৌরব-সমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রবল-প্রতাপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি স্থাপন-প্রত্যাশায় সঞ্জয়কে দূতস্বরূপে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিবলবতী চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাচ্ছেদ হইল। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ হিত-বাক্য শ্রবণ করান। মহর্ষি সনৎসুজাত রাজাকে শোক-সন্তপ্ত দেখিয়া অতিউৎকৃষ্ট বেদশাস্ত্র শুনাইলেন। প্রভাত সময়ে সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া সঞ্জয় বাসুদেব ও অর্জ্জুনের অভিন্নত্ব কীর্ত্তন করেন। মহামতি কৃষ্ণ কৃপাপরায়ণ হইয়া সন্ধিবাসনায় হস্তিনাপুরে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন, উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনন্তর দম্ভোদ্ভবের উপাখ্যান, মহাত্মা মাতলীর বরান্বেষণ, মহর্ষি গালবের চরিত, বিদুলার স্বপুত্রানুশাসন বর্ণিত আছে। কৃষ্ণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধনের নিতান্ত মন্দ অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সমস্ত রাজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব দর্শন করাইলেন। কর্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণ পরামর্শ করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ণ অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার মন্ত্রণা গ্রহণ করিল না। তিনি হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্যে আগমন করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের কথা শুনিয়া হিতাহিত বিবেচনাপূর্ব্বক যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তিনাপুর হইতে সংগ্রাম বাসনায় হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই সমুদয় ক্রমশঃ নির্গত হইতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধের পূর্ব্ব দিবস পাণ্ডবদিগের নিকট উলূক নামক দূত প্রেরণ করেন। রথ ও অতিরথ-সংখ্যা; অম্বোপাখ্যান; বহুবৃত্তান্ত-সংযুক্ত সন্ধিবিগ্রহবিশিষ্ট উদ্‌যোগ পর্ব্বে এই সকল কথিত হইল। ইহাতে শত ও ষড়শীতি অধ্যায় আছে। মহর্ষি এই পর্ব্বে ষট্ সহস্র, ষট্ শত ও অষ্টনবতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর পরমাশ্চর্য্য ভীষ্মপর্ব্ব। ইহাতে সঞ্জয় জম্বুদ্বীপ নির্ম্মাণ-বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠিরের সেনাগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়। দশদিবস অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। মহামতি বাসুদেব মুক্তি-প্রতিপাদক বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুনের মোহজনিত বিষাদ নিরাকরণ করেন। যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী মনস্বী কৃষ্ণ সত্বরে রথ হইতে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক প্রতোদ হস্তে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভীষ্মকে সংহার করিতে ধাবমান হইয়াছিলেন, এবং সকল ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বাক্যরূপ অসি দ্বারা আঘাত করেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া শাণিত শরে ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইলেন। অতি বিস্তৃত ভারতের ষষ্ঠ পর্ব্ব সমাখ্যাত হইল। ইহাতে শত ও সপ্তদশ অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। বেদবেত্তা ব্যাসদেব ভীষ্মপর্ব্বে পঞ্চ সহস্র, অষ্টশত ও চতুরশীতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অনন্তর বহুবৃত্তান্তানুগত অতি বিচিত্র দ্রোণ পর্ব্ব আরম্ভ

হইতেছে। প্রবল প্রতাপ দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত "ধীমান্ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে গ্রহণ করিব" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সংসপ্তকগণ অর্জ্জুনকে সমরাঙ্গণ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। শক্রতুল্য পরাক্রমশালী মহারাজ ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক হস্তির সহিত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত হন। জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্তরথী অপ্রাপ্ত-যৌবন একাকী বালক অভিমন্যুর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন অভিমন্যুবধে ক্রোধে অধীর হইয়া সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিলেন। মহাবাহু ভীম ও মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে অর্জ্জুনের অন্বেষণের নিমিত্ত অতি দুর্দ্ধর্ষ কৌরব-সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হতাবশিষ্ট সংসপ্তকগণ যুদ্ধে নিঃশেষ হয়। অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ, মহাবীর জলসন্ধ, সৌমদত্তি বিরাট, মহারথ দ্রুপদ ও ঘটোৎকচাদি অন্যান্য বীরগণের নিধনের বিষয় দ্রোণ পর্ব্বে কথিত আছে। সমরে দ্রোণাচার্য্য হত হইলে, অশ্বত্থামা ক্রোধান্ধ হইয়া যে ভীষণ নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও এই পর্ব্বে বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বে অত্যুৎকৃষ্ট রুদ্রমাহাত্ম্য, বেদব্যাসের আগমন এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের মাহাত্ম্য অভিহিত হইয়াছে। এই মাহাভারতের সপ্তম পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। এই দ্রোণ পর্ব্বে যে যে বীরপুরুষদিগের কথা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শী মহামুনি পরাশরাত্মজ এই পর্ব্বে একশত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র, নব শত, নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর কর্ণপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে ধীমান্ শল্যের সারথ্যকার্য্যে নিয়োগ, ত্রিপুরনিপাতন-বৃত্তান্ত, গমনকালে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর বিবাদ, কর্ণ-তিরস্কারার্থ শল্য-কর্ত্তৃক হংসকাক য়োপাখ্যান-কথন, মহাত্মা দ্রোণাত্মজ কর্ত্তৃক পাণ্ড্যের নিধন, দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ, সর্ব্বধনুর্দ্ধরগণ-সমক্ষে কর্ণের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রাণসংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রোধ, কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনুনয়-বাক্য-দ্বারা অর্জ্জুনের ক্রোধ-শান্তি-করণ, ভীমসেন-কর্ত্তৃক যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল-বিদারণ-পূর্ব্বক রক্তপান, এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে কর্ণের নিপাত; এই সমস্ত বর্ণিত আছে। ভারতের অষ্টম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই কর্ণ পর্ব্বে একোন সপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র নয় শত, চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তিত আছে।

অতঃপর বিচিত্র শল্যপর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। কুরুসৈন্য বীরশূন্য হইলে, মদ্রাধিরাজ শল্য সৈনাপত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শল্যপর্ব্বে যাবতীয় রথযুদ্ধ ও প্রধান প্রধান কৌরবদিগের বধ বর্ণিত আছে। এই পর্ব্বে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক শল্যের বধ, ও সহদেবকর্ত্তৃক শকুনির বিনাশ, কথিত আছে। দুর্য্যোধন, অল্পমাত্রাবশিষ্ট সৈন্য দেখিয়া দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশ পূর্ব্বক জলস্তম্ভ করিয়া, তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্যাধেরা হ্রদমধ্যে দুর্য্যোধনের আত্মগোপনবৃত্তান্ত ভীমকে বলিয়া দিল। মহামানী দুর্য্যোধন ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের তিরস্কার-বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইলেন, ও ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সংগ্রাম-সময়ে বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বে সরস্বতী ও অন্যান্য তীর্থ সমুদয়ের পবিত্রতা-কীর্ত্তন, ও তুমুল গদাযুদ্ধ-বর্ণন আছে। যুদ্ধে বৃকোদর ভয়ানক গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিলেন। ভারতের নবম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে নানা-বৃত্তান্ত-যুক্ত একোনষষ্টি অধ্যায় কথিত আছে। এক্ষণে শ্লোক-সংখ্যা কথিত হইতেছে। কুরুবংশ-যশঃকীর্ত্তক মহামুনি বেদব্যাস এই পর্ব্বে তিন সহস্র, দুইশত, বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অনন্তর দারুণ সৌপ্তিক পর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। পাণ্ডবেরা সংগ্রাম-ক্ষেত্র হইতে শিবিরে গমন করিলে, সায়ংকালে কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা রুধিরাক্তকলেবর, ভগ্নোরুযুগল, অভিমানী রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ রণক্ষেত্রে পতিত আছেন। মহাক্রোধ দ্রোণাত্মজ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালদিগকে ও অমাত্যসহিত পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট না করিয়া বর্ম্মত্যাগ করিব না।" রাজাকে এইরূপ কহিয়া তিন জনেই সে স্থান হইতে অপক্রান্ত হইয়া প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐ স্থানে অশ্বত্থামা রাত্রিকালে পেচককে বহুসংখ্যক কাক নষ্ট করিতে দেখিয়া, পিতৃনিধন-বৃত্তান্ত-স্মরণ-পূর্ব্বক ক্রোধান্ধ হইয়া

নিদ্রাতুর পাঞ্চালদিগের বধে সপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এই স্থির করিয়া শিবিরদ্বারে গমন-পূর্ব্বক দেখিলেন, যে একটা বিকটমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর রাক্ষস আকাশপর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অশ্বত্থামা অস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাক্ষসের কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তিনি দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহকারে, সুষুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে ও সপরিবার দ্রৌপদীর পুত্রগণকে বিনাশ করিলেন। কেবল কৃষ্ণবলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকি রক্ষা পাইলেন, আর সকলেই বিনষ্ট হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি যুধিষ্ঠিরাদিকে সমাচার দিল যে "অশ্বত্থামা প্রসুপ্ত পাঞ্চালদিগকে বধ করিয়াছে।" দ্রৌপদী পুত্র, পিতা ও ভ্রাতাগণের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অধীরার ন্যায় অনশন সঙ্কল্প করিয়া স্বামিগণের নিকট উপবিষ্টা হইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম দ্রৌপদীর মনস্তুষ্টি-করণার্থ ক্রোধান্বিত হইয়া গদাগ্রহণ-পুরঃসর অশ্বত্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা ভীম-ভয়াক্রান্ত হইয়া সক্রোধে "অদ্য আমি মেদিনী পাণ্ডববিহীনা করিব" এই বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ "এমন করিও না" এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিবারণ করিলেন। অর্জ্জুন পাপাত্মা অশ্বত্থামাকে অনিষ্টাচরণে অভিনিবিষ্ট দেখিয়া স্বকীয় অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামার অস্ত্রচ্ছেদন করিলেন। এবং অশ্বত্থামা ও ব্যাসাদি পরস্পরের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ মহারথ দ্রোণাত্মজের নিকট হইতে মণিগ্রহণ করিয়া সানন্দে দ্রৌপদীকে প্রদান করিলেন। ভারতের দশম সৌপ্তিকপর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রহ্মবাদী মহাত্মা উত্তমতেজাঃ বেদব্যাস এই পর্ব্বে, অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্টশত, সপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিছেন। ঐষীক-পর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত।

এক্ষণে করুণ-রসোদ্বোধক স্ত্রীপর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পর্ব্বে, পুত্রশোকার্ত্ত প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে সংহার করিতে সঙ্কল্প করিয়া লৌহময়ী ভীম-প্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করেন। বিদুর মোক্ষোপদেশক হেতুবাদ দ্বারা পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক মোহনিবারণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুর-মহিলাগণের সহিত রণস্থল দর্শনার্থ গমন করেন। বীরবনিতাগণের করুণস্বরে রোদন এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধ ও মোহ। ক্ষত্রিয়পত্নীগণ, সমরে অপরাঙ্মুখ, নিহত পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে দেখিলেন। কৃষ্ণ পুত্র-পৌত্র-শোকাকুলা গান্ধারীর ক্রোধোপশমন করেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির শাস্ত্রানুসারে নৃপতিগণের শরীর দাহ করাইলেন। ভূপতিগণের উদকক্রিয়া আরব্ধ হইলে, কুন্তী কর্ণকে আপনার গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া স্বীকার ও প্রকাশ করেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই একাদশ পর্ব্ব রচনা করিয়াছেন। এই পর্ব্ব শ্রবণ কিম্বা পাঠ করিলে সহৃদয় জনের হৃদয় শোকাকুল ও নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হয়। এই পর্ব্বে, বেদব্যাস সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্তশত, পঞ্চসপ্ততি শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ধীশক্তিবর্দ্ধক শান্তিপর্ব্বের কথা লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ, ভ্রাতৃ, পুত্র, সম্বন্ধী ও মাতুলগণকে বধ করাইয়া সাতিশয় নির্ব্বিণ্ন হইলেন। শর-শয্যাশায়ী ভীষ্মদেব, রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ঐ সকল ধর্ম্ম সম্যক্ জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য। ঐ সমস্ত ধর্ম্মের যথার্থ-জ্ঞান দ্বারা লোকে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে। ইহাতে বিচিত্র মোক্ষধর্ম্মের কথাও সবিস্তরে কথিত আছে। মহাভারতের দ্বাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। হে তপোধনগণ! এই শান্তিপর্ব্বে মহামুনি বেদব্যাস ত্রিশত, ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও চতুর্দ্দশসহস্র, সপ্তশত, সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

ইহার পর অত্যুৎকৃষ্ট অনুশাসন পর্ব্ব। এই পর্ব্বে, কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুত্র ভীষ্মদেবের নিকট ধর্ম্মনিশ্চয় শ্রবণ করিয়া বিগতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পর্ব্বে, ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধ ব্যবহার সমুদায় কথন, বিবিধ দানের বিবিধ-প্রকার ফল নির্দ্দেশ, সৎপাত্র ও অসৎপাত্রের বিশেষ বিবেচনা, দান-বিধান-কথন, আচার-বিনির্ণয়, সত্যের স্বরূপ-কথন, গোগণের ও ব্রাহ্মণগণের মহত্ত্ব-কীর্ত্তন, দেশ-কালানুযায়ি ধর্ম্মরহস্য-কথন ও ভীষ্মের অমরলোকসম্প্রাপ্তি কীর্ত্তিত আছে। ধর্ম্ম-নির্ণায়ক-নানা-বৃত্তান্ত-সঙ্কলিত অনুশাসনাভিধান, ভারতের ত্রয়োদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অনুশাসন পর্ব্বে, মুনিসত্তম পরাশরাত্মজ একশত, ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায় ও অষ্টসহস্র শ্লোক নির্ণয় করিয়াছেন।

অতঃপর আশ্বমেধিক-নামক চতুর্দ্দশ পর্ব্বের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পর্ব্বে, সম্বর্ত্তমুনি ও মরুত্ত রাজার আখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত সুবর্ণস্তূপ সম্প্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। পরীক্ষিৎ অশ্বত্থমার অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ তাঁহাকে জীবিত প্রদান করেন। অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞতুরঙ্গ-রক্ষার্থ তৎপশ্চাদ্‌গামী অর্জ্জুনের নানাদেশে ক্রোধন-রাজপুত্রগণের সহিত সংগ্রাম, চিত্রাঙ্গদার গর্ব্ভে সমুদ্ভূত স্বসুত বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের জীবন-সংশয়। মহান্ অশ্বমেধযজ্ঞের সমাপ্ত্যনন্তর নকুলের বৃত্তান্ত। এই পরমাদ্ভুত আশ্বমেধিক পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। এই পর্ব্বে, অশেষ তত্ত্ববিৎ ভগবান্ পরাশরসূনু ত্র্যধিক শত অধ্যায় ও তিন সহস্র, তিন শত, বিংশতি শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্রমবাসাখ্য পঞ্চদশ পর্ব্ব। এই পর্ব্বে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যত্যাগ করিয়া গান্ধারী ও বিদুরের সহিত অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। গুরুশুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্তা, সাধ্বী কুন্তী ও ধৃতরাষ্ট্রকে বনে গমন করিতে দেখিয়া পুত্ররাজ্য পরিত্যাগ করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমরে নিহত লোকান্তরগত পুত্র, পৌত্র এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয় বীরপুরুষগণকে পুনরাগত দেখিলেন। তিনি মহামুনি বেদব্যাসের প্রসাদে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া অবশেষে শোক পরিত্যাগ করত পরমসিদ্ধি লাভ করিলেন। বিদুর ও জিতেন্দ্রিয় গবল্গণ নন্দন সঞ্জয় অমাত্যের সহিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া চরমে সদ্গতি প্রাপ্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তপোধন নারদকে সন্দর্শন করিলেন এবং তৎপ্রমুখাৎ যদুকুলধ্বংসের কথা অবগত হইলেন। এই অত্যদ্ভুত আশ্রমবাসাখ্য পর্ব্বের বিষয় কথিত হইল। মহামুনি বেদব্যাস এই পর্ব্বে, দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহস্র পঞ্চশত ষট্‌শ্লোকের সংখ্যা করিয়াছেন।

হে তপোধনগণ! অতঃপর দারুণ মৌষল-পর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে, লবণ-সমুদ্র-সমীপে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পুরুষসিংহ যাদবগণ আপানে মদ্যপান দ্বারা মত্ত হইয়া দারুণ দৈবদুর্ব্বিপাক-বশতঃ এরকারূপ বজ্রদ্বারা পরস্পর আঘাত করেন। কৃষ্ণ ও বলভদ্র উভয়ে আপনাদিগের কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে আপনারাও সর্ব্বসংহর্ত্তা সমুপস্থিত কালের করাল-কবলে নিপতিত হয়েন। নরোত্তম অর্জ্জুন দ্বারবতী নগরীতে আগমন করিয়া, ঐ নগরীকে যাদবশূন্য নিরীক্ষণ করত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি নরশ্রেষ্ঠ মাতুল বাসুদেবের সংস্কার করিলেন এবং তৎপরে কৃষ্ণ ও বলরামের সংস্কার করিয়া পরিশেষে অন্যান্য প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণেরও সংস্কার করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বারকা হইতে বৃদ্ধ ও বালকগণকে লইয়া গমন করিতে করিতে ঘোরতর আপৎকালে গাণ্ডীবের প্রভাবক্ষয় ও দিব্যাস্ত্র সমুদয়ের অপ্রসন্নতা দেখিলেন। তৎপরে তিনি যাদব-মহিলাগণের নাশ ও প্রভুত্বের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসোপদেশে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত সন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণের বাসনা করিলেন। ষোড়শ-সংখ্যক মৌষল-পর্ব্ব কীর্ত্তিত হইল। তত্ত্ববিৎ পরাশরাত্মজ এই পর্ব্বে, আট অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

তদনন্তর মহাপ্রাস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্ব্বের বিষয় লিখিত হইতেছে। এই পর্ব্বে, পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ স্বকীয়-রাজ্য-পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রৌপদী দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাপ্রস্থানে প্রস্থিত হইলেন। তাঁহারা লৌহিত্যার্ণবের-কূলে অগ্নিসন্দর্শন পাইলেন। অর্জ্জুন মহানুভব অগ্নিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পূজা করত অত্যুৎকৃষ্ট দিব্য গাণ্ডীব-ধনু প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে নিপতিত ও নিহত দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপও না করিয়া সমস্ত মায়ামোহ পরিত্যাগ করত প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাস্থানিকাখ্য সপ্তদশ পর্ব্ব কথিত হইল। এই পর্ব্বে, অশেষতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ পরাশরনন্দন তিন অধ্যায় ও তিন শত, বিংশতি শ্লোক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

অনন্তর আশ্চর্য্য অলৌকিক স্বর্গ-পর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে, দয়ার্দ্রচিত্ত মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার কুক্কুর বিহীনে দেবলোক হইতে আগত দৈবরথ আরোহণে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মে অবিচলিত অনুরাগ বুঝিতে পারিয়া কুক্কুররূপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন। পরম-ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সহিত এক রথে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবদূত ছল করিয়া তাঁহাকে নরক দর্শন করাইলেন। পরমধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির তৎস্থানস্থিত নিদেশানুবর্ত্তী ভ্রাতৃ-

গণের করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ধর্ম্ম ও দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার মনোদুঃখ নিবারণ করেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুরদীর্ঘিকায় স্নান করিয়া মানুষ-কলেবর পরিত্যাগ করত স্বর্গে নিজধর্ম্মার্জ্জিত স্থান পাইয়া ইন্দ্রাদিদেবগণ-কর্ত্তৃক পরম সমাদৃত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হে তপোধনগণ! অশেষ-ধীশক্তি-সম্পন্ন নানাতত্ত্বদর্শী মহর্ষি বেদব্যাস এই অষ্টাদশ পর্ব্ব রচনা এবং উহাতে পাঁচ অধ্যায় ও দুই শত, নব শ্লোকের সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে অষ্টাদশ পর্ব্ব সবিস্তরে উক্ত হইল। ইহার পর হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ব্ব কথিত আছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। মহাভারতের পর্ব্ব-সংগ্রহ নির্দ্দিষ্ট হইল।

যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়াছিল। সেই ঘোর সংগ্রাম অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া হয়।

যে দ্বিজ অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারি বেদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু মহাভারতাখ্যান জানেন না, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলিতে পারা যায় না। অপরিমিত ধী-শক্তিমান্ বেদব্যাস এই ভারতকে অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র-স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন পরম-সুমধুর পুংস্কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকধ্বনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ এই আখ্যান শ্রবণ করিলে, অন্য শাস্ত্র শ্রবণে রুচি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রোত্তমগণ! যেমন জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ শরীরী অন্তরীক্ষের অন্তর্গত, সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্ভূত। যেমন বিচিত্র মানসিকক্রিয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়, সেইরূপ এই ইতিহাস যাবতীয় দানাধ্যয়নাদি ক্রিয়া ও শমদমাদি গুণের আশ্রয়। যেমন আহার বিনা শরীরীর শরীর-ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ এই সুললিত ইতিহাসান্তর্গত কথা ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে অন্য কথা নাই। যেমন সমুন্নতি-প্রেপ্সু ভৃত্যগণ সদ্বংশজ প্রভুর আরাধনা করে, সেইরূপ কবিবরাগ্রগণ্যগণ এই বিচিত্র ইতিহাসের উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন অন্যান্য আশ্রমাপেক্ষা গৃহস্থাশ্রম উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হে মহর্ষিগণ! তোমাদিগের ধর্ম্মে মতি হউক; কারণ লোকান্তরগত জনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয়ানুরাগ পূর্ব্বক সেবিত হইলেও কখন স্থির ও আত্মীয় হয় না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠবিনির্গত, অপ্রমেয় পরমপবিত্র পাপনাশক মঙ্গলবিধায়ক পাঠ্যমান ভারত শ্রবণ করে, তাহার পুষ্করজলে স্নান করিবার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়গণ প্রভাবে যে পাপরাশি সঞ্চয় করেন, সন্ধ্যাকালে মহাভারত পাঠদ্বারা সেই সকল পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত হয়েন; আর নিশাকালে কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা যে সকল পাপ সঞ্চয় করেন, প্রাতঃকালে মহাভারত পাঠ করিয়া সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বেদজ্ঞ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে কনক মণ্ডিতশৃঙ্গ গো শত দান করে, আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারত কথা প্রত্যহ শ্রবণ করে, এই দুই জনের তুল্য ফল লাভ হয়। যেমন অর্ণবপোতাদিদ্বারা সুবিস্তীর্ণ অগাধ জলধি অনায়াসে পার হওয়া যায়, সেইরূপ অগ্রে পর্ব্বসংগ্রহ শ্রবণদ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট, মহার্থযুক্ত এই উপাখ্যান সুখবোধ্য হয় জানিবেন।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সমাপ্ত।

---

তৃতীয় অধ্যায়।

## পৌষ্যপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কুরুক্ষেত্রে পরীক্ষিতপুত্র রাজা জনমেজয় ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে এক দীর্ঘ সত্র অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার তিন সহোদর; শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানকালে একটা কুক্কুর তথায় উপস্থিত হইল। জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিলে সে রোদন করিতে করিতে মাতৃসন্নিধানে গমন করিল। সরমা তাহাকে অকস্মাৎ রোদন করিতে দেখিয়া কহিল, "তুমি কেন কাঁদিতেছ? কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে, বল।" জননীকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সে কহিল, "জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ আমাকে প্রহার করিয়াছেন" তাহা শুনিয়া দেবশুনী

কহিল, "বোধ হয়, তুমি তাঁহাদিগের কোন অপকার করিয়া থাকিবে।" সে পুনর্ব্বার প্রত্যুত্তর করিল, আমি তাঁহাদিগের কিছুমাত্র অপকার করি নাই, যজ্ঞের হবিঃও নিরীক্ষণ করি নাই, তাঁহারা অকারণে আমাকে প্রহার করিয়াছেন। তৎশ্রবণে সরমা অতিদুঃখিতা হইয়া যথায় জনমেজয় ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে বহুবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,তথায় সমুপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিতে লাগিল, আমার পুত্র তোমাদিগের কিছুমাত্র অপকার করে নাই, যজ্ঞের হবিঃ অবেক্ষণ ও অবহেলন করে নাই, তোমরা কি নিমিত্ত ইহাকে প্রহার করিয়াছ, বল। তাঁহারা কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন সরমা কহিল, তোমরা নিরপরাধীকে প্রহার করিয়াছ, অতএব অনুপলক্ষিত ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। জনমেজয়, দেবশুনী সরমার এই রূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ ও সম্ভ্রান্ত হইলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে জনমেজয় হস্তিনাপুরে আগমন ও সরমা-শাপ-নিবারণের নিমিত্ত সাতিশয় প্রযত্নসহকারে এক অনুরূপ পুরোহিত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদা মৃগয়ায় নির্গত হইয়া জনমেজয় স্বীয় জনপদের অন্তর্গত এক আশ্রম দর্শন করিলেন। তথায় শ্রুতশ্রবাঃ নামক এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার সোমশ্রবাঃ নামে এক পুত্র ছিলেন। জনমেজয় ঋষিপুত্রের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন, এবং ঋষিকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন। রাজার এইরূপ কথা শুনিয়া শ্রুতশ্রবাঃ কহিলেন, হে জনমেজয়! একদা এক সর্পী আমার শুক্র পান করিয়াছিল। ঐ শুক্রে তাহার গর্ভ সঞ্চার হয়; আমার এই পুত্র ঐ গর্ভে জন্মেন। ইনি মহাতপস্বী অধ্যয়ন নিরত ও মদীয় তপোবীর্য্য সম্ভূত। মহাদেবের অভিশাপ ব্যতিরেকে তোমার সমুদয় শাপশান্তি করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইহাঁর একটি নিগূঢ় ব্রত আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহাঁর সন্নিধানে কোন বিষয় প্রার্থনা করেন, ইনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন, যদি ইহাতে সাহস হয়, তবে ইহাঁকে লইয়া যাও। শ্রুতশ্রবার এইরূপ কথা শুনিয়া জনমেজয় প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয়! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহাতে সম্মত আছি। এই কথা কহিয়া পুরোহিত সহিত স্বনগরে প্রত্যাগমন করত ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, আমি এই মহাত্মাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছি, ইনি যখন যাহা অনুজ্ঞা করিবেন, তোমরা তদ্বিষয়ে কোন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে,কিছুতেই যেন তাহার ব্যতিক্রম না হয়। সহোদরদিগকে এই রূপ আদেশ করিয়া তক্ষশিলায় প্রস্থান করিলেন ও অনতিবিলম্বেই সেই প্রদেশ আপন অধিকারে আনিলেন।

ইত্যবসরে প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যানের উল্লেখ হইতেছে। আয়োদ-ধৌম্য নামক এক ঋষি ছিলেন। উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার তিনটি শিষ্য ছিল। তিনি এক দিন পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে অনুমতি করিলেন। আরুণি উপাধ্যায়ের উপদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পরিশেষে আলি বাঁধিতে অশক্ত হইলেন। অগত্যা তথায় শয়ন করিয়া জলনির্গম নিবারণ করিলেন। কোন সময়ে উপাধ্যায় আয়োদ-ধৌম্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসিলেন, পাঞ্চাল দেশীয় আরুণি কোথায় গিয়াছে। তাহারা কহিল, ভগবন্! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, যথায় আরুণি গমন করিয়াছে, চল,আমরাও তথায় যাই। অনন্তর সেই স্থানে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন "ভো বৎস আরুণি! কোথায় গিয়াছ, আইস।" তৎশ্রবণে আরুণি সহসা তথা হইতে উত্থিত ও উপাধ্যায়ের সন্নিহিত হইয়া অতিবিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, ক্ষেত্রের যে জল নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা অবারণীয়, সুতরাং তৎ প্রতিরোধের নিমিত্ত আমি তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার কথা শ্রবণ করত সহসা কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আপনার সম্মুখীন হইলাম, অভিবাদন করি, আর কি অনুষ্ঠান করিব, অনুমতি করুন। আরুণি এই রূপ কহিলে উপাধ্যায় উত্তর করিলেন, বৎস! যেহেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে, এবং আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার

শ্রেয়োলাভ হইবেক। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল সমভাবে তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে। পরে আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ লাভ করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিল।

আয়োদ-ধৌম্যের উপমন্যু নামে আর একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উপমন্যু! সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর। এই বলিয়া তাঁহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু তাঁহার অনুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরু-গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। এক দিন উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস্য উপমন্যু! তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি, এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক, বল। তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন্! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপযোগ করা তোমার বিধেয় নহে। উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষান্ন আহরণপূর্ব্বক গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন। ভক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছুই দিলেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গো রক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করি-করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু! তোমার ভিক্ষান্ন সমুদয়ই গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি, এখন কি আহার করিয়া থাক, বল। তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয়বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া আপনার উদরপূরণ করিয়া থাকি। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, ইহা ভদ্রলোকের ধর্ম্ম ও সমুচিত কর্ম্ম নহে। ইহাতে অন্যের বৃত্তিরোধ হইতেছে, আরও এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ লোভপরায়ণ হইবে। উপাধ্যায়কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উপমন্যু! তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষান্ন আহরণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণই লইয়া থাকি এবং প্রতি-ষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্থূলকায় দেখিতেছি এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, ভগবন! এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমি তোমাকে অনুমতি করি নাই, সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হই-তেছে। গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ ও গুরুগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থূল দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু! তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন কর না, এবং ধেনুর দুগ্ধপান করিতেও তোমাকে নিবারণ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকলেবর দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল। উপমন্যু কহিলেন, বৎসগণ মাতৃস্তন পান করিয়া যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহা পান করি। উপাধ্যায় কহিলেন, অতি শান্ত-স্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করিয়া থাকে, সুতরাং তুমি তাহাদিগের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর তোমার ফেন পান করাও বিধেয় নহে। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ গো রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাধ্যায়কর্ত্তৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া তিনি আর ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিতেন না; দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতেন না। ধেনুর দুগ্ধপান ও দুগ্ধের ফেনোপযোগেও বিরত হইলেন। একদা তিনি অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই সকল ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ বিপাক অর্কপত্র উপযোগ করাতে চক্ষুদোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন। অন্ধ হইয়া ইত-স্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে উপাধ্যায় আয়োদ-ধৌম্য শিষ্যদিগকে কহিলেন দেখ, উপমন্যু এখনও আসিতেছে না। শিষ্যেরা কহিলেন, ভগবন্! উপমন্যুকে আপনি গোচারণের নিমিত্ত অরণ্যে

প্রেরণ করিয়াছেন। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ আমি উপমন্যুকে সর্ব্বপ্রকার আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি, বোধ হয়, সে কুপিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত প্রত্যাগত হইতেছে না। চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করিগে। এই বলিয়া শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে বন-গমনপূর্ব্বক "বৎস উপমন্যু কোথায় গিয়াছ" এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের স্বর-সংযোগ শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমি কূপে পতিত হইয়াছি। তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি কিরূপে কূপে নিপতিত হইয়াছ। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি অর্কপত্র ভক্ষণে অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলাম। উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনী-কুমারের স্তব কর। তাহা হইলে তোমার চক্ষুলাভ হইবে। উপমন্যু উপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে বেদবাক্যদ্বারা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন। হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে: তোমরাই সর্ব্বভূত-প্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চ স্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশ কাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ; তোমরা শরীরবৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় পরমাণু-সমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না; তোমারা বাক্য ও মনের অগোচর; তোমরাই স্বীয় প্রকৃতির বিক্ষেপশক্তি-দ্বারা নিখিল বিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমি নির্ব্ব্যাধি হইবার জন্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তোমাদিগের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমরা পরম রমণীয় ও নির্লিপ্ত, বিলীন জগতের অধিষ্ঠানভূত, মায়া বিকার রহিত, এবং জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত; তোমরা সর্ব্বকাল সমভাবে বিরাজমান আছ; তোমরা ভাস্কর সৃষ্টি করিয়া দিন যামিনীরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্র-দ্বারা সম্বৎসর রূপ বস্ত্র বয়ন করিতেছ; তোমরা জীবদিগকে সুবিহিত পথ সতত প্রদর্শন কর: তোমরা পরমাত্ম-শক্তি-রূপ কালপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া জীবাত্মা স্বরূপ পক্ষিণীকে মোক্ষরূপ সৌভাগ্যশালিনী করিয়াছ। জীবেরা যাবৎ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র থাকে, তাবৎ তাহারা সর্ব্বদোষ স্পর্শশূন্য চৈতন্য স্বরূপ তোমাদিগকে শরীরী বলিয়া ভাবনা করে, ত্রিশত ষষ্টি দিবস স্বরূপ গো সকল, সম্বৎসররূপ যে বৎস উৎপাদন করে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ঐ বৎসকে আশ্রয় করিয়া পৃথক্ ফল ক্রিয়াসমূহরূপ গো হইতে তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ দুগ্ধ দোহন করেন; উৎপাদক ও সংহারক সেই বৎসকে তোমরাই প্রসব করিয়াছ। অহোরাত্র-স্বরূপ সপ্তশত বিংশতি অর, সংবৎসররূপ নাভিতে সংস্থিত এবং দ্বাদশ মাসস্বরূপ প্রধি দ্বারা পরিবেষ্টিত যুষ্মৎ প্রকাশিত নেমিশূন্য মায়াত্মক অক্ষয় কালচক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বাদশ রাশিরূপ অর, ছয় ঋতু স্বরূপ নাভি; ও সম্বৎসররূপ অক্ষ সংযুক্ত এবং ধর্ম্ম ফলের আধার-ভূত একখানি চক্র আছে, যাহাতে কালাভিমানিনী দেবতা সতত অবস্থিত আছেন। হে অশ্বিনীকুমার-যুগল! তোমরা ঐ চক্র হইতে আমাকে মুক্ত কর, আমি জন্মমরণ ক্লেশে অতিশয় ক্লিষ্ট আছি। তোমরা সনাতন ব্রহ্ম হইয়াও জড়স্বভাব বিশ্ব স্বরূপ; তোমরাই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল স্বরূপ। আকাশাদি সমস্ত জড় পদার্থ তোমাদের স্বরূপে লয় প্রাপ্ত হয়, তোমরাই অবিদ্যা-প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে বিমুখ হইয়াও বিষম বিষয়-রসাস্বাদ-সুখ-ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সংসার মায়াজালে জড়িত হও। তোমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে দশদিক, আকাশ ও সূর্য্যমণ্ডলের উদ্ভাবন করিয়াছ; মহর্ষিগণ সূর্য্য-বিহিত সময়ানুসারে বেদ-প্রতিপাদ্য কার্য্য কলাপ নির্ব্বাহ করেন এবং নিখিল দেবগণ ও মনুষ্যেরা বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। তোমরা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পঞ্চীকরণ করিয়াছ, সেই পঞ্চভূত হইতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, প্রাণিগণ ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া বিষয়ানুরক্ত হইতেছে এবং নিখিল দেবগণ ও সমগ্র মনুষ্য, অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছে। তোমাদিগকে ও তোমাদের কণ্ঠদেশা-বলম্বিত কমলমালিকাকে প্রণাম করি। নিত্যমুক্ত কর্ম্ম-ফলদাতা অশ্বিনীকুমার যুগলের সাহায্য বিনা অন্যান্য দেবগণ স্বকীয় কার্য্য সাধনে সক্ষম নহেন। হে অশ্বিনী-কুমার! তোমরা অগ্রে মুখদ্বারা অন্নরূপ গর্ভগ্রহণ কর, পরে অচেতন দেহ, ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই গর্ভ প্রসব করে; ঐ গর্ভ প্রসূতমাত্র মাতৃস্তনপানে নিযুক্ত হয়। এক্ষণে তোমরা

আমার চক্ষুদ্বয়ের অন্ধত্ব মোচন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। অশ্বিনীকুমার-যুগল উপমন্যুর এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং কহিলেন, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে এক পিষ্টক দিতেছি ভক্ষণ কর। এই রূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন, আপনাদিগের কথা অবহেলন করিবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া পূপ ভক্ষণ করিতে পারি না। তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক পিষ্টক দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি গুরুর আদেশ না লইয়া তাহা উপযোগ করেন অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছিলেন; তুমিও সেইরূপ কর। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন, আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া, অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অশ্বিনীকুমার কহিলেন, তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম. তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়; তোমারও হিরণ্ময় হইবে এবং তুমি চক্ষুঃ ও শ্রেয়োলাভ করিবে। উপমন্যু অশ্বিনীকুমারের বরদান প্রভাবে পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্নলাভ করিয়া গুরু-সন্নিধানে গমন ও অভিবাদন করত আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ মঙ্গললাভ করিবে। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মৃতিপথে থাকিবে। উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

আয়োদ ধৌম্যের বেদ নামে অপর একটি শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে আদেশ করিলেন, বৎস বেদ! তুমি আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল শুশ্রূষা কর, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। বেদ তদীয় বাক্য শিরোধারণপূর্ব্বক গুরু-শুশ্রূষায় রত হইয়া বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরু যখন যাহা নিয়োগ করিতেন, তিনি শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ গণনা না করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তৎক্ষণাৎ তাহা অনুষ্ঠান করিতেন; কখন কোন বিষয়ে অবহেলা করিতেন না। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন বেদ, গুরুর প্রসাদে শ্রেয়ঃ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদের এই পরীক্ষা হইল।

অনন্তর বেদ উপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ আশ্রমে অবস্থান কালে তাঁহারও তিনটি শিষ্য হইল। বেদ শিষ্যদিগকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ বা আত্মশুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন না। কারণ গুরুকুলবাসের দুঃখ তাঁহার মনোমধ্যে সতত জাগরূক ছিল। এই নিমিত্ত তিনি শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে পরাঙ্মুখ হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য নামক অপর এক ভূপাল বেদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিলেন। একদা তিনি যাজনকার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে উতঙ্ক নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, বৎস! আমার অনবস্থান কালে মদীয় গৃহে যে কোন বিষয়ের অসদ্ভাব হইবে, তাহা তুমি তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে। উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া বেদ প্রবাসে গমন করিলেন। উতঙ্ক গুরুকুলে বাস করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন।

এক দিন উপাধ্যায়পত্নীরা উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন। এসময় তোমার গুরু গৃহে নাই। যাহাতে তাঁহার ঋতু নিষ্ফল না হয় তুমি তাহা কর, কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। উতঙ্ক এতাদৃশ অসঙ্গত কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় এরূপ কুকর্ম্মে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না। এবং গুরু আমাকে অন্যায় আচরণ করিতে কহিয়া যান নাই। কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করিয়া উতঙ্কের সুচরিত্র আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। এবং তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিব বল। তুমি ধর্ম্মত আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার সকল মনোরথ সফল হউক; গমন কর। গুরু কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্! আমি গুরুদক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করি, কারণ এইরূপ শ্রুতি আছে যে, যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষা দান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে

একজন মৃত্যু বা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়। অতএব অনুমতি করিলে আপনার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা আহরণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! অবসরক্রমে আদেশ করিব। উতঙ্ক আর এক দিন গুরুকে নিবেদন করিলেন, মহাশয় আজ্ঞা করুন, কিরূপ দক্ষিণা আপনকার অভিমত, তাহা আহরণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। তাহা শুনিয়া উপাধ্যায় কহিলেন বৎস উতঙ্ক! গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া আমাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীকে বল, তাঁহার যাঁহা অভিরুচি সেই রূপ গুরুদক্ষিণা আহরণ কর। উতঙ্ক উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে গুরুপত্নী-সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! গৃহে যাইতে উপাধ্যায় আমাকে অনুমতি করিয়াছেন, এক্ষণে আপনকার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিয়া ঋণ-মুক্ত হইতে বাসনা করি। বলুন, কি দক্ষিণা আপনার অভিপ্রেত। উপাধ্যায়ানী কহিলেন, বৎস! পৌষ্য রাজার ধর্ম্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, তাহা আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর। আগামী চতুর্থদিবসে এক ব্রত উপলক্ষে মহা সমারোহ হইবে সেই দিন ঐ দুই কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিব, অতএব তুমি সত্বর গমন কর, ইহা করিতে পারিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, অন্যথা মঙ্গল হওয়া সুকঠিন।

উতঙ্ক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে অতি বৃহৎ এক বৃষ দেখিলেন। ঐবৃষে বৃহৎকায় এক পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ওহে উতঙ্ক! তুমি এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ক তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন ঐ পুরুষ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, উতঙ্ক! তুমি মনোমধ্যে কোন প্রকার বিচার না করিয়া এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় ইহার পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তখন উতঙ্ক ঐ কথায় স্বীকার করিয়া সেই বৃষের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর সত্বর আচমন করিতে করিতে সসম্ভ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং আসনাসীন পৌষ্যের সন্নিধানে গমন করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর কহিলেন, মহারাজ! আমি অর্থিভাবে আপনকার নিকট অভ্যাগত হইয়াছি। রাজা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এই কিঙ্কর আপনকার কি উপকার করিবে বলুন। উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! আপনার মহিষী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করেন, গুরুদক্ষিণা প্রদান বাসনায় আপনার নিকট আমি তাহা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। পৌষ্য কহিলেন, মহাশয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট উহা যাচ্ঞা করুন। উতঙ্ক তাঁহার আদেশানুসারে অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি পুনর্ব্বার পৌষ্যের নিকট আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার প্রতি এইরূপ মিথ্যা আচরণ করা আপনার উচিত হয় নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু অন্তঃপুরে আপনার মহিষীকে দেখিতে পাইলাম না। পৌষ্য ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহাশয়! বোধ হয় আপনি অশুচি আছেন, মনে করিয়া দেখুন। আমার গৃহিণী অতি পতিব্রতা, অপবিত্র থাকিলে কেহই তাঁহার সন্দর্শন পায় না। এইরূপ অভিহিত হইলে উতঙ্ক সমুদয় স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি বৃষ-পুরীষ ভক্ষণানন্তর সত্বরে উত্থিত হইয়া গমনকালে আচমন করিয়াছিলাম। পৌষ্য প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয়! আপনার ইহাই ব্যতিক্রম হইয়াছে। উত্থানাবস্থায় ও গমনকালে আচমন করা আর না করা উভয়ই তুল্য। তখন উতঙ্ক প্রাঙ্মুখে উপবেশন এবং কর, চরণ ও বদন প্রক্ষালন-পূর্ব্বক নিঃশব্দ অফেন অনুষ্ণ ও হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে এইরূপ পরিমাণে জল তিনবার আচমন পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। রাজমহিষী তাঁহার দর্শনমাত্র সত্বরে উত্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন, এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এ কিঙ্করী আপনার কি করিবে, আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন, গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি আমাকে তাহা দান কর। রাজমহিষী তাঁহার তাদৃশ প্রার্থনায় প্রীতা ও প্রসন্না হইয়া সৎপাত্র বোধে তৎক্ষণাৎ কর্ণ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং কহিলেন, নাগরাজ তক্ষক আগ্রহাতিশয় সহকারে ইহা প্রার্থনা করেন। অতএব সাবধান হইয়া লইয়া যাউন। উতঙ্ক কহিলেন, তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না।

নিশ্চয় কহিতেছি, তক্ষক আমার কিছুই করিতে পারিবে না।

উতঙ্ক ইহা কহিয়া সমুচিত সংবর্দ্ধনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পৌষ্যসকাশে গমন করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! অভিলষিত ফললাভে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। অনন্তর পৌষ্য কহিলেন, ভগবন্! সকল সময় সুপাত্র-সমাগম হয় না। আপনি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন। ইচ্ছা হয় আতিথ্য করি অতএব কালনির্দ্দেশ করুন। উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি এক্ষণেই প্রস্তত আছি আপনি অন্ন আনয়ন করুন। রাজা তদীয় আদেশানুসারে অন্ন উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে উপযোগ করিতে দিলেন। তিনি তাহা শীতল ও কেশ-সংস্পর্শে অশুচি দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে দূষিত অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছ অতএব অন্ধ হইবে। পৌষ্য এইরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি অদূষিত অন্নে দোষারোপ করিলে অতএব তোমারও বংশলোপ হইবে। তখন উতঙ্ক কহিলেন, দেখ তুমি অশুচি অন্ন ভোজন করিতে দিয়া পুনর্ব্বার প্রতিশাপ প্রদান করিতেছ ইহা তোমার সমুচিত কর্ম্ম হইল না। বরং তুমি অন্নের দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর। পৌষ্য অন্নের অশুচিত্ব স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন। পরে উতঙ্ককে বিনয়বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আমি সবিশেষ না জানিতে পারিয়া এই অশুচি অন্ন আহরণ করিয়াছিলাম এক্ষণে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া যাহাতে আমি অন্ধ না হই এইরূপ অনুগ্রহ করুন।

তখন উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, দেখ আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং একবার অন্ধ ও অনতিবিলম্বে চক্ষুষ্মান্ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ তাহা হইতে আমাকে মুক্ত কর। পৌষ্য কহিলেন, এখনও আমার ক্রোধের উপশম হয় নাই অতএব শাপ প্রতিসংহার করিতে পারি না। আর আপনি কি জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় সুকোমল ও বাক্য খরধার ক্ষুরের ন্যায় নিতান্ত তীক্ষ্ণ; ক্ষত্রিয়দিগের উভয়ই বিপরীত অর্থাৎ তাহাদিগের বাক্য নবনীতবৎ কোমল ও হৃদয় ক্ষুরধার তুল্য সুতীক্ষ্ণ, সুতরাং আমি স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণভাব প্রযুক্ত এক্ষণে প্রদত্ত শাপের অন্যথা করিতে পারি না। উতঙ্ক কহিলেন, আমি অদূষিত অন্নে দোষারোপ করিয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিয়াছি এই ভাবিয়া তুমি আমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়াছিলে। এক্ষণে অন্নের দোষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অনুনয় বিনয়পূর্ব্বক আমাকে প্রসন্ন করিলে এবং শাপ বিমোচন করিয়া লইলে। কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ তাহা মোচন করিতে চাহিতেছ না এই প্রবঞ্চনা প্রযুক্ত সে শাপ আমাকে লাগিবে না। আমি চলিলাম এই বলিয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে দেখিলেন, এক নগ্নক্ষপণক আসিতেছে কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। উতঙ্ক সেই সময়ে পৌষ্যমহিষীদত্ত কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া স্নান তর্পণাদির নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ক্ষপণক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সত্বর আগমন ও কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। উতঙ্ক স্নানাহ্নিক সমাপনানন্তর অতি পূতমনে দেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া প্রবলবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তিনি সেই ক্ষপণকের সন্নিকৃষ্ট হইবামাত্র সে ক্ষপণকরূপ পরিহার-পূর্ব্বক তক্ষকরূপ পরিগ্রহ করিল, এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া তাহার সম্মুখে এক মহাগর্ত্ত সমুৎপন্ন হইল। তক্ষক সেই মহাগর্ত্ত দিয়া নাগলোকস্থ স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। তখন উতঙ্ক পৌষ্য-মহিষীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণে তক্ষকের অনুসরণে যত্নবান্ হইলেন, এবং প্রবেশদ্বার বিস্তার করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়া স্বীয় বজ্রাস্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বজ্র! তুমি যাইয়া এই ব্রাহ্মণের সাহায্য কর। বজ্র প্রভুর আদেশক্রমে তদ্দণ্ডে দণ্ডকাষ্ঠে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গর্ত্তদ্বার বিস্তীর্ণ করিল। উতঙ্ক তদ্দ্বারা রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তিনি এইরূপে নাগলোকে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, বলভী ও নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকের রমণীয় স্থান অবলোকন করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে নাগগণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

"ঐরাবত যে সকল সর্পের অধিরাজ, এবং যাঁহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান, সৌদামিনীসহকৃত পবন-চালিত মেঘ-

মালার ন্যায় বেগবান্, সেই সকল সর্পদিগকে স্তব করি। ঐরাবত-সম্ভূত অন্যান্য সুরূপ ও বহুরূপ বিচিত্র কুণ্ডলধারী সর্প, যাঁহারা প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় অমরলোকে নিরবচ্ছিন্ন বিরাজমান আছেন, এবং ভাগীরথীর উত্তরতীরে যে সকল নাগের বাসস্থান আছে, সেই সকল সুমহৎ পন্নগদিগকেও স্তব করি। ঐরাবত ব্যতিরেকে আর কে সূর্য্য কিরণে বিচরণ করিতে পারে। যখন ধৃতরাষ্ট্র-সর্প গমন করেন তৎকালে বিংশতি সহস্র, অষ্টশত, অশীতি সর্প তাঁহার অনুসরণ করেন। যাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের সমভিব্যাহারে গমন করেন ও যাঁহারা অতিদূরে বাস করেন, সেই সমস্ত ঐরাবতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে নমস্কার করি। পূর্ব্বে খাণ্ডব-প্রস্থে ও কুরুক্ষেত্রে যাঁহার বাসস্থান ছিল, কুণ্ডলের নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষককে স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন এই উভয়ে নিত্যকাল সহচর হইয়া শ্রোতস্বতী ইক্ষুমতীতীরে সতত বাস করিতেন। মহাত্মা তক্ষকের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রুতসেন যিনি সর্ব্বনাগের আধিপত্য লাভ করিবার প্রত্যাশায় কুরুক্ষেত্রে বাস করিয়া সূর্য্যোপাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও প্রণাম করি।”

উতঙ্ক এইরূপে সর্পদিগকে স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে পারিলেন না তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দুটি স্ত্রীলোক সুচারু বাপদণ্ডযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে। সেই তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ এবং দেখিলেন, দ্বাদশ অর যুক্ত একখানি চক্র ছয়টি শিশু কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর এক জন পুরুষ ও অতিমনোহর একটি অশ্ব নিরীক্ষণ করিলেন। এইরূপ অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকেও স্তব করিতে লাগিলেন।

“সতত ভ্রাম্যমাণ চতুর্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত এই চক্রে ত্রিশত, ষষ্টি তন্ত্র সমর্পিত আছে। ইহাকে ছয়জন কুমারে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। বিশ্বরূপ দুই যুবতী শুক্ল ও কৃষ্ণ সূত্র দ্বারা এইতন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন। এই দুই যুবতী সমস্ত প্রাণী ও চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপাদন করেন। নিখিলভুবনের রক্ষাকর্ত্তা বৃত্রাসুর ও নমুচির হন্তা বজ্রধর ইন্দ্র যিনি সেই কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া ত্রিলোকে সত্য মিথ্যা উভয়ই বিচার করেন, সেই ত্রিলোকীনাথ পুরন্দরকে নমস্কার করি।”

অনন্তর সেই পুরুষ উতঙ্ককে কহিলেন, তোমার এইরূপ স্তবে আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, এক্ষণে কি উপকার করিব বল। উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্! এই করুন যেন সমস্ত নাগগণ আমার বশবর্ত্তী হয়। তখন সেই পুরুষ কহিলেন, ভাল তুমি এই অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান কর। তদীয় বাক্যানুসারে উতঙ্ক অশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান করিলে তাহার শরীর প্রধূমিত হইয়া উঠিল এবং ইন্দ্রিয়রন্ধ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা নাগলোক সাতিশয় সন্তপ্ত হইলে পর, তক্ষক অগ্ন্যুৎপাত ভয়ে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয়ের সহিত স্বীয় বাসভবন হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উতঙ্ক-সমীপে আসিয়া কহিলেন, আপনকার এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন। উতঙ্ক কুণ্ডল লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য ব্রতোপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে, কিন্তু আমি অতি দূরে রহিলাম অতএব এক্ষণে কিরূপে উপাধ্যায়ানীর মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে! পরে সেই পুরুষ উতঙ্ককে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন, উতঙ্ক! তুমি আমার এই অশ্বে আরোহণ কর, অনতিবিলম্বেই গুরুকুলে উপস্থিত হইতে পারিবে। উতঙ্ক তাঁহার আদেশানুসারে অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার উপাধ্যায়ানী স্নান-পূজাদি সমাপনানন্তর কেশ-বিন্যাস করিতেছিলেন, তিনি উতঙ্কের বিলম্ব দেখিয়া অভিসম্পাত করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে উতঙ্ক গুরুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুণ্ডল দিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! ভাল আছত? বৎস! তুমি ভাল সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। আমি এখনই অকারণে তোমাকে শাপ দিতাম, ভাগ্যে দিই নাই। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরকাল কুশলে থাক।

অনন্তর উতঙ্ক গুরুপত্নী সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ভাল আছত? এত বিলম্ব হইল কেন? উতঙ্ক প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! নাগরাজ তক্ষক কুণ্ডলাহরণ বিষয়ে অতিশয় বিঘ্ন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তে আমি

নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম, তথায় দেখিলাম দুইটি স্ত্রীলোক কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ সূত্র তন্ত্রে আরোপণ করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, তাহা কি? ছয়টি কুমার দ্বাদশ অর-সংযুক্ত একখানি চক্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত করিতেছে তাহাই বা কি? এবং তথায় এক পুরুষ ও এক বৃহৎকায় অশ্ব দেখিলাম তাহাই বা কি? আর পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে এক বৃষ দেখিলাম, ঐ বৃষে এক পুরুষ আরোহণ করিয়া আছেন, তিনি আমাকে বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার নির্দেশক্রমে আমি সেই বৃষের পুরীষ উপযোগ করিলাম, ঐ বৃষ ও বৃষাধিরূঢ় পুরুষই বা কে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত বর্ণনা করুন, আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

উতঙ্কের প্রার্থনায় উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস! তুমি যে দুটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দ্বাদশ অর সংযুক্ত যে চক্র দেখিয়াছ, উহা সম্বৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ যে সকল তন্তু দেখিয়াছিলে, উহা দিবারাত্রি। ছয়টি কুমার ছয় ঋতু। যে পুরুষ দেখিয়াছ, তিনি পর্জ্জন্য। আর অশ্বটি অগ্নি। পথিমধ্যে যে বৃষভ অবলোকন করিয়াছিলে, তিনি নাগরাজ ঐরাবত। আর ঐ অশ্বে যে পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দেবরাজ ইন্দ্র। যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত। বৎস! সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলে বলিয়াই নাগলোকে পরিত্রাণ পাইয়াছ। ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি কৃপারস-পরবশ হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা নাগলোক হইতে কুণ্ডল লইয়া আগমন করা দুষ্কর হইত। বৎস! এক্ষণে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, গৃহে গমন কর এবং তোমার শ্রেয়ো লাভ হউক।

উতঙ্ক উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞালাভানন্তর তক্ষকের প্রতি জাত-ক্রোধ হইয়া তাহার প্রতীকার সঙ্কল্পে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন এবং অনতিকাল বিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা জনমেজয়ের সহিত সমাগত হইলেন। তৎকালে মহারাজ জনমেজয় অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। উতঙ্ক অবসর বুঝিয়া রাজা জনমেজয়কে যথাবিধি আশীর্ব্বাদ বিধানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! প্রকৃত কার্য্যে অনাস্থা করিয়া বালকের ন্যায় সামান্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

জনমেজয় তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি, এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, উহা আপনারই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুরাত্মা তক্ষক আপনার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন। ঐ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব হে মহারাজ! আপনকার পিতৃবৈরি তক্ষককে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন। সেই দুরাত্মা বিনাদোষে আপনার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বলদৃপ্ত পন্নগাধম তক্ষক বিনা অপরাধে আপনকার পিতার প্রাণসংহার করিয়া কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। কাশ্যপ বিষচিকিৎসা দ্বারা রাজর্ষি-বংশ-রক্ষক দেবতানুভব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করিতে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে পাপাধম তক্ষক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করে। অতএব মহারাজ! অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপাত্মাকে প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করুন। তাহা হইলে তোমার পিতার বৈরনির্যাতন এবং আমারও অভীষ্ট সাধন হইবে সন্দেহ নাই। মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, ঐ পাপিষ্ঠ পথিমধ্যে আমার যথেষ্ট বিঘ্ন অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

রাজা জনমেজয় তাহা শ্রবণ করিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন। যেমন ঘৃত-সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, উতঙ্কের বাক্যে রাজার রোষানলও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন রাজা জনমেজয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্ক সমক্ষে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বীয় অমাত্যবর্গকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং উতঙ্কমুখে পিতৃবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি শোকে ও দুঃখে নিতান্ত আক্রান্ত ও একান্ত অভিভূত হইলেন।

পৌষ্যপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

# পৌলোমপর্ব্ব।

সৌতি কহিলেন, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবর্ষব্যাপি যজ্ঞে যে সকল মহর্ষিগণ সমাগত হইয়াছিলেন, সূতবংশসম্ভূত লোমহর্ষণাত্মজ উগ্রশ্রবাঃ পুরাণ পাঠ দ্বারা তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতেছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলেন, হে মহর্ষিগণ! উতঙ্কচরিত আদ্যোপান্ত কহিলাম, এক্ষণে আপনারা আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, আজ্ঞা করুন।

মুনিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণনন্দন! আমরা প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে যখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি সেই সমুদয় বর্ণনা করিও। কিন্তু কুলপতি শৌনক এক্ষণে অগ্নিশরণে অবস্থিতি করিতেছেন; তিনি সুরাসুর, মনুষ্য, সর্প, গন্ধর্ব্বাদিঘটিত বিচিত্র অলৌকিক বৃত্তান্ত জানেন, বিদ্বান্ ধীমান্ কর্ম্মদক্ষ, ব্রতপরায়ণ, বেদবেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী, সত্যবাদী, শান্তিগুণাবলম্বী, তপোনিরত, সেই মহর্ষি আমাদিগের সকলেরই মান্য, তাঁহার অপেক্ষা কর। তিনি পরমার্চ্চিত আসনে অধ্যাসীন হইয়া যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই কহিবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভাল, সেই মহর্ষি আসনে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেই বিবিধ পবিত্র কথা বলিব। ক্ষণকাল পরে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৌনকঋষি দেবযজ্ঞ ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ বিধিপূর্ব্বক সমাপ্ত করিয়া যেস্থানে উগ্রশ্রবাঃ ও ব্রতপরায়ণ সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ সুখাসীন আছেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া এই কথা প্রস্তাব করিলেন।

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! তোমার পিতা মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট সমস্ত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও কি সেই সমুদয় অধ্যয়ন করিয়াছ? তোমার পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, পুরাণে অলৌকিক কথা সকল ও আদিবংশ-বৃত্তান্ত সকল বর্ণিত আছে,তন্মধ্যে প্রথমতঃ ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বর্ণনা কর।

মহর্ষি শৌনকের আজ্ঞালাভানন্তর সূতনন্দন উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দ্বিজাগ্রণী মহাত্মা বৈশম্পায়ন প্রভৃতি যাহা সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিকট আমি যাহা প্রযত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সুবিখ্যাত ভৃগুবংশ ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অশেষ ঋষিগণের পূজনীয়। এই বংশ পুরাণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা আমি যথাবৎ বর্ণন করিতেছি। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন, আমরা শুনিয়াছি, সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে মহর্ষি ভৃগু সমুত্থিত হয়েন। ভৃগুর পুত্র চ্যবন পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন; চ্যবনের পুত্র প্রমতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; ঘৃতাচীর গর্ব্ভে প্রমতির রুরু নামা এক পুত্র উৎপন্ন হয়; রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ব্ভে আপনকার প্রপিতামহ শুনক জন্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষি শুনক বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, তপোনিরত, যশস্বী, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! যেরূপে সেই মহাত্মা ভৃগুনন্দন চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন, তাহা আমার নিকট সবিশেষ বর্ণনা কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাত্মা ভৃগুর পুলোমানাম্নী প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, তিনি ঐ মহর্ষির সম্বযোগে গর্ব্ভিণী হয়েন। একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহর্ষি ভৃগু স্নানার্থ গমন করিলে পুলোমানামে এক রাক্ষস তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঐ পাপাত্মা আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভৃগুগৃহিণীর মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শনে কন্দর্প-শরে জর্জ্জরিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। সুচারুদর্শনা পুলোমা অনায়াসলভ্য বন্য ফলমূলাদি দ্বারা সেই অভ্যাগত রাক্ষসের অতিথিসৎকার করিলেন। দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস কুসুমশরের বিষম শরে নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া "এই বরবর্ণিনীকে হরণ করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিবামাত্র সাতিশয় হৃষ্টমনা হইল। পুলোমা রাক্ষস পূর্ব্বে ঐ সুচারুহাসিনী কন্যাকে ভার্য্যারূপে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু কন্যার পিতা তাহাকে না দিয়া মহাত্মা ভৃগুকে বিধিপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করেন।

সেই অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান তাহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল, এক্ষণে সে অবসর পাইয়া হরণ করিতে অভিলাষ করিল।

রাক্ষস, পুলোমাহরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া অগ্নিশরণস্থ প্রজ্বলিত হুতাশন-সমীপে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, হে হুতাশন! তুমি সর্ব্ব দেবগণের মুখ্য। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য করিয়া বল, এই সুন্দরী কাহার ভার্য্যা? আমি পূর্ব্বে এই কামিনীকে স্বীয় সহচারিণী করিব বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার পিতা আমাকে কন্যাদান না করিয়া ভৃগুকে সম্প্রদান করেন। অতএব যদি এই নির্জ্জননিবাসিনী বরবর্ণিনী ভৃগুর ভার্য্যা হয়, তবে বল আমি আশ্রম হইতে ইহাকে অপহরণ করিব। ভৃগু যে আমার পূর্ব্বপ্রার্থিত সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, সেই ক্রোধাগ্নিতে আমার হৃদয় অদ্যাপি দগ্ধ হইতেছে। দুরাত্মা রাক্ষস ভৃগুপত্নী বিষয়ে এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকে আমন্ত্রণ করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিতে লাগিল। পরে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে হুতবহ! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের অন্তরে পাপ-পুণ্যের সাক্ষি-স্বরূপ অবস্থিতি কর, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, সত্য করিয়া বল, পাপিষ্ঠ ভৃগু আমার পূর্ব্ব-প্রার্থিত ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই কামিনী আমার হইতে পারে কি না? তোমার নিকট ইহার যাথার্থ্য শ্রবণ করিয়া তোমার সাক্ষাতেই এই ভৃগুপত্নীকে হরণ করিব। অগ্নি রাক্ষসের জিজ্ঞাসানন্তর এক পক্ষে মিথ্যাকথন ও পক্ষান্তরে ভৃগুশাপ এই উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া অতিশয় ভীত হইলেন, এবং মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দানবতনয়! পূর্ব্বে তুমি ইহাকে বরণ করিয়াছিলে যথার্থ বটে, কিন্তু তোমার যথাবিধি বিবাহ করা হয় নাই। এই নিমিত্ত যশস্বিনী পুলোমার পিতা সৎপাত্র-লাভে ইঁহাকে ভৃগুর হস্তে সমর্পণ করেন। মহাতপা ভৃগু বেদবিধি পূর্ব্বক আমার সমক্ষে ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তুমি ইঁহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলে বলিয়া ইনি বিচারমতে তোমারই পত্নী হইতে পারেন। আমি মিথ্যা কহিতে পারি না, যেহেতু মিথ্যাবাদী সর্ব্বত্র অনাদরণীয় হয়।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দুরাত্মা রাক্ষস অগ্নির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক ভৃগুজায়াকে অপহরণ করিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন পুলোমার গর্ভস্থ বালক রাক্ষসের এইরূপ গর্হিত অনুষ্ঠান অবলোকনে ক্রোধান্বিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইলেন। তাহাতেই তাঁহার নাম চ্যবন হইল। রাক্ষস, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সদ্যোজাত সেই শিশুকে অবলোকন করিবামাত্র পুলোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর দুঃখাভিভূতা পুলোমা ভৃগুর ঔরসপুত্র চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সেই অনিন্দিতা ভৃগুপত্নীকে বাষ্পাকুলিত-লোচনা দেখিয়া সমীপে গিয়া অশেষ প্রকার প্রবোধ-বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। ভৃগুপত্নীর নয়ন নিপতিত জলধারায় এক মহানদী প্রবাহিত হইল। পিতামহ ব্রহ্মা সেই নদীকে পুত্রবধূ পুলোমার অনুসরণ করিতে দেখিয়া তাহার নাম "বধূসরা" রাখিলেন।

পরে পুলোমা চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে মহর্ষি ভৃগু স্নান-পূজাদি সমাপনান্তর প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় ধর্ম্মপত্নী ও পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন, এবং সহধর্ম্মিণী পুলোমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মধুরহাসিনী! হরণেচ্ছু দুরাত্মা রাক্ষস তোমাকে আমার ভার্য্যা বলিয়া জানিত না, তুমি সত্য করিয়া বল, কে তাহার নিকট তোমার পরিচয় প্রদান করিল? আমি এক্ষণেই সেই পরিচয়দাতাকে শাপপ্রদান করিব। কোন্ ব্যক্তির এই দুষ্ট কর্ম্মের য অনুষ্ঠানে সাহস হইল? আমার শাপে ভীত না হ...নী এমত লোক কে? ভৃগু কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত ...ন এবং পুলোমা কহিলেন, ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের প্রমদ্বরাকে আমার পরিচয় দেন, পরে সেই পাপাত্মা রাক্ষস রিতে লাগি- রোরুদ্যমানা কুররীর ন্যায় অপহরণ করিল বষয় কি হইতে তোমার এই পুত্রের তেজঃপ্রভাবে সে ভস্মী সেই সর্ব্বাঙ্গ- ভূমিসাৎ হইয়াছে, তাহাতেই আমি রক্ষা পাইলাম। যদি দান, পুলোমার এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হ আমার

"অদ্যাবধি তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে" বলিয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন।

---

## সপ্তম অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভৃগু এইরূপ শাপ প্রদান করিলে অগ্নি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি কেন অকারণে আমাকে এই নিদারুণ অভিসম্পাত করিলেন। আমি তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ সত্য কথা কহিয়াছি, ইহাতে আমার দোষ কি? যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা বলে, সে আপনার ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে নরকে পাতিত করে। আর যে ব্যক্তি যথার্থ জানিয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমিও আপনাকে শাপ প্রদান করিতে পারি, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করি,এই নিমিত্ত বিরত হইলাম। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি আপনাকে কিছু কহিতেছি শ্রবণ করুন। আমি যোগবলে আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া শরীরভেদে অগ্নিহোত্র, গর্ভাধান ও জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়াকলাপে অধিষ্ঠিত আছি। বেদোক্তবিধিপূর্ব্বক আমাতে হুত যে হবিঃ তদ্দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়েন। হূয়মান সোমরসাদি সামগ্রী সকল দেবগণ ও পিতৃগণের শরীররূপে পরিণত হয়, দেবগণ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া একত্র দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অতএব দেবগণ ও পিতৃগণ অভিন্নস্বরূপ, এবং প্রতি পর্ব্বে কখন একত্র কখন বা পৃথক্ পৃথক্ পূজিত হইয়া থাকেন। আমাতে যে আহুতি সকল প্রদত্ত হ সেই সকল আহুতি দেবগণ ও পিতৃগণভক্ষণ করেন। তন্নি-ত্ত আমি দেবগণ ও পিতৃগণের মুখ স্বরূপ। অমা-ত পিতৃগণকে ও পূর্ণিমাতে দেবগণকে উদ্দেশ শৌনকআমাতে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাঁহারাও আমারই মহর্ষি বেদব্যাস্হা ভক্ষণ করেন, অতএব আমি কি প্রকারে ছিলেন, তুমিও র?

তোমার পিতাঅগ্নি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিপ্রগণের অগ্নিকথা সকলদ যজ্ঞক্রিয়া হইতে আপনাকে তিরোহিত করিলেন। —ার অন্তর্দ্ধানানন্তর প্রজাগণ ওঁকার, বষট্কার, ও স্বধাস্বাহা বিবর্জ্জিত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইল। ঋষিগণ তদ্দর্শনে উদ্বিগ্নমনে দেবগণ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হে দেবগণ! অগ্নির অন্তর্দ্ধান প্রযুক্ত ক্রিয়ালোপ হওয়াতে ত্রিলোকী ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়াছে, অতএব এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়, শীঘ্র বিধান করুন, আর কালাতিপাত করিবেন না।

অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া অগ্নির শাপ ও তন্নিবন্ধন ক্রিয়ালোপের বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি ভৃগু কোন কারণ বশতঃ অগ্নিকে "সর্ব্বভক্ষ হও" বলিয়া শাপ দিয়াছেন, কিন্তু অগ্নি দেবগণের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগ-ভোক্তা হইয়া কিরূপে সর্ব্বভক্ষ হইবেন। বিধাতা তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিকে আহ্বান করিলেন এবং মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা এবং অগ্নি-হোত্রাদি ক্রিয়া কলাপের প্রবর্ত্তয়িতা, তুমিই এই ত্রিলোকী ধারণ করিতেছ; অতএব হে ত্রিলোকেশ হুতবহ! এক্ষণে যাহাতে ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদ না হয় তাহা কর। তুমি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর হইয়া এরূপ বিমূঢ় প্রায় হইতেছ কেন? তুমি সর্ব্বলোকে সর্ব্বদা পবিত্র এবং সর্ব্বজীবের গতি-স্বরূপ; অতএব আমি বলিতেছি তুমি সর্ব্বশরীরে সর্ব্বভক্ষ হইবে না। অপানদেশে তোমার যে সকল শিখা আছে, তাহারাই সকল বস্তু ভক্ষণ করিবে, এবং তোমার মাংসভক্ষিকা যে তনু আছে সেই সর্ব্বভক্ষ হইবে। যেমন রবিকিরণ সংস্পর্শে সকল বস্তু শুচি হয়, সেইরূপ তোমার শিখা দ্বারা দগ্ধ হইয়া সকল বস্তু শুচি হইবে। হে হুতাশন! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজঃপদার্থ, তুমি আপনার প্রভাবে আপনি বিনির্গত হইয়াছ, এক্ষণেও স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ঋষির শাপ সত্য কর এবং তোমার মুখে হুত দেবভাগ ও আত্মভাগ গ্রহণ কর।

অগ্নি সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদীয় আজ্ঞা পালনার্থে গমন করিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ আহ্লাদিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহর্ষিগণ পূর্ব্বের ন্যায় যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। স্বর্গে দেবগণ ও ধরাতলে নরগণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। অগ্নিও

শাপ-বিনিমুক্ত হইয়া সাতিশয় প্রীত লাভ করিলেন। পূর্ব্ব-কালে ভগবন্ অগ্নি মহর্ষিভৃগু হইতে এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অগ্নির শাপ, পুলোমা রাক্ষসের নিধন, ও চ্যবনের জন্ম-বৃত্তান্ত ঘটিত প্রাচীন ইতিহাস এই।

## অষ্টম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভৃগুনন্দন চ্যবন সুকন্যার গর্ভে পরম তেজস্বী প্রমতি নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরুনামা এক সন্তান হয়। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে শুনক নামে তনয় জন্মে। সেই মহাতেজাঃ রুরুর সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে সর্ব্বভূতহিতৈষী, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, তপোনিরত, স্থূলকেশ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। ঐ সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর সংযোগে অপ্সরা মেনকা গর্ভবতী হইয়াছিল। অকরুণা মেনকা প্রসবকাল উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমে গমন এবং তথায় গর্ভ-বিমোচন করিয়া নদীতীরে পলায়ন করিল। সেই গর্ভে এক পরমসুন্দরী কুমারী জন্মিয়াছিল। তপোধনাগ্রণী স্থূলকেশ কিয়ৎক্ষণ পরে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, সেই সুরকন্যাতুল্য সদ্যপ্রসূত কন্যাকে অসহায়িনী নির্জ্জনে পতিতা দেখিয়া, কারুণ্য-রসে আর্দ্রচিত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঔরসকন্যা-নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার জাতক-কর্ম্মাদি সমস্ত কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিলেন। কন্যা সেই আশ্রমে শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহর্ষি স্থূলকেশ সেই কন্যাকে কি রূপে, কি গুণে, কি শীলে, সর্ব্বপ্রকারেই সমস্ত প্রমদাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়া তাহার নাম প্রমদ্বরা রাখিলেন।

একদা প্রমতিনন্দন রুরু স্থূলকেশের আশ্রমে সেই প্রমদ্বরাকে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইলেন। পরে আপন বয়স্যগণ দ্বারা পিতার নিকট স্বীয় অভিলাষ জানাইলেন। প্রমতি তদনুসারে মহর্ষি স্থূলকেশের নিকট গিয়া আপন পুত্রের নিমিত্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি স্থূলকেশ ফল্গুনীনক্ষত্রযুক্ত দিবসে বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া রুরুকে প্রমদ্বরা সম্প্রদান করিলেন।

একদা বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা আপন সহচরীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া-কৌতুক করিতে করিতে দৈবগত্যা প্রসুপ্ত ও কেলি-ভূমিতে পতিত এক কৃষ্ণসর্পকে পাদাহত করিল। সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বিষাক্ত দশন-পংক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করাতে সে বিবর্ণা, বিচেতনা, ও ভ্রষ্টাভরণা হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িল। তদীয় সখীগণ তাহাকে মুক্তকেশা, ভ্রষ্টবেশা ও ভূপৃষ্ঠে পতিতা দেখিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু প্রমদ্বরা ভুজঙ্গবিষে অভিভূতা ও বিবর্ণা হইয়াও পুনঃ-র্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিল। ফলতঃ তখন তাহাকে বোধ হইতে লাগিল, যেন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

তদীয় পিতা মহর্ষি স্থূলকেশ ও অন্যান্য মহাত্মগণ প্রমদ্বরাকে বিগতাসু ভূতলে পতিত দেখিলেন। তদনন্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, শঙ্খমেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, ভারদ্বাজ, কৌণকুৎস, আর্ষ্টিষেন, গৌতম, প্রমতি, রুরু ও অন্যান্য তপোবনবাসী তপোধনগণ কারুণ্য-রস-পরবশ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে সেই পরম-সুন্দরী কন্যাকে আশীবিষ-বিষার্দ্দিত, মৃত ও ভূতলে পতিত দেখিয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। রুরু প্রিয়তমাকে তদবস্থ দেখিয়া নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত ও একান্ত কাতর হইয়া তথা হইতে বহির্গমন করিলেন।

## নবম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, সেই সকল মহাত্মা দ্বিজগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, রুরু সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং শোকে একান্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া করুণস্বরে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমার ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে যে আমার ও বন্ধুবর্গের শোক-বর্দ্ধিনী সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী রমণী ধরাতলে পড়িয়া আছে। আমি যদি দান, তপশ্চরণ, ও গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকি, তবে আমার

প্রিয়া পুনঃসঞ্জীবিতা হউক। আমি জন্মাবধি আত্ম-সংযম ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া যে সকল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, এক্ষণে আমার প্রাণপ্রিয়া প্রমদ্বরা সেই পুণ্যবলে ভূমি-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক।

রুরু স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবদূত তৎসন্নিধানে আসিয়া কহিলেন, রুরু! তুমি দুঃখার্ত্ত হইয়া যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, উহা নিতান্ত অসম্ভব; যেহেতু মনুষ্য একবার কাল-গ্রাসে পতিত হইলে আর কদাচ পুনর্জ্জীবিত হয় না। এই প্রমদ্বরা গন্ধর্ব্বের ঔরসে অপ্সরাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, এক্ষণে আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অতএব হে বৎস! তুমি আর শোকসাগরে নিমগ্ন হইও না। পূর্ব্বে দেবগণ এই বিষয়ে একটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদি তাহা করিতে পার তবে পুনর্ব্বার প্রমদ্বরাকে লাভ করিতে পারিবে। রুরু কহিলেন, হে দেবদূত! দেবগণ এই বিষয়ে কি উপায় স্থির করিয়াছেন যথার্থ করিয়া বল, আমি এই দণ্ডেই তদনুযায়ী কর্ম্ম করিব। দেবদূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! তুমি স্বীয় ভার্য্যাকে আপনার পরমায়ুর অর্দ্ধেক প্রদান কর, তাহা হইলেই সে পুনর্জ্জীবিতা হইবে। রুরু কহিলেন, আচ্ছা আমি প্রমদ্বরাকে আপন পরমায়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিলাম, সে মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক। তখন গন্ধর্ব্বরাজ ও দেবদূত উভয়ে যমসমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন হে ধর্ম্মরাজ! যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে রুরুর মৃতভার্য্যা প্রমদ্বরা স্বীয় ভর্ত্তার অর্দ্ধায়ুঃ লইয়া পুনর্জ্জীবিত হয়। ধর্ম্ম-রাজ কহিলেন, হে দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে রুরুপত্নী রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ু পাইয়া পুনর্জ্জীবিত হউক। ধর্ম্মরাজ এই কথা কহিবামাত্র প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতার ন্যায় ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করিল। এইরূপে প্রমদ্বরা পুনর্জ্জীবিত হইলে, রুরুর পিতা এবং প্রমদ্বরার পিতা উভয়ে আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া, শুভলগ্নে পুত্র কন্যার বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহারাও পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। রুরু এই রূপে কমল-সমপ্রভা সুদুর্লভা প্রিয়তমাকে পুনর্লাভ করিয়া সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। সর্প অবলোকন করিবামাত্র তিনি ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া শস্ত্রাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিতেন।

একদা তিনি এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক অতি জীর্ণ-কলেবর ডুণ্ডুভ-সর্প শয়ন করিয়া রহিয়াছে। রুরু তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া যমদণ্ডের ন্যায় নিজ দণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহার নিধনসাধনে উদ্যত হইলেন। ডুণ্ডুভ তাঁহাকে জিঘাংসু দেখিয়া কহিল, হে তপোধন! আমি ত তোমার কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন অকারণে রোষ-পরবশ হইয়া আমার প্রাণবধে উদ্যত হইতেছ?

## দশম অধ্যায়।

রুরু কহিলেন, হে ভুজঙ্গম! এক দুষ্ট সর্প আমার প্রাণতুল্যা প্রেয়সীকে দংশন করিয়াছিল, সেই অবধি আমি এই অনুল্লঙ্ঘনীয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সর্প দেখিতে পাইলেই তাহার প্রাণ সংহার করিব। অতএব আমি তোমাকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্য আমার হস্তে তোমার প্রাণ সংহার হইবে। ডুণ্ডুভ কহিল, হে ব্রহ্মন্! যে সকল সর্পেরা মনুষ্যদিগকে দংশন করে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি; ডুণ্ডুভেরা সেরূপ নহে। ইহারা কখন কাহারও হিংসা করে না; অতএব হে মহর্ষে! কেবল সর্পনামের গন্ধমাত্র পাইয়া নিরপরাধী ডুণ্ডুভগণকে বধ করা তোমার সমুচিত কর্ম্ম হয় না। ডুণ্ডুভদিগের সুখভোগাভিলাষ অন্যান্য ভুজঙ্গের সদৃশ নহে, কিন্তু ইহারা অনর্থ ঘটনার সময় তাহাদের সমভাগী, অতএব তুমি ধার্ম্মিক হইয়া এবম্ভূত হতভাগ্য নিরপরাধী ডুণ্ডুভদিগকে বধ করিও না।

রুরু ভয়ার্ত্ত ডুণ্ডুভের এই কাতোরোক্তি শ্রবণে অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া তাহার প্রাণসংহারে পরাঙ্মুখ হইলেন এবং শান্তবাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুজঙ্গম! তুমি কে, কি কারণেই বা সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ, আমাকে বল। সর্প কহিল, আমি পূর্ব্বে সহস্র-পাদনামা মুনি ছিলাম। পরে ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত হইয়া ভুজঙ্গ-কলেবর ধারণ করিয়াছি। ইহা শুনিয়া রুরু কহিলেন, হে ভুজঙ্গোত্তম! ব্রাহ্মণ কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে

শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, আর কত কালই বা তোমাকে এই শরীরে থাকিতে হইবে, সবিস্তর শুনিতে ইচ্ছা করি।

---

## একাদশ অধ্যায়।

ডুণ্ডুভ কহিল, সত্যবাদী ও তপোবীর্য্য-সম্পন্ন খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার বাল্যকালের সখা ছিলেন। একদা তিনি অগ্নিহোত্র কার্য্যানুষ্ঠানে অত্যন্ত ব্যাসক্ত আছেন, এমত সময়ে আমি বালস্বভাবসুলভ কৌতুকের পরতন্ত্র হইয়া তৃণনির্ম্মিত ভুজঙ্গম দ্বারা তাঁহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তদ্দর্শনে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মেদিনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমাকে কহিলেন, তুমি আমাকে ভয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ বীর্য্যহীন সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমাকে শাপ দিতেছি তুমি সেইরূপ নির্ব্বীর্য্য সর্প হও। আমি তদীয় তপঃপ্রভাব অবগত ছিলাম; অতএব অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম, "ভ্রাতঃ! আমি সখা বলিয়া পরিহাসার্থ তোমার প্রতি এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি; অতএব এক্ষণে ক্ষমা প্রদর্শন পুরঃসর আমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত কর।"

খগম আমাকে এইরূপ ব্যাকুলিত দেখিয়া বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, আমি যাহা কহিয়াছি তাহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব এক্ষণে যাহা কহিতেছি তাহা সাবধানে শুনিয়া সর্ব্বকাল মনে করিয়া রাখিবে। মহাত্মা প্রমতির রুরু নামে এক পরম পবিত্র পুত্র জন্মিবে, তাঁহাকে দর্শন করিলেই তোমার শাপমোচন হইবে। আপনি সেই প্রমতিপুত্র রুরু, আজি আমি আপনকার সন্দর্শন পাইয়াছি, এক্ষণে আমি স্বীয় পূর্ব্ব রূপ লাভ করিয়া আপনাকে কিছু হিতোপদেশ দিতেছি, শুনুন।

শাপভ্রষ্ট সহস্রপাদ এই বলিয়া সর্প-কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ ভাস্বরমূর্ত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, হে মহাত্মন্ রুরো! অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের কখন কোন জীবহিংসা করা উচিত নহে। বেদে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শান্তমূর্ত্তি, বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও সর্ব্বজীবের অভয়প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্যবাক্য, ক্ষমা ও বেদবাক্য-ধারণ এইগুলি ব্রাহ্মণের পরমধর্ম্ম। দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব ও প্রজাপালন এই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অবলম্বন করা অনুচিত। দেখুন, পূর্ব্বকালে রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্পকুল বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তপোবল-সম্পন্ন, বেদবেদাঙ্গপারগ, ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য, আস্তীক মহাশয় ভয়ার্ত্ত সর্পগণকে পরিত্রাণ করেন।

---

## দ্বাদশ অধ্যায়।

রুরু কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! ভূপতি জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পকুল ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর কি জন্যই বা ধীমান্ আস্তীক মুনি তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন, আমি সবিশেষ শুনিতে ইচ্ছা করি। "আপনি ব্রাহ্মণদিগের মুখে আস্তীক-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবেন" এই বলিয়া মহর্ষি সহস্রপাদ অন্তর্হিত হইলেন। রুরু তিরোহিত ঋষিকে অন্বেষণ করিয়া সমস্ত বন ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত মোহ পরতন্ত্র হইয়া অচেতন-প্রায় ধরাতলে পড়িলেন। অনন্তর চৈতন্য লাভ করিয়া সহস্রপাদের উপদেশ-বাক্য পুনঃপুনঃ স্মরণ করিতে করিতে স্বকীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বীয় জনক-সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করাতে, তিনি তাঁহাকে আস্তীকাখ্যান সবিস্তার শ্রবণ করাইলেন।

পৌলোমপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

---

# আস্তীক পর্ব্ব।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! মহারাজ জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পযজ্ঞ করিয়া সর্পগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং কি কারণেই বা তপোধনাগ্রগণ্য আস্তীক মুনি প্রা[illegible]শন হইতে ভুজঙ্গমদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহ[illegible] বর্ণন কর। যে রাজা সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করি[illegible] তিনি কাহার পুত্র, এবং সেই দ্বিজবর আস্তী[illegible] বা কাহার পুত্র, ইহাও বর্ণন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে মুনিবর! আমি আপনার নিকট অতি বিস্তীর্ণ আস্তীকোপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি,

শ্রবণ করুন। শৌনক কহিলেন, হে সূতপুত্র! প্রাচীন মহর্ষি আস্তীকের ঐ মনোহর উপাখ্যান আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, আমার পিতা নৈমিষারণ্যবাসী বিপ্রগণকর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া,সর্ব্বপাপ-বিনাশক ব্যাসোক্ত ঐ পুরাতন ইতিহাস তাঁহাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আমি তৎসমীপে যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তপোধন আস্তীকের পিতা জরৎকারু মুনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি-সদৃশ ব্রহ্মচারী, ঊর্দ্ধরেতা ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ব্রতানুষ্ঠান, উগ্রতপস্যা ও আহার-সংযমে একান্ত তৎপর থাকিতেন। সেই তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা সর্ব্বদা তীর্থ-পর্য্যটন ও তীর্থে অবগাহন করিয়া অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন, এবং যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত, সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। এইরূপে বহুকাল আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ ও ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া তিনি শীর্ণ-কলেবর হইয়াছিলেন, তথাপি বায়ুমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন।

একদা জরৎকারু মুনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি ঊর্দ্ধ-পাদ ও অধোমস্তক হইয়া মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন; তদ্দর্শনে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কে? কি নিমিত্তেই বা মূষিকচ্ছিন্ন-মূল উশীর-স্তম্বমাত্র অবলম্বন করিয়া অধোমুখে এই মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছেন? পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাযাবর নামে ঋষি; সন্তানক্ষয় হওয়াতে অধঃপতিত হইতেছি! আমরা নিতান্ত হতভাগ্য! আমাদিগের জরৎকারু নামে এক পুত্র আছে; সেই দুর্ম্মতি, পুত্রার্থ দারপরিগ্রহ না করিয়া সংসার সুখে জলাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক অহর্নিশি কেবল তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছে। সুতরাং কুলক্ষয় উপস্থিত দেখিয়া এই মহাগর্ত্তে লম্বমান রহিয়াছি। আমাদিগের বংশ বর্দ্ধন জরৎকারু থাকিতেও আমরা অনাথ ও দুষ্কৃতীর-ন্যায় হইয়াছি। তুমি কে, কি নিমিত্তই বা আমাদিগের দুঃখ দেখিয়া বান্ধবের ন্যায় অনুশোচনা করিতেছ, জানিতে বাসনা করি।

জরৎকারু তাঁহাদিগের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আপনারা আমার পূর্ব্বে-পুরুষ; আমারই নাম জরৎকারু; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কি করিব। পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! তোমার এবং আমাদিগের পারত্রিক মঙ্গল সম্পাদন করিবার নিমিত্ত কুলরক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হও। লোকে পুত্রোৎপাদন দ্বারা যেরূপ সদ্গতিসম্পন্ন হয়, ধর্ম্মফল দ্বারা সেরূপ সদ্গতি লাভ করিতে পারে না।

অতএব হে পুত্র! আমাদিগের নিদেশানুসারে দার-পরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদনে যত্নবান্ হও। ইহা করিলেই আমাদিগের পরম হিতসাধন করা হইবে। জরৎকারু কহিলেন, আমি সম্ভোগার্থে দার-পরিগ্রহ বা জীবিকার্থে ধনোপার্জ্জন করিব না, কেবল আপনাদিগের হিতসাধনার্থে উদ্বাহ করিতে সম্মত হইলাম; কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি কন্যা আমার সনাম্নী হয় এবং তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষা-স্বরূপ সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই আমি তাহাকে যথাবিধি বিবাহ করিব। কিন্তু আমি অত্যন্ত দরিদ্র, বোধ করি দরিদ্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কেহই সম্মত হইবে না। হে পিতামহগণ! আমি এই নিয়মে দারপরিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইব, অন্যথা এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। এইরূপে পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভে সন্তান জন্মিলে আপনারা উদ্ধার হইবেন এবং অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।

---

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর জরৎকারু মুনি গার্হস্থ্য-আশ্রম করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পত্নীলাভার্থ সমস্ত মহী-মণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিল না। একদা তিনি পিতৃলোকের বাক্য স্মরণ করিয়া বন-প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার সেই ভিক্ষা-বাক্য শ্রবণে নাগরাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে আনয়ন করিয়া সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু জরৎকারু সেই কন্যা সনাম্নী নহে এই ভাবিয়া, তাহার পাণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলেন; কারণ মহাত্মা জরৎকারু প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি সনাম্নী কন্যা পান, ও তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভিক্ষা-

স্বরূপ তাঁহাকে সেই কন্যা সম্প্রদান করে, তাহা হইলেই তাহাকে সহধর্ম্মিণী করিবেন।

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপাঃ জরৎকারু বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুজঙ্গম! তুমি যথার্থ করিয়া বল, তোমার এই ভগিনীর নাম কি; বাসুকি কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমার এই অনুজার নাম জরৎকারু, আমি আপনাকে এই ভগিনীটি সম্প্রদান করিতেছি, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। এই বলিয়া বাসুকি জরৎকারুকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করিলেন। তিনিও বিধিপূর্ব্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন।

---

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ মহর্ষি শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞান-পারদর্শিন্! পূর্ব্বকালে সর্পগণ স্বীয় জননীর নিকট এইরূপ শাপ-গ্রস্ত হইয়াছিল যে, রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিবেন। ভুজঙ্গরাজ বাসুকি সেই শাপ বিমোচনের অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা জরৎকারুকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করেন। জরৎকারু বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তদ্গর্ভে আস্তীক নামে পুত্র উৎপাদন করেন। মহাত্মা আস্তীক বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রে পারদর্শী, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও তপশ্চর্য্যায় নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি পিতৃ মাতৃ উভয়কুলের দাহভয় নিবারণ করেন। পাণ্ডুকুলোদ্ভব রাজা জনমেজয় বহুকালের পর সর্পসত্র নামে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সর্পকুল-কালান্তক যজ্ঞ আরব্ধ হইলে মহাতপাঃ আস্তীক ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ ও অন্যান্য সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জরৎকারু পুত্রোৎপাদন ও তপশ্চর্য্যা দ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধার-সাধন, বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা মুনিগণের তুষ্টিসম্পাদন এবং নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পরিতোষ সমাধান করিলেন। তিনি এই রূপে পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, ও দেবঋণ-স্বরূপ গুরুতর ভার হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্ব-পুরুষগণের সহিত স্বর্গে আরোহণ করেন। হে ভৃগুবংশাবতংস! আমি যথাক্রমে এই আস্তীকোপাখ্যান কহিলাম, এক্ষণে আর কি কহিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

---

## ষোড়শ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যাহা কীর্ত্তন করিলে, পুনর্ব্বার তাহাই সবিস্তরে বর্ণন কর; আস্তীক বৃত্তান্ত বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত ঔৎসুক্য হইয়াছে। আস্তীকোপাখ্যানটি অতি সুললিত ও সুমধুর বোধ হইল। ইহা শুনিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। ফলতঃ তুমি পুরাণ-কীর্ত্তন বিষয়ে স্বীয় পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছ। তোমার পিতা যেমন অনন্যবিষয়ানুরক্ত হইয়া প্রত্যহ আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া আমাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাও

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি পিতার নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল সেইরূপ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্যযুগে দক্ষপ্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই পরমসুন্দরী কন্যা ছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ ঐ দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একদা তিনি সেই ধর্ম্মপত্নীদ্বয়ের প্রতি অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করিতে চাহিলেন। পরস্পর সমান পরাক্রান্ত, এইরূপ সহস্র নাগ আমার পুত্র হউক বলিয়া কদ্রু বর প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু বিনতা এই বর চাহিলেন, আমার দুইটী মাত্র পুত্র হউক; কিন্তু তাহারা যেন বল, বিক্রম ও শরীরে কদ্রু পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। মহর্ষি কশ্যপ তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগকে সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বিনতা স্বামি-সন্নিধানে স্বাভিলষিত বর সংপ্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা ও কৃতার্থন্মন্যা হইলেন। কদ্রুও তুল্য তেজস্বী পুত্র সহস্র লাভে আপনাকে কৃতকৃত্যা জ্ঞান করিলেন। মহাতপাঃ কশ্যপ পত্নীদিগকে "তোমরা স্বীয় প্রযত্নে গর্ভধারণ করিও" এই আদেশ দিয়া অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন।

বহুকালের পর কদ্রু অণ্ড সহস্র ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন। পরিচারিকাগণ সেই সমুদয় অণ্ড

উপস্বেদযুক্ত ভাণ্ডমধ্যে পঞ্চশত বৎসর রাখিলেন। তৎপরে কদ্রু প্রসূত অণ্ড-সহস্র হইতে এক একটী পুত্র বহির্গত হইল। কিন্তু বিনতার অণ্ডদ্বয় তদবস্থই রহিল। পুত্রার্থিনী বিনতা তদ্দর্শনে সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া স্বপ্রসূত অণ্ডদ্বয়ের অন্যতর ভেদ করিয়া দেখিলেন যে, পুত্রের পূর্ব্বার্দ্ধকায়মাত্র সুসঙ্ঘটিত হইয়াছে, অন্যার্দ্ধ অতিশয় অপক্কাবস্থায় রহিয়াছে। তখন সেই সদ্যঃপ্রসূত পুত্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় জননীকে অভিসম্পাত করিলেন, "লোভ পরতন্ত্র হইয়া অপক্কাবস্থায় অণ্ড ভেদন পূর্ব্বক আমাকে তন্মধ্য হইতে বাহির করা তোমার নিতান্ত অসদৃশ কর্ম্ম হইয়াছে; অতএব তুমি যে সপত্নীর সহিত স্পর্দ্ধাপ্রযুক্ত এই অন্যায্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে পঞ্চাশত বৎসর তোমাকে সেই সপত্নীর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।" আরও বলিলেন, এই অপর অণ্ডমধ্যে তোমার যে পুত্র আছে, যদি অকালে অণ্ডভেদ না কর এবং তাহাকেও আমার ন্যায় হীনাঙ্গ বা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সেই তোমাকে দাসীত্ব হইতে মোচন করিবে। যদি তুমি আপন পুত্রকে বিশিষ্টরূপে বলবিক্রমশালী করিতে চাহ, তবে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক ইহার জন্মকাল প্রতীক্ষা কর। ইহার জন্মের আরও পঞ্চশত বৎসর বিলম্ব আছে।

অরুণ এইরূপে জননীকে শাপপ্রদান করিয়া আকাশ পথে আরোহণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সর্পভোজী গরুড়ও যথাকালে জন্মিলেন। তিনি জন্মিবামাত্র ক্ষুধাতুর হইয়া স্বীয় জননী বিনতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধাতৃ-বিহিত স্বকীয় আহার সংগ্রহার্থে আকাশমণ্ডলে উড্ডীন হইলেন।

---

## সপ্তদশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! ঐ সময়ে উচ্চৈঃশ্রবাঃ, কদ্রু ও বিনতার সমীপ দিয়া গমন করিতেছিল। দেবগণ, অমৃত-মন্থনকালে উৎপন্ন সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন হয়-রত্নকে গমন করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি কহিলে, সেই মহাবীর্য্য অশ্বরাজ সুধামন্থন সময়ে উৎপন্ন হয়; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, দেবগণ কি কারণে ও কোন্ স্থানে অমৃত মন্থন করিয়াছিলেন?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সুমেরু নামে এক পরম রমণীয় মহীধর আছে। যাহার সুবর্ণময় শৃঙ্গপরম্পরার প্রভাজাল প্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রভামণ্ডলকে তিরস্কৃত করে, যে অপ্রমেয় ভূধর দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণের আবাস-স্থান, যাহাতে দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ সর্ব্বদা বিচরণ করে, যে পর্ব্বত প্রতিদিন রজনীযোগে নানাপ্রকার ওষধি দ্বারা আলোকময় হয় এবং যে পর্ব্বত উন্নতি দ্বারা অমরলোক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, নানাবিধ নদনদী ও তরুলতাগণ যাহাকে সুশোভিত করিয়াছে, মনোহর বিহঙ্গমগণ যাহার বৃক্ষশাখায় বসিয়া সর্ব্বদা সুমধুর স্বরে কলরব করিতেছে, যে সুবর্ণময় মহীধর প্রাকৃত জন-সমূহের মনেরও অগোচর, একদা তপোনিয়মানুরক্ত, প্রবল পরাক্রান্ত দেবগণ সেই পর্ব্বতের নানারত্ন-সুশোভিত শিখরদেশে উপবেশনপূর্ব্বক অমৃত-প্রাপ্তি বিষয়ক মন্ত্রণা করিতেছিলেন। ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপে মন্ত্রণা করিতে ব্যাসক্ত দেখিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, দেবগণ ও অসুরগণ একত্র হইয়া জলধি মন্থন করিতে আরম্ভ করুন। মন্থন করিলে সমুদ্র হইতে অমৃত উত্থিত হইবে। তদনন্তর দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা সমুদ্র মন্থন কর, কিন্তু বহুবিধ ওষধি এবং রত্ন-সমূহ পাইয়াও মন্থনে ক্ষান্ত হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অনবরতই মন্থন করিতে থাকিবে, তাহা হইলেই তোমাদের অমৃতলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

---

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবগণ অমৃত-মন্থনে আদেশ পাইয়া মন্দর-ভূধরকে মন্থনদণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু গগনস্পর্শী শিখর মালায় সুশোভিত, বহুতর লতাজালে জড়িত, নানাজাতীয় বিহঙ্গ নিনাদে নিনাদিত, বহুবিধ ব্যালকুল সমাকীর্ণ, অপ্সরাগণ ও কিন্নরগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর সেবিত, একাদশ সহস্র যোজন উন্নত এবং তৎপরিমাণে ভূগর্ভে নিখাত, গিরিবর মন্দরের উত্তোলনে অশক্ত হইয়া ব্রহ্মা ও নারায়ণের সমীপে গিয়া কৃতাঞ্জলি-

পুটে নিবেদন করিলেন, আপনারা আমাদিগের হিতসাধনার্থে কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ ও মন্দরোদ্ধরণে প্রযত্ন করুন।

অপ্রমেয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক ভুজঙ্গাধিপতি অনন্তদেবকে মন্দরোত্তোলনে অনুমতি করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অনন্ত তাঁহাদের আদেশ পাইয়া সমস্ত বন ও বনবাসিগণের সহিত সেই গিরিবরের উদ্ধরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ অনন্তদেবের সহিত নীরনিধিতীরে সমুপস্থিত হইয়া সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমরা অমৃত লাভের জন্য তোমার জল মন্থন করিব। অর্ণব কহিলেন, মন্দর-ভ্রমণ দ্বারা আমাকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, অতএব আমিও যেন লাভের অংশ পাই। তদনন্তর সমস্ত দেবগণ ও অসুরগণ কূর্ম্মরাজকে কহিলেন, তুমি গিরিবরের অধিষ্ঠান হও। কূর্ম্মরাজ তথাস্তু বলিয়া স্বীয় পৃষ্ঠে মন্দর গিরি ধারণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, কূর্ম্মরাজ-পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত গিরিরাজকে যন্ত্রসহকারে চালিত করিলেন।

এইরূপে দেবগণ মন্দরগিরিকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া অম্ভোনিধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দানবদল রজ্জুভূত বাসুকির মুখ-দেশ ও সুরগণ পুচ্ছ দেশ ধারণ করিলেন। ভগবান্ অনন্তদেব সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ-স্বরূপ, এই নিমিত্ত তিনি আপনি দুঃসহ বিষ-বেগ সম্বরণ করিলেন। মন্থনকালে দেবগণ নাগরাজকে এমত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে নিরন্তর ধূম ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সহিত নিঃশ্বাস-বায়ু নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ধূমাগ্নি সহিত নিশ্বাসবায়ু সচপলা মেঘমালারূপে পরিণত হইয়া, নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত সন্তপ্ত দেবাসুরের বারিবর্ষণ করিতে লাগিল; এবং সেই গিরিবরের শৃঙ্গ হইতে চারিদিকে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল।

দেবাসুরগণ মন্দর-ভূধর দ্বারা এইরূপে সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। মথ্যমান মহোদধি হইতে ঘোরতর ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ উঠিল। মন্দরাদ্রির মর্দ্দনে সমুদ্রস্থ শত শত জলচরগণ বিনিষ্পিষ্ট হইয়া পঞ্চত্ব পাইল এবং পাতাল-তলস্থ অন্যান্য নানাবিধ জলজন্তুগণও প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সেই গিরিরাজ অনবরত ভ্রাম্যমাণ হওয়াতে তাহার শিখরস্থ প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল পরস্পর সজ্ঘৃষ্ট হইয়া বিহঙ্গকুলের সহিত ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। মন্দর-গিরি সেই সকল তরুগণের পরস্পর সজ্বর্ষণে সমুদ্ভূত হুতাশন-শিখা দ্বারা সমাবৃত হইয়া তড়িত-পটলাবৃত নবীন নীরদের ন্যায় সাতিশয় শোভমান হইল। পরে ঐ অনল ক্রমেক্রমে প্রবল হইয়া অরণ্যাণী-বিনির্গত কুঞ্জর কেশরিগণ ও অন্যান্য বন্য জন্তুগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সজ্ঘর্ষণজ হুতাশন এইরূপে পর্ব্বতস্থ সমস্ত জীবজন্তুগণ দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, সুরপতি ইন্দ্র মেঘসমুদ্ভূত সলিল সেচন দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিলেন।

অনন্তর নানাবিধ মহীরুহগণের নির্য্যাস ও মহৌষধিরস গালিয়া সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। অমৃতসম-গুণসম্পন্ন সেই সমস্ত বৃক্ষনির্য্যাস ও কাঞ্চন-নিস্রবের প্রভাবে দেবগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সমুদ্রজল পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ উৎকৃষ্ট রস দ্বারা মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল। সেই ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

তদনন্তর দেবগণ পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! নারায়ণ ব্যতিরেকে আমরা সকলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি। কোন্ কালে মন্থন আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু এপর্য্যন্ত অমৃত সমুত্থিত হয় নাই। তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি ইঁহাদের বলাধান কর; তুমি ব্যতিরেকে এবিষয়ে আর গত্যন্তর নাই। নারায়ণ কহিলেন, যাঁহারা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই বল প্রদান করিতেছি, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া অম্ভোনিধিকে আলোড়িত করুন।

সমস্ত দেবদানবগণ বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বলপ্রাপ্ত হইলেন এবং সকলে একত্র হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে জলনিধি মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর মথ্যমান মহাসাগর হইতে সুশীতলরশ্মি-সম্পন্ন সৌম্যমূর্ত্তি, নির্ম্মল, শীতাংশু উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে ঘৃত হইতে শ্বেতপদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উঠিলেন। উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামে শ্বেতবর্ণ হয়রত্নও ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইল। পরে মহোজ্জ্বল কৌস্তুভ-মণি ঘৃত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান হইল। লক্ষ্মী, সুরা-

দেবী, চন্দ্র ও মনোজব অশ্বোত্তম উচ্চৈঃশ্রবাঃ সূর্য্যমার্গাবলম্বন-পূর্ব্বক সুরপক্ষে গমন করিলেন। পরিশেষে মূর্ত্তিমান্ ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলুহস্তে লইয়া সমুদ্র হইতে আবির্ভূত হইলেন। দৈত্যগণ এই অদ্ভূত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া "এই অমৃত আমার, এই অমৃত আমার" এই বলিয়া ঘোরতর কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর শ্বেতকায়, দন্তচতুষ্টয়-বিশিষ্ট, ঐরাবত নামে মহাগজ সমুৎপন্ন হইল। বজ্রধর ইন্দ্র তাহাকে অধিকার করিলেন। সুরাসুরগণ তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া অনবরতই মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইল। সধূম জলদগ্নির ন্যায় সেই ভয়ঙ্কর গরল ধরণীতল আকুল করিল। কালকূটের কটুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ত্রিলোকী মূর্চ্ছিত হইল। ব্রহ্মা তদবলোকনে ভীত হইয়া অনুরোধ করাতে সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবান্ ভবানীপতি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষম রাবিরাশি পান করিয়া কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্য রক্ষা করিলেন। তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণে হতাশ হইয়া অমৃত ও লক্ষ্মী-লাভার্থে দেবতাদিগের সহিত ভয়ঙ্কর বিরোধ আরম্ভ করিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ মোহিনীমায়া আশ্রয় করিয়া নারী রূপ ধারণ পূর্ব্বক অসুর সমূহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মূঢ়মতি দানবদল মোহিনীরূপ-ধারী ভগবানের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত ও তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অমৃত সমর্পণ করিল।

---

## ঊনবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর সমস্ত দৈত্যগণ একত্রিত হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে আক্রমণ করিল। তদবলোকনে মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ নারায়ণ নরদেব সমভিব্যাহারে দানবেন্দ্রদিগকে বঞ্চনা করিয়া অমৃত হরণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ বিষ্ণুর নিকট হইতে সেই অমৃত লইয়া পরমাহ্লাদে পান করিতে বসিলেন। দেবগণ অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিলে রাহু নামে এক দুষ্ট দানব অবসর বুঝিয়া দেব-রূপ ধারণ পূর্ব্বক সুরগণের সহিত অমৃত পান করিতে বসিয়াছিল। অমৃত, রাহুর কণ্ঠদেশমাত্র গমন করিয়াছে, এমত সময়ে চন্দ্র ও সূর্য, দেবতাদিগের হিতসাধনার্থে ঐ গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি স্বীয় সুদর্শনাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ট দানবের শিরশ্ছেদন করিলেন।

রাহুর পর্ব্বত-শিখরাকার প্রকাণ্ড মস্তক ছেদন-মাত্রে গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া ভীষণ নাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার কবন্ধ-কলেবর সকাননা, সদ্বীপা, সপর্ব্বতা, বসুন্ধরাকে কম্পিত করতঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তদবধি চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহু-মুখের চির-শত্রুতা জন্মিল। এই নিমিত্তই অদ্যাপি ঐ রাহু-মুখ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। পরিশেষে ভগবান্ নারায়ণ মোহিনী-বেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দানবগণকে আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর লাবণার্ণব-তীরে দেবাসুরগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। প্রাস, তোমর, ভিন্দিপাল প্রভৃতি সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণাগ্র শস্ত্র-বর্ষণে রণস্থল আচ্ছন্ন হইল। খড়্গ, চক্র, গদা, শক্তি প্রভৃতি শস্ত্রাঘাতে দানবগণ রুধির বমনপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া রণশায়ী হইল। তাহাদিগের তপ্তকাঞ্চনাকার মস্তককপাল পট্টিশাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অনবরত ধরণীতলে পতিত হইতে লাগিল। যুদ্ধে হত দানবগণ রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ধাতুরাগ রঞ্জিত গিরি-কূটের ন্যায় ভূমি-শয্যায় শয়ান রহিল। পরস্পরের শস্ত্র প্রহার দেখিয়া রণস্থলে হাহাকার শব্দ উঠিল। দেবগণ দূর হইতে লৌহময় পরিঘাঘাত ও নিকটে দৃঢ়মুষ্টি-প্রহার করিয়া রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দানবেরাও ঐ রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। সংগ্রামের কলকল ধ্বনি গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিল। চারিদিকে কেবল, "ছিন্দি, ভিন্দি, প্রধাব, ঘাতয়, পাতয়, মারয়," ইত্যাদি ঘোরতর শব্দমাত্র শ্রুত হইতে লাগিল।

এইরূপে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে, এমত সময়ে নর ও নারায়ণ রণস্থলে আগমন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ নরদেবের হস্তে দিব্যধনুঃ সন্দর্শন করিয়া দানবকুলধূমকেতু স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। মহাপ্রভাবশালী, সূর্য্যসম-তেজস্বী, অপ্রতিহতবীর্য্য, ভীমদর্শন, সেই অরিনিসূদন, সুদর্শনচক্র স্মরণমাত্রে নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইল। আজানুলম্বিতভুজ, ভগবান্ চক্রপাণি সেই প্রজ্বলিত-হুতাশনাকার, ভয়ঙ্কর চক্র বিপক্ষপক্ষে প্রক্ষেপ

করিলেন। নারায়ণ-বিক্ষিপ্ত ভীষণ সুদর্শনাস্ত্র মহাবেগে ধাবমান হইয়া সহস্র সহস্র দানবদলের প্রাণ সংহার করিল। কোন স্থলে সমুজ্জ্বল হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া দৈত্যকুল নিপাত করিল, কোথাও বা আকাশমণ্ডলে ও ধরাতলে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় তাহাদিগের রুধির পান করিতে লাগিল।

নবমেঘাকৃতি, মহাবল পরাক্রান্ত, দানবেরাও আকাশে উত্থিত হইয়া সহস্র সহস্র পর্ব্বত নিক্ষেপ দ্বারা দেবগণকে আকুলিত করিল। তৎকালে ভগ্নসানু অতি প্রকাণ্ড মহীধরগণ পরস্পরাভিঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া ঘোরতর মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত দানবগণ এইরূপে গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক নিরন্তর পর্ব্বত বর্ষণ করিয়া সকাননা সদ্বীপা মেদিনীকে কম্পান্বিত করিল। তখন নরদেব সুবর্ণমুখ শিলীমুখ দ্বারা দানববিক্ষিপ্ত পর্ব্বতসমূহ বিদারণপূর্ব্বক নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত দানবগণ দেবগণকর্ত্তৃক ভগ্নবল হইয়া এবং আকাশমণ্ডলে জ্বলদগ্নিসদৃশ সুদর্শন চক্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কেহ ভূগর্ত্তে কেহ বা লবণার্ণব গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল।

সুরগণ এইরূপে জয়লাভ করিয়া যথোচিত সৎকার পুরঃসর মন্দরগিরিকে স্বস্থানে সংস্থাপিত করিলেন। জলধরগণ নভোমণ্ডল এবং সুরলোক নিনাদিত করিয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিল। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া সেই অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সুরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট সমর্পণ করিলেন।

---

## বিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিবর! অমৃতমন্থন সময়ে শ্রীমান অতুলতেজাঃ উচ্চৈঃশ্রবানামক যে অশ্বরাজ জলনিধি হইতে সমুত্থিত হয়, তাহার সমস্ত বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। কদ্রু সেই অশ্বরাজকে অবলোকন করিয়া স্বীয় সপত্নী বিনতাকে কহিলেন, বিনতে! বল দেখি উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের কিরূপ বর্ণ? বিনতা কহিলেন, উচ্চৈঃশ্রবাঃ শুক্লবর্ণ; তোমার কি বোধ হয়? আইস এ বিষয়ে দুইজনে পণ করি। কদ্রু কহিলেন, হে মধুরহাসিনি! আমি বোধ করি এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ; আইস এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক যে, যাহার অনুমান মিথ্যা হইবে, সে দাসী হইয়া থাকিবে। তাঁহারা এইরূপে পরস্পর দাস্যবৃত্তি অবলম্বনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া "কল্য এই অশ্বকে দেখিব" এই বলিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন। কদ্রু নিজ নিকেতনে আগমন করিয়া কৌটিল্য করিবার মানসে স্বীয় সহস্রপুত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, তোমাদিগকে কৃষ্ণরূপ ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের পুচ্ছদেশে লম্বমান হইয়া তৎপুচ্ছের কৃষ্ণত্ব সম্পাদন করিতে হইবে, দেখিও যেন আমাকে দাসীত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে না হয়। যে সকল ভুজঙ্গম তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইল, তিনি তাহাদিগকে এই অভিসম্পাত করিলেন, তোমরা পাণ্ডুবংশাবতংস রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পসত্রে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কদ্রুদত্ত সেই অতি নিষ্ঠুর শাপ স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন। পরে সর্পসংখ্যার আতিশয্যপ্রযুক্ত কদ্রুদত্ত শাপ প্রজাবর্গের পরম শ্রেয়স্কর হইয়াছে বিবেচনা করিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, "এই সকল মহাবল হিংস্র সর্পগণের বিষ অতিশয় তীব্র ও বীর্য্যবৎ; সেই তীব্রবিষে প্রজাগণের সর্ব্বদাই অনিষ্ট ঘটনা হইয়া থাকে; অতএব কদ্রু ইহাদিগকে এই শাপ দিয়া উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন। তাহারা যেমন সর্ব্বদা প্রজাগণের অহিতাচরণ করে, তেমনি দৈব তাহাদের উপর প্রাণান্তিক দণ্ডপাত করিয়াছেন।"

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত এইরূপে আনন্দপ্রকাশ করিয়া কদ্রুকে সমুচিত সম্মান প্রদান করিলেন, এবং মহর্ষি কশ্যপকে স্বীয় সন্নিধানে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে পুণ্যশালিন্! যে সকল তীক্ষ্ণবিষ, মহাফণ, ভুজঙ্গমগণ তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কদ্রু তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, অতএব হে বৎস! এ বিষয়ে তোমার ক্রোধ করা বিধেয় নহে। যজ্ঞে সর্পকুল বিনষ্ট হইবে, ইহা পূর্ব্বাপর বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা, কশ্যপপ্রজাপতিকে এইরূপে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে বিষহরী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

---

## একবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু ও বিনতা এইরূপে পরস্পর দাস্যবৃত্তি পণ করিয়া এবং তজ্জন্য সাতিশয় অমর্ষাবিষ্ট ও রোষপরবশ হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র তাঁহারা দুইজনে অনতিদূরবর্ত্তী উচ্চৈঃশ্রবাঃ তুরঙ্গমকে দেখিবার মানসে কিয়দ্দূর গমন করিয়া অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অগাধ, সর্ব্বভূত-ভয়াবহ, পরমপবিত্র, অম্ভোনিধি অবলোকন করিলেন। যে জলধি তিমি, তিমিঙ্গিল, মৎস্য, কচ্ছপ, মকর, নক্রচক্র প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর বিকৃতাকার জলচরগণে এবং ভীষণাকার সর্পগণে নিরন্তর সমাকীর্ণ; চন্দ্র, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা; অশ্ব, পাঞ্চজন্য, শঙ্খ; অমৃত, বাড়বানল ও সর্ব্বপ্রকার রত্ন যাহা হইতে উৎপন্ন; পর্ব্বতাধিরাজ মৈনাক ও জলাধিরাজ বরুণদেব যাহাতে সতত বাস করেন; যে, সমুদ্র দানবগণের পরমমিত্র ও স্থলচর জন্তুগণের সাতিশয় ভয়াবহ শত্রু; যাহাতে ভয়ঙ্কর জলজন্তু সকল সর্ব্বদা ঘোরতর শব্দ করিতেছে, এবং বায়ুবেগে অনবরত পর্ব্বতাকার তরঙ্গমালা সমুত্থিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন সমুদ্র তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক নিরন্তর নৃত্য করিতেছে; চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে যাহার হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে; অমিততেজাঃ ভগবান্ নারায়ণ বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহার জল বিক্ষোভিত ও আবিল করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে যোগনিদ্রা অনুভব করিয়াছিলেন; ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শতবৎসরেও যাহার তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই; অসুরগণ অরাজক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া যাহার মধ্যে বাস করে; যে সমুদ্র স্বীয় গর্ত্তস্থ বাড়বানলকে সর্ব্বদা তোয়রূপ হবিঃ প্রদান করিতেছে; সহস্র সহস্র মহানদী পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া যেন অভিসারিকার ন্যায় যাহাতে সতত সমাবেশ করিতেছে।

## দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, নাগগণ মাতৃশাপ শ্রবণানন্তর পরামর্শ করিল, আমাদিগের জননীর অন্তঃকরণে স্নেহের লেশমাত্র নাই, সুতরাং তাঁহার মনোভিলাষ সফল না হইলে রোষপরবশ হইয়া আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন। কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলে প্রসন্না হইয়া আমাদিগের শাপ বিমোচন করিতে পারেন। অতএব চল সকলে একমত হইয়া উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করি। নাগেরা এই অভিসন্ধি করিয়া ঐ অশ্বের পুচ্ছদেশে কৃষ্ণকেশরূপে পরিণত হইল। ইত্যবসরে দক্ষতনয়া কদ্রু ও বিনতা গগনমার্গে উঠিয়া বায়ুবেগে বিচলিত, গভীর নিনাদযুক্ত, তিমিঙ্গিল মকরসার্থসঙ্কুল, বহুবিধ ভীষণ জন্তুগণে সমাকীর্ণ, সকল রত্নের আকর, বরুণ দেবের আবাসস্থান, নাগগণের বাসভবন, স্থানে স্থানে স্রোতস্বতীগণে পরিপূর্য্যমাণ, অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অগাধ, অতি দুর্দ্ধর্ষ, অক্ষোভ, পবিত্রজলবিশিষ্ট, রমণীয় জলনিধি দর্শন করিতে করিতে পরমপ্রীতিসহকারে তাহার অপরপারে উপস্থিত হইলেন।

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু ও বিনতা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অতি সত্বরে তুরগসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অশ্বটি শশাঙ্ককিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; কেবল তাহার পুচ্ছদেশের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ। তদবলোকনে বিনতা অতিমাত্র বিষণ্ণা হইলেন। পরে কদ্রু তাঁহাকে দাসীর কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন। বিনতা পণে পরাজিতা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে অগত্যা সপত্নীর দাস্য কর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইল।

এই সময়ে গরুড় অবসর বুঝিয়া মাতার প্রযত্নব্যতিরেকে স্বয়ং অণ্ড বিদারণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। মহাসত্ত্ব, মহাবলসম্পন্ন, সৌদামিনী-সমনেত্র, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামচারী, বিহঙ্গমরাজ প্রদীপ্ত হুতাশনরাশির ন্যায় স্বকীয় প্রভামণ্ডলে সহসা দশদিক্ আলোকময় করিয়া আকাশে আরোহণ ও ঘোরতর বিরাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া দেবগণ ভীত ও বিস্মিত হইলেন। পরে তাঁহারা আসনস্থ বিশ্বরূপী ভগবান্ অগ্নির শরণাগত হইয়া যথাবিধি প্রণতিপূর্ব্বক অতি বিনীতবচনে কহিলেন, হে হুতাশন! তুমি আর পরিবর্দ্ধিত হইও না, তুমি কি আমাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ঐ দেখ পর্ব্বতাকার প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি ইতস্ততঃ প্রসৃত হইতেছে। অগ্নি

কহিলেন, হে অসুরনিসূদন সুরগণ! তোমাদিগের আপাততঃ যাহা বোধ হইতেছে উহা বস্তুতঃ সেরূপ নহে। আমার তুল্য তেজস্বী, বলবান্, বিনতানন্দন, গরুড় জন্ম গ্রহণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন; তাঁহার তেজোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া তোমরা মোহাবিষ্ট হইয়াছ। ঐ নাগকুলান্তক কশ্যপাত্মজ সর্ব্বদা দেবতাদিগের হিতানুষ্ঠান ও দৈত্যরাক্ষসদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন। অতএব তোমাদিগের কোন ভয় নাই, আইস আমরা সমবেত হইয়া গরুড়ের নিকট যাই।

অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ তৎসন্নিধানে গমন করিয়া গরুড়কে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎযশঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পরিত্রাণস্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান্, তুমি অন্তক, তুমিই স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচরস্বরূপ, হে প্রভূতকীর্ত্তে গরুড়! ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকরমণ্ডলে দিবাকরের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সূর্য্যের তেজরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ। হে হুতাশন-প্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজা-সকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্ত-বায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবল-পরাক্রান্ত, বিদ্যুৎসমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিত পরাক্রমশালী, খগকুলচূড়ামণি, গরুড়ের শরণ লইলাম। হে জগৎপ্রভো! তোমার তপ্তসুবর্ণসম রমণীয় তেজোরাশি দ্বারা এই জগন্মণ্ডল নিরন্তর সন্তপ্ত হইতেছে। তুমি ভয়বিহ্বল ও বিমানারোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে ইতস্ততঃ পলায়মান সুরগণকে পরিত্রাণ কর। হে খগবর! তুমি পরম দয়ালু মহাত্মা কশ্যপের পুত্র, অতএব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া জগতের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। তুমি ঈশ্বর, এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগকে অনুকম্পা কর। আমরা বিষম বিপদে আক্রান্ত হইয়াছি। তোমার বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ ঘোররবে নভোমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, দেবলোক, ভূলোক ও আমাদিগের হৃদয় সতত কম্পমান হইতেছে। তুমি অগ্নিতুল্য স্বীয় শরীরের সঙ্কোচ কর। কুপিত কৃতান্তের ন্যায় তোমার অতি ভীষণ কলেবর দর্শনে আমাদের মন ব্যথিত ও শঙ্কিত হইতেছে। হে ভগবন্ খগাধিপতে! প্রসন্ন হইয়া শরণাগত জনের সুখাবহ হও।

---

## চতুর্বিংশ অধ্যায়।

গরুড়, দেবতা ও ঋষিদিগের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং আপনার অতি প্রকাণ্ড কলেবর অবলোকন করিয়া স্বীয় তেজঃপুঞ্জের প্রতিসংহার করিলেন এবং কহিলেন, আমি আত্মতেজের সঙ্কোচ করিতেছি আর কাহাকেও ভীত হইতে হইবে না। এই বলিয়া বিহঙ্গমরাজ গরুড় অরুণকে আত্মপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পিতৃগৃহ হইতে সমুদ্রের অপরপার-বর্ত্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে গমন করিলেন। ঐ সময়ে সূর্য্যদেব দেবতাদিগের প্রতি কুপিত হইয়া প্রখর করজাল বিস্তারপূর্ব্বক ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, খগরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অরুণকে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিলেন।

রুরু কহিলেন, সূর্য্য কি নিমিত্তে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন? এবং দেবতারাই বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ কুপিত হইলেন? প্রমতি কহিলেন, যৎকালে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকে প্রচ্ছন্নভাবে অমৃত পান করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন, তদবধি তাঁহাদিগের সহিত রাহুর বৈরানুবন্ধ হওয়াতে ঐ ক্রূরগ্রহ রাহু মধ্যে [illegible]দেবকে গ্রাস করিত। পরে ভগবান্ সূর্য্য এই [illegible] রোষাবিষ্ট হইলেন যে, আমি দেবতাদিগেরই [illegible] নিমিত্ত রাহুর কোপে পড়িলাম এবং তজ্জন্য [illegible]মি একাকী বহু অনর্থকর পাপের ফলভাগী [illegible] বিপৎকালে কাহাকেই সাহায্য করিতে দেখি[illegible] যখন আমাকে গ্রাস করে, দেবতারা স্বচক্ষে [illegible]য়াও তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে; অতএব [illegible]দ্য সমস্ত লোক বিনাশ করিব সন্দেহ নাই। [illegible] ইরূপ অভিসন্ধি করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী [illegible] বিশ্ব-সংসার সংহার করিবার মানসে স্বকীয় [illegible] পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর

মহর্ষিগণ দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, অদ্য নিশীথসময়ে সর্ব্বলোক ভয়াবহ মহাদাহ আরম্ভ হইবে।

তখন দেবগণ মহর্ষিদিগের সমভিব্যাহারে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া বিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! কোথা হইতে ভয়ঙ্কর মহাদাহ উপস্থিত হইল? সূর্য্য লক্ষিত হইতেছেন না অথচ সর্ব্বলোকক্ষয় উপস্থিত। না জানি সূর্য্য উদিত হইলে কি দুর্দশা ঘটিবে। পিতামহ কহিলেন, দিবাকর সর্ব্বসংহারে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি উদিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই আমাদিগের সমক্ষে সমস্ত লোক ভস্মসাৎ করিবেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আমি ইহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছি। মহাত্মা কশ্যপের অরুণনামে এক মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছে। সে সূর্য্যের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সারথ্য কার্য্য করিবে এবং তদীয় তেজঃ প্রতিসংহার করিবে; তাহা হইলেই দেবগণ, ঋষিগণ ও সমস্ত লোকের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। প্রমতি কহিলেন, তদনন্তর অরুণ পিতামহের আদেশানুসারে সূর্য্য উদিত হইলেই তাঁহাকে আবরণ করিয়া তদীয় সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন। সূর্য্যদেব যে কারণে কোপাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং অরুণ যে নিমিত্ত তাঁহার সারথ্য কার্য্য স্বীকার করেন, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

---

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তৎপরে মহাবলপরাক্রান্ত কামচারী বিহঙ্গমরাজ গরুড় সমুদ্রের অপরপারস্থ ধকীয় জননীসন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার মাতা বিনতা পণে পরাজিতা হইয়া আপন সপত্নীর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দুঃসহদুঃখে কালক্ষেপ করিতেছিলেন। একদা বিনতা পুত্রের নিকট উপবিষ্টা আছেন এমন সময়ে কদ্রু তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দেখ বিনতে! সমুদ্রের মধ্যে এক পরম রমণীয় দ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপে আমি বাস করে, তথায় আমাকে লইয়া চল। বিনতা আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রে কদ্রুকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া চলিলেন এবং গরুড়ও মাতৃনিদেশক্রমে কদ্রুপুত্র-নাগগণকে পৃষ্ঠে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বিনতানন্দন গরুড় সূর্য্যাভিমুখে গমন করাতে পন্নগগণ দুঃসহ তপন তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল।

কদ্রু স্বীয় পুত্রদিগের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া বৃষ্টির নিমিত্ত সুরপতি ইন্দ্রকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে শচীপতে, সহস্রলোচন, দেবরাজ! তুমি বল, নমুচি ও বৃত্রাসুরকে নষ্ট করিয়াছ। এক্ষণে তোমাকে নমস্কার করি। প্রচণ্ড রবিকিরণ-সন্তপ্ত মদীয় পুত্রদিগের উপর বারিবর্ষণ কর। হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই; যে হেতু তুমিই প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু, তুমি মেঘ; তুমি অগ্নি; তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনীরূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তুমিই ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিস্বরূপ; তুমি আদিত্য; তুমি বিভাবসু; তুমি অত্যাশ্চর্য মহাভূত; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি; তুমি বিষ্ণু; তুমি সহস্রাক্ষ; তুমি দেব; তুমি পরম গতি; তুমি অক্ষয় অমৃত; তুমি পরমপূজিত সৌম্যমূর্ত্তি; তুমি মুহূর্ত্ত; তুমি তিথি; তুমি বল; তুমি ক্ষণ; তুমি শুক্লপক্ষ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ; তুমিই কলা, কাষ্ঠা, ত্রুটি, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণা বসুন্ধরা; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যসংযুক্ত আকাশ; তুমি তিমি-তিমিঙ্গিল সহিত ও উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল মহার্ণব; তুমি অতি যশস্বী। এই নিমিত্তই প্রতিভাসম্পন্ন মহর্ষিগণ প্রশান্তমনে তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন। আর তুমি স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া যজমানের হিতসাধনার্থে যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ ও সোমরস পান করিয়া থাক। ব্রাহ্মণেরা এক মাত্র পারত্রিক শুভলাভের প্রত্যাশায় সতত তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। হে বিপুলবিক্রমশালিন্! অখিল বেদ ও বেদাঙ্গ তোমারই অচিন্তনীয় অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করে এবং যজ্ঞপরায়ণ দ্বিজাতিগণ তোমার স্বরূপ অবধারণের নিমিত্ত প্রযত্ন সহকারে সতত সেই সকল বেদবেদান্তের মীমাংসা করিয়া থাকেন।

---

## ষড়বিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র কদ্রুকৃত স্তব শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া নীলবর্ণ জলদজালে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন এবং মেঘদিগকে অনবরত মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। জলদগণ ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া ঘোরতর গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ সৌদামিনীস্ফুরণ ও প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন আকাশে প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে কিম্বা মেঘনির্ঘোষ, বিদ্যুৎপ্রকাশ ও বায়ুচালিত নীলধারা দ্বারা যেন আকাশ-মণ্ডল নৃত্য করিতেছে। সেই মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে চন্দ্র সূর্য্য এককালে অন্তর্হিত হইলেন। তখন নাগগণ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইল। বিশ্বমণ্ডলী সলিলভারে মগ্নপ্রায় হইল। সুশীতল বিমল জলধারা রসাতলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে সর্পগণ মাতার সহিত রামণীয়ক-দ্বীপে উপনীত হইল।

---

## সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ প্রচুর জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া অতিপ্রহৃষ্ট মনে সুপর্ণ-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সেই মকরসমূহের আকর ভূমি, বিশ্বকর্ম্মবিরচিত, রামণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল। তথায় যাইয়া প্রথমতঃ অতি ভয়ঙ্কর লবণ-মহার্ণব অবলোকন করিল। পরে সেই দ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমশোভাকর এক পবিত্র কাননে প্রবেশ করিয়া বিহার করিতে লাগিল। ঐ কানন সাগর-জলে নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছে; উহাতে বহুবিধ বিহঙ্গমগণ সর্ব্বদা মধুরস্বরে কলরব করিতেছে: বৃক্ষশ্রেণী নিরন্তর ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে; ঘন সন্নিবিষ্ট তরুরাজি, সুরম্য হর্ম্ম্য, পদ্মাকর ও স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ অলৌকিক হ্রদসমূহ সর্ব্বদা উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; তথায় সুগন্ধ সমীরণ অনুক্ষণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; অত্যুন্নত চন্দন অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষগণ সতত বিরাজিত রহিয়াছে; ঐ সকল বৃক্ষ বায়ুবেগ-সহকারে বিকম্পিত হইয়া অবিরত পুষ্পবর্ষণ করিতেছে; মধুকরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া মৃদু-মধুর-রবে আগন্তুক ব্যক্তির মনোহরণ করিতেছে। ঐ উদ্যান গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের প্রীতি-স্থান এবং উহা দেখিলে তদ্দণ্ডেই অন্তঃকরণে আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

কদ্রু-পুত্রেরা সেই কাননে কিয়ৎক্ষণ বিহার করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত গরুড়কে কহিল, দেখ তুমি আমাদিগকে অন্য কোন নির্ম্মল জল সম্পন্ন সুরম্য দ্বীপে লইয়া চল। তুমি সমস্ত মনোহর স্থান অবশ্যই জান; কারণ তুমি গগনে উড্ডীন হইলে কোন রমণীয় স্থান তোমার নয়নের অগোচর থাকে না। গরুড় সর্পদিগের এইরূপ আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বিষণ্ণমনে স্বীয় জননী সন্নিধানে নিবেদন করিলেন; মাতঃ! আমাকে কি কারণে সর্পগণের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, তাহা বল। বিনতা কহিলেন, বৎস! আমি দুরদৃষ্ট ক্রমে নাগগণের মায়াজালে পতিত ও পণে পরাজিত হইয়া সপত্নীর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। গরুড়, মাতৃ-সন্নিধানে এই কারণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় পরিতাপ পাইলেন ও অনতিবিলম্বে সর্পগণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে নাগগণ! কোন্ বস্তু আহরণ বা কিরূপ পৌরুষ প্রকাশ করিলে আমরা দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তাহা শ্রবণ করিয়া সর্পেরা কহিল, হে বিহঙ্গমরাজ! যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

---

## অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

[illegible] বাঃ কহিলেন, গরুড় এইরূপ অভিহিত হইয়া
মাত [illegible] চট যাইয়া কহিলেন, জননি! আমি অমৃত
আ [illegible] রিতে চলিলাম; পথে কি আহার করিব, বলিয়া
দেও [illegible] তা বলিলেন, বৎস! সমুদ্র মধ্যে বহু সহস্র
নিষা [illegible] করে, তুমি তাহাদিগকে ভোজন করিয়া অমৃত
আন [illegible]; কিন্তু হে বৎস! দেখিও যেন ব্রাহ্মণ বধে
কদাচ [illegible] রী বুদ্ধি না জন্মে। অনল-সমান, ব্রাহ্মণগণ
সর্ব্বজ [illegible] বধ্য। ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে অগ্নি, সূর্য্য, বিষ
ও শস্ত্র [illegible] হয়েন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বজীবের গুরু। এই নিমিত্ত
ব্রাহ্মণ [illegible] তম আদরণীয়। অতএব হে বৎস! তুমি
অতিশয় [illegible] ত হইয়াও যেন কোনক্রমে ব্রাহ্মণের হিংসা

বা তাঁহাদিগের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিও না। নিত্য নৈমিত্তিক জপহোমাদি ক্রিয়াকলাপে নিরত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ দগ্ধ করিতে পারেন, কি অগ্নি, কি সূর্য্য, কেহই সেরূপ পারেন না। ব্রাহ্মণ সর্ব্বজীবের অগ্রজাত, সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বভূতের পিতা ও গুরু।

গরুড় মাতৃসন্নিধানে ব্রাহ্মণের এইরূপ অভাবনীয় প্রভাব অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! ব্রাহ্মণের কীদৃশ আকার, কি প্রকার স্বভাব ও কিরূপই বা পরাক্রম। ব্রাহ্মণ কি হুতাশনের ন্যায় সর্ব্বদা প্রদীপ্ত, কিম্বা অতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি; যে সকল শুভলক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারা যায়, তুমি হেতু নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহা আমাকে সবিশেষ-রূপে কহিয়া দেও। বিনতা কহিলেন, যিনি তোমার জঠরদেশে প্রবেশ করিলে বড়িশের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ ক্লেশদায়ক হইবেন এবং প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় কণ্ঠদাহ করিবেন, তিনিই সুব্রাহ্মণ। তুমি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইও না। বিনতা পুত্র-বাৎসল্যপ্রযুক্ত গরুড়কে পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! যিনি তোমার জঠর-দেশে জীর্ণ হইবেন না, তাঁহাকেই সুব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। সর্পবঞ্চিতা পরম-দুঃখিতা বিনতা পুত্রের অতুল পরাক্রম বুঝিতে পারিয়াও অতি প্রীতমনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! বায়ু তোমার দুই পক্ষ রক্ষা করুন, চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার পৃষ্ঠ, অগ্নি মস্তক এবং বসুগণ ত্বদীয় সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে রাখুন। হে পুত্র! আমিও তোমার শুভ শান্তি বিষয়ে তৎপর হইয়া নিরন্তর ত্বদীয় শুভানুধ্যানে এই স্থানেই রহিলাম। তুমি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিরাপদে প্রস্থান কর।

গরুড় মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া বুভুক্ষা প্রযুক্ত সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় নিষাদপল্লীতে উপনীত হইলেন এবং নিষাদ সংহারের নিমিত্ত ধূলিরাশি দ্বারা নভোমণ্ডল [illegible] ও সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া সমীপস্থ সমস্ত [illegible] বিচলিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিহঙ্গরাজ [illegible] মুখব্যাদানপূর্ব্বক নিষাদ-নগরীর পথ রুদ্ধ করিয়া [illegible]লেন। বিষাদসাগরে নিমগ্ন নিষাদগণ প্রবলবাত্যাহত [illegible] অর্দ্ধপ্রায় হইয়া, ভুজঙ্গভোজী গরুড়ের [illegible] সুবিস্তীর্ণ আননাভিমুখে ধাবমান হইল। যেমন প্রবল বায়ুবেগে সমস্ত বন ঘূর্ণিত হইলে পক্ষিগণ আকাশমার্গে উঠে, সেইরূপ নিষাদেরাও গরুড়ের অতি বিশাল মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইল। পরিশেষে ক্ষুধার্ত্ত বিহঙ্গরাজ মুখ মুদ্রিত করিয়া বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিলেন।

---

## ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক ব্রাহ্মণ ভার্য্যা সমভিব্যাহারে গরুড়ের কণ্ঠদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রদীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠদাহ করিতে লাগিলেন। তখন গরুড় মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি মুখ ব্যাদান করিতেছি, তুমি অতি সত্বর বহির্গত হও; ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পাপাচার-তৎপর হইলেও আমার অবধ্য। ব্রাহ্মণ খগাধিরাজ গরুড়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "তবে আমার ভার্য্যা নিষাদীও আমার সহিত বহির্গত হউক।" গরুড় কহিলেন, ভাল, তুমি নিষাদীকে লইয়া অবিলম্বে আমার আস্য-বিবর হইতে বহির্গত হও। তুমি এখনও আমার উদরে প্রবেশ করিয়া ভস্মাবশেষ হও নাই; অতএব বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র আত্মরক্ষা কর। তখন ব্রাহ্মণ নিষাদীর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গরুড়কে সম্বর্দ্ধনা করিয়া অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণ ও তদীয় ভার্য্যা নিষাদী বহির্গত হইলে খগরাজ স্বকীয় পক্ষজাল বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে স্বীয় পিতা কশ্যপকে দেখিতে পাইলেন। মহর্ষি কশ্যপ আপন সন্তানের সন্দর্শন পাইয়া কুশলপ্রশ্নানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! মনুষ্যলোকে তোমার পর্য্যাপ্ত আহার লাভ হইয়া থাকে? তখন গরুড় কহিলেন, পিতঃ! আমার মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন এবং আমারও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বটে, কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে আমার প্রচুর আহারদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। আরও কহিলেন, নাগেরা আমাকে অমৃত আহরণ করিতে প্রেরণ করিয়াছে; আমি জননীর দাসীভাব মোচন করিবার নিমিত্ত অদ্য তাহা আনয়ন করিব। মাতা নিষাদগণ ভক্ষণ করিতে কহিয়া-

ছিলেন, বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিয়াছি, তথাপি আমার সমুচিত তৃপ্তিলাভ হয় নাই। অতএব হে ভগবন্! এক্ষণে অপর কোন ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহা আহার করিলে আমি অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হইব। হে প্রভো! বলবতী ক্ষুৎপিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় হইয়াছে।

তখন মহর্ষি কশ্যপ কহিলেন, বৎস! অনতিদূরে ঐ পবিত্র সরোবরটি দেখিতেছ, উহা দেবলোকেও বিখ্যাত। ঐ স্থলে দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাঙ্মুখ হইয়া কূর্ম্ম-রূপী স্বকীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। উহাদিগের আকারের পরিমাণ ও জন্মান্তরীণ বৈরবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিভাবসু নামে অতিকোপন-স্বভাব এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাতপাঃ সুপ্রতীক ভ্রাতার সহিত একান্নে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, এই নিমিত্ত তিনি আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সর্ব্বদা পৈতৃক ধনবিভাগের কথা উত্থাপন করিতেন। একদা বিভাবসু ক্রুদ্ধ হইয়া সুপ্রতীককে কহিলেন, দেখ অনেকেই মোহ-পরবশ হইয়া পৈতৃক-ধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু বিভাগানন্তর ধনমদে মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ় ব্যক্তিরা স্বীয় ধন অধিকার করিলে শত্রুপক্ষ মিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয়, এবং ক্রমশঃ দোষ দর্শাইয়া পরস্পরের রোষবৃদ্ধি ও বৈরভাব বদ্ধমূল করিতে থাকে। এইরূপ হইলে তাহাদিগের সর্ব্বদাই সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে ভ্রাতৃগণের ধনবিভাগ সাধুদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় ঐ কথাই বারম্বার উত্থাপন করিয়া থাক। আমি বারণ করিলেও তাহাতে কর্ণপাত কর না; অতএব তুমি বারণ-যোনি প্রাপ্ত হও। সুপ্রতীক এইরূপে শাপগ্রস্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন, তুমিও কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হও।

এইরূপে সুপ্রতীক ও বিভাবসু পরস্পরের শাপপ্রভাবে গজত্ব ও কচ্ছপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা রোষদোষে তির্য্যগ্‌যোনি-প্রাপ্ত, পরস্পর বিদ্বেষরত এবং শরীরের গুরুত্ব ও বলদর্পে একান্ত দর্পিত হইয়া জন্মান্তরীণ বৈরানুসারে এই সরোবরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ দেখ গজের বৃংহিত শব্দে মহাকায় কচ্ছপ সরোবর আলোড়িত করিয়া জলমধ্য হইতে সত্বর উত্থিত হইতেছে। গজ তাহাকে দেখিতে পাইয়া অতি প্রকাণ্ড শুণ্ডাদণ্ড, আস্ফালনপূর্ব্বক জলে অবগাহন করিতেছে। উহার শুণ্ডাদণ্ড, লাঙ্গুল ও পাদচতুষ্টয়ের তাড়নে সরোবর বিক্ষোভিত হইতেছে। অতি পরাক্রান্ত কূর্ম্মও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থে অভ্যাগত হইতেছে। গজের কলেবর ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন আয়ত। কূর্ম্ম তিন যোজন উন্নত ও তাহার পরিধি দশ যোজন। হে বৎস! উহারা পরস্পরের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে মত্ত হইয়াছে, উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধি কর। যাও তুমিও এই মহাগিরিসদৃশ ঘোররূপী হস্তীকে ভোজন করিয়া অমৃত আহরণ কর।

মহর্ষি কশ্যপ গরুড়কে ভক্ষ্য-দ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস! দেবতাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। পূর্ণকুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ এবং আর যে কিছু মাঙ্গল্য বস্তু আছে, সে সকলই তোমার শুভপ্রদ হউক। হে মহাবল-পরাক্রান্ত! যৎকালে তুমি দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদ, যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ, ও রহস্য, তোমার বলাধান করিবে। গরুড় পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অনতিদূরে সেই নির্ম্মল-জল-পূর্ণ হ্রদ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে নানাবিধ জলচর পক্ষী সকল কলরব করিতেছে দেখিলেন, তখন পি[illegible]াক্য স্মরণ করিয়া এক নখে গজ ও অপর নখে কা[illegible]হণ করিয়া সত্বরে আকাশপথে উত্থিত হইলেন। অ[illegible]নামক তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া দেব-বৃক্ষগণের উপ[illegible]হণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। বিটপিমণ্ডলী গরু[illegible]বেগে আহত হইয়া শাখাভঙ্গভয়ে শঙ্কিত ও ক[illegible]তে লাগিল। বিহঙ্গরাজ সেই অভীষ্ট-ফল-প্রদ, [illegible]র্ণময় তরুদিগকে ভঙ্গভয়ে কম্পিত দেখিয়া কদাচ[illegible]অন্যান্য বৃক্ষের সমীপে গমন করিলেন। সেই ব[illegible]কগুলির ফল সকল কাঞ্চনময়, শাখা সমুদয় প্রবাল[illegible] উহাদিগের মূলদেশ সর্ব্বদা সাগরজলে প্রক্ষালি[illegible]তেছে। তন্মধ্যে অত্যুচ্চ এক বটবিটপী পক্ষিরাজ[illegible]ক আগমন করিতে দেখিয়া কহিল, হে

গরুত্মন্! তুমি আমার এই শতযোজন বিস্তীর্ণ, অতি প্রকাণ্ড শাখায় উপবেশন করিয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ কর। মহীধর-তুল্যকলেবর পতগেশ্বর প্রবলবেগে বহুসহস্রপক্ষি-সেবিত সেই বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিবামাত্র তাহা ভগ্ন হইল।

---

## ত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত, গরুড়, পাদস্পর্শমাত্রেই তরুশাখা ভগ্ন হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিলেন। বিহঙ্গমরাজ শাখাভঙ্গ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিতে পাইলেন, তপঃপরায়ণ বালখিল্য ঋষিগণ অধঃশিরা হইয়া বৃক্ষশাখায় লম্বমান রহিয়াছেন। গরুড় তদ্দর্শনে অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে করিলেন, শাখা ভূতলে পতিত হইলে নিশ্চয়ই ঋষিদিগের প্রাণনাশ হইবে অতএব গজ ও কচ্ছপকে নখ দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া ঋষিদিগের প্রাণ রক্ষার্থে ঐ অতিবিশাল বৃক্ষশাখা চঞ্চুপুট দ্বারা গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ গরুড়ের এই অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহার এই নাম রাখিলেন, যেহেতু এই বিহঙ্গম অতি গুরুভার গ্রহণ করিয়া অবিচলিতচিত্তে গগনমার্গে উড্ডীন হইল; অতএব অদ্যাবধি ইহার নাম গরুড় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। অনন্তর গরুড় পক্ষপবন দ্বারা পার্শ্বস্থ সমস্ত পর্ব্বত বিচলিত করিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

গরুড় গজকচ্ছপ লইয়া বালখিল্য ঋষিগণের প্রাণ-রক্ষার্থে এইরূপে নানা দেশ ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি উপবেশনের উপযুক্ত স্থান পাইলেন না। পরিশেষে গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপনীত হইয়া স্বীয় পিতা [illegible] কশ্যপকে তপস্যায় অভিনিবিষ্ট দেখিলেন। তখন কশ্যপ সেই বলবীর্য্য তেজঃসম্পন্ন, মন ও বায়ুসম [illegible], অচিন্তনীয়, অনভিভবনীয়, সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল, অধৃষ্য, দুর্জ্জয়, সর্ব্বপর্ব্বত [illegible]ণক্ষম, সমুদ্র-শোষণে সমর্থ, সর্ব্বলোকসংহারে পটু, কৃতান্তসম ভীমদর্শন, উত্তুঙ্গগিরি-শৃঙ্গাকার, দিব্যরূপী বিহঙ্গমরাজ গরুড়কে অভ্যাগত দেখিয়া এবং তাঁহার অভি[illegible]ন্ধ বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, হে পুত্র! তুমি সহসা সাহসের কর্ম্ম করিও না, তাহাতে অশেষবিধ ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। সূর্য্যমরীচিমাত্র-পায়ী বালখিল্যগণ রোষ-পরবশ হইলে তোমাকে এই দণ্ডে ভস্মসাৎ করিবেন। এই কথা বলিয়া, মহর্ষি কশ্যপ পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত মহাভাগ বালখিল্য ঋষিদিগকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। হে মহর্ষিগণ! প্রজাদিগের হিতোদ্দেশে গরুড় এই মহৎ কর্ম্ম সাধন করিতে অধ্যবসায় করিয়াছে, তোমরা অনুজ্ঞা কর। বালখিল্যগণ মহর্ষি কশ্যপের অভ্যর্থনায় সেই বৃক্ষশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক তপশ্চরণার্থ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পবিত্র হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

বালখিল্যগণ গমন করিলে বিনতানন্দন নিজ পিতা কশ্যপকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি এখন এই বিশাল বৃক্ষশাখা কোথায় নিক্ষেপ করি, আমাকে কোন নির্ম্মানুষ দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। তখন কশ্যপ মানুষ-শূন্য ও নিরবচ্ছিন্ন তুষাররাশি-সমাকীর্ণ এক পর্ব্বত কহিয়া দিলেন। পক্ষিরাজ শাখা ও গজকচ্ছপ লইয়া বায়ুবেগে সেই পর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গরুড় যে শাখা লইয়া গমন করিলেন, উহা এমত স্থূল যে, শতগোচর্ম্ম-নির্ম্মিত রজ্জু দ্বারাও বন্ধন বা বেষ্টন করা যায় না। পতগেশ্বর গরুড় অনতিবিলম্বে শতসহস্র যোজনান্তরে স্থিত সেই মহাপর্ব্বতে উপনীত হইয়া পিতার আদেশানুসারে তদুপরি প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা নিক্ষেপ করিলেন। তদীয় পক্ষপবনে আহত হইয়া গিরিরাজ কম্পিত হইল, তরুগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং যে সকল মণিকাঞ্চনময় শৈলশৃঙ্গ পর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিত, তাহারা বিশীর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। বৃক্ষশ্রেণী পরস্পরের শাখাঘাতে অভিহত হইয়া সৌদামিনীমণ্ডিত নবীন নীরদের ন্যায় কাঞ্চনময় কুসুম সমূহে সুশোভিত হইল। গৈরিকরাগরঞ্জিত পাদপ সকল অবিকল ভূতলে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তৎপরে গরুড় সেই গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন। খগরাজ এইরূপে সেই কূর্ম্ম ও কুঞ্জরকে উপযোগ করিয়া তথা হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন।

অনন্তর দেবতাদিগের উপর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হইল। ইন্দ্রের বজ্র ভয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

অন্তরীক্ষ হইতে ধূম ও অগ্নিশিখার সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল। বসু, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অন্যান্য দেবগণের অস্ত্র শস্ত্র সকল পরস্পর বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। দেবাসুর-সংগ্রামেও এরূপ অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা কদাচ ঘটে নাই। বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, শত সহস্র উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং মেঘশূন্য নভোমণ্ডল অতিগভীররবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি বলিব, যিনি দেবাদিদেব তিনিও অনবরত শোণিতবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের গলদেশের মাল্য ম্লান ও তেজোরাশি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গেল। প্রলয়কালীন অতিভীষণ মেঘের ন্যায় ঘনাবলী মুষলধারে রক্ত বৃষ্টি করিতে লাগিল। ধূলিজাল গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া দেবগণের মুকুট সকল নিষ্প্রভ করিল।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণ এই রূপ অতি নিদারুণ উৎপাদ দর্শনে ভীত ও বিস্মিত হইয়া বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যুদ্ধে আমাদিগকে আক্রমণ করে এরূপ শত্রু ত লক্ষ্য হয় না। তবে কোথা হইতে এতাদৃশ ঘোরতর উৎপাত সহসা উপস্থিত হইল? বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তোমারই অপরাধ ও প্রমাদবশতঃ মহাত্মা বালখিল্যগণের তপোবলে বিনতাগর্ভে মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী এক পুত্র জন্মিয়াছে। সেই কামরূপী, মহাবল, বিনতানন্দন অমৃতহরণে সমর্থ। তাহাতে সকলই সম্ভব হয় বটে। সে অনায়াসে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

ইন্দ্র তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতরক্ষকদিগকে আদেশ করিলেন, "মহাবীর্য্য মহাবল এক পক্ষী অমৃতহরণে উদ্যত হইয়াছে, আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, দেখিও যেন সে বলপূর্ব্বক অমৃত হরণ করিতে না পারে; বৃহস্পতি কহিয়াছেন, সে অতুল বলশালী।" তাহা শুনিয়া দেবতারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অতি সাবধানে অমৃত বেষ্টন করিয়া রহিলেন এবং ইন্দ্রও বজ্রহস্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিত, পাপস্পর্শ রহিত, নিরুপম বলবীর্য্যসম্পন্ন, অসুর পুরবিদারণে পটু, সুরগণ, কাঞ্চনময় বৈদূর্য্যমণিময় ও চর্ম্মাত্মক মহামূল্য প্রভাভাস্বর সুদৃঢ়, কবচ; তীক্ষ্ণধার, ভয়ঙ্কর, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র; ধূম, অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ সহিত চক্র; পরিঘ; ত্রিশূল; পরশু; বহুবিধ সুতীক্ষ্ণ শক্তি; নির্ম্মল করবাল; এবং উগ্রদর্শন গদা; এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র লইয়া অমৃত রক্ষার্থে সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত হইয়া সূর্য্যকিরণবিকাশিত বিগলিতান্ধকার আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন।

---

## একত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! ইন্দ্রের কি অপরাধ ও তাঁহার অনবধানতাই বা কিরূপ? বালখিল্য ঋষিগণের তপঃ-প্রভাবে গরুড়ের সম্ভব ও মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী পুত্র ইহারই বা কারণ কি? ঐ পক্ষিরাজ কিরূপে সর্ব্বভূতের অবধ্য, অনভিভবনীয়, কামবীর্য্য ও কামচারী হইলেন? আমার এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, যদি পুরাণে বর্ণিত থাকে, কীর্ত্তন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন পুরাণে এই সমস্ত বর্ণিত আছে, আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রবাসনায় এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানকালে ঋষিগণ, দেবগণ, ও গন্ধর্ব্বগণ সাহায্যদান করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ দেবরাজ ইন্দ্রকে এবং বালখিল্য মুনিগণ ও অন্যান্য দেবতাদিগকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠভার আহরণ করিতে নিয়োগ করিলেন। ইন্দ্র আপন বীর্য্যানুরূপ প্রচুর কাষ্ঠ [illegible] নয়নকালে পথিমধ্যে দেখিলেন, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বাল [illegible]। সকলে সমবেত হইয়া বহুকষ্টে একটি পত্রবৃন্ত আহ [illegible] রিতেছেন। তাঁহারা অতি খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল ও নিরা [illegible] তরাং জলপূর্ণ এক গোষ্পদে মগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতে [illegible] ন। বলদৃপ্ত পুরন্দর তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া [illegible] গকে উপহাস ও অবমাননা করিলেন, এবং লঙ্ঘন [illegible] অতি সত্বর-পদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। [illegible] এইরূপে অবমানিত হইয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হ [illegible] এবং ইন্দ্রের ভয়াবহ এইরূপ এক অতি মহৎ যজ্ঞ আ [illegible] করিলেন। তাঁহারা ঐ যজ্ঞে এই কামনায়

আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন, যে আমাদিগের তপঃ-প্রভাবে ইন্দ্র হইতে অধিকতর শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামগামী, সর্ব্বদেবের অধিপতি অন্য এক দারুণ ইন্দ্র উৎপন্ন হউন।

দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া প্রজাপতি কশ্যপের শরণাগত হইলেন। কশ্যপ ইন্দ্রমুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বালখিল্য মুনিগণের নিকট গমন করিয়া কার্য্যসিদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। সত্যবাদী বালখিল্য মুনিগণ তৎক্ষণাৎ "অভীষ্টসিদ্ধি হইবে" এই কথা বলিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাদিগকে মধুর সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া সাদর-বচনে কহিতে লাগিলেন, দেখ ব্রহ্মার নিয়োগক্রমে ইনি ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন, তোমরা আবার ইন্দ্রান্তর প্রার্থনা করিতেছ; তাহা করিলে ব্রহ্মার নিয়ম অন্যথা করা হইবে. কিন্তু তোমাদিগের সঙ্কল্প মিথ্যা হয় ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে, অতএব তোমরা যে ইন্দ্রের নিমিত্ত কামনা করিতেছ, তিনি পতগেন্দ্র হউন। হে ঋষিগণ! দেবরাজ প্রার্থনা করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও। এইরূপ অভিহিত হইয়া বালখিল্যগণ কশ্যপকে যথাবিধি পূজা করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে প্রজাপতে! আমরা ইন্দ্রার্থে এবং তোমার পুত্রার্থে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি, এক্ষণে এই কর্ম্মের ভার তোমার প্রতি সমর্পিত হইল, তুমিই ইহা প্রতিগ্রহ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয়, কর।

ঐ কালে, কল্যাণবতী কীর্ত্তিমতি, ব্রতপরায়ণা, দক্ষসুতা, বিনতা দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করণান্তর ঋতুস্নান করিয়া পুত্র-বাসনায় স্বামি-সন্নিধানে আগমন করিলেন। মহর্ষি কশ্যপ বিনতাকে সন্নিহিতা দেখিয়া কহিলেন, দেবি! অদ্য তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, বালখিল্য মুনিগণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সঙ্কল্প-বলে তোমার গর্ভে মহাভাগ ও ভুবনবিজয়ী দুই বীর পুত্র জন্মিবে। তাঁহারা ত্রিভুবনপূজিত ও ত্রিলোকীর অধীশ্বর হইবে। তুমি প্রমাদশূন্য হইয়া এই শুমহোদয় গর্ভ ধারণ কর। সর্ব্বলোক-সৎকৃত কামরূপী ঐ দুই বিহঙ্গম সমস্ত পক্ষিজাতির উপর ইন্দ্রত্ব করিবে। অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ প্রীতমনে ইন্দ্রকে কহিলেন, সেই দুই মহাবীর্য্য বিহঙ্গ তোমার ভ্রাতা ও সহায় হইবে, এবং তাহারা তোমার কোন অপচয় করিবে না। তোমার সকল সন্তাপ দূর হউক, তুমিই ইন্দ্র থাকিলে, কিন্তু হে বৎস! তুমি অহঙ্কার পরতন্ত্র হইয়া যেন আর কদাচ ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগকে পরিহাস বা অবমাননা করিও না। তাঁহাদিগের বাক্য বজ্রস্বরূপ এবং তাঁহারা অতিশয় কোপনস্বভাব।

দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি কশ্যপ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। বিনতাও চরিতার্থা হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। পরে কশ্যপবনিতা বিনতা যথাকালে অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। অরুণ অঙ্গবৈকল্য প্রযুক্ত সূর্য্যের সারথী হইয়াছেন, তদীয় ভ্রাতা গরুড় পক্ষিগণের ইন্দ্রত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। হে ভৃগুনন্দন! সেই বিনতানন্দন গরুড়ের অতি বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

---

## দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! দেবতারা সকলে সমবেত হইয়া অতি সাবধানে অমৃত রক্ষা করিতেছেন এই অবসরে গরুড় অতিসত্বরে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবতারা সেই মহাবল গরুড়কে দেখিয়া ভীত ও কম্পিত হইলেন এবং আপনারাই পরস্পর অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তথায় অপ্রমেয় বল ও অগ্নির ন্যায় উজ্জল বিশ্বকর্ম্মাও অমৃতরক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুহূর্ত্তকাল গরুড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে তদীয় পক্ষ, নখ ও চঞ্চুপুট দ্বারা ক্ষত বিক্ষত ও মূর্চ্ছিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পরে গগনচারী বিহগরাজ পক্ষপবনে ধূলিপ্রবাহ উত্থাপিত করিয়া সমস্ত লোক ও দেবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। দেবতারা ধূলিজালে আকীর্ণ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং তৎকালে অমৃত রক্ষকেরাও অন্ধপ্রায় হইলেন। এইরূপে গরুড় দেবলোক আলোড়িত করিয়া পক্ষতাড়ন ও তুণ্ডপ্রহারে দেবগণকে বিদীর্ণ-কলেবর করিলেন। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র পবনকে আদেশ করিলেন, দেখ পবন! তুমি এই রজোবর্ষণ নিরাকরণ কর, ইহা তোমারই কর্ম্ম। বায়ু তৎক্ষণাৎ তাহা অপসারিত করিলেন।

অনন্তর অন্ধকার নিরস্ত হইলে দেবগণ পক্ষিরাজ গরুড়কে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরগণ বধ করিতে উদ্যত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত গরুড় মহামেঘের ন্যায় সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। দেবতারা গরুড়কে অন্তরীক্ষে আরূঢ় দেখিয়া পট্টিশ, পরিঘ, শূল, গদা, প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র ও সূর্য্যাকৃতি চক্র ইত্যাদি নানা শস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে আকীর্ণ করিলেন।

পক্ষিরাজ গরুড় দেবগণ কর্তৃক এইরূপে আহত হইয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে কিছুমাত্র বিচলিত বা সঙ্কুচিত হইলেন না। বরং পক্ষদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের অধিকতর আঘাতে তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিলেন। সুরগণ এইরূপে গরুড়যুদ্ধে পরাভূত ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও সাধ্যগণ পূর্ব্বদিকে, রুদ্র ও বসুগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে, এবং অশ্বিনীকুমার দুইজনে উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পতগেন্দ্র গরুড় অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথনক, তপন, উলূক, শ্বসন, নিমেষ, প্ররুজ ও পুলিন এই সমস্ত যক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রলয়কালে মহাদেব রোষপরবশ হইলে যেরূপ অতিভীষণ হয়েন, বিনতানন্দনও সেইরূপ অত্যুগ্র হইয়া পক্ষ, নখ, তুণ্ডাগ্র দ্বারা সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। সেই মহাবল, মহোৎসাহ, বীরপুরুষেরা ক্ষত বিক্ষত হইয়া রুধিরবর্ষী ধারাধরের ন্যায় শোভমান হইলেন।

খগেশ্বর সেই সমস্ত যক্ষদিগের প্রাণ সংহার করিয়া যেস্থানে অমৃত রহিয়াছে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন অমৃতের চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। সেই অগ্নির শিখা অতি ভয়ঙ্কর এবং তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন বিভাবসু বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সূর্য্যদেবকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনন্তর মহাত্মা গরুড় শতাধিক অষ্টসহস্র মুখ নির্গত করিলেন এবং ঐ সকল মুখ দ্বারা নদী পান করিয়া প্রচণ্ডবেগে তথায় আগমনপূর্ব্বক নদীজলে ঐ জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ করিলেন। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে গরুড় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অন্য এক শরীর ধারণ করিলেন।

---

## ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পক্ষিরাজ অতি ভয়ঙ্কর স্বর্ণময় কলেবর ধারণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন, অমৃতের নিকট লৌহময় ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার এক খানি শাণিত চক্র নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত ও সূর্য্যসমতেজস্বী ঐ ঘোররূপ যন্ত্র অমৃত হরণার্থ আগত ব্যক্তিব্যূহের কণ্ঠনালী ছেদন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। গরুড় অঙ্গসঙ্কোচপূর্ব্বক ক্ষণমাত্রেই তাহার মধ্যাবকাশ দ্বারা প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেই চক্রের অধঃস্থলে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, মহাবীর্য্য, মহাঘোর, নিয়ত ক্রুদ্ধ ও নির্নিমেষনেত্র, দুই সর্প অমৃত রক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের বিদ্যুতের ন্যায় মুখ হইতে অনবরত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে এবং চক্ষুর্দ্বয় নিরন্তর বিষ উদ্গার করিতেছে। তাহাদিগের একতর যাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তখন বিহঙ্গমরাজ ধূলিনিক্ষেপপূর্ব্বক ঐ উভয় সর্পের নয়নদ্বয় আচ্ছন্ন করিলেন এবং অদৃশ্যভাবে আকাশ হইতে তাহাদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক অতিদ্রুতবেগে গগনমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অমৃতপান না করিয়া সূর্য্যপ্রভা আবরণপূর্ব্বক অপরিশ্রান্ত মনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিনতানন্দন অমৃতহরণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছেন, এই অবসরে অবিনাশী দেবাদিদেব নারায়ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। নারায়ণ গরুড়ের লোকাতিশায়িনী ক্রিয়া দর্শনে পরমসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে বিহঙ্গমরাজ! প্রার্থনা কর আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্র[illegible] করিব। গরুড় কহিলেন, আমি আপনার উ[illegible] অবস্থান করিতে বাসনা করি। এই বলিয়া পুন[illegible]রায়ণকে কহিলেন, আর আমি যাহাতে অমৃতপান [illegible]রকে অজর ও অমর হইতে পারি এইরূপ বর প্রদ[illegible]ন। বিষ্ণু কহিলেন, "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউ[illegible] তখন গরুড় আপনার অভিলষিত বর লাভ [illegible]য়ণকে কহিলেন, ভগবন্! প্রার্থনা কর আ[illegible]মাকে বরপ্রদান করিব। নারায়ণ মহাবল না[illegible]রুড় [illegible]হিলেন, "তুমিও আমার বাহন হও" এবং স্বপ্রদ[illegible]র অন্যথা না হয় এই জন্য পুনর্ব্বার কহি-

লেন, "তোমাকে আমার রথের ধ্বজ হইয়া থাকিতে হইবে।" পতগেশ্বর "তথাস্তু" বলিয়া বায়ুবেগে গমন করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতাপহারক পক্ষীকে অন্তরীক্ষে গমন করিতে দেখিয়া রোষভরে বজ্রপ্রহার করিলেন। গরুড় বজ্রাঘাতে আহত হইয়াও হাস্যমুখে কহিলেন, "দেখ দেবরাজ! বজ্রাঘাতে আমার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মে নাই; কিন্তু যে মুনির অস্থি হইতে এই বজ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার বজ্রাস্ত্রের ও তোমার সম্মানের নিমিত্ত আমি একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিতেছি, এই পক্ষের অন্ত নাই" এই বলিয়া পক্ষিরাজ একটী পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ ঐ উৎকৃষ্ট পক্ষটি অতি সুন্দর দেখিয়া হৃষ্ট মনে কহিলেন, এই পর্ণ ( অর্থাৎ পক্ষ ) অতি সুন্দর, অতএব অদ্যাবধি গরুড়ে নাম সুপর্ণ হইল। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন, এই পক্ষী সামান্য পক্ষী নহে, ইনি অবশ্যই কোন মহাপ্রাণী হইবেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ওহে বিহঙ্গম! আমি তোমার অলৌকিক বলবীর্য্য জানিতে এবং অনন্তকালের নিমিত্ত তোমার সহিত মিত্রত্ব সংস্থাপন করিতে বাসনা করি।

---

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, হে দেবরাজ! তোমার স্বেচ্ছাক্রমে অদ্যাবধি তোমার সহিত আমার মিত্রত্ব সংস্থাপন হইল। আমার বল নিতান্ত দুঃসহ ও একান্ত মহৎ। যদিচ স্বকীয় গুণকীর্ত্তন ও বল প্রশংসা করা পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে, বিশেষতঃ অকারণে আত্মপ্রশংসা অতিশয় অন্যায়, তথাপি, তুমি আমার সখা এবং আগ্রহাতিশয়-সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছ এই নিমিত্ত কহিতে প্রবৃত্ত হইলাম, শ্রবণ কর। আমার বলের কথা [illegible] কি বলিব, আমি পর্ব্বতকাননাদি-সহিতা এই স[illegible]ন্ধরাকে অক্লেশে এক পক্ষে বহন করিতে [illegible]তির যদি তুমিও ঐ পক্ষ অবলম্বন কর, তবে [illegible]ত-লইয়া যাইতে পারি। এই চরাচর বিশ্বকে [illegible]রিত হইলেও, আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম বোধ হয় [illegible]

গরুড় এইরূপে স্বীয় বলের পরিচয় প্রদান করিলে সর্ব্বলোক-হিতকারী দেবরাজ কহিলেন, হে বিহঙ্গমরাজ! তুমি যাহা কহিলে তোমাতে সকলই সম্ভব; এক্ষণে আমার সহিত সখ্য সংস্থাপন কর এবং অমৃতে যদি প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে প্রত্যর্পণ কর; এই অমৃত যাহাদিগকে অর্পণ করিবে, তাহারাই আমাদের উপর উপদ্রব করিবে। গরুড় কহিলেন, হে সহস্রলোচন! আমি কোন কারণবশতঃ এই অমৃত লইয়া যাইতেছি প্রার্থনা করিলে ইহার বিন্দুমাত্রও কাহাকে প্রদান করিব না; কিন্তু আমি যেস্থানে ইহা রাখিব তুমি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপহরণ করিও। ইন্দ্র কহিলেন, হে বিহঙ্গমরাজ! আমি তোমার এই কথা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন গরুড়, কদ্রুপুত্রদিগের দৌরাত্ম্য ও মাতার ছলকৃত দাসীভাব স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি সকলের ঈশ্বর হইয়াও তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি যেন মহাবল সর্পসকল আমার ভক্ষ্য হয়। দানব-নিসূদন ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া দেবদেব যোগীশ্বর মহাত্মা হরির নিকট গমন করিলেন। চক্রপাণি দেবরাজ-মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গরুড়াভিলষিত বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পরে ভগবান্ ত্রিদশেশ্বর গরুড়কে পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি অমৃতস্থাপন করিলেই আমি তাহা অপহরণ করিব; এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। গরুড় অনতিবিলম্বে স্বীয় জননীর সন্নিধানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হৃষ্টমনে সর্পদিগকে কহিলেন, এই আমি অমৃত আহরণ করিয়াছি: এক্ষণে ইহা এই কুশের উপর রাখিতেছি, তোমরা শীঘ্র স্নানপূজা করিয়া পান কর। দেখ তোমরা যাহা কহিয়াছিলে তাহা আমি সম্পাদন করিলাম, অতএব অদ্যাবধি আমার মাতা দাস্যবৃত্তি হইতে মুক্ত হউন। সর্পগণ "তথাস্তু" বলিয়া স্নান করিতে গমন করিল। এই অবসরে দেবরাজ ইন্দ্র অমৃত অপহরণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। সর্পেরা স্নান, পূজা ও মঙ্গলাচরণ সমাপন করিয়া প্রফুল্ল মনে অমৃতপান করিতে আসিয়া দেখিল, গরুড় যে কুশাসনে অমৃত রাখিব বলিয়াছিলেন তথায় অমৃত নাই। পরে বিবেচনা করিল, আমরা যেমন ছল-

ক্রমে বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছলে অমৃত হরণ করিয়াছে। তখন নাগগণ এই স্থানে অমৃত রাখিয়াছিল, এই বিবেচনা করিয়া সেই কুশাসন অবলেহন করিতে লাগিল, তাহাতেই তাহাদিগের জিহ্বা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে এবং পরম পবিত্র অমৃত কুশে সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, তদবধি কুশের নাম পবিত্রী হইয়াছে। মহাত্মা গরুড় এইরূপে অমৃতের হরণ ও আহরণ করিয়াছিলেন এবং সর্পদিগকে দ্বিজিহ্ব করিয়াছিলেন।

অনন্তর খগরাজ পরিতুষ্ট মনে সেই কাননে বিহার করিয়া ভুজঙ্গমগণ ভক্ষণপূর্ব্বক স্বীয় জননী বিনতাকে আনন্দিত করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করিবে, সে মহাত্মা খগরাজ গরুড়ের চরিত কীর্ত্তন প্রযুক্ত পাপস্পর্শশূন্য হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে, সন্দেহ নাই।

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি ভুজঙ্গমগণের মাতৃশাপ ও বিনতার পুত্রশাপের কারণ এবং বিনতাগর্ভসম্ভূত পক্ষিদ্বয়ের নাম কীর্ত্তন করিলে, আর কদ্রু ও বিনতা স্বভর্ত্তা কশ্যপের সন্নিধানে কিরূপ বর প্রাপ্ত হয়েন, তাহাও কীর্ত্তন করিলে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সর্পদিগের নাম কীর্ত্তন কর নাই। আমরা এক্ষণে প্রধান প্রধান পন্নগগণের নাম শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! সর্পসংখ্যার বহুত্ব প্রযুক্ত সকল সর্পের নামোল্লেখ করিব না, কেবল প্রধান প্রধান সর্পের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

শেষ নাগ প্রথমতঃ জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর বাসুকি, তাহার পর ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ, আপূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনিল, কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক, সুরামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্ঠানক, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সম্বর্ত্তক, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্র, বিল্বক, বিল্ব পাণ্ডর, মূষকাদ, শঙ্খশিরাঃ, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজাঃ, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিপিণ্ড, পিঠরক, সুমুখ, কৌণপাশন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর এবং মহোদর। হে দ্বিজোত্তম! প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম, বাহুল্য প্রযুক্ত অন্যান্যের নামোল্লেখ করিলাম না। হে তপোধন! ইহা ব্যতিরেকে আরও সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সর্প আছে, তাহাদের সংখ্যা করা অতিশয় দুঃসাধ্য।

## ষটত্রিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! তুমি, মহাবল পরাক্রান্ত অতি দুর্দ্ধর্ষ প্রধান প্রধান সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে ঐ সকল সর্পগণ জননীদত্ত শাপ শ্রবণানন্তর কি করিয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তাহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাযশাঃ ভগবান্ শেষ নাগ স্বীয় জননী কদ্রুকে পরিত্যাগ করিয়া, বায়ুভক্ষ্য, ব্রতপরায়ণ, একান্তচিত্ত, জটাবল্কল-ধারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমবান্ প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপোনুষ্ঠানকালে তাঁহার গাত্রের মাংস, চর্ম্ম ও শিরাসমুদায় শুষ্কপ্রায় হইয়া গেল।

সর্ব্ব লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় একান্ত অনু[illegible] দেখিয়া স্বয়ং তৎসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহি[illegible] [illegible]গরাজ! তুমি এ কি কর্ম্ম করিতেছ? অতঃপর [illegible]র হিতসাধনে সচেষ্ট হও, তোমার তীব্র তপ[illegible] [illegible]। সমস্ত প্রজাগণ সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে, আর [illegible]র প্রয়োজন নাই, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর[illegible]

[illegible]ন, আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অতি মূঢ়, আ[illegible] [illegible]দিগের সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি না, অ[illegible] [illegible] বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। তাহারা শত্রুর [illegible] সর্ব্বদা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করে, অতএব

আমার আর যেন তাহাদিগকে দেখিতে না হয়। এই অভিলাষেই আমি তপস্যা করিতে আসিয়াছি। তাহারা সর্ব্বদা সপুত্রা বিনতার অনিষ্ট চেষ্টা করে। বিহঙ্গম-শ্রেষ্ঠ বৈনতেয় আমাদিগের বৈমাত্রের ভ্রাতা, তিনি পিতা কশ্যপের বরপ্রভাবে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন। আমার সহোদরগণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপ্রকাশ করে। তন্নিমিত্ত আমি স্থির করিয়াছি যে তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিব, তাহা হইলে লোকান্তরেও আর সেই দুরাত্মাদিগের মুখাবলোকন করিতে হইবে না।

ব্রহ্মা শেষ-নাগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস শেষ! আমি তোমার সোদরগণের আচার ব্যবহার বিলক্ষণরূপে অবগত আছি এবং তাহারা জননী কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে তাহাও জানি। অতএব তোমার ভ্রাতৃগণের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, আমি অদ্য তোমাকে বরদান করিতেছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে পন্নগোত্তম! আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে তোমার ধর্ম্মে মন হইয়াছে, দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম; আশীর্ব্বাদ করি, তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মে সুস্থিরা হউক।

শেষ কহিলেন, হে সর্ব্বলোক-পিতামহ! আমি এই বর প্রার্থনা করি যেন ধর্ম্মে, শমগুণে ও তপস্যায় আমার অচলা ভক্তি থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! আমি তোমার শম ও দম দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু হে বৎস! তোমাকে এই সর্ব্বলোক-হিতকর কার্য্যটি সম্পাদন করিতে হইবে। পর্ব্বতকাননাদি সমবেত এই ধরণীমণ্ডলকে তোমায় এইরূপে ধারণ করিতে হইবে যেন উহা আর বিচলিত না হইতে পারে। শেষ কহিলেন, হে বরদ প্রজাপতে! হে ধরানাথ! হে ভূতনাথ! হে জগন্নাথ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি সেইরূপে মহীধারণ করিব; কিন্তু আপনি পৃথিবীকে আমার মস্তকোপরি স্থাপন করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে [illegible]! পৃথিবী স্বয়ং তোমাকে পথ প্রদান করিবেন, [illegible] সেই পথ দিয়া ধরিত্রীর অধোভাগে গমনপূর্ব্বক [illegible] ধারণ কর, তাহা হইলেই আমার পরম প্রীতিকর [illegible] করা হইবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভুজঙ্গমাগ্রজ শেষ "যে আজ্ঞা" বলিয়া পৃথিবীদত্ত বিবর দ্বারা রসাতলে প্রবেশপূর্ব্বক সসাগরা বসুন্ধরাকে মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাব্রতশালী ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মার নিদেশানুসারে একাকী ধরা ধারণ করিয়া পাতালতলে বাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্বামরোত্তম ভগবান্ পিতামহ, খগবর বিনতানন্দনকে অনন্তদেবের সখা করিয়া দিলেন।

---

## সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভুজঙ্গোত্তম বাসুকি মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণ করিয়া কিরূপে সেই শাপ মোচন হইবে, তদ্বিষয়িণী চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইলেন। তদনন্তর তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ঐরাবত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, মাতা আমাদিগকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই জান; অতএব আইস আমরা যাহাতে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি এরূপ চেষ্টা করি। সর্ব্বপ্রকার শাপেরই প্রতিবিধানোপায় আছে, কিন্তু মাতৃদত্ত শাপমোচনের কোন উপায় দেখি না। জননী অব্যয়, অপ্রমেয়, সনাতন, ব্রহ্মার সমক্ষেই আমাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, এবং সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ প্রদানে উদ্যতা দেখিয়াও নিবৃত্ত করেন নাই, ইহা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। বোধ করি নিশ্চয়ই আমাদিগকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। তথাপি সম্প্রতি যাহাতে সমস্ত ভুজঙ্গগণের মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে পরামর্শ করা যাউক। আমরা সকলেই বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ, মন্ত্রণাদ্বারা অবশ্যই কোন না কোন উপায় স্থির করিতে পারিব। দেখ পূর্ব্বকালে অগ্নি গুহামধ্যে তিরোহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবগণ পরামর্শ দ্বারা তাঁহার পুনরুদ্ভাবন করেন। অতএব এক্ষণে যাহাতে জনমেজয়ের যজ্ঞ না হয়, অথবা নিষ্ফল হয়, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক।

মন্ত্রণাবিশারদ সর্পগণ ভুজঙ্গরাজ বাসুকির এই কথা শুনিয়া তৎকার্য্য সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন, "আইস আমরা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া জনমেজয়ের নিকট যাইয়া, তিনি

যাহাতে সর্পযজ্ঞ না করেন এইরূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করি। কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ভুজঙ্গম কহিলেন, চল আমরা সকলে গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হই; তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদিগের পরামর্শ লইয়া সকলকার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি যজ্ঞবিষয়িণী কোন মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা তদনুষ্ঠানে ইহলোকে ও পরলোকে নানা প্রকার দোষ ঘটিতে পারে, ইহা প্রদর্শন করিয়া এবং অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া যাহাতে সেই যজ্ঞ না হয় এরূপ পরামর্শ দিব। কেহ কহিলেন, রাজার হিতসাধনে তৎপর যে কোন সর্পযজ্ঞ-বিধানজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞের উপাধ্যায় হইবেন, কোন ভুজঙ্গম যাইয়া তাঁহাকে দংশন করিবে; উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে সুতরাং যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষম ব্যাঘাত জন্মিবে; তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল সর্পসত্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইতে আসিবেন, আমরা সকলে যাইয়া তাঁহাদিগকে দংশন করিব, তাহা হইলেই আর যজ্ঞ হইতে পারিবে না।

এই কথা শুনিয়া অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ দয়াবান্ নাগগণ কহিলেন, তোমরা যাহা কহিতেছ, এ অতি অসৎ পরামর্শ; ব্রহ্মহত্যা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, বিপৎকালে ধর্ম্ম-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতীকার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য, কারণ অধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্ত জগতের বিনাশকারী। কতকগুলি ভুজঙ্গম কহিলেন, আমরা জলধর-কলেবর ধারণ করিয়া মুষলধারে জলবর্ষণ দ্বারা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাণ করিব, কিম্বা রাত্রিকালে ঋত্বিক্‌গণ অনবহিত হইলে কোন সর্প তথায় উপস্থিত হইয়া স্রুগ্‌ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞীয়দ্রব্য সমুদায় অপহরণ করিবে, তাহা হইলে যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিবে। অথবা শত শত ভুজঙ্গম সেই যজ্ঞস্থলে এককালে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সমস্ত লোকদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হইবে, তাহা হইলে তাহাদিগের অবশ্যই ভয় জন্মিবে। কিম্বা সর্পগণ সংস্কৃত যজ্ঞীয় সামগ্রী সমুদায় স্বীয় মূত্র ও পুরীষ দ্বারা দূষিত করিবে তাহাতেও যজ্ঞবিঘ্নের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

অন্যান্য নাগগণ কহিল, আমরাই ঐ যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইয়া প্রথমেই দক্ষিণা প্রদান কর বলিয়া যজ্ঞবিঘ্ন সমুৎপাদন করিব, তাহা হইলেই রাজা আমাদিগের বশীভূত হইবেন, এবং যাহা বলিব তাহাই করিবেন। অপর ভুজঙ্গমগণ কহিল, রাজা যখন জলক্রীড়া করিবেন, সেই সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া আপনাদিগের আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিব। কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ভুজঙ্গম কহিলেন, আইস আমরা অন্যান্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া রাজা জনমেজয়কেই দংশন করি, তিনি মরিলে সকল অনর্থের মূলচ্ছেদ হইবে। পরিশেষে সকলে বাসুকিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রাজন্! আমরা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে কহিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন, আর কালক্ষেপ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। এই বলিয়া সমস্ত নাগগণ তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বাসুকি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমগণ! তোমরা সকলে যে যে উপায় নির্দ্দেশ করিলে তন্মধ্যে একটিও আমার মনোগত হইতেছে না, যাহাতে সকলের হিতসাধন হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য, অতএব এবিষয়ে ভগবান্ কশ্যপকে প্রসন্ন করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। জ্ঞাতিগণের প্রতি সৌহার্দ্দ ও আত্মস্নেহবশতঃ আমি তোমাদিগের বাক্যানুসারে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ এক্ষণে আমি তোমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, যাহাতে সমস্ত বান্ধবগণের মঙ্গল হয়, আমার সর্ব্বতোভাবে তাহাই করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে দোষগুণ যে কিছু ঘটিবে, তোমরা কেহই তাহার অংশভাগী হইবে না, সমস্তই আমার উপর পড়িবে, এই নিমিত্ত আমি সবিশেষ সন্তপ্ত হইতেছি।

---

## অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[illegible] কহিলেন, বাসুকির ও অন্যান্য নাগগণের এই [illegible]ক্য শ্রবণ করিয়া এলাপত্রনামক সর্প বাসুকিকে [illegible]ন করিয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গনাথ! সেই সর্প[illegible]াই হইবে সন্দেহ নাই, এবং যে জনমেজয় রাজা [illegible] আমাদিগের মহৎ ভয় উপস্থিত, তাঁহাকেও বঞ্চি[illegible] পারা যাইবে না। হে রাজন্! যে ব্যক্তি দৈব[illegible] তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই সর্ব্বতোভাবে [illegible] কারণ সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার রক্ষা [illegible] আর কোন উপায়ান্তর নাই। হে পন্ন-

গোত্তম ! আমাদিগের এ ভয়কে দৈব ভয় বলিতে হইবে, অতএব দৈব অবলম্বন করাই উত্তম কল্প বোধ হইতেছে। এ বিষয়ে আমি যাহা কহিতেছি তোমরা অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যখন মাতা আমাদিগকে শাপ দেন, আমি সেই সময়ে ত্রাসাকুলিতচিত্তে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া দেবগণের এই কথা শুনিয়াছিলাম। দেবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহিলেন, হে পিতামহ! পাষাণহৃদয়া কদ্রু আপনকার সম্মুখে স্বীয় প্রিয় পুত্রগণকে যেরূপ দারুণ অভিসম্পাত করিলেন, মাতৃ হইয়া পুত্রের প্রতি সেরূপ শাপ প্রদান করিতে কেহই পারে না। আপনিও "এবমস্তু" বলিয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন; অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি কি নিমিত্ত তাঁহাকে স্ব সমক্ষে শাপ প্রদানে উদ্যতা দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না, তাহা শুনিতে বাসনা করি।

ব্রহ্মা কহিলেন, সর্পগণ অতিশয় তীক্ষ্ণবিষ, খল ও প্রজাগণের অহিতকারী, অতএব আমি প্রজাগণের হিতকামনায় শাপপ্রদানোদ্যতা কদ্রুকে নিবারণ করি নাই। কিন্তু সর্পসত্রে কেবল তীক্ষ্ণবিষ, নীচাশয় ও পাপাচার বিষধরদিগেরই বিনাশ হইবে। ধার্ম্মিক নাগগণের কোন অপচয় হইবে না। তৎকালে তাঁহারা যে প্রকারে ঐ শাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহা শ্রবণ কর। যাযাবর-বংশে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, তপোনিরত, জিতেন্দ্রিয় জরৎকারু নামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার ঔরসে আস্তীক নামে এক পুত্র জন্মিবেন। তিনি মহারাজ জনমেজয়কে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিবেন। তাহা হইলে ধর্ম্মশীল সর্পগণের পরিত্রাণ হইবে।

ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাতপাঃ মহাবীর্য্য মুনিবর জরৎকারু কাহার গর্ভে সেই মহানুভব পুত্র আস্তীককে উৎপাদন করিবেন? ব্রহ্মা কহিলেন, "বীর্য্যবান জরৎকারু সনাম্নী কন্যাতে সেই মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন করিবেন। সর্পরাজ বাসুকির জরৎকারুনাম্নী এক ভগিনী আছেন। তাঁহার গর্ভে সেই পুত্র জন্মিবেন এবং তদ্দ্বারাই সর্পকুলের পরিত্রাণ হইবে।" দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিলেন।

অতএব হে নাগাধিরাজ বাসুকে! নাগগণের ভয়শান্তির নিমিত্ত সেই সুব্রত, ভিক্ষমাণ মহর্ষিকে তোমার জরৎকারুনাম্নী ভগিনী ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্রদান কর। তাহা হইলেই নাগকুল পরিত্রাণ পাইবে। আমি নাগগণের এই মোক্ষোপায় শ্রবণ করিয়াছি।

---

## ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ এলাপত্রের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বাসুকিও সেই কথা শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তদবধি জরৎকারুনাম্নী নিজ ভগিনীকে অতি প্রযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে দেবাসুরগণ একত্র হইয়া সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বনাগশ্রেষ্ঠ বাসুকি তাহাতে মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। সমুদ্রমন্থন সমাপ্ত হইলে দেবগণ বাসুকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, ভগবন্! এই নাগকুলাগ্রণী বাসুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই জ্ঞাতিকুল-হিতৈষী নাগরাজের মাতৃশাপস্বরূপ হৃদয়শল্য উৎপাটন করুন। ইনি আমাদিগের অত্যন্ত প্রিয়কারী ও হিতসাধনে তৎপর, অতএব অনুকূল হইয়া আপনাকে ইহাঁর মনোব্যথা নিবারণ করিতে হইবে।

দেবগণের এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, পূর্ব্বে এলাপত্র সর্প ইহাঁকে যাহা কহিয়াছেন, সে আমারই বাক্য। ইনি সেই বাক্যানুসারে কার্য্য করুন, তাহার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা দুরাচার ও পাপিষ্ঠ তাহারাই সর্পসত্রে বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্মপরায়ণ নাগগণের কিছুই ভয় নাই। সেই জরৎকারু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন। নাগরাজ বাসুকি তাঁহাকে যথাকালে ভগিনী প্রদান করুন। হে দেবগণ! এলাপত্র যাহা কহিয়াছেন উহা নাগকুলের পরম হিতকর, উহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগাধিপ বাসুকি সর্ব্বলোক-

পিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং ঐ সঙ্কল্পে বহুসংখ্যক সর্পদিগকে তদীয় সন্নিধানে সতত অবস্থান করিতে প্রেরণ করিলেন। ভুজঙ্গম-রাজ তাহাদিগকে এই কহিয়া দিলেন, "ভগবান্ জরৎকারু যে মুহূর্ত্তে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।"

---

## চত্বারিংশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে স্থতনন্দন! তুমি জরৎকারুনামা যে মহর্ষির বিবরণ কহিলে, তিনি কি নিমিত্ত জগতে জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং জরৎকারু শব্দের যথাশ্রুত অর্থই বা কি, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরাশব্দের অর্থ ক্ষয়, কারুশব্দের অর্থ-দারুণ। সেই মহর্ষির শরীর অতিশয় দারুণ ছিল, তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরীরকে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম জরৎকারু হইল এবং উক্ত কারণবশতঃ বাসুকির ভগিনীও জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইলেন। মহর্ষি শৌনক তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হাঁ তুমি যাহা বলিলে ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে। তুমি ইতিপূর্ব্বে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিলে তৎসমস্তই আমি শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আস্তীকের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, বর্ণনা কর।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে লাগিলেন। মহামতি বাসুকি ভুজঙ্গমগণের প্রতি উক্তরূপ আদেশ দিয়া মহর্ষি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া রহিলেন। বহুকাল অতীত হইল, তথাপি ঊর্দ্ধরেতাঃ স্বাধ্যায়নিরত সেই মহাত্মা দারপরিগ্রহে অভিলাষী হইলেন না। তিনি কেবল তপস্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া নির্ভয় হৃদয়ে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে কৌরববংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন। তিনি স্বীয় প্রপিতামহ পাণ্ডুরাজার ন্যায় অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধবিশারদ ও মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিত সর্ব্বদাই মৃগ, বরাহ, তরক্ষু, মহিষ ও অন্যান্য বিবিধপ্রকার বনজন্তু শীকার করিয়া মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি স্বকীয় আনতপর্ব্ব শরদ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠে শরাসন ধারণপূর্ব্বক, যজ্ঞরূপী মৃগের অনুসারী ভগবান্ ভূতনাথের ন্যায়, সেই মৃগের অনুসরণক্রমে নিবিড় তরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হইলে কোন মৃগই জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিতে পারে না; কিন্তু এই মৃগ যে বাণবিদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিল, উহা কেবল তাঁহার অচিরাৎ স্বর্গলাভের প্রতি হেতু হইয়া উঠিল।

রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অনুসরণ প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে অতি দূরদেশে উপনীত হইলেন। পরে সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া এক গোপ্রচারে উপস্থিত হইলেন এবং অবলোকন করিলেন এক তপস্বী, স্তন্যপায়ী বৎসগণের মুখনিঃসৃত ফেনপুঞ্জ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসান্বিত রাজা সেই মুনির সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিসত্তম! আমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ, তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি আমি এক মৃগকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম সে পলায়ন করিয়াছে, কোন্ দিকে পলায়ন করিল, তুমি কি দেখিয়াছ? মুনিবর মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। তখন রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া আপন ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলন করিয়া মহর্ষির স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন; ঋষি তাহাতে ক্রোধ করিলেন না এবং ভাল [illegible] কিছুই বলিলেন না। রাজা তাঁহাকে তদবস্থ দেখি[illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যথিতমনে আপন রাজধানী গমন[illegible]ন। কিন্তু সেই ঋষি তদবস্থই রহিলেন। ঐ ক্ষমা[illegible]মুনি, রাজা পরীক্ষিৎকে স্বধর্ম্মনিরত বলিয়া জানি[illegible] এই নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও তাঁহ[illegible]ভিসম্পাত করিলেন না। কুরুবংশা[illegible] মহা[illegible]ক্ষিৎও তাঁহাকে তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া না জানি[illegible]রিয়াই তাঁহার তাদৃশী অবমাননা করিলেন। [illegible]রি শৃঙ্গীনামে এক তরুণবয়স্ক পুত্র ছিলেন। শৃঙ্গী[illegible]য় রোষ পরবশ। তিনি একবার ক্রুদ্ধ হইলে আর[illegible]ক প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। তিনি

সময়ে সময়ে সুসংযত হইয়া সর্ব্বভূত-হিতৈষী ভগবান্ প্রজাপতির উপাসনা করিতে যাইতেন। একদা শৃঙ্গী সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনানন্তর তদীয় আদেশ লইয়া আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার সখা কৃশ নামে এক ঋষিপুত্র হাসিতে হাসিতে তৎ-সন্নিধানে তদীয় পিতার অপমান-বৃত্তান্ত-বর্ণন করিলেন। রুক্ষ-স্বভাব শৃঙ্গী কৃশমুখে পিতার অপমানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কৃশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তুমি অত্যন্ত তপোবলসম্পন্ন ও তেজস্বী, কিন্তু তোমার পিতা স্বীয় স্কন্ধদেশে মৃতসর্প বহন করিতে-ছেন, অতএব হে শৃঙ্গিন্! যাও যাও আর তুমি বৃথা গর্ব্ব করিও না এবং মাদৃশ সিদ্ধ, ব্রহ্মবিৎ, তপস্বী ঋষিপুত্রগণ কোন কথা কহিলে তাহাতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও না। হে শৃঙ্গিন্! কৈ এক্ষণে তোমার সেই পুরুষত্বাভিমান এবং তাদৃশ সগর্ব্ব বাক্যই বা কোথায় রহিল। তোমার পিতা সেইরূপ অবমানিত হইয়াও ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক রহিয়াছেন। তদ্বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য কিছুই করেন নাই। আহা! ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

---

## একচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাতেজাঃ শৃঙ্গী স্বীয় জনকের স্কন্ধে মৃতসর্প রহিয়াছে শুনিয়া সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইলেন। এবং মৃদুমধুরস্বরে কৃশকে, জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃশ! কিরূপে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প সংলগ্ন হইল? কৃশ কহিলেন, সখে! অদ্য মৃগবিহারী রাজা পরীক্ষিৎ এই তপোবনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিই [illegible]মার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। [illegible] শৃঙ্গী ক্রোধে দুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, [illegible] পিতা সেই দুরাত্মা নরাধম রাজার কি অপরা[illegible] [illegible]ছিলেন, সত্য করিয়া বল, আজি তোমাকে আমা[illegible] বল দেখাইতেছি।"

কৃশ কহিলেন, অভিমন্যু-তনয় রাজা প[illegible] অদ্য মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এক ম[illegible]বাণ-বিদ্ধ করেন। বাণাহত মৃগ প্রাণভয়ে দৌড়ি[illegible] [illegible]ল। রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। [illegible] শেষে রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অনুসরণক্রমে নিবিড়কাননে প্রবিষ্ট হইলেন। মৃগও ক্রমশঃ তদীয় দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। রাজা বহুক্ষণ অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিয়াও তাহার অনু-সন্ধান পাইলেন না। তখন তিনি ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া ত্বদীয় পিতার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক [illegible]বার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, মহাশয়! আপনি একটি শরবিদ্ধ মৃগকে এস্থান দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছেন? তোমার পিতা মৌনব্রতভাবাবলম্বী, সুতরাং ভাল মন্দ কিছুই বলি-লেন না। তন্নিমিত্ত রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধ-দেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। তোমার পিতা তথাপি সেইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিলেন। পরে রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় রাজধানী হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।

শৃঙ্গী কৃশের মুখে নিরপরাধী পিতার এইরূপ অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোপোপরক্ত নয়নে আচমনপূর্ব্বক রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন "যে নৃপাধম মৌনব্রতাবলম্বী মদীয় বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প সমর্পণ করিয়াছে, আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ণ বিষধর পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্তরাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে যম সদনে প্রেরণ করিবে।" শৃঙ্গী রাজাকে এইরূপে শাপগ্রস্ত করিয়া গোচারণস্থ স্বকীয় পিতা শমী-কের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সত্যই তাঁহার স্কন্ধে মৃত সর্প রহিয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে পুনর্ব্বার সাতি-শয় সংক্রুদ্ধ হইয়া মনোদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! দুরাত্মা পরীক্ষিৎ বিনা অপরাধে আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া, আমি তাহাকে এই উগ্র শাপ প্রদান করিয়াছি যে "পন্নগরাজ তক্ষক সেই কুরুকুলাধমকে [illegible]শন করিয়া অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।"

শমীক কুপিত পুত্রের এই অহিতানুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পুত্র! তুমি রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছ। আমি ইহাতে প্রীত হইলাম না। তপস্বিগণের এরূপ ধর্ম্ম নহে। আমরা সেই রাজার অধি-কারে বাস করি। তিনিও ন্যায়পূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কখন কোন অত্যাচার করেন না। ন্যায়-

পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদিগের অবশ্যই সহ্য করা উচিত। আরও দেখ, যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিগণ আমাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়াই আমরা বিপুল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছি। অস্মদুপার্জ্জিত ধর্ম্মে রাজাদিগেরও ধর্ম্মতঃ অধিকার আছে। অতএব হে পুত্র! রাজা যদিও কোন অপরাধ করেন তাহা আমাদের ক্ষমা করা উচিত। বিশেষতঃ রাজা পরীক্ষিৎ আপন প্রপিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণই রাজার প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই মহানুভব রাজা পরীক্ষিৎ ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি আমার মৌনব্রতাবলম্বনের বিষয় না জানিয়া এই কুকর্ম্ম করিয়াছেন। অপিচ দেশ অরাজক হইলে তাহাতে সর্ব্বদাই নানাবিধ দোষ ঘটে এবং লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্বিগ্ন হইয়া কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করেন। রাজদণ্ড-ভয়ে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম ও শান্তির সংস্থাপন হয়, এবং ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ সংস্থাপিত হয়। রাজার প্রভাবেই সমুদায় যজ্ঞক্রিয়া সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণ পরম প্রীত হয়েন, দেবগণ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি দ্বারা শস্য জন্মে এবং শস্য দ্বারা মনুষ্যের পরমোপকার দর্শে। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, রাজা মনুষ্যদিগের বিধাতা-স্বরূপ ও দশ শ্রোত্রিয়ের সমান। সেই রাজা ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার মৌনব্রতের বিষয় না জানিতে পারিয়াই এবম্ভূত গর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি কি নিমিত্ত বালকতা প্রযুক্ত হঠাৎ সেই রাজর্ষির প্রতি এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে। সেই ভূপতি কোন মতেই আমাদের শাপ প্রদানের পাত্র নহেন।

---

## দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

শৃঙ্গী পিতার তিরস্কার-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! এই শাপ প্রদান করাতে আমার সাহস প্রকাশ করাই হউক বা দুষ্কর্ম্ম করাই হউক, এবং ইহাতে আপনি সন্তুষ্টই হউন বা অসন্তুষ্টই হউন, যাহা করিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবার নহে। মহাশয় আমি আপনাকে যথার্থ কহিতেছি ইহা কখন অন্যথা হইবে না। আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা কহি না, অতএব মৎপ্রদত্ত শাপ কিরূপে মিথ্যা হইবে। শমীক কহিলেন, পুত্র! আমি উত্তমরূপে জানি, তুমি অতিশয় উগ্র-প্রভাবশালী সত্যবাদী এবং পূর্ব্বে কখন মিথ্যা কহ নাই; সুতরাং তোমার সেই শাপ কখনই মিথ্যা হইবে না। কিন্তু হে পুত্র! পিতা বয়ঃস্থ সন্তানকেও শাসন করিতে পারেন, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমেক্রমে পুত্রের গুণ ও যশোবৃদ্ধির সম্ভাবনা; তুমি বালক অতএব তুমি অবশ্যই আমার শাসনার্হ। আমি জানি তুমি সর্ব্বদা তপোনুষ্ঠান করিয়া থাক, তপঃপ্রভাবশালী মহাত্মারা অতিশয় কোপন-স্বভাব হইয়া থাকেন। কিন্তু হে বৎস! তুমি একে ত আমার পুত্র, বিশেষতঃ বালক, তাহাতে আবার অত্যন্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছ, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিলাম। এক্ষণে তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া বন্য ফল মূলাদি আহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্রোধের উপশম কর, তাহা হইলে শাপদান জন্য তোমার আর ধর্ম্মক্ষয় হইবে না। দেখ ক্রোধ, সংযমী-তপস্বিগণের বহুযত্নে সঞ্চিত ধর্ম্মরাশি লোপ করে। ধর্ম্মবিহীন লোকদিগের সদ্গতি লাভ হয় না। শমগুণই ক্ষমাশীল তপস্বিগণের সর্ব্বত্র সিদ্ধি-দায়ক। কি ইহলোক কি পরলোক [illegible] নের সর্ব্বত্রই মঙ্গল। অতএব হে পুত্র! তুমি [illegible] ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কালযাপন কর। [illegible] গুণ অবলম্বন করিলে চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে [illegible] মি শম-পরায়ণ অতএব এক্ষণে আমার যত-দূর [illegible] নরপতির উপকার করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি নৃপ [illegible] এই সংবাদ পাঠাই যে, আমার পুত্র বালক ও অ[illegible] পরিণত-বুদ্ধি, সে ত্বৎকৃত মদীয় অবমাননা দর্শনে [illegible] পরতন্ত্র হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছে [illegible]

দ[illegible] মহাতপাঃ শমীক ঋষি, রাজা পরীক্ষিতের নিকট [illegible] বাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রুতশীল-বিশিষ্ট

গৌরমুখ নামে শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিয়াদিলেন যে, তুমি অগ্রে রাজার ও রাজকার্য্যের কুশল জিজ্ঞাসিবে, তৎপরে এই অশুভ সংবাদ দিবে। গৌরমুখ গুরুর আজ্ঞানুসারে অবিলম্বে হস্তিনানগরে উপস্থিত হইয়া অগ্রে দ্বারপাল দ্বারা সংবাদ দিলেন, পরে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক পাদ্যঅর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। গৌরমুখ রাজকৃত সংকার গ্রহণ ও কিয়ৎক্ষণ শ্রান্তি দূর করিয়া শমীকোপদিষ্ট বাক্য সকল অবিকল কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, মহারাজ! শান্ত, দান্ত পরমধার্ম্মিক, শমীক নামে এক মহাতপাঃ মহর্ষি আপনকার অধিকারে বাস করেন। আপনি শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা সেই মৌনব্রতাবলম্বী মহর্ষির স্কন্ধে এক মৃত সর্প অর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। শমগুণাবলম্বী মহামুনি শমীক আপনার সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু তদীয় পুত্র শৃঙ্গী সাতিশয় উগ্রস্বভাব। তিনি আপনার গর্হিত অনুষ্ঠান দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া আপনাকে এই অভিসম্পাত করিয়াছেন যে, সপ্তমদিবসে তক্ষকদংশনে আপনকার প্রাণ বিয়োগ হইবে। শমীক মুনিশাপ নিবারণার্থ পুত্রকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য যে সে শাপ অন্যথা করে। মহর্ষি কোপান্বিত পুত্রকে কোনক্রমে শান্ত করিতে না পারিয়া আপনকার হিতার্থে আমাকে এই শাপ-সম্বাদ দিতে পাঠাইলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ গৌরমুখের মুখে এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া এবং আপন দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। মুনিবর শমীক মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন এই নিমিত্তই তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করেন নাই; ইহা শুনিয়া রাজার শোকাগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "শমীক মুনি এমন শান্তস্বভাব যে, তিনি মৎকৃত তাদৃশ অবমান [illegible] দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, হায়! আমি কি [illegible] সেই পরম কারুণিক মুনিবরের উপর [illegible] আচার করা আমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।" [illegible] রাজার আর পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। [illegible] বিনা অপরাধে সেই মুনিবরের তাদৃশী অবমাননা [illegible] ছেন বলিয়া যেরূপ শোকার্ত্ত হইলেন, আপনার [illegible] শ্রবণে সেরূপ হইলেন না। অনন্তর রাজা গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে, মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই মুনিবরকে এই কথা বলিবেন, যেন তিনি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকেন।

রাজা এইরূপে গৌরমুখকে বিদায় করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নমনে আপন মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণানন্তর এক একস্তম্ভ সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় নানাবিধ ঔষধ, বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত করিলেন এবং সেই প্রাসাদে সুরক্ষিতরূপে অবস্থান করিয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমীপে কেহই গমন করিতে পারিতেন না। অধিক কি বলিব, সর্ব্বত্রগামী বায়ুরও সে স্থানে সঞ্চার রহিল না।

বিষবিদ্যা-বিশারদ দ্বিজোত্তম কাশ্যপ মুনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ ভুজঙ্গশ্রেষ্ঠ তক্ষকের দংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তন্নিমিত্ত তিনি মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে তক্ষক রাজাকে দংশন করিলে আমি মন্ত্রৌষধি-বলে তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিব, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে। পরে নির্দ্ধারিত সপ্তম দিন উপস্থিত হইলে তিনি রাজাকে রক্ষা করিবার বাসনায় একাগ্রচিত্ত হইয়া রাজভবনে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে বৃদ্ধব্রাহ্মণ-বেশধারী নাগরাজ তক্ষক পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! তুমি অনন্যমনাঃ হইয়া এতং সত্বর গমনে কি অভিপ্রায়ে কোথায় চলিয়াছ? কাশ্যপ কহিলেন, অদ্য কুরু কুলোৎপন্ন রাজা পরীক্ষিৎ উরগরাজ তক্ষকের বিষানলে দগ্ধ হইবেন শুনিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। তক্ষক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমিই সেই তক্ষক, আমি অদ্য সেই মহীপালের প্রাণসংহার করিব, তুমি ক্ষান্ত হও, আমি দংশন করিলে তোমার সাধ্য কি যে তুমি তাঁহাকে রক্ষা কর। কাশ্যপ কহিলেন, তুমি দংশন করিলে আমি স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে অবশ্যই তাঁহাকে নির্ব্বিষ করিব, সন্দেহ নাই।

---

## ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

তক্ষক কহিলেন, হে কাশ্যপ! যদি আমি কোন বস্তু দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতে পার, তবে সম্মুখস্থ এই বট-বৃক্ষে দংশন করিতেছি তুমি ইহাকে রক্ষা করিয়া আপনার মন্ত্রপ্রভাব দেখাও। কাশ্যপ কহিলেন, হে ভুজগেন্দ্র! তুমি দংশন কর, আমি এই মুহূর্ত্তে ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। ভুজঙ্গেশ্বর তক্ষক মহাত্মা কাশ্যপের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখস্থ সেই বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বটবৃক্ষ তক্ষকের তীব্র বিষানলে মূল অবধি পল্লবাগ্র পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তক্ষক কাশ্যপ মুনিকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! এই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিতে যত্নবান্ হও। মহর্ষি কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ভস্মীভূত বৃক্ষের ভস্মরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক তক্ষককে কহিলেন. হে ভুজগেন্দ্র! আমার বিদ্যাবল দেখ, আমি তোমারসমক্ষেই এই ভস্মীভূত বনস্পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতেছি। অনন্তর দ্বিজসত্তম কাশ্যপ স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে সেই ভস্মীকৃত ন্যগ্রোধ পাদপকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। প্রথমে অঙ্কুর, তৎপরে পত্রদ্বয়, তদনন্তর পত্র সমূহ, পরিশেষে শাখা প্রশাখা প্রভৃতি, সমুদায় অংশ সুচারুরূপে প্রস্তুত হইল।

এইরূপে মহর্ষি কাশ্যপের মন্ত্রবলে ঐ বট-বৃক্ষ পুনর্জ্জীবিত হইল দেখিয়া তক্ষক তাঁহাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি যে, বিদ্যাবলে আমার বা মাদৃশ অন্য ব্যক্তির বিষক্ষয় করিবে ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু ভবাদৃশ মন্ত্রবিশারদ তেজস্বী লোকের কিছুই দুঃসাধ্য নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত তথায় গমন করিতেছ? তুমি যে বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষায় সেই নৃপের নিকট যাইতেছ, তাহা অতি-দুষ্প্রাপ্য হইলেও আমি তোমাকে দিব। ব্রহ্মশাপে রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, অতএব ...দিগের তাঁহার রক্ষণ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পার কি ... ...রা কলোপহতচিত্ত যদি তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে ... ...তত হইতেছি। আমরা তোমার ত্রিলোকী বিশ্রুত যশো... ...ল তাঁহাকেও কালনিয়ন্ত্রিত ন্যায় একবারে অন্তর্হিত হই... ...ব। হে ব্রহ্মন্! কি তপস্যা, কি

কাশ্যপ তক্ষক-বাক্য ...

ত বা অ রহি হই লেই ষয়ে জন্মি গণ! কাল

জন্ম! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় গমন করিতেছি, তুমি আমাকে প্রচুর ধন দেও তাহা হইলেই নিবৃত্ত হইতেছি। তক্ষক কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! তুমি যত ধন আকাঙ্ক্ষা করিয়া রাজার নিকট গমন করিতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। দ্বিজোত্তম কাশ্যপ তক্ষকের বাক্য শ্রবণানন্তর দিব্যজ্ঞান প্রভাবে ধ্যান করিয়া দেখিলেন যে, সত্যই রাজা পরীক্ষিতের আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তখন তিনি তক্ষকের নিকট হইতে স্বাভিলষিত অর্থ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা কাশ্যপ প্রতিনিবৃত্ত হইলে তক্ষক অবিলম্বে হস্তিনা নগরে উপস্থিত হইলেন। গমন সময়ে শুনিলেন, রাজা বিষহর মন্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া অতি সাবধানে রহিয়াছেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, রাজাকে মায়াপ্রভাবে বঞ্চিত করিতে হইবে; অতএব এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর নাগরাজ তক্ষক অন্যান্য সর্পগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক বিশেষ প্রয়োজন আছে এই ছল করিয়া অব্যগ্রচিত্তে রাজসমীপে গিয়া ফল, পুষ্প, কুশ ও জল প্রদান দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। নাগগণ তক্ষককর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহপূর্ব্বক রাজসন্নিধানে গমন করিয়া কুশ, জল ও ফল দিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, রাজা সেই সমস্ত গ্রহণ করিলেন; পরে কার্য্য সমাধানন্তর তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। ছদ্মতাপসরূপী ভুজঙ্গমেরা গমন করিলে রাজা অমাত্যগণ ও সুহৃদ্গণকে কহিলেন, আইস আমরা সকলে একত্র হইয়া এই সকল তাপসদত্ত সুস্বাদ ফল ...রি। দুর্দ্দৈববশতঃ ভূপতির ফলভোজনে প্রবৃত্তি ...যে ফলের মধ্যে তক্ষক গুপ্তভাবে ছিলেন, দৈবক্রমে তিনি সেই ফলটিই স্বয়ং ভক্ষণ করিতে লই... ...ণ করিবার সময় ঐ ফল হইতে এক অল্প... ...নয়ন, তাম্রবর্ণ কীট বহির্গত হইল। রাজা ...গ্রহণ করিয়া সচিবদিগকে কহিতে লাগিলেন, ...চলে গমন করিতেছেন, আজি আর আমার ...নাই। এক্ষণে এই কীট তক্ষক হইয়া আমাকে ...ক। তাহা হইলে শাপেরও মোচন হয় এবং ...ক্যও সত্য হয়। মন্ত্রীরাও কালপ্রেরিত

হইয়া তাঁহার সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। মরণোন্মুখ রাজার দুর্বুদ্ধি ঘটিল। তিনি সেই কীট স্বীয় গ্রীবায় রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কীটরূপী তক্ষক নিজ দেহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিল। তখন রাজার চৈতন্য হইল। তক্ষক অতিবেগে রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টনপূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিল।

---

## চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষকের শরীর দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়া বিষণ্ণ বদনে ও দুঃখিত মনে রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তক্ষকের সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণে ভীত হইয়া সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহারা পলায়নকালে গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ভুজঙ্গরাজ তক্ষক দীপ্তাগ্নি-শিখাসদৃশ স্বীয় শরীর দ্বারা নভোমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত করিয়া অতিবেগে গমন করিতেছেন। পরিশেষে সেই একস্তম্ভ গৃহ তক্ষকের বিষাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মন্ত্রিবর্গ তদ্দর্শনে শঙ্কাকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন, এবং রাজাও বজ্রাহতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় মন্ত্রিগণ ও রাজপুরোহিতগণ সমবেত হইয়া তাঁহার পারত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। পরে পুরবাসী সমস্ত প্রজাগণকে একত্র করিয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঐ অমিত্রঘাতী কুরুপ্রবীর নৃপাত্মজের নাম জনমেজয়। কুরুবংশাবতংস মহামতি [illegible] জয় শিশু হইয়াও মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণের [illegible] করিয়া আপন প্রপিতামহ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় [illegible]রূপে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর [illegible] নবীন রাজার রাজকার্য্য সম্পাদনে বিলক্ষণ [illegible] জন্মিয়াছে দেখিয়া, তাঁহার পরিণয়ার্থে কাশী[illegible] বর্ম্মার নিকটে গিয়া তদীয় কন্যা বপুষ্টমাকে [illegible] লেন। কাশীশ্বর সেই কুরুপ্রবীরকে বেদ[illegible] বিনা বপুষ্টমা প্রদান করিলেন। রাজা জনমেজয় [illegible] ছেন ললামভূতা নিতম্বিনীকে পাইয়া পরম পরি[illegible] শ্রবণে হইলেন। তিনি কদাচ অন্য রমণীর প্রতি কটাক্ষপাতও করিতেন না। পূর্ব্বকালে পার্থিবাগ্রণী পুরুরবা যেমন উর্ব্বশীকে পাইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইনিও সেই মনোহারিণী বরবর্ণিনীকে পাইয়া কদাচিৎ সুরম্য সরোবরে, কদাচিত বিচিত্র উপবনে, তাঁহার সহিত বিহার করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রূপলাবণ্যবতী পতিব্রতা বপুষ্টমাও বিহারকালে সাতিশয় প্রেম প্রদর্শন দ্বারা প্রিয়পতিকে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট করিতেন।

---

## পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই সময়ে মহাতপাঃ জরৎকারু মুনি বায়ুমাত্র ভক্ষণে শীর্ণকলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান ও পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া অবনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন এবং যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত সেই স্থানেই অবস্থিত করিতেন। একদা তিনি পর্য্যটনক্রমে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিরাহারে শীর্ণকলেবর, বায়ুমাত্রভোজী, পরিত্রাণেচ্ছু, অতি দীনভাবাপন্ন,স্বকীয় পিতৃগণ ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তকে তন্তুমাত্রাবশিষ্ট উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া এক মহাগর্ত্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন। ঐ গর্ত্তে এক প্রকাণ্ড মূষিক বাস করে। সে প্রতিদিন সেই বীরণস্তম্বের মূল সকল ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। মহর্ষি জরৎকারু তাঁহাদিগকে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও পরিত্রাণেচ্ছু দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,আপনারা কে এবং কি নিমিত্তই বা এই উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধপাদে ও অধোমুখে মহাগর্ত্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন? আপনারা যে উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া আছেন উহার একমাত্র তন্তু অবশিষ্ট আছে। এই গর্ত্তনিবাসী মূষিক তাহাও ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। ইহা ছিন্ন হইলেই আপনারা এই গর্ত্তমধ্যে কি যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবেন। আপনাদের এই দুর্দ্দশা দর্শনে দংশন করিলে আমি দুঃখ হইতেছে। আজ্ঞা করুন নির্ব্বিষ করিব, সন্দেহ নাই করিব? আমার তপস্যার চতুর্থ-[illegible] র্দ্ধভাগ লইয়া যদি আপ[illegible] হইতে পারেন, লউন।

অধিক কি কহিব, যদি সমগ্র তপস্যা দ্বারাও আপনাদের এই দুঃসহ দুঃখ নিবারণ হয়, তাহাতেও আমি সম্মত আছি।

পিতৃগণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিন্! তুমি তপঃপ্রভাবে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে চাহিতেছ, কিন্তু তপস্যা দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমাদিগেরও তপঃসিদ্ধি আছে। কেবল বংশক্ষয়োপক্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা এই অপবিত্র নরকে নিপতিত হইতেছি। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা কহিয়াছেন "সন্তানই পরম ধর্ম্ম।" আমরা এই গর্ত্তে লম্বমান হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছি, তন্নিমিত্ত তোমার পৌরুষ সর্ব্বলোক বিশ্রুত হইলেও তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদিগের দুঃখদর্শনে সাতিশয় কাতর হইয়াছ, অতএব তোমাকে পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা যাযাবর নামে ব্রতশীল ঋষি, সন্তানক্ষয়ের উপক্রম হওয়াতে এই পবিত্র লোক হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি। আমাদের কঠোর তপস্যার ফল অদ্যাপিও বিনষ্ট হয় নাই। আমাদের জরৎকারু নামে এক সন্তান আছেন। তিনি বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রে পারদর্শী, নিয়তাত্মা, ব্রতনিরত ও তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার থাকা না থাকা উভয় সমান হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব কেহই নাই। কেবল কঠোর তপস্যা করিয়াই কালযাপন করেন। তিনি তপস্যা-লোভে নিতান্ত আক্রান্ত হওয়াতেই আমাদিগের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই যে উশীরস্তম্ব দেখিতেছ, ইহা আমাদের বংশবর্দ্ধক কুলস্তম্ব। আর ইহার যে সকল মূল দেখিতেছ, উহা আমাদিগের কাল-কবলিত সন্তান-সমূহ। অর্দ্ধ ভক্ষিত যে মূলটি আমরা অবলম্বন করিয়া আছি, উহা সেই তপোনিষ্ঠ জরৎকারু। আর এই যে মূষিক দেখিতেছ, ইনি মহাবল পরাক্রান্ত কাল। ইনি সেই তপোলুব্ধ, মূঢ়মতি জরৎকারুকে ক্ষয় করিতেছেন। জরৎকারুর কঠোর তপস্যা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমরা অতি মন্দভাগ্য, আমাদিগের মূল ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই দেখ আমরা কলোপহতচিত্ত হইয়া দুরাত্মাদিগের ন্যায় অধঃপতিত হইতেছি। আমরা সবান্ধবে এই গর্ত্তে পতিত হইলে তাঁহাকেও কালনিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরয়গামী হইতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! কি তপস্যা, কি যজ্ঞ কি অন্যান্য পুণ্যকর্ম্ম, সন্তানের সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই না। হে বৎস! এক্ষণে তুমি আমাদের নাথস্বরূপ। তোমার সহিত সেই মূঢ়মতি জরৎকারুর সাক্ষাৎকার হইলে তাহার নিকট আমাদিগের এই দুর্দ্দশা বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিবে এবং কহিবে তুমি ত্বরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন দ্বারা তাঁহাদিগের পরিত্রাণ কর। সে যাহা হউক তুমি যে আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া পরম বন্ধুর ন্যায় অনুতাপ করিতেছ, তন্নিমিত্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎকারু তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া সবাষ্প গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন। হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমারই পূর্ব্ব পুরুষ; আমিই আপনাদিগের সেই পাপাত্মা, নরাধম ও কৃতঘ্ন পুত্র; আমার নাম জরৎকারু। সম্প্রতি আপনাদিগের কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন এবং আমার এই অপরাধের যথোচিত দণ্ডবিধান করুন।

---

## ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! আমাদিগের সৌভাগ্য-বলে তুমি যদৃচ্ছাক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত দারপরিগ্রহ কর নাই? জরৎকারু কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমার মনে সর্ব্বদাই এই ভাব উদিত হয়, যে আমি ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিব, কদাচ দার পরিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনাদিগকে এই মহাগর্ত্তম[illegible]র ন্যায় লম্বমান দেখিয়া আমার ব্রহ্মচর্য্যের বা[illegible]ীত হইল। আমি আপনাদের হিতসাধনার্থে অ[illegible]হ করিব, কিন্তু তদ্বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহি[illegible]যদি আমার সনাম্নী কন্যা ভিক্ষা-স্বরূপ প্রাপ্ত হই[illegible]হাকে ভরণপোষণ করিতে না হয়, তাহা হইলেই [illegible]পাণিগ্রহণ করিব, প্রকারান্তর হইলে তদ্বিষয়ে [illegible]ইব না। আমার সেই পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মি[illegible] আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে। হে পিতামহগণ! [illegible]আপনারা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম সুখে কাল[illegible]রিতে পারিবেন।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভৃগুবংশাবতংস! মহর্ষি জরৎকারু এইরূপে পিতৃগণকে আশ্বাসিত করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ বলিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যাপ্রদানে উদ্যত হইল না। যখন তিনি পিতৃগণের আদেশানুসারে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও তৎসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন দুঃখার্ত্তমনে অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পিতৃলোক-হিতৈষী মহাপ্রাজ্ঞ জরৎকারু এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন, "এস্থানে যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু বর্ত্তমান আছ অথবা যাহারা অন্তর্হিত আছ, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি যাযাবর বংশে সমুদ্ভূত। আমার নাম জরৎকারু। জন্মাবধি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কেবল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কালযাপন করিয়াছি। সম্প্রতি আমার পিতৃগণ বংশলোপভয়ে আমাকে পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি অত্যন্তদরিদ্র হইয়াও পিতৃগণের আজ্ঞাক্রমে দারপরিগ্রহাভিলাষে নিখিল ধরণীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলাম কিন্তু কুত্রাপি কন্যালাভ হইল না। অতএব এক্ষণে আমি যাঁহাদের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিতেছি তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির মৎ সনাম্নী দুহিতা থাকে, আর যদি আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষা-স্বরূপ সম্প্রদান করেন এবং তাহাকে যদি ভরণপোষণ করিতে না হয় তবে আনয়ন করুন, আমি তাহার পাণি-গ্রহণ করিব।"

অনন্তর যে সকল সর্প জরৎকারুর দারপরিগ্রহাভিলাষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সত্বর যাইয়া বাসুকিকে সংবাদ দিল। নাগরাজ বাসুকি তাহাদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় ভগিনীকে বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত করিয়া জরৎকারু সন্নিধানে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে ভিক্ষা স্বরূপ সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কিন্তু মুনিবর [illegible] নাম ও ভরণ পোষণ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া [illegible] বাসুকিকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং [illegible]লেন, আমি ইহার ভরণপোষণ করিতে পারিব না [illegible]রূপে মহর্ষি জরৎকারু মুমুক্ষু হইয়াও দার পরি[illegible] [illegible]মনাঃ হইয়াছিলেন।

---

## সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগরাজ বাসুকি জরৎকারুকে কহিলেন, হে তপোধন! আমার এই ভগিনী আপনার সনাম্নী এবং ইনি তপঃপরায়ণা। আপনি ইহার পাণিগ্রহণ করুন। আমি ইহাকে আপনকার সহধর্ম্মিণী করিয়া দিব বলিয়াই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অভিলাষ করিয়া আছি। আর অঙ্গীকার করিতেছি আমি সাধ্যানুসারে ইহার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। ঋষি কহিলেন, তবে এই নিশ্চয় হইল যে, আমি কদাচ ইহার ভরণপোষণ করিব না এবং ইনিও আমার কোন অপ্রিয় আচরণ করিবেন না, যদি করেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব।

বাসুকি ভগিনীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিলে মহাতপাঃ জরৎকারু তাঁহার বাসভবনে গমন করিয়া যথাবিধানে তদীয় ভগিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। বিবাহকালে মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর জরৎকারু ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে ভুজঙ্গরাজের রমণীয় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক সুচারু আস্তরণ-পটে আচ্ছাদিত বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিলেন। পরে ভার্য্যার সহিত এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, তুমি কদাচ আমার অপ্রিয় আচরণ করিবে না, অপ্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আমি তদ্দণ্ডেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব ও তদীয় বাসগৃহে আর ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিব না। দেখিও যাহা কহিলাম যেন কদাপি ইহার অন্যথা না হয়। পিতৃ-কুল হিতৈষিণী নাগ-রাজ-ভগিনী অতিমাত্র দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে অগত্যা তথাস্তু বলিয়া স্বামী-বাক্য অঙ্গীকার করিলেন, এবং অতি সতর্কমনে ভর্ত্তৃশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ভুজঙ্গরাজভগিনী ঋতুস্নাতা হইয়া যথা বিধি স্বামিসেবায় নিযুক্ত হইলেন। মহর্ষির সহযোগে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইল। ঐ গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদা মহাযশাঃ জরৎকারু একান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রিয়তমার অঙ্কশয্যায় শিরঃনিবেশপূর্ব্বক শয়িত ও নিদ্রিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্র নিদ্রাক্রান্ত হইলে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। মনস্বিনী নাগভগিনী সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বামীর তৎকালোচিত সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়ালোপের আশঙ্কায় চিন্তা করিলেন, সম্প্রতি

আমার কি কর্ত্তব্য, ভর্ত্তার নিদ্রাভঙ্গ করি কি না ? ইনি অতি কোপন-স্বভাব, নিদ্রাভঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই কোপ করিবেন। কিন্তু জাগরিত না করিলেও নিত্যক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব এক্ষণে কি করা উচিত। ফলতঃ কোপ ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তির ধর্ম্মলোপ এই দুইএর মধ্যে ধর্ম্মলোপই নিতান্ত দূষণাবহ। অতএব যাহাতে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মরক্ষা হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মধুরভাষিণী বাসুকি-ভগিনী জ্বলন্তহুতাশন-সন্নিভ তেজঃপুঞ্জাকৃতি সুখপ্রসুপ্ত মহাতপাঃ জরৎকারুকে সম্বোধন করিয়া অতি বিনীত বচনে কহিলেন, মহাভাগ সূর্য্যদেব অস্তাচল-শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছেন। সন্ধ্যাতিমির পশ্চিমদিক অল্প অল্প আচ্ছন্ন করিতেছে। গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করুন, অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত। ভগবান্ জরৎকারু জাগরিত হইয়া ওষ্ঠাধর পরিস্ফুরণপূর্ব্বক রোষভরে কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে ! তুমি আমার অবমাননা করিলে অতএব আমি আর তোমার নিকট অবস্থিতি করিব না, যথাস্থানে গমন করিব। হে বামোরু ! আমার এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় আছে, আমি নিদ্রাতাবস্থায় থাকিলে সূর্য্যের সাধ্য কি যে তিনি যথাকালে অস্তগত হন। অপমানিত হইলে সামান্য লোকেও তথায় বাস করে না, আমার বা মাদৃশ ধর্ম্মশীল ব্যক্তির কথা কি বলিব।

তদীয় এতাদৃশ নির্দ্দয় বাক্য শ্রবণে বাসুকি-ভগিনী কহিলেন, ভগবন্ ! ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি আপনকার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, অপমানের উদ্দেশে করি নাই। তখন জরৎকারু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভার্য্যা-পরিত্যাগ-বাসনায় বলিলেন, হে ভুজঙ্গমে ! আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, আমি অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। আমি ত পূর্ব্বেই তোমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম। অতএব হে ভদ্রে ! এত দিন তোমার নিকট পরমসুখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম ; আমি গমন করিলে তোমার ভ্রাতাকে বলিও সেই মুনি গমন করিয়াছেন এবং তুমিও মদীয় অদর্শনে শোকাভিভূতা হইও না।

তাঁহার এই দারুণ কথা শুনিয়া নাগ-স্বসা জরৎকারুর মুখ শুষ্ক হইল ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বাষ্পাকুল লোচনে ও গদগদবচনে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ! নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিও না। আমি কখন অধর্ম্মাচরণ করি নাই এবং প্রাণপণে আপনকার প্রিয়কার্য্য ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি। ভ্রাতা যে অভিসন্ধি করিয়া আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, দুরদৃষ্টক্রমে আমি অদ্যাপিও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না। তিনিই বা আমাকে কি বলিবেন। আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত আছেন ; আপনকার ঔরসে আমার গর্ব্ভে একটি পুত্র জন্মিবে এবং ঐ পুত্র হইতে তাঁহাদিগের শাপমোচন হইবে, এই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত, কৈ তাহারও ত কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহাদিগের ঐ মনোরথ নিষ্ফল না হয় তাহা সম্পাদন করুন। হে ভগবন্ ! আমি জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই অপরিস্ফুট গর্ব্ভাধানপূর্ব্বক নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন। মহর্ষি জরৎকারু সহধর্ম্মিণীর এইরূপ অনুরূপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে সুভগে ! তোমার গর্ব্ভে পরম ধার্ম্মিক বেদবেদাঙ্গ-পারগ অগ্নিকল্প এক ঋষি জন্মিবে, এই বলিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

## অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন ! অনন্তর নাগদুহিতা ভ্রাতৃসন্নিধানে আগমন করিয়া স্বভর্ত্তার গমনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ভুজঙ্গরাজ বাসুকি অতিশয় অপ্রিয় সম্বাদ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতাপ পাই... বং কহিলেন, ভদ্রে ! আমি যে অভিপ্রায়ে তো... রৎকারু-হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, বোধ করি... হা সম্যক্‌রূপে অবগত আছ। যদি তাঁহার ঔরসে... র সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সর্পদিগের সবি... কার দর্শিবে, অর্থাৎ ঐ পুত্র রাজা জন... জয়ে... হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে ; সর্ব্বে... তামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে দেবগণের নিকট এই... হয়াছিলেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি, সেই মুনি হইতে... র গর্ব্ভসঞ্চার হইয়াছে কি না ? আমার এই জিজ্ঞা... দেশ্য এই যে, জরৎকারুকে ভগিনী সম্প্রদান

করা কতদূর সফল হইল জানিতে ইচ্ছা করি। নতুবা তোমাকে আমার এরূপ প্রশ্ন করা কোনক্রমেই ন্যায্য নহে,কিন্তু কি করি নিতান্ত গুরুতর কার্য্য বলিয়াই অগত্যা এরূপ অনুচিত প্রশ্ন করিতে হইল। তোমার ভর্ত্তা তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত ও নিতান্ত রোষপরবশ, বোধ করি আমি অনুনয় করিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। বরং আমাকে অভিসম্পাত করিলেও করিতে পারেন। এই নিমিত্ত আমি তাঁহার অনুগমন করিতে চাহি না। অতএব হে ভদ্রে! তোমার ভর্ত্তৃবৃত্তান্ত, আদ্যোপান্ত পরিচয় দিয়া আমার চিরপ্রোত হৃদয়শল্য উন্মূলিত কর।

জরৎকারু নাগরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! সেই মহাত্মা যৎকালে গমন করেন তখন আমি পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তৎপরে "অস্তি" অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ত্তসঞ্চার হইয়াছে,এই উত্তর দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে ভ্রমক্রমেও মিথ্যা কহিতে শুনি নাই, সুতরাং এরূপ বিষয়ে কখনই মিথ্যা কথা কহিবেন না। তিনি গমনকালে আমাকে কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! আমি নিষ্ক্রান্ত হইলে তুমি আমার নিমিত্ত সন্তাপ করিও না। অগ্নিসমপ্রদীপ্ত ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী তোমার এক পুত্র উৎপন্ন হইবেক। অতএব হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে তোমার সেই মনোদুঃখ দূর হউক। বাসুকি তথাস্তু বলিয়া ভগিনী-বাক্য স্বীকার করিলেন এবং আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া মধুর সম্ভাষণ, সম্মান ও প্রার্থনাধিক অর্থদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

অনন্তর সেই মহাপ্রভাবশালী গর্ত্ত শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে নাগ-ভগিনী জরৎকারু যথাকালে পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের ভয়াপহারক দেবকুমার-সদৃশ এক কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমার নাগরাজ-গৃহে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন, এবং স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে বাল্যকালেই ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট নিখিল বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার গর্ত্তাবস্থান-কালে [illegible] পিতা "অস্তি" বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন এই [illegible] তিনি আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন। বাসুকি [illegible]কিক-ধীশক্তি-সম্পন্ন সেই বালককে পরম যত্নে [illegible]পালন করিতে লাগিলেন। তিনিও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া নাগকুলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

---

## একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, রাজা জনমেজয় পিতার স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত মন্ত্রিগণকে যেরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি এক্ষণে তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! রাজা জনমেজয় যে প্রকারে মন্ত্রীদিগকে পিতার নিধনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহারা যেরূপে সেই বৃত্তান্ত বর্ণন করেন তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা রাজা জনমেজয় স্বীয় মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, হে অমাত্যগণ! তোমরা আমার পিতার নিধনবৃত্তান্ত সমুদায় জান,এক্ষণে আমি তোমাদিগের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধান চেষ্টা করিব। ধার্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন অমাত্যগণ মহারাজ জনমেজয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আপনকার পিতা মহাত্মা পরীক্ষিতের যেরূপ চরিত্র ও তিনি যে প্রকারে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মাত্মা প্রবল পরাক্রান্ত রাজা পরীক্ষিৎ মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় প্রজাপালনপূর্ব্বক ভগবতী ভূতধাত্রীকে রক্ষা করিতেন। তদীয় অধিকার কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি কাহারও দ্বেষ্টা ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতিও কেহ বিদ্বেষ করিত না। তিনি প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং বিধবা, বিকলাঙ্গ, অনাথ, দীন, দরিদ্রদিগকে ভরণপোষণ করিতেন। তদীয় কলেবর দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় লোকের প্রিয়দর্শন ছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ শারদ্বৎ হইতে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন ও ভগবান্ ভূতভাবন বাসুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে আপনকার পিতা, অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ব্ভে উৎপন্ন হয়েন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল। তিনি রাজধর্ম্মে সুনিপুণ, নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী এবং ষড়্‌বর্গ বিজেতা ছিলেন। রাজাধিরাজ পরীক্ষিৎ ষষ্টিবর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত প্রজাপালন করিয়া সংসার-

লীলা সম্বরণ করেন। তদীয় নিধনকালে সকলেই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে আপনি কুলক্রমাগত এই রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, এবং অতি শৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন।

জনমেজয় কহিলেন, মদীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের বিচিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই বংশে এমত কোন রাজা ছিলেন না যে তিনি প্রজাবর্গের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন না করিতেন। অতএব আমার পিতা তথাবিধ রাজা হইয়াও কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন তাহা যথার্থরূপে বর্ণন কর, আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি। রাজার প্রিয়হিতাভিলাষী মন্ত্রিগণ তদীয় আদেশক্রমে পরীক্ষিতের নিধনবৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পিতা পাণ্ডুরাজার ন্যায় অসাধারণ ধনুর্দ্ধর ও মৃগয়াতৎপর ছিলেন। একদা তিনি আমাদিগের প্রতি সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক শাণিত বাণ দ্বারা একটি মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। বিদ্ধ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সহিত অতি সত্বরপদে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পলায়িত বাণবিদ্ধ মৃগের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তৎকালে তিনি ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক ও অতি জীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ্যে একান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন। পরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ঐ মুনি মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক একতান-মনে ধ্যান করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না। রাজা ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি মুনিকে উত্তরদানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন,এবং তাঁহাকে প্রতিবোধিত না করিয়া রোষাবেশ প্রকাশপূর্ব্বক ধরাতল হইতে ধনুষ্কোটি দ্বারা এক মৃত সর্প উদ্ধৃত করিয়া সেই শুদ্ধচিত্ত মুনিবরের স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি তিনি কিছুই না বলিয়া অক্ষুব্ধ-চিত্তে স্কন্ধে মৃত সর্প ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অবস্থিত রহিলেন।

## পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অমাত্যগণ কহিলেন, মহারাজ! ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে সেই মুনির স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া স্ব-নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। উক্ত ঋষির মহাবীর্য্যসম্পন্ন অতিকোপন-স্বভাব শৃঙ্গী নামে এক গোগর্ভ-সমুদ্ভূত পুত্র ছিলেন। ঋষিকুমার প্রজাপতির আরাধনানন্তর তদীয় অনুমতি লইয়া ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোকে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সখাসন্নিধানে নিজ পিতার অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সখা কহিলেন, বয়স্য! তোমার পিতা একতান-মনে ধ্যান করিতেছিলেন, এই অবসরে রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া অকারণে তাঁহার স্কন্ধদেশে এক মৃত সর্প নিক্ষেপপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। মহারাজ! শৃঙ্গী অল্পবয়স্ক হইয়াও প্রাচীন-প্রায় ছিলেন। তিনি সখা মুখে নিজ পিতার এইরূপ অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া আচমনপূর্ব্বক আপনার পিতাকে এই অভিসম্পাত করিলেন, "যে ব্যক্তি নিরপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়াছে, দুর্দ্ধর্ষমহবীর্য্য-সম্পন্ন নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তাহের মধ্যে সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিবে।" ঋষিকুমার এই অভিশাপ দিয়া সখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! অদ্য আমার তপঃপ্রভাবে দেখ। পরে শৃঙ্গী, পিতার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্ব-দত্ত শাপবৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন। তখন সেই সদাশয় মুনিবর নিরুপায় ভাবিয়া, সুশীল গুণসম্পন্ন গৌরমুখ নামক শিষ্যকে এই কথা বলিয়া আপনকার পিত[illegible]কট প্রেরণ করিলেন, "আমার পুত্র আপনাকে অভি[illegible]য়াছে, নাগরাজ তক্ষক আসিয়া সপ্তাহের মধ্যে [illegible] তেজঃ দ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিবে, অতএব হে ম[illegible]! তুমি অদ্যাবধি সাবধান হও।" গৌরমুখ রাজা[illegible] উপনীত হইয়া বিশ্রামান্তে ঋষিবাক্য আদ্যো পান্ত[illegible]মি করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পিত[illegible]মস্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষকের ভয়ে সতত সাব[illegible]হিলেন।

[illegible] সেই সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে মহর্ষি কাশ[illegible]র নিকট আগমন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ-

বেশধারী নাগরাজ তক্ষক পথিমধ্যে তাঁহার সন্দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এত সত্বরে কোথায় যাইতেছেন, এবং কি মনে করিয়াই বা যাইতেছেন? মহর্ষি কাশ্যপ কহিলেন, হে দ্বিজ! শুনিলাম অদ্য নাগরাজ তক্ষক কুরুরাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করিবেন, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিব বলিয়া অতি সত্বর তথায় গমন করিতেছি। আমি সম্মুখে থাকিলে তক্ষক তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না। দ্বিজরূপী তক্ষক কহিলেন, মহর্ষে! আমিই সেই তক্ষক। আমি তাঁহাকে দংশন করিলে তুমি কিছুতেই প্রতীকার করিতে পারিবে না। বৃথা কেন কর্ম্মভোগ করিবে। তুমি আমার অদ্ভুত বীর্য্য দেখ, এই বলিয়া নাগরাজ পুরোবর্ত্তী এক বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বনস্পতি দংশনমাত্রই ভস্মাবশেষ হইল; মহর্ষিও বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ঋষে! তুমি কি অভিলাষে তথায় গমন করিতেছ, এই বলিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। কাশ্যপ প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধন লাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতেছি। তক্ষক কহিলেন, রাজার নিকট যত ধনের আকাঙ্ক্ষায় যাইতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। তদীয় এতাদৃশ প্রমোদকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশ্যপ আপনার অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলে তক্ষক ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া স্বীয় দুঃসহ বিষবহ্নি দ্বারা প্রাসাদোপবিষ্ট ধার্ম্মিক-বর তদীয় পিতাকে ভস্মাবশেষ করিলেন। তৎপরে আপনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। মহারাজ! এই নিদারুণ বৃত্তান্ত আমরা যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলাম; এক্ষণে আপনকার পিতার ও মহর্ষি উতঙ্কের পরাভব বিবেচনা করিয়া যাহা সমুচিত হয়, অবিলম্বে সম্পাদন করুন।

রাজা জনমেজয় পিতার লোকান্তর গমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অমাত্যগণ! তক্ষক যে বটবৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিয়াছিল, কাশ্যপ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, এই অদ্ভুত কথা তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছিলে? বোধ হয় পন্নগাধম তক্ষক মনে এই বিবেচনা করিয়াছিল যে, আমি রাজাকে দংশন করিলে কাশ্যপ মন্ত্রবলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিবেন সংশয় নাই; সুতরাং আমাকে সর্ব্বলোকের উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, অতএব এই ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করাই শ্রেয়ঃকল্প। সে যাহা হউক এক্ষণে আমি এক উপায় অবধারণ করিয়াছি তদ্দ্বারা তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। কিন্তু বল দেখি, কাশ্যপ ও তক্ষকের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে ঘটিয়াছিল, ইহা কে প্রত্যক্ষ করিয়াছে? এবং কি প্রকারেই বা তোমাদিগের কর্ণগোচর হইল? আমি এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে জানিয়া সর্পকুল সংহার করিব।

মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমরা তক্ষক ও কাশ্যপের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত যাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, শ্রবণ করুন। এক ব্রাহ্মণ শুষ্ককাষ্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত সেই বট-বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও কাশ্যপ উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই। তক্ষকের বিষানলে বৃক্ষের সহিত ঐ ব্রাহ্মণের কলেবরও ভস্মাবশেষ হয়। কিন্তু কাশ্যপের অলৌকিক মন্ত্রবলে উভয়েই পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। পরে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদিগকে এই সম্বাদ প্রদান করেন। মহারাজ! যেরূপ দেখিয়াছে ও আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং রোষভরে করে করে পরিপেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ এবং অশ্রুমোচনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, হে অমাত্যগণ! পিতার পরাভব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাহা অবধারণ করিলাম, বলিতেছি শ্রবণ কর। দুরাত্মা তক্ষক, শৃঙ্গীকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে। এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতে হইবে। যদি কাশ্যপ আসিতেন, তাহা হইলে পিতা অবশ্যই বাঁচিতেন, কিন্তু তক্ষক এরূপ দুরাত্মা যে তাঁহাকে অর্থ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। যদি পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রিদিগের মন্ত্রণাবলে জীবন লাভ করিতেন, তাহাতে তক্ষকের কি ক্ষতি হইত। তাহার এ অত্যাচার

আর কিছুতেই সহ্য হয় না। অতএব এক্ষণে আমি, আমার আপনার, তোমাদিগের ও উতঙ্কের সন্তোষের নিমিত্ত পিতার বৈরনির্য্যাতনে দৃঢ় নিশ্চয় করিলাম।

---

## একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয় এই কথা বলিয়া মন্ত্রিগণের অনুমোদনক্রমে সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। পরে স্বীয় পুরোহিত দ্বারা ঋত্বিক্‌গণকে আহ্বান করিয়া আপন কার্য্যের অনুকূল এই বাক্য বলিলেন, "দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে, এক্ষণে আমি তাহার প্রতীকার করিতে অভিলাষ করি, আপনারা অনুমতি করুন; হে মহাশয়গণ! আপনাদের এমন কোন কর্ম্ম বিদিত আছে, যদ্দ্বারা আমি সেই দুরাত্মাকে ও তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিয়া সবংশে ধ্বংস করিতে পারি? সে যেমন আমার পিতাকে তীব্র বিষাগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, তদ্রূপ আমিও সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিব।" ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! পুরাণে বর্ণিত আছে দেবতারা তোমার নিমিত্ত সর্পসত্র নামে এক অতি মহৎ সত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। পৌরাণিকেরা কহিয়া থাকেন, আপনি ব্যতীত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তা আর কেহই নাই। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান-প্রণালীও আমাদিগের বিদিত আছে, অতএব আপনি সর্পসত্র আরম্ভ করুন; তাহাতেই দুরাত্মা তক্ষকের বিনাশ হইবে, সন্দেহ নাই। রাজর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বোধ করিলেন যেন তক্ষক প্রজ্বলিত হুতাসনে দগ্ধ হইয়াছে। পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, আমি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আদেশ করুন, কিরূপ যজ্ঞীয় দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিতে হইবে। তখন বেদজ্ঞ ও বিচক্ষণ ঋত্বিক্‌গণ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞভূমির পরিমাণ করিয়া মহামূল্য রত্ন সমূহে ও প্রভূত ধনধান্যে সেই যজ্ঞায়তন পরিপূরিত করিলেন। ঋত্বিক্‌গণ এইরূপে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইয়া সেই সত্রে আপনারা ব্রতী হইলেন, এবং রাজাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন, কিন্তু যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বেই যজ্ঞবিঘ্নকর এক মহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণকালে একজন বাস্তুবিদ্যাবিশারদ পুরাণবেত্তা সূত্রধার তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "যে প্রদেশে ও যে সময়ে যজ্ঞায়তনের পরিমাণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক জন ব্রাহ্মণ হইতে এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবে।" রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বারপালকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হইতে না পারেন।"

---

## দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তদনন্তর বিধানানুসারে সর্পসত্র আরব্ধ হইল। পুরোহিতগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনবরত ধূমসম্পর্কে তাঁহাদিগের চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সর্পগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক আহুতি দিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরে নাগগণ নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত অস্থির হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং পরস্পর মস্তক ও লাঙ্গুলদ্বারা বেষ্টন করিয়া সকরুণস্বরে পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে অনবরত পতিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ক্রোশ প্রমাণ, যোজন প্রমাণ, অশ্বাকার, করি-শুণ্ডাকার, মহাকায় মহাবল পরাক্রান্ত, শত শত, সহস্র সহস্র, প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, বহুবিধ মহাবিষ বিষধরগণ মাতৃশাপ-দোষে অবশ হইয়া সেই প্রজ্বলিত হুতবহ-মুখে পতিত হইতে লাগিল।

---

## ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতাত্মজ! সর্পকুলসংহর্ত্তা [illegible]বংশাবতংস রাজা জনমেজয়ের সেই সর্পসত্রে কোন্ [illegible] ঋষি ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন, এবং নাগগণের [illegible] বিষাদ [illegible] সেই দারুণ যজ্ঞে কোন্ কোন্ ঋষিই বা সদস্য [illegible] ছিলেন? হে বৎস! তুমি তৎসমুদায় বর্ণন কর। [illegible] হইলে আমি সর্পসত্র-বিধানজ্ঞ মহর্ষিগণের নাম [illegible]তে পারিব। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমে[illegible] যজ্ঞে যে সকল মনীষিগণ ঋত্বিক্ ও সদস্য

ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অসাধারণ বেদবেত্তা চ্যবনবংশীয় সুবিখ্যাত চণ্ডভার্গব সেই মহাযজ্ঞে হোতা ছিলেন। বৃদ্ধ সুবিদ্বান্ কৌৎস উদ্গাতা, এবং জৈমিনি ব্রহ্মা ছিলেন। আর পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয় কুণ্ডজঠর, কালঘট, বাৎস্য, শ্রুতশ্রবাঃ, কোহল, দেবশর্ম্মা, মৌদ্গল্য, সমসৌরভ প্রভৃতি অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকল তাহাতে সদস্য হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে সেই সুমহান্ সর্পসত্রে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, অতি ভীষণাকার সর্প সকল প্রজ্বলিত হোমানলে পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। তাহাদিগের বসা ও মেদঃ দ্বারা শত শত কৃত্রিম সরিৎ প্রবাহিত হইল এবং পূতিগন্ধে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অনলে পতিত ও পতনোন্মুখ গগনস্থ নাগগণের তুমুল আর্ত্তনাদে সেই প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নাগেন্দ্র তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সত্রে দীক্ষিত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রালয়ে গমন করিল এবং আত্মদোষের পরিচয় দিয়া পুরন্দরের শরণাগত হইল। দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া তক্ষককে কহিলেন, নাগেন্দ্র! তুমি ভীত হইও না, আমি তোমার নিমিত্ত পূর্ব্বেই পিতামহকে প্রসন্ন করিয়াছি, অতএব আর তোমার ভয়ের বিষয় কি? মনোদুঃখ দূর কর।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনককে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্। নাগেন্দ্র এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া ইন্দ্রালয়ে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্পকুল ক্রমে ক্রমে ভস্মাবশিষ্ট হইতেছে দেখিয়া, স্বজন-হিতৈষী বাসুকি বন্ধুবান্ধবগণের বিরহে সাতিশয় কাতর, উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর নাগরাজ পরিবারবর্গের অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া নিজ ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমার [illegible] প্রত্যঙ্গ সকল শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, শরীর অবসন্ন ও [illegible]দিক্ [illegible] বোধ হইতেছে, মন ও নয়ন নিতান্ত [illegible] হইতেছে এবং হৃ[illegible] বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। [illegible] কি কহিব, বোধ হয় বুঝি অদ্যই আমাকে সেই [illegible] দহনে দেহ সমর্পণ করিতে হইল। রাজা জনমে[illegible]গকে সবংশে ধ্বংস করিবার নিমিত্তই সর্পসত্র [illegible] করিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও যম-সদনে গমন ক[illegible] হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভগিনি! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারুহস্তে প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত, অতএব আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ পরিপূর্ণ কর। পূর্ব্বে পিতামহের মুখে শ্রবণ করিয়াছি আস্তীক জনমেজয়ের সর্পসত্র নিবারণ করিবেন। অতএব হে বৎসে! অধুনা তুমি আমার ও আমার পরিজনবর্গের জীবন রক্ষার্থ অদ্বিতীয় বেদবেত্তা আপন পুত্রকে আদেশ কর।

---

## চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর নাগরাজ-ভগিনী জরৎকারু স্বীয় সন্তান আস্তীককে আহ্বান করিয়া বাসুকির বাক্যানুসারে কহিলেন, পুত্র! আমার ভ্রাতা যে অভিপ্রায়ে আমাকে তোমার পিতৃহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। আস্তীক কহিলেন, মাতঃ! মাতুল কি নিমিত্ত আপনাকে মদীয় পিতার হস্তে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন আজ্ঞা করুন জানিয়া প্রতিবিধান করিতেছি। তখন বান্ধবহিতৈষিণী নাগভগিনী কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। সর্পকুলজননী কদ্রু, সপত্নী বিনতাকে পণে পরাস্ত করিয়া দাসীত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন এই অভিসন্ধিতে আপন পুত্রদিগকে আদেশ করেন, তোমরা সত্বর যাইয়া উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের অঙ্গবেষ্টন করিয়া থাক, তাহা হইলে অশ্বাধিপের শুভ্রবর্ণ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবে। কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কেহ মাতৃ আজ্ঞায় অসম্মতি প্রকাশ করাতে কদ্রু ক্রোধভরে তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন; "তোমরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, অতএব এই অপরাধে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।" সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাও "তথাস্তু" বলিয়া সেই শাপবাক্যে অনুমোদন করেন। নাগরাজ বাসুকি প্রজাপতির সেই অনুমোদন বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষমা প্রার্থনা বাসনায় দেবগণের শরণাগত হইলেন। দেবগণ দুর্ল্লভ অমৃতলাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া আমার ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া, ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাপ্রকার স্তুতিবাক্যে

কমল-যোনিকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইনি নাগরাজ বাসুকি, ইনি জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, আজ্ঞা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, জরৎকারু মুনি জরৎকারুনাম্নী যে স্ত্রীর পানিগ্রহণ করিবেন, তাঁহার গর্ব্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হইবেন, তিনিই সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মোচন করিবেন। নাগরাজ বাসুকি এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্পসত্র আরম্ভের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমাকে তোমার পিতার হস্তে সম্প্রদান করেন, হে বৎস! তাহাতেই তুমি আমার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অধুনা সেই অভীষ্ট সিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আসন্ন বিপদ হইতে মাতুলকুলের পরিত্রাণ করিয়া নাগরাজের আশালতা ফলবতী কর।

আস্তীক যে আজ্ঞা বলিয়া জননীর আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং নানা প্রকার প্রবোধ-বাক্যে বাসুকিকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গেশ্বর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি তোমার শাপমোচন করিব, এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব। আর ভীত বা দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। আমি ভ্রমক্রমেও কদাপি মিথ্যা প্রয়োগ করি না; হে মাতুল! আমি অদ্যই সেই দীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকট গমন করিয়া আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিব এবং যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত হয় তাহা করিব। আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন।

বাসুকি কহিলেন, বৎস আস্তীক! আমি ব্রহ্মার এই গুরুতর দণ্ডের ভয়ের হতজ্ঞান হইয়াছি, দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি এবং আমার হৃদয় উদ্‌ঘূর্ণিত হইতেছে। তখন আস্তীক কহিলেন, আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি অচিরাৎ সেই প্রচণ্ড ব্রহ্মদণ্ডের নিরাকরণ করিব। আস্তীক এইরূপ আশ্বাসবচনে বাসুকির মনোদুঃখ দূর করিয়া স্বয়ং সমস্ত ভার গ্রহণপূর্ব্বক সর্পগণের পরিত্রাণার্থ রাজা জনমেজয়ের সেই সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন যজ্ঞে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন, যজ্ঞভূমি সূর্য্যকল্প ও অগ্নিকল্প সদস্যগণে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তপোধন তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। দ্বারপালগণ প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে তিনি সেই যজ্ঞের নানাপ্রকার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইয়া তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সূর্য্যসদৃশ ঋত্বিক্ ও সদস্যগণের, এবং রাজার ও হোমাগ্নির স্তব করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

আস্তীক কহিলেন, হে ভারতবংশাবতংস! চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতি প্রয়াগে যে প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনার এই মহাযজ্ঞও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, আপনকার এই সর্পসত্র তত্তুল্য এক অযুত অশ্বমেধের সদৃশ, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। যম, হরিমেধাঃ ও রন্তিদেব রাজার যজ্ঞ যেরূপ হইয়াছিল, আপনকার এই যজ্ঞও তদ্রূপ হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। গয়রাজা, শশবিন্দুরাজা, বৈশ্রবণ, নৃগরাজা, অজমীঢ়রাজা এবং রামরাজা যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনকার এই যজ্ঞও তৎসদৃশ হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ও আজমীঢ় রাজার যজ্ঞ অতি সুপ্রসিদ্ধ, আপনকার এই যজ্ঞ তদপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু হে পরী- ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল র সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব এক মহাসত্র করিয়া- f াই সত্রে তিনি স্বয়ং ঋত্বিকের কর্ম্ম করেন ক্ষ এই সর্পসত্রও তদনুরূপ হইয়াছে, কিন্তু হে প জ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গ

র যজ্ঞা[illegible]তা এই সকল সূর্য্য-সমতেজাঃ মহ ন্দ্রর যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তাদিগের সদৃশ, ইহাঁদিগের জ্ঞা া করা অতি দুষ্কর, ইহাঁদিগকে দান করিলে অক্ষম আপনার এই ঋত্বিকের কথা অধিক কি

বলিব, ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ইহাঁর সমান লোক ত্রিলোকে লক্ষ্য হয় না, ইহাঁরই শিষ্যোপশিষ্যগণ স্ব-ধর্ম্মে নিরত হইয়া এই ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন। আপনকার এই প্রজ্বলিত হোমাগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখাদ্বারা দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হব্য গ্রহণ করিতেছেন। মহারাজ! আপনকার সমান প্রজা-পালন কর্ত্তা ভূপাল অতি বিরল। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ, বরুণ ও ভগবান্ বজ্রপাণির ন্যায় এই ভূমণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। আর আপনার বিষয়-নিস্পৃহতা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি খট্টাঙ্গ, নাভাগ, দিলীপ, যযাতি, মান্ধাতা ও ভীষ্ম প্রভৃতি রাজেন্দ্রগণের সদৃশ, মহর্ষি বাল্মীকির ন্যায় নিগূঢ়-মহত্ব, বশিষ্ঠের ন্যায় জিতক্রোধ, ইন্দ্রের ন্যায় প্রভুত্বশালী, নারায়ণের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, উর্দ্ধত্রিত দুই ঋষির ন্যায় তেজস্বী, যমের ন্যায় ধর্ম্মনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। আপনি যেমন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তদ্রূপ যাগাদি সৎক্রিয়ার পথপ্রদর্শক। মহারাজ! অধিক কি বলিব, ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণ প্রভাবে লোকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে এবং রামাদির ন্যায় চিরস্মরণীয় হইতে পারে, আপনি সেই সমস্ত গুণরাশিতে বিভূষিত হইয়াছেন। আস্তীক এইরূপ স্তুতিবাদ দ্বারা নৃপতি, সদস্য ঋত্বিক্ ও হব্যবাহ প্রভৃতি সকলকেই প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাদিগের সকলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিতে লাগিলেন।

---

## ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, ইনি বালক কিন্তু ইহাঁর যেরূপ অভিজ্ঞতা দেখিতেছি তাহাতে বালক বলিয়া কোনক্রমে প্রতীতি হয় না। যাহা হউক আমি ইহাঁর অভিলষিত বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, হে দ্বিজগণ! আপনাদিগের কি অনুমতি হয়? সদস্যগণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পূজনীয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়, অতএব তক্ষক ব্যতিরেকে আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা পাইতে পারেন। অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে হোতা কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক অদ্যাপিও এই যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইল না। তখন জনমেজয় কহিলেন, সেই যাহাতে আমার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং সেই বিষম শত্রু তক্ষক শীঘ্র সমুপস্থিত হয়, তদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য যত্নবান্ হউন। ঋত্বিক্‌গণ উত্তর করিলেন, আমরা শাস্ত্র প্রভাবে ও অগ্নির মাহাত্ম্যে জানিতে পারিয়াছি, তক্ষক ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে। পৌরাণিক মহাত্মা লোহিতাক্ষ সূতও এই কথা কহিয়াছিলেন। রাজা তৎশ্রবণে সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, রাজন্! ঋত্বিকেরা যাহা কহিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি পুরাণে অবগত হইয়াছি যে, তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দেবরাজের শরণাগত হইয়াছে। সুররাজ এই বলিয়া তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, "তুমি অতি গোপনে আমার ভবনে বাস কর, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।" রাজা সূত-বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া হোতাকে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আপনি ইন্দ্রের আরাধনা করুন। হোতা তদনুসারে দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করিলে, অমরেন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অমরনগরী হইতে যাত্রা করিলেন। চতুর্দ্দিকে দেবতারা স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। মেঘমালা, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরাগণ তাঁহার অনুগমন করিল। তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া দেবরাজের উত্তরীয় বস্ত্রে লুক্কায়িত হইল। এদিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, যদি সেই দুরাত্মা তক্ষক ইন্দ্রের নিকট পলায়ন করিয়া লুক্কায়িত থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে অগ্নিসাৎ কর। হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষককে উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবামাত্র নাগেন্দ্র কম্পিত-কলেবর হইয়া ইন্দ্র-সমভিব্যাহারে আকাশপথে উপস্থিত হইল। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের আড়ম্বর দর্শনে ভীত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ভয়বিহ্বল তক্ষক ঋত্বিক্‌গণের মন্ত্রপ্রভাবে অবশেন্দ্রিয় হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত পাবক-শিখার সমীপবর্ত্তী হইল।

ঋত্বিকেরা তক্ষককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! আর চিন্তা নাই, তক্ষক আপনার বশম্বদ হইয়াছে।

বোধ হয় ইন্দ্র উঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ দেখুন সেই পন্নগেন্দ্র আমাদিগের মন্ত্র-প্রভাবে বিকলেন্দ্রিয় ও বিচেতনপ্রায় হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঘূর্ণিত-কলেবরে স্বর্গ হইতে আকাশপথে আগমন করিতেছে। অতএব আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির আর বিলম্ব নাই। এক্ষণে দ্বিজবরে বর প্রদান করুন। রাজা প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ-কুমার! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রার্থিত বিষয় অদেয় হইলেও আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হইব না।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তক্ষকের অনলে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আস্তীক কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যদ্যপি আমাকে বর প্রদান করেন তবে এই বর দিন যে, আপনার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক এবং ইহাতে যেন আর সর্পেরা দগ্ধ না হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অনতিহৃষ্ট-মনে প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি সুবর্ণ, রজত,গো প্রভৃতি যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন,আমি অবিলম্বে প্রদান করিতেছি, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইতে পারিব না। আস্তীক কহিলেন, মহারাজ! আমি সুবর্ণ, রজত, গো, অশ্বাদির নিমিত্ত আপনার নিকট আসি নাই। মাতুলকুলের হিতার্থে আপনার নিকট অর্থিভাবে আসিয়াছি। অতএব যদি সেই অভিলষিত অর্থসাধনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলাম, তবে রজত সুবর্ণাদি লইয়া কি করিব। আস্তীকের এইরূপ অতর্কিতচর বর প্রার্থনায় রাজা বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং বরান্তর দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে ব্যবসায় হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তদনন্তর বেদজ্ঞ সদস্যেরা একবাক্যে কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন অতএব বর প্রদান করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

## সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! যে সকল সর্প সর্পসত্রে দগ্ধ হইয়াছে তাহাদিগের নামোল্লেখ কর, আমি শুনিতে অভিলাষ করি। উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সেই যজ্ঞে সহস্র সহস্র প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সর্পগণ বিনষ্ট হইয়াছে। বাহুল্যপ্রযুক্ত সকলের নামোল্লেখ করা অসাধ্য বোধ হইতেছে। তথাপি স্মৃতি অনুসারে কতিপয় বিষোল্বণ প্রধান প্রধান সর্পের নাম করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ণ, শল, পাল, হলীমক, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক, কালদন্তক, ইহারা বাসুকির পুত্র; এই সকল সর্প এবং বাসুকির কুলজাত মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর সর্প মাতৃশাপে দগ্ধ হইয়াছে। পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসেক্তা, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঃ, বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমা, সুরোমা, মহাহনু, ইহারা তক্ষকের বংশজাত; এই সকল বিষধর প্রদীপ্ত দহনে দগ্ধ হইয়াছে। পারাবত, পারিজাত, পাণ্ডর, হরিণ, কৃশ,বিহঙ্গ, শরভ,মেদ, প্রমোদ, সংহতাপন, ইহারা ঐরাবতকুলে জাত; এই সমস্ত নাগগণ অনলে প্রবেশ করিয়াছে। এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্ত্তক, প্রাতরাতক, কৌরবকুলোৎপন্ন এই সকল সর্প ভস্মসাৎ হইয়াছে। শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, কুঠার, মুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, দরি, অমাহঠ, কামঠক, সুষেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উদ্রপারক, ঋষভ, পিণ্ডারক, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পঠবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিত্র, চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মণিস্কন্ধ, অরুণি, ধৃতরাষ্ট্রকুল জাত এই সকল নাগগণ ভস্মীভূত হইয়াছে। বাহুল্যপ্রযুক্ত ইহাদিগের পুত্র পৌত্রের নাম করিতে পারিলাম না। এতদ্ব্যতিরিক্ত ত্রিশিরাঃ, সপ্ত-[illegible], দশমুণ্ড, মহাবেগবান্, পর্ব্বতাকার, যোজনবিস্তীর্ণ, [illegible] বিস্তীর্ণ, কামবল, কামরূপী, অতি ভয়ঙ্কর নানা-[illegible]বিষ বিষধরগণ প্রজাপতির শাপদণ্ডে নিপী[illegible] অনবরত প্রদীপ্ত দহনে দেহত্যাগ করিয়াছে।

## অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[illegible]ঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অধুনা আস্তীকের [illegible]ত্যাদ্ভুত উপাখ্যান শ্রবণ করুন। দেবরাজ-[illegible] ভ্রষ্ট নাগরাজ তক্ষক অতিমাত্র ভীত হইয়া [illegible] তাশনে পতিত হইতেছে না দেখিয়া রাজা

জনমেজয় নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস সূতনন্দন! বল দেখি তক্ষক কি নিমিত্ত সেই সকল মনীষী বিপ্রগণের মন্ত্র-বলে হোমানলে পতিত হইল না? উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন, মহাশয়! অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাতেজাঃ মহর্ষি আস্তীক ইন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এইবাক্য বলিয়াছিলেন। তাহাতেই নাগেন্দ্র ভূতলে পতিত ও ভস্মীভূত না হইয়া অন্তরীক্ষে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা সদস্যগণের প্রবর্ত্তনা-পরতন্ত্র হইয়া আস্তীককে অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, নিবৃত্ত হউক, সর্পকুল নিরাপদ্ হউক, আস্তীক ঋষি প্রসন্ন হউন, এবং সেই সূতবাক্য সত্য হউক। আস্তীককে এই বর দেওয়াতে সমাগত জনগণ মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, এবং যজ্ঞ নিবৃত্ত হইল। রাজা প্রীতমনে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণকে প্রার্থনাধিক অর্থদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। পূর্ব্বে যে লোহিতাক্ষ-সূত "এক ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের অন্তরায় স্বরূপ হইবেন" এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ভূপতি তাঁহাকেও বিপুল ধনদান করিয়া দীক্ষান্ত স্নান করিলেন। পরিশেষে অশন বসন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী প্রদানপূর্ব্বক আস্তীককে পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে প্রেরণ কালে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে আপনাকে সদস্য হইতে হইবে।

আস্তীক অতি মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকারপূর্ব্বক স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ জননী ও মাতুলের সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সর্পগণ আপনাদিগের কুশল সম্বাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া আস্তীককে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি আমাদিগের জীবন দান করিলে, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তাহারা ভূয়োভূয়ঃ বলিতে লাগিল, বৎস! আমরা তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বল তোমার কি প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিব।

আস্তীক কহিলেন, যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে এইমাত্র অনুগ্রহ করিবেন যে, যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তি সায়াহ্নে বা প্রাতঃকালে অসিত, আর্ত্তিমান ও সুনীথের নাম স্মরণ করিবেন কিম্বা (যে আস্তীক মুনি জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, হে সর্পগণ! আমাকে হিংসা করিও না, জনমেজয়ের যজ্ঞাবসানে আস্তীকের বচন স্মরণ কর, যে সর্প আস্তীকের নাম শুনিয়াও হিংসা করিতে নিবৃত্ত না হইবে, শাল্মলী বৃক্ষের ফলের ন্যায় তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে;) এই ধর্ম্মাখ্যান পাঠ করিবেন, আপনারা তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না। সর্পেরা প্রসন্ন-মনে আস্তীকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উত্তর করিলেন, হে ভাগিনেয়! আমরা কদাচ তোমার প্রার্থিত বিষয়ের অন্যথাচরণ করিব না। সূত শৌনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আস্তীক সমাগত নাগেন্দ্রগণের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীতমনে স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করেন। হে ভৃগূত্তম! আপনকার পূর্ব্বজ প্রমতি স্বীয় পুত্র রুরুর কৌতুক নিবৃত্তি নিমিত্ত আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল বর্ণনা করিলাম। এই পুণ্যবর্দ্ধক আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করিলে সর্পভয় বিনষ্ট হয়, অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ সুখের সঞ্চার হয়, এবং পবিত্র ধর্ম্মলাভ হয়।

আস্তীকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

---

# আদিবংশাবতরণিকা।

## একোন ষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! ভৃগুবংশ বর্ণন প্রভৃতি অতি রমণীয় উপাখ্যান সকল কীর্ত্তন করিয়া তুমি আমাদিগকে পরম সন্তুষ্ট করিলে, এক্ষণে সেই অতিবিস্তীর্ণ সর্পযজ্ঞে দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধানন্তর সদস্যমণ্ডলী প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্রে দৈনন্দিন কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যাবকাশে

দ্বিজগণ বেদগান করিতেন, তৎপরে মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করাইতেন। শৌনক কহিলেন, ভগবান্ বাদরায়ণি রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পাণ্ডবদিগের গুণগান-স্বরূপ মহাভারত নামে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। হে সূতপুত্র! তোমার মুখে যে সকল মনোহর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলাম, তাহাতেও আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইতেছে না, অতএব সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষির মনঃ-সাগরসমুদ্ভূত অমৃত-নির্ব্বিশেষ মহাভারতীয় কথা কীর্ত্তন কর। তখন উগ্রশ্রবাঃ ঋষিপ্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মুনিবর! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত সেই অতি মহৎ মহাভারতীয় কথা প্রথমাবধি কীর্ত্তন করিতেছি। উহা বর্ণনা করিতে আমারও অতিশয় কৌতুক হইতেছে।

---

## ষষ্টিতম অধ্যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি যমুনাদ্বীপে শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা কালীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি জাতমাত্রে যাগক্রিয়া দ্বারা আপনার দেহপুষ্টি এবং নিখিল বেদ, বেদাঙ্গ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, সন্তান ও রোষ দ্বারা যাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যিনি এক বেদকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করেন, যিনি শান্তনু রাজার বংশরক্ষার্থে তদীয় ক্ষেত্রে পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে উৎপাদন করেন, পাণ্ডবগণের পিতামহ সেই ত্রিলোকীবিশ্রুত মহাকবি ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পরীক্ষিৎ-পুত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ দর্শনার্থ সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজগণ ও সদস্যগণে পরিবৃত সুখাসীন রাজা জনমেজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জনমেজয় ঋষিকে সমাগত দেখিয়া সভ্যগণ সমভিব্যাহারে সত্বর উত্থিত হইয়া অতি প্রীতমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক উপবেশনার্থ সুবর্ণময় আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি আসনে অধ্যাসীন হইলে জনমেজয় বিধিপূর্ব্বক তাঁহার সৎকারাদি করিয়া পিতামহ ব্যাসদেবকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপর্ক নিবেদন করিয়া দিলেন। মহর্ষি তদ্দত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা জনমেজয় এইরূপ ভক্তি সহকারে পূজা-বিধি সমাপন করিয়া সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মহর্ষিও রাজার অনাময় প্রশ্ন করিলেন। তৎপরে ভগবান বাদরায়ণি সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপূজা করিলেন।

পরিশেষে রাজা জনমেজয় কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! কুরু ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের যাবতীয় বৃত্তান্ত আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসা করি ইঁহাদিগের পরস্পর ভেদ ও তাদৃশ সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম ঘটনার কারণ কি? এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন। বেদব্যাস তাঁহার প্রার্থনাবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মুখোপবিষ্ট নিজশিষ্য বৈশম্পায়নকে আদেশ করিলেন, বৎস বৈশম্পায়ন! তুমি আমার নিকট কুরু ও পাণ্ডবদিগের ভ্রাতৃবিচ্ছেদ প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন কর। বিপ্রশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে রাজা, সদস্য ও অন্যান্য ভূপতিগণের সমক্ষে কুরুপাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদাদিঘটিত অতিপ্রাচীন মহাভারতীয় ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

---

## এক ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ কায়মনোবাক্যে গুরু-চরণে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বদ্গণকে প্রণাম করিলেন। পরে মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তনবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজা জনমেজয়কে কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাদরায়ণির মুখনিঃসৃত এই অমৃতকল্প মহাভারতীয় কথা যেমন রমণীয়, আপনাকেও তদনুরূপ উপযুক্ত পাত্র লাভ করিয়াছি; অতএব ভারত কথনে আমার অন্তঃকরণ অতিমাত্র উৎসাহিত হইতেছে। হে মহারাজ! রাজ্যলোভ প্রযুক্ত কুরুপাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও সর্ব্বভূতবিনাশক সংগ্রাম এবং পাণ্ডবদিগের দ্যূতমূলক বনবাস সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন।

রাজর্ষি পাণ্ডুর মরণানন্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব

অরণ্যবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অচিরকাল মধ্যে বেদবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সম্পূর্ণ খ্যাতি-লাভ করিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের এতাদৃশ অসম্ভাবিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলেই নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কৌরবকুল তদ্দর্শনে সহসা অসূয়া-পরবশ হইলেন। তৎপরে মহাবল সৌবল, ক্রূরকর্ম্মা, কর্ণ ও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, ইহাঁরা ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিগ্রহচেষ্টা ও নির্ব্বাসনের বাসনা করিলেন। দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শক্রমে রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি অন্নে বিষ সংযোগ করিয়া ভীমকে উপযোগ করিতে দিলেন। ভীমসেন সবিশেষ না জানিয়া বিষান্ন ভক্ষণ ও তাহা জীর্ণ করিলেন। অপর এক দিবস ভীম গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, এই অবসরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাঁহার হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া স্ব-নগরে প্রত্যাগমন করেন। পরে ভীম জাগরিত হইবামাত্র স্বয়ং বন্ধন ছেদন করিয়া উত্থিত হইলেন। একদা বৃকোদর নিদ্রায় অভিভূত আছেন, এমত সময়ে দুর্য্যোধন এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ সর্প দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দংশন করান, তাহাতেও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল না। মহামতি বিদুর পাণ্ডবদিগের সেই সেই বিপদ্ উদ্ধার বিষয়ে সতর্ক থাকিলেন। যেমন দেবরাজ স্বর্গস্থ হইয়াও জীবলোকের হিতসাধন করেন, তদ্রূপ বিদুর দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়াও পাণ্ডবগণের শুভসাধন করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন গুহ্য ও বাহ্য বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া পরিশেষে বৃষসেন ও দুঃশাসন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যনুসারে বারণাবতে জতুগৃহ প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করেন। পাণ্ডবগণ মাতৃ-সমভিব্যাহারে হস্তিনা হইতে বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিদুর তাঁহাদিগের মন্ত্রী ছিলেন। পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহ বাসের আদেশ দিলেন; তাঁহারা এক বৎসর কাল তথায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া পরিশেষে বিদুরের পরামর্শক্রমে এক সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত মনে রজনীযোগে জননী সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে পথিমধ্যে বিকটাকৃতি হিড়িম্ব রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। হিড়িম্ব মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ভীমসেন স্ববিক্রম-প্রভাবে তাহাকে বধ করেন। অনন্তর আত্মপ্রকাশ-ভয়ে ভীত হইয়া ঐ রজনীতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান কালে ভীমসেন হিড়িম্বানাম্নী রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে ঘটোৎকচ নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। পরে পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারিবেশে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিক্রম করেন। একদা মহাবল মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় বাহুবলে ক্ষুধার্ত্ত বকনামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রা নগরের উপদ্রব নিবারণ করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাঞ্চাল-দেশে আগমনপূর্ব্বক দ্রৌপদীলাভ করেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া পরিশেষে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হয়েন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অভ্যাগত পঞ্চপাণ্ডবকে কহিলেন, তোমাদিগের ভ্রাতৃবিগ্রহ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিতেছি, যেহেতু আমি খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগের বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাতে সম্মত হইলে না। অতএব এক্ষণে তোমরা কতিপয় গ্রাম লইয়া বাসার্থ সেই বিশাল-রথ্যাকলাপ-মণ্ডিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর। পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশক্রমে বহুমূল্য রত্নরাশি গ্রহণপূর্ব্বক স্বজনগণ সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন। পরে বাহুবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া এক-বৎসর তথায় অবস্থিত করেন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ এইরূপে শত্রু-দমন দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিতে লাগিলেন। মহাযশা ভীমসেন পূর্ব্বদিক্, অর্জ্জুন উত্তরদিক্, নকুল পশ্চিমদিক্, ও সহদেব দক্ষিণদিক্ জয় করিয়া এই সসাগরা ধরামণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। সূর্য্য ও সূর্য্যসদৃশ পঞ্চপাণ্ডব দ্বারা ধরণীমণ্ডল যেন ষট্ সূর্য্যে উদ্ভাসিত হইল।

একদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রাণ হইতে প্রিয়তর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে বনে যাইতে কহিলেন; পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তদীয় আজ্ঞাক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া ত্রয়োদশ মাস তথায় বাস করিলেন। পরে এক দিবস দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সুভদ্রানাম্নী ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। যেমন শচী ইন্দ্রকে পাইয়া এবং লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সুভদ্রা অর্জ্জুনকে পতিলাভ করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। পরে বাসুদেব সমভিব্যাহারে অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনুঃ, অক্ষয় তূণীর ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিলেন, এবং খাণ্ডবাগ্নি হইতে ময়দানবকে মোচন করিয়া দিলেন। ময়দানব তাঁহার প্রসাদে পরিত্রাণ পাইয়া নানাবিধ মণিকাঞ্চন-মণ্ডিত ও পরম রমনীয় এক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ময়নির্ম্মিত সভার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া শকুনির পরামর্শানুসারে কূট পাশ-ক্রীড়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের আদেশ দিলেন। ধর্ম্মরাজ তদনুসারে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বকীয় ধন-সম্পত্তি প্রার্থনা করেন। তাহা না পাওয়াতেই তাঁহাদিগের ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয়। পরিশেষে তাঁহারা বিপুল-পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্ব্বার আপন রাজ্য সম্পত্তি সমুদায় অধিকার করেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষে এইরূপে আত্মবিচ্ছেদ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

---

## দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! আমি ভারতীয় উপাখ্যান সংক্ষেপে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কুরুবংশীয়দিগের অতি বিচিত্র চরিত্র সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সন্তুষ্ট কর। পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশুদ্ধ চরিতাবলী সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইল না। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ যে কারণে অবধ্য জ্ঞাতিকুল সংহার করিয়াও লোকের প্রশংসাপাত্র হইয়াছিলেন, বোধ করি সে কারণ সামান্য কারণ নহে। আর তাঁহারা নিরপরাধী ও প্রতিবিধান-সমর্থ হইয়াও শত্রুকৃত দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, ইহারই বা কারণ কি? মহাবল মহাবাহু ভীমসেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কি কারণে ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলেন? পতিব্রতা দ্রৌপদী সভামধ্যে তাদৃশ অপমানিত হইয়াও কেন ক্রোধ চক্ষুঃ দ্বারা সেই দুরাত্মা কৌরবদিগকে ভস্মাবশেষ করিলেন না? যখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির দ্যূতে আসক্ত হয়েন, তখন ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব কেন তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না? কি প্রকারেই বা অর্জ্জুন একাকী হইয়া একমাত্র কৃষ্ণের সহায়তায় সেই প্রভূত কুরুসেনা পরাভূত করিয়াছিলেন? হে তপোধন! আপনি এই সকল বৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদিগের আচরিত অন্যান্য বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত এই পবিত্র উপাখ্যান অতি বিস্তীর্ণ, অতএব ইহা শ্রবণ করিবার সময় নির্দ্দেশ করুন, আমি আপনকার নিকট উহা সবিস্তার কীর্ত্তন করিব। সত্যবতী-পুত্র ভগবান্ ব্যাসদেব এই গ্রন্থে একলক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করাইবেন এবং যাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবতুল্য হইবেন। বেদব্যাস-প্রণীত এই পরম পবিত্র রমণীয় ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদ স্বরূপ। মহর্ষিগণ এই মহাভারতের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাতে অর্থ ও কাম বিষয়ক অশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এতৎশ্রবণে পরিনিষ্ঠাবতী বুদ্ধি জন্মে। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দানশীল সত্যস্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ ও অকৃপণ ব্যক্তিদিগকে মহাভারত শ্রবণ করাইয়া প্রচুর অর্থলাভ করেন। শ্রোতা অতি নিষ্ঠুর হইলেও এই অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণে রাহু হইতে মুক্ত চন্দ্রের ন্যায় ভ্রূণহত্যাদি মহাপাতক হইতেও আশু বিমুক্ত হইতে পারে। বিজিগীষু ব্যক্তিদিগের এই জয়াখ্য ইতিহাস শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। রাজারা ইহা শ্রবণ করিলে রাজ্য লাভ ও শত্রু পরাজয় করিতে পারেন। যদি কোন যুবা রাজা মহিষীর সহিত এই পুত্রফলপ্রদ পরম

স্বস্ত্যয়নস্বরূপ মহাভারত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বীর পুত্র বা রাজ্য-ভাগিনী কন্যা জন্মে। মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত এই মহাভারতই পবিত্র ধৰ্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র। এক ব্যক্তি বক্তা ও অন্যে ইহার শ্রোতা হয়েন। শ্রোতাদিগের পুত্র পৌত্রেরাও শুশ্রূষাপরায়ণ এবং ভৃত্যেরা প্রভুপরায়ণ হইয়া থাকে। যে নর মহাভারত শ্রবণ করেন, তিনি কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়েন। যাঁহারা বিদ্বেষ-বুদ্ধি শূন্য হইয়া এই ভারতবংশীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের ব্যাধিভয় ও পরলোকভয় নিবারণ হয়। বেদব্যাস স্ব-গ্রন্থে সৰ্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী মহাপ্রভাবশালী পাণ্ডবদিগের ও অন্যান্য রাজর্ষিদিগের কীৰ্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন। ইহা অতি বিচিত্র ও পবিত্র, শ্রবণ করিলে শ্রোত্রযুগল চরিতার্থ হয়। যে মানব জীবলোকে পুণ্যসঞ্চয় করিবার মানসে সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি সনাতন ধৰ্ম্ম লাভ করেন। যিনি অতি পূতমনে সৰ্ব্বলোক-প্রখ্যাত এই কুরুবংশীয় ইতিহাস কীৰ্ত্তন করেন, তাঁহার বংশপরম্পরা ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে। যদি বেদপারগ ব্রাহ্মণ ব্রতানুষ্ঠান-পরতন্ত্র হইয়া চারি বৎসর ও চারি মাস মহাভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। এই মহাভারতে দেবতা, রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের বিষয় বর্ণিত ও ভগবান্ বাসুদেবের সুচরিত কীৰ্ত্তিত আছে। ইহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি ও দেবী পাৰ্ব্বতীর অনির্ব্বচনীয় মহিমা এবং কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি ও গো ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এই মহাভারত নিখিল বেদের সমষ্টিস্বরূপ। অতএব ধৰ্ম্মবুদ্ধি লোকদিগের ইহা সৰ্ব্বদা শ্রবণ করা কৰ্ত্তব্য। যিনি প্রতি পৰ্ব্বাহে ব্রাহ্মণগণকে মহাভারত শ্রবণ করান, তাঁহার পাপনাশ ও নিত্যকাল ব্রহ্মলোকে বাস হয়। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে ভারতের অন্ততঃ এক চরণমাত্রও শ্রবণ করাইলে পিতৃলোক অক্ষয় অন্নপানে পরিতৃপ্ত হয়েন। মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা অহোরাত্রে অজ্ঞানকৃত যে সকল পাপ সঞ্চিত হয়, মহাভারত শ্রবণ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। এই গ্রন্থে ভরতবংশীয় রাজাদিগের মহাবংশ বর্ণিত আছে বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। যিনি এই মহাভারতের সমুদায় সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন, তাঁহার সকল পাপ অপগত হয়। এই অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করাইলে শ্রোতা মহাপাতক হইতে পরিত্রাণ পায়। মহর্ষি ব্যাস প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর নিয়মিত তপোজপাদির অব্যাঘাতে তিন বৎসরে এই মহাভারত রচনা করেন; অতএব নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কৰ্ত্তব্য। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-প্রোক্ত এই অপূৰ্ব্ব মহাভারতীয় কথা যিনি শ্রবণ করান ও যাঁহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকে জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আর পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না। যে নর ধৰ্ম্মকামনায় এই ইতিহাসের আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ করেন, তাঁহার সকল বাসনা সফল হয় ও চরমে দেবলোকে গমন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। সমুদ্র ও মহাগিরি সুমেরু যেমন রত্নাকর বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইরূপ বহুবিধ সুচারু শব্দে অলঙ্কৃত এইরমণীয়তর মহাভারতও এক অত্যুৎকৃষ্ট ইতিহাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে ব্যক্তি অর্থীদিগকে এই শ্রবণ-সুখকর মহাভারত প্রদান করেন, তাঁহার সসাগরা পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়। মহারাজ! পুণ্যসঞ্চয় ও বিজয়লাভের নিমিত্ত এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন। এই মহাভারতে যাহা বর্ণিত আছে তাহা অন্যত্রও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে যাহা নাই তাহা আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না।

---

## ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরুবংশে উপরিচর নামে এক পরম ধাৰ্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার অপর নাম বসু। তিনি সৰ্ব্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাজ বসু ইন্দ্রের উপদেশ ক্রমে রমণীয় চেদিরাজ্য অধিকার করেন। পরে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূৰ্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন, ইনি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয় ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া সান্ত্ব বাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। দেবতারা কহিলেন, মহারাজ! যাহাতে পৃথিবী-মধ্যে ধৰ্ম্ম সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহাই তোমার অবশ্য কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম। তুমি ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া, লোক সকল স্বধৰ্ম্মে ব্যবস্থিত আছে। ইন্দ্র কহিলেন, হে

নরনাথ! তুমি অবহিত ও নিয়মশালী হইয়া সতত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর,তাহা হইলেই নিত্য ও পবিত্র লোক দেখিতে পাইবে। তুমি ভূলোকে থাকিয়াও আমার প্রিয়সখা হইলে। তোমাকে এক সদুপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর, এই ভূমণ্ডলের মধ্যে যে প্রদেশ অতি রমণীয়, পবিত্র ও উর্ব্বরাক্ষেত্র-বিশিষ্ট এবং পশ্বাদির আবাস ও বিচিত্র ধন-ধান্য-সম্পন্ন তুমি সেই দেব-মাতৃক প্রদেশে অবস্থিতি কর।

হে চেদিরাজ! চেদিদেশ প্রভূতধনরত্নাদি-বিশিষ্ট, তুমি তথায় গিয়া বাস কর। ঐ জনপদের অধিবাসীরা ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু। অধিক কি বলিব, তাহারা পরিহাস-ক্রমেও কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করে না। পুত্রেরা পিতার হিতকার্য্যে তৎপর হইয়া একান্নে বাস করে। তত্রস্থ লোকেরা দুর্ব্বল বলীবর্দ্দদিগকে ভারবাহন বা কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করে না। তথায় ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে মানপ্রদ! ত্রিলোকে যে সকল ঘটনা হইবে আমার প্রসাদে কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না। মনুষ্যের মধ্যে কেবল তুমিই মদ্দত্ত এই দিব্য স্ফটিকনির্ম্মিত আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিয়া বিগ্রহবান্ দেবতার ন্যায় গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। আর তোমাকে এই বৈজয়ন্তীনাম্নী অম্লানপঙ্কজ মালা অর্পণ করিতেছি,এই মালা সংগ্রাম কালে তোমাকে রক্ষা করিবে ও ইহার প্রভাবে তুমি অক্ষত শরীরে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে পারিবে। এই সুবিখ্যাত ইন্দ্রমালা তোমার একমাত্র অসাধারণ চিহ্নস্বরূপ হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র রাজার প্রীতি-বিস্তার করিবার উদ্দেশে শিষ্টপ্রতিপালনী নামে এক বেণু-যষ্টি প্রদান করিলেন। সম্বৎসর অতীত হইলে ভূপতি শচীপতির আরাধনার নিমিত্ত সেই বেণুযষ্টি পৃথিবীতে প্রোথিত করিতেন। পরদিবস সেই বেণুযষ্টি গন্ধমাল্য ও বসন ভূষণে বিভূষিত করিয়া উত্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে ইন্দ্রের পূজা করিতেন। তদবধি অন্যান্য ক্ষিতিপালেরাও তন্নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ইন্দ্র বসুরাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া হংসরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক অবনীতে অবতীর্ণ হইতেন, এবং সেই প্রকার আকারেই পূজা স্বীকার করিয়া কহিতেন, মহারাজ! তুমি যেরূপ সৎকার করিলে তাহাতে আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম। এক্ষণে কহিতেছি যে সকল রাজা আমার প্রীত্যুদ্দেশে এই উৎসব করিবেন বা অন্য দ্বারা এই উৎসব করাইবেন,তাঁহাদিগের রাজ্যে ধনসমৃদ্ধির বৃদ্ধি ও বিজয়লাভ হইবে, এবং তৎপ্রদেশবাসীরা সর্ব্বদা সন্তোষে থাকিবে। হে মহারাজ! এইরূপে বসুরাজ ইন্দ্র কর্তৃক অভিহিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ যে নর ভূমি ও রত্নাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রোৎসব করিয়া থাকেন, তিনি পূজিত হয়েন। চেদীশ্বর বসু বরদান ও শক্রোৎসবের উপদেশ কথন দ্বারা ইন্দ্র কর্তৃক সম্মানিত হইয়া এই পৃথিবী ধর্ম্মতঃ পালন করিতেন এবং সুরপতির সন্তোষার্থে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রোৎসব করিতেন।

মহারাজ! বসুর মহাবল পরাক্রান্ত পাঁচ পুত্র ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম বৃহদ্রথ। ইনি মগধদেশে মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অপর পুত্রের নাম প্রত্য-গ্রহ। আর একটির নাম কুশাম্ব, কেহ কেহ ইহাঁর নাম মণিবাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্য পুত্রের নাম মাবেল্ল। অপরের নাম যদু। অমিত পরাক্রমশালী বসু-রাজার এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে যিনি যে দেশে অভি-ষিক্ত হইয়াছিলেন সেই দেশ তাঁহার নামে বিখ্যাত হই-য়াছে। সেই ইন্দ্রতুল্য পঞ্চভূপতির পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলী হইয়াছিল। যখন সেই বসুরাজা ইন্দ্রের প্রসাদলব্ধ সেই স্ফটিকনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগে আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেন, তৎকালে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল আসিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেন। তিনি উপরি ভ্রমণ করিতেন এই নিমিত্ত উপরিচর নামে প্রখ্যাত হইয়া ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন অচল কামান্ধ হইয়া স্রোতস্বতী-সম্ভোগাভিলাষী হওয়াতে [illegible] তাহার শিরোদেশে পদাঘাত করিয়া[illegible]। রাজার পাদ-প্রহারে পর্ব্বতবর বিদীর্ণ হইল। অতি বেগবতী স্রোত-স্বতী শুক্তিমতী [illegible] প্রহারমার্গদ্বারা বহির্গত হইতে লাগিল। উক্ত নদীর গর্ভে কোলাহলের এক পুত্র ও এক [illegible]। নদী প্রীতমনে সেই কন্যা ও পুত্র

লইয়া রাজাকে সমর্পণ করিল। বসুপ্রদ বসুরাজ সেই পুত্রকে আপন সৈন্যাধিকারে নিয়োগপূর্ব্বক কন্যাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিলেন। গিরিবালা গিরিকা ঋতুস্নাতা ও শুচি হইয়া সন্তান বাসনায় রাজাকে আপন অবস্থা নিবেদন করিল। দৈবযোগে সেদিবস রাজার পিতৃলোকেরা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে মৃগয়া করিতে আদেশ দিলেন। রাজা তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন, কিন্তু অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা গিরিকা তাঁহার স্মৃতিপথে সতত জাগরূক ছিলেন। রাজা সেই রমণীয় বসন্তকালে মৃগয়াক্রমে অশোক, চম্পক, চুত, অতিমুক্ত, পুন্নাগ, কর্ণিকার, বকুল, পাটল, চন্দন, অর্জ্জুন, প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষে পরিশোভিত; কোকিলালাপ মুখরিত; মধুমত্ত মধুকরের ঝঙ্কারে সঙ্কুলিত; চৈত্ররথতুল্য মনোহর; এক কাননে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু গিরিকাবিরহে নিতান্ত কাতর ও দুর্দ্দান্ত মদনবাণে একান্ত অধীর হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিকসিত অশোক তরু অবলোকন করিলেন। তিনি সেই তরুমূলে সুখাসীন হইয়া বায়ুসেবন দ্বারা অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এই অবসরে তাঁহার রেতস্খলন হইল। রেতঃ নিতান্ত নিষ্ফল না হয় এই মনে করিয়া চেদিরাজ এক পত্রপুটে তাহা ধারণ করিলেন। পরে পত্নীর ঋতুকাল ও আপনার রেতঃ বিফল না হয় মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া রাজা মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক বীজ শোধন করিয়া সমীপবর্ত্তী অতি দ্রুতগামী এক শ্যেন পক্ষীকে কহিলেন, হে সৌম্য! অদ্য আমার মহিষীর ঋতুকাল, অতএব তুমি অতি সত্বর আমার এই রেতঃ লইয়া তাঁহাকে প্রদান কর।

বেগবান্ শ্যেন সেই শুক্র লইয়া আকাশ পথে উড্ডীন হইল। পথিমধ্যে আর একটি শ্যেন পক্ষী ঐ দ্রুতগামী শ্যেনের তুণ্ডাগ্রে স্থিত শুক্র দেখিয়া আমিষ আশঙ্কা [illegible] তাহার নিকট আসিল, এবং মাংসখণ্ড বলপূর্ব্বক লইব এই ভাবে তাহার সহিত তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধ করিতে করিতে সেই শুক্র যমুনার জলে পতিত হইল। তথায় অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপ প্রভাবে মীনরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাস করিত। সেই মৎস্যরূপা অদ্রিকা শীঘ্র আসিয়া শ্যেন-তুণ্ড-পরিভ্রষ্ট বীজ ভক্ষণ করিল। বীজ ভক্ষণের পর দশম মাসে মৎস্যোপজীবীরা সেই মৎস্যীকে জালে বদ্ধ করিল অনন্তর তাহার উদরাভ্যন্তর হইতে এক কন্যা ও এক পুত্র বহির্ভূত হইল। মৎস্যজীবীরা এই অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ দুই সন্তানকে ভূপাল সমক্ষে লইয়া গিয়া নিবেদন করিল "মহারাজ! এক মৎস্যীর গর্ভে এই দুই মানুষ জন্মিয়াছে।" উপরিচর রাজা সেই মৎস্যীগর্ভসম্ভূত পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। সেই মৎস্যীপুত্র পরম ধার্ম্মিক ও স্থির-প্রতিজ্ঞ মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। শাপপ্রদান কালে ভগবান্ ইন্দ্র অপ্সরা অদ্রিকাকে কহিয়াছিলেন, তুমি মানুষ প্রসব করিয়া শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। এক্ষণে সেই নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত দেখিয়া মৎস্যরূপা অপ্সরাঃ মৎস্যরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় পূর্ব্বাকার স্বীকার করিয়া আকাশপথে প্রস্থান করিল। মৎস্যীগর্ভসম্ভূতা দুহিতা রাজার আদেশক্রমে সেই মৎস্যজীবীর কন্যা হইল। মৎস্যঘাতীর সম্পর্কে তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হইয়াছিল, ফলতঃ তাহার নাম সত্যবতী। সত্যবতী পিতৃ-শুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা নদীতে নাবিকের কার্য্য করিত।

একদা পরাশর ঋষি তীর্থ-পর্য্যটন ক্রমে যমুনায় উপস্থিত হইয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী মুনিজন-মনোহারিণী সুচারুহাসিনী দাসনন্দিনীকে দেখিবামাত্র মদনবেদনায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। সে কহিল, ভগবন্! ঐ দেখুন নদীর উভয় পারে পার হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ উপস্থিত আছেন, এ অবসরে কিরূপে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তাহার এই কথা শুনিয়া ঋষিবর পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রদেশ তমোময় করিলেন। ঋষিসৃষ্ট কুজ্ঝটিকা দৃষ্টে কন্যা লজ্জিতা ও বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিল, ভগবন্! আমি পিতার অধীন। অদ্যাবধি আমার বিবাহ হয় নাই। আপনার সহযোগে আমার কুমারীভাব দূষিত হইবে। কন্যাভাব দূষিত হইলে কিরূপে গৃহে প্রবেশ করিব এবং কি প্রকারেইবা লোক সমাজে জীবন ধারণ করিব। হে ভগবন্! এই সমস্ত আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া যাহা উচিত হয়, বিধান করুন। পরাশর শুনিয়া প্রীতমনে কন্যাকে কহিলেন, হে ভীরু! আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না।

আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। আমার প্রসন্নতা কখনই নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার এই কথা শুনিয়া কন্যা কহিল, আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে সৌগন্ধ নির্গত হউক। ঋষি "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন। অনন্তর ধীবরকন্যা অভীষ্ট বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষির মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিল। তদবধি সেই যুবতীর নাম গন্ধবতী বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল। লোকে এক যোজন অন্তর হইতে তাহার গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ পাইত, এই নিমিত্ত তাহার অপর একটি নাম যোজনগন্ধা হইয়াছিল।

সত্যবতী এইরূপে যমুনা নদীর দ্বীপে এক পুত্র প্রসব করিলেন। প্রভূততেজাঃ পরাশর-পুত্র মাতৃ-নিদেশক্রমে তপস্যায় অভিনিবেশ করিলেন, এবং জননীকে কহিলেন, মাতঃ! কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিব। এইরূপে পরাশরের ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি যমুনাদ্বীপে জন্মেন এই নিমিত্ত তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের পাদক্ষয় ও মনুষ্যদিগের আয়ুঃ ও শক্তির হ্রাস দেখিয়া বেদের স্থায়িত্ব ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকূলতা প্রযুক্ত বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। মহর্ষি বেদব্যাস সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন এবং আপন পুত্র শুকদেবকে বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। তাঁহারাই ভারতের পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রকাশ করেন।

মহাবীর্য্য মহাযশাঃ শান্তনুপুত্র ভীষ্ম অষ্টবসুর সহযোগে গঙ্গাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। অণীমাণ্ডব্য-নামক এক মহর্ষি ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন। সেই বেদবেত্তা মহাযশাঃ ভগবান্ চৌর্য্যাপবাদে শূলে আরোপিত হয়েন। তিনি শূলারোপণ কালে ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমি শৈশবকালে ইষীকাস্ত্র দ্বারা এক শকুন্তিকাকে বিদ্ধ করিয়াছিলাম। আমার স্মরণ হইতেছে, সেই এক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। তদ্ভিন্ন আর কোন পাপকর্ম্ম করি নাই। কিন্তু আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণ তপস্যা করিয়াছি, তদ্দ্বারা কি আমার সেই পাপের শান্তি হয় নাই? অন্যান্য প্রাণিবধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণবধ গুরুতর পাতক। হে ধর্ম্ম! তুমি ব্রাহ্মণবধ করিতে উদ্যত হওয়াতে এক্ষণে তোমার অন্তরে পাপের সঞ্চার হইয়াছে, অতএব আমি অভিশাপ দিতেছি তুমি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্ম তদীয় শাপপ্রভাবে বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। বিদুরের শরীরে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম আবির্ভূত আছেন। সূত গবল্গণ হইতে মুনিতুল্য সঞ্জয় সঞ্জাত হয়েন। কুন্তীর কন্যাকাবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে তদীয় গর্ভে মহাবল কর্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। সর্ব্বলোক-পূজিত, জগৎকর্ত্তা, অনাদিনিধন নারায়ণ লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হয়েন। লোকে যাহাকে অব্যক্ত, অবিনাশী, ব্রহ্ম, ত্রিগুণাত্মক, আত্মা, অব্যয়, প্রকৃতি, প্রভব প্রভু, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ধ্রুব, অক্ষয়, অনন্ত, অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, বিধাতা, অজ, মোক্ষ-স্বরূপ এবং নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; সেই সর্ব্বভূত পিতামহ ধর্ম্মসম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত অন্ধক বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হয়েন। অস্ত্রজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা সত্যক ও হৃদিকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। এক দ্রোণীতে অর্থাৎ কুম্ভে উগ্রতপাঃ মহর্ষি ভরদ্বাজের রেতঃপাত হয়, তাহাতেই দ্রোণাচার্য্যের জন্ম হইল। অশ্বত্থামার জননী কৃপী ও মহাবল কৃপ, শরৎকালীন শরস্তম্বে প্রসিক্ত গৌতমের রেতঃ হইতে উদ্ভূত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য হইতে অশ্বত্থামা জন্ম গ্রহণ করিলেন। প্রভূত-পরাক্রমশালী প্রদীপ্ত অনল সম তেজস্বী ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞবেদী হইতে আবির্ভূত হয়েন। ঐ যজ্ঞবেদী হইতে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী গুণবতী দ্রৌপদীও জন্ম গ্রহণ করেন। পরে প্রহ্লাদের শিষ্য নগ্নজিৎ ও সুবলের জন্ম হইল। গান্ধাররাজ সুবলের শকুনি নামে এক পুত্র ও দুর্য্যোধনের জননী গান্ধারী নামে কন্যা জন্মিল। কিন্তু দৈবকোপে শকুনি অধার্ম্মিক হইয়াছিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডু ব্যাসের ঔরসে মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিলেন। দ্বৈপায়নের ঔরসে শূদ্রযোনিতে ধর্ম্মার্থবেত্তা ধীমান্ বিদুর জ[illegible] পাণ্ডু রাজার দুই স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ পুত্র হয়। [illegible] হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম, ইন্দ্র হইতে [illegible]শাস্ত্র-বিশারদ অর্জ্জুন, এবং অশ্বিনীতনয়দ্বয় হইতে অতি রূপবান যমজ নকুল ও সহদেব। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবান্ ছিলেন।

ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি একশত পুত্র জন্মে, এবং তাঁহার যুযুৎসু ও করণ নামে আর দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তদনন্তর দুঃশাসন, দুঃসহ,দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, বৈশ্যাপুত্র, যুযুৎসু, এই একাদশ মহারথ জন্মিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিনেয় ও মহাত্মা পাণ্ডুর পৌত্র। এক দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ, ভীমসেনের ঔরসে সুতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের ঔরসে শতানীক, এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতসেন, এই পঞ্চপুত্র জন্মে। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। দ্রুপদ রাজার শিখণ্ডী-নাম্নী এক কন্যা জন্মে। স্থূলনামে এক যক্ষ আপন প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে যাহাকে পুরুষ করিয়া রাখিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধে শতসহস্র রাজা সংগ্রাম-বাসনায় সমাগত হইয়াছিলেন। সেই অসংখ্য রাজগণের নাম অযুত বর্ষেও নির্দ্দেশ করা দুষ্কর, অতএব এই উপাখ্যানের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহাদিগেরই নাম কীর্ত্তিত হইল।

---

## চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে সমস্ত রাজার নাম কীর্ত্তন করিলেন, এবং যাঁহাদিগের নাম অকীর্ত্তিত রহিল,তাঁহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! সেই মহারথ, দেবকল্প ভূপালেরা যে নিমিত্ত এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বলুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, এই রহস্য দেবতারাও জানেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া সেই রহস্য আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, অবধান করুন। পূর্ব্বকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ভগবান্ ভার্গব ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করিলে ক্ষত্রিয়রমণীগণ সুতার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সমাগত ক্ষত্রিয়কুলকামিনীগণের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতেন। কিন্তু কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে তাঁহাদিগের সহবাস করিতেন না। ক্ষত্রিয়াঙ্গনারা এইরূপে ব্রাহ্মণ-সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সাতিশয় বীর্য্যবান পুত্র ও কন্যা সকল প্রসব করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ক্ষত্রিয়বংশ পুনর্ব্বার ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইল, এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণ পুনঃসংস্থাপিত হইল। তৎকালে তির্য্যগ্‌যোনি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণিগণও ঋতুকাল উপস্থিত হইলেই ভার্য্যা সম্ভোগ করিত। কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে কদাচ স্ত্রীসংসর্গ করিত না। কেবল ঋতুকালে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে যে সন্তান জন্মে, তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ, নির্ব্যাধি ও নিরাধি হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে। ক্ষত্রিয়েরা পর্ব্বতবন-সমাকীর্ণা এই সসাগরা পৃথ্বীর অধীশ্বর হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় সকলেই অতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহারা কাম ক্রোধ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত না হইয়া দোষাশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধর্ম্মতঃ দণ্ডবিধানে তৎপর হইলেন, এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা প্রযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র যথাকালে বারি বর্ষণ করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে লোকের অকালমৃত্যু হইত না বা যৌবনকাল আগত না হইলে কেহ দারপরিগ্রহ করিত না। এইরূপে সসাগরা ধরা দীর্ঘজীবী প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইল। সেই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা প্রচুর ধনদানপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা কদাচ বেদ বিক্রয় বা শূদ্র সন্নিধানে বেদোচ্চারণ করিতেন না। বৈশ্যেরা বলবান্ বলীবর্দ্দ দ্বারাই কৃষি কর্ম্ম করিত। দুর্ব্বল গোসকলকে ভারবাহন কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিত। ফেনপায়ী বৎস সত্ত্বে কেহ গো-দোহন করিত না। বণিকেরা কূট পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিত না। সকল লোকেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সদাচার তৎপর ছিল। তৎকালে ধর্ম্মের কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই। নারীগণ ও ধেনুগণ যথাকালে সন্তান প্রসব করিত। তরুমণ্ডলী যথাসময়ে ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ হইত। সত্যযুগে পৃথিবী এইরূপ বহুসংখ্যক লোকে সমাকীর্ণ হয়।

মনুষ্যলোকের অভ্যুদয়কালে রাজাদিগের ক্ষেত্রে অসুরেরা জন্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। অসুরেরা

সুরগণ কর্তৃক বহুশঃ পরাজিত এবং ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিতে লাগিল। তাহারা ভূলোকে দেবতুল্য প্রভাব অভিলাষ করিয়া গো, মৃগ, হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, রাক্ষস প্রভৃতি ভূতযোনিতে উৎপন্ন হইতে লাগিল। জাত ও জায়মান অসুরের ভরে ধরামণ্ডল আপনাকে ধারণ করিতে অক্ষম হইল। অনন্তর দনুর ঔরসে দিতির গর্ব্ভে কতকগুলি অসুর জন্মিল। প্রবল পরাক্রান্ত অতি দুর্দ্দান্ত মদোৎসিক্ত দানবেরা এইরূপে সসাগরা পৃথিবী ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণ ও অন্যান্য প্রাণিগণকে নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রাণীদিগকে নিহত ও আহত করিয়া আশ্রমবাসী মহর্ষিদিগের উপর বহুবিধ উপদ্রব করিত এবং পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বদা লোকের অনিষ্ট চেষ্টা করিত। হে মহারাজ! তৎকালে অনন্তদেবও দৈত্যভারাক্রান্ত সসাগরা সপর্ব্বতা ধরা ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে বসুমতী নিতান্ত শঙ্কিতা হইয়া সর্ব্বভূত-পিতামহ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ধরণী তথায় উপনীত হইয়া মহানুভাব দেব, দ্বিজ ও মহর্ষিগণে পরিবৃত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ কর্তৃক সেবিত, অবিনাশী, সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মাকে দেখিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখীনা হইয়া প্রণাম করিলেন। শরণার্থিনী অবনী সমাগত সমস্ত লোকপালদিগের সমক্ষে ব্রহ্মাকে আত্মসম্বাদ নিবেদন করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ ব্রহ্মা তৎপূর্ব্বেই ভূমির অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন। বিশ্বনির্ম্মাতা বিধাতা সর্ব্বদা সকল লোকের মনোমন্দিরে জাগরূক আছেন, সুতরাং তাঁহার পৃথিবীর অভিপ্রায় জানা নিতান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। তখন তিনি পৃথ্বীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বসুন্ধরে! তুমি যে কারণে আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, আমি তোমার সেই বিপদ্ নিরাকরণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে নিয়োগ করিব। এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে পৃথিবীকে বিদায় করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা ভূমির ভার হরণ ও অসুরদিগের অনিষ্ট সাধন করিবার নিমিত্ত অংশক্রমে ভূতলে জন্ম গ্রহণ কর এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা নরলোকে যাইয়া উদ্ভূত হও। সুরগুরু-ব্রহ্মার এই হিতকর বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন, এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট উপনীত হইলেন। ইন্দ্র ভগবান্ চক্রপাণিকে ভূভার হরণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে পরামর্শ দিলেন।

আদিবংশাবতরণিকা সমাপ্তা।

---

## সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

### পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণের সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দেবগণকে অংশক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর দেবগণ অসুর-বিনাশ দ্বারা প্রজাগণের হিতসাধন করিবার মানসে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কেহ ব্রহ্মর্ষিবংশে কেহ বা রাজর্ষিবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বাল্যকালেই এরূপ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন যে, দানব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ রাক্ষস ও নরমাংস-লোলুপ অন্যান্য জন্তুগণকে অবলীলাক্রমে বধ করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন; হে মুনিসত্তম! আমি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মানব, ও যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি অন্যান্য জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিতে বাসনা করি, অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তার বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া সুরাসুর প্রভৃতির জন্ম-মরণ-বৃত্তান্ত সবিশেষ রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু নামে ছয় মানস পুত্র জন্মেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ হইতেই এই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে। হে মহারাজ! অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু, এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপের ভার্য্যা ছিলেন। ইঁহাদের গর্ব্ভে কশ্যপের মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য সন্তান সমুৎপন্ন হয়। হে রাজন্! অদিতির গর্ব্ভে যথাক্রমে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ,

অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামে দ্বাদশ আদিত্য জন্মেন। আদিত্যগণের সর্ব্বকনিষ্ঠ বিষ্ণু সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ। দিতির গর্ভে একমাত্র পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর পঞ্চপুত্র; প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাস্কল; ইহাঁরা সকলেই সুবিখ্যাত ছিলেন। প্রহ্লাদের তিন পুত্র; বিরোচন, কুম্ভ ও নিকুম্ভ। বিরোচনের পুত্র বলি; ইনি ভুবন-বিশ্রুত ছিলেন। বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বাণ; ইনি বহুকালাবধি ভূতনাথ ভবানীপতির আরাধনা করিয়া মহাকাল নামে বিখ্যাত হন। প্রথম, রাজা, বিপ্রচিত্তি, মহাযশাঃ, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, বিশ্রুত, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, দানবন, অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অশ্বশঙ্কু, বীর্য্যবান্, গগনমূর্দ্ধা, বেগবান্, কেতুমান্, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুহুণ্ড, মহাবল, একপাদ, একচক্র, বিরূপাক্ষ, মহোদর, নিচন্দ্র, নিকুম্ভ, কুপট, কপট, শরভ, শলভ, সূর্য্য, চন্দ্রমাঃ, এই চত্বারিংশৎ পুত্র দনুর গর্ভে জন্মে। একাক্ষ, অমৃতপ, প্রলম্ব, নরক, বাতাপী, শত্রুতপন, শঠ, গরিষ্ঠ, চবনায়ু, দীর্ঘজিহ্ব, এই দশ দানবের পুত্র পৌত্রাদি অসংখ্য। চন্দ্রার্ক-বিদ্বেষী রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা ও চন্দ্রমর্দ্দন, এই কয়েকটি পুত্র সিংহিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সিংহিকা ক্রূরস্বভাবা ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ ক্রোধপরবশ, ক্রূরকর্ম্মা ও অরিমর্দ্দন বলিয়া লোকে বিখ্যাত। দনায়ুর চারি পুত্র; বিক্ষর, বল, বীর ও বৃত্র। বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা, শক্র প্রভৃতি শমন-সদৃশ প্রহর্ত্তা দানবেরা কালার পুত্র। ইহাঁরা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ও অরিমর্দ্দন ছিলেন। ঋষিপুত্র শুক্র অসুরগণের উপাধ্যায় ছিলেন। শুক্রের চারি পুত্র; ত্বষ্টাধর, অত্রি এবং অপর দুই জন। ইহাঁরা চারি জনেই সূর্য্যসম তেজস্বী ও ব্রহ্মলোক-পরায়ণ ছিলেন। ইহাঁরাই অসুরগণের যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। হে রাজন্! পুরাণে যেরূপ শ্রুত আছে তদনুসারে দেবাসুরগণের বংশ কীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু যে যে দেবতা বা দানবের নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রাদি অসংখ্য। অশেষরূপে তাঁহাদিগের নাম নির্দ্দেশ করা অতিশয় দুঃসাধ্য। তার্ক্ষ্য, রিষ্টনেমি, গরুড়, অরুণ, আরুণি ও বারুণি ইহাঁরা বিনতার পুত্র। শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কূর্ম্ম ও কুলিক, ইহাঁরা কদ্রুর পুত্র। ভীমসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, সত্যবাক্, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীম, চিত্ররথ, শালিশিরাঃ, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, এই ষোড়শ পুত্র মুনির গর্ভে জন্মেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ দেবতা, কেহ কেহ গন্ধর্ব্ব। প্রধার গর্ভে অনবদ্যা, মনু, বংশা, অসুরা, মার্গণপ্রিয়া, অনুপা, সুভগা, ও ভাসী, এই কয়েকটি কন্যা এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হী, পূর্ণায়ুঃ, ব্রহ্মচারী, রতিগুণ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, ভানু, ও সুচন্দ্র, এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে কথিত আছে মহাভাগা প্রধাদেবী দেবর্ষির ঔরসে পরম পবিত্র সুবিখ্যাত অপ্সরোবংশে সমুৎপন্ন হন। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রম্ভা, মনোরমা, কেশিনী, সুবাহু, সুরতা, সুরজা ও সুপ্রিয়া এই কএকটি কন্যা এবং অতিবাহু, হাহা, হুহু, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ও ব্রাহ্মণ, অমৃত গো, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানাবিধ অপত্য কপিলা হইতে সমুৎপন্ন হয়। হে রাজন্! আমি তোমার নিকট গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভুজঙ্গ, সুপর্ণ, রুদ্র, মরুৎ এবং গোব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত জীবগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হৃদয়ে এই শ্রবণানন্দদায়ক সর্ব্বপ্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করে ও অন্যকে শুনায় তাহার আয়ুঃ, পুণ্য ও যশঃ বৃদ্ধি হয়। আর যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ সন্নিধানে নিয়মপূর্ব্বক ইহা পাঠ করে, তাহার ইহকালে ধন ও যশঃ এবং পরকালে সদ্গতিলাভ হয়।

---

## ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! পূর্ব্বে আপনাকে কহিয়াছি যে, মরীচি প্রভৃতি অতি বীর্য্যবান্ ছয়জন মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। মৃগব্যাধ; সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহি, বুধ্য, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাণু, ও ভর্গ, স্থাণুর এই একাদশ পুত্র; ইহাঁদিগকেই একাদশ রুদ্র কহে। অঙ্গিরার তিন পুত্র, বৃহস্পতি, উতথ্য ও সম্বর্ত্ত; ইহাঁরা সর্ব্বলোকবিখ্যাত। হে নরনাথ! শ্রুত আছে অত্রির অনেক পুত্র; তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ, সিদ্ধ ও শমগুণাবলম্বী মহর্ষি। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাক্ষস, বানর, কিন্নর ও যক্ষগণ, ধীমান্ পুলস্ত্যের পুত্র। শলভ, সিংহ, কিম্পুরুষ,

ব্যাঘ্র ও ঈহামৃগগণ পুলহ হইতে সমুৎপন্ন হয়। ক্রতুর পুত্রগণ স্বীয় পিতার সদৃশ প্রতাপশালী সূর্য্যসহচারী ত্রিভুবন-বিশ্রুত ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। হে ধরানাথ! শান্তিগুণাবলম্বী, তপঃপরায়ণ ভগবান্ দক্ষঋষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ও তাঁহার পত্নী প্রজাপতির বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়েন। মহর্ষি দক্ষ ঐ ভার্য্যার গর্ব্ভে পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করেন। মহর্ষির পুত্র জন্মে নাই, এই নিমিত্ত তিনি ঐ সকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণকে পুত্রিকা করিয়াছিলেন। হে রাজন্! মহর্ষি দক্ষ ঐ পঞ্চাশটি কন্যার মধ্যে ধর্ম্মকে দশটি, কশ্যপকে ত্রয়োদশটি ও চন্দ্রকে সাতাইশটী বেদ-বিধানুসারে সম্প্রদান করেন। ধর্ম্ম, চন্দ্র ও কশ্যপের ধর্ম্মপত্নীদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী। লোকবিশ্রুতা সময়বোধিকা নক্ষত্ররূপিণী অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাইশটী চন্দ্রের ভার্য্যা। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র মনু। মনুর পুত্র প্রজাপতি। ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই অষ্টবসু প্রজাপতি হইতে সমুৎপন্ন হয়েন। ইহাঁদের মধ্যে ধর ও ব্রহ্মবিৎ ধ্রুব ধূম্রার গর্ব্ভে জন্মেন; সোম মনস্বিনীর গর্ব্ভে, অহঃ রতার গর্ব্ভে, অনিল শ্বাসার গর্ব্ভে, অনল শাণ্ডিলার গর্ব্ভে, প্রত্যূষ ও প্রভাস প্রভাতার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধরের দুই পুত্র, দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। সংহারকর্ত্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র। সোমের পুত্র বর্চ্চাঃ, যদ্দ্বারা লোক বর্চ্চস্বী হয়। শিশির, প্রাণ ও রমণ ইহাঁরা মনোহরার পুত্র। জ্যোতিঃ, শম, শান্ত ও মুনি ইহাঁরা অহের ঔরসে জন্মেন। শরবনবাসী শ্রীমান্ কুমার অগ্নির পুত্র। শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিনজন কার্ত্তিকেয়ের অনুজ। কুমার কৃত্তিকা কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনিলের ভার্য্যা শিবা, তাঁহার গর্ব্ভে মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি নামে অনিলের দুই পুত্র জন্মে। দেবল ঋষি প্রত্যূষের পুত্র। দেবলের দুই পুত্র, তাঁহারা সাতিশয় ক্ষমাবান্ ও বিদ্বান্ ছিলেন। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী যোগাসক্তা বরস্ত্রী সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। ইহাঁর গর্ব্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে শিল্পপ্রজাপতি দেবসূত্রধর বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সর্ব্ব শিল্পকরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দেবতাদিগের সমুদয় অলঙ্কার ও বিমানাদি বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন। ইহাঁর শিল্পকার্য্য উপজীব্য করিয়া মনুষ্যেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং শিল্পোপজীবী লোকেরা সেই অক্ষয় বিশ্বকর্ম্মাকে পূজা করিয়া থাকে।

সর্ব্বলোক সুখাবহ ভগবান্ ধর্ম্ম নর-কলেবর ধারণ পুরঃসর ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়েন। ধর্ম্মের তিন পুত্র; শম, কাম ও হর্ষ। শমের পত্নী প্রাপ্তি কামের স্ত্রী রতি ও হর্ষের ভার্য্যা নন্দা। ইহাঁদিগকে অবলম্বন করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে। ঘোটকী-রূপধারিণী ত্বাষ্ট্রী সবিতার স্ত্রী। ইনি অন্তরীক্ষে অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়কে প্রসব করেন। হে রাজন্! মরীচির পুত্র কশ্যপ হইতে সুরাসুরগণ জন্মেন। অতএব ভগবান্ কশ্যপ হইতেই সমস্ত লোকের উৎপত্তি হইয়াছে, বলিতে হইবে।

অদিতির গর্ব্ভে ইন্দ্রাদি দ্বাদশ পুত্র জন্মেন। সর্ব্বজগৎ-পালনকর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ। রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, বসু, ভার্গব ও বিশ্বদেব এই নবতি দেবতার নাম কীর্ত্তিত হইল। এক্ষণে ইহাঁদের বংশাবলী, পক্ষ ও গণ কীর্ত্তন করিতেছি। বিনতানন্দন গরুড় ও বলবান্ অরুণ এবং বৃহস্পতি ইহাঁরা আদিত্য মধ্যে পরিগণিত। অশ্বিনী কুমারদ্বয়, গুহ্যকগণ, যাবতীয় ওষধি ও সমস্ত পশুগণ দেবতা মধ্যে পরিগণিত। লোকে আনুপূর্ব্বিক ইহাঁদের নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ভগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার হৃদয়দেশ ভেদ করিয়া বিনির্গত হয়েন। ভৃগুর পুত্র শুক্র, ইনি পরম প্রাজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ। যিনি ত্রৈলোক্যের প্রাণযাত্রার্থে বর্ষাবর্ষ ও ভয়াভয় বিষয়ে ভগবান্ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছেন, সেই অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন যোগাচার্য্য শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের গুরু। তিনি যোগক্ষেম সম্পাদনার্থে বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে ভগবান্ ভৃগু চ্যবন নামে [illegible] এক পুত্র উৎপাদন করেন। যিনি স্বীয় [illegible]র দুঃখমোচনের নিমিত্ত ক্রোধভরে [illegible] হইতে বহির্গত হয়েন। মনুর কন্যা আরুষী বি[illegible] চ্যবনের ভার্য্যা। আরুষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া ঔর্ব্বনামে এক পুত্র নির্গত হয়েন। ইনি বাল্যকালেই সাতিশয় তেজঃশালী, মহাবল পরাক্রান্ত ও

নানাগুণযুক্ত হইয়াছিলেন। ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক। ঋচীকের পুত্র জমদগ্নি। মহাত্মা জামদগ্নির চারি পুত্র। রাম তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ও ক্ষত্রিয়কুলান্তক। ঔর্ব্বপুত্র ঋচীকের জমদগ্নি প্রভৃতি এক শত পুত্র। সেই শত পুত্রের সহস্র সহস্র পুত্রগণ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। এবং তাঁহার ধাতা ও বিধাতা নামে অপর দুই পুত্র আছেন; পদ্মালয়া লক্ষ্মী তাঁহাদের ভগিনী। আকাশগামী তুরঙ্গমগণ লক্ষ্মীর মানস পুত্র বরুণের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা শুক্রাদেবী, তাঁহার গর্ভে বল নামে পুত্র ও সুরানাম্নী কন্যা জন্মে। অন্নার্থী প্রজাগণের পরস্পর ভক্ষণ হইতে সর্ব্বভূত-নাশকারী অধর্ম্মের জন্ম হয়। অধর্ম্মের ভার্য্যা নির্ঋতি, নির্ঋতির গর্ভে রাক্ষসগণের জন্ম হয়; এই নিমিত্ত উহারা নৈর্ঋত নামে বিখ্যাত। অধর্ম্মের নিরন্তর পাপকারী তিন পুত্র; ভয়, মহাভয় ও ভূতান্তক মৃত্যু। মৃত্যুর পুত্রকলত্র কিছুই নাই। তাম্রা দেবী সর্ব্বলোক-বিশ্রুতা কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচটী কন্যা প্রসব করেন। তন্মধ্যে কাকীর গর্ভে কাক, শ্যেনীর গর্ভে শ্যেন, ভাসীর গর্ভে ভাস ও গৃধ্র, লোকবিখ্যাত ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে হংস, কলহংস ও চক্রবাক এবং যশস্বিনী শুকীর গর্ভে শুক জন্মে। কল্যাণগুণযুক্তা সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমনাঃ, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি ও সর্ব্ব লক্ষণোপেতা সুরমা এই নয় কন্যা ক্রোধ হইতে জন্মে। হে নরোত্তম! মৃগসমুদায় মৃগীর পুত্র। ভল্লূক ও ক্ষুদ্র জাতীয় হরিণ মৃগমন্দার পুত্র। ভদ্রমনাঃ হইতে মহাগজ দেবনাগ ঐরাবত সমুৎপন্ন হয়েন। বলশালী বানরগণ হরীর গর্ভে জন্মে। গোলাঙ্গুল নামে যে বানরবিশেষ, তাহারাও হরী হইতে সমুৎপন্ন। মহাসত্ত্ব সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপিগণ শার্দ্দূলীগর্ভসম্ভূত। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গীর গর্ভে ও শ্বেতাখ্য দ্রুতগতি দিগ্‌গজ শ্বেতা হইতে জন্মে। হে মহা রাজ! সুশীলা রোহিণী ও যশস্বিনী গন্ধর্ব্বী, সুরভির কন্যা। বিমলা, অনলা এবং গোসমুদায় রোহিণী হইতে জন্মে। অশ্বগণ গন্ধর্ব্বীর পুত্র। অনলা হইতে পিণ্ডফল সপ্তবৃক্ষ ও শুকীনাম্নী কন্যা সমুৎপন্ন হয়। সুরসা হইতে কঙ্কপক্ষীর উৎপত্তি। অরুণের ভার্য্যা শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ুঃ নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। হে ধীমন্! সমস্ত মহৎ প্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে লোক পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করে ও চরমে পদ প্রাপ্ত হয়।

---

## সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে কহিলেন, হে ভগবন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, সর্প, বিহঙ্গম, প্রভৃতি সমুদয় জীবগণ কি উদ্দেশে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেন ও তাঁহারা মনুষ্যলোকে জন্মিয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছেন এই সমুদায় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণে আমার সাতিশয় বাসনা হইতেছে মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্যলোকে যে যে দেবগণ ও দানবগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অগ্রে তাঁহাদের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। বিপ্রচিত্তি নামে যে দানবেন্দ্র ছিলেন, তিনি মর্ত্তলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধ নামে বিখ্যাত হয়েন। হিরণ্যকশিপু নামে যে দিতির পুত্র, তিনি নরলোকে জন্মিয়া শিশুপাল নামে বিখ্যাত হয়েন। প্রহ্লাদের অনুজভ্রাতা সংহ্লাদ পৃথিবীতে জন্মিয়া শল্য নামে বাহ্লিক দেশের অধীশ্বর হয়েন। অনুহ্লাদ নামে প্রহ্লাদের অপর এক অনুজ নরলোকে জন্মিয়া মহারাজ ধৃষ্টকেতু নামে বিখ্যাত হয়েন। শিবি নামে দিতি পুত্র ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ দ্রুম নামে বিখ্যাত হয়েন। বাষ্কলনামা অসুররাজ ভূতলে জন্মিয়া ভগদত্ত নামে বিখ্যাত হয়েন। অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অয়ঃশঙ্কু, গগনমূর্দ্ধা ও বেগবান্, এই পাঁচ মহাবল-পরাক্রান্ত মহাসুর, কেকেয়দেশে জন্মিয়া অতি প্রধান প্রধান ভূপতি হয়েন। কেতুমান্ নামে মহাপ্রতাপবান্ অসুর ভূমণ্ডলে জন্মিয়া অমিতৌজাঃ নামে অতি নির্দ্দয় নরপতি হয়েন। স্বর্ভানুনামা সুবিখ্যাত দানব উগ্রসেন নামে অতি নৃশংস ভূপতি হয়েন। ভুবনবিখ্যাত অশ্ব নামে মহাসুর অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অশোক নামে বিখ্যাত হয়েন; ইনি অসাধারণ বলশালী ছিলেন; কোন ব্যক্তি কখন ইহাঁকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অশ্বপতি নামে অশ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূমণ্ডলে হার্দ্দিক্য ভূপতি নামে বিখ্যাত

হয়েন। বৃষপর্ব্বা নামে সুবিখ্যাত মহাসুর দীর্ঘপ্রজ্ঞনামা ভূপতি হয়েন। বৃষপর্ব্বার অনুজ অজক শাল্ব নামে সুবিখ্যাত মহীপাল হয়েন। যে বীর্য্যবান্ মহাসুর অশ্বগ্রীব নামে বিখ্যাত, তিনি অবনীমণ্ডলে রোচমান নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। সূক্ষ্ম নামে অসুর ভূতলে বসুধাধিপ বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত হয়েন। দানবেন্দ্র তুহুণ্ড সেনাবিন্দু নামে মহীপতি হয়েন। ইষুপ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর নগ্নজিৎ নামে প্রভূত প্রতাপশালী নরপতি হয়েন। একচক্রনামা যে মহাসুর ছিলেন, তিনি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতিবিন্ধ্য নামে বিখ্যাত হয়েন। বিরূপাক্ষ নামে চিত্রযোধী দানবাগ্রণী ভূতলে জন্মিয়া চিত্রধর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। শত্রুপক্ষক্ষয়কারী সুহরনামা দানব অবনীতলে সুবিখ্যাত বাহ্লীক নামে ভূপতি হয়েন। নিচন্দ্র নামে পরম সুন্দর দানব ভূতলে মহারাজ মুঞ্জকেশ নামে বিখ্যাত হয়েন। নিকুম্ভ নামে যে মহাবল পরাক্রান্ত দানব ছিলেন, তিনি নরলোকে ভূপতিশ্রেষ্ঠ দেবাধিপ নামে বিখ্যাত হয়েন। শরভনামা মহাদানব রাজর্ষি পৌরব নামে বিখ্যাত হয়েন। কুপথ নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর, সুপার্শ্ব নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন। ক্রথ নামে মহাসুর ধরাতলে জন্মিয়া পার্ব্বতেয় নামে বিখ্যাত হয়েন। ইহাঁর কলেবর সুমেরু পর্ব্বতের সদৃশ ছিল। শলভ নামে মহাসুর বাহ্লীক দেশে প্রহ্লাদ নামে নরপতি হয়েন। চন্দ্রসদৃশ রূপবান চন্দ্রনামক অসুর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কাম্বোজ দেশাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা নামে সুবিখ্যাত ভূপতি হয়েন। অর্ক নামে যে সুবিখ্যাত দানবশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি মর্ত্ত্যলোকে রাজর্ষি ঋষিক বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। মৃতপা নামে দানবেন্দ্র ভূতলে পশ্চিমানুপক নামে প্রথিত হয়েন। গরিষ্ঠ নামে ত্রিভুবন বিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর নরলোকে দ্রুমসেন নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। ময়ূরনামা শ্রীমান্ মহাসুর ধরাতলে বিশ্ব নামে ভূপতি হয়েন। সুপর্ণ নামে তাঁহার সহোদর অবনীমণ্ডলে কালকীর্ত্তি নামে মহীপাল হয়েন। অসুর-প্রধান চন্দ্রহন্তা, রাজর্ষি শুনক নামে বিখ্যাত হয়েন। যে দানব বিনাশন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ভূতলে জানকি নামে বিখ্যাত ভূপাল হয়েন। দীর্ঘজিহ্ব নামে দানবশ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে কাশিরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন। চন্দ্রসূর্য্য মর্দ্দনকারী যে ক্রূর গ্রহ সিংহিকা গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ক্রাথ নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। অনায়ুর চারি পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিক্ষরনামক অসুর ভূমণ্ডলে বসুমিত্র নামে বসুধাপতি হয়েন। দ্বিতীয়, পাণ্ড্যরাষ্ট্রাধিপ নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। বলীন নামে সুবিখ্যাত অসুর ভূতলে পৌণ্ড্রমৎস্যক নামে ভূপতি হয়েন। মহাসুর বৃত্র রাজর্ষি মণিমান্ নামে প্রথিত হয়েন। মণিমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধহন্তা দণ্ড নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। ক্রোধবর্দ্ধন নামে যে অসুর ছিলেন, তিনি দণ্ডধার নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। কালেয়দিগের ব্যাঘ্রতুল্য বিক্রমশালী যে আট পুত্র ভূমণ্ডলে জন্মেন, তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মগধ দেশে জয়ৎসেন নামে সুবিখ্যাত নৃপতি হয়েন। দ্বিতীয়, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, তিনি অপরাজিত নামে নৃপাল হয়েন। মহাতেজাঃ মহাবল পরাক্রান্ত মহামায়াবী। তৃতীয়, নিষাদ দেশের অধিপতি হয়েন। চতুর্থ, শ্রেণিমান্ নামে বিখ্যাত নৃপতি হয়েন। পঞ্চম, মহৌজাঃ নামে শত্রুকুলান্তক নৃপতি হয়েন। তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ষষ্ঠ, মহাসুর অভীরু নামে সুবিখ্যাত রাজর্ষি হয়েন। সপ্তম, সমস্ত অবনীমণ্ডলে সুবিখ্যাত সমুদ্রসেন নামে নরপতি হয়েন। কালেয়দিগের অষ্টম বৃহৎ নামে দানব ভূতলে সর্ব্বলোকহিতৈষী পরম ধার্ম্মিক ভূপতি হয়েন। কুক্ষি নামে মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর ক্ষিতিতলে পার্ব্বতীয় নামে বিখ্যাত ভূপতি হয়েন। ইহাঁর কলেবর কাঞ্চনপর্ব্বতের সমান ছিল। মহাবীর্য্য সম্পন্ন মহাসুর ক্রথন সূর্য্যাক্ষ নামে বিখ্যাত হয়েন। সূর্য্য নামে পরম সুন্দর মহাসুর বাহ্লীক দেশে দরদ নামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূপতি হয়েন। হে রাজন্! গণ নামে যে ক্রুদ্ধস্বভাব দানবের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহা হইতে অনেকানেক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতি মহীতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মদ্রক, কর্ণবেষ্ট, সিদ্ধার্থ, কীচক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর, বাহ্লিক, ক্রথ, বিচিত্র, সুরথ, নীল, চীরবাসাঃ, ভূমিপাল, দন্তবক্র, দুর্জয়, রুক্মী, আষাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজাঃ, একলব্য, সুমিত্র, বাটধান, গোমুখ, কারূষক, ক্ষেমধূর্ত্তি, শ্রুতায়ুঃ, উদ্বহ, বৃহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্থ, কুহর, মতিমান, ও ঈশ্বর, এই সমস্ত মহাবীর্য্য মহাযশা ভূপতিগণ ক্ষিতিতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত মহাসুর কালনেমি উগ্রসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কংশ নামে বিখ্যাত হয়েন। দেবরাজ তুল্য দেবক নামে দানব ধরাতলে গন্ধর্ব্বপতিনামক প্রধান ভূপতি হয়েন।

হে ভরতকুল-তিলক! পবিত্রকীর্ত্তি দেবর্ষি বৃহস্পতির অংশে ভরদ্বাজবংশাবতংস অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য জন্মেন। এই মহাত্মা অসাধারণ ধনুর্দ্ধর, অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী, অতুল যশস্বী এবং বেদ ও ধনুর্ব্বেদে সুনিপুণ ছিলেন। মহাদেব, যম, কাম ও ক্রোধ এই চারিজনের সমষ্টিভূত অংশ হইতে মহাবীর অশ্বত্থামার জন্ম হয়। অষ্টবসুগণ বশিষ্ঠের শাপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রের আদেশানুসারে শান্তনু রাজার ঔরসে গঙ্গাগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ। ইনি কুরুকুলের অভয়প্রদ,বুদ্ধিমান, বিদ্বান্, সদ্বক্তা, শত্রুপক্ষক্ষয়কারী ও সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ ছিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। অসাধারণ পুরুষকারসম্পন্ন যে ব্রহ্মর্ষি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কৃপ নামে বিখ্যাত হয়েন, তিনি একাদশ রুদ্রের অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শত্রুকুলান্তক মহারথ শকুনি দ্বাপরের অংশে জন্মেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ অরাতি-কুলনাশক বৃষ্ণিকুলতিলক সাত্যকি বায়ুদেবতাদিগের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা রাজর্ষি দ্রুপদ, ক্ষত্রিয় সত্তম নরনাথ কৃতবর্ম্মা ও পররাজ্য-প্রপীড়ক শত্রুনাশক ভূপতি বিরাট্ এই তিন ভূপতিও বায়ুর অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। অরিষ্টার পুত্র হংস কুরুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের রাজা হয়েন। দীর্ঘবাহু, মহাতেজাঃ, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে জন্মেন। ইনি মাতৃদোষজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কোপে জন্মান্ধ হয়েন। তৎকনিষ্ঠ পাণ্ডু মহাবল, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ধীমান্ বিদুর অত্রি মুনির পুত্র। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অতি পা[illegible] ক্রূর ও কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ছিলেন। যে কলি সমস্ত জগতের [illegible]স্পদ এবং যিনি জীবমাত্রের সংহারকর্ত্তা, তিনিই দুর্য্যোধনরূপে [illegible]বনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই দুর্য্যোধন হইতেই [illegible]ঙ্কর বৈরাগ্নি উত্তেজিত হয়। পৌলস্ত্যেরা দুর্য্যোধনের ভ্রাতারূপে জন্মেন। দুঃশাসন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ প্রভৃতি দুর্য্যোধনের শত ভ্রাতা। ইহাঁরাও অতিশয় ক্রূরকর্ম্মা। এই শতপুত্র ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাগর্ভ সম্ভূত অপর এক পুত্র জন্মেন, তাঁহার নাম যুযুৎসু।

জনমেজয় কহিলেন,ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের মধ্যে কাহার কি নাম ও তাঁহারা কাহার পর কে জন্মেন, আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ,দুঃশল, দুর্ম্মুখ,বিবিংশতি, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, সুপ্রধর্ষণ,দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র,অঙ্গদ, দুর্ম্মদ, দুষ্প্রহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট, সম, উর্ণনাভ, পদ্মনাভ, নন্দ, উপনন্দ, সেনাপতি, সুষেন, কুণ্ডোদর, মহোদর, চিত্রবাহু, চিত্রবর্ম্মা, সুকর্ম্মা, দুর্ব্বিরোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রচাপ, সুকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী,ভীমবিক্রম, উগ্রায়ুধ, ভীমশর, কনকায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়কর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, জরাসন্ধ, দৃঢ়সন্ধ, সত্যসন্ধ, সহস্রবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, ক্ষেমমূর্ত্তি, অপরাজিত, পণ্ডিতক, বিশালাক্ষ, দুরানন, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতুঃ, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অনুযায়ী, কবচী, নিসঙ্গী, দণ্ডী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, উগ্র, ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, দীর্ঘলোচন,দীর্ঘবাহু,মহাবাহু, ব্যূঢ়োরু, কনকাঙ্গদ, কুণ্ডজ, ও চিত্রক; এই একশত পুত্র ও দুঃশলানাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে জন্মেন। এতদ্ভিন্ন বৈশ্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের যে পুত্র জন্মেন তাঁহার নাম যুযুৎসু। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের আনুপূর্ব্বিক নাম কীর্ত্তন করিলাম; ইহাঁরা সকলেই বেদবেত্তা,রাজনীতি-পারদর্শী ও যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ; এবং সকলেই স্বস্বানুরূপ দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সৌবলের অনুমতিক্রমে যথাকালে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের সহিত দুঃশলার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

হে নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের অংশে জন্ম গ্রহণ করেন; ভীমসেন বায়ুর অংশে, অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের অংশে এবং সর্ব্বভূত-মনোহর অপ্রতিমরূপশালী নকুল এবং সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে জন্মেন। সুবিখ্যাত সোমতনয় বর্চ্চাঃ অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বর্চ্চার পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে [illegible]

সোম দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! এই পুত্র আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর অতএব ইহাঁকে দিতে আমি সম্মত নহি। তবে যদি তোমরা এই নিয়ম কর তাহা হইলে প্রিয় পুত্রকে তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারি। অসুরবধ কেবল দেবগণের কার্য্য নহে, উহাতে আমাদিগেরও সাহায্য করা কর্ত্তব্য, এই নিমিত্ত অগত্যা ইহাঁকে দিতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু এই বর্চ্চাঃ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল থাকিতে পারিবেন না, হে অমরগণ! ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডুরাজার অর্জ্জুন নামে অতি প্রতাপশালী যে পুত্র জন্মিবেন, বর্চ্চাঃ তাঁহারই পুত্র হইয়া পৃথ্বীতলে জন্ম গ্রহণ করিবেন ও প্রসিদ্ধ অতিরথগণনায় পরিগণিত হইয়া ষোড়শ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। হে দেবগণ! তোমরা অংশাবতার হইয়া যে সংগ্রামে অসুরনিপাত করিবে, ইহাঁর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার অনতিপূর্ব্বেই ঐ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, কিন্তু সেই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন থাকিবেন না, কেবল তোমরা চক্রব্যূহ সংস্থাপন করিয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। আমার এই পুত্র সমস্ত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমুখ করিবেন। ইনি দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দিনার্দ্ধভাগের মধ্যে সংগ্রামনিপুণ অতিরথ ও মহারথগণ এবং বিপক্ষ-পক্ষীয় চতুর্থাংশ সৈন্য শমনসদনে প্রেরণ করিবেন। তৎপরে দিবসাবসান সময়ে সংগ্রামে নিহত হইয়া পুনরায় আমার সমীপে আগমন করিবেন। অভিমন্যুরূপী মদীয় পুত্রের যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র প্রনষ্টপ্রায় ভারতবংশের পুনরুদ্ধার করিবে। দেবগণ ভগবান্ সোমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। হে নরনাথ! তোমার পিতামহ এইরূপে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

হে মহারাজ! মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নির অংশে জন্মেন। স্ত্রীপূর্ব্বনামা রাক্ষস পৃথিবীতে শিখণ্ডী নামে বিখ্যাত হন। দ্রৌপদীর গর্ভে যে পঞ্চ পুত্র জন্মেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বিশ্ব নামে দেবগণ ছিলেন। এই পঞ্চ পুত্রের মধ্যে প্রতিবিন্ধ্য যুধিষ্ঠিরের ঔরসে, শ্রুতসোম ভীমের ঔরসে, শ্রুতকীর্ত্তি অর্জ্জুনের ঔরসে, শতানিক নকুলের ঔরসে ও শ্রুতসেন সহদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। যদুবংশাবতংস শূর নামক রাজা বসুদেবের পিতা। তাঁহার পৃথানাম্নী এক পরম রূপবতী কন্যা ছিল। শূর স্বীয় পিতৃস্বস্রীয়পুত্র অনপত্য কুন্তীভোজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "আমার প্রথম সন্তান তোমাকে প্রদান করিব।" তিনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে সেই সর্ব্বাগ্রজাতা কন্যাটি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পৃথা কুন্তীভোজের গৃহে শশাঙ্ককলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। একদা জিতেন্দ্রিয় উগ্রতপস্বী মুনিপ্রবর দুর্ব্বাসাঃ কুন্তীভোজের আলয়ে আতিথ্য স্বীকার করেন। অতিথিসৎকার-নিপুণা পৃথা সাতিশয় যত্নসহকারে তাঁহার যথোচিত পরিচর্য্যা করিলেন। মুনিবর পৃথার শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মন্ত্র প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, বৎসে! এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে দেবতাকে আহ্বান করিবে তিনি তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া তোমার গর্ভে স্বানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিবেন। দুর্ব্বাসা বিদায় হইলে কুমারী পৃথা বালাসুলভ চপলতা প্রযুক্ত সেই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর সেই মন্ত্রপ্রভাবে পৃথাসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ভাধান করিলেন। সেই গর্ভ হইতে সর্ব্বশাস্ত্রদক্ষ বিচিত্রকুণ্ডল-ধারী কবচী সূর্য্যসমতেজস্বী এক পুত্র যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইল। কুন্তী কন্যকাবস্থায় সন্তান হইয়াছে বলিয়া, লোকাপবাদভয়ে সেই সদ্যঃপ্রসূত পুত্রকে জলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা সেই সুকুমার নবকুমারকে জল হইতে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী রাধাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ঐ পুত্রের বসুষেণ নাম দিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। বসুষেণ কিয়দ্দিন মধ্যেই অত্যন্ত বলবান্, অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ও বেদাঙ্গবেত্তা হইয়া উঠিলেন। এই সত্যপরাক্রম ধীশক্তি-সম্পন্ন বসুষেণ যখন জপ করিতে বসিতেন, তখন যে কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দিতেন। একদা ভগবান্ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক আপন পুত্রের নিমিত্ত তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ প্রার্থনা করিলেন। বসুষেণ তৎক্ষণাৎ স্বীয় শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার এই অসামান্য বদান্যতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন

হইয়া তাঁহাকে একপুরুষঘাতিনী শক্তি প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি দেব, দানব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি যাহার প্রতি এই শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই। ইন্দ্র এই বলিয়া তিরোহিত হইলেন। তদবধি বসুষেণের নাম বৈকর্ত্তন ও কর্ণ হইল। যে মহাত্মা বসুষেণ নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনিই কর্ণ নামে প্রথিত হইয়া সূতকুলে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হে নরনাথ! এই কর্ণকে সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের প্রধান সচিব এবং সূর্য্যের অংশ বলিয়া জানিবেন।

হে রাজন্! প্রতাপশালী বাসুদেব দেবদেব নারায়ণের অংশ। মহাবল বলভদ্র শেষ নাগের অংশ। মহৌজাঃ প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ। এইরূপে বসুদেববংশে দেবগণের অংশে বহুতর নরেন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। হে মহারাজ! পূর্ব্বে যে সমস্ত অপ্সরাগণের কথা কহিয়াছি, তাঁহাদের অংশে ইন্দ্রের আদেশানুসারে ষোড়শ সহস্র দেবীগণ ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের পরিগ্রহ হয়েন। রুক্মিণী নারায়ণের প্রীতিসাধনার্থ লক্ষ্মীদেবীর অংশে ভীষ্মক রাজার কুলে সমুৎপন্ন হয়েন। সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্না দ্রৌপদী দ্রুপদ রাজার কুলে শচীর অংশে জন্মেন। এই কন্যা বেদিমধ্য হইতে বিনির্গত হয়েন। ইনি নাতিহ্রস্বা ও নাতিদীর্ঘা। ইহাঁর গাত্রে নীলোৎপলগন্ধ, চক্ষুঃ পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, নিতম্ব অতি মনোহর ও বর্ণ বৈদূর্য্য মণির ন্যায় ছিল। ইনি পাঁচ প্রধান পুরুষের চিত্তপ্রমোদ জন্মাইয়াছিলেন। সিদ্ধি ও ধৃতির অংশে কুন্তী ও মাদ্রী জন্মেন। ইহাঁরা পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা। মতিনাম্নী কন্যা সুবলের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। হে নরনাথ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও রাক্ষসদিগের অংশাবতার কীর্ত্তন করিলাম। যে সমস্ত সংগ্রাম-লোলুপ মহাত্মা [illegible] বিশাল যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং যে সকল ব্রাহ্মণ, [illegible] ও বৈশ্যগণ ঐ উপলক্ষে ধরাতলে জন্মেন, তাঁহাদিগেরও না[illegible]র্ত্তন করিলাম। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হৃদয়ে এইহইতেই [illegible] অংশাবতরণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তাঁহা[illegible] দুর্য্যোধনের [illegible], বংশবর্দ্ধন ও সর্ব্বত্র বিজয়লাভ [illegible] দুঃসহ প্রভৃতি দুর্শীল লোকে দেবাসুর প্রভৃতির উৎপত্তি ও বিনাশ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশদায়ক অবস্থায়ও অবসন্ন হয় না।

---

## শকুন্তলোপাখ্যান।

### অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও রাক্ষসগণের অংশাবতরণ সবিশেষ শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে কুরুদিগের বংশবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণ সন্নিধানে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! পূর্ব্বকালে পুরুবংশের আদিপুরুষ দুষ্মন্ত নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন। সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণাধিষ্ঠিত ও যবনাদি ম্লেচ্ছজাতি-সমাকীর্ণ সসাগরা ধরার প্রধান চারি খণ্ডে এবং নানাবিধ দ্বীপ ও উপদ্বীপে একাধিপত্য করিতেন। তাঁহার রাজ্যশাসন সময়ে বর্ণসঙ্কর, এবং পরদার নিরত বা অন্য কোন প্রকার পাপাসক্ত লোক ছিল না। সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কি চৌর্য্যভয়, কি ক্ষুধাভয়, কি ব্যাধিভয়, তৎকালে কিছুই ছিল না। তৎকালীন সমস্ত লোকেই সেই মহীপালকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয় ও অনন্যান্যকর্ম্মা হইয়া কেবল স্বধর্ম্মে ও দৈবকর্ম্মে তৎপর থাকিত। তাঁহার অধিকার কালে ঘনাবলী যথাকালে বারি বর্ষণ করিত, শস্য সকল অতি সুরস হইত, এবং পৃথিবী নানাবিধ রত্নে ও পশুধনে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন রাজার শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ছিল। তিনি স্বহস্তে মন্দরপর্ব্বত উত্তোলন করিয়া অনায়াসে বহন করিতে পারিতেন এবং চতুর্ব্বিধ গদাযুদ্ধে ও সর্ব্বপ্রকার শস্ত্রযুদ্ধে অসাধারণ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বলোক-সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক ভূপতি বলে বিষ্ণুতুল্য, তেজে ভাস্করতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য ও সহিষ্ণুতায় ধরাতুল্য ছিলেন। তিনি ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মপরতা দ্বারা সকল লোকের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন।

---

## একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তত্ত্ববিৎ! মহামতি ভরতের জন্ম ও চরিত, শকুন্তলার উৎপত্তি এবং মহাবীর রাজা দুষ্মন্ত কিরূপে শকুন্তলা লাভ করিয়াছিলেন, এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শুনিতে বাসনা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা সেই মহাবাহু রাজা দুষ্মন্ত শত শত হস্ত্যশ্ব-পরিবৃত ও খড়্গ, শক্তি, গদা, মুষল, প্রাস, তোমর প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্রধারী সেনাগণেবেষ্টিত হইয়া মৃগয়ার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে সেনাগণের সিংহনাদ, শঙ্খদুন্দুভিধ্বনি,রথচক্রনির্ঘোষ, করিবৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রের ভয়ঙ্কর নিঃস্বন দ্বারা ঘোরতর কোলাহল-ধ্বনি উপস্থিত হইল। নগরবাসিনী মহিলাগণ অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া সেই যশস্বী, শত্রুহন্তা, ইন্দ্রসদৃশ, নরপতির সৈন্যশোভা সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং প্রশংসাপূর্ব্বক তদীয় মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ সেই নারায়ণতুল্য পরাক্রমশালী দুষ্মন্তকে আশীর্ব্বাদ ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা সুবর্ণপ্রভ রথোপরি আরোহণ করিয়া গহন বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন সেই অরণ্য বিল্ব, অর্ক, কপিত্থ, ধব, খদির প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ; পর্ব্বতভ্রষ্ট অনল্প পাষাণখণ্ডে ব্যাপ্ত এবং সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বহুবিধ হিংস্র জন্তু দ্বারা সমাবৃত রহিয়াছে। ঐ বন বহুযোজন বিস্তৃত, কিন্তু উহার মধ্যে কোন স্থানেই জল নাই, এবং মনুষ্যের সমাগম নাই। মহারাজ দুষ্মন্ত সেনাগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ মৃগবধদ্বারা সেই বনকে আলোড়িত করিলেন। দুরন্ত মৃগগণকে বাণ দ্বারা এবং সমীপস্থদিগকে খড়্গ দ্বারা বিনাশ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। সিংহ, শার্দ্দূল, বরাহ প্রভৃতি পশুগণ অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন সসৈন্য রাজার আক্রমণভয়ে আলোড়িত বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পলায়নবেগ জন্য ক্ষুৎপিপাসায় বিচেতনপ্রায় হইয়া কেহ নদী মধ্যে, কেহ ভূপৃষ্ঠে, কেহ বা তরুতলে পতিত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত হত পশুর মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐরাবততুল্য পরাক্রমশালী মত্ত গজ যূথ সকল শস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণিতমোক্ষণ ও শকৃন্মূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শুণ্ডাগ্র সঙ্কোচ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে করিতে সহস্র সহস্র জীবের প্রাণ বিয়োগ করিল। এইরূপে রাজা দুষ্মন্ত সেনাগণ সমভিব্যাহারে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিবিধ পশু বধ করিয়া সেই বন এককালে পশুহীন করিলেন।

---

## সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে রাজা দুষ্মন্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র মৃগের প্রাণবধ করিয়া অন্য এক বনে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগের অনুসরণক্রমে সেই বনের প্রান্তভাগে এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সুশীতল সমীরণভরে সঞ্চালিত, আশ্রমসমাকীর্ণ, অন্য এক পরম রমণীয় মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ বন সুপুষ্পিত পাদপসমূহে সমাকীর্ণ, সুকোমল বালতৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত ও বৃক্ষগণের শাখাচ্ছায়ায় আবৃত। উহার কোন স্থানে ময়ূর, পুংস্কোকিল প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুমধুরস্বরে কলরব করিতেছে; কোন স্থানে ঝিল্লীগণ নিনাদ করিতেছে; কোথাও বা ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে করিতে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে। ঐ বনে কোন বৃক্ষই ফলপুষ্পহীন বা কণ্টকাবৃত ছিল না, এবং যে পুষ্পে ভ্রমর নাই এমন পুষ্প ছিল না। রাজা বিহগকুলনিনাদিত, বহুবিধ সুগন্ধি কুসুমে সুশোভিত, সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণ সুখচ্ছায়া-সমাবৃত, সেই মনোহর বনে প্রবেশ করিবামাত্র সুপুষ্পিত তরুগণ সমীরণবেগে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার মস্তকোপরি পুনঃ পুনঃ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল; বিচিত্র কুসুমযুক্ত অত্যুন্নত বৃক্ষশ্রেণীতে পক্ষিগণ সুমধুরস্বরে গান করিতে লাগিল; [illegible] ভারাবনত তরুপল্লবে মধুলুব্ধ মধুকরগণ [illegible] বসুষেণ গুন্ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। [illegible] উন্মোচন করিয়া খণ্ডপে সমাকীর্ণ তত্রত এই অসামান্য বদান

পরম রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ; এবং দেখিলেন, পুষ্পভারাবনত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষসমূহের শাখাসকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজের শোভাসম্পাদন করিতেছে; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ, মত্ত বানরযূথ ও কিন্নরসমূহ তথায় নিরন্তর বাস করিতেছে ; এবং পুষ্পরেণুবাহী, সুখস্পর্শ, সুশীতল, সুগন্ধ গন্ধবহ সর্ব্বদা বহিতেছে।

এইরূপে রাজা সেই পরম রমণীয় নদীকচ্ছস্থ বনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তন্মধ্যে এক শাস্ত্রসাম্পদ আশ্রমপদ দেখিতে পাইলেন। আশ্রমটি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ও তাহার মধ্যস্থলে আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে ; বালিখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ চারিদিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; এবং পুষ্পসংস্তরণযুক্ত অগ্নিগৃহ সকল শোভা পাইতেছে। ঐ আশ্রমের সমীপে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি বহুবিধ জলচর পক্ষিগণে সংকীর্ণা, পুণ্যোদকা, সুখস্পর্শা, মালিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তথায় সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদগণও শান্তি গুণাবলম্বী। তদ্দর্শনে রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত অমরলোক সদৃশ সেই মনোহর আশ্রমের সমীপবর্ত্তিনী সর্ব্বজীব-জননীতুল্যা, পুণ্যতোয়া, সেই মালিনী নদীর শোভা অবলোকন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পুলিনে চক্রবাক সকল সতত ক্রীড়া করিতেছে ; কিন্নরগণ সর্ব্বদা বাস করিতেছে ; বানর ভল্লুকাদি জন্তুগণ অবিরত বিচরণ করিতেছে ; তপোধনগণ নিরন্তর বেদধ্বনি করিতেছেন ; এবং মত্ত হস্তিযূথ, শার্দ্দূলযূথ ও ভুজগেন্দ্রগণ অনবরত ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ আশ্রম ভগবান্ কাশ্যপের পুণ্যাশ্রম। মালিনী নদী এবং মহর্ষিগণসেবিত সেই পরম রমণীয় আশ্রম দর্শনে রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। রাজা মালিনী নদী দ্বারা[illegible] [illegible]ধামবৎ সুশোভিত, মত্তময়ূরনাদে

তলে জন্মেন, তাঁহাদিগেরও না[illegible] মহারণ্যের সম্মুখে সমুপস্থিত ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হৃদয়ে এই[illegible]হইতেই [illegible] মহর্ষি কণ্বকে দর্শন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তাঁহারা[illegible] দুর্য্যোধনের [illegible], বংশরক্ষা সংস্থাপন ও সর্ব্বত্র বিজয়লাভ [illegible], দুঃসহ প্রভৃতি দুর্[illegible] লোকেপোধনকে

দর্শন করিতে চলিলাম ; যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করিব, তোমরা এই স্থানেই অবস্থান কর। তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সমস্ত রাজচিহ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল অমাত্য ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার আশ্চর্য্য শোভাসন্দর্শনে রাজা ক্ষুৎপিপাসা বিস্মৃত ও সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আরও দেখিলেন, কোন স্থানে কুসুমিত তরুকলাপে অলিগণ ঝঙ্কার করিতেছে ; কোন স্থানে বিহগকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে ; কোন স্থানে ঋগ্বেদী বিপ্রগণ যজ্ঞকার্য্যে উদাত্তাদিস্বরে বেদধ্বনি করিতেছেন ; কোন স্থানে চতুর্ব্বেদবেত্তা নিয়তব্রত মহর্ষিগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; স্থানান্তরে যতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, অথর্ব্ববেদবেত্তা ও সামগাতা সকল পদক্রমাদি সহিত সংহিতা উচ্চারণ করিতেছেন ; কোথাও বা শব্দসংস্কার-সম্পন্ন দ্বিজগণ বেদগান দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকসদৃশ আশ্রমকে নিনাদিত করিতেছেন ; কোন স্থলে যজ্ঞানুষ্ঠানক্রম পুরাণ, ন্যায়, তত্ত্ব, আত্মবিবেক, শব্দশাস্ত্র, ছন্দঃ, নিরুক্ত ও বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী, বিশেষ কার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ, উহাপোহ-সিদ্ধান্ত-কুশল, দ্রব্যকর্ম্মের গুণজ্ঞ, কার্য্যকারণবেত্তা, পক্ষী ও বানর প্রভৃতি জীবগণের বাক্যার্থ-বোদ্ধা মহর্ষিগণ নানাশাস্ত্রের বিচার করিতেছেন ; এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী লোকেরা নিজ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। শক্রহন্তা রাজা দুষ্মন্ত জপহোমপরায়ণ সেই সকল একনিষ্ঠ বিপ্রগণকে সন্দর্শন করিতে করিতে আশ্রমসমীপে উত্তীর্ণ হইলেন। মুনিগণ অতি প্রযত্নপূর্ব্বক রাজাকে যে সকল বিচিত্র আসন প্রদান করিলেন, তদ্দর্শনে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজর্ষি, মহর্ষি কণ্বের সুরক্ষিত ও বিবিধগুণযুত সেই আশ্রমপদ যত অবলোকন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দর্শনৌৎসুক্য বাড়িতে লাগিল।

---

## একসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিতকে আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া একাকী তন্মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে ; মহর্ষি কণ্ব তথায় নাই। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ব[illegible]রের

অভ্যন্তরে কে আছ বহির্গত হও। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণমাত্র তাপসী-বেশধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি রাজাকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য,অর্ঘ্য, আসন দ্বারা তাঁহার যথোচিত আতিথ্য বিধানপূর্ব্বক স্বাগতপ্রশ্ন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! এস্থানে কি উদ্দেশে আপনার আগমন হইয়াছে? আজ্ঞা করুন আপনকার কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে? রাজা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মধুর-ভাষিণী কন্যার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি মহর্ষি কণ্বের উপাসনা করিতে এস্থানে আসিয়াছি; মহর্ষি কোথায়? কন্যা কহিলেন, পিতা ফল আহরণার্থ বনান্তরে গমন করিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন; আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

রাজা ঋষিকে আশ্রমে অনুপস্থিত দেখিয়া এবং সেই মধুরহাসিনী, রূপযৌবনবতী, লোকললামভূতা ললনার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া, মুগ্ধপ্রায় জিজ্ঞাসিলেন, সুন্দরি! তুমি কে? কাহার রমণী? কি নিমিত্তই বা এই মহারণ্যে আসিয়াছ? আর তুমি কি প্রকারেই বা এরূপ রূপবতী হইয়াছ? তুমি দর্শনমাত্রেই আমার মন হরণ করিয়াছ। রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা মধুর স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আমি ধৃতিমান্ ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কণ্বতপোধনের কন্যা, আমার নাম শকুন্তলা। রাজা কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! সর্ব্বলোক পূজিত ভগবান্ কণ্ব ঊর্দ্ধরেতাঃ; ধর্ম্মও কদাচিৎ বিচলিত হইতে পারেন, কিন্তু ঊর্দ্ধরেতাঃ তপস্বীরা কখনই বিচলিত হয়েন না, তবে তুমি কিরূপে তাঁহার দুহিতা হইলে? আমার এবিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। তুমি অনুগ্রহ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেও। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! একদা এক ঋষি পিতাকে আমার জন্ম বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে পিতা তাঁহার সমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করেন। আমি সেই সময়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী ছিলাম, সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহর্ষি কহিয়াছিলেন, পূর্ব্বকালে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ঘোরতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রিলোকী তাপিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র, তপোবীর্য্যসম্পন্ন বিশ্বামিত্র এই কঠোর তপস্যা দ্বারা পাছে আমার ইন্দ্রত্ব পদ গ্রহণ করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া অপ্সরা মেনকাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মেনকে! অপ্সরাদিগের মধ্যে তুমিই সর্ব্বপ্রধান, অতএব তুমি আমার কিঞ্চিৎ উপকার কর। সূর্য্য-সদৃশ-তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার তপোনুষ্ঠান দর্শনে আমার হৃৎকম্প হইতেছে। অতএব তোমাকে আমি এই ভার অর্পণ করিতেছি, যাহাতে সেই দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা আমাকে পদচ্যুত করিতে না পারেন, এমন কোন উপায় উদ্ভাবন কর। হে বরারোহে! রূপ, যৌবন, মধুর-বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, কটাক্ষ, হাব, ভাব, হাস্য প্রভৃতি প্রলোভন দ্বারা তোমাকে ঐ মহর্ষির তপোবিঘ্ন করিতে হইবে।

মেনকা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেবরাজ! আপনি ত জানেন, ভগবান বিশ্বামিত্র অতিশয় তেজস্বী, তপস্বী ও ক্রুদ্ধস্বভাব। দেখুন আপনি ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াও যাঁহার তপস্যা তেজঃ ও কোপে ভীত হইতেছেন, আমি অবলা জাতি, কি প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিতে সাহস করিব? যে মহর্ষি মহাভাগ বশিষ্ঠের প্রাণসম শত পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছেন, যিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, যিনি অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদনার্থে পরম পবিত্র। অগাধ সলিলা এক মহানদীকে স্বীয় আশ্রমসমীপে আনয়ন করিয়াছেন, যাঁহার মহিমায় ঐ নদী অদ্যাপি কৌশিকী নামে বিখ্যাত আছে, যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অন্য এক নক্ষত্রলোক ও নক্ষত্র সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুকে অভয়দান করিয়াছেন, হে বিভো! যিনি এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, আমি কোন্ সাহসে তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিতে যাইব। আপনি যদি আমাকে এরূপ বর প্রদান করেন যে, তিনি ক্রোধাগ্নি দ্বারা আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না, তবে আমি যাইতে সাহস করিতে পারি। হে সুরেশ্বর! যিনি তেজোদ্বারা ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে পারেন, যিনি

তাত! আমি মহারাজ দুষ্মন্তকে বরণ করিয়াছি। আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার নিমিত্ত রাজার প্রতি প্রসন্নই আছি। এক্ষণে তুমি স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। শকুন্তলা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দুষ্মন্তের হিতাকাঙ্ক্ষায় কহিলেন, হে পিতঃ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, পুরুবংশীয়েরা যেন কখন রাজ্যচ্যুত বা অধর্ম্মপরায়ণ না হন। মহর্ষি কণ্ব তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

---

## চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর বরবর্ণিনী শকুন্তলা যথাকালে মহাবল পরাক্রান্ত দীপ্তাগ্নিসম তেজস্বী অলৌকিক রূপগুণ-সম্পন্ন এক সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের বয়ঃক্রম তিন বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাত্মা কণ্ব বেদবিধানুসারে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সম্পাদন করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শকুন্তলা-পুত্র মুনির আশ্রমে দিন দিন দেবকুমারের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পরে ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি বন্য শ্বাপদগণকে আশ্রম সমীপস্থ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দমন করিতেন। তদ্দর্শনে কণ্বাশ্রমনিবাসী তাপসগণ তাঁহাকে সর্ব্বদমন বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি তাঁহার এক নাম সর্ব্বদমন হইল। মহর্ষি কণ্ব বালকের অসাধারণ বল ও অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনে শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! তোমার পুত্রের যৌবরাজ্যপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর তোমার এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। পরে মুনিবর স্বীয় শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা পুত্রবতী শকুন্তলাকে ভর্ত্তৃভবনে লইয়া যাও; যেহেতু নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধেয়; এবং তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্মনষ্ট হইবার [illegible] সম্ভাবনা। শিষ্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া ঋষিবাক্য স্বীকারপূর্ব্বক [illegible] শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন। শকুন্তলা দেবকুমার তুল্য আপন কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রমে ক্রমে দুষ্মন্তের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ঋষিশিষ্যগণ রাজসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ বিধান পূর্ব্বক সপুত্রা শকুন্তলাকে অর্পণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন; তাঁহারা আশ্রমে প্রস্থান করিলে শকুন্তলা কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! এই পুত্র আপনার ঔরসে আমার গর্ভে জন্মিয়াছে; আপনি কণ্ব মুনির আশ্রমে আমাকে বিবাহ করেন। পরিণয়কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মদ্গর্ভজাত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এক্ষণে এই পুত্রের যৌবরাজ্য প্রাপ্তির সময় উপস্থিত, অতএব আপনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক ইহাকে যুবরাজ করুন।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার বাক্য শ্রবণান্তর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাপসি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। তোমার সহিত যে কখন সন্দর্শন হইয়াছিল তাহাও স্মরণ হয় না। কিম্বা তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে ইহাও বোধ হইতেছে না। অতএব হে দুষ্ট তাপসি! তুমি এই স্থানেই থাক বা স্থানান্তরে যাও, যাহা ইচ্ছা হয় কর। শকুন্তলা পতির মুখে এই অশনিপাতসদৃশ বিষম বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ লজ্জিত ও দুঃখে স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে ক্রোধভরে তাঁহার দুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি এক একবার বক্রনয়নে রাজার প্রতি এরূপ কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, বোধ হয় যেন নয়ন বিনির্গত ক্রোধাগ্নি দ্বারা রাজাকে একবারেই দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। পরে ক্রোধ সম্বরণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও তাঁহার সে ভাব অপ্রকাশিত রহিল না। ক্ষণকাল এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া রোষকষায়িত নয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন ইতর লোকের ন্যায় অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিতেছ "আমি কিছুই জানি না।" আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য কি মিথ্যা তদ্বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণই সাক্ষী। তুমি স্বয়ংই সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর। আমাকে অবজ্ঞা করিও না। যে ব্যক্তি মনে এক প্রকার জানিয়া মুখে অন্য প্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চৌরের কোন্ [illegible] না করা হয়। তুমি মনে করিতেছ একাকী

করিয়াছি, অন্য কেহই জানি পারে নাই, কিন্তু তুমি কি জান না যে মহর্ষি কণ্ব অন্তর্যামী? তিনি স্বীয় যোগবলে পাপ পুণ্য সমুদায় জানিতে পারেন। তুমি তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিবে না। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করে আমার দুষ্কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্যামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন। আর সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, পৃথিবী, জল, মনঃ, যম, দিবা, রাত্রি, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল এবং ধর্ম্ম ইঁহারা মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন। পাপ পুণ্যের সাক্ষিস্বরূপ হৃদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন। আর যে দুরাত্মার আত্মা সন্তুষ্ট নহে, যম সেই দুরাচারের পাপ বৃদ্ধি করেন। যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করে, দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না। আমি পতিব্রতা। আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অপমান করিও না। আমি তোমার সমাদরণীয়া ভার্য্যা। তুমি কি নিমিত্ত এই সভামধ্যে আমাকে সামান্যার ন্যায় উপেক্ষা করিতেছ? তুমি আমার এই সকল সকরুণ বাক্য কি কিছুই শুনিতেছ না? আমি কি অরণ্যে রোদন করিতেছি? হে দুষ্মন্ত! তুমি যদি আমার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে অদ্য তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। পৌরাণিকেরা কহেন, "পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ব্ভে প্রবেশিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই জায়ার জায়াত্ব হইয়াছে।" পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমৃত পিতামহদিগের উদ্ধার করে এবং পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে, এই বলিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা উঁহাকে পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গৃহকর্ম্মদক্ষা পুত্রবতী পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা। ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ, পরম-বন্ধু এবং ত্রিবর্গলাভের মূল কারণ। ভার্য্যাবান্ লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সর্ব্বদা সুখী হয় এবং ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সৌভাগ্যসম্পন্ন হন। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা অস[হায়ে]র সহায়-স্বরূপ, ধর্ম্মকার্য্যে পিতা-স্বরূপ, আর্ত্ত ব্যক্তির [মাতৃ]স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রামস্থান-স্বরূপ। ভার্য্যাবান্ ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। মরণানন্তর আর কিছুই অনুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকে। পতিব্রতা ভার্য্যা যদি পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে তথায় গিয়া পতির অপেক্ষা করে। আর যদি পূর্ব্বে পতির পরলোক হয়, তবে তাঁহার সহমৃতা হয়। হে মহারাজ! যেহেতু পতি ভার্য্যাকে ইহলোকে ও পরলোকে সহায়-স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তই লোকে পাণিগ্রহণ অভিলাষ করেন। পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ব্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্রনামধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্রপ্রসবিনী ভার্য্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। যেমন আদর্শতলে মুখ-প্রতিবিম্ব, পুত্রও তদ্রূপ পিতার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। এই নিমিত্তই লোকে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গভোগের সুখানুভব করে। মনুষ্য শারীরিক বা মানসিক পীড়া দ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অবলোকন করিলে সুশীতল জলে প্রগাঢ় আতপতাপিত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করে। ভার্য্যাকর্ত্তৃক সাতিশয় ভর্ৎসিত হইলেও তাহার অপ্রিয় কার্য্য করা কদাপি বিধেয় নহে; কারণ রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম এই তিন সুখসাধনই ভার্য্যার আয়ত্ত। স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র; এবং স্ত্রীলোক ব্যতীত পুত্রোৎপাদন হয় না। পুত্র পিতৃপদে প্রণাম করিয়া ধূলিধূসরিত কলেবর হয় এবং পিতাকে আলিঙ্গন করে; এই অসার সংসারে ইহা অপেক্ষা সুখ আর কি আছে। অতএব হে মহারাজ! স্বয়ং আগত এই প্রাণসম পুত্রকে কেন অবমানিত করিতেছ। দেখ ক্ষুদ্র জীব পিপীলিকারাও স্বীয় অণ্ড সমুদায় সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করে, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত আপন পুত্রকে পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? শিশু পুত্রের আলিঙ্গনে লোক যাদৃশ সুখানুভব করে, বসন স্ত্রীগাত্র বা সুশীতল জল স্পর্শ করিয়া কি তাদৃশ সুখাস্বাদন করিতে পারে? যেমন দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, গুরুজনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব এই প্রিয়দর্শন পুত্র তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার স্পর্শসুখ উৎপাদন করুক। হে অরিকুলকালান্তক! তিন বৎসর বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ হইলে মহর্ষি কণ্ব

ইহার ক্ষত্রিয়োচিত সমুদায় সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন, অতএব এই পুত্র সর্ব্বাংশে তোমার মনস্তাপ নাশ করিবে। হে পুরুবংশাবতংস! যখন এই পুত্র ভূমিষ্ট হয়, সেই সময়ে আমার প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল "এই কুমার যথাকালে শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন।" আরও দেখ, পিতা বহু দিনের পর স্থানান্তর হইতে আগমন করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মস্তক আঘ্রাণ ও বদন চুম্বন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। কুমারের জাতকর্ম্ম কালে ব্রাহ্মণেরা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন, বোধ হয় তুমিও কোন্ তাহা না জান। "হে পুত্র! তুমি আমার প্রত্যঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ এবং তুমি আমার পুত্রনামধারী আত্মা, অতএব তুমি শতবৎসর জীবিত থাক; আমার জীবন তোমার অধীন; আমার অক্ষয় বংশ তোমার অধীন; অতএব তুমি সুখী হইয়া শতবৎসর জীবিত থাক।" হে রাজন্! এই পুত্র তোমার শরীর হইতে সমুৎপন্ন, অতএব নির্ম্মল সলিলে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ কর। যেমন গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি প্রণীত হয়, সেইরূপ তোমাহইতে এই পুত্র সমুৎপন্ন হওয়াতে একমাত্র তুমিই দ্বিধাকৃত হইয়াছ। হে রাজন্! একদা তুমি মৃগয়ায় গমন করিয়া এক মৃগের অনুসরণক্রমে তাত কণ্বের আশ্রমে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে। আমি সে সময়ে কুমারী ছিলাম। হে মহারাজ! উর্ব্বশী, পূর্ব্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এই ছয় জন অপ্সরা স[র্ব্বপ্র]ধান। তন্মধ্যে ব্রহ্মলোক-নিবাসিনী মেনকা স্বর্গ[লোক হই]তে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া বিশ্বামিত্রের ঔরসে [আ]মাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। অভদ্রা মেনকা হিমালয়ের প্রস্থদেশে আমাকে প্রসব করিয়া শক্রকন্যার ন্যায় তথায় পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যান। হায়! না জানি আমি জন্মান্তরে কি মহাপাতক করিয়াছিলাম, যেহেতু বাল্যকালে [পিতৃমাতৃ]গন্ধর্ব্বেরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, এক্ষণে [আবার] তুমি পতি হইয়াও পরিত্যাগ করিলে। যাহা হউক তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমার তত ক্ষতি বোধ হইবে না, ক[ারণ] আমি এক্ষণেই পি[তার আ]শ্রমে গমন করিব। কিন্তু তোমার [নিজ] ঔরসপুত্র এই সুকুমার নবকুমারকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অবিধেয়।

দুষ্মন্ত কহিলেন, শকুন্তলে! আমি তোমার গর্ভে যে এই পুত্র উৎপাদন করিয়াছি ইহা আমার কোন প্রকারেই স্মরণ হইতেছে না; স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কহিয়া থাকে; বোধ হয় তুমিও মিথ্যা কথা কহিতেছ; কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে? কুলটা মেনকা তোমার জননী; তাহার মত নির্দ্দয় লোক জগতে নাই। সে তোমাকে প্রসব করিয়া নির্ম্মাল্যের ন্যায় হিমালয়ের প্রস্থে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আর তোমার জন্মদাতা বিশ্বামিত্রও অতি নীচাশয়; কারণ তিনি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব হইয়া পরম পবিত্র সর্ব্বজন-মাননীয় ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছেন, তত্রাচ কাম-পরবশ হইয়াছিলেন। ভাল তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি মেনকা অপ্সরার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মহর্ষিবর্গের অগ্রগণ্য, তবে তুমি তাঁহাদিগের কন্যা হইয়া কি নিমিত্ত পুংশ্চলীর ন্যায় মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? এই সভাসদগণের সমক্ষে বিশেষতঃ আমার সমক্ষে এই সকল অশ্রদ্ধেয় কথা কহিতে তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? অতএব রে দুষ্টতাপসি! তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও অপ্সরাপ্রধানা মেনকাই বা কোথায়? আর তাপসী-বেশধারিণী তুমিই বা কোথায়? তোমার এই পুত্রকে বাল্যকালেই মহাবল পরাক্রান্ত ও মহাকায় দেখিয়া কোনরূপেই তোমাকে বিশ্বাস হইতেছে না। তুমি আপনিই কহিতেছ, মুনি কুষ্টা স্বৈরিণী মেনকা তোমার জননী। সে কামরাগে অন্ধ হইয়া তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে। আর তুমিও পুংশ্চলীর ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছ। তুমি যে সকল কথা কহিলে, আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না এবং তোমাকেও চিনি না; অতএব তুমি যথায় ইচ্ছা, চলিয়া যাও।

শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! সর্ষপপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিল্ব পরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পাও না। মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরনীয়া, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গতায়াত করিতে পারি; অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ সুমেরু ও সর্ষপের প্রভেদের ন্যায়। আমার এক[্ষণে]

আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ! আমি এস্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শ্রবণ কর; রুষ্ট হইও না। দেখ, কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আদর্শমণ্ডলে আপন মুখমণ্ডল না দেখে, ততক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ বোধ করে। কিন্তু যখন আপনার বিকৃত মুখশ্রী নিরীক্ষণ করে, তখন আপনার ও অন্যের রূপপ্রভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী, সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক বাক্যব্যয় করে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ, মূর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভ কথা পরিত্যাগপূর্ব্বক অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন সজল দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে শুভই গ্রহণ করেন। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন, কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়। সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। অদোষদর্শী সাধু ও দোষৈকদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে কালাতিপাত করে; কারণ অসাধু সাধুব্যক্তির নিন্দা করে, কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধুকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহার নিন্দা করেন না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন, সে সুজনকে দুর্জ্জন বলে, ইহা হইতে হাস্যকর আর কি আছে? ক্রুদ্ধকালসর্পরূপী সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয়, তখন মাদৃশ আস্তিকেরা কোথায় আছেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন এবং সে অভীষ্ট-লোক প্রাপ্ত হইতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বধর্ম্মোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন, ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মনুষ্যের [illegible] ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে এবং পরকালে নরকহইতে পরিত্রাণ করে। অতএব হে নরনাথ! তুমি পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে ধরাপতে! আত্মকৃত সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ শত শত কূপ খনন অপেক্ষা এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করা শ্রেষ্ঠ; শত শত পুষ্করিণী খনন করা অপেক্ষা এক যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা এক পুত্রোৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ; এবং শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্য দিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। হে মহারাজ! সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সর্ব্বতীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, তদ্রূপ মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম, সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুগামী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনিই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব, তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না; কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তোমার অবিদ্যমানে আমার এই পুত্র এই সসাগরা বসুন্ধরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শকুন্তলা রাজাকে এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র ঋত্বিক, পুরোহিত আচার্য্য ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত রাজার প্রতি এই [illegible] আকাশবাণী হইল। "মাতা ভস্ত্রাস্বরূপ, পিতারই পুত্র [illegible] পিতা হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে, অতএব হে [illegible] তুমি আপন পুত্রকে প্রতিপালন কর, শকুন্তলাকে অপমান করিও না। হে নরদেব! ঔরস-পুত্র পিতাকে যমালয় হইতে উদ্ধার করে। শকুন্তলা সত্যই কহিতেছেন, তুমিই এই পুত্রের উৎপাদক। জনয়িত্রী স্বকীয় অঙ্গকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধভাগ পুত্ররূপে প্রসব করেন, অতএব হে দুষ্মন্ত! এই শকুন্তলাগর্ভ-সমুদ্ভূত পুত্রকে প্রতিপালন কর। জীবৎপুত্রকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর নহে, অতএব হে রাজন্! শকুন্তলাগর্ভজাত এই স্বীয় পুত্রকে লালন পালন কর। যেহেতু আমাদিগের উপরোধে তোমার এই পুত্রকে ভরণ

করা আবশ্যক হইল, এই নিমিত্ত ইনি ভরত নামে বিখ্যাত হইবেন।”

রাজা দুষ্মন্ত দৈববাণী শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে কহিলেন, আপনারা দেবদূতের বাক্য শুনিলেন ? আমিও এই কুমারকে আমারই আত্মজ বলিয়া জানি ; কিন্তু যদি সহসা ইহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে দোষী করিবে এবং পুত্রটিও কলঙ্কী হইবে এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাজা হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজা পিতৃকর্ত্তব্য সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পুত্রের মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, এবং বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলাকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! নির্জ্জন কাননে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেহই জানিত না ; দোষৈকদর্শী লোক পাছে তোমাকে কুলটা, আমাকে কামপরবশ এবং রাজ্যে অভিষিক্ত পুত্রকে জারজ মনে করে, এই ভয়ে আমি এতক্ষণ এতদ্রূপ বিচার করিতেছিলাম। তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া আমার প্রতি যে সকল কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে প্রিয়তমে ! আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত ! রাজা দুষ্মন্ত মহিষীকে এইরূপ কহিয়া বস্ত্রান্নপানাদি দ্বারা পরিতুষ্টা করিলেন ; এবং শকুন্তলার পুত্রের নাম ভরত রাখিলেন। পরে রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভরত যুবরাজ হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে সমস্ত মহীপালগণ পরাজয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরম যশস্বী হইলেন। অনন্তর রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া অনল্প অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের নিকট ইন্দ্রের ন্যায় আদরণীয়া হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ ! সেই ভরত হইতে ভারতী কীর্ত্তি ও তোমাদিগের ভারতনামক সুবিখ্যাত কুল সমুৎপন্ন হইয়াছে।

আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে শকুন্তলোপাখ্যান সম্পূর্ণ।

---

## পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন্! মহারাজ দুষ্মন্ত ও পতিপরায়ণা শকুন্তলার উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম ; এক্ষণে দক্ষ প্রজাপতি, বৈবস্বত মনু, ভরত, কুরু, পুরু, আজমীঢ়, যদু, কৌরব ও ভারত ইহাঁদিগের বংশ কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। ইহাঁরা সকলেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী এবং ইহাঁদিগের বংশকীর্ত্তন অতি পবিত্র, আয়ুষ্কর ও যশস্কর। প্রচেতার প্রথমতঃ দশ পুত্র জন্মে। তাঁহারা সকলেই রাক্ষস হইয়াছিলেন। ভগবন্ প্রচেতাঃ মুখনির্গত অগ্নিদ্বারা সেই মহাতেজস্বী রাক্ষসরূপী পুত্রগণকে দগ্ধ করেন। পরে প্রচেতার দক্ষ নামে অপর এক পুত্র জন্মেন। দক্ষ হইতে এই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। হে পুরুষসিংহ ! এই কারণ বশতঃ লোকে তাঁহাকে পিতামহ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। দক্ষ বীরিণীর গর্ব্ভে আত্মসদৃশ সহস্রসংখ্যক পুত্র উৎপাদন করেন। মহর্ষি নারদ সেই সহস্রসংখ্যক দক্ষসন্তানগণকে অত্যুৎকৃষ্ট শাঙ্খ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া মোক্ষোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হে জনমেজয় অনন্তর প্রজাসিসৃক্ষু প্রজাপতি দক্ষ পঞ্চাশৎ কন্যা উৎপাদন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই পুত্রিকা করিয়া তন্মধ্যে দশটি ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশটি কশ্যপকে ও সাতাইশটি চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী প্রধান ছিলেন। তাঁহার গর্ব্ভে দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হয়েন। তৎপরে কশ্যপ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও বিবস্বান্ জন্ম গ্রহণ করিলেন। বিবস্বানের দুই পুত্র ; বৈবস্বত মনু ও যম। ধীমান্ মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানবজাতি উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিলেন। বেণ, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র ও নাভাগারিষ্ট ; মনুর এই দশ সন্তান ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-পরায়ণ। মনুর আরও পঞ্চাশটি পুত্র জন্মে, কিন্তু আমরা শুনিয়াছি তাঁহারা পরস্পর বৈরভাব অবলম্বন করিয়া বিনষ্ট হয়। ইলা হইতে পুরূরবাঃ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইলা তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন। পুরূরবাঃ ম... ধারণ করিয়াও সর্ব্বদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন।

ত্রয়োদশ দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি মত্ত হইয়া বিপ্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহা-সঞ্চিত বহুমূল্য রত্ন সকল অপহরণ করিতেন। তাঁহার উপর সমুচিত আক্রোশ প্রকাশ করিয়াও প্রতীকার করিতে পারেন নাই। অনন্তর সনৎ-লোক হইতে উপস্থিত হইয়া পুরূরবাকে অনু-শিক্ষিত করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার ।। তৎপরে ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে ভ-পরতন্ত্র বলদৃপ্ত নরাধিপ সদ্যই বিনষ্টপ্রায় তিনি যজ্ঞাদিক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ গন্ধর্ব্বলোক অগ্নি ও উর্ব্বশীকে আনয়ন করেন। ইলাপুত্র উর্ব্বশীর গর্ব্ভে আয়ু, ধীমান্, অমাবসু, দৃঢ়ায়ু, শতায়ু এই ছয় পুত্র জন্মে। নহুষ, বৃদ্ধশর্ম্মা, এবং অনেবস এই চারিটি আয়ুর ঔরসে ও স্বর্ভা-উৎপন্ন হয়েন। হে পৃথিবীপাল! ধীমান্ ম নহুষ রাজা ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন ন। নহুষ; পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, স, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে করিতেন। তিনি দস্যুদল এরূপ দমন করিয়া তাহারা ঋষিদিগকে করপ্রদান ও পৃষ্ঠে বহন নি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ও তপোবলে দেবতা-ভব করিয়া ঋষিগণকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাই-নি যতি, যযতি, সংযাতি, আয়াতি, অয়তি ও ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে যতি নি হইয়া চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন। যযাতি প্রভাবে সম্রাট্ হইয়া এই সসাগরা পৃথিবী বিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃ ক অর্চ্চনা করিয়া সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন

রাজ! সত্যপরাক্রম যযাতি সম্রাট্ ছিলেন। ঃ রাজ্যশাসন এবং প্রজাবর্গের প্রতি যথেষ্ট দর্শন করিতেন। মহারাজ যযাতি, সর্ব্বদা এবং ভক্তি-পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের শুশ্রূষা দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে যযাতির দুই মহিষী তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ব্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে মেন। তাঁহার গর্ব্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মেন। তাঁহারা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ যযাতি বহুকাল ধর্ম্মতঃ প্রজা-পালন করিয়া অবশেষে শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হই-লেন। তখন তিনি সেই রূপনাশিনী জরার প্রভাবে ভোগসুখে বঞ্চিত হইয়া পুত্রদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহি-লেন, হে পুত্রগণ! আমি তোমাদিগের যৌবন দ্বারা যুবতি-গণের সহিত বিহার করিতে বাসনা করি, তোমরা তদ্বি-ষয়ে আমাকে সাহায্য কর। ইহা শুনিয়া দেবযানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের যৌবন দ্বারা আপনার কিরূপ সহায়তা সম্পাদন করিব, আজ্ঞা করুন। যযাতি কহিলেন, তুমি আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করিব। দীর্ঘ সত্রানুষ্ঠানকালে মহর্ষি উশনার শাপে কামার্থবিনাশিনী জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, আমি তজ্জন্য সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি; অতএব হে পুত্রগণ! তোমাদিগের মধ্যে একজন আমার জীর্ণ কলেবর লইয়া রাজ্য শাসন কর। যিনি জরা গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহার নবীন তনু আশ্রয় করিয়া বিষয় সম্ভোগ করিব। তাহা শুনিয়া যদু প্রভৃতি চারি জন তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু কহি-লেন, মহারাজ! আপনি আমার নবযৌবন-সম্পন্ন সুকুমার কলেবর আশ্রয় করিয়া অভিলাষানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করুন, আমি আপনার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিব। পরে রাজর্ষি যযাতি তপোবলে পুত্রশরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন। অনন্তর সেই নৃপতি পুরুর বয়োলাভ করিয়া যৌবনশালী হইলেন, এবং পুরু তদীয় বয়ঃপ্রভাবে জরাগ্রস্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। শার্দ্দূলসম বিক্রান্ত রাজা যযাতি, সহস্র বৎসর উভয় পত্নীর সহিত পরম সুখে বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরে চৈত্ররথ নামক কুবেরোদ্যানে বিশ্বাচি নাম্নী এক অপ্সরার সহিত কিছুকাল বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। পরিশেষে মনোমধ্যে এই পৌরাণিকী গাথা অনুধ্যান করিলেন। কাম্য বস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইত থাকে। যদি একজনে এই রত্নগর্ব্ভা পৃথিবীর সমুদয় হিরণ্য, সকল পশু এবং সমস্ত মহিলা উপভোগ করে,

তত্রাপি তাহার তৃপ্তিলাভ হওয়া দুর্ঘট; অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকল্প। লোক যখন কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচেষ্টা না করে, তখন ব্রহ্মতুল্য হয়। মহারাজ যযাতি বৈরাগ্যের সারত্ব ও কামের অসারত্ব আলোচনা করিয়া পুত্র হইতে আপন জরা গ্রহণ করিলেন ও তদীয় যৌবন তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন। পরিশেষে পূরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমিই যথার্থ পুত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ. তোমার দ্বারাই আমার বংশরক্ষা হইবে, অতএব তোমার বংশ পৌরব বংশ বলিয়া লোকে বিখ্যাত হইবে। মহারাজ যযাতি এই বলিয়া তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন। পরে অনশনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া সস্ত্রীকে স্বর্গারোহণ করিলেন।

---

## ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! দশম প্রজাপতি যযাতি রাজা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তিনি পরম দুর্লভা শুক্রতনয়া দেবযানীকে কিরূপে লাভ করিলেন, আমি তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে বসনা করি। আপনি এই বৃত্তান্ত এবং তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়া আমার একান্ত কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবরাজসম প্রভাবসম্পন্ন নহুষপুত্র যযাতি রাজাকে শুক্র ও বৃষপর্ব্ব যেরূপে বরণ করেন, এবং তিনি যে প্রকারে দেবযানীকে লাভ করেন, হে মহারাজ! আমি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবন করুন। পূর্ব্বে এই সচরাচর বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। তৎকালে দেবতারা জীগীষাপরবশ হইয়া বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানে পুরোহিতরূপে বরণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ শুক্রাচার্য্যকে তৎকর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিলেন। একরূপ কর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ইঁহারা প্রতিনিয়ত পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুর সংহার করিতেন, শুক্র মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন; সেই সকল পুনর্জ্জীবিত অসুরেরা উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত সংগ্রাম করিত। কিন্তু অসুরেরা যুদ্ধে যে সকল দেবতার প্রাণ নাশ করিত, সুরাচার্য্য বৃহস্পতি আর তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিতেন না; কারণ মহর্ষি শুক্রাচার্য্য যে বিদ্যাপ্রভাবে দানবগণকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন, বৃহস্পতি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। পরে দেবতারা বিষাদাপন্ন ও শুক্রাচার্য্যের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র কচের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কচ! আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমাকে আমাদিগের এক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। অমিততেজাঃ শুক্রাচার্য্য যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, তুমি সত্বর তাহা অপহরণ কর। এই কর্ম্ম করিলে তুমি সর্ব্ববিষয়ে আমাদিগের অংশভাগী হইবে। সম্প্রতি বৃষপর্ব্বার নিকটে তুমি শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে পাইবে। তিনি তথায় দানবগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দেবতাদিগের প্রতি কটাক্ষপাতও করেন না। তুমি অল্পবয়স্ক বালক। তুমি তাঁহার আরাধনায় সক্ষম হইবে। সেই মহাত্মার দেবযানীনাম্নী এক কন্যা আছেন. তাঁহাকেও আরাধনা করিতে তোমা ভিন্ন অ[illegible] সমর্থ হইবে না। দয়া দাক্ষিণ্য সুশীলতাদিগু[illegible] যানীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই পা[illegible] বনী বিদ্যা লাভ করিবে। [illegible]

অনন্তর বৃহস্পতিতনয় কচ তথাস্তু বলি[illegible] ও সমীপে গমন করিলেন। দেবগণপ্রেরিত ক[illegible] তথায় উপনীত হইয়া অসুরেন্দ্র বৃষপর্ব্বার স[illegible] দেখিয়া কহিলেন, মহাশয়! আমি মহর্ষি অ[illegible] সাক্ষাৎ বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ, অ[illegible] স্বীকার করিলাম। আপনি আমার গুরুত্বে বৃত[illegible] সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিব, আ[illegible] অনুমতি করুন। শুক্র কহিলেন, হে কচ! [illegible] বৃহস্পতি পূজনীয়, অতএব আমি তোমা[illegible] কার করিলাম। এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মচ[illegible] কারী করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ [illegible] শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য-ব্র[illegible] এবং ব্রতকালের অব্যাঘাতে উপা[illegible] দেবযানীর আরাধনা করিতে লা[illegible] দিন নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং [illegible]

মধ্যেই প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীর পরিতোষ দেবযানীও গীত বাদ্য দ্বারা ব্রতধারী কচের তে লাগিলেন। এইরূপ ব্রতাচরণ করিতে চির পঞ্চ ত বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর দান- র অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উপাধ্যায়ের গো- নির্জ্জন-কাননস্থ কচকে বিনাশ করিল, এবং ও খণ্ড করিয়া শৃগাল কুক্কুরগণকে ভক্ষণ । তখন গো সকল গোপশূন্য হইয়া স্ব স্ব গত হইল। পরে দেবযানী কচকে না র নিকট নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ! হোত্রে আহুতি প্রদান করা হইল, সূর্য্যদেব রিলেন, এবং গো সকল গোপশূন্য হইয়া করিল, কিন্তু কচকে প্রত্যাগত দেখিতেছি নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কচ আহত বা কাল- । আমি সত্য কহিতেছি, কচ ব্যতিরেকে করিতে পারিব না। শুক্র কহিলেন, বৎসে! চ এই মুহূর্ত্তেই আসিবে, আমি মৃত কচকে করিব, এই বলিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত কুক্কুরগণের দেহ বিদার্ণ করিয়া হৃষ্ট মনে পে উপস্থিত হইলে দেবযানী কহিলেন, কচ! সিতে এত বিলম্ব হইল কেন? কচ উত্তর ভাবি আমি সমিৎকুশ এবং কাষ্ঠভার ও একা পরিশ্রান্ত হইয়া গোগণের সহিত ক বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম। অসুরগণ তথায় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কে? আমি কহিলাম, আমি বৃহস্পতির পুত্র, ম কচ। এই কথা কহিবামাত্র তাহারা আমাকে তদ্দণ্ডে আমার শরীর খণ্ড খণ্ড করত শৃগাল ভক্ষণার্থ প্রদানপূর্ব্বক পরমসুখে স্ব স্ব গৃহে হইল। এক্ষণে মহাত্মা ভার্গবের বিদ্যাবলে বন পাইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। একদা দেবযানী পুষ্পচয়নার্থ কচকে অরণ্যে লেন। দানবেরা কাননস্থ কচের শরীর চূর্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া দিল। এদিকে দেবযানী কচের বিলম্ব দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন। তখন শুক্র বিদ্যাপ্রভাবে কচকে আহ্বান করিলে কচ পুনর্ব্বার আসিয়া গুরুসন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৃতীয়বার অসুরেরা কচকে বিনষ্ট ও ভস্মাবশিষ্ট করিয়া শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। তখন দেবযানী পুনর্ব্বার পিতাকে নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ! আমি পুষ্পাহরণার্থ কচকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখনও তাহাকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না। বোধ হয়, সে আহত বা মৃত হইয়া থাকিবে। হে পিতঃ! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, কচ ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে পুত্রি! বৃহস্পতির পুত্র কচ নিশ্চয়ই মৃত হইয়াছে। আমি সঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রভাবে বারম্বার তাহার জীবন রক্ষা করিতেছি, কি করি, অসুরেরা তথাপি তদ্বিনাশে বিরত হইতেছে না; অতএব হে দেবযানি! তুমি শোক বা রোদন করিও না। তোমার সদৃশী মহিলারা সামান্য মর্ত্তলোকের নিমিত্ত শোক মোহে অভিভূত হন না। দেখ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, অষ্টবসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, অসুরগণ এবং সমস্ত জগৎ তোমাকে প্রভাবশালিনী জানিয়া নমস্কার করেন। কচের জীবন রক্ষা করা বৃথা বোধ হইতেছে, যেহেতু অসুরেরা সুযোগ পাইলেই পুনর্ব্বার তাহার প্রাণসংহার করিবে। দেবযানী কহিলেন, বৃদ্ধতম মহর্ষি অঙ্গিরাঃ যাঁহার পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, তাঁহার নিমিত্ত কেনই বা রোদন ও শোক করিব না। কচ নিজও সামান্য লোক নহেন। তিনি ব্রহ্মচারী, তপোধন ও সর্ব্ব কার্য্যে সুনিপুণ। হে তাত! আমি নিরাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়া কচের অনুগামিনী হইব। কচ আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। আমি তাঁহাকে না দেখিয়া ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

মহর্ষি শুক্র দেবযানী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কচকে আহ্বান করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, নিশ্চয়ই অসুরেরা আমার প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হইয়াছে, এবং এই নিমিত্তই বারম্বার আমার শিষ্যের প্রাণনাশ করিতেছে। দুর্দ্দান্ত দানবেরা এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণশূন্য করিবার অভিলাষে আমার প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভাল আমি এক্ষণেই তাহাদিগের এই পাপের

দণ্ডবিধান করিতেছি। ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপ ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে পারে; এই বলিয়া কচকে বিদ্যাবলে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সমাহূত কচ গুরুর ভয়ে ভীত হইয়া জঠর হইতে অল্পে অল্পে উত্তর দিলেন। শুক্রাচার্য্য নিজ জঠর হইতে তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া কহিলেন, কচ! তুমি কি প্রকারে আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছ? কচ কহিলেন, আপনকার প্রসাদে বলবতী স্মরণ শক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, এই নিমিত্ত আমার যথাবৎ বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে। আর আমার তপস্যা কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই, এই নিমিত্ত এই দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। অসুরেরা আমাকে দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া আপনার সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আপনি বিদ্যমান থাকিতে আসুরী মায়া কখনই ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। শুক্র কহিলেন,বৎসে দেবযানি! অদ্য কিরূপে তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি প্রাণ পরিত্যাগ না করিলে কচের প্রাণ রক্ষা হয় না। কচ আমার উদরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং কুক্ষিবিদারণ ব্যতিরেকে কচ কিরূপে নির্গত হইবে। দেবযানী কহিলেন, তাত! কচের বিনাশ ও আপনার উপঘাত এক্ষণে এই উভয়ই আমার পক্ষে সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প বোধ হইতেছে। কচের বিনাশ হইলে আমার জীবন নষ্ট হইবে এবং আপনার বিয়োগে কিরূপেই বা প্রাণ ধারণ করিব? তখন শুক্র উদরস্থ কচকে কহিলেন, হে বৃহস্পতি-পুত্র কচ! যেহেতু দেবযানী তোমাকে ভক্ত বলিয়া আদর করেন, অতএব বোধ হয় তুমি কোন সিদ্ধ পুরুষ অথবা কচরূপী ইন্দ্র হইবে। যাহা হউক অদ্য তোমাকে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ পুনর্জ্জীবিত হইয়া আমার উদর হইতে বহির্গত হইতে পারে না, অতএব অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকে বিদ্যা দান করিব, কিন্তু বৎস! তুমি পুত্ররূপে আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিদ্যাবলে আমাকে জীবিত করিবে। দেখিও এই ধর্ম্ম প্রতিপালনে যেন পরাঙ্মুখ হইও না।

অনন্তর কচ শুক্রসন্নিধানে সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রাপ্তিপূর্ব্বক কুক্ষি ভেদ করিয়া পূর্ণিমা শশাঙ্কের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন ভূত শুক্রাচার্য্য ভূতলে পতিত আছেন। কচ অবি[...] দ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিয়া অভিবাদনপ[...] ভগবন্! যিনি কর্ণে অমৃত নিষেক স্বরূপ[...] করেন, আমি তাঁহাকে পিতামাতা-স্বরূপ স্বী[...] কোন্‌ব্যক্তি এমন মূঢ় যে তাদৃশ হিতৈষী লোক[...] চেষ্টা করিবে? সত্যফলপ্রদ নিধির নিধি[...] পূজনীয় গুরুদেবকে যে ব্যক্তি আদর না[...] পাপিষ্ঠ ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পরলো[...] হয়। মহানুভব শুক্র সুরাপান জনিত অ[...] অভিরূপ কচকে সুরাসহকারে উদরস্থ করিয়া[...] বলিয়া সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। [...] গণের প্রিয় সম্পাদনার্থ কহিলেন, অদ্যাবধি[...] ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে[...] ব্রহ্মহা হইয়া ইহকালে ও পরকালে ঘৃণি[...] হইবে। আমি বিপ্রধর্ম্মের এই সীমা সংস্থা[...] গুরুশুশ্রূষা পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লো[...] করুন। তপোনিধি এই বলিয়া মূঢ়বুদ্ধি[...] আহ্বান করিয়া এই কথা কহিলেন, "হে[...] দানবগণ! আমার তুল্য প্রভাবশালী মহাত্মা[...] বিদ্যা-প্রভাবে ব্রহ্মভূত হইয়া আমার নিকট ব[...] এই কথা কহিয়া তিনি বিরত হইলেন। তৎ[...] বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন ক[...] সহস্র বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া পরিশেষে[...] মতি লইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। [...]

---

## সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রতপরায়ণ কচ[...] আদিষ্ট হইয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিতে উদ[...] দেবযানী কহিলেন, হে মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র[...] কুল, শীল, বিদ্যা, তপস্যা ও শম দমাদি[...] হইয়াছ। মহাযশাঃ অঙ্গিরা যেমন [...] তোমার পিতা বৃহস্পতিও আমার সেই[...] নীয়। এই সকল আলোচনা করিয়া আ[...] শ্রবণ কর। হে তপোধন! তুমি [...] হইলে আমি তোমার সবিশেষ [...]

...হইয়াছ, আমি তোমার প্রতি ...অতএব মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আমার পাণি-...কহিলে, হে শুভে! তোমার পিতা ...মার যেরূপ মান্য ও পূজনীয় তুমিও তদ্রূপ হে ভদ্রে! তুমি ভগবান্ ভার্গবের প্রাণ প্রিয়তরা কন্যা। তুমি ধর্ম্মতঃ আমার গুরুপুত্রী। ...এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হই-...যানী কহিলেন, তুমি আমার পিতার ...পিতার গুরু পুত্রের পুত্র। কেবল এই ...মার মান্য ও পূজনীয়। কিন্তু অসুরেরা ...বার নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি আমি ...ন্ত অনুরক্তা হইয়াছি। তোমার প্রতি আমি সৌহার্দ্দ্য ও অনুরাগ করিয়া থাকি তাহার কি-...অবিদিত নহে। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! এখন তুমি ...ধিনীকে পরিত্যাগ করিও না। কচ কহিলেন, ...অনিযোজ্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করা ...চে না! হে বালে! তুমি আমার গুরু ...তরা। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। ...! তুমি যে শুক্রের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছ ...রই উদরে বাস করিয়াছিলাম; সুতরাং তুমি ...র ভগিনী হইলে, অতএব এরূপ কথা আর ...হে ভদ্রে! এতদিন এই স্থলে সুখে বাস ...ক্ষণে অনুমতি কর, গৃহে গমন করি এবং ...র, যেন পথিমধ্যে আমার কোন বিঘ্ন ঘটনা ...ঙ্গে আমাকে এক একবার স্মরণ করিও ...বধানে আমার গুরু শুক্রাচার্য্যের পরিচর্য্যা ...বযানী কহিলেন, হে কচ! তুমি আমাকে ...রিলে তোমার সঞ্জীবনী বিদ্যা ফলবতী ...কচ কহিলেন, আমি কোন দোষাশঙ্কায় ...ত্যাখ্যান করিতেছি এমন নহে, গুরুপুত্রী ...খ্যান করিতেছি; এবং এ বিষয়ে গুরুরও ...সুতরাং তুমি অকারণে আমাকে অভি-... হে দেবযানি! আমি তোমাকে আর্য্য-...প্রদান করিতেছিলাম; তথাপি তুমি ...শাপ দিলে, ফলতঃ আমি শাপের উপযুক্ত ...মার এই শাপও ধর্ম্মতঃ নহে, কামতঃ; অতএব আমি তোমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহা নিষ্ফল হইবে, এবং অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না। আর তুমি আমাকে অভিসম্পাত করিলে যে তোমার অধীত বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না। ভাল তাহা আমি স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব, সে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কচ দেবযানীকে এইরূপ প্রতিশাপ প্রদান করিয়া সত্বর দেবলো... ...ীত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কচকে অভ্যাগত দেখি... বৃহস্পতির সমক্ষে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, হে কচ! তুমি আমাদিগের যে পরমাদ্ভুত হিতকার্য্য-সম্পাদন করিলে তাহাতে তোমার যশঃ চিরস্থায়ী হইবে, এবং তুমি আমাদিগের অংশভাগী হইবে।

## অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কচ কৃতবিদ্য হইয়া দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলে দেবগণ অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট সেই সঞ্জীবনী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে পুরন্দর! তোমার বিক্রম-প্রকাশের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে শত্রুকুলসংহারের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। ইন্দ্র, দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত ও উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া চৈত্ররথোপম পরম রমণীয় এক কাননে কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখিতে পাই-লেন। তাহারা স্ব স্ব পরিধেয় বস্ত্র সরোবর-তীরে রাখিয়া জলবিহার করিতেছিল। দেবরাজ এই অবসরে বায়ুরূপ ধারণ করিয়া কন্যাদিগের বস্ত্রসকল একত্র মিশ্রিত করিয়া দিলেন। তৎপরে কন্যাগণ সকলে জল হইতে উত্থিত হইয়া যিনি যে বস্ত্র সম্মুখে পাইলেন, তাহাই পরিধান করিলেন। তন্মধ্যে বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা না জানিতে পারিয়া দেবযানীর বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহা-দের উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। দেবযানী কহি-লেন, রে অসুরকন্যা! তুই আমার শিষ্যা হইয়া কোন্ সাহসে আমার বস্ত্র পরিধান করিতেছিস। এই অত্যাচারে তোর শ্রেয়োলাভ হইবে না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, দেখ

দেবযানি! আমার পিতা যখন শয়ন বা উপবিষ্ট থাকেন, তোমার পিতা নিম্নাসনে উপবেশন করিয়া অতি বিনীত-ভাবে স্তুতিপাঠকের ন্যায় তাঁহাকে নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্তব, প্রতিগ্রহ ও যাচ্ঞা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তুমি তাঁহারই কন্যা। আর সকলে যাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে, যিনি প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিয়া যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, আমি তাঁহার কন্যা। তুমি যত পার ক্ষোভ কর, হিংসা কর, দ্বেষ কর বা শাপ দেও, আমি তোমাকে কখনই সমকক্ষ বলিয়া গণনা করিব না।

শর্ম্মিষ্ঠার এইরূপ অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবযানী ক্রোধে অধীর হইয়া বলপূর্ব্বক আপনার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শর্ম্মিষ্ঠা কোপাক্রান্ত ও কম্পিতকলেবর হইয়া দেবযানীকে সন্নিহিত এক কূপে নিক্ষেপ করিলেন। দেবযানী কূপে পতিত হইয়া নিশ্চয়ই প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে এই স্থির করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা স্ব-ভবনে গমন করিলেন। মৃগয়া-বিহারী নহুষাত্মজ যযাতি রাজা অশ্বারোহণে সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি মৃগের অনুসরণক্রমে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের সন্নিহিত হইলেন। রাজা জল প্রার্থনায় কূপমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র অগ্নিশিখার ন্যায় এক কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া তীব্র বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সেই রমণীকে অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া মধুর সান্ত্বনাবাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার কন্যা? কেনই বা এত শোকাকুল হইয়াছ? আর কিরূপেই বা এই অন্ধকূপে পতিত হইয়াছ? দেবযানী কহিলেন, দানবেরা দেবগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে, যিনি সঞ্জীবনীবিদ্যাবলে তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করেন, আমি সেই শুক্রাচার্য্যের কন্যা। আমি যে এই বনমধ্যে একাকিনী অন্ধকূপে পতিত আছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। হে মহারাজ! আপনি মহাবংশপ্রসূত, অগ্রগণ্য যশস্বী ও শান্তপ্রকৃতি; অতএব আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমাকে এই কূপ হইতে উদ্ধার করুন। রাজা যযাতি তাঁহার পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণীবোধে দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কূপ হইতে উদ্ধৃত করিলেন, এবং সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় প্রত্যাগমন করিলেন।

নহুষতনয় রাজা যযাতি নিজ রাজধানী ঘূর্ণিকানাম্নী এক দাসী সহসা দেবযানী স হইল। দেবযানী বাষ্পাকুললোচনে তাহাকে ঘূর্ণিকে! তুমি সত্বর আমার পিতার নিকট যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে, আর আ রাজার নগরে প্রবেশ করিব না। তাঁহার আ মাত্রে ঘূর্ণিকা দ্রুতপদসঞ্চারে অসুরমন্দিরে প্রবি সম্ভ্রমাবিষ্ট চিত্তে শুক্রসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। শ্রুতিমাত্রেই উত্থিত হইয়া বনমধ্যে কন্যার অ করিলেন, এবং অবিলম্বেই তথায় উপনীত হ যানীকে দৃষ্টিগোচর করিয়া বাৎসল্যভাবে আ গদগদবচনে কহিলেন, বৎসে দেবযানি! আপ ও দুষ্কৃতি অনুসারে সকলে সুখ দুঃখ ভোগ বোধ হয়, তুমি কোন পাপকর্ম্ম করিয়া থাকি ফলভোগ করিতে হইয়াছে। দেবযানী কহি পাপের ভোগ হউক বা না হউক, এক্ষণে বৃ শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে যেরূপ করিয়াছে, তাহা শ্রব এই বলিয়া পিতার নিকট সমস্ত পরিচয় দিলেন শেষে কহিলেন, শর্ম্মিষ্ঠা যে প্রকার কহিয়াছে, যথার্থই সেইরূপ হই, তবে তাহার নিকট আ স্বীকার করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, ন অহঙ্কারের প্রতীকার করিতে হইবে। শু বৎসে! তুমি ত স্তাবক বা প্রতিগ্রহোপজী তোমার পিতা কাহারও চাটুকার নহে; দে তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্র তনয় রাজা যযাতি ইঁহারা সকলেই জানে। নির্দ্বন্দ্ব পরব্রহ্মই আমার বল। স্বয়ম্ভু ব্র আপনি কহিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যা আছে, আমিই তাহার ঈশ্বর। আমি স কহিতেছি, প্রজাদিগের প্রিয়কার্য্য স আমিই বারিবর্ষণ ও ওষধি সকল পুষ্ট ক মহানুভব শুক্র, বিষাদমগ্না ক্রোধাকুলা দেবযা মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

## …কান অশীতিতম অধ্যায়।

…হলেন, হে দেবযানি! যে ব্যক্তি …মোগুণে …র-বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই … তাঁহারই আয়ত্ত। সাধু লোকেরা অশ্ব-রশ্মি-… বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে … নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ …থাকেন। যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমা-… করিতে পারেন, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ … করা হয়। যেমন সর্প নির্ম্মোক পরিত্যাগ … যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকেই সৎপুরুষ কহেন। যিনি ক্রোধবেগ-… ক তিরস্কারে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এবং …ও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থ …য়া থাকে। যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপিয়া …বা বা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, … যিনি কাহারও … ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রো-…ই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বালক-বালিকারা … প্রবৃত্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া …ন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ করেন না। দেবযানী … তাত! আমি অল্পবয়স্কা বালিকা বটে, কিন্তু … বিবেচনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ নহি, এবং … ক্ষমা এই উভয়ের বলাবল পরিজ্ঞানেও অক্ষম …ন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া অশিষ্যের ন্যায় আচরণ …লার্থী ব্যা… তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা প্রদর্শন …না। অতএব … ভ্রষ্টাচার দেশে বাস করিতে …াষ নাই। যে সকল লোকেরা আচার ও …লীন্যাদি লইয়া …র্ব্বদা পরনিন্দা করে, … ব্যক্তি সেই সকল পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করি-…ার যে স্থানে বাস করিলে আচার ব্যবহার …দির গৌরব থাকে, সেই স্থানে বাস করাই … হে তাত! বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠার সেই সকল …র হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অধিক কি বলিব, … ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ প্রত্যাশায় ধনিগণের … বোধ হয় তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়া

## অশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শুক্র ক্রোধভরে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা বৃষপর্ব্বার নিকট উপস্থিত হইয়া অসন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, হে দানবরাজ! অধর্ম্ম আচরণ করিলে সদ্যই তাহার ফল দর্শে না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই পাপপরায়ণ ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। যদিও অনুষ্ঠানকর্ত্তার তাহার ফলভোগ না হয়, তথাপি তাহার পুত্র বা পৌত্রদিগকেও তাহার ফলভোগ করিতে হয়। বৃহস্পতিতনয় কচ বিদ্যালাভ করিবার নিমিত্ত আমার নিকট আসিয়াছিল। সে ধর্ম্মপরায়ণ, সুশীল ও শুশ্রূষাপর। তুমি অস্ত্র দ্বারা নিরপরাধে বারম্বার তাহার প্রাণহিংসা করিয়াছিলে। আজি আবার তোমার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা আমার দেবযানীর প্রাণ নষ্ট করিবার আশয়ে তাহাকে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এই সকল অত্যাচারে আমি অদ্যই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি আর তোমার অধিকারে বাস করিব না। তোমরা আমার কথা প্রলাপ বলিয়া বিবেচনা কর নতুবা আপন দোষ সংশোধনে প্রতীক্ষা করিতে না। বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে ভার্গব! আমি আপনাকে অধার্ম্মিক বা মিথ্যাবাদী বলিয়া বোধ করি না, প্রত্যুত পরমধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। তোমার প্রতি আমি কখনই ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করি না, অতএব ক্রোধ সম্বরণ কর, এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হও। যদি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর, তাহা হইলে আমরা সমুদ্রগর্ত্তে প্রবেশ করিব, সংশয় নাই। শুক্র কহিলেন, তোমরা সাগরেই প্রবেশ কর বা দেশান্তরেই যাও, তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমি দেবযানীকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি, যেমন বৃহস্পতি ইন্দ্রের যোগক্ষেমকর, আমিও সেইরূপ তোমার যোগক্ষেম সম্পাদন করিয়া থাকি। অতএব যদি আমাকে রাজ্যে রাখিতে বাসনা থাকে, তবে দেবযানীকে প্রসন্ন কর। দেবযানী আমার জীবনস্বরূপ। …পনকা… বৃষপর্ব্বা কহিলেন, ভগবন্! অসুরেরা যে কিছু … …প্রাচিতা বা পিতৃদত্ত বা গো, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অধিক… সমুদয়ের ও আমার … …গ্রহীতার কোন বিপদের হ… এই বলিয়া দেবযানী …

শুক্র কহিলেন, আমি দানবদিগের সমুদয় সম্পত্তির ঈশ্বর হই, তাহা হইলেও যদি দেবযানীকে সান্ত্বনা করিতে পারি। দানবরাজ বৃষপর্ব্বা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

পরে ভৃগুনন্দন শুক্র দেবযানীর নিকটে গমন করিয়া এই কথা আদ্যোপান্ত অবগত করাইলেন। তখন দেবযানী কহিলেন, হে পিতঃ! তুমি যে অসুরদিগের সকল সম্পত্তির ঈশ্বর, তাহা বৃষপর্ব্বা স্বয়ং আমার নিকট অঙ্গীকার করুক, নতুবা আমার বিশ্বাস হয় না। তাহা শুনিয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বা কহিলেন, হে চারুহাসিনি দেবযানি! তোমার যাহা অভিলাষ হয় বল, অতিশয় দুর্ল্লভ বস্তু হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব। তখন দেবযানী কহিলেন, শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র অসুর-কন্যার সহিত আমার দাসীভাব অবলম্বন করুক, এই আমার অভিলাষ, এবং আমি বিবাহিতা হইয়া যৎকালে ভর্তৃগৃহে গমন করিব, তখনও তাহাকে আমার অনুসরণ করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া বৃষপর্ব্বা সমীপবর্ত্তিনী এক পরিচারিকাকে আদেশ করিলেন, তুমি যাও শীঘ্র শর্ম্মিষ্ঠাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। দেবযানীর যেরূপ অভিলাষ, শর্ম্মিষ্ঠা আসিয়া তাহা অবিলম্বে সম্পাদন করুক। পরিচারিকা রাজার আদেশক্রমে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপনীত হইয়া নিবেদন করিল, রাজনন্দিনি! মহারাজ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, চল এবং জ্ঞাতিকুলের শুভ সম্পাদন কর। শুক্রাচার্য্য দেবযানী কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া অসুরকুল পরিত্যাগের উপক্রম করিয়াছেন, এক্ষণে দেবযানীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তোমাকে তাহার নিদেশানুসারে সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, আমি বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। আর দেবযানীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি শুক্রও যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতেও আমার অসম্মতি নাই। আমার দোষে শুক্র ও দেবযানী নগর পরিত্যাগ করিবেন, তাহা কখনই হইবে না। এই বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক [illegible] পরিবৃতা হইয়া সত্বর অন্তঃপুর হইতে নির্গতা [illegible] সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, [illegible] ন্যার সহিত তোমার দাস্যকর্ম্ম করিব এবং তুমি পরিণীতা হইয়া যখন গমন করিবে, তৎকালেও আমি দাসীভাবে তোমা ব্যাহারে যাইব। দেবযানী কহিলেন, দেখিও তু নন্দিনী হইয়া কিরূপে চাটুকার ও ভিক্ষুকের ন্যা ভাব অবলম্বন করিবে। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, জ্ঞা বিপদ ঘটিলে যে কোন উপায় দ্বারা হউক, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এজন্য আমি তোমার দাসীবৃত্তি করিলাম। এইরূপে শর্ম্মিষ্ঠা দাসীভাব অঙ্গীকা দেবযানী নিজ পিতা শুক্রকে কহিলেন, হে তাত, ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছি, চল এক্ষণে নগরে প্রবে জানিলাম তোমার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অমোঘ। শুক্র, কন্যা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত এবং দানবর সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার সহিত পুর প্রবেশ করিলেন।

## একাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কিয়ৎকা হইলে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়াভিলাষে পুনঃ বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে শর্ম্মিষ্ঠা সমস্ত সখীগণ সমভিব্যাহারে যথেচ্ছ বনবিহার ছেন। কেহ প্রফুল্ল মনে মধুপান করিতে সুস্বাদ ফল দংশন করিতেছে, কেহ বা অন্য দ্রব্য উপযোগ করিতেছে, ইতবসরে মৃগয়াবিহা তনয় যযাতি মৃগের অনুসরণক্রমে একান্ত ক্লান্ত র্ত্ত হইয়া জলান্বেষণ করিতে করিতে পুনঃ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ভূষিতা কন্যাকাগণ-বেষ্টিতা মধুরহাসিনী এক প কামিনী তথায় উপবেশন করিয়া আছেন, এ সুকুমারী এক রাজকুমারী তাঁহার পদসেবা ক

রাজা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সন্নিহিত হই সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক দেবযানীকে জিজ্ঞা ভদ্রে! তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ করিয়াছ? তোমার ও তোমার এই পরিচ কি এবং এই সকল সখীগণই বা [illegible] কহিলেন, আমি সবিশেষ নিবেদন

া করুন্। মহারাজ! আমি দৈত্যগুরু শুক্রের আর আমার এই পরিচারিকা দানবরাজ বৃষ- তা। ইনি দাসীভাবে সততই আমার অনু- িকেন। তাহা শুনিয়া রাজা কৌতূহল-পরতন্ত্র ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি! ইনি দানবরাজ কন্যা, ইঁহা কি কারণে তোমার দাসী হইলেন, নি ন্ত ঔৎসুক্য হইতেছে। দেবযানী দৈ নির্ব্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে াং রাজকন্যা আমার পরিচারিকা হইবে ইহা র্য্য নহে, অতএব সে বিষয়ের আর বিশেষ অনু- রিবার আবশ্যকতা নাই। মহাশয়! আপনার ও বেশ দেখিয়া রাজা ও বাগ্মিন্যাসপটুতা দেখিয়া বোধ হইতেছে, অতএব বলুন আপনি কে? ুত্র? এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? হিলেন, আমি শৈশবকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি াজকুলে উৎপন্ন বটে, আমার নাম যযাতি। দেব- হিলেন, মহারাজ! আপনি কি উদ্দেশে এই আসিয়াছেন, শুনিতে অভিলাষ করি। রাজা , সুন্দরি! আমি মৃগয়ার্থ নগরী হইতে নির্গত গের অনুসরণক্রমে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া একান্ত ও বলবতী পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া ভিলাষে এই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু আমার শ্রান্তিদূর ও পিপাসা নিবৃত্তি হইয়াছে, সঙ্গে গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে, অতএব স্থর প্রস্থান করি। তখন দেবযানী কহিলেন, ! এই দুই সহস্র কন্যা ও পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠার ামি তোমার অধীন হইলাম অদ্যাবধি তুমি আমার ভর্ত্তা হইলে।

া সহসা এই অসম্ভাবিত আত্মসমর্পণ-ব্যাপার করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে ও বিনয় বচনে ঢ কহিলেন, হে শুক্রতনয়ে! এ তোমার শ্রেয়ঃ- খ তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়জাতি, আমি তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার চার্য্য কদাচ এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন যানী কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং ক্ষত্রিয়েরাও কোন কোন সময়ে ব্রাহ্মণের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকেন, সুতরাং এই উভয়ের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে আমাকে ভার্য্যাস্বরূপে অঙ্গীকার করা তোমার পক্ষে নিতান্ত দোষা- বহ নহে; বিশেষতঃ তুমি স্বয়ং ঋষি ও ঋষিপুত্র; অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ কর। যযাতি কহিলেন, হে সুন্দরি! চারি বর্ণই একের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু সকল বর্ণের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার বিষয়ে বিস্তর বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপ্রণালী ও আচারপরম্পরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, অতএব আমি হীনবর্ণ হইয়া কিরূপে শ্রেষ্ঠবর্ণের কন্যা গ্রহণ করিব? তখন দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! পাণিগ্রহণ করিলেই বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এ প্রথা পূর্ব্বা- পর প্রচলিত আছে, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন যৎকালে আমি অন্ধকূপে পতিত হইয়াছিলাম, তখন তুমিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে এত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছি। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে তদবধিই তুমি আমার পতি হইয়াছ, অতঃপর আর কেহ আমার পাণিস্পর্শ করিবেক না। তখন যযাতি কহিলেন, হে দেবযানী! মহাবিষ আশীবিষ ও সুতীক্ষ্ণ শর অপেক্ষাও কোপাক্রান্ত ব্রাহ্মণ সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! কি কারণে এরূপ কহিতেছেন স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, দেখ সর্পাঘাতে ও শস্ত্রপাতে একের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে গ্রাম, নগর, বন উপবন প্রভৃতি সকলই ভস্মসাৎ করেন। সুতরাং আমার মতে ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ। অতএব হে দেবযানী! তোমার পিতা সম্প্রদান না করিলে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না। তখন দেবযানী কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে স্বয়ং বরণ করি- য়াছি, এ কথা শুনিলে পিতা আসিয়া অবশ্যই আপনকার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিবেন। অযাচিতা বা পিতৃদত্তা কন্যা গ্রহণ করিলে পাণিগ্রহীতার কোন বিপদের আশ- ঙ্কা নাই। এই বলিয়া দেবযানী

দ্বারা পিতৃসন্নিধানে আপন অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া পাঠা-ইলেন। মহর্ষি শুক্র ধাত্রীমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত হইয়া রাজদর্শনার্থ সেই কাননে উপনীত হইলেন। রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যকে তথায় আগত দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবসরে দেবযানী পিতাকে কহিলেন, হে তাত! ইনি নহুষতনয় রাজা যযাতি। আমি অন্ধকূপে পতিত হইলে এই মহাত্মা আমার পাণিগ্রহণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। সুতরাং ইনি তাহাতেই আমার পাণিগ্রহীতা হইয়াছেন, অতএব আপনি এই সৎপাত্রে আমাকে সম্প্রদান করুন আমি আর অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিব না। তখন শুক্রাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নহুষনন্দন! আমার কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, অতএব আমি প্রসন্নমনে সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষী-রূপে গ্রহণ কর। যযাতি কহিলেন, ভগবন্! ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলে বর্ণসঙ্কর জনিত দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি। শুক্র কহিলেন, মহারাজ! তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে মোচন করিব, এ বিষয়ে তোমার কোন আশঙ্কা নাই, সত্যই আমি তোমার পাপাপনোদন করিব, তুমি বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ কর, প্রার্থনা করি তোমাদের উভয়ের অতিমাত্র সদ্ভাব হউক। কিন্তু এই অসুররাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন; তুমি কদাচ ইঁহাকে পরিণয় করিও না।

রাজা যযাতি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টমনে শুক্রকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করি-লেন। অনন্তর তিনি মহর্ষি শুক্র ও দানবগণ-কর্ত্তৃক সমা-দৃত ও সংকৃত হইয়া সেই দুই সহস্র কন্যার সহিত শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

---

## দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যযাতি স্বনগরে প্রত্যাগত হইয়া পরম সমাদরে দেবযানীকে অন্তঃপুরে [illegible] এবং তাঁহার নিদেশক্রমে অশোকবন-সন্নিধানে এক গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বৃষপর্ব্বতন[য়া]কে তথায় বাস করিতে আদেশ দিলেন। রাজা [...] চ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠাকে প্রতিপালন ও [...] সহিত পরমসুখে যৌবনসুখ চরিতার্থ করিতে ল[াগিলেন]। কালক্রমে দেবযানীর ঋতুকাল উপস্থিত হইল, [...] সহযোগে গর্ব্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইলে[ন। এই]রূপে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, একদ[া ...] আপন নবযৌবন ও গর্ব্ভাধানকাল আবির্ভূত দে[খিয়া ...] করিতে লাগিলেন, আমার ত ঋতুকাল উপস্থি[ত ...] অদ্যাপি বিবাহ হইল না এক্ষণে কি করি, কি উ[পায়ে] স্বীয় মনোরথ সম্পাদন করি। দেবযানী এ[...] প্রসব করিয়া স্বকীয় বাসনা চরিতার্থ [...] কিন্তু আমার যৌবনকাল বুঝি নিষ্ফল হইল[। দেব]যানী যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছে, আমিও [...] মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়া চরিতার্থ [...] আমি সন্তানকামনায় নির্জ্জনে তাঁহার সহযোগ [...] করিলে বোধ করি তিনি কখনই তাহাতে পরাঙ্মুখ [হইবেন] না। এই অবসরে রাজা যযাতি অন্তঃপুর হইতে [...] হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে অশোকবন-সন্নিধানে আগমন ক[রিলেন।] সুচারুহাসিনী শর্ম্মিষ্ঠা রাজাকে নির্জ্জনে পাইয়া প্র[ণাম] পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারা[জ!] চন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও বরুণের অন্তঃপুরে কিম্বা [...] অন্তঃপুরে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে, তাহাদিগ[কে কেহ] নয়নগোচর করিতে পান না। হে রাজন্! আম[ার] শীল, রূপ যৌবন প্রভৃতি কিছুই আপনার [অবিদিত] নহে। সম্প্রতি আমি বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা ক[রিতেছি,] অনুগ্রহ করিয়া আমার ঋতুরক্ষা করুন। [যযাতি] কহিলেন, হে সুন্দরি! তুমি অতি সুশীলা, স[...] এবং তোমার রূপ কোন অংশেই নিন্দনীয় না[হে।] দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে শুক্র আমাকে কহিয়া[ছেন,] বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে তুমি কদাচ শয্যায় [...] করিও না। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, মহারাজ! পরিহা[সে,] স্ত্রীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তে, বিবাহকালে, প্রা[ণাত্যয়ে ও] সর্ব্বস্বনাশকালে মিথ্যাব্যবহার কদাচ পা[প নহে।] সাক্ষ্যপ্রদানে বা বিচারস্থলে মিথ্যা কহিলে [...] পরিলিপ্ত হইতে হয়।

...সের ...ছিলেন, রাজাই প্রজাদিগের দৃষ্টান্তস্থল, মিথ্যা ... । ... অবশ্যই বিনষ্ট হন, অতএব আমি অর্থকষ্টেও ... সম্মত নহি। তখন শর্ম্মিষ্ঠা পুনর্ব্বার কহি... রাজ! সখীর পতি ও আপন পতি উভয়ই ... একের বিবাহে অন্যের বিবাহ সিদ্ধ হইয়া ...এব যখন আমার সখী তোমাকে পতিত্বে ...ছেন, তখন আমারও বরণ করা হইয়াছে। ...লেন ...ন্দরি! অর্থীদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ ...ক প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ...মার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, অতএব বল ...প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। শর্ম্মিষ্ঠা ... মহারাজ! আমাকে অধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ ...মার ধর্ম্মস্থাপন করুন, অতঃপর আমি আপন... পুত্রবতী হইয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ...মারও দেখুন ভার্য্যা, দাস ও পুত্র ইহারা যে ...উপার্জ্জন করে, সে ধনে তাহাদিগের অধিকার ... দিগের প্রভুরই সম্পূর্ণ আ... ...মি দেব... এবং তিনি তোমার বশ... ...এব আমা...রই মনোরথ সফল করিবেন, এ... অঙ্গীকার ...মার পাণিগ্রহণ করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, ...র্ম্মপরায়ণ রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার প্রার্থনায় সম্মত ...র ঋতুরক্ষা করত পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ ...নে প্রস্থান করিলেন। বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা ...যোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে এক পরম ... প্রসব করিলেন।

---

## ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

...না ... কহিলেন, দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রোৎপত্তি ...য়া করিবামাত্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার ...তে লাগিলেন। অনন্তর শর্ম্মিষ্ঠার সন্নিহিতা ...লেন, হে সুভ্রু! তুমি কামান্ধ হইয়া এ কি ...করিলে? শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, হে চারুহাসিনি! ...ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি আমার ...ন করিয়াছিলেন। আমি ঋতুরক্ষার্থ প্রার্থনা ...আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন। আমি অন্যায়তঃ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করি নাই। আমি সত্য কহিতেছি, আমার এই সন্তানটি সেই ঋষির ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তখন দেবযানী কহিলেন, শর্ম্মিষ্ঠে! যদি ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে এই কর্ম্ম করিয়া থাক সে উত্তমই হইয়াছে, কিন্তু যদি সেই ঋষির গোত্র, নাম ও আভিজাত্য জানিতে পারিয়া থাক তবে বল, শুনিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে। শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, সেই ঋষি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; তাঁহাকে দেখিয়া সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় নাই। দেবযানী কহিলেন, যাহা হউক, যদি তুমি শ্রেষ্ঠজাতির ঔরসে সন্তানলাভ করিয়া থাক, তাহাতে আমার ক্ষোভ বা পরিতাপ নাই। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ হাস্য পরিহাসপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন। পরিশেষে দেবযানী এই বৃত্তান্তের প্রতি বিশ্বাস করিয়া স্বীয় আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর যযাতি দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা দেবযানী প্রিয়তম সমভিব্যাহারে এক নির্জ্জন বনে গমন করিয়া দেবরূপী তিনটি বালক দেখিতে পাইলেন। তাহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে ক্রীড়া করিতেছিল। দেবযানী তাহাদিগের অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বালকগুলি কোন্ ভাগ্যবানের পুত্র, বলা যায় না। ইহারা দেবকুমারতুল্য সুকুমার। ইহাদিগের আকার প্রকারে তোমারই ঔরসজাত বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবযানী রাজাকে এইরূপ কহিয়া বালকদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তোমরা কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছ, কাহার পুত্র এবং তোমাদিগের পিতার নাম কি? শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। দেবযানী কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে বালকেরা তর্জ্জনী-সঙ্কেত দ্বারা মহারাজ যযাতি... পিতা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, আমাদিগের মা... শর্ম্মিষ্ঠা। এই বলিয়া তাহারা হর্ষো... পিতা যযাতি সন্নিহিত হইল। ... বলিয়া তিনি তাহাদিগকে... বালকেরা পিতার ...

করিতে করিতে জননী-সন্নিধানে গমন করিল। রাজা বালকদিগের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইলেন। দেবযানী, রাজার প্রতি বালকদিগের সদ্ভাব সন্দর্শনে সে বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে শর্ম্মিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইয়া রোষভরে কহিলেন, দেখ শর্ম্মিষ্ঠে! তুমি আমার অধীন হইয়া আমারই অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে কি তোমার মনে শঙ্কার উদয় হয় নাই? শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, আমি ঋষির কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম,সে ত মিথ্যা নহে! আমি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বলিয়াছি; তোমার নিকট আমা ভয়ের বিষয় কি? আরও তুমি মহারাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তাহাতে আমারও বরণ করা হইয়াছে, কারণ সখীর পতি ধর্ম্মতঃ পতি হইতে পারেন। তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, তুমি আমার পূজ্যা ও মান্যা। আর আমি এই রাজর্ষিকে তোমাহইতেও সম্মান ও পূজা করিয়া থাকি, তাহা কি তুমি জান না। দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠামুখে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি আমার অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ,অতএব অদ্যাবধি তোমার আলয়ে আর অবস্থান করিব না, চলিলাম, এই বলিয়া পিতৃগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যতা হইলেন। রাজা দেব-যানীকে বাষ্পাকুললোচনে সহসা শুক্রসন্নিধানে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্যথিত মনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং নানাবিধ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রোষরক্ত-লোচনা দেবযানী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি রাজাকে ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজাও দেবযানীর অনুসরণ ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বিধানানুসারে শুক্রাচার্য্যের পূজাদি করিয়া অতি বিনীতভাবে একান্তে সমাসীন হইলেন। তদনন্তর দেবযানী শুক্রকে কহিলেন, তাত! অধর্ম্ম ধর্ম্মকে পরাজয় করিয়াছে। নিকৃষ্টেরা মহতের সহিত নীচ-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখুন বৃষপর্ব্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। রাজা যযাতি তাহার গর্ভে তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। আমি দুর্ভাগা আমার দুইটি বৈ পুত্র নহে। হে ভৃগুকুল-তিলক! এই ...রম ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত আছেন। কিন্তু এক্ষণে এইরূপ গর্হিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমি সত্য বলিতেছি, সম্প্রতি ইনি শাস্ত্রমর্য্যাদ[া লঙ্ঘন] করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুক্র এই সম[স্ত] আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে রাজা[কে] অভিসম্পাত করিলেন, মহারাজ! তুমি ধা[র্ম্মিক] প্রিয়বোধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, অতএব দু[র্জ্জয় জরা] অচিরাৎ তোমাকে আক্রমণ করিবে। রাজা স[হসা এ]রূপ শাপগ্রস্ত হইয়া শুক্রকে কহিলেন, ভগবন্! [শর্ম্মিষ্ঠা] ঋতুরক্ষার্থে প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি ধর্ম্ম[রক্ষার] নিমিত্ত সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, নিকৃষ্ট অর্থ করিবার উদ্দেশে করি নাই। ধর্ম্মশা[স্ত্রে] আছে, যে পুরুষ ঋতুরক্ষার্থিনী স্ত্রীলোককর্ত্তৃ[ক প্রার্থিত] হইয়া তদীয় ঋতুরক্ষা না করে, সে ভ্রূণহত্যা-পা[পে লিপ্ত] হইয়া নিরয়গামী হয়। এই সমস্ত পর্য্যালোচ[না করিয়া] ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি শর্ম্মিষ্ঠার বাসনা স[ফল করিয়া]ছিলাম। শুক্র কহিলেন, মহারাজ! আমি যে কর্ম্ম করিতে প্রতিষেধ করিয়াছিলাম, [তাহা কেন] করিলে? তুমি জান, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি [পরধনাপ]চরণকেও একপ্রকার চৌর্য্য বলিলে ব[লা যাইতে] পারে।

যযাতি শুক্রকর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া পরাক্রান্ত হইলেন। পরে তিনি শুক্রকে কহি[লেন,] আমি অদ্যাপি যৌবনসুখ অনুভব করিয়া [তৃপ্ত হই] নাই, অতএব প্রসন্ন হইয়া যাহাতে জরা হইতে [মুক্ত হইতে] পারি, এরূপ কোন উপায় অবধারণ করিয়া [দিন। শুক্র] কহিলেন, মহারাজ! আমার শাপ অন্যথা হ[ইবার নহে,] তবে এইমাত্র হইতে পারে, তুমি ইচ্ছা করি[লে অন্যের] শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিতে পা[রিবে।] রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে এই ব[র দিন] যে আমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে যে পুত্র মদীয় [জরা গ্রহণ] করিয়া আমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে [রাজ্য,] পুণ্যাধিকার ও কীর্ত্তিলাভ করিবে। শুক্র [কহিলেন,] নহুষতনয়! তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া অ[ন্যে] জরা সঞ্চারিত করিতে পারিবে। তাহাতে [তোমার পাপ] হইবে না। আর তোমার যে পুত্র জরা [গ্রহণ করিয়া] তোমাকে যৌবন প্রদান করিবে, সে ...

আয়ুষ্মান্, কীর্ত্তিমান্ ও পুত্রপৌত্রাদিমান্

---

## চতুরশীতিতম অধ্যায়।

...ন কহিলেন, মহারাজ। তৎপরে রাজা ...স্ত হইয়া নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ...পুত্র যদুকে কহিলেন, বৎস! শুক্রের শাপ-... মহাঘোর জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, ...আমি বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই ...ব তুমি মদীয় পাপ ও জরা গ্রহণ কর। ...ার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ ... বৎসর পূর্ণ হইলে পুনর্ব্বার তোমার যৌবন ...সমর্পণ করিয়া আমি পাপের সহিত আপন জরা ...। যদু কহিলেন, মহারাজ! জরার অনেক ...তে পান ভোজনে যথেষ্ট ব্যাঘাৎ জন্মে, শ্মশ্রু-... বং মাংস শিথিল ও সঙ্কুচিত হওয়াতে জীর্ণ ..., নিরানন্দ ও সর্ব্বকার্য্যে নিরুৎসাহ হয়। ...জরা জরাজীর্ণকে পদে পদে পরাভব করে। ...মি সেই জরা গ্রহণে সম্মত নহি। আপনার ...ও প্রিয়তর অনেক পুত্র আছে, তাহাদিগকেই ...ন করুন। যযাতি কহিলেন, তুমি যেহেতু ...রস পুত্র হইয়া স্বকীয় যৌবন প্রদানে সম্মত ...অতএব তোমার বংশ পরম্পরায় কেহই রাজ্যাধি-...বে না। তৎপরে রাজা যযাতি তুর্ব্বসুর নিকট ...ইয়া কহিলেন, বৎস! আমার পাপ ও জরা ...আমি তোমার যৌবন লইয়া বিষয়োপভোগ ...হস্র বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার তোমার ...কে সমর্পণ করিয়া পাপের সহিত আপন ... করিব। তুর্ব্বসু কহিলেন, মহারাজ! রূপ-... মনুষ্যকে ইচ্ছানুরূপ ভোগসুখে বঞ্চিত করে। ...বুদ্ধিভ্রংশ ও পদে পদে প্রাণনাশের আশঙ্কা ...। অতএব আমি আপনার জরা গ্রহণে সম্মত ... কহিলেন, বৎস! তুমি আমার আত্মজ ...প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলে না অতএব ...তেছি, তুমি নির্ব্বংশ হইবে এবং সঙ্কীর্ণাচার-ধর্ম্ম-সম্পন্ন, প্রতিলোমজ, রাক্ষস, চাণ্ডাল, গুরুদারনিরত, তির্য্যগ্‌যোনিজাত, পশুধর্ম্মা ও পাপিষ্ঠদিগের রাজা হইবে।

এইরূপে তুর্ব্বসুকে অভিশাপ দিয়া রাজা যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র দ্রুহ্যুকে কহিলেন, বৎস! সহস্র বৎসরের নিমিত্ত আমার এই রূপনাশিনী জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিব। নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রান্ত হইলেই পুনর্ব্বার পাপের সহিত জরা গ্রহণ করিয়া তোমার যৌবন তোমাকে প্রদান করিব। দ্রুহ্যু কহিলেন, মহারাজ! মনুষ্য জীর্ণ হইলে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণ করিতে বা কামিনী-সম্ভোগ করিতে অসমর্থ হয়, এবং জীর্ণ ব্যক্তির বাক্য স্খলিত হয়, অতএব আমি জরা গ্রহণে সম্মত নহি। তাহা শুনিয়া রাজা রোষাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, দ্রুহ্যো! তুমি আমার আত্মজ হইয়া যৌবন প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে; অতএব অতঃপর তোমার কোন বাসনা ফলবতী হইবে না। আর যে স্থানে গজ, বাজী, রথ ও শিবিকাদি যানের সমাগম নাই, কেবল উড়ুপ বা সন্তরণ দ্বারা গমনাগমন করিতে হয়, তোমাকে সেই স্থানে যাইয়া বাস করিতে হইবে। তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে না। রাজা দ্রুহ্যুকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া অনুকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার পাপ ও জরা গ্রহণ কর; আমি তোমার যৌবন লইয়া এক সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করিব। অনু কহিলেন, মহারাজ! জীর্ণ ব্যক্তি অশুচি ও বালকের ন্যায় অনিয়ত কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং যথাকালে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। অতএব আমি জরা গ্রহণ করিব না। তখন রাজা কহিলেন, তুমি আমার ঔরস পুত্র হইয়া জরার দোষোল্লেখ পূর্ব্বক যৌবন প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে; অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি, তুমি অচিরাৎ সেই জরাদোষে লিপ্ত হইবে এবং তোমার সন্তান সন্ততি যৌবন প্রাপ্তিমাত্রেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। সর্ব্বশেষে পুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস পুরো! আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছি; আমার কেশ পলি... মাংস লোলিত হইয়াছে; কিন্তু আমি যৌব... করিয়া পরিতৃপ্ত হই নাই; অতএব ... সহিত জরা গ্রহণ কর; আমি ... কাল ইচ্ছানুরূপ বিষ...

তেছি. সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে তোমার যৌবন তোমাকে পুনর্ব্বার প্রদান করিয়া পাপের সহিত আপন জরা গ্রহণ করিব। হে পূরো! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, এইরূপ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে। পূরু এইরূপ অবিহিত হইয়া কহিলেন, যে আজ্ঞা মহারাজ! আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা পালন করিব। আমি পাপের সহিত আপনার জরা গ্রহণ কবিব। আপনি আমার যৌবন লইয়া বাসনানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করুন। তখন যযাতি কহিলেন, বৎস! তোমার এইরূপ অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ সন্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলাম; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার রাজ্যে প্রজারা সর্ব্ব সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বকাল পরমসুখে বাস করিবে। এই বলিয়া রাজা, শুক্রকে স্মরণপূর্ব্বক স্বীয়পুত্র পূরুর শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন।

---

## পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে নহুষতনয় রাজা যযাতি যৌবন সম্পন্ন হইয়া প্রসন্ন মনে অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ধর্ম্মের অব্যাঘাতে বাসনা ও উৎসাহের অনুরূপ বিষয় ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ যযাতি যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোককে, অনুগ্রহ দ্বারা দীন ব্যক্তিকে, অভিলাষ সম্পাদন দ্বারা দ্বিজগণকে, অন্নপান দ্বারা অতিথিগণকে এবং ধর্ম্মতঃ পারিপালন দ্বারা প্রজাগণকে অনুরঞ্জন করিয়া এবং নিগ্রহ দ্বারা দস্যুদিগকে শাসন করিয়া সাক্ষাৎ সুরেন্দ্রের ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। সেই সিংহবিক্রান্ত ভূপতি ধর্ম্মের অবিরোধে বিষয়বাসনা চরিতার্থ করিতেন। তিনি স্বর্গবিদ্যাধরী বিশ্বাচীর সহিত কখন নন্দন বনে, কখন অলকায়, কখন বা উত্তর মেরুশৃঙ্গে বিহার করিয়া পরিতৃপ্ত ও নিস্পৃহ হইলেন। পরে প্রতিজ্ঞাত সহস্র বৎসর স্মরণ করিলেন। যখন দেখিলেন, যৌবনসুখে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তখন আপন পুত্র পূরুকে কহিলেন, বৎস পূরো! আমি তোমার যৌবন লইয়া ইচ্ছানুরূপ ও উৎসাহানুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া লাম, কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম না হইয়া প্রভূত ঘৃতদানে বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ থাকে; এই পৃথিবীতে যে কিছু ধন, ধ রমণী প্রভৃতি উপভোগের দ্রব্য আছে, সমুদায় পাইলেও তাহার পরিতৃপ্ত হয় ; তৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি ব পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না এব লেও যে আশা জীর্ণ হয় না, সেই এ স্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই সর্ব্ব আমি ইচ্ছানুরূপ বিষয় সম্ভোগ করিয়া সু বাহিত করিলাম, তথাপি আমার ভোগ উত্তেজিত হইতেছে। এক্ষণে আমি পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে প্রবেশপূর্ব্বক নিবেশ করিব। বৎস! তোমার সুশীলত সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, আশীর্ব্বা মঙ্গল হউক। এক্ষণে আপন যৌবন ও ম গ্রহণ কর। বৎস! তুমিই আমার প্রিয়কারী তোমা হইতে যথেষ্ট সুখ ভোগ করিলাম

অনন্তর নহুষতনয় যযাতি পুনর্ব্বার করিলেন, এবং তৎপুত্র পূরু যৌবন- মহারাজ যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে র করিবেন এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। চারিবর্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মহারাজ! দেবযানীগর্ত্তসম্ভূত, শুক্রের দৌ মান থাকিতে, পূরু কি প্রকারে রাজ্য যদু আপনকার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তৎপরে তুর্ব্বসু ষ্ঠার দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু নামে তিন পুত্র হয়েন। অতএব হে মহারাজ! আমরা জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনীয়ান্ বি হইতে পারেন? এক্ষণে যাহা উচিত হ রাজা কহিলেন, হে বর্ণচতুষ্টয়! আমি যে রাজ্যে অভিষেক করিব না তাহা সবি শ্রবণ কর। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু আমার নিদে নাই, সুতরাং যে পুত্র পিতার প্রতিকূল পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যাব মাতার আজ্ঞাবহ এবং কায়মনোবাক্যে হি সাধন করে, তাহাকেই যথার্থ পুত্র বলা

ও অনু ইহারা আমার আজ্ঞাপালন না করিয়া অতি-অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু পুরু আমার বাক্যরক্ষা মানরক্ষা করিয়াছে। পুরু আমার জরা গ্রহণ করিয়া যৌবন আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিল এবং পুরুই মিত্ররূপে সমুদায় অভিলাষ সম্পাদন করিয়াছিল, কারণে সে কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যের অধিকারী হই-আর শুক্র আমাকে এই বর প্রদান করেন পুত্র তোমার আজ্ঞাবহ হইবে সেই রাজ্যভাগী অতএব তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তো-পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর। রাজার এই কথা প্রজারা কহিল, মহারাজ! যে পুত্র সর্ব্বগুণ-এবং পিতা মাতার হিতকারী সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হই-সমস্ত কল্যাণের পাত্র হইতে পারে। পুরু আপনপ্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, বিশেষতঃ শুক্রের বর আছে, অতএব এ বিষয়ে আমাদিগের কোন নাই, সুতরাং পুরুই রাজা হইবে। পুরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা সন্তুষ্ট মনে এই কথা কহিলে রাজা পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি পূর্ব্বক বনবাসের মানসে তপস্বী ব্রাহ্মণগণের সহিত নগরী হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে যদু হইতে তুর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্যু হইতে বৈভোজ, অনু ম্লেচ্ছজাতি এবং পুরু হইতে পৌরব বংশ উৎপন্ন হে মহারাজ! আপনি সেই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

---

## ষড়শীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে রাজা যযাতি পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। অনন্তর তিনি অযত্ন-সুলভ ফলমূলমাত্র আহারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন; তথায় কিয়দ্দিন পরমসুখে অবস্থান করিয়া যযাতি ইন্দ্র কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার ভূতলে পাতিত হই-আমার জনশ্রুতি আছে, স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি এককালে পাতিত না হইয়া কিছুকাল অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। পরে সেই অন্তরীক্ষ হইতে বসুমান্, অষ্টক প্রতর্দ্দন ও শিবি রাজার সহিত সমবেত হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কুরুবংশাবতংস মহাতেজাঃ যযাতি মর্ত্তালোকে ও স্বর্লোকে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন আপনি সভাগণ সন্নিধানে তাহা কীর্ত্তন করুন, এবং তিনি কি কারণে পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করেন তাহা অনুপূর্ব্বিক সমুদায় বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী ভূলোক ও দ্যুর্লোকে বিশ্রুতা তদীয় পরম পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন। নহুষতনয় যযাতি হৃষ্টচিত্তে কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া এবং যদু প্রভৃতি পুত্রদিগকে অন্ত্যজ জাতিমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ রাজা তথায় শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তিনি বানপ্রস্থাশ্রম-সমুচিত বিধানানুসারে জলন্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতেন; বন্য ফলমূল ও ঘৃত দ্বারা অতিথি সৎকার করিতেন, এবং উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেন। সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে, তিনি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ত্রিংশৎবৎসর কেবল জলাহারী হইলেন। পরে এক বৎসর বায়ুমাত্র ভক্ষণ এবং অপর এক বৎসর পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর ছয় মাস বায়ুমাত্র ভক্ষণ ও এক পদে ভূমিস্পর্শ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দণ্ডায়মান থাকিতেন। এইরূপে তপোনুষ্ঠান-পরায়ণ রাজা প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করিয়া স্বর্গে আরোহণ করেন।

---

## সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ শ্রুত রাজা যযাতি স্বর্গারোহণপূর্ব্বক দেবতা, সি[illegible] ও বসুগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎক[illegible] তথায় বাস করেন। তিনি [illegible] দেবলোকে গম[illegible]

একদা ইন্দ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইলে দেবরাজ রাজার কথাবসানে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! পূরু তোমার জরা গ্রহণ করেন; তুমি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কি উপদেশ দিয়াছিলে, সত্য করিয়া বল, আমার শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি পূরুকে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কহিলাম, বৎস! গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীর অন্তর্গত সমস্ত রাজ্য তোমারই অধিকারভুক্ত হইল; তুমি এই ধরিত্রীর একমাত্র অধীশ্বর হইলে; তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই অধীনে থাকিয়া অন্ত্যজ জাতিমাত্র শাসন করিবে। অক্রোধন ক্রোধপরায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ক্ষমাবান্ অক্ষমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব হে বৎস! তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর; মানুষ অমানুষ হইতে প্রধান; বিদ্বান্ মূর্খ হইতে প্রধান্; যে ব্যক্তি আক্রোশ করিবে, তাহার উপর আক্রোশ না করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু আক্রোষ্টা কোপানলে মনে মনে দগ্ধ হইতে থাকে, কিন্তু অনাক্রোষ্টা তাহার পুণ্যভাগী হয়। লোকের মর্ম্মপীড়ক ও নৃশংসবাদী হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। যে কথায় অন্যে উদ্বিগ্ন হয়, এমত কথা উচ্চারণ করা অনুচিত। অর্থহীন ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ লওয়া অন্যায্য। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক, পরুষভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া সাধুদিগের প্রশংসাযোগ্য কর্ম্ম করেন, সর্ব্বদা অসাধুজনের অতিবাদ সহ্য করেন, এবং সন্মার্গে চলিয়া থাকেন। অসতেরা আপন মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ সায়ক দ্বারা অন্যকে আহত করে। আহত ব্যক্তি ঐ সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অহর্নিশ যন্ত্রণাভোগ করে, অতএব পণ্ডিতেরা তাহা কস্মিনকালেও অন্যের প্রতি নিক্ষেপ করেন না। জীবের প্রতি দয়া,মৈত্রী, দান ও মধুরবাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না। অতএব সর্ব্বদা সান্ত্ববাক্য-প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিও না। পূজ্যব্যক্তির পূজা ও দান করা কর্ত্তব্য কিন্তু যাচ্ঞা অতিশয় নিষিদ্ধ।

## অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, হে নহুষনন্দন! তুমি সর্ব্ব ক[illegible] দনপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রবেশ করি[illegible] অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার তুল্য ত[illegible] করিয়াছ। যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! দেব[illegible] গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি ইহাদিগের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি[illegible] তুল্য তপোনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হন নাই। ত[illegible] কহিলেন,মহারাজ! যেহেতু অন্যের তপঃপ্রভাব ন[illegible] শুনিয়া উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের অ[illegible] করিলে তন্নিমিত্ত তুমি অদ্যই ক্ষীণপুণ্য হইয়া দে[illegible] হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। যযাতি কহিলেন, হে দে[illegible] দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও নরলোকের অবমাননা করি[illegible] দেবলোকভ্রষ্ট হইতে হইল, তবে যাহাতে সাধুস[illegible] পতিত হই, এইরূপ অনুকম্পা করুন। ইন্দ্র ক[illegible] মহারাজ! তুমি সাধুসন্নিধানেই পতিত হইয়া যথেষ্ট[illegible] ও প্রতিপত্তিলাভ করিবে; কিন্তু সাবধান যেন এ[illegible] আর কাহারও অবমান করিও না।

রাজা যযাতি দেবরাজ-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট ও[illegible] হইয়া ভূমণ্ডলে পতিত হইতেছেন, ইত্যবসরে [illegible] রাজর্ষি অষ্টক তাঁহাকে অন্তরীক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া[illegible] হে যুবক! তুমি কে? তোমার রূপ ইন্দ্রের ন্যা[illegible] অগ্নির ন্যায় দেখিতেছি; তোমাকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড[illegible] অকস্মাৎ গগনমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিয়া আমরা[illegible] বিষ্টচিত্তে নানাপ্রকার বিতর্ক করিতেছিলাম। তোমাকে সন্নিকৃষ্ট দেখিয়া পতনকারণ জিজ্ঞাসার্থ[illegible] দগমন করিলাম। অগ্রে তোমার পরিচয় লইতে[illegible] দিগের সাহস হইতেছে না, এবং তুমিও আমাকে[illegible] জিজ্ঞাসা করিতেছ না, অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি[illegible] এবং কি নিমিত্তই বা দেবলোকে আগমন করিয়া[illegible] হে মহানুভব! তোমার ভয় নাই, শীঘ্রই বিষাদ ও[illegible] পরিত্যাগ কর। এই সাধুসমাজে বল নামক অ[illegible] হন্তা ইন্দ্রও তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ [illegible] দেবরাজকল্প! সাধুলোকেরা সন্তপ্ত সা[illegible] আশ্রয়, সম্প্রতি তুমি সাধুসন্নিধানে আসিয়া[illegible] কি? যেমন তাপদানে অগ্নির, বীজাধা[illegible]

স্থানে সূর্য্যের প্রভুত্ব আছে, সাধুদিগের নিকট ব্যক্তিরও তাদৃশ প্রভুত্ব।
যযাতি কহিলেন, আমি নহুষের পুত্র এবং পূরুর আমার নাম যযাতি। আমি ইন্দ্রসন্নিধানে আত্ম-করিয়াছিলাম বলিয়া ক্ষীণপুণ্য ও দেবলোক ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইতেছি। আমি প্রকৃত অধিকবয়স্ক এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অভি-করি নাই; কারণ যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও জন্মদ্বারা হয়েন, তিনিই পূজনীয়। অষ্টক কহিলেন, মহা-তুমি কহিতেছ যে, যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনিই সকলের ও পূজ্য, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, যিনি বিদ্যা ও দ্বারা সকলের প্রধান হয়েন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও । যযাতি কহিলেন, সৎকর্ম্মের প্রতিকূলতাই পাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয়; সাধু কদাচ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা আনুকূল্য করেন আমার বিস্তর অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হই-এক্ষণে অনুসন্ধান করিলেও তাহা আর পাইব রূপ অবধারণ করিয়া যিনি আপনার হিতসাধনে ন, তিনিই যথার্থ সাধু। যিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞের করেন, যিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, যিনি বেদা-পন্ন ও তপঃপরায়ণ হইয়া পরিণামে সুরলোকে ন, তাঁহাকেই মহাধন বলা যায়। বহুধনের হইয়াও অতিমাত্র প্রফুল্ল হওয়া বিধেয় নহে। চিত্ত হইয়া সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, জীবলোকে এবম্বিধ বহুবিধ পদার্থ বিদ্যমান হা চেষ্টার বহির্ভূত কেবল দৈবপরতন্ত্র; অতএব দৈবকে বলবান্ জানিয়া লব্ধ সেই সেই বস্তু করিবেন না। সুখ ও দুঃখ সকলই দৈবাধীন, কেহ কখন সুখী বা দুঃখী হইতে পারে না, দৈবই বলবান্, এই বিবেচনা করিয়া কদাচ দুঃখে-সুখে উল্লাসিত হইবে না। ধীমান্ ব্যক্তি দুঃখ-হর্ষে উন্মত্ত হয়েন না। তাঁহারা সুখ দুঃখ করেন, যেহেতু সুখ দুঃখ দৈবায়ত্ত, উহাতে কখন বিষণ্ণ হইবে না। হে অষ্টক! বিধাতা যেরূপ রিয়াছেন, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে, এই আমি কখন ভয়ে মুগ্ধ হই না, এবং আমার মনে কদাচ সন্তাপের সঞ্চার হয় না। কি স্বেদজ, কি অণ্ডজ, কি উদ্ভিদ্, কি সরীসৃপ, কি কৃমি, কি মৎস্য, কি প্রস্তর, কি তৃণ, কি কাষ্ঠ, প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে সকলেই নষ্ট হয়। হে অষ্টক! সুখ দুঃখের অনিত্যতা বুঝিয়াছি, অতএব আর কি বলিয়া সন্তপ্ত হইব। কি করিব, কি করিলেই সন্তপ্ত না হই, এইরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া আমি অপ্রমত্তচিত্তে সন্তাপ বিসর্জ্জন করিয়াছি।

অনন্তর অষ্টক, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মাতামহ যযাতির এই রূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! আত্মবেদী পুরুষের ন্যায় বহুবিধ ধর্ম্মসংক্রান্ত কথার উল্লেখ করিতেছ, তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের কর্ণযুগল চরিতার্থ হইতেছে; অতএব তুমি যতকাল যেরূপে যে সকল লোকে অবস্থিতি করিয়াছিলে, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বল। যযাতি কহিলেন, আমি নিজ বাহুবলে সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া এই সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্ হইয়া-ছিলাম। সহস্র বৎসর পরমসুখে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করি। পরে শতযোজন-বিস্তীর্ণ সহস্র-দ্বার-সংযুক্ত পরম রমণীয় অমরাবতী নগরীতে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করি। অনন্তর পরম দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া তথায় বর্ষসহস্র বাস করি। তৎপরে দেবদেব মহাদেবের বাসভূমি কৈলাসভূমিতে বিহার করিয়া দেবগণ ও ঈশ্বরগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করি। তদনন্তর নন্দনবনে কুসুমগন্ধামোদিত চারুরূপ পর্ব্বত সকল নিরীক্ষণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিদ্যাধরীগণের সহিত পরমসুখে বিহার করিয়া অযুত শতাব্দী বাস করি। দেব-লোক-সুলভ সুখে আসক্ত হইয়া তথায় এই সুদীর্ঘকাল বাস করিলে একদা এক ঘোররূপী দেবদূত আসিয়া প্লুতস্বরে তিন বার কহিল, "তুমি সুখভ্রষ্ট হও।" সম্প্রতি আমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দনবন হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি এবং দেবগণ অন্তরীক্ষে আমার নিমিত্ত অতি করুণস্বরে রোদন করিতেছেন, ইহাও শুনিতেছি। হে নরেন্দ্র! আমি ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আমি তাঁহাদের "হা পুণ্যকীর্ত্তি যযাতি! তুমি ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছ" এইরূপ বিলাপ শুনিয়া কহিলাম, হে দেব-গণ! আমি যাহাতে সাধুসন্নিধানে পতিত হই, এমত কোন উপায় বিধান কর। তাঁহারা আপনাদিগের

ভূমিতে যাইতে কহিলেন। আমি হবি-গন্ধের অনুসরণ-ক্রমে যজ্ঞভূমির অনুমান করিয়া সত্বর আসিতেছি।

---

## নবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রকাননে অযুত শতাব্দী বাস করিয়া কি কারণে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলেন? রাজা কহিলেন, হে অষ্টক! যেমন জ্ঞাতি বা সুহৃজ্জন নির্দ্ধন মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবতারা ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে দেবলোক হইতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। তখন অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! আপনি তত্ত্বজ্ঞানী, অতএব বলুন দেখি, স্বর্গে কি কারণে ক্ষীণপুণ্য হয়, এবং কি পুণ্য করিলে কোন্ ধামে গমন করিতে পারে, এ বিষয়ে আমার অতীব সন্দেহ আছে। যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, পুণ্য ক্ষয় হইলে মনুষ্যেরা বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে দেবলোক হইতে এই মর্ত্ত্যলোক রূপ ঘোর নরকে পুনরায় পতিত হয়, এবং ভৌমকলেবর পরিগ্রহপূর্ব্বক বিবিধ উপভোগে আসক্ত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বংশ পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকে। অতএব যে কর্ম্ম করিলে এই পৃথিবীতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এমত গর্হিত কার্য্যে নিতান্ত অবজ্ঞা ও একান্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। হে অষ্টক! যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদায়ই বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা কর, বল। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! স্বর্গচ্যুত হইয়া নরলোকে আগমন করিবার কালে পথিমধ্যে পতঙ্গেরা নরকলেবর ভক্ষণ করিয়া থাকে, তবে কিরূপে তাহারা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়? আর কেনই বা এই নরলোককে নরক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা কহিলেন, মনুষ্যেরা জননীজঠর হইতে কর্ম্মারব্ধ দেহ লাভানন্তর এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করে এবং ইহাতেই পতিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত করে, এই নিমিত্ত পৃথিবীকে নরক বলিয়া উল্লেখ করিলাম। পৃথিবীতে পতিত হইবার সময় তীক্ষ্নদংষ্ট্র, ভয়ঙ্কর, ভৌম রাক্ষসগণ পতনোন্মুখ ব্যক্তিকে কষ্ট দান করিয়া থাকে। অষ্টক জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! ভাবে দেবলোকচ্যুত মনুষ্যগণকে যিনি ভীমরূপী রাক্ষসগণ পথিমধ্যে গ্রাস করে, তবে তাহারা পুনরায় এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়? কিরূপে সম্পন্ন হয়, আর কি প্রকারেই বা তাহারা গর্ভে হয়? রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, অশ্রুপ্রবাহে জল মনুষ্য-কলেবর রেতোরূপে পরিণত হইয়া পৃথি স্পতি, ওষধি, ফল, পুষ্প ও পঞ্চভূতে অনুপ্রবিষ্ট হ ফলাদি ভক্ষণ করিলে রেতঃ জন্মে। সেই রেতঃ সিক্ত হইলে গর্ভের সঞ্চার হয়, তাহাতে চতুষ্পা প্রভৃতি জন্তুগণ গর্ভে আবির্ভূত হইয়া থাকে কহিলেন, মহারাজ! গর্ভভূত জন্তু কি শ দ্বারা কিম্বা স্বশরীর দ্বারা গর্ভে অনুপ্রবিষ্ট আর কিরূপেই বা দেহের ঔন্নত্য, চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়বর্গ এবং চৈতন্য লাভ করে? এই আমাদের মহান্ সংশয় আছে; আপনি তত্ত্বজ্ঞ, এই সমুদায় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া আমাদিগে ভঞ্জন করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, ঋতু পুষ্পরসানুপৃক্ত রেতঃ গর্ভযোনিকে আকর্ষণ ক রেতঃ প্রথমতঃ তন্মাত্ররূপী হইয়া ক্রমশঃ গর্ বর্দ্ধিত করিতে থাকে। তদনন্তর সেই গর্ভ সম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বতন বাসনা অবলম্বনপূর্ব্বক আবির্ভূত হয়। মনুষ্য জাতমাত্রে চৈতন্য লা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, চক্ষু দ্বারা রূপ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় জিহ্বা দ্বারা রস, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ প্র অনুভব করিতে এবং মন দ্বারা সমুদায় ভাব অবগ পারে। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! মৃত ব্যক্তির দগ্ধ, নিখাত বা নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে অভাবভূত পুরুষ কিরূপে পুনর্ব্বার চৈতন্য পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়া স্বকীয় পুণ্য পাপের অচিরাৎ অন্য যোনি আশ্রয় করে। পুণ্যবা পুণ্যযোনি ও পাপকারী ব্যক্তিরা পাপযোনি কীট ও পতঙ্গাদি পাপকারী জন্তু; এই নিমিত্ত পাপযোনির অন্তর্গত। চতুষ্পদ, দ্বিপদ, ষট্পদ, পাপস্বভাব; এই নিমিত্ত ইহারাও পাপযোনি হে রাজসিংহ! যাহা বক্তব্য তাহা সবিশে এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল। অষ্ট মহারাজ! মনুষ্য তপস্যা, বিদ্যা বা যেরূপ

ষ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। যযাতি কহিলেন, ! তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা এবং সাতটি স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। সাধুলোকেরা কহিয়া মনুষ্যেরা অজ্ঞান কূপে মগ্ন হইয়া অহঙ্কারদোষে নষ্ট হয়। অধ্যয়নশীল বা পণ্ডিতাভিমানী যে বিদ্যাবলে অন্যের যশোলোপ করে, সে পুণ্যলোক চিরাৎ ভ্রষ্ট হয় এবং তাঁহার সেই অধ্যয়নাদি দ হয় না। মানাগ্নিহোত্র, মানমৌন, মানাধ্যয়ন এই চারিটি কর্ম্ম ভয়ঙ্কর নহে; কিন্তু অনুষ্ঠানের ইহা নিতান্ত ভীষণ হইয়া উঠে। মানে হর্ষ অপমানে সন্তাপ করিও না। সাধুব্যক্তিরা সাধু সর্ব্বদা সৎকার করিয়া থাকেন। অসাধুরা কদাচ লাভ করিতে পারে না। "এত দান করিলাম" করিলাম" "এত অধ্যয়ন করিলাম" "এবং অনুষ্ঠান করিলাম" এইরূপ অহঙ্কার অতি ভয়- ইহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে যাঁরা সকলের আশ্রয়ভূত তাঁহাদিগের সহিত সঙ্গত লোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়।

---

## একনবতিতম অধ্যায়।

কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও যাঁরা কিরূপ আচরণ করিলে সৎপথে থাকিয়া অর্জন করিতে পারেন, এই বিষয়ে নানা প্রকার মধ্যে আপনকার মত কি? যযাতি কহিলেন, ব্রহ্ম-র্য্য এই যে, অধ্যাপনাদি গুরুকার্য্যের নিমিত্ত কদাচ প্রেরণা করিবেন না; গুরু যখন তাঁহাকে আ-রিবেন, তখন অধ্যয়ন করিবেন; গুরুর শয়নের ও গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবেন; দান্ত, সন্তুষ্ট স্বভাব অপ্রমত্ত ও বেদাধ্যয়নে নিরত। গৃহস্থের ধর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মতঃ ধনোপার্জ্জন দ্বারা যাগদানাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিবেন, ভোজন করাইবেন এবং অদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করি-বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য এই যে, স্বকীয় বীর্য্য উপ-রিয়া জীবনধারণ করিবেন; কোনরূপ পাপকর্ম্মে আসক্ত হইবেন না; পরকে দান করিবেন; কাহাকেও কষ্টদান করিবেন না। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য এই যে, শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না; গুণবান্, জিতেন্দ্রিয়, বিষয়বাসনা হইতে বিরক্ত ও বৃক্ষমূলশায়ী হইবেন এবং অধিকদেশ পর্য্যটন করিবেন না। লোকে নিদ্রায় অভিভূত ও কামপরতন্ত্র হইয়া যে রজনী সুখে অতিবাহিত করে, জ্ঞানীব্যক্তি সংযতচিত্তে অরণ্যে বাস করিয়া সেই রজনী যাপন করিবেন। যিনি এইরূপে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া তথায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি পূর্ব্ব দশ পুরুষ, পশ্চাৎ দশ পুরুষ এবং আপনাকে এই একবিংশতি পুরুষকে পরিত্রাণ করেন। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! মুনি ও মৌনব্রতী কয় প্রকার বলুন, শুনিতে আমাদিগের সাতিশয় বাসনা হইতেছে। রাজা কহিলেন, হে অষ্টক! যিনি পৃষ্ঠভাগে গ্রাম রাখিয়া কিম্বা পৃষ্ঠভাগে অরণ্য রাখিয়া গ্রামে বাস করেন, তাঁহাকেই মুনি বলা যায়। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! যিনি অরণ্যে বাস করেন, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অরণ্য থাকে, সে কি প্রকার? রাজা কহিলেন, যিনি অরণ্যে বাস করিয়া গ্রাম্য ফলমূলাদি ভক্ষণ করেন না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গ্রাম; আর যিনি গ্রামে বাস করিয়া অগ্নিহোত্রী নহেন, বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, অগোত্রচারী ও কৌপীনধারী এবং যতদিন প্রাণসংযোগ ততদিন অন্নপানেচ্ছা, তাঁহারই পশ্চাদ্ভাগে অরণ্য। আর যিনি সর্ব্ব বাসনাপরিশূন্য হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মৌনব্রতী কহে; মৌনব্রতী সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ধৌত-দন্ত, ছিন্ননখ, স্নাত, অলঙ্কৃত, অসিতকলেবর ও শুভকর্ম্মা মুনি সকলের অর্চ্চনীয়। যিনি তপস্যা দ্বারা কর্ষিত, ক্ষীণ, শীর্ণ কলেবর, জীর্ণমাংস ও শুষ্কাস্থি হয়েন, সেই মুনি ইহ-লোক জয় করিয়া পরলোকও জয় করেন। আর যিনি নির্দ্বন্দ্ব হইয়া মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক তপশ্চরণ করেন, তিনিও ইহলোক জয় করিয়া পরলোক জয় করেন। যে মুনি মুখ দ্বারা গোবৎ আহার অন্বেষণ করেন, ইহলোক ও পরলোক উভয়ই তাঁহার প্রীতিকর হইয়া উঠে।

---

## দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

অষ্টক যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত উভয়বিধ ভিক্ষুর মধ্যে অগ্রে কাহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে? যযাতি কহিলেন, যিনি গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াও আশ্রম-বিবর্জিত এবং কামাচার-পরাঙ্মুখ, তিনিই অগ্রে মুক্তিলাভ করেন। যথার্থ জ্ঞানী হইয়া পাপাচরণ করিলেও ধারাবাহি সুখ-ভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করে, তাহার সেই ধর্ম্মাচরণ বিফল; কেবল ক্রূরতা মাত্র।

মহারাজ! রাজা যযাতির এবম্প্রকার ধর্ম্ম সংগীত শ্রবণ করিয়া অষ্টক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি যুবা, মাল্যধারী, তেজস্বী এবং দর্শনীয়; কোন্ ব্যক্তি আপনাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? এবং আপনি কোথা হইতে আগমন করিলেন ও কোন্ দিকে গমন করিবেন? আপনার কি পার্থিব স্থানে গমন করিতে হইবে? যযাতি কহিলেন, আমার পুণ্য ক্ষয় হওয়াতে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীরূপ ভৌম নরকে পতিত হইতেছি। আপনাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া অচিরে ভূতলে পতিত হইব; যেহেতু ব্রহ্মলোক-রক্ষকেরা আমার ভূলোক-পতনের নিমিত্ত ত্বরা করিতেছেন। আর পতনকালে ইন্দ্র আমাকে এই বর দিয়াছিলেন, "হে নরেন্দ্র! তুমি সাধু-সমাজে পতিত হইবে" তাহাও হইল। অষ্টক কহিলেন, তুমি পতিত হইও না, হে রাজন্! যদি আমার অন্তরীক্ষ্য বা দিব্য কোন লোক থাকে, আমি তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম। যযাতি কহিলেন, মহারাজ! যতদিন পৃথিবীতে গবাশ্ব-প্রভৃতি জীবজন্তু আছে, ততদিন আপনকার স্বর্লোকে অধিকার আছে। অষ্টক কহিলেন, আমার দিব্য বা অন্তরীক্ষ্য যে কোন স্থান থাকে, তাহা তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি অচিরাৎ সেই স্থানে গমন কর। যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ! বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাই প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন, মাদৃশ ক্ষত্রিয়েরা কদাচ যাচ্ঞাদৈন্য স্বীকার করেন না। বরং ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য-জাতির, অভাবে প্রাণত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তথাপি যাচ্ঞা-জনিত লঘুতা স্বীকার করা অনুচিত।

পরে অষ্টকের সমভিব্যাহারী প্রতর্দ্দন কহিলেন, হে দর্শনীয়! আমি প্রতর্দ্দন, তুমি তত্ত্বজ্ঞানী, অ[...] অন্তরীক্ষে বা স্বর্গে আমার কোন স্থান থা[...] তোমাকে তাহার অধিকারী করিলাম। যযাতি[...] হে নরেন্দ্র! আপনার অতি উৎকৃষ্ট বহুসং[...] আছে। সেই সকল লোক আপনাকে প্রতীক্ষা [...] উহা এত অধিকসংখ্যক, যে প্রতিসপ্তাহে এক [...] ভোগ করিলেও নিঃশেষিত হয় না। প্রতর্দ্দন [...] আমি তোমাকে সেই সকল লোক প্রদান করি[...] মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র তথায় গমন কর। রা[...] ত্তর করিলেন, সমতেজস্ক শ্রেষ্ঠ রাজারা অনে[...] সাহায্য প্রার্থনা করেন না। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধ[...] ও যশস্কর কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া থাকে[...] আপনি যেরূপ বলিতেছেন, মাদৃশ লোক এ[...] কর্ম্ম করিতে সম্মত নহেন। মদ্বিধ লোকে[...] যে, যাহা অন্যে না করিয়াছে তদ্রূপ অপূর্ব্ব ক[...] দন করে। রাজা যযাতি এইরূপ কহিতেছেন,[...] মহারাজ বসুমান্ তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ[...]

---

## ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

বসুমান্ কহিলেন, মহারাজ! আমি উষদ[...] আমার নাম বসুমান্। যদি স্বর্গে বা অন্তরীক্ষে[...] ভোগ্য কোন স্থান থাকে, তাহা আমি তোমা[...] করিলাম। রাজা কহিলেন, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, [...] যে সকল লোক সূর্য্যদেবের তাপে উত্তপ্ত হ[...] বহুসংখ্যক লোক আপনকার গমন প্রতীক্ষা ক[...] বসুমান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আ[...] নিপতিত হইতে হইবে না, আমি সেই লোক [...] প্রদান করিতেছি, উহা আপনারই ভোগ্য হউ[...] প্রতিগ্রহ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত দূষণীয় [...] তৃণ দ্বারা উহা ক্রয় করুন। রাজা প্রত্যুত্তর [...] হে নরেন্দ্র! তুমি সাধুব্যক্তিদিগকে কদাচ অবম[...] নাই, অতএব তোমার বিদ্যুৎপ্রায় অনন্ত লোক [...] আছে। শিবি কহিলেন, মহারাজ! যদি এই সক[...] ক্রয় করা আপনকার অনভিমত হয়, তবে তা[...] নাকে সম্প্রদান করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহ[...]

করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিব না, যেহেতু ক্রিয়া দান করিয়া কদাচ অনুতাপ করেন না। লেন, হে নরদেব! আপনি দেবরাজতুল্য এবং আপনার ভোগ্য লোকও অনন্ত বটে, র অদ্যাপি অন্যদত্ত লোকে স্পৃহা হয় নাই; আপনার দান আমার অভিমত নহে। তখন লেন, মহারাজ! যদি অস্মদত্ত এক একটি লোক করেন, তবে আমরা আপনাকে সমুদয় প্রদান নরকে গমন করিব। রাজা প্রত্যুত্তর করি- ার পক্ষে যাহা উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা সম্পাদন বান্ হউন; কারণ সাধু ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ হইয়া থাকেন, কিন্তু যাহা আমার অদৃষ্টলভ্য র ভোগ করিতে আমি কখনই সম্মত হইতে অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! যে সকল সুবর্ণময় হণ করিয়া লোকে শাশ্বত-লোকে গমন করিতে রে, তদ্রূপ পাঁচখানি রথ দেখা যাইতেছে, উহা রাজা কহিলেন, ঐ সকল সুবর্ণময় রথ তোমা- য় করিবে। উহা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ন হইতেছে। অষ্টক কহিলেন, মহারাজ! তুমি আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে গমন কর, এবং উপস্থিত হইলে আমরাও তোমার অনুসরণ রাজা কহিলেন, আমরা কর্ম্মফলে সকলেই তথায় জয় করিয়াছি; অতএব চল, সকলে সমবেত ন করিব। এই আমাদিগের দেবলোকে প্রস্থান নিষ্কণ্টক পথ দেখা যাইতেছে।

র ধর্ম্মশীল ভূপালগণ রথারোহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গমন করিতে । এই অবসরে অষ্টক কহিলেন, আমি মনে লাম, মহাত্মা ইন্দ্র আমার সখা, আমিই অগ্রে কট গমন করিব; কিন্তু উশীনরতনয় শিবি অশ্বগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছেন, অভিপ্রায় কি? যযাতি প্রত্যুত্তর করিলেন, উশী- ত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সমুদায়ই দেব- সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব শিবিরাজ আমাদিগের শ্রেষ্ঠ। অসামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন শিবিরাজ দান, ত্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, ক্ষমা ও বিধিৎসা প্রভৃতি প্রভূত গুণে অলঙ্কৃত; বিশেষতঃ শিবিরাজ অতিশয় সুশীল ও সৌম্য, এই কারণে শিবি সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছেন। অনন্তর অষ্টক সকৌতুকচিত্তে পুনর্ব্বার মাতামহকে জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন, এবং কাহার পুত্র? আর আপনি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অন্য কোন ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ তদ্রূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না কেন? এই সমুদয় যথার্থরূপে বর্ণন করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি নহুষতনয়, আমার নাম যযাতি। আমি পৃথিবীরাজ্যের সম্রাট্ ছিলাম, আমি তোমাদিগের সমক্ষে সমুদায় রহস্য প্রকাশ করিতেছি। আমি তোমাদিগের মাতামহ। আমি সমস্ত অবনীমণ্ডল জয় করিয়াছি, ব্রাহ্মণদিগকে একশত সুরূপ পবিত্র অশ্ব ও বস্ত্র দান করিয়াছি, এবং শত অর্ব্বুদ গো, বাহন, সুবর্ণ ও ধনের সহিত এই সসাগরা ধরিত্রী বিপ্রসাৎ করিয়াছি। পৃথিবী ও স্বর্গে আমার সত্যের প্রভাব দেদীপ্যমান আছে। সত্য প্রভাবেই মনুষ্যলোকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। আমি যাহা কহিয়া থাকি সকলই সত্য। আমার বাক্য কদাচ বিফল হয় না; যেহেতু সাধুলোকেরা সত্যের সম্মান করিয়া থাকেন। হে অষ্টক! আমি সত্যই কহিতেছি, উষদশ্বের পুত্র প্রতর্দ্দন, এই সমস্ত নরলোক, মুনি ও দেবগণ ইহাঁরা সত্য প্রভাবেই সকলের পূজনীয় ও মান্য হইয়াছেন। আমরা স্বীয় পুণ্যবলে সুরলোক জয় করিয়াছি; অতএব যে ব্যক্তি আমাদিগের নিকট অকপটে স্বকীয় রহস্য ভেদ করিবেন, এবং বিপ্রগণের প্রতি অসূয়াশূন্য হইবেন, তিনি উত্তরকালে আমাদিগের সালোক্য লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপে রাজা যযাতি স্বীয় দৌহিত্রগণ দ্বারা তারিত হইয়া মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন।

---

## চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! পুরুবংশাবতংস ভূপতিগণ কিরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদি-সম্পন্ন ছিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তর বর্ণন করুন।

সেই সুশীল সুবিখ্যাত মহাবল পরাক্রান্ত বিজ্ঞানশালী মহীপালগণের জীবনচরিত সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরুবংশ-সমুদ্ভূত মহাবল, মহাতেজাঃ, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ভূপালগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পৌষ্টীর গর্ভে পুরুরাজের তিন পুত্র জন্মে; প্রবীর ঈশ্বর এবং রৌদ্রাশ্ব। রাজকুমারেরা সকলেই মহারথ ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রবীরের ভার্য্যা শূরসেনী; তাঁহার গর্ভে মনস্যু নামে এক পুত্র জন্মে। মহাবল মনস্যু স্বীয় বাহুবলে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া অতি বিস্তীর্ণসাগরাম্বরা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়াছিলেন। সৌবীরীর গর্ভে মনস্যুর অভগভানুপ্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশ পুত্র জন্মে। ঋচেয়ু, ঋক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু ও সন্নতেয়ু। তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত, ধর্ম্মপরায়ণ, যাগশীল ও অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। তন্মধ্যে অনাধৃষ্টি অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। মহীপাল অনাধৃষ্টির মতিনার নামে এক পুত্র জন্মে। পরম ধার্ম্মিক মতিনার রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার চারি পুত্র হইল। তংসু, মহান, অতিরথ এবং দ্রুহ্য। মহাবলপরাক্রান্ত তংসু সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিয়া ভূমণ্ডলে নির্ম্মল যশোরাশি বিস্তার করিয়াছিলেন। তংসুর ঈলিন নামে এক মহাবল পুত্র জন্মে। তিনিও সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। মহারাজ ঈলিন স্বীয় পত্নী রথন্তরীর গর্ভে দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু এবং বসু এই পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুষ্মন্ত সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই শকুন্তলাতনয় ভরত দ্বারাই ভরতবংশের এতদূর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ ভরতের তিন মহিষী। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার নয় পুত্র জন্মে। কিন্তু পুত্রেরা কেহই তাঁহার অনুরূপ হন নাই, এই নিমিত্ত তিনি স্বীয় সন্তানদিগকে যথাযোগ্য সমাদর করিতেন না। মহিষীগণ রাজার অসন্তোষের কারণ জানিতে পারিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রদিগকে বিনষ্ট করিলেন। এইরূপে ভরতের অপত্যোৎপাদন বৃথা হইয়া গেল। অনন্তর তিনি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাতে মহ[র্ষির] অনুগ্রহে ভুমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করিলে[ন।] প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রাজা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে [অভিষিক্ত] করিলেন। মহিষী পুষ্করিণীর গর্ভে ভুমন্যুর ছ[য় পুত্র জন্মে;] সুহোত্র, দিবিরথ, সুহোতা, সুহবিঃ, সুজয়ু [ও ঋচীক।] সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুহোত্র গজবাজি-সমাকীর্ণ ও বা[হুবলে] রাজ্যলাভ করিলেন এবং রাজসূয় অশ্বমেধ প্র[ভৃতি] যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সুহোত্র ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিতে আর[ম্ভ করিলে] হস্ত্যশ্বরথ-সম্পূর্ণা ও জনতা-সমাকুলা বসুন্ধরা হইয়া যেন রসাতলে নিমগ্না হইতে লাগিলেন। [তিনি রাজা] হইলে শস্যবৃদ্ধি, প্রজাবৃদ্ধি, ও পৃথিবী স্থানে [স্থানে] ও যূপস্তম্ভে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। ঐক্ষ্[বাকীর গর্ভে] সুহোত্রের তিন পুত্র জন্মে; অজমীঢ়, সুমীঢ় [ও পুরু]মীঢ়। তন্মধ্যে অজমীঢ় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। [তাঁহার তিন] পত্নী; ধূমিনী, নীলী এবং কেশিনী। ই[হাদের গর্ভে] অজমীঢ়ের ছয় পুত্র হয়; ঋক্ষ, দুষ্মন্ত, পরমেষ্ঠী, [জহ্নু, ব্রজন] এবং রূপিণ। ধূমিনীর গর্ভে ঋক্ষ, নীলীর গ[র্ভে দুষ্মন্ত ও] পরমেষ্ঠী, কেশিনীর গর্ভে জহ্নু, ব্রজন ও রূপিণ [জন্মগ্রহণ] করেন। দুষ্মন্ত ও পরমেষ্ঠী হইতে পাঞ্চাল[গণ উৎপন্ন] হইয়াছে, এবং অমিততেজাঃ জহ্নু হইতে [কুশিকবংশ] বিস্তৃত হইয়াছে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ঋক্ষ, রাজা ছিলেন। [তাঁহার] পুত্র সম্বরণ। তিনি রাজ্যশাসন করিতে আর[ম্ভ করিলে] প্রজামণ্ডলীর ক্ষয় হইতে লাগিল, এবং অন্যান্য [...] বিনাশ হওয়াতে ক্রমশঃ জনপদ উৎসন্নপ্রায় হই[ল।] শত শত লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অক[াল মৃত্যুর] কবলে পতিত হইতে লাগিল, এবং অনাবৃষ্টি ও [...] লোক সকল পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। এই সম[য়ে পাঞ্চাল]রাজ চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে রাজা[কে] আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। অনন্তর রা[জা] ভীত হইয়া পুত্র, কলত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের স[হিত পলা]য়ন করিয়া সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী এক নিবিড় নি[কুঞ্জে] বাস করিলেন। সেই নিকুঞ্জ নদীতট অবধি প[র্ব্বত] পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুর্গমধ্যে তাঁহারা বহুকা[ল] বাহিত করিলেন। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত

[illegible] ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। তার-[illegible] মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া, পরম যত্নে প্রত্যুদ্গমন [illegible] অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অর্ঘ দান করিলেন এবং [illegible] প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন। [illegible] আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা প্রার্থনা করিলেন, [illegible] আপনাকে আমাদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ [illegible] হইবে। আপনি পুরোহিত হইলে আমরা রাজ্যের [illegible] যত্ন করিতে পারি। মহর্ষি বশিষ্ঠ "তথাস্তু" বলিয়া [illegible] প্রার্থনায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর [illegible] অচিরকাল মধ্যে তাঁহাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ সম্বরণ রাজ্যলাভানন্তর যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। অনন্তর সম্বরণের মহিষী তপতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্রের নাম কুরু। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াতে প্রজাদিগের সাতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে তপস্যা [illegible] করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ প্রদেশ পবিত্র ও কুরুক্ষেত্র নামে [illegible] হইল। কুরুর পাঁচ পুত্র; অবিক্ষিত, অভিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি এবং জনমেজয়। অবিক্ষিতের আট সন্তান: পরীক্ষিৎ, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার ও জিতারি। পরীক্ষিতের সাত পুত্র; জনমেজয়, কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ [illegible] ভীমসেন। জনমেজয়ের আট পুত্র; ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বাহ্লীক, নিষধ, জাম্বূনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি ও বসতি। [illegible] রাজকুমারেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যে অভিষিক্ত হই-[illegible] তাঁহার দশ পুত্র; কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, [illegible] হবিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্যু, অপরাজিত, প্রতীপ, [illegible] এবং সুনেত্র। তন্মধ্যে প্রতীপ ভূয়সী প্রতিষ্ঠা [illegible] করেন। তাঁহার তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি ধর্ম্মোপার্জ্জন বাসনায় প্রব্রজ্যা [illegible] গ্রহণ করিলেন। শান্তনু ও বাহ্লীক রাজ্যশাসন [illegible] লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু-[illegible] রাজা পবিত্র মনুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

---

## পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! উদারচরিত পূর্ব্ব পুরুষদিগের সংক্ষেপ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইল না; অতএব অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার মনু অবধি রাজর্ষিগণের বিশুদ্ধ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে দ্বৈপায়নের নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, অবিকল বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। দক্ষের পুত্র অদিতি, অদিতির পুত্র বিবস্বান্, বিবস্বানের পুত্র মনু, মনুর পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরূরবাঃ, পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ, আয়ুর পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির দুই ভার্য্যা, শুক্রের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা। দেবযানীর গর্ব্ভে দুই পুত্র হয়, যদু এবং তুর্ব্বসু। শর্ম্মিষ্ঠার তিন সন্তান; দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু। যদু হইতে যদুবংশ এবং পুরু হইতে পুরুবংশ বিস্তৃত হইয়াছে। যে পুরু তিন বার অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং পরি-শেষে বিশ্বজিৎযজ্ঞ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পুরুর মহিষী কৌশল্যা। তাঁহার গর্ব্ভে জনমেজয়ের জন্ম হয়। জনমেজয় মাধবী নামে এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। মাধবীর গর্ব্ভে জনমেজয়ের প্রাচিন্বান্ নামে এক পুত্র জন্মে। তিনি সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্ব্ব দিক্ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম প্রাচিন্বান্ হইল। তিনি যদুকুলসম্ভূতা অশ্মকীর পাণিগ্রহণ করেন। অশ্মকীর গর্ব্ভে প্রাচিন্বানের সংযাতি নামে এক পুত্র হয়। দৃষদ্বন্তের দুহিতা বরাঙ্গী সংযাতির সহধর্ম্মিণী। তিনি এক সন্তান প্রসব করেন, তাঁহার নাম অহংযাতি। তিনি কৃতবীর্য্য-নন্দিনী ভানুমতীকে বিবাহ করেন। ভানুমতীর গর্ব্ভে তাঁহার এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌম জয়লব্ধ কেকয়-রাজদুহিতা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম জয়ৎসেন। জয়ৎ-সেন বিদর্ভ-রাজ-দুহিতা সুশ্রবার পাণি-পীড়ন করেন। সুশ্রবার গর্ব্ভে অবাচীনের জন্ম হয়। তিনিও বিদর্ভদেশীয় মর্য্যাদা নাম্নী এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া অরিহ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অরিহ অঙ্গরাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ব্ভে মহাভৌম নামে এক পুত্র

উৎপাদন করেন। মহাভৌমের ধর্ম্মপত্নী সুযজ্ঞা। তিনি অযুতনায়ী নামে এক পুত্র প্রসব করেন। যিনি অযুত-সংখ্যক পুরুষমেধ যজ্ঞ করিয়া অযুতনায়ী এই নাম লাভ করিয়াছিলেন। অযুতনায়ী পৃথুশ্রবার দুহিতা কামার পাণিগ্রহণ করিয়া অক্রোধন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। আক্রোধন, কলিঙ্গদেশসম্ভূতা করম্ভাকে বিবাহ করেন। করম্ভার গর্ভে দেবাতিথির জন্ম হয়। দেবাতিথি বিদেহ-দেশোদ্ভবা মর্য্যাদা নাম্নী কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া অরিহ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অরিহ সুদে-বাকে বিবাহ করেন। ঋক্ষ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। ঋক্ষ তক্ষকদুহিতা জ্বালার পাণিগ্রহণ করিয়া মতিনার নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। মতিনার সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত দ্বাদশবার্ষিক এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞ সমাপন হইলে সরস্বতী অভিগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। অনন্তর সরস্বতীর গর্ভে মতিনারের এক পুত্র হইল; তাঁহার নাম তংসু। তংসু কালীঙ্গীর গর্ভে ঈলিন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ইলিনের দুষ্মন্ত প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হয়। দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্র-দুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সুবিখ্যাত ভরতের জন্ম হয়।

শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান কালে রাজা দুষ্মন্তের প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল "মহারাজ! শকুন্তলাকে প্রত্যাখান করিবেন না; ইনি যাহা কহিতেছেন, সমুদয়ই সত্য; বালকটি আপনার ঔরস; ইহা দ্বারা আপনার চরমে পরম কল স্বর্গফল লাভ হইবে; অতএব যত্নপূর্ব্বক আত্মজের ভরণ পোষণ করুন।" ভরণ করুন এই দৈববাণী হইয়াছিল বলিয়া কুমারের নাম ভরত রহিল। ভরতভার্য্যা সুনন্দা ভুমন্যু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভুমন্যুর জায়া বিজয়া সুহোত্রের প্রসূতি। সুহোত্র ইক্ষ্বাকুবংশীয়া সুবর্ণার পাণিগ্রহণ করেন। সুবর্ণার গর্ভে সুহোত্রের এক পুত্র হয়। তাঁহার নাম হস্তী। তিনি এক নগর স্থাপন করেন। সেই নগর প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে হস্তিনাপুর নামে বিখ্যাত হইল। হস্তী যশোধরার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে বিকুণ্ঠন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। বিকুণ্ঠনের পত্নীর নাম সুদেবা এবং পুত্রের নাম অজমীঢ়। অজমীঢ়ের চারি মহিষী; কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার চতুর্ব্বিংশতি [illegible] হয়। তাঁহাদিগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি [illegible] কেবল সম্বরণ হইতে পিতৃকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লা[illegible] তিনি তপতীর পাণিগ্রহণ করিয়া কুরু নামে এক [illegible] উৎপাদন করেন। যদুবংশোদ্ভবা শুভাঙ্গী কুরুর ম[illegible] তিনি বিদূরথ নামে পুত্র প্রসব করেন। বিদূরথের [illegible] সুপ্রিয়ার গর্ভে অনশ্বার জন্ম হয়। অনশ্বা অমৃতার [illegible] পরীক্ষিৎকে উৎপাদন করেন। পরীক্ষিতের পত্নী সু[illegible] তাঁহার গর্ভে ভীমসেনের জন্ম হয়। ভীমসেনের [illegible] কুমারী। তৎপুত্র প্রতিশ্রবা। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতী[illegible] প্রতীপের তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তন্মধ্যে দেবাপি শৈশবাবস্থাতেই বনপ্রয়াণ করেন। শান্তনু প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি জরাজীর্ণ ব্যক্তি[illegible] স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ যুবার ন্যায় সবল হই[illegible] উঠিত, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শা[illegible] গঙ্গাকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে দেবব্রত [illegible] তাঁহার এক পুত্র হয়। যাঁহাকে লোকে ভীষ্ম বলিয়া স[illegible] ধন করিত। ভীষ্ম পিতার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সত্যবতী[illegible] সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। পূর্ব্বে অনূঢ়াবস্থায় পরা[illegible] শর-সহযোগে সত্যবতী গর্ভবতী হয়েন। তাহাতে[illegible] দ্বৈপায়নের জন্ম হয়। অধুনা সেই সত্য[illegible]তীর গর্ভে [illegible] শান্তনুর দুই পুত্র হইল; একের নাম বিচিত্রবীর্য্য, [illegible]রের নাম চিত্রাঙ্গদ। তন্মধ্যে চিত্রাঙ্গদ যৌবনসী[illegible] উত্তীর্ণ না হইতেই গন্ধর্ব্ব-হস্তে নিহত হইলেন। [illegible] বীর্য্য রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অ[illegible] ও অম্বালিকা নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন; কি[illegible] পরে রাজা আত্মজের বদননিরীক্ষণসুখে বঞ্চিত [illegible] লোকান্তর গমন করিলেন। অনন্তর সত্যবতী ব[illegible] নিমিত্ত চিন্তাকুল হইয়া ব্যাসদেবকে স্মরণ করি[illegible] তিনি তৎক্ষণাৎ জননীর সম্মুখীন হইয়া কৃতা[illegible] নিবেদন কহিলেন, মাতঃ! কি নিমিত্ত স্মরণ করি[illegible] আজ্ঞা করুন। সত্যবতী কহিলেন, বৎস! তোমা[illegible] বিচিত্রবীর্য্য পুত্রবিহীন হইয়া সুরলোকে গমন করি[illegible] এক্ষণে তুমি তাঁহার সাত পুত্র উৎপাদন করি[illegible] রক্ষা কর। দ্বৈপায়ন মাতার আজ্ঞায় বিচি[illegible] ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন পুত্র উৎপাদ[illegible]

এবং ধৃতরাষ্ট্রের এক শত পুত্র হইবে বলিয়া বর দিলেন।

বৈপায়নের বরপ্রভাবে গান্ধারীর গর্ভে ধৃত-এক শত পুত্র হইল। তন্মধ্যে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, এবং চিত্রসেন এই চারি জন সর্ব্বপ্রধান। পাণ্ডুর পত্নী, কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর আর একটি নাম পৃথা। একদা পাণ্ডুরাজ মৃগয়ার্থে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন এক মহর্ষি কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া এক মৃগীতে উপগত হইয়াছেন। রাজা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার গোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং কামক্রীড়ার সমাপ্তি ও পরিতৃপ্তি না হইতেই শরাঘাত করিলেন। ঋষি বাণাহত হইয়া অভিসম্পাত করিলেন "তুমি অভিজ্ঞ হইয়াও কামরসাস্বাদে বঞ্চিত ও বিনষ্ট করিলে, এই অচিরকালমধ্যে তোমাকেও এই অবস্থায় পঞ্চত্ব-হইতে হইবে।" রাজা শাপভয়ে ভীত ও বিবর্ণ ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তদবধি মহিষী-সহবাস পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দিবস নিকট সমস্ত মৃগয়াবৃত্তান্ত ও আপনার অধিমৃষ্য-সবিস্তর বর্ণন করিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! আমি অপুত্র ব্যক্তি নিরয়গামী হয়; অতএব তুমি উৎপাদন করিয়া আমার আয়তির শুভবিধান কর। স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া ধর্ম্ম, মারুত এবং ইন্দ্র এই দ্বারা যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, এবং অর্জ্জুন পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজা পুত্রদর্শনে হইয়া কুন্তীকে কহিলেন, তোমার সপত্নীও হীনা, অতএব যাহাতে তাঁহার সন্তান হয় তদ্বি-করা কর্ত্তব্য। কুন্তী "যে আজ্ঞা" বলিয়া তৎ-কে আকর্ষণী বিদ্যা প্রদান করিলেন। মাদ্রী বিদ্যাবলে অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতাকে মাত্র তাঁহারা উপনীত হইয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মাদ্রী দের এই দুই পুত্র লাভ করিলেন। একদা দেবী মাদ্রীর রূপলাবণ্যে মোহিত এবং শাপ-হইয়া মদনানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, অমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হই-লেন। তদ্দর্শনে মাদ্রী অত্যন্ত শোকার্ত্তা ও দুঃখিতা হইয়া স্বামীর সহগমনে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার সময় নকুল ও সহদেবকে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, ইহাদিগের প্রতি অযত্ন না করিয়া যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন; আমি এ জন্মের মত বিদায় হইলাম। তদনন্তর কতিপয় তাপস পাণ্ডব-দিগকে কুন্তী-সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে লইয়া গিয়া ভীষ্ম ও বিদুরের সমীপে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবেরা সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ভীষ্মাদির নিকট পিতার নিধনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার ঔর্দ্ধ-দেহিক যথাবিধি সমাপন করিয়া তথায় স্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের কোন প্রকার অনিষ্টচেষ্টা করিত না। এইরূপে পাণ্ডব-গণের শৈশবাবস্থা অতীত হইল। পরে দুরাত্মা দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল করিতে লাগিল, কিন্তু নিরপরাধী পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্যক্রমে সেই দুর্বৃত্তের সমুদায় আয়াস নিষ্ফল হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ছলনা করিয়া তাঁহাদিগকে বারণাবত নগরে প্রেরণ করিলেন। পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন তত্রাপি ক্ষান্ত হইল না। সে পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বিদুরের মন্ত্রণাবলে নৃশংসের অসদভিসন্ধি সমুদায় বিফল হইল। পাণ্ডবগণ নিরন্তর অনিষ্টাশঙ্কায় ভীত হইয়া বারণাবত নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক একচক্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে হিড়িম্বের প্রাণসংহার করিয়া একচক্রায় উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় বক নামক এক দুর্দান্ত নিশাচরের প্রাণ-সংহার করিয়া পাঞ্চালনগরে গমন করিলেন এবং দ্রৌপ-দীর পাণিগ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক একটি সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদরের পুত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি, নকুলের পুত্র শতানীক, সহ-দেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা। পরে যুধিষ্ঠির গোবাসনের দুহিতা দেবীকাকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে যৌধেয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ভীমসেন কাশীর-

কুমারী বলন্ধরার পাণিপীড়ন করিয়া তদ্গর্ভে সর্ব্বগ নামে পুত্র উৎপাদন করেন। অর্জ্জুন দ্বারবতীতে গমন করিয়া প্রিয়বাদিনী বাসুদেবভগিনী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অভিমন্যু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অভিমন্যু কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। নকুল করেণুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া নিরমিত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সহদেব মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়াকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়া তাঁহার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন, তাহার নাম সুহোত্র। ভীমসেন পূর্ব্বে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে অপর এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণের একাদশ পুত্র হইল। তন্মধ্যে অভিমন্যু বংশধর হইয়াছিলেন। তিনি বিরাটের দুহিতা উত্তরার পাণিগ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে অভিমন্যুর সহযোগে উত্তরার গর্ভসঞ্চার হইল, কিন্তু তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে ষন্মাসেই এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব পৃথাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ কর, আমি উহাকে জীবিত করিতেছি। বাসুদেবের তেজঃপ্রভাবে সেই মৃত পুত্র পুনর্জ্জীবিত ও তৎপ্রদত্ত বল, বীর্য্য ও পরাক্রমে প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ বাসুদেবের অনুগ্রহে তাঁহার অকাল জন্ম নিবন্ধন বলবীর্য্যপ্রভৃতি কোন বিষয়েরই ন্যূনতা রহিল না। সেই পুত্র কুলের ক্ষীণাবস্থায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, বাসুদেব তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ রাখিলেন। পরীক্ষিৎ মাদ্রীকে বিবাহ করেন। মহারাজ! আপনি সেই পরীক্ষিতের ঔরসে মাদ্রীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার ভার্য্যা বপুষ্টমা শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ নামে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। বৈদেহীর গর্ভে শতানীকের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম অশ্বমেধদত্ত। মহারাজ! পরমধন্য ও পরমপবিত্র পুরু ও পাণ্ডবদিগের বংশের ইতিবৃত্ত আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ব্রাহ্মণদিগের নিয়মবিশিষ্ট হইয়া ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, স্বধর্ম্মনিরত প্রজাপালন তৎপর রাজাদিগের শ্রোতব্য, বৈশ্যদিগের শ্রোতব্য ও বোদ্ধব্য এবং ত্রিবর্গশুশ্রূষু শূদ্রদিগেরও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা পরস্পর নির্ম্মৎসর ও মিত্রভাবাপন্ন হইয়া এই পরম পবিত্র ইতিহাস সমস্ত শ্রবণ করান কিম্বা করেন, তাঁহারা স্বর্গধামে গমন করেন এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও মনুষ্যগণের পরমপূজনীয় হন, সন্দেহ নাই। ভগবান্ ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল পরস্পর নির্ম্মৎসর ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই পরমপবিত্র ভারত শ্রবণ করিলে সুকৃতিশালী হইয়া সুরলোকে গমন করিতে পারিবেন। এই মহাভারত পবিত্র, পরমোৎকৃষ্ট, পরমরমণীয় ও বেদস্বরূপ, আয়ুস্কর ও যশস্কর। অতএব ইহা অবশ্যই শ্রোতব্য।

---

## ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইক্ষাকুবংশজাত রাজা [illegible] সত্যবাদী ও সত্যপরাক্রম ছিলেন। তিনি সহস্র [illegible] ও শতসংখ্যক রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক দে[illegible] প্রসন্ন করিয়া চরমে পরমফল স্বর্গফল লাভ করিয়া[illegible]। অনন্তর একদিবস দেবগণ, ভগবান্ কমলযোনির [illegible] করিতেছেন, বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও মহারাজ [illegible] তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সরিদ্বরা গঙ্গা [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হ[illegible] বায়ুবেগে সহসা তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উড্ডীন হইল; [illegible] দেবতারা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন; কি[illegible] মহাভিষ অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহার আপাদমস্তক [illegible] করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা সন্দিহান হইয়া [illegible]ক্ষণ তাঁহার বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, তুমি [illegible] লোকের উপযুক্ত পাত্র নহ। অতএব মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ কর। কিন্তু পুনর্ব্বার তোমার স্বর্গলাভ [illegible] রাজা এই প্রকার দণ্ডিত হইয়া কাঁহার ঔরসে [illegible] করিবেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তি[illegible] রাজর্ষি এবং মহর্ষিকে চিন্তা করিয়া রাজা প্রতীপে[illegible] হইতে মানস করিলেন। সরিদ্বরা মহাভিষকে অধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে চিন্তা করিতে [illegible] প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, [illegible] দেবগণ মূর্চ্ছিত ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পতিত [illegible]।

অনন্তর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, [illegible] নিমিত্ত এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছ? তো[illegible] কোন অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে? তাঁহারা কহিলেন, [illegible] দ্বরে! অতি সামান্য অপরাধে মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রু[illegible]

আমাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা একান্ত দুঃখিত হইয়াছি। এক দিবস সায়ংকালে ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রজ্বলিতহুতাশনসমীপে উপবিষ্ট ছিলেন, আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত মহর্ষির যথাবিধি সম্মান না করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলাম, সেই অপরাধে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদিগকে "মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন। তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন; সেই ব্রহ্মবাদীর বাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে; অতএব আপনি নরকলেবর ধারণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের সৃষ্টি বিধান করুন, নতুবা সামান্য মানুষীর গর্ত্তে আমরা জন্ম-গ্রহণ করিতে পারিব না। গঙ্গা বসুগণের প্রার্থনায় সম্মতা হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, মর্ত্যলোকে কোন্ মহা-পুরুষ তোমাদিগের জনক হইতে পারেন? তাঁহারা কহি-লেন, প্রতীপ রাজার ঔরসে শান্তনুনামে এক সুবিখ্যাত ভূপাল ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের জনক হইবেন। গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা বলিলে উহা আমারও অভিমত বটে; অতএব তোমাদিগের অভিলষিত এবং সেই রাজার প্রিয়কার্য্য আমি অবশ্যই সম্পাদন করিব। বসুগণ পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ত্রিপথগে! আপনার পুত্র জন্মিবামাত্র সলিলে নিক্ষেপ করিবেন, অধিককাল যেন আমাদিগকে ভূলোকযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়। গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব; কিন্তু যাহাতে রাজার একটী পুত্র জীবিত থাকে, তাহার কোন উপায় স্থির কর; কারণ সেই পুত্রার্থী ভূপতির, মৎসহবাস নিতান্ত নিষ্ফল হওয়া কোনক্রমেই বিধেয় নহে। তখন বসুগণ কহিলেন, আমরা স্ব স্ব বীর্য্যের চতুর্থ ভাগের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব, তাহাতেই তাঁহার পুত্র লাভ হইবে। কিন্তু সেই পুত্রের মর্ত্যলোকে সন্তানসন্ততি হইবে না; অতএব হে ত্রিপথগামিনী! আপনার সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র অপুত্র হইবেন। বসুদেবতারা, সরিদ্বরা গঙ্গার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিলেন।

---

## সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সর্ব্বভূতহিতৈষী প্রতীপ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন। তিনি যে স্থান হইতে ভাগী-রথী প্রবাহিত হইতেছেন, তথায় গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা অনল্পকাল অতিবাহিত করিলেন। একদা সুরধনী রাজার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যানপর রাজর্ষির দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন, মহীপাল প্রতীপ সেই বরবর্ণিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কল্যাণি! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? তোমার কি প্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে? তিনি কহিলেন,মহারাজ! আমি অন্য কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করি না, কেবল আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন; প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী রমণীকে প্রত্যাখ্যান করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। প্রতীপ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! আমি ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি, অতএব পরপরিগ্রহে অথবা সবর্ণা স্ত্রীতে গমন করিতে পারিব না; তাহা করিলে আমাকে অধর্ম্মস্পৃষ্ট হইতে হইবে। দেবী কহিলেন, মহারাজ! আমি অগম্যা অথবা নিন্দনীয়া নহি, আমা হইতে কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা করিবেন না, আমি দিব্যাঙ্গনা, আপনার প্রণয়পাশে আকৃষ্ট হইয়া অভিগমন করিয়াছি, অতএব আমাকে ভজনা করুন; পরকলত্রবোধে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। প্রতীপ কহিলেন, তুমি প্রিয় বোধে যে বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেছ,আমি তাহাতে নিবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে যদি তোমার প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া সেই অসাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ধর্ম্মবিপ্লব আমাকে উৎসন্ন করিবে; সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি কামিনীভোগ্য-বামোরু পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্র ও পুত্রবধূসেব্য দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিয়া আমার পুত্রবধূস্থানীয় হইয়াছ, অতএব কিরূপে তোমাকে পত্নী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। তুমি শুশ্রূষাভোগ্য দক্ষিণোরু আশ্রয় করি-য়াছ, এই নিমিত্ত আমার পুত্রবধূ হইলে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব। এক্ষণে পরিণয়ার্থ বরণ করিয়া রাখিলাম। স্ত্রী কহিলেন, মহারাজ আপনি সসগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর। পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজমণ্ডল আপনকার অধীন। স্বর্গীয় সদ্গুণাবলি

শত শত বৎসর নিরন্তর কীর্ত্তন করিলে তাহার অবধি লাভ হয় না। অতএব আপনার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্ঘনীয়। কেবল আপনার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতিনিবন্ধন আমি ভরতকুলের কামিনী হইতে বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ! আমি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়ে আপনার পুত্র বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন না। যদ্যপি তিনি আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক কালযাপন করিব এবং তিনিও আমার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া পরিশেষে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবেন। এই কথা বলিয়া স্ত্রীরূপধারিণী গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

মহারাজ প্রতীপ পুত্রজন্ম-প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্ষত্রিয়াগ্রণী প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া অনুরূপ পুত্রলাভার্থ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। উল্লিখিত মহাভিষ সেই বৃদ্ধ দম্পতির পুত্র হইলেন। শান্তিপর রাজার সন্তান হইল বলিয়া তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শান্তনু জন্মান্তরীণ অক্ষয় স্বর্গ স্মরণ করিয়া নিরন্তর কেবল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই তৎপর হইলেন। তিনি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রতীপ তাঁহাকে আদেশ করিলেন, বৎস! পূর্ব্বে এক দিব্যাঙ্গনা তোমার উৎপাদনার্থে মৎসকাশে আগমন করিয়াছিলেন; যদি সেই রূপলাবণ্যবতী বরবর্ণিনী পুত্রার্থিনী হইয়া তোমার নিকট আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি কোন বিচার না করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিও, আমি অনুমতি করিতেছি। আর, তোমাকে তাঁহার চিত্তানুবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন, তাহা বাস্তবিক গর্হিত হইলেও তুমি কিঞ্চিন্মাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিও না।

প্রতীপ স্বীয় পুত্র শান্তনুকে এইরূপ উপদেশ প্রদানানন্তর তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা শান্তনু অত্যন্ত মৃগয়াশীল হইয়া উঠিলেন এবং মৃগয়াসক্ত হইয়া নানা বন ও উপবন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক মৃগ মহিষ প্রভৃতি নানাজাতীয় বন্য পশুর প্রাণসংহার করিয়া পরিশেষে একটী সিদ্ধচারণগণ পরিসেবিত ভাগীরথীতীরে উপনীত হইলেন। এক দিবস মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ ল[illegible] উজ্জ্বলতনু পরমসুন্দরী এক রমণীকে তর[illegible] নিরীক্ষণ করিলেন। সেই কামিনীর সুললিত [illegible] রমণীয় দশনচ্ছদ, মনোহর বেশভূষা, সূক্ষ্ম পরি[illegible] পয়োধরসদৃশ রুচির বর্ণ নয়নগোচর করিয়া রাজ[illegible] ও চমৎকৃত হইলেন। কণ্টকিত-কলেবর হই[illegible] দৃষ্টিতে বারম্বার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগি[illegible] তাঁহার নয়নযুগল পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি [illegible] বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বি[illegible] তদীয় প্রণয়াসক্ত হইয়া অবিতৃপ্ত-নয়নে রাজার প্র[illegible] পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রিয়সম্ভাষ[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৃশাঙ্গি! দেব, দানব[illegible] অপ্সরা, যক্ষ, পন্নগ ও মনুষ্য ইহার মধ্যে তুমি [illegible] জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছ? আমার বাসনা হয়, পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তোমার সহবাসে যৌবনকাল করি।

---

## অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী রাজার সস্মিত মৃদুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং ব[illegible] নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ [illegible] কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার মহিষী [illegible] চিত্তানুবর্ত্তন করিব; কিন্তু যে সমস্ত কার্য্যের [illegible] করিব, তাহা ভালই হউক, বা মন্দই হউক, [illegible] আমাকে নিবারণ করিতে পারিবেন না, এবং [illegible] আমার প্রতি কোন অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতে প[illegible] না। যদি এইরূপ ব্যবহারে কালযাপন করিতে[illegible] হয়েন, তবে আপনার সহবাস করিব; মৎকৃত [illegible] ব্যাঘাত জন্মাইলে অথবা আপনি তন্নিমিত্ত বিরক্ত[illegible] অপ্রিয় কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে প[illegible] করিব, সন্দেহ নাই। রাজা এই নিয়মে সম্মত ও [illegible] হইলেন। গঙ্গা শান্তনুকে এইরূপে বচনবদ্ধ [illegible] পরম পরিতুষ্টা হইলেন। মহীপতিও সেই অলোক[illegible] সৌন্দর্য্যসম্পন্ন স্ত্রীরত্নলাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত

...নিয়মানুসারে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং ...উপচার দ্বারা নিরন্তর তাঁহার সন্তোষোৎপাদনে ...লেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রমণীয় কলেবর ...ক্ত পরম ভাগ্যবান্ শান্তনু রাজার মহিষী হইয়া ...ব, ভাব, বিলাস ও সম্ভোগাদি দ্বারা নরেন্দ্রের ...ক্ত করিলেন। ফলতঃ রাজা রাজমহিষীর সদ্গুণে ...কৃষ্ট হইয়াছিলেন, যে ক্ষণকালও তাঁহার অদর্শন-...হ করিতে পারিতেন না। রাজ্ঞীর সম্ভোগসুখে ...সম্বৎসর, ঋতু ও মাসাদি মুহূর্ত্তবৎ অতীত হইত, ...ছুমাত্র জানিতে পারিতেন না।

...রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজমহিষী ক্রমে ...মরসদৃশ আটটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। পুত্রেরা ...হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্রোতে ...করিতেন; তৎকালে রাজাকে এই বলিয়া আশ্বাস করিতেন, যে "আমি আপনাকে প্রসন্ন করিব"। ...দর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ...নি, পাছে গঙ্গা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান ...য় ভীত হইয়া বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন না। ...নন্তর অষ্টম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে মহিষী হাসিতে ...ন। রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, ...এবার পুত্রটী জীবিত থাকে এই আশয়ে পত্নীকে ...ন, পুত্র বিনষ্ট করিও না; তুমি কে? কি নিমিত্ত ...দিগের প্রাণবধ করিতেছ? হে পুত্রঘাতিনি! পুত্র-...অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কিছুই নাই; শাস্ত্রে ...আছে উহা মহাপাতক, অতএব এই গর্হিত ...চরণে ক্ষান্ত হও।

...খন সেই স্ত্রী কহিলেন, হে পুত্রকাম! আমি ...র পুত্র বিনষ্ট করিব না; এক্ষণে পূর্ব্বকৃত নিয়ম ...ক্ষর, আমি অদ্যাবধি তোমার সহবাস পরিত্যাগ ...ম। আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা, আমার নাম গঙ্গা। ...সর্ব্বদাই আমার সেবা করিয়া থাকেন। কেবল ...র্য্য সাধনার্থ তোমার ভার্য্যা হইয়াছিলাম। আর ...মস্ত সন্তানগুলিকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিও না; ...া মহাতেজা বসুগণ; মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে মনুষ্যত্ব ...হইয়াছিলেন। তোমাভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন পুরুষ ...দিগের পিতা হইবার যোগ্য হইতে পারে না এবং আমা ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীও ইহাঁদিগের জননী হই-বার যোগ্য নহে; এই নিমিত্ত আমি মানুষী হইয়া ইহাঁদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। আর তুমিও ইহাঁ-দিগের জনক হইয়া অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছ। আমি ইহাঁদিগের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমার গর্ভে পুত্র জন্মিবামাত্র আমি সেই পুত্রকে মনুষ্যলোক হইতে মুক্ত করিব। ইহাঁরা মহাত্মা বশিষ্ঠের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইলেন, এবং আমিও প্রতিজ্ঞাসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। অতএব এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি, আপনার মঙ্গল হউক। মদ্গর্ভজাত এই পুত্রটিকে গঙ্গা-দত্ত বলিয়া গ্রহণ ও পালন করুন। আমি এইরূপে বসুগণের সন্নিধানে বাস করিয়াছিলাম।

## নবনবতিতম অধ্যায়।

শান্তনু জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুরনদি! বশিষ্ঠ কে? বসুদেবতারা কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে তাঁহারা মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই পুত্র কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে? আর বসুগণই বা সর্ব্বলোকেরই অধীশ্বর হইয়া কি নিমিত্ত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন? তাহা সবিশেষ বর্ণন কর। জাহ্নবী কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বরুণদেবের পুত্র। তাঁহার আর একটি নাম আপব। তিনি গিরিবর সুমেরুর সন্নিহিত এক পরম রমণীয় অরণ্যে তপস্যা করিতেন। সেই তপোবন, সকল ঋতুতেই নানা জাতীয় কুসুমসমূহে বিকসিত হইয়া থাকে এবং পশুপক্ষি-গণ অসঙ্কুচিতচিত্তে সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ বিচরণ করে। সেই আশ্রমপদ স্বচ্ছজল জলাশয়ে অলঙ্কৃত এবং অশেষ প্রকার সুস্বাদ ফলমূলে পরিপূর্ণ।

দক্ষ প্রজাপতির সুরভীনাম্নী এক নন্দিনী ছিলেন। সেই সর্ব্বকামপ্রদা সুরভী জগতের হিতার্থে গোরূপ ধারণ করিয়া কশ্যপের ঔরসে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মহা-তপা বশিষ্ঠের হোমধেনু হয়েন। তিনি মুনিজন-সেবিত সেই পরম রমণীয় তপোবনে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন। একদা পৃথু প্রভৃতি বসু-দেবতারা বনবিহারার্থে সস্ত্রীক

হইয়া তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে তত্রত্য সুরম্য পর্ব্বতে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কোন বসুপত্নী তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নন্দিনীনাম্নী ধেনুকে নয়নগোচর করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। পরে দ্যুনামক বসুকে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা, পীনোধ্নী, সুদোগ্ধ্রী, সুন্দর-বালধি ও বিচিত্রখুরবিশিষ্টা সেই ধেনু দর্শন করাইলেন। দ্যুনন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার অশেষপ্রকার গুণ-কীর্ত্তনপূর্ব্বক দেবীকে কহিলেন, দেবি! যে মহর্ষির এই তপোবন, নন্দিনী সেই বারুণির হোমধেনু। মর্ত্যলোক-নিবাসী যে ব্যক্তি এই ধেনুর সুস্বাদ দুগ্ধ পান করেন, তিনি দশ সহস্র বৎসর স্থিরযৌবন হইয়া জীবিত থাকেন্। এই কথা শ্রবণ করিয়া বসুপত্নী আপন স্বামীকে কহি-লেন, মহাভাগ! মর্ত্যলোকে জিতবতী নাম্নী আমার এক প্রিয়সখী আছেন। সেই রূপবতী যুবতী রাজা উশী-নরের দুহিতা। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত আছে। আমি অভিলাষ করি, আপনি সত্বর হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বৎসের সহিত ঐ ধেনুকে আনয়ন করুন। তিনি উহার দুগ্ধ পান করিয়া যাব-জ্জীবন অজরা ও অরোগিণী হইয়া থাকিবেন ইহার পর আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে। হে নাথ! আমার অভিলষিত সম্পাদনে তৎপর হওয়া আপনার সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। দ্যু পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথুপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সেই ধেনু ও তাহার বৎস অপ-হরণ করিলেন। ভার্য্যার প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া মহর্ষির অসামান্য তপঃপ্রভাব সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া ধেনু অপহরণ করিলেন বটে কিন্তু তন্নিমিত্ত যে ঘোরতর অনিষ্টাপাত হইবে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিবেচনা করিলেন না।

অনন্তর তপোধন বারুণি ফলমূল আহরণ করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় ধেনু ও তাহার বৎসকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, অদ্য বসুদেবতারা এই বনে বিহার করিতে আসিয়া তাঁহার ধেনু অপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। তখন ঋষি ক্রোধপরবশ হইয়া বসুগণকে অভিসম্পাত করিলেন "যেহেতু তোমরা আমার সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত ধেনু অপহরণ করিয়াছ, অত [illegible] যোনি প্রাপ্ত হইবে।" মহাপ্রভাব ব্রহ্মর্ষি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বসুগণকে এই প্রকার শা[illegible] করিয়া পুনর্ব্বার তপঃসাধনে মনোনিবেশ [illegible] এদিকে বসুদেবতারা আপন আশ্রমে উপস্থি[illegible] মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছে[illegible] জানিতে পারিলেন। পরে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবা[illegible] তৎক্ষণাৎ তাঁহার সন্নিধানে গমন করিলেন। ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার [illegible] করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার [illegible] লাভ করিতে পারিলেন না। মহর্ষি কহিলেন [illegible] ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া যাহা কহিয়াছি তাহার অন্যথা [illegible] পারিব না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে তোম[illegible] সেই প্রতি সম্বৎসরে শাপমুক্ত হইবে; কিন্তু যাঁহার [illegible] অভিশপ্ত হইয়াছ, তাঁহাকে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের [illegible] করিবার নিমিত্ত যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে কা[illegible] করিতে হইবে। তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যের ঔর[illegible] গ্রহণ করিতে হইবে না। তিনি পরমধার্ম্মিক, স[illegible] বিশারদ ও পিতৃহিতৈষী হইয়া অকিঞ্চিৎকর দার[illegible] প্রভৃতি পার্থিব সুখসম্ভোগে পরাঙ্মুখ হইবেন। এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে বসুগণ [illegible] নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, "গঙ্গে! আপনি [illegible] দিগকে গর্ব্ভে ধারণ করুন; আর আমরা ভূমিষ্ট হই[illegible] আপনি আমাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করিবেন।" এব হে মহারাজ! অভিশপ্ত বসুদেবতাদিগকে [illegible] লোক হইতে ঝটিতি মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমি হত্যারূপ অকার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। কেবল [illegible] দ্যু সেই মহর্ষির শাপে যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে [illegible] করিবেন। দেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলে রাজা তৎপ্রদত্ত পুত্র লইয়া শোকার্ত্ত ও বিষণ্ণমনে [illegible] প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই পুত্রের নাম দেবব্রত ও গাঙ্গেয় হইল। [illegible] পিতা অপেক্ষা অধিকতর গুণসম্পন্ন হইলেন। আমি [illegible] মহাপুরুষের গুণরাশি কীর্ত্তন করিব এবং মহাত্মা [illegible] ভূপতির সৌভাগ্য বর্ণন করিব, যাঁহার ইতিহাস [illegible] মহাভারত নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

## শততম অধ্যায়।

…ম্পায়ন কহিলেন, রাজা শান্তনু পরমপ্রাজ্ঞ, পরম … ও পরম ধীমান্ ছিলেন। জিতেন্দ্রিয়তা দয়ালুতা …সদ্গুণ সকল তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। মহা… শান্তনু দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের সম্মান-ভাজন, ধীর… …ক্ষমাবান্, দানশীল ও সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত …ন এবং সেই সর্ব্বগুণাস্পদ, ধর্ম্মার্থ-কুশলী, রাজা …বংশের ও অন্যান্য জনগণের পরিরক্ষক ছিলেন। …র্ত্তীর সমুদায় লক্ষণ তাঁহার অঙ্গে লক্ষিত হইত। … অদ্বিতীয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তদানীন্তন …রা সেই কীর্ত্তিমানের সদাচার ও সদ্ব্যবহার দর্শন …য়া অর্থ ও কাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল একমাত্র …পাসনা-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। নৃপগণ শান্তনুর …াতিশায়িনী ধার্ম্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে সম্রাট্পদে …ষিক্ত করিলেন; এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী … চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শোক, ভয় ও …ীড়া প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল না। তাঁহারা সুস্বপ্নে …বসান করিয়া শয্যা হইতে পরমসুখে গাত্রোত্থান …তেন। সেই দেবেন্দ্র-প্রতিম রাজেন্দ্রের দৃষ্টান্তে নৃপতি-সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন …ং বদান্য ও যাগশীল হইয়া উঠিলেন। শান্তনু-প্রমুখ …গণ নিয়মতন্ত্র হইয়া সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে …ম্ভ করিলেন। লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমশঃ উন্নতি …তে লাগিল; ক্ষত্রিয়েরা বিপ্রসেবায় তৎপর হইলেন; …শ্যেরা ক্ষত্রিয়সেবায় দীক্ষিত হইলেন; এবং শূদ্রেরা …ণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় তিন বর্ণের সেবায় নিযুক্ত হই-…। রাজা শান্তনু কৌরবদিগের সুরম্য রাজধানী হস্তিনা-… অবস্থানপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি …, সত্যবাদী, ঋজু-স্বভাব, বদান্য, তপোনিরত, রাগ-…শূন্য, পরম সুন্দর ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি …াপে তপনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায়, কোপে যমের …য় এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। সেই সর্ব্বগুণা-… ভূপাল সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে লোকের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে নিবৃত্তি পাইয়াছিল এবং বৃথা হিংসা একবালে রহিত হইয়াছিল। তিনি পক্ষপাত-পরিশূন্য ও কামরাগ-পরিবর্জ্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে সেই ধর্ম্মোত্তর রাজ্যে সকল প্রাণীকে নির্ব্বিশেষে শাসন করিতে লাগিলেন; দেবর্ষি ও পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে যাগাদি ক্রিয়াকলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতির ও নিকৃষ্ট প্রাণিগণের পিতাস্বরূপ ছিলেন। সেই কুরুপতি রাজ্যেশ্বর হইলে লোকের মন দান ধর্ম্মে প্রবণ হইল এবং বাক্য একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিল। তিনি পত্নী-সহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চত্বারিংশ বৎসর বনবাস করিয়াছিলেন। গঙ্গাগর্ভসম্ভূত তৎপুত্র দেবব্রত রূপ, গুণ, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব ও মহারথ ছিলেন। এক দিবস দেবব্রত একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাহার অনুসরণক্রমে ভাগীরথীতীরে উপনীত হইয়া শরজালে নদীর জলশুষ্কপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। রাজা শান্তনু সরিদ্বরার এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব গতিরোধ-দর্শনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অদ্য গঙ্গা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছেন না কেন।" অনন্তর কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, দেবরাজ-সদৃশ এক পরম রূপবান্ কুমার তীক্ষ্ণধার অসংখ্য দিব্যাস্ত্র দ্বারা গঙ্গাকে আচ্ছন্ন করিয়া দণ্ডায়মান …ছেন। এই অলৌকিক ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া রাজা বি… পন্ন হইলেন। তাঁহাকে অতীব শৈশবাবস্থায় দেখিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে আত্মজ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। দেবব্রত পিতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি পাছে রাজা তাঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা শান্তনু এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আপন পুত্র বিবেচনায় গঙ্গাকে দেখাইতে কহিলেন। গঙ্গা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে দর্শন করাইলেন। পরম রমণীয় বেশভূষায় ভূষিতা ও পরিষ্কৃত বস্ত্রে সংবৃতাঙ্গী গঙ্গা দৃষ্টপূর্ব্বা হইলেও রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

গঙ্গা কহিলেন, মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমার নিকট যে অষ্টম পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই মহাপুরুষ। … ইনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন।

আমি ইহাঁকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। এক্ষণে পুত্রকে গৃহে লইয়া যাউন। ইনি বশিষ্ঠের নিকট বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই মহাবলপরাক্রান্ত কুমার কৃতাস্ত্র অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ও ইন্দ্রের ন্যায় যোদ্ধা হইয়াছেন। ইনি সুরাসুরগণের পরম প্রণয়াস্পদ। দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই ইহাঁর কণ্ঠস্থ। সুরাসুর-নমস্কৃত বৃহস্পতি যে সকল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, ইনিও তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন। শত্রুবর্গের দুরাক্রম্য, মহাবল, প্রবলপ্রতাপ মহর্ষি জামদগ্ন্য যে সকল অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই পুত্র তৎসমুদায়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন এবং রাজধর্ম্মে ও অর্থচিন্তায় সুনিপুণ হইয়াছেন; অতএব মৎপ্রদত্ত এই অশেষগুণ সম্পন্ন পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করুন।

রাজা গঙ্গাকর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ পুত্রকে লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা শান্তনু পুত্র সমভিব্যাহারে অমরাবতীসদৃশ নিজ রাজধানীতে উপনীত হইয়া চরিতার্থ ও কৃতার্থম্মন্য হইলেন। অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত সেই সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ সদ্ব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা পিতাকে [illegible] গকে এবং জনপদস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে [illegible] রানান্তি প্রীত করিলেন। রাজা প্রীতমনে পুত্রের সহিত [illegible] রি বৎসর পরমসুখে কালযাপন করিয়া পরিশেষে একদিবস যমুনানদীর উত্তরপার্শ্বস্থিত এক অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন; কিন্তু কোথা হইতে সেই সুরভি গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, সবিশেষ না জানিতে পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসিতলোচনা দেবরূপধারিণী এক ধীবর-কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীরু! তুমি কে? কাহার পত্নী? এবং কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ? সে কহিল মহাশয়! আমি ধীবরকন্যা, পিতার আদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকি। রাজা শান্তনু ধীবর-কন্যার অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাঁহার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ কহিলেন, হে প্রজানাথ! যখন কন্যা[illegible] য়াছে, অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে; [illegible] সত্যবাদী, যদ্যপি এই কন্যাটি ধর্ম্মপত্নীরূপে [illegible] করেন, তবে আমি আপনাকে সম্প্রদান করিব; আমার একটি অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ করিব [illegible] অগ্রে স্বীকার করিতে হইবে। শান্তনু কহিলেন, হে ধী[illegible] তোমার অভিলাষ শ্রবণ না করিয়া কিরূপে তাহাতে [illegible] হইতে পারি। যদি অভিলষিত বিষয় দানযোগ্য নিশ্চয়ই প্রদান করিব; কিন্তু অদেয় হইলে কোন[illegible] দিতে পারিব না। ধীবর কহিলেন, মহারাজ! এই ক[illegible] গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে সেই পুত্র রা[illegible] অভিষিক্ত হইবে; অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় [illegible] পারিবে না এই আমার অভিলাষ। রাজা প্রদীপ্ত [illegible] নলে দগ্ধ হইয়াও ধীবরকে বরদান করিতে সম্মত হই[illegible] না। তিনি অনঙ্গশরে বিচেতনপ্রায় হইয়া ধীবর-কুমা[illegible] অনুপম রূপলাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনা[illegible] প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর একদিবস দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত [illegible] তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে[illegible] তাত! আপনার সর্ব্বত্র কুশল ও সমুদায় রাজমণ্ডল আ[illegible] নার অধীন, তথাপি কি নিমিত্ত নিরন্তর আপনাকে এ[illegible] শোকার্ত্ত ও দুঃখিত দেখিতেছি? সর্ব্বদাই কেন শূন্যহৃ[illegible] রহিয়াছেন, আমাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন[illegible] অশ্বারোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করেন না, কেবল দিন [illegible] মলিন, ও পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছেন; অতএব আপ[illegible] কি রোগ হইয়াছে, আজ্ঞা করুন, আমি তাহার প্রতী[illegible] করিব।

পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন, ব[illegible] আমি যে নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহা [illegible] কর। আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র পুত্র, তুমি [illegible] শস্ত্রে সুশিক্ষিত ও পুরুষকারবিশিষ্ট হইয়াছ। কিন্তু [illegible] পুত্র! মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে ইহা বড় আক্ষেপে[illegible] বিষয়। কারণ যদি তোমার কোন অনিষ্ট ঘটনা হয় তা[illegible] হইলে আমাদিগের কুল নির্ম্মূল হইবে, সন্দেহ নাই[illegible] তুমি একশত পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অতএব আর পু[illegible] দারপরিগ্রহ করিতে আমার অভিলাষ নাই; কিন্তু ধ[illegible]

রহিয়া থাকেন,যাঁহার এক পুত্র তিনি অপুত্রমধ্যেই । ত্বদীয় অনিষ্ট শান্তির নিমিত্ত নিরন্তর পর-নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার মঙ্গলবিধান অগ্নিহোত্র, ত্রয়ী এবং নিখিল শাস্ত্র, কিছুই ষোঁড়শাংশেরও তুল্য নহে। তুমি মহাবলপরা-নিদা সশস্ত্র ও অমর্ষপরিপূরিত; অতএব রণক্ষেত্র ক কুত্রাপি তোমার নিধন হইবে না; কিন্তু বৎস! কি বলিব, আমি তোমার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চ হইয়াছি, অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হয় না, আমি এই অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি। । দেবব্রত, রাজার বিষাদকারণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত ণকাল বিবেচনা করিলেন। অনন্তর পিতার ভবী বৃদ্ধ সচিবের সন্নিধানে সত্বর গমনপূর্ব্বক শোকবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রিবর কৌরবশ্রেষ্ঠ ক ধীবরকুমারী বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করি-বব্রত মন্ত্রিপ্রমুখাৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়গণ াহারে ধীবর-সমীপে গমনপূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত ীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ রাজ-যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে প্রদান করিলেন। রাজপুত্র আসনে উপবেশন ধীবর সমাগতরাজগণ-সমক্ষে কহিলেন, হে ভরত-আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ, আপনার ত্র আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি বিবেচনা দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন্ া দুঃখিত হয়; সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ ারেন না। যিনি আপনার সমান গুণবান্, যাঁহার বর্ণিনী সত্যবতীর জন্ম হয়,তিনি বারম্বার আমার ীয় পিতার গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক কহিয়াছেন যে,সেই রাই সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত ঋষি পরাশর সত্যবতীর নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক ছন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত না ই অসিতাঙ্গ মুনীন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। ার পিতা, অতএব একটি কথা বলিব। হে বাধ হইতেছে, এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে অতি ানল প্রজ্বলিত হইবে; কিন্তু আপনি ক্রুদ্ধ সুর, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, যে কুলসম্ভূত হউক না কেন, সমস্ত শত্রুগণ অচিরকালমধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে রাজকুমার! কেবল এইমাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে, নতুবা এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবরবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত-রাজগণ-সমক্ষে যথাযুক্ত প্রত্যুত্তর করিলেন; হে সত্য-বাদিন্! আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি যাহা কহিবে, অবিকল সেইরূপ কার্য্য করিব। যিনি ইহাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি আমা-দিগের রাজা হইবেন, অনন্তর জালজীবী কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি কন্যার প্রভু হইলেন, সুতরাং ইহার দানেও আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার হইল; কিন্তু আমার একটি কথা শ্রবণ এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আপনার নিকট ঈদৃশ প্রস্তাব করাতে আমার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপতিগণ-সমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা তোমার অননুরূপ নহে; অতএব আমি তদ্বিষয়ে অণু-মাত্রও সন্দেহ করি না, কিন্তু যিনি তোমার সন্তান হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি জানিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব। আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন,"তোমার পিতাকেই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর দেবতা ও অপ্সরোগণ অন্তরীক্ষ হইতে রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়া সম্বোধন করি-লেন। পিতৃভক্ত ভীষ্ম সেই যশস্বিনীকে কহিলেন, মাতঃ! রথোপরি আরোহণ করুন; আমরা গৃহে গমন করি। অনন্তর রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া রাজা শান্তনুকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজগণ সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার

এই দুরূহ কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিলেন, হে মহাত্মন্! স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না।

---

## একাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা শান্তনু সেই পরমসুন্দরী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে মহিষী গর্ব্ভবতী হইলেন। সেই গর্ব্ভে রাজার এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম চিত্রাঙ্গদ। তিনি অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন, মহাবল-পরাক্রান্ত ও সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্য নামে তাঁহার অপর একটি পুত্র জন্মিল। মহাবীর্য্য বিচিত্রবীর্য্য তরুণবয়স্ক না হইতেই রাজা মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অমিতবিক্রম চিত্রাঙ্গদ স্বীয় বাহুবলে সমুদয় রাজমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি শৌর্য্যবীর্য্যে কাহাকেও আপন সদৃশ জ্ঞান করিতেন না। চিত্রাঙ্গদ নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ছিলেন। তিনি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সুরাসুরবিজয়ী চিত্রাঙ্গদকে আক্রমণ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সরস্বতী স্রোতস্বতীর তীরে ক্রমাগত তিন বৎসর তাঁহাদের উভয় পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অবিশ্রান্ত অস্ত্রবর্ষণে রণক্ষেত্র সমাকুল ও পরস্পর গাত্রবিমর্দ্দে তুমুল হইয়া উঠিল। মায়াবী গন্ধর্ব্ব মায়া-বলে চিত্রাঙ্গদের প্রাণসংহারপূর্ব্বক স্বর্গমার্গে প্রস্থান করিলেন। সেই অমিততেজাঃ নরেন্দ্র যুদ্ধে নিহত হইলে ভীষ্ম তাঁহার সমুদায় প্রেতকার্য্য সম্পাদন করাই-লেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য পৈতৃক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল ভীষ্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্মও তাঁহাকে পরমযত্নে পালন করিতে ত্রুটি করিতেন না।

---

## দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরবনন্দন! নিহত হইলে বিচিত্রবীর্য্যের বাল্যাবস্থায় ভীষ্ম [illegible] নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লা[illegible] অনন্তর বিচিত্রবীর্য্যকে তরুণবয়স্ক দেখিয়া মহাম[illegible] তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন। এই সম[illegible] পতির তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন, এই কথা কর্ণগোচর হইল। মহারথ ভীষ্ম, মাতার অনুম[illegible] রথারোহণপূর্ব্বক বারাণসী নগরীতে গমন ক[illegible] তথায় দেখিলেন, ভূপতিগণ বিবাহার্থী হইয়া নানা [illegible] হইতে সেই স্বয়ম্বরসভায় সমাগত হইয়াছেন এ[illegible] কন্যারাও উপবিষ্ট আছেন। অনন্তর রাজাদি[illegible] কীর্ত্তিত হইলে ভীষ্ম, ভ্রাতার নিমিত্ত স্বয়ং সেই [illegible] দিগকে প্রার্থনা করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে রথে [illegible] হণ করাইয়া অতি গম্ভীরস্বরে মহীপালদিগকে [illegible] লাগিলেন, কেহ কন্যাকে বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে আ[illegible] করিয়া ধনদানপূর্ব্বক গুণবান্ পাত্রে সমর্পণ করেন[illegible] কেহ গোমিথুন প্রদানপূর্ব্বক কন্যাকে পাত্রসাৎ [illegible] কেহ বা প্রতিজ্ঞাত-ধনদানপুরঃসর কন্যা সম্প্রদান ক[illegible] কেহ বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া থাকেন। কেহ ব[illegible] সম্ভাষণে রমণীর মনোরঞ্জনপূর্ব্বক তদীয় পা[illegible] করেন। কেহ প্রমত্তা নারীর পাণিগ্রহণ [illegible] কেহ বা আর্ষবিধির অনুসারে দার পরিগ্রহ [illegible] থাকেন। কেহ কেহ কন্যার পিতা মাতাদিগকে [illegible] অর্থ দানপূর্ব্বক বিবাহ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ [illegible] এই অষ্টবিধ বিবাহবিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। [illegible] উত্তম বিবাহ মধ্যে পরিগণিত। রাজারা স্বয়[illegible] হেরই অধিক প্রশংসা করেন। পরাক্রমপ্র[illegible] অপহৃত কন্যার পাণিগ্রহীতাকে ধর্ম্মবাদীরা ভূয়সী [illegible] করিয়াছেন। অতএব হে মহীপালগণ! আমি ব[illegible] ইহাদিগকে অপহরণ করি; তোমরা যুদ্ধ অথবা [illegible] কোন উপায় দ্বারা পার, ইহাদিগের উদ্ধার-সাধনে

[যু]দ্ধ কর। আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত আছি। বারাণসীশ্বর [অ]ন্যান্য রাজাদিগকে এই কথা বলিয়া, মহাবল ভীষ্ম কন্যাদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক আপন রথে আরোহণ ও [তা]হাকে আমন্ত্রণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। [তখ]নে ভূপালগণ কোপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া দশনে [দশ]ন দৃঢ়তর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক বাহ্বাস্ফোটন করিতে [লাগি]লেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া সত্বর অলঙ্কার উন্মোচন [ও ক]বচ ধারণ করাতে রাজসভা ঘোরতর সমাকুল হইয়া [উঠি]ল। বর্ম্ম ও আভরণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে [বোধ] হইল যেন অন্তরীক্ষ হইতে তারকা সকল ভূতলে [পতি]ত হইতেছে। প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা নানা [প্রকা]র অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জীভূত হইয়া রোষকষায়িত ও [ভ্রু]কুটিল নয়নে ক্ষিপ্রজব-ঘোটক-সংযুক্ত ও সুত-সুব[র্ণ]-[খচি]ত রথে আরোহণপূর্ব্বক আয়ুধ সকল উত্তোলন করিয়া [ভী]ষ্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

অনন্তর একাকী ভীষ্মের সহিত সেই বহুসংখ্যক বীর-[পুরু]ষের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সমর-[ক্ষেত্র]ের ভীষণতা দর্শনে গাত্র রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। [বিপ]ক্ষেরা যুগপৎ দশ সহস্র বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ [করি]তে লাগিলেন। কিন্তু ভীষ্ম অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত [শরজা]ল প্রচণ্ড শরবর্ষণ দ্বারা মধ্যস্থলেই শতধা খণ্ড খণ্ড [করি]য়া ফেলিলেন। যেমন বর্ষাকালের জলদমালা পর্ব্বতো-[পরি] মুষলধারে জলবর্ষণ করে, তদ্রূপ বিপক্ষেরা চতুর্দ্দিক্ [বেষ্ট]ন করিয়া ভীষ্মের উপর অনবরত বাণবর্ষণ করিতে [লাগি]ল। তিনি শরজাল দ্বারা শত্রুবর্গের বাণবর্ষণ অপ-[সারি]ত করিয়া পরিশেষে তিনটি বাণদ্বারা সকলকে বিদ্ধ [করি]লেন। তাঁহারাও ভীষ্মের প্রতি পাঁচ পাঁচটি শর [নিক্ষে]প করিলেন। মহাবল ভীষ্ম পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক [পুন]র্ব্বার তাঁহাদিগকে দুই দুই বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। [দেবাসু]র-সংগ্রামের ন্যায় সেই যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ও অস্ত্র-[শস্ত্রে] সমাকুল হইল। মহারথ ভীষ্ম শত শত ও সহস্র সহস্র [বিপ]ক্ষের ধনু, ধ্বজাগ্র, বর্ম্ম ও মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তাঁহার [অস]াধারণ রণনৈপুণ্য ও যুদ্ধস্থলে আত্মরক্ষা দর্শনে শত্রু-[পক্ষ]ীয়েরাও ভূরি ভূরি ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ভীষ্ম ক্রমে ক্রমে সকলকে পরাজয় [কর]িয়া কন্যাদিগের সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে মহারথ শাল্ব রাজা, বিজিগীষু হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যেমন কোন যূথাধিপ মাতঙ্গ দন্তাঘাত দ্বারা বারণান্তরের জঘনদেশ বিদীর্ণ করিয়া মাত-ঙ্গীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ কামিনীকাম মহাবল-পরাক্রান্ত মহাবাহু শাল্ব মহীপতি ঈর্ষ্যা ও ক্রোধপরবশ হইয়া ভীষ্মকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা বলিলেন। অরাতি-কুলনিহন্তা পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম তাঁহার গর্ব্বিতবাক্য শ্রবণ-গোচর করিয়া ক্রোধে ব্যাকুলিত ও বিধূম অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও ভ্রুকুটী-বন্ধন করিয়া তৎক্ষণাৎ রথবেগ সম্বরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য রাজগণ সমুৎসুক হইয়া ভীষ্ম ও শাল্বের সমর-সমারোহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন কোন গাবীকে লক্ষ্য করিয়া মহাবল বৃষভদ্বয় গভীর নিনাদ করত পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ, মহাবলপরাক্রান্ত সেই বীরযুগল ক্রোধভরে মহাড়ম্বর-পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শাল্বরাজ ভীষ্মের প্রতি উপর্য্যুপরি সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করাতে, শান্তনব প্রথমতঃ সাতিশয় পীড়িত হইলেন; তদ্দর্শনে তত্রত্য ভূপতিগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শাল্বরাজের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও বারম্বার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

শান্তনব শাল্বরাজের প্রতি ক্ষত্রিয়গণের সাধুবাদ শ্রবণা-নন্তর ক্রোধভরে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা বলিয়া সার-থিকে আজ্ঞা করিলেন, "যেখানে শাল্বরাজ আছে, শীঘ্র তথায় রথ চালনা কর; আমি অদ্যই তাহাকে শমনভবনে প্রেরণ করিব।" অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম বারুণাস্ত্র দ্বারা শাল্বের রথসংযুক্ত ঘোটকচতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন এবং স্বীয় অস্ত্র দ্বারা সপক্ষের অস্ত্রশস্ত্র সকল নিবারণপূর্ব্বক তদীয় সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পরে ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা অপরাপর উত্তমোত্তম অশ্বসকলও বিনষ্ট করিলেন। এই রূপে নৃপবরকে পরাজয় করিয়া জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। রাজা শাল্বও প্রাণ পাইয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রমাণ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত রাজগণ স্বয়ম্বর দর্শন করিতে আসিয়া-ছিলেন, তাঁহারাও স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। তদনন্তর মহাবীর ভীষ্ম জয়লব্ধ সেই সকল কন্যারত্ন

লইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। তথায় ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা নৃপোত্তম শান্তনুর ন্যায় ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। অমিত-বিক্রম গঙ্গাসুত অরাতিকুল সমূলে উন্মূলন পূর্ব্বক অচিরে নদ, নদী, বন উপবন ও ভূধর প্রভৃতি নানা স্থান অতিক্রম করিয়া ভ্রাতার নিমিত্ত কাশীশ্বর-দুহিতাদিগকে আনয়ন করিলেন। তিনি সেই কামিনীদিগকে স্নুষার ন্যায়, অনুজার ন্যায় এবং দুহিতার ন্যায় পরমযত্নে আনয়ন করিয়া কৌরবগণ সমীপে গমন করিলেন এবং ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বিক্রমাহৃত সর্ব্বগুণযুত সেই কন্যাদিগকে যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম এই সমস্ত দুরূহকার্য্য সম্পাদনান্তে গোপনে সত্যবতীর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতেছেন, এই অবসরে কাশীপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,আমি ইতিপূর্ব্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন, আর এবিষয়ে আবার পিতারও সম্পূর্ণ অভিলাষ আছে; অধিক কি বলিব, আমি স্বয়ম্বর সভায় মনে মনে মহীপতি শাল্বের করে করার্পণ করিয়াছি; ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার ধর্ম্মত যেরূপ অভিরুচি হয়, তাহা সম্পাদন করুন। ভীষ্ম ব্রাহ্মণসমাজে সেই কন্যার এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণে সাতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠা অম্বাকে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বীয় যবিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন। তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর বিচিত্রবীর্য্য সেই কামিনীযুগলের পাণিগ্রহণ করিয়া এককালে কুসুমায়ুধের অধীন হইলেন। সেই নিবিড়নিতম্বিনীদ্বয়ের পয়োধরযুগল পীন, কটিদেশ ক্ষীণ ও নখ সকল রক্তবর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের ঘনবিকুঞ্চিত শ্যামল কেশপাশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা আপনাদিগকে অনুরূপভর্ত্তৃভাগিনী জানিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পতিসেবা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারসদৃশ রূপবান্, দেবতুল্য পরাক্রমশালী ও প্রমদাজন-মনোহারী ভূপতি বিচিত্রবীর্য্য মহিষীদিগের সহিত ক্রমাগত সাত বৎসর নিরন্তর বিহার করিয়া যৌবনকালেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ সুবিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা পীড়ার নানাপ্রকার প্রতীকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। যেমন দিননাথ নিশান্তে অস্তাচলে গমন করেন, তদ্রূপ সেই তরুণবয়স্ক প্র[illegible] শমনসদনে গমন করিলেন। ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে কাতর ও একান্ত বিষণ্ণ হইয়া জ্ঞাতিবর্গ ও [illegible] সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রেতকার্য্য সমুদায় স[illegible] করিলেন।

---

## ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সত্যবতী পুত্রশোকে [illegible] হইয়া পুত্রবধূদিগের সহিত সন্তানের প্রেতকার্য্য স[illegible] করিলেন। পরে স্নুষাদিগকে ও ভ্রাতৃবৎসল [illegible] নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা বংশরক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ভী[ষ্মকে] কহিলেন, হে মহাভাগ! মহাযশাঃ ধর্ম্মপরায়ণ শান্ত[নুর] জলপিণ্ড প্রদান করে এমন লোক তোমা ব্যতীত লক্ষ্য হয় না; কেবল তুমিই তাঁহার অদ্বিতীয় আশা[স্থল]। তোমাতে ধর্ম্ম অবিচলিতরূপে নিত্য বিরাজমান র[হিয়া]ছেন। তুমি ধর্ম্মের যথার্থতত্ত্বজ্ঞ ও নিখিলবেদের পারদর্শী। মহর্ষি শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় তোমার নিষ্ঠতা, কুলাচারের অভিজ্ঞতা এবং দুরূহ কার্য্যের [গরী]য়সী সহিষ্ণুতা আছে; অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! ফলসিদ্ধির আশায় তোমাকে কোনকার্য্যে নিয়োগ [করিতে] ইচ্ছা করি অগ্রে শ্রবণ করিয়া তৎসম্পাদনে যত্নবা[ন হও]। হে পুরুষর্ষভ! তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা পুত্রবিহী[ন হইয়া] অকালে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পরম[সুন্দরী] ও সম্পূর্ণ যৌবনবতী মহিষীদ্বয় অভিমাত্র পুত্রার্থিনী [হইয়া]ছেন অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি বংশ[রক্ষার] নিমিত্ত তাঁহাদিগের গর্ভে অপত্যোৎপাদন কর; [ইহাতে] তোমার পরমধর্ম্ম লাভ হইবে,সন্দেহ নাই; এক্ষণে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনে তৎপর হও এবং দারপ[রিগ্রহ] করিয়া পিতার বংশরক্ষা কর।

ভীষ্ম মাতার ও সুহৃদ্বর্গের এবম্প্রকার অনু- শ্রবণ করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন, মাতঃ! ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন যথার্থ বটে, কিন্তু পাদন বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বিস্মৃত হইয়াছেন? আমি দারপরিগ্রহবিষয়ে পনার নিকট যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা আপনি আছেন, তথাপি আবার এক্ষণেও পুনর্ব্বার ণ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। ত্রলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরি- রিতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু বস্তু থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত কন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুর- ত্যাগ করে, জ্যোতিঃ যদি রূপ পরিত্যাগ করে, স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরি- রেন, অগ্নি যদি উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন, আকাশ ণ পরিত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি শীতাংশুতা করেন, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন াজ যদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

তী, মহাতেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা হলেন, হে সত্যপরাক্রম! সত্যের প্রতি তোমার গত ভক্তি ও যথার্থ প্রীতি আছে, তাহা আমার াহে, এবং তুমি ইচ্ছা করিলে যে স্বীয় তেজঃ ভুবন ত্রিলোকের সৃষ্টি করিতে পার, তাহাও শক্য পরিজ্ঞাত আছি, আর তুমি আমার নিমিত্ত সত্য করিয়াছ.তাহাও বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু তোমাকে আপদ্ধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৈতৃক করিতে হইবে। হে পরন্তপ! যাহাতে তো- পরম্পরা রক্ষা পায়, ধর্ম্মের উচ্ছেদ না হয় এবং গণের সন্তোষ জন্মে তাহার অনুষ্ঠান কর। সত্য- শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া এইরূপে নিরন্তর পরিতাপ করিতেছেন এবং পুত্রের আকাঙ্ক্ষায় হত অধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তনা হন দেখিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম কহিলেন, মাতঃ! তি দৃষ্টিপাত কর; আমাদিগকে বিনষ্ট করিও না; ক্ষত্রিয়ের সত্যভঙ্গ অতীব নিন্দনীয়; অসত্যসন্ধ ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মের অবধি থাকে না; অতএব যাহাতে রাজা শান্তনুর বংশপরম্পরা ধরামণ্ডলে অক্ষয়রূপে দেদীপ্যমান থাকিবে, তাহার উপায়স্বরূপ সনাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন; আপদ্ধর্ম্ম-কুশল প্রাজ্ঞ পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে উক্ত ধর্ম্মানুসারে কার্য্যারম্ভ করিবেন।

---

## চতুরধিকশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, যিনি পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা হৈহয়াধিপতির প্রাণসংহার করিয়াছিলেন,যিনি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের ভুজবনচ্ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত মহাস্ত্র বর্ষণ করিয়া একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, এবং অরাতিশোণিত-জলে পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি জামদগ্ন্য পরিশেষে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অপত্যোৎপাদন করাইয়া বিনাশোন্মুখ ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার রক্ষা করিয়াছেন।

বেদে এরূপ প্রমাণ আছে যে, ক্ষেত্রজসন্তান উৎপন্ন হইলে সেই পুত্র পাণিগ্রহীতারই হইয়া থাকে; এই সনাতন ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ক্ষত্রিয়পত্নীরা ব্রাহ্মণগণ-সমীপে অভিগমন করিতেন, এবং ক্ষত্রিয়দিগের পুনর্ভববিধি লোকেও দৃষ্ট হইতেছে। ক্ষত্রিয়কুল এইরূপে পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইয়াছে। হে রাজ্ঞি! এই বিষয়ে আর একটি অতি প্রাচীন ইতিহাস আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে উতথ্য নামে এক সুবিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার মমতানাম্নী এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন। একদা মহর্ষি উতথ্যের যবিষ্ঠ ভ্রাতা দেবপুরোহিত মহাতেজাঃ বৃহস্পতি মদনাতুর হইয়া মমতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মমতা দেবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি তোমার জ্যেষ্ঠের সহযোগে অন্তর্বত্নী হইয়াছি, অতএব রমণেচ্ছা সম্বরণ কর। আমার গর্ভস্থ উতথ্যকুমার কুক্ষিমধ্যেই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। তুমিও অমোঘরেতাঃ, এক গর্ভে দুই জনের সম্ভব নিতান্ত অসম্ভব; অতএব অদ্য এই দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। বৃহস্পতি

মদনবাণে নিতান্ত আহত ও সাতিশয় অধীর হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বীয় চঞ্চলচিত্তকে কোনক্রমেই স্থির করিতে না পারিয়া মমতার অসম্মতি থাকিলেও তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহাতে আসক্ত হইলেন।

অনন্তর গর্ভস্থ ঋষিকুমার বৃহস্পতিকে কামক্রীড়ায় আসক্ত দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্! মদনবেগ সম্বরণ করুন। স্বল্পপরিসর কুক্ষিতে উভয়ের সম্ভব অত্যন্ত অসম্ভব। আমি পূর্ব্বে এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব অমোঘরেতঃপাত দ্বারা আমাকে পীড়িত করা আপনার নিতান্ত অযোগ্য কর্ম্ম হইতেছে, সন্দেহ নাই। বৃহস্পতি বালকবাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। গর্ভস্থ মুনিকুমার বৃহস্পতির এইরূপ অসাধুব্যবহার দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া পাদদ্বারা তদীয় শুক্রের পথ রোধ করিলেন। রেতঃ প্রবেশমার্গ না পাইয়া প্রতিহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। তন্নিরীক্ষণে ভগবান্ বৃহস্পতি রোষপরবশ হইয়া গর্ভস্থ উতথ্যনন্দনকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক অভিসম্পাত করিলেন, "যেহেতু সর্ব্বভূতের অভিলষিত ঈদৃশ সময়ে আমাকে এমন কথা বলিলে এই অপরাধে তুমি যাবজ্জীবন অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে।" বৃহস্পতির শাপপ্রভাবে উতথ্য-তনয় অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম দীর্ঘতমা হইল। সেই জন্মান্ধ বেদবিৎ প্রাজ্ঞ ঋষি, স্বীয় বিদ্যাবলে প্রদ্বেষীনাম্নী এক পরমরূপলাবণ্যবতী যুবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি গৌতমপ্রভৃতি কতিপয় সুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিয়া মহর্ষি উতথ্যের বংশরক্ষা করিলেন। অনন্তর বেদবেদাঙ্গ-পারগ ধর্ম্মাত্মা দীর্ঘতমা সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গোধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহাকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট দেখিয়া তত্রত্য সমস্ত মহর্ষিগণ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে আমাদিগের আশ্রমের নিতান্ত অযোগ্য; অতএব এই পাপিষ্ঠের সহবাস পরিত্যাগ করাই উচিত। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া মহর্ষি দীর্ঘতমাকে আর সাদরসম্ভাষণ বা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করিতেন না এবং তাঁহার পত্নীও এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর ও শুশ্রূষাদি দ্বারা তদীয় সন্তোষবর্দ্ধন করিতেন না। দীর্ঘতমা পত্নীর এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব দর্শনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছ। প্রদ্বেষী স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করে তাঁহাকে ভর্ত্তা এবং পতি বলিয়া থাকে; কি জন্মান্ধ, তাহার কিছুই করিতে পার না, প্রভু, তোমার ও ত্বদীয় পুত্রগণের চিরকাল ভরণপোষ নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত পীড়িত হইয়াছি; অতএ পর আমি তোমাদিগের আর ভারবহন করিতে না। মহর্ষি পত্নীবাক্য শ্রবণানন্তর ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, এই অর্থ গ্রহণ কর; বলবতী অর্থস্পৃহা তোমাকে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! দুঃখের নিদানভূত স্বৎ... আমার অভিলাষ নাই; তোমার যেমন অভিরু... কর। আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমার ও তোমার বর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিব না। দীর্ঘতমা ... সগর্ব্ববচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি ... পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে স্ত্রী... যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া ... করিতে হইবে। পতি জীবিত থাকিতে অ... প্রাপ্ত হইলে, নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করে... হইলে তিনি অবশ্যই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। পতিবিহীন নারীগণের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি থাকিলে... ভোগ করিতে পারিবে না। বিষয়ভোগ করিলে... ও পরিবাদের পরিসীমা থাকিবে না। ব্রাহ্মণী... এই সমুদয় বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কুপিতা হইয়া... প্রভৃতি পুত্রগণকে আদেশ করিলেন, ইহাকে... নিক্ষেপ কর। লোভ ও মোহাভিভূত পাষাণহৃদয়... তাঁহাকে উড়ুপে বন্ধনপূর্ব্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ... স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। অন্ধ সেই উড়ুপ... লম্বন করিয়া স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নানাদেশ... করিয়া চলিলেন। পরমধার্ম্মিক বলিরাজ গঙ্গা... করিয়াছিলেন। তিনি তরঙ্গোপরি ভাসমান দী... দেখিবামাত্র গ্রহণ করিলেন, এবং আদ্যোপা... বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা ... মহাভাগ! কৃপা করিয়া আপনাকে মদীয় পত্নী...

...পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে। মহাতেজা ...প্রার্থনায় সম্মত হইলে পর, রাজা স্বীয় মহিষী ...তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজমহিষী ...ন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করি-... তিনি আপন ধাত্রেয়িকাকে বৃদ্ধের নিকট ...লেন। ঋষি সেই শূদ্রযোনিতে কাক্ষীবৎপ্রভৃতি ...পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর রাজা সেই ...দিগকে অধ্যয়নানুরক্ত অবলোকন করিয়া ঋষিকে ..., ইহারা আমার পুত্র। ঋষি কহিলেন, মহারাজ! ...আপনার পুত্র নহে; রাজমহিষী আমাকে অন্ধ ও ...দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ধাত্রেয়িকাকে ...নিকট প্রেরণ করেন, আমি সেই শূদ্রযোনিতে ...প্রভৃতি এই একাদশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছি ...ইহারা আমার পুত্র। তখন রাজা মুনিকে প্রসন্ন ...নর্ব্বার মহিষী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ ...। দীর্ঘতমা রাজমহিষীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহি-...মার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই ... হইবে। তাহারা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইবে ...দিগের অধিকৃত দেশ সকল অধিকারীর নামা-...থিত হইবে। অঙ্গের অধিকৃত দেশের নাম ...র বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ, পুণ্ড্রের পুণ্ড্র এবং ...ধিকৃত দেশের নাম সুহ্ম হইবে। এইরূপে মহর্ষি ...রা বলিরাজের বংশ বিস্তৃত হইল এবং ব্রাহ্মণ-... পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল। ...! এই সমস্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনার ...চি হয়, অনুষ্ঠান করুন।

---

## পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

...কহিলেন, মাতঃ! ভরতবংশ রক্ষার উপায়ান্তর ...রি, শ্রবণ করুন। কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ...দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া গৃহে আহ্বান করুন। তিনি ...র্য্যের ক্ষেত্রে প্রজা উৎপন্ন করিবেন। সত্যবতী ...হইয়া সহাস্য আস্যে গদগদস্বরে ভীষ্মকে কহি-...বাহো! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা যথার্থ বটে, ...ৎস! তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত আমি কোন কথা কহিতেছি, সবিশেষ অবগত হইয়া কার্য্য করিলে তাহাতে বংশ রক্ষা পাইতে পারে। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, তোমার নিকটে তাদৃশ আপদ্ধর্ম্ম কদাচ প্রত্যাখ্যেয় হইবে না। তুমি আমাদের কুলধর্ম্ম, তোমাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করি, তোমা ব্যতীত আমাদের আর কোন গত্যন্তর নাই। অত-এব আমার বক্তব্য সত্যবৃত্তান্ত অগ্রে শ্রবণ কর, অনন্তর যেরূপ বিবেচনা হয়, করিও। আমার পিতার এক খানি তরণী ছিল। তিনি ধর্ম্মার্থী হইয়া বিনাশুল্কে সকলকে সেই নৌকাদ্বারা নদী উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন। একদা পিতার আদেশক্রমে লোকদিগকে নদীপার করিবার নিমিত্ত আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। তৎকালে আমার যৌবনো-দ্ভেদ হইয়াছিল। অনন্তর মহর্ষি পরাশর যমুনানদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেই তরীর নিকট আগমন করিলেন। মুনীন্দ্র, নৌকারোহণ পূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে আমার রূপলাবণ্যে মোহিত ও কামার্ত্ত হইয়া সান্ত্বপূর্ব্ব মধুরবাক্যে আমাকে কত কথাই বলিলেন এবং অতি দুর্লভ বর দান করিবেন বলিয়া আমার নিকট অঙ্গীকার করিলেন; আমি পিতার তিরস্কার ও মহর্ষির শাপভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অসমর্থা হই-লাম। তিনি তপঃপ্রভাবে আমায় বশীভূত এবং চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকায় আবৃত করিয়া নৌকামধ্যেই আপন অভীষ্ট-সিদ্ধি-তৎপর হইলেন। পূর্ব্বে আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে দুর্গন্ধ মৎস্যগন্ধ নির্গত হইত, তৎকালে মহর্ষি পরাশর সেই জুগুপ্সিত গন্ধের নিরাকরণ পূর্ব্বক আমার শরীরে পরম রমণীয় সৌগন্ধ্য সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই মুনি আমাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই যমুনাদ্বীপে গর্ভ মোচন করিয়া পুনর্ব্বার আপন কন্যাকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমি মুনির আজ্ঞাক্রমে যমুনাদ্বীপে এক পুত্র প্রসব করি-লাম। সেই মহাযোগী পরাশরাত্মজ, দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল; চতু-র্ব্বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইল এবং অসিতবর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতার সহিত গমন করিলেন। সেই সত্যবাদী শমপর মহাতাপসকে অনুরোধ করিলে, তিনি অবশ্যই ভ্রাতার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিবেন। তিনি গমনকালে আমাকে কহিয়াছিলেন, "মাতঃ! সঙ্কটে

পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও” অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমি এক্ষণে সেই মহাতপাকে স্মরণ করি। তুমি অনুমতি করিলে তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অপত্যোৎপাদন করিবেন, সন্দেহ নাই। ভীষ্ম মহর্ষি ব্যাসদেবের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধ, অর্থ ও অর্থানুবন্ধ এবং কাম ও কামানুবন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্; আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, ইহা ধর্ম্মযুক্ত, মঙ্গলাস্পদ এবং আমাদিগের কুলের পরম হিতকর বটে; অতএব এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

তদনন্তর সত্যবতী দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন। বেদ-প্রণেতা ভগবান্ ব্যাস, জননী স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া, তৎক্ষণাৎ অবিদিতরূপে আবির্ভূত হইলেন। সত্যবতী বহু দিবসের পর, পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি সম্মান ও বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্নেহনিঃসৃত স্তন্যদুগ্ধ দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং অবিরল বিগলিত আনন্দসলিলে তদীয় হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। মহর্ষি ব্যাসও দুঃখিত জননীকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদন করিলেন, ভগবতি! আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আমি আসিয়াছি; এক্ষণে অনুমতি করুন, কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? তদনন্তর পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মহর্ষির যথাবিধি সপর্য্যা সমাধান করিলেন। ঋষিবর পূজা গ্রহণ করিলেন। ব্যাসদেব পূজিত হইয়া প্রীতমনে আসনে উপবেশন করিলে, সত্যবতী তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বৎস! পুত্র, পিতামাতা উভয়েরই সাধারণ ধন; পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ প্রভুত্ব,মাতারও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ। ভীষ্ম যেমন পিতৃসম্বন্ধে বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা, তুমিও তদ্রূপ মাতৃসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা। সত্যসন্ধী ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি দারপরিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিবেন না। অতএব হে অনঘ! ভীষ্ম এবং আমি তোমাকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতেছি; যদি তুমি ভ্রাতার প্রতি অনুকূল ও পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হইয়া আমাদিগের বংশরক্ষার্থ সেই [illegible] রক্ষা কর, তাহা হইলে অতীব প্রীত হই; [illegible] সম্পন্না তোমার ভ্রাতৃজায়ারা সাতিশয় পুত্রার্থিনী হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের গর্ভে অনুরূপ পুত্র [illegible] করিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর। ব্যাসদেব [illegible]লেন, হে প্রাজ্ঞে! তুমি বিশেষরূপে সর্ব্ব[illegible] পরিজ্ঞাত আছ এবং ধর্ম্মের প্রতি তোমার প্রগাঢ় [illegible] ও একান্ত অনুরাগ আছে, এই নিমিত্ত তোমার [illegible] কার্য্য ধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিয়া আমি তদনুষ্ঠানে [illegible] হইলাম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ভ্রাতার ক্ষেত্রে [illegible] বরুণ সদৃশ পুত্র উৎপাদন করিব। সম্প্রতি দেবী[illegible] সরকাল নিয়মীব্রত হইয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রতে [illegible] করুন। তাহা হইলে তাঁহারা পবিত্র হইবে[illegible] ব্রতবর্জ্জিতা অপবিত্র রমণী কদাপি আমায় স্পর্শ [illegible] পারিবে না।

সত্যবতী কহিলেন, বৎস! যাহাতে দেবীরা [illegible] কালমধ্যে গর্ভবতী হয়েন, এরূপ অনুষ্ঠান কর[illegible] জনপদ অরাজক হইলে প্রজামণ্ডলী অনাথা [illegible] হইবে, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম্য ক্রি[illegible] বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে যজ্ঞাংশভাগী দেবগ[illegible] তৃপ্তি ও পৃথিবীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিবর্ষ[illegible] সম্ভাবিত হইবে। ফলতঃ অরাজক রাজ্যের [illegible] করা কাহারও সাধ্য নহে। অতএব হে পুত্র! [illegible] লম্বে ইহাঁর গর্ভাধান কর। অনন্তর ভীষ্ম তাহ[illegible] বেক্ষণ করিবেন। ব্যাসদেব কহিলেন, যদি আপ[illegible] বধূ, পরমব্রতস্বরূপ আমার বিরূপতা সহ্য করিতে [illegible] তাহা হইলে আমি অকালিক পুত্র প্রদান করি[illegible] কৌশল্যা আমার বিকটমূর্ত্তি, ভয়ানক বেশ ও [illegible] সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অদ্যই [illegible] হইবেন। ভগবান্ ব্যাস সত্যবতীকে এই প্রকার [illegible] দিয়া এবং কৌশল্যা শুচি বস্ত্র পরিধান ও রমণীয় [illegible] সমাধানপূর্ব্বক শয়নাগারে আমার প্রতীক্ষা ক[illegible] আজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর সত্যবতী নির্জ্জননিবাসিনী পুত্রব[illegible] গমন করিয়া কহিলেন, বৎসে কৌশল্যে! পর[illegible] ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ কর; আমার দুর্ভা[illegible]

উৎসন্নপ্রায় হইল, এজন্য যে আমি কি পর্য্যন্ত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না এবং তোমার । সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। ভীষ্ম আমাদিগকে দুঃখিত ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন দই দুঃসহ দুঃখ নিবারণার্থ বংশরক্ষার যে উপায় া দিয়াছেন, তাহা তোমারই অধীন; অতএব ম সেই ভীষ্মনির্দ্দিষ্ট যুক্তির অনুবর্ত্তিনী হইয়া ভরতবংশের পুনরুদ্ধার কর। বৎসে! তুমি শ পুত্র প্রসব করিবে, তিনিই আমাদিগের গ্রহণ করিবেন। সত্যবতী এবম্বিধ নানাপ্রকার ক্য বহুপ্রযত্নে সেই ধর্ম্মপরায়ণা ভামিনীর মন ায়া ব্রাহ্মণ, অতিথি ও দেবর্ষিপ্রভৃতিকে ভোজন াগিলেন।

---

## ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

ায়ন কহিলেন, তদনন্তর সত্যবতী ঋতুস্নাতা যথাকালে শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিতে বৎসে! তোমার এক দেবর আছেন, অদ্য ন তিনি তোমার নিকট আগমন করিবেন; তুমি অপ্রমত্তা হইয়া দেবরের আগমনকাল কর। অম্বিকা শ্বশ্রূর নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া য় শয্যায় শয়ন করিয়া ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরব- ন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগবান্ কৃত সত্য প্রতিপালনার্থ প্রথমতঃ অম্বিকার প্রবেশ করিলেন। তদীয় বাসভবন প্রদীপ্ত আলোকময় ছিল। অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ জ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল অতি ভয়ঙ্কর আকার নিরীক্ষণে ভীত ও হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। ব্যাসদেব স্বার্থে তাঁহার সহবাস করিলেন। অম্বিকা বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। ায়নের বহির্গমন সময়ে তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা কেমন ইনি গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন? ান-সম্পন্ন ভগবান্ ব্যাস মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া মি অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন, অযুতনাগেন্দ্র- সদৃশ বলবান্, সুবিদ্বান্, মহাবীর্য্য, মহাভাগ, পুত্র প্রসব করিবেন, এবং সেই মহাত্মার একশত পুত্র হইবে; কিন্তু তিনি স্বয়ং মাতৃদোষে জন্মান্ধ হইবেন। সত্যবতী পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! অন্ধ নৃপতি কুরুবংশের অননুরূপ; অতএব এমন আর একটি পুত্র প্রদান কর, যাঁহাদ্বারা বংশরক্ষা ও রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে। ব্যাসদেব "তথাস্তু" বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অম্বিকা যথাকালে এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন। সত্যবতী পুত্রবধূর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া পুনর্ব্বার ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া জননীর নিয়োগক্রমে অম্বালিকার নিকট আগমন করিলেন। রাজমহিষী দ্বৈপায়নের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইলেন। সত্যবতীপুত্র অম্বালিকাকে বিষণ্ণা ও বিবর্ণা দেখিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি আমার বিরূপত্ব সন্দর্শনে পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ, অতএব তোমার পুত্র ও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাঁহার নাম পাণ্ডু হইবে।" মহর্ষি এই কথা বলিয়া বহির্গমন করেন, ইত্যবসরে সত্যবতী আসিয়া পুত্রবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব কহিলেন, পুত্রটি পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নাম পাণ্ডু হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া সত্যবতী পুনর্ব্বার অপর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি "তথাস্তু" বলিয়া মাতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অম্বালিকা যথাকালে পরমসুন্দর পাণ্ডুবর্ণ এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ পুত্র জন্মে। অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধূর পুনর্ব্বার ঋতুকাল উপস্থিত হইলে দ্বৈপায়নের সহযোগ করিবার নিমিত্ত সত্যবতী তাঁহাকে আদেশ করিলেন। কিন্তু অম্বিকা ঋষির মূর্ত্তি ও উগ্রগন্ধ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্বশ্রূর আজ্ঞায় সম্মত হইলেন না। অনন্তর তিনি অপ্সরোপমা এক দাসীকে স্বীয় অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। দাসী ঋষির নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পরমভক্তিসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি তাঁহার সহযোগে পরমপ্রীত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, হে শুভে! "তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার গর্ভজাত

পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও পরম ধার্ম্মিক হইবে।" সেই দাসীগর্ব্ভসম্ভূত দ্বৈপায়নাত্মজ বিদুর নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা পাণ্ডুর ভ্রাতা। মহাতপা মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্মরাজ বিদুররূপী হইয়া শূদ্রার গর্ব্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বীয় প্রলম্ভ ও শূদ্রার পুত্রজন্মবৃত্তান্ত সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অঋণী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে দ্বৈপায়নের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম হয়।

---

## সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মরাজ কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তিনি শাপগ্রস্ত হইলেন এবং কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপেই বা তিনি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন,মহারাজ! শ্রবণ করুন। মাণ্ডব্যনামে এক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপোনিরত, পরমধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মৌনব্রতাবলম্বী, মহাতপা, আশ্রমের দ্বারদেশস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে এক দিবস লোপ্তহারী কতিপয় দস্যু মাণ্ডব্যের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। তস্করেরা নগরপালদিগের ভয়ে ভীত হইয়া তথায় স্তেয় ধন লুক্কায়িত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর অনুগামী নগরপাল সকল তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে দ্বিজোত্তম! তস্করেরা কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, শীঘ্র আজ্ঞা করুন, আমরা সেই দিকে তাহাদিগের অন্বেষণ করি। ঋষি মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর রাজপুরুষেরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে লুক্কায়িত স্তেয় ধন আশ্রমে দেখিতে পাইল। তখন ঋষির প্রতি তাহাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা সেই ঋষিকে ও দস্যুদলকে রুদ্ধ করিয়া রাজগোচরে আনয়ন করিল। রাজা নগরপালদিগের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঋষি ও তস্করগণের প্রাণবধরূপ দণ্ডবিধান করিলেন। রাজপুরুষেরা আজ্ঞা পাইবামাত্র তপোধনকে শূলে আরোপিত করিয়া হৃতধন গ্রহণপূর্ব্বক রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিল। তপোনিষ্ঠ মুনি দুরবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না, এ তপস্যারও ভঙ্গ হইল না। তিনি শূলবিদ্ধ আ হইয়াও বহুকাল পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিয়াছিলেন রজনীযোগে কতিপয় মহর্ষি পক্ষিরূপ ধারণ করি আগমনপূর্ব্বক মাণ্ডব্যের তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে নাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে দ্বিজোত্তম! আপনি এমন কি পাপ করিয়াছেন, বিদ্ধ হইলেন? বলুন, শুনিতে আমাদিগের নিতা হইতেছে।

---

## অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মুনিবর তপোধনদিগকে কহিলেন, আমি কাহার উপর রোপ করিব? কেহই আমার অপরাধ করে নাই। শুনিয়া মুনিগণ প্রস্থান করিলেন। মহামুনি তদবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কাল অতীত হইলে, এক দিবস নগরপালেরা তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া রাজসমীপে সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা নগরপালের মুখে সমুদায় করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া ঋষিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অশেষ প্রকার যত্ন লাগিলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে কহিলেন ব্রহ্মন্! আমি মোহান্ধতাপ্রযুক্ত যে গুরুতর অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না, প্রসন্ন ভূপতির বিনয়ে মুনীন্দ্র প্রসন্ন হইলেন। পরে তাঁহাকে শূল হইতে অবতরণ করাইয়া শূল বহির্গত বার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে শূলের করিয়া দিলেন। ঋষি সেই অন্তর্গত শূল সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং কঠোর দ্বারা অসুলভ লোক সকল জয় করিলেন। তদবধি ভূমণ্ডলে অণীমাণ্ডব্য বলিয়া প্রথিত হইলেন। তিনি যমসদনে গমনপূর্ব্বক সিংহাসনোপবিষ্ট ধর্ম্ম

...করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্ম! আমি যে পাত-...ভোগ করিতেছি, ইহা কোন্ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম, ..., আমি এই মুহূর্ত্তেই আমার তপোবল প্রকাশ ...।

...কহিলেন, তপোধন! আপনি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে ...করিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত ...। অণীমাণ্ডব্য কহিলেন, ধর্ম্ম! তুমি আমার ...শে গুরু দণ্ড বিধান করিয়াছ, এই নিমিত্ত ...ক মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। আমি অদ্যাবধি পাপ-পুণ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ... চতুর্দ্দশ বর্ষের অনধিক বয়ঃক্রমে কেহ পাপ-...ভাগী হইবে না, পঞ্চদশবর্ষ অবধি কার্য্যানু-...হইবে। ধর্ম্মরাজ স্বীয় অপরাধে মহাত্মা ...ব্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে ...করিলেন। তিনি ধর্ম্মার্থচিন্তায় কুশল, লোভ-...ক্রোধ, বহুদর্শী, শমপর ও কৌরবগণের পরম ...লেন।

---

## নবাধিকশততম অধ্যায়।

...পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই ... জন্মগ্রহণ করিলে, কুরুজাঙ্গল, কুরব এবং ... এই তিনটি জনপদ অতীব সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া পৃথিবী সরস ও সুস্বাদ শস্যে পরিপূর্ণা হইল; ...কালে জলবর্ষণ করিতে লাগিল; পাদপ সকল ...কুসুমে সুশোভিত হইল। গবাশ্বাদি বাহন প্রহৃষ্ট, মৃগযূথ ও পক্ষিগণ সানন্দ, কুসুমমালা এবং ফলরাশি রসপূর্ণ হইল; নগর, ব্যবসায়ী ও ...পরিব্যাপ্ত হইল এবং জনপদস্থ সমস্ত লোক ...আক্রান্ত, কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও পরম সুখী ...। তৎকালে দস্যুতস্করের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব রহিল ...চরণ লোকের অন্তর হইতে এককালে অন্ত-...। প্রজাগণের রীতি, নীতি, সদাচার ও সদ্ব্যবহার ... সেই সময়কে সত্যযুগ বলিয়া প্রতীয়মান ...। প্রজামণ্ডলী ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞশীল, সত্যপরায়ণ, ব্রত-...পরস্পর প্রণয়পর হইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। সকল লোকই অভিমান-শূন্য, জিতক্রোধ ও লোভবিহীন হইল। দিন দিন তাহাদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। জলপূরিত জলনিধির ন্যায় সেই জনাকীর্ণ নগর মেঘাকার তোরণ কলাপ দ্বারা অনির্ব্বচনীয় শোভামান হইল। শত শত সুরম্য হর্ম্ম্য দ্বারা মহেন্দ্র-নগরী অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিলাসী নগরবাসী সকল তত্রত্য নদ, নদী, সরোবরপ্রভৃতি জলাশয়ে এবং পরম রমণীয় বন, উপবন, ও ক্রীড়াশৈলে মনের সুখে বিহার করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে আরম্ভ করিল। দাক্ষিণাত্য কুরুগণ উদীচ্য কুরুদিগের সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা করিতেন। সেই সুরম্য জনপদে কেহই কৃপণস্বভাব ছিলেন না, পতিবিহীনা কামিনী নেত্রগোচর হইত না; লোকহিতার্থে স্থানে স্থানে কূপ, বাপী, আরাম ও সভা সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল; সুসমৃদ্ধ বিপ্রভবন সকল অবিরত উৎসবময় পরিলক্ষিত হইত; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মের পরিরক্ষিত সেই জনপদের ঐশ্বর্য্য ও রমণীয়তার আর পরিসীমা রহিল না। চৈত্য ও যূপকাষ্ঠ তত্রস্থ জনগণের যাগশীলতার প্রমাণস্বরূপ লক্ষিত হইত। সেই সকল দেশ অন্যান্য রাজ্যের সাহায্য ব্যতিরেকেও পরিবর্দ্ধিত হইত; ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম তথায় ধর্ম্মচক্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; রাজকুমারেরা নিরন্তর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন; পৌর ও জনপদসকল তাঁহাদিগের আচরিত প্রণালী অব-লম্বন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। তত্রত্য কুরুপ্রধানদিগের ও নগরবাসীগণের ভবনে "দিয়তাং ভুজ্যতাং" এই বাক্যই সর্ব্বদা শ্রুতিগোচর হইত; মহাত্মা ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং মহামতি বিদুর ইহাঁদিগকে জন্মাবধি পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করি-তেন; তিনি তাঁহাদিগকে জাতক্রিয়াপ্রভৃতি সমস্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন; উপযুক্ত শিক্ষকের সন্নিধানে নিযুক্ত করিয়া অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজতনয়েরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্ম্মপ্রয়োগ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গপ্রভৃতি সমস্ত অধ্যেতব্য বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধানুষ্ক ও ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান্ ছিলেন। বিদুরের ন্যায় ধার্ম্মিক ত্রিভুবনমধ্যে দৃষ্টিগোচর

হইত না। প্রনষ্টপ্রায় শান্তনুবংশ পুনরুদ্ধৃত হইলে সর্ব্বত্র সত্যের সমাদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। মহারাজ! তৎকালে সমস্ত বীরপ্রসবিনী রমণীগণের মধ্যে কাশীশ্বর-নন্দিনী, দেশের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, ধার্ম্মিকের মধ্যে বিদুর এবং নগরের মধ্যে হস্তিনাপুর শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, বিদুর পারশব, সুতরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

---

## দশাধিক শততম অধ্যায়।

একদা ভীষ্ম বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরেন্দ্রকুল অপেক্ষা অস্মৎকুল সমধিক গুণ-ভূয়িষ্ঠ ও সুপ্রসিদ্ধ। ইহা পূর্ব্বতন সুধার্ম্মিক নরেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা ইহার উচ্ছেদ নিতান্ত দুর্ব্বিষহ বিবেচনা করিয়া ভগবতী সত্যবতী, মহাত্মা দ্বৈপায়ন এবং আমি এই তিন জনে মিলিত হইয়া যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসিদ্ধ উপায়োদ্ভাবন পূর্ব্বক তোমাদিগকে উৎপাদন করাইয়া পুনর্ব্বার ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমাদিগের বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহার উপায় বিধান করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি মদ্রেশ্বর ও সুবলের পরম-সুন্দরী এক এক কুমারী আছে, তাহারা আমাদিগের কুলের অনুরূপা; অতএব সেই কুলীনা কামিনীদ্বয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সম্বন্ধ স্থির করাই উচিত। এই কুলের স্থায়িতার নিমিত্ত আমি তাঁহাদিগকে বরণ করিতে অভিলাষ করি, তোমার অভিপ্রায় কি? বিদুর কহিলেন, মহাশয়! আপনি আমাদিগের পিতৃতুল্য ও পরম গুরু; অতএব যাহা উচিত হয় স্বয়ং বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করুন। অনন্তর কুরুপিতামহ ভীষ্ম বিপ্রগণ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন, সুবলাত্মজা গান্ধারী ভগবান্ ভবানীপতিকে আরাধনা করিয়া বরলাভ করিয়াছেন যে, তিনি এক শত পুত্রের জননী হইবেন; সেই কন্যার প্রার্থনায় গান্ধাররাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; গান্ধাররাজ সুবল প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরিশেষে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সুবিখ্যাত কুল, মহতী খ্যাতি সদ্বৃত্ত জামাতার অভিলাষে তাঁহাকেই কন্যাদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যখন গান্ধারী শুনিলেন যে, পিতা মাতা তাঁহাকে নয়নবিহীন পাত্রে প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই সেই সাধ্বী সান্দ্র বস্ত্র দ্বারা স্বীয় নেত্রযুগল বন্ধন করিলেন; মনে সংকল্প করিলেন যে, পতি অন্ধ বলিয়া কদাপি অশ্রদ্ধা বা অসূয়া করিব না। গান্ধার পিতৃ-আজ্ঞায় অভিনব যৌবনবতী সেই লক্ষ্মীস্বরূপা ভগিনীকে লইয়া কৌরবসমীপে উপনীত হইলেন। তদনন্তর ভীষ্মের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্র-হস্তে সম্প্রদান করিলেন এবং তিনি ভীষ্মকর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। বরারোহা গান্ধারী সদাচার ও সুশীলতা প্রদর্শন দ্বারা সমস্ত কৌরবগণের সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। তিনি গুরু-শুশ্রূষায় সকলকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন এবং কদাপি কাহার অকীর্ত্তি বা নিন্দা করিতেন না।

---

## একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুবংশাবতংস শূরনামা নৃপতি বসুদেবের জনয়িতা ছিলেন। প্রথমে তাঁহার এক পরম রূপবতী তনয়া জন্মিয়াছিল। শূর, অনপত্য স্বস্বপুত্র কুন্তিভোজের নিকট পূর্ব্বাবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমার প্রথম সন্ততি তোমাকে প্রদান করিব; এক্ষণে তদনুসারে নিষ্কাম হইয়া পরমমিত্র কুন্তিভোজকে সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কুন্তিভোজ কন্যাকে ঔরসবৎ পরম যত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। পিতৃগৃহে দিনে দিনে দ্বিতীয় চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; কুন্তিভোজের পালিত বলিয়া সকলে তাঁহাকে কুন্তী নামে আহ্বান করিত। কুন্তী কন্যাবস্থায় দেবসেবায় ও অতিথি-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রযত্ন-সহকারে পরিচর্য্যাদ্বারা অভ্যাগতদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। একদা ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, মহাতেজস্বী, জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আতিথেয়ী কুন্তী ভক্তিযোগ-সহকারে সমাদরে তাঁহার সেবাবিধি নির্ব্বাহ করিলে, মহর্ষি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন।

দিলেন, বৎসে! আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ক এই মহামন্ত্র প্রদান করিলাম, তুমি ইহা পাঠ যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের লে তোমার গর্ব্ভে এক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে। এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর কুন্তী বালস্বভাব-কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মহর্ষি-দত্ত মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যাহ্বান করিলেন। মন্ত্রবলে অশেষ ভুবনদ্বীপদীপক তৎক্ষণাৎ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং , সুন্দরি! তোমার অভিপ্রায়ানুসারে উপস্থিত বল, কি করিতে হইবে? কুন্তী এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্চর্য্যান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, এক ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বর প্রদান করিয়া মি তৎপরীক্ষাবাসনায় আপনাকে আহ্বান করিয়া চর কার্য্য করিয়াছি, আমার অপরাধ হইয়াছে, এক্ষণে চরণে ধরিয়া বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা ছি, কৃপাময়! কৃপা প্রকাশ করিয়া অপরাধ মার্জ্জনা স্ত্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও ক্ষমা করা মহতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সূর্য্যদেব কুন্তীর ক শুনিয়া মধুরবচনে কহিলেন, সুন্দরি! মহর্ষি তোমাকে যে বর ও বিদ্যা প্রদান করিয়া গিয়া-তৎসমস্ত অবগত আছি, তুমি ভীত হইও না, চিত্তে আমার ভোগাভিলাষ পূর্ণ কর; দেখ, শুভে! াকে আহ্বান করিয়াছ, আমি তাহাতেই আসি-গে আমার মনোরথ ব্যর্থ করা কোনক্রমেই উচিত ার যদি তুমি একান্তই অসম্মত হও, তাহা হইলে দোষভাগিনী হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্য্যদেব নাপ্রকার বুঝাইলেও কুন্তী কন্যাবস্থা ও লজ্জা-নুরোধে স্বীকার পাইলেন না। তখন সূর্য্যদেব কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তোমার কিছুমাত্র , আমি কহিতেছি, আমার প্রসাদবলে ইহাতে কোন দোষই হইবেক না; এই বলিয়া কুন্তীকে রিয়া তাঁহার সহিত সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। র সহযোগে কুন্তী গর্ব্ভবতী হইলেন। এবং ৎ সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, কবচকুণ্ডলধারী, পরম রূপবান্ সন্তান প্রসব করিলেন, ঐ পুত্র ভুবনতলে কর্ণ প্রত হইয়াছিল। ভগবান্ সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া কুন্তীকে কন্যাত্ব প্রদান করিয়া অম্বরতলে আরোহণ করিলেন। কুন্তী সদ্যোজাত নবকুমার দর্শনে বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, এখন কি করি? এ বিষয় কি গোপনে রাখিব? না প্রকাশ করিব? পরিশেষে বন্ধুজনভয়ে আত্মদোষ গোপন করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিয়া সেই মহাবল পরাক্রান্ত সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে লইয়া সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। যশস্বী রাধাভর্ত্তা সেই নবকুমারকে জলে ভাসমান দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে গৃহানয়নপূর্ব্বক পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন, এবং ঐ কুমার, বসু অর্থাৎ কবচকুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছে বলিয়া, উহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। বসুষেণ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিতেন; সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, অতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও তিনি তৎপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিত সাধনার্থে ব্রাহ্মণ বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থ কবচ ভিক্ষা চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ শরীর হইতে নৈসর্গিক কবচ মোচন করিয়া বিপ্ররূপধারী ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। সুরপতি কবচ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিদায়স্বরূপ এক শক্তি অস্ত্র প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি তোমার অসাধারণ কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই এক পুরুষঘাতিনী শক্তি দিতেছি, গ্রহণ কর, ইহাতে তোমার বিশেষ উপকার দর্শিবে; কি সুর, কি অসুর, কি নর, কি বানর, কি গন্ধর্ব্ব, কি ভুজঙ্গ, কি রক্ষ, কি যক্ষ, যাহার প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর নিস্তার নাই সে অবশ্যই ইহাতে নিপাতিত হইবে; এই বলিয়া কবচ লইয়া অমররাজ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন। বসুষেণ স্বীয় শরীর ভেদ করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান করিলেন বলিয়া তদবধি ক্ষিতিতলে কর্ণ ও বৈকর্ত্তন নামে বিখ্যাত হইলেন।

---

## দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে কুন্তী কুন্তিভোজালয়ে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে নবযৌবনাবস্থায় আরূঢ় হইলেন। লোকমুখে তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় অবগত হইয়া নানাদিগ্‌দেশস্থ ভূপতিগণ পাণিগ্রহণাভিলাষে কুন্তিভোজসকাশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কুন্তিভোজ অনেককেই কন্যার পরিণয়াকাঙ্ক্ষী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করি কাহাকে কন্যা প্রদান করা উচিত। পরিশেষে স্বয়ম্বরানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সকল রাজগণকে স্বভবনে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলে মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া নিরূপিত দিবসে স্বয়ম্বরস্থলে উপস্থিত হইলেন। মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশক্রমে পতি মনোনীত করিতে হস্তে পুষ্পমালা লইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তথায় ভরতবংশাবতংস মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সূর্য্যসদৃশ অনুপম স্বীয় শরীরপ্রভা দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতাপ সিংহসম, বক্ষঃদেশ কপাটোপম এবং নয়নযুগল বিকচকমল সদৃশ; দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, যেন পুরন্দর স্বপুর পরিত্যাগ করিয়া কুন্তীকামনায় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। বরবর্ণিনী কুন্তিভোজদুহিতা নরপতির সেই মোহনমূর্ত্তি নিরীক্ষণে স্মরশরে জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া লজ্জানম্রমুখে তাঁহার কণ্ঠদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। কুন্তী পাণ্ডু নরবরে বরত্বে বরণ করিলেন দেখিয়া অন্যান্য ভূপতিগণ নিজ নিজ বাহনে আরোহণপূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। কুন্তিভোজ শুভলগ্নে পাণ্ডু নৃপতির সহিত কন্যার বিবাহবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। বর কন্যা একত্র সঙ্গত হইয়া শচীসহ সহস্রাক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

বেদবিধানানুসারে উদ্বাহ ক্রিয়া সমাধা হইল। কুন্তিভোজ নানা ধনসম্পত্তি যৌতুক দিয়া পাণ্ডুকে কন্যার সহিত স্বনগরে পাঠাইয়া দিলেন। কুরুকুলপ্রদীপ মহীপতি পাণ্ডু ধ্বজপতাকাশালিনী মহতী পতাকিনী সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণ ও দ্বিজগণের আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিতে করিতে স্বপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজভবনে প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী কুন্তীকে রাখিয়া পরমসুখে [illegible] করিতে লাগিলেন।

---

## ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনুনন্দন ভী[illegible] পতি পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া অমাত্য ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ সঙ্গে লইয়া চতুরঙ্গিনী সমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতির নগরে গমন করিলেন। রাজ শল্য ভীষ্মের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র [illegible] হইয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্গমনপুরঃসর সাদর সম্ভাষণে ও সমাদরসহকারে তাঁহাকে পুরপ্রবেশ করাইলেন। বসিবার আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্কাদি প্রদান যথোচিত সম্মান করিলেন। পরে আগমনকারণ [illegible] সিলে কুরুকুলতিলক ভীষ্ম কহিলেন, মদ্রপতে! [illegible] পরম রূপবতী মাদ্রীনাম্নী তোমার ভগিনী আছে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত তাহার বিবাহ এই মানসে তোমার দেশে আসিয়াছি; দেখ, তো[illegible] ও আমাদের যে বংশ উভয়ই পবিত্রতাদিগু[illegible] কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই, অতএব পাণ্ডুকে [illegible] করিয়া আমাদিগের সহিত কুটুম্বিতা কর। [illegible] শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ বিনয়গর্ভবচনে কহিলেন, [illegible] আপনি যাহা বলিতেছেন,তাহাতে আমার কদাচ [illegible] নাই,শুনিয়া আমার পরম পরিতোষ জন্মিল, কুরুবংশ ত্যাগ করিয়া আর কোথায় ভগিনী দান করিব? [illegible]নাদের কুলগতা হইলে ভগিনীর অনেক সৌভাগ্য [illegible] হইবে,কিন্তু মহাশয়! আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে এক নিয়ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন,আপনি তাহা সবিশেষ [illegible] আছেন; ভালই হউক বা মন্দই হউক আমি তাহা [illegible] করিতে পারিব না; আপনাকেও সেই নিয়ম প্রতি[illegible] করিতে হইবে, কারণ উহা আমাদিগের কুলধর্ম্ম। [illegible] কহিলেন, মদ্ররাজ! তুমি চিন্তিত হইও না, স্বয়ং [illegible] পতি শুল্কগ্রহণপূর্ব্বক কন্যাদানের নিয়ম নির্দ্ধারিত [illegible]য়াছেন, তোমার কুলধর্ম্ম নির্দ্দোষ ও সাধুসম্মত [illegible] প্রতিপালিত হইবে। এই বলিয়া ভীষ্ম শল্যকে [illegible] তুরগ, বসন, ভূষণ, ও মণি মুক্তা প্রবালপ্রভৃতি দ্রব্য

প্রদান করিলেন। শল্য তৎসমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক হইয়া অলঙ্কৃত স্বীয় ভগিনী মাদ্রীকে লইয়া সমর্পণ করিলেন।

মাদ্রীকে লইয়া হস্তিনানগরে গমনপূর্ব্বক রাজ-...থিয়া দিলেন এবং কিয়দ্দিনপরে শুভলগ্ন ...র সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ...প্তি হইলে পর, মহারাজ পাণ্ডু পরম রমণীয় নবপ্রণয়িনীর বাসস্থান নিরূপিত করিলেন। ...দ্রীর পরস্পর বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। ...দিগের উভয়কে লইয়া স্বেচ্ছাবিহারে পরমসুখে করিতে লাগিলেন।

... ত্রয়োদশ নিশা অন্তঃপুরে বিহার করিয়া ...নায় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, এবং ভীষ্ম ...ণ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন করিয়া কুরুপ্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সক... লইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিগ্বি... করিলেন। যাত্রাকালে নগরাঙ্গনারা নানাবিধ ... ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বচন করিতে লাগিলেন। ...র্ত্তিকর পাণ্ডু-নরবর প্রথমতঃ দশার্ণদেশে ...পূর্ব্বাপরাধি দশার্ণপতিকে সমরে পরাজয় অনন্তর হস্ত্যশ্বরথপদাতিসঙ্কুল বিপুল বলবৃন্দ ...গধদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেকা...দিগের অপকারী বলদর্পসমন্বিত মগধরাজকে ...য়া তাঁহার কোষস্থ ধনসমুদায় ও বাহনচয় ...রিলেন। পরে মিথিলায় যাইয়া বিদেহদিগকে ...াভব করিলেন। তাহারা তাঁহার একান্ত ... পরিশেষে কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি অপ... প্রয়াণপূর্ব্বক তত্রস্থ সমস্ত ভূপতিবর্গকে ...য়া কুরুকুলের অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত করি...রূপে শত্রু-কুলান্তক পাণ্ডু অনলবৎ অস্ত্রশিখায় ... দগ্ধ কবিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর তেজঃ-...রাজি বিধ্বংসিত হইলে ভূপালেরা বশীভূত ...দের মঙ্গলকর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইল; আর ...কে আপনাদিগের একাধিপতি জ্ঞান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক ..., মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণ, রজত, গো, অশ্ব, রথ, হস্তী, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ, কম্বল, অজিন রাঙ্কব, আস্তরণ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিল। মহারাজ পাণ্ডু সেই সমস্ত রাজদত্তবস্তুজাত লইয়া পরমাহ্লাদে হস্তিনানগরাভিমুখে গমন করিলেন। রাজসিংহ শান্তনু ও ধীমান্ ভরতের যশোজনিত শব্দ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডুর প্রভাবে তাহা পুনরুক্ত হইল। যাহারা পূর্ব্বে কুরুদিগের রাজ্য এবং ধন হরণ করিয়াছিল, হস্তিনাধিপতি পাণ্ডু তাহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর বীর্য্যবলাকৃষ্ট হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে অন্যান্য রাজগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। পাণ্ডু শ্রবণসুখাবহ তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লমনে হস্তিনানগরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ভীষ্ম লোকমুখে পাণ্ডুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পৌর, জানপদ ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। কৌরবেরা ভীষ্মের সহিত হস্তিনানগর হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া, পাণ্ডুর সেনারা বিচিত্ররত্ন পরিপূর্ণ অসংখ্য যান, হস্তী, অশ্ব, রথ, গো, উষ্ট্র, মেষপ্রভৃতি জয়লব্ধ বস্তুজাত লইয়া আসিতেছে, দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাহারা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইলে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন পাণ্ডু ভীষ্মের পাদবন্দন করিয়া অন্যান্য পৌর ও জানপদদিগের সমুচিত সম্মান করিলেন। ভীষ্ম অশেষরাষ্ট্রবিজয়ী প্রত্যাগত পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তূর্য্য, শঙ্খ, দুন্দুভিপ্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল। পৌরগণের আনন্দের সীমা রহিল না। ভীষ্ম পাণ্ডুকে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন।

---

## চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডু হস্তিনাপুরে গমন করিয়া স্ববাহুবলবিজিত ধনদ্বারা ভীষ্ম, সত্যবতী, মাতা কৌশল্যা ও বিদুরকে সন্তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্রাণী যেমন জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিয়া আহ্লাদিত হন, কৌশল্যা অপ্রতিমতেজাঃ পুত্র পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুর প্রভাবে বহু-দক্ষিণ শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহারাজ পাণ্ডু সুরম্য হর্ম্ম্য ও বিচিত্র শয়নীয় সমুদয় ত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয় সঙ্গে বন-বিহারবাসনায় বন প্রস্থান করিলেন, তথায় সর্ব্বদা মৃগয়ানুষ্ঠান করিয়া প্রিয়তমাদের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কখন হিমালয়ের দক্ষিণপার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকায় ভ্রমণ করিতেন, কখন গিরিপৃষ্ঠে সুখসঞ্চার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, কখন কখন বা মহাশালবনে অবস্থিতি করিতেন। করেণুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলে গজরাজ ঐরাবত যেরূপ শোভিত হয়, পত্নীদ্বয় সঙ্গে থাকায় বনচর নৃপবর পাণ্ডুও সেইরূপ শোভিত হইয়াছিলেন। বনবাসিগণ, ভার্য্যাদ্বয় সমবেত গজ্ঞাহস্ত ধনুর্ব্বাণধারী বিচিত্র-কবচযুক্ত অস্ত্রকোবিদ পাণ্ডুকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, ধৃতরাষ্ট্রপ্রেরিত ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। এইরূপে পাণ্ডু মহীপাল প্রণয়িণীদ্বয় সমভিব্যাহারে পরম সুখে কাননমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহীপতি দেবকের পরম সুন্দরী যুবতী পারসবী তনয়াকে আনয়নপূর্ব্বক বিদুরের সহিত বিবাহ দিলেন। বিদুর তাঁহার গর্ভে স্বগদৃশ-বিনয়-সম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিলেন।

---

## পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীগর্ভে শত পুত্র ও বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে এবং ধর্ম্ম-প্রভৃতি পঞ্চ দেব হইতে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পাণ্ডুর মহারথ পঞ্চপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের হইতে এই কুরু-বংশ রক্ষা পাইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র কিরূপে জন্মিল ও কত দিন পরেই বা তাহাদের আয়ুঃশেষ হইল? আর বৈশ্যার গর্ভেই বা ধৃতরাষ্ট্র কিরূপে পুত্রোৎপাদন করিলেন? তিনি অনুকূল-কারিণী ধর্ম্মচারিণী প্রণয়িণী গান্ধারীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন? এবং দেব হইতে কিরূপে শাপগ্রস্ত মহাত্মা পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হইল, এই সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আমার অপরিতৃপ্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, একদা মহর্ষি দ্বৈপায়ন শয় ক্ষুৎপিপাসায় শ্রমান্বিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভব[নে উ]পস্থিত হইলে, গান্ধারী পরম সমাদরে তাঁহার শুশ্রূ[ষা করি]লেন। মহর্ষি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান [করিতে] চাহিলে, গান্ধারী কহিলেন, যদি অনুকূল হইয়া[ছেন] তবে এই বর প্রদান করুন যে, যেন আমার গর্ভে ভর্ত্তার সমান গুণশালী শত পুত্র জন্মে। ব্যাস "[তথা]স্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর ধৃতরাষ্ট্রের [সং]যোগে গান্ধারী গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার গর্ভধারণে দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি সন্তান প্রস[ব করি]লেন না। একদিন গান্ধারী শুনিলেন, যে কুন্তীর বা[লার্ক]সমপ্রভ একপুত্র জন্মিয়াছে। তৎশ্রবণে তিনি স[াতিশয়] ঈর্ষান্বিতা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে আপনার গ[র্ভপাত] করিলেন। ঐ গর্ভে সংহত্যা লোহষ্ঠীলার ন্যায় এক সম্ভৃতা মাংসপেশী জন্মিল। গান্ধারী তদ্দর্শনে স[াতিশয়] দুঃখিত হইয়া সেই মাংসপেশী পরিত্যাগ করিবার উ[দ্যোগ] করিতেছেন, এমত সময়ে ভগবান্ ব্যাস তথায় উ[পস্থিত] হইয়া মাংসপেশী দর্শনপূর্ব্বক গান্ধারীকে কহিলেন, [সৌব]লেয়ি! এ কি করিয়াছ। গান্ধারী মহর্ষির সমীপে আ[পনার] অভিপ্রায় গোপন না করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! কুন্তীর পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া আমি সাতিশয় দুঃখিত [হইয়া] এই গর্ভপাত করিয়াছি। আপনি আমাকে পু[ত্র বর] প্রদান করিয়াছেন, আমার গর্ভে শত পুত্র জন্মিবে; এই মাংসপেশী হইতে শত পুত্র উৎপন্ন করুন। [ব্যাস] কহিলেন, সৌবলেয়ি! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হ[ইবার] নহে। মাংসপেশী নষ্ট করিও না। ইহা হইতে অ[চিরাৎ] তোমার শত পুত্র উৎপন্ন হইবে। তুমি গুপ্ত প্রদেশে পূর্ণ শতসংখ্যক কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া এই মাংসপেশীর জল সেচন কর। গান্ধারী ব্যাসের বচনানুসারে কুম্ভ [প্রস্তুত] করিয়া মাংসপেশীর উপর জল সেচন করিতে লাগি[লেন।] জলসেকের পর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে মাংসপেশী [শতা]ধিক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। উহার এক এক খণ্ড পর্ব্বপরিমিত হইল। অনন্তর গান্ধারী সেই সক[ল] পূর্ব্বপ্রস্তুত কুম্ভ-সকলের মধ্যে গূঢ়রূপে স্থাপি[ত করিয়া] সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্যাস [গান্ধা]রীকে কহিলেন, হে সৌবলেয়ি! আর দুই বৎসর

লা কুম্ভ উদ্ঘাটন করিও। ইহা বলিয়া মহর্ষি করিবার নিমিত্ত হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।

ন্মের দুই বৎসর অতীত হইলে, প্রথমতঃ দুর্য্যোধন ঐ দিবসেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের জন্ম যুধিষ্ঠির জন্মানুসারে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন। দুরাত্মা ন জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ ধ্বনি করিতে করিল; গর্দ্দভ, গৃধ্র, গোমায়ু, বায়স-প্রভৃতি সূচক জন্তুগণ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ানক-চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু বেগে বহিতে লাগিল; দিগ্দাহ আরম্ভ হইল; তৎকালে অশেষবিধ অমঙ্গলসূচক ঘটনা উপস্থিত। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত ও ব্যাকুল বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম, বিদুর, অন্যান্য সুহৃ-কুরুগণকে ডাকাইয়া কহিলেন, মহাশয়েরা সকলে ত আছেন, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান, র এ রাজ্য তিনিই পাইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুই নাই; এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য, যে আমার এই জ্যেষ্ঠ ধিষ্ঠিরের পর রাজ্যভাক্ হইবে কি না? আপনারা বেচনা করেন বলুন্। ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসান হইলে র ক্রব্যাদগণ ডাকিতে লাগিল, অমঙ্গলসূচক শিবা-কর্কশ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণগণ ও বিদুর সেই সমস্ত দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মিবামাত্র এই সকল দুর্নিমিত্ত ত হইল, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এই হইতেই কুরুকুল ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে ক পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; রাখিলে মহান্ অনর্থ। মহীপাল! যদি বংশ রক্ষা করিবার বাসনা থাকে, এই দুরাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একোনশত র সহিত সুখে কালযাপন করুন। ইহাকে পরিত্যাগ লেই তোমার বংশের ও জগতের মঙ্গল করা হয়। ন্ডিতেরা কহিয়া গিয়াছেন, যদি এক জনকে পরিত্যাগ লে কুল রক্ষা হয়, তাহা অবশ্যই করিবে; যদি কুল ত্যাগ করিলে গ্রাম রক্ষা হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য; পরিত্যাগ দ্বারা যদি জনপদ রক্ষা হয়, তাহা করা ত; এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি রক্ষা হয়; তাহাও বিধেয়। তাঁহারা সেই সদুপদেশ প্রদান করিলেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহবশতঃ তাঁহাদের বাক্যানুসারে কার্য্য করিলেন না। দুর্য্যোধনের জন্মের কিয়দ্দিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের অপর উনশত পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। ফলতঃ এক মাসের মধ্যেই ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র ও এক কন্যা সমুৎপাদন হইল।

যৎকালে গান্ধারী গর্ব্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি গর্ব্ভ-ভারাক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ক্লিশ্যমান হন। সেই সময় এক জন বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। ঐ বৈশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের সহযোগে গর্ব্ভবতী হয় এবং যথাকালে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে; ঐ পুত্রের যুযুৎসু নাম হইয়াছিল।

হে রাজন্! এইরূপে ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারীর গর্ব্ভে শত পুত্র ও এক কন্যা এবং বৈশ্যার গর্ব্ভে যুযুৎসু-নামা এক পুত্র জন্মিল।

---

## ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিলাম, কিন্তু আপনি কহিলেন, গান্ধারীর গর্ব্ভে শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে শত পুত্র মহর্ষি বেদব্যাসের বরে জন্মিল। কিন্তু কন্যাটী কিরূপে জন্মিল, বিশেষ কহিলেন না। অমিততেজাঃ মহর্ষি গান্ধারীপ্রসূত মাংসপেশী শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং গান্ধারীও আর কখন গর্ব্ভধারণ করেন নাই, তবে কি প্রকারে দুঃশলানাম্নী শতধিকা কন্যার জন্ম হইল? শ্রবণার্থ সাতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে, মহাশয়! বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাতপাঃ ভগবান্ ব্যাস শীতল জল সেচন দ্বারা সেই মাংসপেশীকে এক এক ভাগ করিলেন। ধাত্রী সেই সকল ভাগ লইয়া একে একে এক এক ঘৃত-কুম্ভমধ্যে রাখিতে লাগিল। সেই সময় গান্ধারী মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহর্ষিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্যই আমার এক শত পুত্র হইবে। কিন্তু যদি আমার এক কন্যা জন্মিত, তাহা হইলে পরম পরিতোষের বিষয় হইত, আমার পতি দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্ত হইতেন, আমিও পুত্র দৌহিত্র লইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা

নির্ব্বাহ করিয়া কৃতকৃত্যা হইতাম। আমি যদি কখন তপস্যা, দান, হোম বা গুরুজন সেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে যেন আমার এক কন্যা হয়। গান্ধারী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি ব্যাস তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া সেই সকল ভাগ গণনা করিয়া দেখিলেন, শতাপেক্ষায় এক ভাগ অধিক হইয়াছে। তখন তিনি গান্ধারীকে কহিলেন, বৎসে! এই শত ভাগ তোমার শতপুত্ররূপে পরিণত হইবে; আর এই যে এক ভাগ অবশিষ্ট রহিল, ইহাতে তুমি এক কন্যাও উৎপন্ন দেখিবে এবং তাহার গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মিবে তদ্দ্বারা তোমাদের দৌহিত্রজনিত লোক প্রাপ্তি হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি আর এক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ আনাইয়া তন্মধ্যে সেই কন্যাভাগ রক্ষা করিলেন। হে মহারাজ! এই দুঃশলার জন্মবৃত্তান্ত কথিত হইল; অতঃপর কি বর্ণন করিতে হইবে, বলুন।

## সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতাক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের নাম আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন, দুর্য্যোধন, যুযুৎসু, দুঃশাসন, দুঃসহ, দুঃশল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অনুবিন্দ, দুর্দ্ধর্ষ, সুবাহু, দুষ্প্রধর্ষণ, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মুখ, দুষ্কর্ণ, কর্ণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, শল, সত্ত্ব, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন দুর্ম্মদ, দুর্ব্বিগাহ, বিবিৎসু, বিকটানন, ঊর্ণনাভ, সুনাভ, নন্দ, উপনন্দক, চিত্রবাণ, চিত্রবর্ম্মা, সুবর্ম্মা, দুর্ব্বিমোচন, অয়োবাহু, মহাবাহু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্দ্ধন, উগ্রায়ুধ, সুষেণ, কুণ্ডধার, মহোদর, চিত্রায়ুধ, নিষঙ্গী, পাশী, বৃন্দারক, দৃঢ়বর্ম্মা, দৃঢ়ক্ষত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর, দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদ, সুবাক্, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, দুষ্পরাজয়, অপরাজিত, কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, দুরাধর, দৃঢ়হস্ত, সুহস্ত, বাতবেগ, সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, অগ্রযায়ী, কবচী, ক্রথন, কুণ্ড, ধনুর্দ্ধর, উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহু, অলোলুপ, অভয়, অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, চিত্রকুণ্ডল, প্রমথ, প্রমাথী, দীর্ঘরোমা, দীর্ঘবাহু, ব্যূঢোরু, কনকধ্বজ, কুণ্ডাশী, বিরজা এই এক শত পুত্র ও দুঃশলানাম্নী কন্যা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ব্ভে জন্মে। ইহাদের নামধেয় আনুপূর্ব্বিক কথিত হইল। পুত্রগণ সকলেই অতিরথ, শূর, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, বেদবেত্তা, ও সর্ব্বাস্ত্রনিপুণ হইয়াছিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যথাকালে নানা দেশ হইতে পরীক্ষিত পরম সুন্দরী কামিনীগণ আনাইয়া তাহাদের সহিত নিজপুত্রগণের বিবাহ দিলেন; এবং দুঃশলাকন্যা সিন্ধু দেশাধিপতি জয়দ্রথকে সম্প্রদান করিলেন।

## অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ব্যাসবরপ্রভাবে ধৃতরাষ্ট্র সন্তানগণের জন্ম ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম আনুপূর্ব্বিক আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন, আপনি পূর্ব্বে অংশাবতরণ বর্ণন সময়ে কহিয়াছেন যে, ইন্দ্রাদি দেবগণের মহাত্মা পাণ্ডবগণ দেব অংশে জন্ম গ্রহণ করেন; এক্ষণে সেই মহাত্মাদিগের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। একদা মৃগয়াবিহারী মহীপাল পাণ্ডু মৃগব্যালসেবিত [illegible] মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক মৃগযূথপতি তথায় মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে আসক্ত রহিয়াছে। তিনি মৃগ ও মৃগীকে একবারে প্রমত্ত দেখিয়া তাহাদের উপর উপর্য্যুপরি পাঁচ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! ঐ মৃগ প্রকৃত মৃগ নহে, মহাতেজাঃ এক ঋষিপুত্র; ঋষিতনয় ভার্য্যার সহিত মৃগরূপ পরিগ্রহ করিয়া পরমসুখে ক্রীড়া করিতেছিলেন, পাণ্ডুর বজ্রসম শরাঘাতে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হইলেন এবং আর্ত্তনাদসহকারে নানা বিলাপ করিয়া পাণ্ডুকে কহিলেন, মহারাজ! যাহারা নিতান্ত কামক্রোধপরায়ণ, অত্যন্ত নির্ব্বোধ ও একান্ত পাপাসক্ত, তাহারাও ঈদৃশ [illegible] নৃশংসাচরণে পরাঙ্মুখ হয়, তুমি পরম ধর্ম্মাত্মাদিগের [illegible] বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই দুষ্কর্ম্ম করিলে। [illegible]

বিধির নাশ হয় না, কিন্তু বিধি দ্বারা তর্কবাদ নষ্ট অতএব বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভবাকের কর্ত্তব্য নহে। পাণ্ডু কহিলেন, রাজা- যেমন কর্ত্তব্য, মৃগবধও সেইরূপ কর্ত্তব্য; কাশ্যই হউক, মৃগ পাইলেই বধ করিবে। অগস্ত্য যজ্ঞানুষ্ঠানজন্য মৃগয়া করিয়া গবসা দ্বারা তাঁহার হোমকার্য্য নির্ব্বাহ মতএব আমাকে আর বৃথা তিরস্কার করিও হিল, রাজন্! যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে, সময়ে শত্রুর উপর শর নিক্ষেপ করা প্রাজ্ঞ র্ত্তব্য নহে; ন্যায়যুদ্ধেই শত্রু বধ করিবার করিয়াছেন। পাণ্ডু কহিলেন, মত্ত ভীত বা লুকে বধ করাই অবিধেয়, কিন্তু ভবাদৃশ মৃগ নক্রমেই অবিধেয় নহে। মৃগ কহিল, মহা- আমাকে যে মৃগভ্রমে বধ করিয়াছ, তাহাতে াষ দিতে কদাচ পারি না, কিন্তু আমার বিহার- প্রতীক্ষা করা তোমার অবশ্যই উচিত ছিল। সাক অসময়ে ইন্দ্রিয়াসক্ত মৃগকে বধ করি- রাজেন্দ্র! আমি পুরুষার্থফললিপ্সু হইয়া এই সক্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে তদ্বিষয়ে াশ ও একান্ত বঞ্চিত করিলে। মহারাজ! দাকর্ম্মা পৌরবদিগের নির্ম্মলকুলে জন্মিয়াছ, তাদৃশ নৃশংস, লোকবিগর্হিত, অস্বর্গ্য অযশস্কর, র্ম্ম করা কোন ক্রমেই সঙ্গত ও উচিত হয় শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ও রতিকোবিদ; তোমার করা অত্যন্ত অবিধেয় হইয়াছে। হে পার্থি- ংসাচারী পাপপরায়ণ ধর্ম্মার্থকামবিহীন দুরা- দণ্ডবিধান করা তোমার কর্ত্তব্য, তাহা না অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই দণ্ডার্হ হইলে। ! আমি ফলমূলাহারী অরণ্যবাসী নিরপরাধ শ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছিলাম, আমাকে মি কি দুষ্কর্ম্ম করিলে। হে রাজন্! তুমি যেমন ার্য্যার সহিত অপবিত্র সময়ে বধ করিলে. প দিতেছি, তোমারও ঈদৃশ অপবিত্র সময়ে ব। আমি তপোনিরত মুনি; আমার নাম মি লোকলজ্জাভয়ে মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক গহন- বনে আসিয়া এই মৃগীতে আসক্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পার নাই। মৃগভ্রমেই আমার উপর শর নিক্ষেপ করিয়াছ, এনিমিত্ত তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে না, কিন্তু সঙ্গমসময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে, তাহার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি যে সময়ে স্ত্রীসংসর্গ করিবে, সেই সময়েই তোমার মৃত্যু হইবে। তুমি যে পত্নীর সহিত সংসর্গ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে, তিনি ভক্তিভাবে তোমার সহগামিনী হইবেন। হে রাজন্! তুমি যেমন সুখের সময় আমাকে দুঃখ দিলে, সেইরূপ তোমাকেও সুখকালে দুঃখ পাইতে হইবে।

হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়! মৃগরূপধারী মুনি পাণ্ডুকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ ক লেন। নরপতি পাণ্ডু তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

---

## ঊনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডু স্বীয় বান্ধবের ন্যায় সেই মৃগরূপী তপোধনকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিতচিত্তে ভার্য্যার সহিত নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, যথেচ্ছচারী দুরাত্মারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও আপন কর্ম্মদোষে অশেষবিধ দুর্গতি ভোগ করে। শুনিয়াছি, আমার পিতা পরম ধর্ম্মাত্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি নিতান্ত কাম-পরায়ণতাপ্রযুক্ত বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বাচংযম ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই কামাত্মা নরপতির ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। হায়! সেই মহাত্মার পুত্র হইয়াও দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে অতি গর্হিত মৃগয়া ব্যসনের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। অদ্যপ্রভৃতি ব্যাসপ্রণীত সুবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া মোক্ষধর্ম্ম আচরণ করিব, যেহেতু সংসারবন্ধন অপেক্ষা ক্লেশকর আর নাই। আমি অদ্যাবধি কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। ভার্য্যা ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ পরিত্যাগ করিয়া একাকী আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিব। ইষ্টানিষ্ট পরিত্যাগপূর্ব্বক ধূলিধূসরিত কলেবর হইয়া শূন্যগৃহে বা বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া থাকিব। কি

শোক কি হর্ষ কিছুরই বশম্বদ হইব না। নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই সমান জ্ঞান করিব। কাহারও আশীর্ব্বাদ বা নমস্কার গ্রহণেচ্ছু হইব না। সুখদুঃখের বশীভূত হইব না, কাহাকেও উপহাস বা ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিব না। সর্ব্বদা প্রসন্নবদন ও সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে তৎপর থাকিব। কি স্থাবর কি জঙ্গম কাহারও হিংসা করিব না। সকল প্রাণিগণকে আপনার সন্তানের ন্যায় দেখিব। জীবন ধারণের নিমিত্ত বৃক্ষ সকলের নিকট ভিক্ষা চাহিব। যদি তাহারা ভিক্ষা না দেয়, তবে এককালে পাঁচ জন গৃহস্থের বাটীতে উর্দ্ধসংখ্যা দশজনের গৃহে ভিক্ষা করিব। তাহাতে যাহা প্রাপ্ত হইব, অতি অল্প হইলেও তদ্দ্বারাই জীবন ধারণ করিব। অধিক লাভের আশয়ে দশ গৃহের অধিক স্থলে ভিক্ষা করিব না। যে দিবস দশ গৃহে ভিক্ষা করিয়াও কিছুই পাইব না, সে দিন উপবাস করিয়া থাকিব। ক্ষতি ও লাভ সমান জ্ঞান করিব। বাস্পবারি দ্বারা এক বাহু সিক্ত করিব। অন্য বাহুতে চন্দন লেপন করিব। কি মঙ্গল, কি অমঙ্গল কিছুই চিন্তা করিব না। কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব না। ধর্ম্মার্থলিপ্সা পরিত্যাগ করিব। সকল পাপহইতে বিমুক্ত হইব। সমুদায় বন্ধন অতিক্রম করিব। কাহারও বশীভূত হইব না। স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত নিস্তেজ লোকের মত কাহারও সেবা করিব না, কারণ,উপাসনা দ্বারা বশীকৃত লোকের নিকট হইতে অতি সম্মানপূর্ব্বক স্বাভিলষিত দ্রব্য লাভ করিলেও শ্ববৃত্তি অবলম্বন করা হয়। ফলতঃ এক্ষণে আমার এই স্থির নিশ্চয় যে, অতি অকিঞ্চিৎকর অচিরস্থায়ী বিষয়ভোগ সুখে এককালে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক মুক্তিপথ অবলম্বন ও মানসিক ভূমানন্দ অনুভব করিয়া চরমে মুক্তিপদ লাভ করিব।

পাণ্ডু সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে এই প্রকার বিলাপ করত কুন্তী ও মাদ্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, তোমরা হস্তিনানগরে গমনপূর্ব্বক কৌশল্যা, বিদুর, সবান্ধব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর্য্যা সত্যবতী; ভীষ্ম, রাজপুরোহিতগণ, সোমপায়ী শংসিতব্রত,মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, ও অস্মদাশ্রিত পৌরবদিগকে অনুনয় করিয়া এই কথা কহিবে, যে পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; আর গৃহে আসিবেন না। স্বামীর বনবাসে একান্ত অভিলাষ জানিয়া কুন্তী ও মাদ্রী তৎকালোচিত বিনয়বচনে কহিলেন, মহারাজ! সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত অন্যান্য অনেক আশ্রম আছে, যাহাতে সস্ত্রীক হইয়াও ধর্ম্মাচরণ করিতে পারা যায়; আপনি তাহার মধ্যে কোন আশ্রম আশ্রয় করিয়া আমাদিগের সহিত তপস্যা করুন; পরিশেষে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করত তথায় আধিপত্য করিতে পারিবেন। আমরাও আপনার সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমনপূর্ব্বক ভোগাভিলাষে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক ভর্ত্তৃলোক প্রাপ্ত্যাশয়ে কঠোর তপস্যা করিব। আর যদি আপনি তাহা না করিয়া নিতান্তই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।

পাণ্ডু কহিলেন, যদি তোমাদের আমার সঙ্গে বাস করিয়া তপস্যা করিতে নিতান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে অদ্যাবধি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ, বল্কল ধারণ, ফলমূল ভক্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় হোম ও স্নান, পরিমিতাহার, চীর চর্ম্ম ও জটাধারণ, শীতবাতাতপক্লেশ সহ, ক্ষুৎপিপাসার অনবধান, ইন্দ্রিয়সংযমন এবং বন্য ফল, জল ও মন্ত্রদ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করত দুশ্চর তপোনুষ্ঠান দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে থাক। কি বানপ্রস্থগণ, কি আত্মীয় বান্ধবগণ, কি অন্যান্য গ্রামবাসীগণ, কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার বা কাহারও কোন অপ্রিয়াচরণ করিবে না; এইরূপে কঠোর আরণ্য শাস্ত্রবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক যাবজ্জীবন কালযাপন করিবে।

মহারাজ পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়কে এই কথা বলিয়া চূড়ামণি, নিষ্ক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, মহামূল্যবসন ও স্ত্রীদিগের আভরণপ্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য বিপ্রগণকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া কহিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না। তাঁহাদিগকে এই প্রকার আদেশ করিয়া নরপতি পাণ্ডু অর্থ,কাম,রতি, সুখপ্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে লইয়া তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। অনুচর ও পরিচারকগণ তাঁহার করুণবাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। পরে তৎপ্রদত্ত সমুদায় ধন গ্রহণপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনয়নে হস্তিনানগরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সকাশে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল এবং তদন্ত ধনও

ণ করিল। ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের মুখে দবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একান্তে বিষণ্ণমনাঃ বিহার, শয়নপ্রভৃতি সমুদয় সুখ পরিত্যাগ- ামিনী কেবল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন রহিলেন। মহীপতি পাণ্ডু কেবল বন্য ফলমূলমাত্র আহার জীবন ধারণ করিয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে া পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে নাগ- চৈত্ররথ, তথাহইতে কালকূট, তথাহইতে হিমালয়হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করি- নৃপতি মহাভূত, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণকর্ত্তৃক া সমবিষমস্থলে বাস করত এক স্থানহইতে মন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি গন্ধ- ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ও তথাহইতে হংসকূটে মন। পরে, হংসকূট অতিক্রম করিয়া শতশৃঙ্গে তথায় অনন্যমনা হইয়া তপস্যা করিতে

---

## বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডু শুশ্রূষু, অনহঙ্কৃত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই শতশৃঙ্গপর্ব্বতে কঠোর রতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সিদ্ধচারণগণের ও তপোবলে সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ শতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধচারণগণ, কেহ তাঁহাকে পরম হ বা সোদর ভ্রাতা, কেহ বা পুত্র বলিয়া জ্ঞান পাণ্ডু এইরূপে তথায় বহুকাল তপোনুষ্ঠান তপস্যাদ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল া মহাপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষির তুল্য হইয়া উঠিলেন। । শতশৃঙ্গবাসী সংশিতব্রত মহর্ষিগণ একত্র হইয়া হ্মাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে গমন লেন, এমত সময়ে পাণ্ডু তাঁহাদিগের নিকটে লেন, মহাশয়েরা কোথা গমন করিতেছেন? কহিলেন, অদ্য অমাবস্যা, ব্রহ্মলোকে দেবগণ, পিতৃগণের মহান্ সমবায় হইবে; আমরা সর্ব্ব- মহ ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে তথায় যাই- ণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাদের সহিত স্বর্গোপরিগমন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পত্নীদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহাদের সহিত উত্তরমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিগণ পাণ্ডুকে সুরলোকে গমনোন্মুখ দেখিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমরা এই পর্ব্বতের উপর্য্যুপরি ক্রমিক উত্তরমুখে গমন করিয়া দেখিয়াছি, ইহার কোন কোন স্থানে অনেকানেক দুর্গ ও দেশসকল শোভা পাইতেছে। কোন কোন স্থলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের বিহারভূমি আছে, কোথাও বা শত শত বিমান সংস্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন স্থলেও সংগীতশাস্ত্রবিশারদ গায়কগণ নিরন্তর বীণা, সপ্তস্বরা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি মধুর যন্ত্রসকল সংবাদনপূর্ব্বক গান করিতেছেন; কোথাও কুবেরোদ্যান, কোথাও মহানদী, কোথাও বা গিরিগহ্বর সকল বিরাজমান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতে স্থানে স্থানে দুর্গম গিরিগহ্বর, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ আছে। মধ্যে মধ্যে এমত অনেকানেক প্রদেশ আছে, যাহাতে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাপ্রভৃতি কিছুই নাই। হে ভরতকুলপ্রদীপ! এই সকল ভয়ানক প্রদেশে অন্যান্য জন্তুর কথা দূরে থাকুক, পক্ষীও যাইতে পারে না। কেবল বায়ু ও সিদ্ধ মহর্ষিগণই গমনাগমন করেন। এই সুকুমারাঙ্গী অদুঃখোচিতা রাজপুত্রীরা কিপ্রকারে এই দুর্গম পর্ব্বত অতিক্রম করিবেন। হে মহাত্মন্! নিবৃত্ত হও, আমাদিগের সহিত গমন করিও না।

পাণ্ডু মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, হে মহাভাগগণ! অপত্যবিহীন লোকের স্বর্গে অধিকার নাই; আমি অনপত্য, পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্তহইতে পারি নাই, এনিমিত্ত আমার মন সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে; আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র! মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও মনুজঋণ, এই চতুর্ব্বিধ ঋণে ঋণবান্ হয়। এই সমস্ত ঋণ যথাকালে পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ হইতে, বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণ হইতে, পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ হইতে এবং অনৃশংসাচরণ দ্বারা মনুজঋণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হয়,

তাহার সদগতি লাভ হয় না। হে তাপসগণ! আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুষ্যঋণ পরিশোধ করিয়াছি, কিন্তু পিতৃঋণহইতে অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই। অতএব জিজ্ঞাসা করি, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেরূপে আমার পিতার ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপে আমার ক্ষেত্রে কি অপত্য উৎপাদনের কোন উপায় আছে? তাপসগণ কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরা দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি, তোমার দেবতুল্য পরম সুন্দর পুত্র হইবে। তুমি পুত্রলাভার্থ প্রযত্ন কর, অবশ্যই তোমার ক্ষেত্রে অশেষ গুণসম্পন্ন অপত্য জন্মিবে।

পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য শ্রবণানন্তর অপত্যোৎপাদনশক্তির বিনাশকর মৃগশাপ স্মরণ করিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী কুন্তীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠা; কি দান, কি তপঃ, কি বিনয়, অনপত্য ব্যক্তির কিছুই সফল হয় না, আমি সন্তানবিহীন আমার শুভ লোক প্রাপ্তি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হে চারুহাসিনি! তুমি জ্ঞাত আছ যে, মৃগশাপে আমার পুত্রোৎপাদনশক্তি প্রনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং অন্য উপায় দ্বারা অপত্যোৎপাদনে যত্ন করিতে হইবে। হে পৃথে! ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ছয় প্রকার বন্ধুদায়াদ ও ছয় প্রকার অবন্ধুদায়াদ পুত্র আছে, স্বয়ংজাত, প্রণীত, পরিক্রীত, পৌনর্ভব, কানীন, স্বৈরিণীজ, দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, স্বয়মুপাগত, সহোঢ়, জ্ঞাতিরেতা এবং হীনযোনিধৃত, এই দ্বাদশ প্রকার পুত্র। ইহার মধ্যে স্বয়ংজাতাভাবে প্রণীত, তদভাবে পরিক্রীত, তদভাবে পৌনর্ভব ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকারের অভাবে পর পর প্রকার স্বীকার করা শাস্ত্রসম্মত। এতদ্ভিন্ন আপৎকাল উপস্থিত হইলে দেবর দ্বারাও পুত্র উৎপাদন করিয়া লইতে পারা যায়। আর স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, ঔরস পুত্র অপেক্ষা প্রণীত পুত্র শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মফলদ। হে কুন্তি! আমি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ; অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি। দেখ পূর্ব্বে শরদণ্ডায়ন স্বীয় পত্নীকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শারদাণ্ডায়নী স্নান সমাপন করিয়া বিচিত্র পুষ্পমাল্য ধারণপূর্ব্বক রজনীযোগে চতুষ্পথে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরকে বরণ পুরঃসর অনলে পুংসবন হোম সম্পাদন করিলেন। হোমক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা দুর্জ্জয়াদি মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়া লইলেন। হে কল্যাণি! তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে শীঘ্র অপত্যোৎপাদন করিতে যত্নবতী হও।

---

## একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কুরুকুলতিলক পাণ্ডু মহীপতির এই উপদেশবাক্যে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পতিপ্রাণা কুন্তী কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত, অতএব তোমার আমাকে এরূপ অনুমতি করা অতীব অসঙ্গত ও অনুচিত হইতেছে। হে মহাবাহো! তুমি স্বয়ং আমার গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিতে পার, ধর্ম্মেরও অণুমাত্র হানি হয় না; অতএব হে কুরুবংশাবতংস! তুমি অপত্যোৎপাদনের নিমিত্ত আমার সহিত সহবাস কর, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত স্বর্গে যাইতে পারিব। হে মহাত্মন্! আমি তোমাভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ মনেও করি না, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নর জগতীতলে আর কে আছে? হে মহাত্মন্! আমি এ বিষয়ে একটি পৌরাণিকী কথা উল্লেখ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে পুরুবংশীয় পরম ধার্ম্মিক ব্যুষিতাশ্ব নামে এক নরপতি ছিলেন। মহাত্মা ব্যুষিতাশ্ব যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও দেবর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমরসপানে মত্ত ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হন। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং যজ্ঞকর্ম্ম করেন। ঐ যজ্ঞ অবসান হইলে মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব গ্রীষ্মকালের দিবাকরের ন্যায় প্রখরপ্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রাচ্য, উদীচ্য, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তত্রত্য ভূপালগণকে আপনার বশীভূত করিলেন, এবং তত্তদ্দেশাহৃত নানা প্রকার ধনসম্পত্তি দ্বারা পুনর্ব্বার এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান

...। যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। তৎকালে ব্যুষি-... হস্তীর বল প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে ...হাবলপরাক্রান্ত হইয়া নিজভুজবলে সসা-... জয় করিয়া ঔরসবৎ প্রজাপালন, মহা-... দ্বিজাতিদিগকে প্রার্থনাধিক দান ও যজ্ঞে ...পান ইত্যাদি নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ...ন।

রূপবতী ভদ্রানাম্নী কক্ষীবানের তনয়া ব্যুষি-মহিষী হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ-...ণে পরম বিজ্ঞ মহীপতি অল্প দিনেই একান্ত ...হইলেন। এমন কি, রাজকার্য্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ...দিনযামিনী সেই কামিনীর সহিত অন্তঃপুরে বিহার ...লাগিলেন। অপরিমিত ইন্দ্রিয়াসক্তিবশতঃ অল্পকাল ...যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের করাল কবলে ...ত হইলেন। রাজাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেখিয়া অপুত্রা ...তিশয় দুঃখিত হইয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে ...ন, এবং নানাপ্রকার বিলাপ সহকারে মৃত পতিকে ... করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! পতি বিনা নারীর ...গত্যন্তর নাই; বিধবার জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা ...মৃত্যু হইলেই মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। হে নাথ! আমি ...। সহগমন বাসনা করি; আমি তোমা বিনা এক-... বাঁচিতে পারিব না; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ...ব্যাহারিণী কর। হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! কি সম স্থলে কি ...স্থলে তুমি যেখানে গমন করিবে, আমি তোমার ...রিণী ও বশবর্ত্তিনী হইয়া ছায়ার ন্যায় অনুগমন ... হে রাজন্! অদ্যাবধি হৃদয়শোষক মনোদুঃখ ...য় প্রবল হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান ...। হে নরনাথ! বোধ হয় আমি পূর্ব্ব জন্মে অনে-...ক প্রণয়িনীর প্রিয়বিচ্ছেদ করিয়াছিলাম, তন্নিমিত্তই ...তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইল। হে রাজন্! ...হীন হইয়া নারীর মুহূর্ত্তমাত্র মর্ত্তলোকে বাস ...ক্লেশকর। না জানি, পূর্ব্বজন্মে আমি কতই দুষ্কর্ম্ম ...ছিলাম, তন্নিমিত্ত এক্ষণে আমাকে তোমার অনিবার্য্য ...নলে দগ্ধ হইতে হইল। আমি অদ্যাবধি কুশ-...য়িনী হইয়া ভবদীয় মোহনমূর্ত্তি দর্শনমানসে অতি ...কালাতিপাত করিব। হে নরশ্রেষ্ঠ! একবার অনু-গ্রহ করিয়া এই অনাথা অশরণা বিলাপকারিণী দীনাকে দর্শন প্রদান কর।

ভদ্রা মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃপুনঃ এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, "হে বরারোহে! বিলাপ করিও না, গাত্রো-ত্থান করিয়া গমন কর; হে চারুহাসিনী! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি চতুর্দ্দশী বা অষ্টমীতে ঋতুস্নান করিয়া আমার সঙ্গে নিজ শয্যায় শয়ান থাকিবে, তাহা হইলেই আমি স্বীয় শবে আবির্ভূত হইয়া তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিব।" এই অমৃতময় বচন পরম্পরা শ্রবণে পতিব্রতা ভদ্রা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুত্রকামনায় যথোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন এবং সেই শবসংসর্গে তিন জন শাল্ব ও চারিজন মদ্র প্রসব করি-লেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেমন পরলোকগত ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় সহধর্ম্মিণীর করুণবাক্য শ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার বংশ রক্ষার্থ তাঁহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়া-ছিলেন, সেই রূপ তুমিও আমার গর্ভে আপনার মানস-পুত্র সমুৎপন্ন করিয়া নিজ বংশ ও আমার সতীত্ব রক্ষা করিতে পার।

---

## দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডুকে ব্যুষিতাশ্ব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলে তিনি ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে কুন্তি! তুমি যাহা কহিলে তাহা যথার্থ বটে। রাজা ব্যুষিতাশ্ব দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন। তাঁহাকে সকলই সম্ভবে। তাদৃশ অসম্ভব কার্য্য মাদৃশ লোক হইতে হওয়া অতীব দুর্ঘট। ধর্ম্মবিৎ মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুরাণ ধর্ম্মতত্ত্ব তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বরাননে! হে চারুহাসিনি! পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। তির্য্যগ্-

যোনিতে কামদ্বেষবিবর্জ্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি ঐ ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই প্রামাণিক ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। উত্তরকুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। হে চারুহাসিনি! এই অঙ্গনানুকূল নিত্য ধর্ম্ম যে নিমিত্ত এই প্রদেশে রহিত হইয়াছে, তদ্বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতামাতার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, আইস আমরা যাই। ঋষিপুত্র পিতার সমক্ষেই মাতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি উদ্দালক পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, বৎস! ক্রোধ করিও না; ইহা নিত্য ধর্ম্ম, গাবীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয় না। ঋষিপুত্র পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্ব্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতিভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমারব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যাসদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। আর স্বামী পুত্রোৎপাদনার্থে নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে তাহারও ঐ পাপ হইবে। হে ভীরু! পূর্ব্বকালে উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু এই প্রকার ধর্ম্মানপেত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। আরও দেখ; কল্মাষপাদ রাজার পত্নী মদয়ন্তী, ভর্ত্তৃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক পতির প্রিয়কামনায় তাঁহার ঔরসে অশ্মকনামা পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। হে কমললোচনে! মহর্ষি বেদব্যাস কুরুবংশ রক্ষার্থ আমার পিতার ক্ষেত্রে যে আমাদিগকে উৎপাদন করিয়াছেন, তুমি তাহাও অবগত আছ। অতএব হে অনিন্দিতে! তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। হে রাজপুত্রি! বেদবিৎ মহাত্মারা কহিয়া গিয়াছেন যে, ঋতুকালে পতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরুষান্তর সংসর্গ করিলেই স্ত্রীদিগের অধর্ম্ম হয়, কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন পাপ নাই। তাঁহারা আরও কহিয়া গিয়াছেন, যে ভর্ত্তা স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমি পুত্রমুখ দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, কিন্তু স্বয়ং সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ; হে সুন্দরি! এজন্য আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে কহিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে অশেষ গুণসম্পন্ন পুত্রগণ উৎপাদন করিয়া লও, তাহা হইলে আমি পুত্রবানদিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিব।

পাণ্ডু আগ্রহসহকারে এইরূপে বুঝাইলে পতিহিতৈষিণী কুন্তী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আমি বাল্যাবস্থায় পিতৃগৃহে অতিথি সৎকারে নিযুক্ত ছিলাম এবং সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণের সতত পরিচর্য্যা করিতাম। দৈবযোগে এক দিন পরম ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা তথায় আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। আমি সাতিশয় যত্নসহকারে ও পরমসমাদরপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিলাম। মহর্ষি আমার ভক্তি দেখিয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যে যে দেবকে আহ্বান করিবে, তিনি অকামই হউন আর সকামই হউন, তৎক্ষণাৎ আসিয়া তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। তুমিও সেই সেই অমরপ্রসাদে পুত্রবতী হইবে। মহর্ষি এই বলিয়া আমাকে বর ও মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। হে নাথ! ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ; দেখুন উক্ত মন্ত্র প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মন্ত্র পাঠ করিয়া কোন্ দেবের আহ্বান করিব। হে রাজর্ষে! আমি তোমার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছি, অনুমতি পাইলেই তোমার অভিলষিত সন্তান উৎপাদন করি।

রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীবাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম্মরাজ

পেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লোকমধ্যে তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন; তাঁহাকেই আহ্বান কর, আমাদের, ধর্ম্ম কোন রূপে অধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত না হয়, লোকে ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। ধর্ম্মদত্ত পুত্র অবশ্যই ধার্ম্মিক হইবে সন্দেহ নাই, তাঁহার মন কদাচ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না, অতএব ধর্ম্ম পুরস্কারেই কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য; তুমি পরম সমাদরপূর্ব্বক সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া তাঁহা দ্বারা পুত্রোৎপাদন কর, পতিপরায়ণা কুন্তী, যে আজ্ঞা বলিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভিলষিত কার্য্য সাধনে যত্নবতী হইলেন।

---

## ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়! কুন্তী স্বামীর আদেশানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মকে আহ্বান করিলেন। হে কুরুনন্দন! ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী সেই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। যে দিবস কুন্তী ধর্ম্মকে আহ্বান করেন, ঐ দিন তাঁহার সম্বৎসর পূর্ণ হয়। কুন্তী যথাবিধোপচারে ধর্ম্মের উদ্দেশে পূজা সাঙ্গ করিয়া মহর্ষিকর্ত্তৃক প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সূর্য্যোপম, জ্বলদনলসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং হাঁসিতে হাঁসিতে কুন্তীকে কহিলেন, সুন্দরি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? বল, তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিব? কুন্তী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক সন্তান প্রদান করুন। ধর্ম্ম তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া তাঁহার গর্ভে সর্ব্বপ্রাণিহিতকর পরম যশস্বী এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্র ইন্দ্রদৈবত চন্দ্রসংযুক্ত অভিজিৎনামক অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিল। সন্তান জন্মিবামাত্র দৈববাণী হইল, "এই যে পাণ্ডুর প্রথমজাত পুত্র, ইনি পরম ধার্ম্মিক, বিক্রমশালী, সত্যবাদী, যশস্বী, তেজস্বী ও ব্রহ্মচারী হইবেন এবং যুধিষ্ঠিরনামে ত্রিভুবন বিখ্যাত নরপতি হইয়া ঔরসবৎ প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিবেন।"

রাজর্ষি পাণ্ডু সেই পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন, প্রিয়ে! ক্ষত্রিয়কুলে বলবান্ ব্যক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়; অতএব তুমি আর একটি অমিতবলশালী পুত্র উৎপাদন কর। কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ মহর্ষিদত্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বায়ুকে আহ্বান করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত বায়ু তৎক্ষণাৎ মৃগারোহণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন, এবং কহিলেন, কুন্তি! কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিতে হইবে? লজ্জানম্রমুখী কুন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম! আপনি অনুকূল হইয়া আমাকে এক মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় দর্পবিনাশকারী পুত্র প্রদান করুন। বায়ু কুন্তীর প্রার্থনানুসারে তাঁহার গর্ভে উক্ত প্রকার পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্রের নাম ভীম; ভীম জন্মিবামাত্র "বলবীর্য্যসম্পন্নদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন" এই দৈববাণী হইল। এই দৈববাণীর পর, আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সদ্যঃপ্রসূত ভীমসেন স্বীয় জননীর উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মাতা ব্যাঘ্রভয়ে এরূপ ভীত হইলেন, যে ক্রোড়স্থিত ভীমসেনকে বিস্মৃত হইয়া পলায়নচেষ্টায় সহসা গাত্রোত্থান করিলেন। জননী গাত্রোত্থান করিলে ভীম তাঁহার ক্রোড়হইতে পর্ব্বতের উপর নিপতিত হইলেন। ভীমের বজ্রসম শরীরাঘাতে গিরিবর একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। পাণ্ডু তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে ভরতসত্তম! ভীমের জন্মদিবসেই দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাবীর বৃকোদরের জন্ম হইলে পর পাণ্ডু পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে কি প্রকারে আমার এক সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে। সমস্ত লোকই দৈব ও পুরুষাকার অবলম্বন করিয়া চলে, তন্মধ্যে দৈবকে কালক্রমেই লাভ করিতে পারা যায়। শুনিয়াছি অমররাজ ইন্দ্র সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ও অপ্রমেয় বলবীর্য্যসম্পন্ন, আমি কায়মনোবাক্যে তপোনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করি। পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে অমিতবলশালী পুত্র প্রার্থনা করিয়া লইব। ইন্দ্রের বরে অবশ্যই আমার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে এবং সেই পুত্র সংগ্রামে সুরাসুর নাগ নর গন্ধর্ব্বপ্রভৃতি সমস্ত প্রাণীকেই জয় করিতে পারিবে। রাজর্ষি পাণ্ডু মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া মহর্ষিগণের

সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কুন্তীকে সাম্বৎসরিক ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিলেন এবং আপনিও একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া কঠোর তপস্যাচরণ ও দেবরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডু পুত্রকামনায় বহুকাল কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। দেবরাজ তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজর্ষে! আমি তোমার তপোনিষ্ঠা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে তোমার মনোগত পুত্রবর প্রদান করিয়া যাইব, আমার অনুগ্রহে তোমার পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র ত্রিলোকবিশ্রুত,গোব্রাহ্মণহিতকারী, সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধন ও শত্রুদিগের হৃদয়বিদারণ হইবে। দেবরাজ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন; রাজর্ষি পাণ্ডু অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, কল্যাণি! আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, অমররাজ সুপ্রসন্ন হইয়া অভিলাষানুরূপ, অতিমানুষকর্ম্মা,যশস্বী,অরাতিনিসূদন, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, মহাত্মা সূর্য্যসম তেজস্বী, দুরাধর্ষ, ক্রিয়াবান্ অদ্ভুতদর্শন পুত্র প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সেই ত্রিদশাধিপকে আহ্বান করিয়া তাঁহা হইতে পুত্র উৎপাদন করিয়া লও।

কুন্তী পতির আজ্ঞানুসারে মহর্ষিদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রদেবের আবাহন করিলেন। কুন্তীর আবাহনে দেবরাজ তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার গর্ভে পাণ্ডুর প্রার্থনানুরূপ পুত্র উৎপাদন করিলেন; ঐ পুত্রের নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন জন্মিবামাত্র মহাগম্ভীরনির্ঘোষে আকাশবাণী হইল, বনবাসীগণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। নভোমণ্ডল শব্দায়মান হইল। কুন্তী একাগ্রচিত্তে ছিলেন, শুনিলেন, "হে পৃথে! তোমার এই পুত্র কার্ত্তবীর্য্যোপম, শিবসম পরাক্রমশালী ও ইন্দ্রবৎ অজয্য হইয়া চতুর্দ্দিকে যশোরাশি বিস্তার করিবেন। যেমন বিষ্ণু হইতে অদিতির প্রীতিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, অর্জ্জুনহইতে তোমারও সেইরূপ প্রীতি লাভ হইবে। অর্জ্জুন স্বীয় ভুজবলে কুরু, সোম, চেদি, কাশি, করূষপ্রভৃতি নানা জনপদ বশীভূত করিয়া কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। ইঁহার বাহুবলে ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডববনে সর্ব্বভূতের মেদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন। এই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর, গ্রাম্য মহীপালগণকে জয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞত্রয় সম্পন্ন করিবেন। হে পৃথে! তোমার এই পুত্র পরশুরামসম তেজস্বী, বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত, বলবান্দিগের অগ্রগণ্য ও মহাযশস্বী হইবেন। ইনি সংগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপতনামে মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে দেবগণের পরম শত্রু নিবাতকবচনামক দৈত্য সকলকে বিনাশ করিবেন। ইনি সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট রাজ্যের প্রত্যুদ্ধার করিবেন।"

হে ভরতবংশাবতংস! এই দৈববাণী শ্রবণে কুন্তী পরমাহ্লাদিত ও সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শতশৃঙ্গনিবাসী তপস্বিগণের ও ইন্দ্রাদি অমরনিকরের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। পুষ্পবৃষ্টি পতিত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন ও বাসিত হইল। আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া অর্জ্জুনকে স্তব করিতে লাগিলেন। সর্পসমুদায়,বিহঙ্গমকুল, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাসকল প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ এবং ভগবান্ অত্রি তথায় আগমন করিলেন। মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য,পুলহ ক্রতু, দক্ষ প্রজাপতি এবং দিব্যমাল্যাম্বরধারী গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ অর্জ্জুনসমীপে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। মহর্ষিরা চতুর্দ্দিকে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, উগ্রসেন, ঊর্ণায়ুঃ, অনঘ, গোপতি ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্যবর্চ্চাঃ, যুগপ, তৃণপ, কার্ষ্ণি-নন্দি, চিত্ররথ, সালিশিরাঃ, পর্জ্জন্য, কলি, নারদ, সত্বা-বৃহত্বাবৃহক, করাল,বহুগুণ-শালীব্রহ্মচারী, সুবর্ণ,বিশ্বাবসু, সুমন্যু, সুচন্দ্র, শরু এবং গীতমাধুর্য্যসম্পন্ন সুবিখ্যাত হাহা ও হুহু ইত্যাদি গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমান্ তুম্বুরু আসিয়া অর্জ্জুনসমীপে মধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন। নানালঙ্কারভূষিতা বিশালনয়না,অনূচানা, অনবদ্যা, গুণমুখ্যা, গুবরা, অদ্রিকা, সোমা, মিত্রকেশী, অলম্বুষা, মরীচি, শুচিকা, বিদ্যুৎপর্ণা, তিলোত্তমা, অম্বিকা, লক্ষণা, ক্ষেমা, রম্ভা, মনোরমা, অসিতা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, বপু, পুণ্ডরীকা, সুগন্ধা, সুরসা, প্রমাথিনী, কাম্যা, শারদ্বতী,

মেনকা, সহজন্যা, কর্ণিকা, পুঞ্জিকস্থলা, ঋতুস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, পূর্ব্বচিত্তি, উম্লোচা, প্রম্লোচা, উর্ব্বশীপ্রভৃতি অপ্সরাসকল পরমানন্দে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, পর্জ্জন্য ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ আদিত্য, ইহাঁরা আকাশে থাকিয়া অর্জ্জুনের মহিমাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু, ও ভগবান্ ভগ এই একাদশ রুদ্র তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার, অষ্টবসু, মহাবল মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, ও সাধ্যগণ অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিলেন। কর্কোটক, বাসুকি, কচ্ছপ, এবং কুণ্ড ও তক্ষক, ইত্যাদি মহাতপাঃ মহাবল পরাক্রান্ত মহাক্রোধশালী মহোরগগণ এবং তার্ক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড, আসিতধ্বজ, অরুণ, আরুণি প্রভৃতি বৈনতেয়গণ তথায় আগমন করিলেন। বিমান ও গিরিশৃঙ্গের অগ্রগত ঐ সমস্ত সমভ্যাগত দেবগণকে কেবল তপোবলসম্পন্ন সিদ্ধ মহর্ষিগণই দেখিতে পাইলেন, অন্যান্য লোকে নেত্রগোচর করিতে পারিল না। মহর্ষিগণ সেই আশ্চর্য্যব্যাপার অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনের জন্ম হইলে রাজর্ষি পাণ্ডু অপর এক পুত্রের কামনায় কুন্তীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কুন্তী তাঁহার আশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আর আমাকে পুরুষান্তরসংসর্গের অনুরোধ করিবেন না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন, যে, স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হইলে তিনবার পর্য্যন্ত পর পুরুষ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিতে পারে, তিনবারের অধিক কোনক্রমেই পুরুষান্তরসংসর্গ করিতে পারে না। যে নারী চারিবার পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তাহাকে স্বৈরিণী কহে; পাঁচ বার উক্ত প্রকার কার্য্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যা পদবাচ্য হইয়া থাকে; অতএব হে বিদ্বন্! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত নিতান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় আমাকে পুনর্ব্বার অপত্যোৎপাদনের অনুমতি করিতেছ?

---

## চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীপুত্রগণের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের জন্ম হইলে মদ্ররাজ দুহিতা নির্জ্জনে পাণ্ডুকে কহিলেন, মহারাজ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি ঋষিশাপে সন্তানোৎপাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্তাপ নাই, আমি বরার্হা হইয়াও হীনাবস্থায় রহিয়াছি, তাহাতেও আমার পরিতাপ নাই, কিংবা গান্ধারী শত পুত্রের মাতা হইয়াছেন বলিয়া আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ঈর্ষা হয় না; কিন্তু হে মহারাজ! আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কুন্তী ও আমি এই দুই জনই আপনার ভার্য্যা, উভয়েই সমান; কিন্তু কুন্তী পুত্রবতী হইলেন, আমি পুত্রমুখনিরীক্ষণে বঞ্চিত রহিলাম। হে রাজন্! যদি কুন্তী আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলেই আমার পুত্র হয়, আর আপনারও অধিক অপত্য লাভ দ্বারা মহৎ উপকার জন্মে। কিন্তু কুন্তী আমার সপত্নী, আমি কোনক্রমেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না। তবে যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইতে পারি। রাজর্ষি পাণ্ডু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! উত্তম বলিয়াছ, ইহা আমার নিতান্ত অভিলষিত, কেবল তোমার মত হয় কি না এই সন্দেহ প্রযুক্ত তোমাকে বলি নাই; এক্ষণে ইহা তোমার অনুমোদিত জানিতে পারিয়াছি; অবশ্যই আমি তোমার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত কুন্তীকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিব। কুন্তী কখনই আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিবেন না।

পাণ্ডু মাদ্রীকে এই কথা বলিয়া কুন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নির্জ্জনে কহিতে লাগিলেন, হে পৃথে! দেখ ইন্দ্র ত্রিদশাধিপত্য লাভ করিয়াও যশোলিপ্সায় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ কেবল যশের নিমিত্তই গুরুকরণ করিয়া থাকেন এবং রাজর্ষিগণ ও তপোধন ব্রাহ্মণগণ যশোভিলাষে নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়েন; অতএব হে প্রিয়ে! তুমি আমার বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত, আমার ও পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডরক্ষার নিমিত্ত, পতির প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত, এবং আপনার যশোবর্দ্ধনের নিমিত্ত, এক বার মাদ্রীর প্রতি

অনুকম্পা করিয়া উহাকে পুত্রবতী কর। হে পৃথে! পুত্রদান দ্বারা মাদ্রীকে পরিত্রাণ কর, ইহাতে তোমার যশোবৃদ্ধি হইবে। কুন্তী পাণ্ডু নৃপতির বাক্য শ্রবণানন্তর মাদ্রীকে কহিলেন, তুমি কোন দেবতাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে অচিরকালমধ্যে তোমার অনুরূপ পুত্র লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

মাদ্রী কুন্তীর আদেশক্রমে কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমার তৎক্ষণাৎ তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার গর্ব্ভে যমজ পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম নকুল ও সহদেব। তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দৈববাণী হইল, "হে কুমারদ্বয়! তোমরা অশ্বিনীকুমার অপেক্ষা সমধিক সত্ত্বসম্পন্ন, রূপবান্, গুণশালী ও তেজস্বী হইয়া পরমসুখে কালযাপন কর।" শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ যথাবিধি আশীর্ব্বচনবিধানপূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাদের নামকরণ করিলেন। কুন্তীর পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীম, কনিষ্ঠের নাম অর্জ্জুন হইল। মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বজের নাম নকুল, দ্বিতীয়ের নাম সহদেব হইল। পাণ্ডুপুত্রগণ প্রত্যেকে এক এক সংবৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগকে সমবয়স্ক বোধ হইত। তাঁহারা সকলেই মহাসত্ত্ব, মহাবীর্য্য, মহাবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজর্ষি পাণ্ডু সেই দেবতুল্য রূপবান্ মহাতেজস্বী পুত্রগণকে দেখিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ ক্রমে ক্রমে শতশৃঙ্গবাসী মুনি ও মুনিপত্নীগণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর রাজর্ষি পাণ্ডু পুনর্ব্বার মাদ্রীর গর্ব্ভে সুতোৎপাদনের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করাতে তিনি কহিলেন, মহারাজ! মাদ্রী অতিশয় ধূর্ত্ত; সে এক বার দেবতাহ্বান করিয়া দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, দুই জনকে একেবারে আহ্বান করিলে দুই ফল লাভ হয়, তন্নিমিত্ত আমি ঐ ফলে বঞ্চিত হইলাম, অতএব হে মহারাজ! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতেছি, আর আমাকে ও বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না। কুন্তীবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি পাণ্ডু অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া নিরস্ত রহিলেন। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! এইরূপে দেবদত্ত পাণ্ডুপুত্রগণ হৈমবতপর্ব্বতে থাকিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে বীর্য্যবান্, যশস্বী, শুভলক্ষণসম্পন্ন, চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন, সিংহের ন্যায় দর্পশালী, সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ও দেবতুল্য বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। তত্রত্য মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের লক্ষণ, পরাক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এ দিকে দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অতি অল্পদিনের মধ্যে জলাশয়স্থ কমলের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

---

## পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহীপতি পাণ্ডু এইরূপে দেবতুল্য প্রিয়দর্শন পঞ্চ পুত্র লাভ করিয়া পরম সুখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বভূতের সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্ত আবির্ভূত হইল। রাজা বনবিহার করিতে গমন করিলেন, মদ্ররাজদুহিতা দিব্যাম্বর পরিধানপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ বন পলাশ, তিলক, আম্র, চম্পক, পর্ণরি, ভদ্রকপ্রভৃতি ফলপুষ্পসুশোভিত নানাবিধ বৃক্ষজালে সমাকীর্ণ, পদ্ম, কুমুদ, কহ্লারপ্রভৃতি জলজ পুষ্পদ্বারা সমাবৃত এবং বহুবিধ জলাশয়ে ব্যাপ্ত ছিল। একে বসন্তকাল ও বনের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, তাহাতে আবার অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না রাজীবলোচনা মদ্রাধিপ-তনয়া একাকিনী সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন; এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাজার অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে ক্রমে অনঙ্গশরে অবশচিত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক মাদ্রীকে আলিঙ্গন করিলেন। মাদ্রী বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি কামশরে বিমোহিত হইয়া মৃগরূপধারী ঋষিকুমারের শাপ একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়; রাজা বারংবার মাদ্রীকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও কোন ক্রমে নিরস্ত হইলেন না; সুতরাং অনুল্লঙ্ঘনীয় মৃগশাপবশতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মাদ্রী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার মৃত দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কুন্তী দূরহইতে সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া অতীব আকুলিতচিত্তে স্বীয় পুত্রগণ ও মাদ্রীকুমারদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া শব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রী,

অনতিদূরে কুন্তীকে কুমারগণ সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি একাকিনী এই স্থানে আগমন কর। বালকগণ ঐ খানেই থাকুক। কুন্তী মাদ্রীর বচনানুসারে কুমারগণকে রাখিয়া একাকিনী হা হতাস্মি বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, মাদ্রী রাজার মৃত দেহ আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে শয়ানা আছেন। তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মাদ্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। আমি রাজাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতাম, ইনি অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন; তবে ইনি মৃগশাপ জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্ত তোমাকে বলাৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? দেখ, আমি যেরূপ ইহাঁকে রক্ষা করিতাম, তোমারও সেই রূপ করা কর্ত্তব্য ছিল, তবে কেন ইহাঁকে নির্জ্জনে আনিয়া প্রলোভিত করিলে? মৃগশাপবিষয়িণী চিন্তা ইহাঁর হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত, তন্নিমিত্ত নিয়তই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত থাকিতেন; অদ্য তোমাকে নির্জ্জনে পাইয়া কি নিমিত্ত ইহাঁর মনশ্চঞ্চল হইল? মদ্ররাজনন্দিনি! তুমি ধন্যা ও আমাহইতে অধিকতর সৌভাগ্যবতী, যেহেতু তুমি অদ্য মহারাজের প্রসন্ন বদন দেখিয়াছ। মাদ্রী কুন্তীর এইরূপ পরিবেদনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! এবিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। রাজর্ষি বলাৎকারে উদ্যত হইলে, আমি অতিকরুণস্বরে তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের দুরদৃষ্টক্রমেই হউক, বা ঋষিশাপের অনুল্লঙ্ঘনীয়তাপ্রযুক্তই হউক, অথবা দুর্দ্দান্ত মদনের অনিবার্য্যতাবশতই হউক, আমার বাক্যে একবার কর্ণপাতও করিলেন না।

পতিব্রতা কুন্তী মাদ্রীর বচনাবসানে কহিলেন, ভদ্রে! যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে তোমার নিকট এক প্রার্থনা করি, শ্রবণ কর। আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মফল আমারই প্রাপ্য; অতএব আমি পরলোকগত ভর্ত্তার সহগমন করিব, তুমি এবিষয়ে আমাকে নিবারণ করিও না তুমি গাত্রোত্থান কর। অতি সাবধানে এই সকল সন্তানগুলি প্রতিপালন করিও। আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করি। মাদ্রী কহিলেন, আর্য্যে! আমি স্বামিসহবাসে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব আমিই ইহাঁর সহগমন করিব। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এবিষয়ে অনুমতি করিতে হইবে; আরও দেখ, মহারাজ আমাতেই আসক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত, যমভবনে গমন করিয়া তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম্ম ও অত্যন্ত অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ যদি আমি জীবিত থাকিয়া আপনার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় তোমার পুত্রগণকে স্নেহ করিতে না পারি, তাহা হইলে অবশ্যই আমাকে ইহকালে লোকনিন্দার ও পরকালে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইবে। অতএব সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ কর। আমার পুত্রদ্বয়কে আপনার পুত্রগণের ন্যায় স্নেহ ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিও, ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। মদ্ররাজদুহিতা কুন্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃত দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

---

## ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে রাজর্ষি পাণ্ডু কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিলে দেবতুল্য মহর্ষিগণ ও মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলেন, যে, "মহাযশা মহাত্মা মহারাজ পাণ্ডু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এস্থানে আমাদের শরণাগত হইয়া বহু দিবস তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি শিশুপুত্রগণ ও ভার্য্যাকে আমাদিগের নিকটে রাখিয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পুত্র, কলত্র ও মৃতদেহ লইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সমর্পণ করা আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য।" মহর্ষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুন্তী, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বালক এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর লইয়া হস্তিনা নগরে গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পতিবিহীনা হইয়াও পুত্রমুখ নিরীক্ষণে এবং স্বদেশগমনে নিতান্ত ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত সাতিশয় আনন্দিতা হইয়া সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতি অল্প দিনের মধ্যেই কুরুজাঙ্গলে উপনীত হইয়া রজনী প্রভাত হইবামাত্র রাজদ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। তখন তাপসগণের বাক্যানুসারে

দ্বারবান্ তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গিয়া তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। হস্তিনাপুর নিবাসী যাবতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ তাপসদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং আপন আপন পুত্র ও কলত্রগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ যানে আরোহণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে চলিলেন। তাপসদর্শনার্থিনী জনতা রাজমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। তৎকালে তাঁহাদের সকলেরই অন্তঃকরণ ঈর্ষাশূন্য ও ধর্ম্মপ্রবণ হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লিক, রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দেবী সত্যবতী, যশস্বিনী কৌশল্যা ও অন্যান্য রাজপত্নীগণে পরিবৃতা গান্ধারী এবং বিচিত্রাভরণবিভূষিত দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদগণ তাপসদর্শনে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরোহিত সহিত কৌরবগণ ও অন্যান্য পৌর ও জানপদগণ তপস্বীদিগকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। পরে, সেই সকল লোক ঋষিদিগের আদেশানুসারে উপবেশন করিলে মহাত্মা ভীষ্ম সমস্ত দর্শনার্থিগণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মহর্ষিদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা যথাবিধি পূজা করত সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন। তখন তাপসগণের মধ্যে পরিণতবয়াঃ এক মহর্ষি গাত্রোত্থান করিয়া অন্যান্য তপোধনের মতগ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে মান্যবরগণ! যে কৌরবদায়াদ পাণ্ডু নামক নরপতি সমস্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক শতশৃঙ্গপর্ব্বতে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী কুন্তীর গর্ভে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ঔরসে এই যুধিষ্ঠিরনামা পুত্র জন্মিয়াছেন, ভগবান্ বায়ুহইতে এই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সমুৎপন্ন হইয়াছেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ঔরসে এই ধনঞ্জয় নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অর্জ্জুনের যশোরাশি সমস্ত মেদিনীমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষগণের কীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবে। আর, এই যে দুই মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠকে দেখিতেছ, ইহাঁরা সেই রাজর্ষির কনিষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে কুরুকুলাগ্রগণ্য! এইরূপে পরম ধর্ম্মাত্মা মহাযশস্বী পাণ্ডু মহীপাল বনে বাস করিয়া নষ্টপ্রায় পৈতামহ বংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তোমরা এই পাণ্ডু পুত্রগণের বেদাধ্যয়নের বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইবে। সেই মনুজসত্তম রাজর্ষি পাণ্ডু অভিলষিত পুত্র লাভ করিয়া অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, পরলোকে গমন করিয়াছেন। পতিব্রতা মাদ্রীও পতির লোকান্তরপ্রাপ্তি দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া তাঁহার মৃত দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর এই শবশরীরদ্বয় লইয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের অগ্নিকার্য্য, প্রেতক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন কর।" কুরুগণকে এই কথা বলিয়া তাপসগণ দেখিতে দেখিতে গুহ্যকদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহাদের সমাগমে হস্তিনাপুর গন্ধর্ব্বাধিষ্ঠিতের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহারা অন্তর্দ্ধান করাতে পুরের আর সেরূপ শোভা রহিল না। সমাগত পৌর ও জানপদগণ, সিদ্ধ মহর্ষিগণ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

---

## সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পাণ্ডুর ও মাদ্রীর সমুদায় প্রেতকার্য্য যাহাতে পরমসমারোহপূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও এবং তাঁহাদের দুই জনের যাবতীয় পশু, বস্ত্র, রত্ন ও ধন আছে, অর্থিগণের প্রার্থনানুসারে প্রদান কর। কুন্তী দ্বারা মাদ্রীর সংকার করাও। মাদ্রীকে এরূপ সুসম্বৃত করিবে যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যেন বায়ু বা সূর্য্যও তাঁহাকে দেখিতে না পান। মহারাজ পাণ্ডুর নিমিত্ত আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, বরং তিনি অতিমাত্র প্রশংসনীয়, যেহেতু সেই মহাত্মা, মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণানন্তর "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভীষ্মকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি পবিত্র প্রদেশে পাণ্ডুর অগ্নিসংস্কার করিতে চলিলেন। কুরুপুরোহিতগণ পাণ্ডুরাজের আজ্যগন্ধপরিপূত প্রদীপ্ত জাতাগ্নি লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ একত্র হইয়া বিবিধ গন্ধদ্রব্য ও নানাজাতীয় পুষ্পদ্বারা পাণ্ডু ও

মাদ্রীর মৃত কলেবর বিভূষিত করিলেন। পরে, মহার্ঘ বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকার মধ্যে সেই দুই মৃত শরীর সংস্থাপন করিয়া সকলে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। তৎকালে কেহ বা শ্বেতচ্ছত্র ধারণ, কেহ বা চামর ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। শত শত ব্যক্তি পাণ্ডুর পূর্ব্বসঞ্চিত বিবিধ ধনরত্ন লইয়া যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল। শুক্লাম্বরধারী যাজকগণ প্রদীপ্ত হুতাসনে আহুতি প্রদান করিতে করিতে তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র "হায়! কি হইল! মহারাজ! আমাদিগকে অপার দুঃখার্ণবে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন" এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তদনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ এবং ভীষ্ম ও বিদুর অশ্রুপূর্ণনয়নে বনোদ্দেশে রমণীয় ভাগীরথীতীরে সমুপস্থিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শিবিকা অবতারণ করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে মহারাজের মৃত কলেবর বহিষ্কৃত করিয়া তাহাতে কালাগুরু ও চন্দনপ্রভৃতি বিবিধ গন্ধদ্রব্য লেপনপূর্ব্বক সুবর্ণ কলস দ্বারা জলসেচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মৃতদেহে পুনর্ব্বার নানাবিধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া স্বদেশীয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। মহারাজ পাণ্ডু শুভ্রবসনাচ্ছন্ন ও চন্দনাদি বিবিধ সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা অনুলিপ্ত হওয়াতে জীবিতের ন্যায় পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা যাজকদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্য্য সুসম্পন্ন করণানন্তর মাদ্রীর সহিত রাজাকে ঘৃতাভিষিক্ত করিয়া চন্দনপ্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠদ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা চিতাগ্নিস্থ পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত কলেবর দর্শনে শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাজভক্তিপরায়ণ প্রজাগণ হায়! কি হইল! কি হইল! বলিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কুন্তী ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তির্য্যগ্‌যোনিগত পশুপক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর ও কৌরবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ, এবং সমস্ত কৌরববনিতাগণ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজ পাণ্ডুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। উদককার্য্য সমাপন হইলে রাজাস্থ প্রজাগণ পিতৃশোকবিমূঢ়চিত্ত পাণ্ডবগণকে অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। পাণ্ডবগণ শোকে অধীর হইয়া সবান্ধবে ভূতলে শয়ন করিলেন, নগরবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরাও ভূমিশয্যায় শয়ান হইলেন। নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতাপ্রভৃতি সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিতান্ত নিরানন্দ ও শোকসাগরে নিমগ্ন রহিল।

---

## অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কুন্তী, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম, বন্ধুগণ সমবেত হইয়া বেদবিধানানুসারে পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইলেন এবং প্রধান প্রধান বিপ্রগণকে প্রভূত রত্ন ও উত্তমোত্তম গ্রামসকল প্রদান করিলেন। পরে কৃতশৌচ পাণ্ডবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। পৌরবর্গ ও জানপদগণ পরলোকগত স্বকীয় বান্ধবের ন্যায় রাজর্ষি পাণ্ডুকে স্মরণ করিয়া অনুক্ষণ পরিতাপ করিতে লাগিল।

মহারাজ পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপনানন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই সমস্ত লোকদিগকে দুঃখিত ও স্বীয় জননী সত্যবতীকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মাতঃ! সময় অতিশয় দারুণ হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে সুখের লেশমাত্রও নাই; দিন দিন পাপ বৃদ্ধি হইতেছে; পৃথিবী শস্যশূন্যা ও ফলবিহীনা হইতেছে। বোধ হয়, লোক সকল কালক্রমে নানাবিধ মায়াজালে জড়িত ও নানাদোষসংকীর্ণ হইয়া উঠিবে। প্রায় সকলেই কুকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কুরুদিগের দুর্নীতিপ্রযুক্ত রাজশ্রী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারা অতি অল্প দিনের মধ্যেই বংশে কৃতান্তসদনে গমন করিবে; অতএব আপনি স্বচক্ষে স্বীয় বংশের

বিনাশ দেখিবার পরিবর্ত্তে বনে গমনপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানে যত্ন করুন।

সত্যবতী ব্যাসের বাক্যে অনুমোদন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় পুত্ত্রবধূ অম্বিকাকে কহিলেন, অম্বিকে! শুনিতে পাইলাম, তোমার পৌত্ত্রের অত্যাচারবশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই আমাদিগের বংশ একবারে উচ্ছিন্ন হইবে, অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পুত্ত্রশোকার্ত্তা কৌশল্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাননে প্রস্থান করি। অম্বিকা শ্বশ্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন সত্যবতী ভীষ্মকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্নুষাদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করিলেন। তথায় কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিলষিত মার্গে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব পৈতৃক ভবনে থাকিয়া বিবিধ রাজভোগ উপভোগ দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বেদোক্ত সংস্কারসকল সম্পাদিত হইল। তাঁহারা দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত সতত পরমসুখে ক্রীড়া করিতেন। সমস্ত বাল্যক্রীড়াতেই তাঁহাদের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সবেগ গমন, লক্ষ্যাভিহরণ ও অন্যান্য ক্রীড়ায় ভীমসেন যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাভূত করিতেন। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ত্রগণ পরমাহ্লাদে ক্রীড়া করিত, বৃকোদর তৎকালে তাহাদের পরস্পরের মস্তকে সংঘট্টন করিয়া দিতেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা শত ভ্রাতা ও মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন একাকী, তথাপি তাঁহাদের সকলকে অনায়াসে নিগ্রহ করিতেন। তিনি কখন কখন তাঁহাদিগকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া কেশধারণপূর্ব্বক এমন বেগে আকর্ষণ করিতেন যে, তাহারা কেহ ভগ্নজানু, কেহ ক্ষতমস্তক, কেহ বা ক্ষতস্কন্ধ হইয়া প্রাণনাশভয়ে পরিত্রাণার্থ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিত। জলক্রীড়ার সময়ে তিনি এককালে তাঁহাদের দশ জনকে ধরিয়া জলে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরিশেষে, তাঁহারা মৃতকল্প হইলে ছাড়িয়া দিতেন। যৎকালে তাঁহারা ফলচয়নার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিতেন, ভীমসেন সেই সময়ে পদাঘাতে সেই বৃক্ষ কম্পিত করিতেন; তাহারা প্রহারবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ফলের সহিত বৃক্ষহইতে ভূতলে পতিত হইত। ফলতঃ, ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কি বাহুযুদ্ধ, কি বেগ, কি শাস্ত্রাভ্যাস, কিছুতেই ভীমকে পরাস্ত করিতে পারিত না। এইরূপে বৃকোদর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে জয়ী হওয়াতে বাল্যকালাবধি তাঁহাদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রূর, দুর্ম্মতি, পাপাচার ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ছিল। ঐ দুরাত্মা ভীমসেনের অপরিমিত পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, কুন্তীর মধ্যমপুত্ত্র বৃকোদর বলবান্, বিক্রমশালী ও শৌর্য্যযুক্ত; এই দুরাত্মা একাকী আমাদিগের শত ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করে; অতএব যখন ভীম পুরোদ্যানে নিদ্রিত থাকিবে, তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব, তাহা হইলেই ইহার কনিষ্ঠ অর্জ্জুন ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বদ্ধ রাখিয়া অনায়াসেই সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে পারিব। পাপাত্মা দুর্য্যোধন মনে মনে এই রূপ দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া মহাত্মা ভীমসেনের রন্ধ্রান্বেষণে সর্ব্বদা যত্ন করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার আশয়ে জলবিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসনবিরচিত ও কম্বলনির্ম্মিত বিচিত্র গৃহসকল প্রস্তুত করাইল। ঐ সকল গৃহ অশেষবিধ ভোগ্যবস্তুদ্বারা পরিপূর্ণ ও অত্যুন্নত পতাকাসমূহে সুশোভিত করিল। তদনন্তর গঙ্গার পুলিনদেশে উদক ক্রীড়নকনামে একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া পাককার্য্যনিপুণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা ঐ স্থান পরিপূর্ণ করিতে আদেশ করিল। তাহারা তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সম্বাদ প্রদান করিলে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিল, চল আমরা সকল ভ্রাতায় একত্র হইয়া উদ্যানবনশোভিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করি। সরলান্তঃকরণ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন অপরিমিত শৌর্য্যশালী কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ কেহ নগরাকার রথে কেহ বা দেশজ অত্যুৎকৃষ্ট গজে আরোহণপূর্ব্বক উদ্যানসমীপে সমুপস্থিত হইয়া, সিংহসমূহ যেমন গিরিগুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই উদ্যানবনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উদ্যানশোভা নিরীক্ষণ

াগিলেন। ঐ উদ্যান সুধাধবলিত রাজযোগ্য ী, গবাক্ষ ও জলযন্ত্রসমূহে ব্যাপ্ত; সৌধকারগণ সমার্জ্জিত ও চিত্রকরেরা চিত্রিত করিয়াছে; লপূর্ণ বৃহতী দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীসমূহ শোভা । ঐ উদ্যানের সমুদায় জলভাগ সুকোমল হ ব্যাপ্ত এবং স্থলভাগ বিবিধ স্থলজ সমূহে ছিল।

ব ও পাণ্ডবগণ কিয়ৎক্ষণ সেই উদ্যানের শোভা করিয়া তথায় উপবেশনপূর্ব্বক তত্রস্থ ভোগ্য বস্তুণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকৌতুক ার করিতে করিতে মিষ্টান্ন লইয়া পরস্পর পর:খ দিতে লাগিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন সেই ভীমসেনকে বধ করিবার আশয়ে মিষ্টান্নে ত করিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভ্রাতার ন্যায় দের ন্যায় মিষ্টবাক্য কহিতে কহিতে ভীমের ই বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রদান করিল। সরলহৃদয় ঐ খাদ্য যে বিষমিশ্রিত, তাহা না জানিতে াতিশয় প্রীতিপূর্ব্বক সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিাত্মা দুর্য্যোধন তদ্দর্শনে আপনাকে কৃতকৃত্য রিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। তদনন্তর ার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও পাণ্ডবগণ একত্রিত হইয়া পরমালক্রীড়া, করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবান্ স্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, তাঁহারা সকলে সাতিশয় হইয়া জলহইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং গমনপূর্ব্বক ধৌতবস্ত্র পরিধান ও বিচিত্র অলকরিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেবল ভীমসেনই বিষভক্ষণ ও ব্যায়ামাধিক্যপ্রযুক্ত াস্ত হইয়া গঙ্গার কচ্ছ দেশে শয়ন করিবামাত্র চেতন ও মৃতকল্প হইলেন। দুর্য্যোধন সেই াহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া স্থলহইতে জলে রিল।

ম কালকূটপ্রভাবে নিঃসংজ্ঞ হইয়াছিলেন। গ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে নাগভবনে সমুপস্থিত ও গণের উপর নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রস্থ বিষধরগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ভীষণশন করিতে লাগিল। সর্পগণের জঙ্গমবিষদ্বারা ভীমশরীরস্থস্থাবর কালকূট বিষের তেজ একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সর্পগণের দংশনে ভীমের দৃঢ় কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ত্বক্ এমন কঠিন যে, উহাতে বিন্দুমাত্র দশনচিহ্ন হইল না।

এইরূপে ভীমপরাক্রমভীমসেন সর্পগণকর্ত্তৃক দষ্ট হওয়াতে কালকূট বিষ হইতে মুক্ত হইয়া সংজ্ঞা লাভপূর্ব্বক সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। উহাদের মধ্যে যাহারা ভীমের হস্ত হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা বাসবতুল্য প্রভাবশালী নাগরাজ বাসুকির নিকটে সত্বর গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "হে নাগেন্দ্র! এক মহাবল পরাক্রান্ত মানব আমাদিগের পাতালপুরে আসিয়া মহা উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যখন ঐ ব্যক্তি এখানে সমুপস্থিত হয়, তখন হস্তপদে বদ্ধ ও অচেতন, বোধ হয় বিষপান করিয়াছিল, এখানে আসিয়া আমাদিগের শিশু সন্তানগণের উপর নিপতিত হওয়াতে আমরা ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে দংশন করিলাম, পরে সে চৈতন্যলাভ করিয়া স্বীয় হস্ত পদের বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল; ঐ নর প্রায় আমাদের সকলকেই বিনাশ করিয়াছে, কেবল আমরা কয়েকজন মাত্র কৌশলক্রমে পলাইয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি গিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন।"

নাগরাজ বাসুকি সর্পগণের বচনানুসারে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক মহাবাহু ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন। নাগরাজ দেখিবামাত্র তাঁহাকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া প্রীতিপ্রসন্ন চিত্তে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাঁহার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া প্রচুর ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন। তখন কোন সর্প কহিল, হে নাগেন্দ্র! যদি ভীমের প্রতি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে যে কুণ্ড রক্ষার নিমিত্ত সহস্র নাগসৈন্য প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই কুণ্ডহইতে তাঁহাকে উদরপূরণ করিয়া অমৃতপান করিতে অনুমতি করুন। নাগরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন ভীমসেন অন্যান্য নাগগণের আশীর্ব্বাদগ্রহণপুরঃসর শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অমৃতপান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি

এক এক নিঃশ্বাসে এক এক কুণ্ড অমৃতপান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আট কুণ্ড পান করিয়া ফেলিলেন। অমৃতপান সমাপ্ত হইলে মহাভুজ বৃকোদর নাগদত্ত দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া পরমসুখে নিদ্রিত হইলেন।

---

## ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে কৌরবগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ক্রীড়াশেষ করিয়া যৎকালে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে এই বিবেচনা করিলেন, যে তিনি আমাদিগের অগ্রেই গিয়াছেন; ইহা স্থির করিয়া কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ কেহ বা অন্যান্য যানবিশেষে আরোহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন। পাপাত্মা দুর্য্যোধন বৃকোদরের অদর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পুর প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুরাত্মা দুর্য্যোধনকৃত ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না, সুতরাং ভীমের কোন অনিষ্টাশঙ্কা না করিয়াই পুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি জননী সদনে উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! বৃকোদর যে গৃহে আসিয়াছে! তাহাকে দেখিতেছি না কেন? তবে সে কোথায় গেল? আমরা তাহার নিমিত্ত উদ্যান ও বন তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছি। যখন অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে নিতান্ত পাইলাম না, তখন আমাদের বোধ হইল যে, অগ্রেই গৃহে আসিয়াছে। এক্ষণে তাহাকে না দেখিয়া অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। সে এখানে আসিয়া আর কোথাও ত গমন করে নাই? আপনি ত তাহাকে কোথাও পাঠান নাই?

কুন্তী যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হায়! কি হইল বলিয়া সসম্ভ্রমে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আমি ভীমসেনকে দেখি নাই, সে এপর্য্যন্ত গৃহে আগমন করে নাই, তুমি তোমার অনুজত্রয় সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তাহার অন্বেষণ কর। চঞ্চলচিত্তা ভোজরাজদুহিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এইরূপ আদেশ দিয়া বিদুরকে সন্নিধানে আনয়নপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্তঃ! অদ্য কুমারগণ একত্র হইয়া উদ্যানে বিহার করিতে গিয়াছিল, সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে, কেবল একাকী ভীম এপর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, সে যে কোথায় রহিয়াছে, কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহাকে দেখিতে পারে না। ঐ দুরাত্মা নিতান্ত ক্রূর, একান্ত ক্ষুদ্র, রাজ্যলুব্ধ ও সাতিশয় নির্লজ্জ; হয়ত ঐ পাপাত্মাই ভীমকে বিনাশ করিয়াছে; এই ভাবিয়া আমার মন একান্ত ব্যাকুলিত হইতেছে।

মহামতি বিদুর কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কল্যাণি! যদি পরিণামে আপনার মঙ্গল চাহ, তবে ও কথা আর মুখে আনিও না, দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমার এ কথার সূত্র শুনিতে পাইলে অতিশয় অনিষ্ট করিবে। ভীমসেনের নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। মহামুনি বেদব্যাস কহিয়াছেন, তোমার পুত্রেরা দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, তাঁহার কথা কখন মিথ্যা হইবার নয়, তুমি ভাবিত হইও না। ভীমসেন অবশ্যই প্রত্যাগমন করিয়া তোমার নন্দনদ্বয়ের আনন্দ সম্পাদন করিবে। বিদ্বান্ বিদুর এই কথা বলিয়া স্বকীয় নিকেতনে প্রস্থান করিলেন, কুন্তী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে ভীমচিন্তায় একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন।

ও দিকে ভীমসেন অষ্টমদিবসে জাগরিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ভুজঙ্গমগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিল, হে মহাবাহো! তুমি যে বলোপধায়ক অমৃতপান করিয়াছ, তদ্দ্বারা অযুতগজোপমবলশালী ও যুদ্ধে অধৃষ্য হইবে। এক্ষণে এই দিব্য জলে স্নান করিয়া আপন আলয়ে গমন কর; তোমার ভ্রাতৃগণ ও জননী তোমার অদর্শনে একান্ত ব্যগ্র হইয়া সাতিশয় ব্যাকুলিতচিত্তে কালক্ষেপ করিতেছেন। নাগগণের বাক্যাবসানে মহাবলপরাক্রান্ত ভীম স্নান সমাপ্তি করিয়া শুক্লাম্বর পরিধান ও শুক্ল মাল্য ধারণপূর্ব্বক বিবিধ বিষঘ্ন সুরভি ঔষধ দ্বারা কৃতকৌতুক হইয়া নাগদত্ত সুরস পরমান্ন ভোজন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভুজঙ্গমগণ তাঁহাকে কেহ বা পূজা কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। দিব্যাভরণভূষিত ভীমসেন নাগগণকে আমন্ত্রণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নাগলোক হইতে উত্থিত মানসে গাত্রোত্থান করিলেন। নাগেরা তাঁহাকে

...ত্তোলন করিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত বনোদ্দেশে স্থাপন ...পিতে দেখিতেই অন্তর্হিত হইলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন আর বিলম্ব বনোদ্দেশহইতে স্বভবনে গমনপুরঃসর সর্ব্বা-...ীর সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন, এবং অগ্রে তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন ...নিষ্ঠভ্রাতাদিগের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। পুত্র-...ন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় পরম আহ্লাদিত ...াকে আলিঙ্গন করিলেন এবং "দৈব আমা-প্রতি নিতান্ত অনুকূল, এই নিমিত্তই পুনর্ব্বার দর্শন পাইলাম" এই বলিয়া আনন্দাশ্রু মোচন লাগিলেন। তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেন নিকটে দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টিত অবধি আপনার ...হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত সবি-...র্ত্তন করিলেন। অসাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা ...ীমের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত দুষ্ট ব্যবহার শ্রবণ ...হিলেন, ভ্রাতঃ! এ কথা আমাদিগের নিকটে যাহা ...ই পর্য্যন্তই ভাল, আর কাহারও নিকটে মুখে ...; আমরা অদ্যাবধি পরস্পর পরস্পরের রক্ষণ-...চষ্ট থাকিব। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে ইহা ...বধি ভ্রাতৃগণের সহিত সাবধান হইয়া চলিতে ...। যে সময়ে পাণ্ডবগণ ক্রীড়াসক্ত থাকিতেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নানা-...দ্বারা তাঁহাদিগের হিংসা করিতে চেষ্টা পাই-...ন্তু তাঁহারা সে সকল জানিতে পারিয়াও বিদু-...রামর্শানুসারে কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেন ...।

---

## ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

...জন্ম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আচার্য্য কৃপ কিরূপে ...ইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং কিরূপেই বা অস্ত্র-প্রাপ্ত হইলেন, অনুগ্রহ করিয়া তৎসমুদায় বর্ণন ...

...ম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি গৌতমের ...লিয়া এক পুত্র জন্মেন। তিনি শরের সহিত জন্মিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম শরদ্বান্ হইয়াছিল। ঐ পুত্র বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা ধনুর্ব্বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর অভি-লাষী ও যত্নবান্ ছিলেন। ব্রহ্মচারিগণ তপোনুষ্ঠান দ্বারা বেদাধ্যয়ন করিতেন, তিনি সেইরূপ তপস্যাচরণ করিয়া সমস্ত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদানুশীলনে ও কঠোর তপোনুষ্ঠানে এরূপ যত্নশালী ছিলেন যে, দেব-রাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে সাতিশয় ত্রাসিত হইয়া জানপদীনাম্নী দেবকন্যাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন জন্মা-ইতে আদেশ প্রদান করিলেন। জানপদী দেবরাজের আদেশানুসারে ধনুর্ব্বাণধারী শরদ্বানের পরম রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার লোভ জন্মাইবার নিমিত্ত হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অলৌকিক রূপ-লাবণ্যসম্পন্না একমাত্রবসনা সেই ললনাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র মহাত্মা শরদ্বানের নয়নদ্বয় বিকসিত হইয়া উঠিল, হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পতিত হইল এবং বাতচালিত কদলীপত্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এই অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন তপস্বী উক্তপ্রকারে কুসুম-শরাহত হইয়াও স্বীয় তপঃপ্রভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কিন্তু দুঃসহ মদনবিকারপ্রভাবে তাঁহার রেতঃ-স্খলন হইল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি সেই তপোস্তরায়ভূত অপ্সরার সন্নিধান পরিত্যাগ করিবার মানসে যেমন আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, অমনি তাঁহার স্খলিত রেতঃ শরস্তম্বে নিপতিত হইল। বীর্য্য পতিত হইবামাত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল এবং তাহাতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। এই সময়ে মহারাজ শান্তনু বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এক সৈনিক পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সদ্যোজাত বিপ্রমিথুনকে দেখিতে পাইল। ...ায় ধনুঃশর ও কৃষ্ণাজিন পতিত দেখিয়া কোন ধনুর্ব্বেদপারগ ...ণের অপত্যযুগলবিবেচনায়, মহারাজকে আনিয়া দেখাইলে, অবশ্য ইহাদের গত্যন্তর হইতে পারে; স্থির করিয়া সে রাজাকে আনিয়া দেখাইল। রাজা সেই সদ্যোজাত মিথুন দর্শনে যৎপরোনাস্তি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং ইহারা আমার সন্তান হইল বলিয়া শরদ্বানের অপত্যদ্বয়কে আপন গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ

শান্তনু কৃপা করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন বলিয়া, পুত্রটির নাম কৃপ ও কন্যাটির নাম কৃপী রাখিলেন।

এদিকে মহাত্মা শরদ্বান্ আশ্রমান্তর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ধনুর্ব্বেদানুশীলন ও কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা এক জন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। তিনি একদা তপোবলে কৃপ কৃপীর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহারা যথায় যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তৎসমস্ত জানিতে পারিলেন। তখন তিনি রাজভবনে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র কৃপকে তাঁহার গোত্রাদি বলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে কৃপ অতি অল্পদিনের মধ্যেই এক জন উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বেদাধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, পাণ্ডবেরা, যাদবসকল, বৃষ্ণিবর্গ ও নানা দিগ্‌দেশাগত অন্যান্য ভূপতি সমস্ত তাঁহার নিকটে আসিয়া ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম বিশেষরূপ বিনয়াধান ও শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত এক জন বুদ্ধিমান্ নানাশাস্ত্রসম্পন্ন দেবতুল্য সত্ত্বশালী অধ্যাপকের হস্তে পৌত্রদিগকে সমর্পণ করিবার মানস করিলেন। পরে বেদবেত্তা ধীমান্ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যকে স্বভবনে আনয়নপূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন, এবং শিক্ষা প্রদানার্থ পৌত্রদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহাভাগ দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের সাতিশয় আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমারগণকে শিষ্যরূপে পরিগ্রহ করিলেন, এবং সাতিশয় যত্ন ও দৃঢ়তর মনোযোগ সহকারে তাহাদিগকে বিশেষরূপে ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ছাত্রেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, অল্প কালমধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও অপরিমিততেজস্বী হইয়া উঠিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ধনুর্ব্বেদ পারগ দ্রোণাচার্য্য কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিপ্রকারে অস্ত্র বিদ্যায় সুনিপুণ হইলেন; কি নিমিত্ত কুরুদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি কাহার পুত্র এবং অশ্বত্থামানামে তাঁহার সর্ব্বাস্ত্রবিৎ পুত্রই বা কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন, এই সকল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে, অনুগ্রহ প্রদর্শন [illegible] শেষ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! [illegible]র্ষের উত্তর সীমায় পৃথিবীর মানদণ্ড-স্বরূপ হিমালয়নামে পর্ব্বত আছে, তথাহইতে ভগবতী ভাগীরথী নির্গত হইতেছেন। পূর্ব্বকালে সেই স্থানে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন। তিনি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরোহগ্রগণ্যা ঘৃতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল। দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবসন উড্ডীন হইল। মহর্ষি সেই সুরূপা নবযৌবনা মদদৃপ্তা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া কামশরে জর্জ্জরিত কলেবর হইলেন। দুর্জ্জয় কুসুমায়ুধের দুঃসহ প্রভাবে তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ এক দ্রোণ অর্থাৎ [illegible] কলসের মধ্যে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই বীর্য্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল। মহর্ষি ভরদ্বাজ দ্রোণমধ্যে জাত বলিয়া, ঐ পুত্রের নাম দ্রোণ রাখিলেন। দ্রোণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রতাপশালী অস্ত্রবিদের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিসম্ভূত অগ্নিবেশনামা তপোধনকে [illegible] অস্ত্র দিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ তপোধন সেই [illegible] গুরুপুত্র দ্রোণকে প্রদান করিলেন।

পৃষতনামা নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের [illegible] ছিলেন। তাঁহারও দ্রুপদনামে এক সন্তান জন্মে। [illegible] প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের [illegible] একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিয়দ্দিনানন্তর পৃষত পরলোক প্রাপ্ত হইলে মহাবাহু দ্রুপদ সমুদায় পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ[illegible] করিলে মহাত্মা দ্রোণ সেই পৈতৃক আশ্রমে [illegible] তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সম[illegible] ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তপোনুষ্ঠান দ্বারা [illegible] সমস্ত পাপ ধ্বংস হইয়া গেল। কিয়দ্দিন প[illegible] মহাশয় পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় শ[illegible] কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন। এই কামিনী [illegible] যুক্তা, অগ্নিহোত্রনিরতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন।

চার্য্যের অশ্বত্থামা নামে পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিল। ঐ ধ্বনি এই দৈববাণী হইল "এই পুত্র জন্মিবামাত্র ন্যায় গভীরধ্বনিদ্বারা দিগন্ত সকল প্রতি-ধ্বনিত করিল, অতএব ইহার নাম অশ্বত্থামা মহাত্মা দ্রোণ পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হই-

য়ে অরাতিতপন সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্রবিৎ দগ্নিনন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান সংকল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ উহা অবগত র নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ,দিব্যাস্ত্র সমুদয় ও নীতি- করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন অনন্তর চারী তপোনিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র নপূর্ব্বক দেখিলেন যে, শত্রুতাপী জমদগ্নিকুমার সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তত্রত্য বনে অবস্থিতি- লযাপন করিতেছেন। তখন ভরদ্বাজ শিষ্যগণ রে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পাদবন্দন বং কহিলেন,হে মহাত্মন্! আমি মহর্ষি অঙ্গিরার য়, ভরদ্বাজের পুত্র, অযোনিসম্ভূত, আমার নাম আমি ধনাকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট আসিয়াছি। বাক্যাবসানে ক্ষত্রিয়কুলকালান্তক ভগবান্ পরশুরাম সাদর সম্ভাষণে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া হে দ্বিজোত্তম! তোমাকে কি ধন প্রদান হইবে? দ্রোণ কহিলেন, ভগবন্! আমাকে অনন্ত ধন প্রদান করুন। রাম কহিলেন, হে আমার যাবতীয় হিরণ্য ও অন্যান্য ধন ছিল, ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছি, এই সসাগরা বাহুবলে জয় করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে দিয়াছি; কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহার্হ অস্ত্রশস্ত্রমাত্র আছে, ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় শীঘ্র কর, তাহাই প্রদান করিব। তখন দ্রোণ কহি- বিপুলব্রত ভৃগুনন্দন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যোগ সংহার সমবেত আপনার অস্ত্র সমুদায় প্রদান করুন। পরশুরাম 'তথাস্তু' বলিয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রহস্যসমবেত ধনুর্ব্বেদ প্রদান । দ্বিজসত্তম দ্রোণ এইরূপে পরশুরামের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া পরমপ্রীতমনে প্রিয়সখা দ্রুপদ সমীপে গমন করিলেন।

---

## একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর মহাপ্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ, মহারাজ দ্রুপদের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার সখা। ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত দ্রুপদ রাজা দ্রোণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেন না; প্রত্যুত রোষকষায়িত লোচনে ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেছ; ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতি-গণের সহিত ভবাদৃশ শ্রীহীন নির্ধন লোকের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; বাল্যাবস্থায় তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত সেরূপ বন্ধুত্ব থাকা কোনক্রমেই উচিত নহে; কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না; হয় সর্ব্বসংহর্ত্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন, নয় ক্রোধবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব তুমি সেই পূর্ব্বতন সৌহার্দ্দ এক্ষণে দূরে পরিত্যাগ কর। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে বন্ধুতা ছিল, তাহা কেবল অর্থ নিবন্ধনমাত্র; যেমন পণ্ডিতের সহিত মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুতা কদাচ হইবার নহে; তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; অতএব তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বতন বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইতেছ? হে ব্রাহ্মণ! যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্যসংস্থাপন করা কর্ত্তব্য; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। হে বিপ্র! যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথীর সহিত রথীর বন্ধুতা হওয়া একান্ত অসম্ভব; সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের কখনই সখ্য হয় না; তবে তুমি কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ?

মহাতেজাঃ দ্রোণ দ্রুপদের এই কটূক্তি শ্রবণে মুহূর্ত্ত-মাত্র চিন্তা করিয়া ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইলেন, এবং

সেই ক্ষণেই দ্রুপদ রাজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরভাব জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া হস্তিনানগরে আগমনপূর্ব্বক নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের আবাসে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিতে লাগিলেন। যখন কৃপাচার্য্য বালকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া বিশ্রাম করিতেন সেই সময়ে দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা কুন্তীনন্দনদিগকে পুনরায় শিক্ষা করাইতেন। কেহ তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিত না। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পুত্রের সহিত হস্তিনানগরে গূঢ়রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা হস্তিনাপুরস্থ বালকগণ নগর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক একত্র হইয়া লৌহগুলিকাদ্বারা ক্রীড়া করিতেছিল, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমারগণ কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমভিব্যাহারে অগ্নিহোত্র রহিয়াছে। গুলিকোদ্ধরণেভগ্নোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া উহাঁর চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে বালকবৃন্দ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমাদিগের ক্ষাত্র বলে ধিক্, এবং তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষায়ও ধিক্, যেহেতু তোমরা ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে না। আমি ঐ লৌহগুলিকা এবং এই অঙ্গুরীয়ক উভয়ই ঈষীকাদ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন করাও। এই বলিয়া আপনার অঙ্গুলীস্থ অঙ্গুরীয়ক ঐ নিরুদক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন, যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন, মহাশয়! যদি আপনি কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন। দ্রোণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে একমুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া কহিলেন; এই যে ঈষীকামুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ, ইহার একটি ঈষীকাদ্বারা কূপমধ্যস্থিত সেই গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা অপর একটি দ্বারা [illegible] অন্য একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব; এইরূপে ক্রমে [illegible] দ্বারা অন্য ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।

দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ঈষীকামুষ্টিদ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কূপহইতে গুলিকা উত্তোলন করিলেন। বালকেরা তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, বিপ্রর্ষে! আপনার অঙ্গুরীয়কটিও শীঘ্র উত্তোলন করুন। তখন মহাযশাঃ দ্রোণাচার্য্য হস্তে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া কূপমধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহারা অঙ্গুরীয়ক দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, হে ব্রহ্মন্! আপনাকে অভিবাদন করি, আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে অতএব মহাশয় আপনার পরিচয় প্রদান ও [illegible] আদেশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। দ্রোণাচার্য্য কুমারদিগের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে [illegible] তোমরা ভীষ্মের নিকটে যাইয়া আমার রূপ ও [illegible] রূপে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে কহিবে যে সেই [illegible] এ স্থানে সমুপস্থিত হইয়াছেন। কুমারগণ দ্রোণের [illegible] শানুসারে ভীষ্মের নিকটে গমন করিয়া দ্রোণের রূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম সবিশেষ বর্ণন করিল। মহাত্মা ভীষ্ম কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই [illegible] জন সুশিক্ষকের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার [illegible] করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য্য [illegible] ক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারে গমন করিয়াছেন [illegible] যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণের [illegible] গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপূর্ব্বক [illegible] চিত সৎকার করিয়া সাদর-সম্ভাষণে কুশলপ্রশ্ন [illegible] মনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণ ভীষ্মের বচনাবসানে কহিতে লাগিলেন, মহাত্মন্! পূর্ব্বে আমি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার্থে মহ[illegible] বেশের নিকটে গমন করিয়াছিলাম। তথায় গিয়া [illegible] গ্রহণ, আত্মসংযম ও জটাধারণপূর্ব্বক গুরুসেবায় [illegible]

বৎসর বাস করিয়াছিলাম। হে ভীষ্ম! ঐ পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র মহাবল দ্রুপদ ঐ অগ্নিবেশের নিকটে অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসার্থ তদীয় আশ্রমে বাস করিত। এইরূপে বাল্যকালাবধি একত্রবাস ও এক গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করাতে দ্রুপদ ক্রমে ক্রমে আমার অতীব প্রিয় সখা হইয়া উঠিল। সে সর্ব্বদা আমাকে প্রিয় বাক্য বলিত ও আমার প্রিয়কার্য্য করিত। একদা কহিয়াছিল, হে দ্রোণ! আমি পিতার প্রিয়তমপুত্র। পিতা আমাকে পাঞ্চালরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তৎকালে আমার যাবতীয় ভোগ, ঐশ্বর্য্য, সুখ, সমস্তই তোমার অধীন হইবে। দ্রুপদ আমাকে এই কথা কহিয়া কিয়দ্দিনমধ্যে কৃতবিদ্য হইয়া স্বীয় নিকেতনে গমন করিল। গমনকালে আমি তাহাকে উচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দিলাম। কিন্তু তাহার ঐ বাক্য আমার হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরূক রহিল।

হে শান্তনুতনয়! কিছুদিন পরে আমি পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রাকাঙ্ক্ষায় গোতমনন্দিনী কৃপীকে বিবাহ করিলাম। ঐ কামিনী অনতিদীর্ঘকেশা, পরমপ্রজ্ঞা, এবং অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও দমগুণে সর্ব্বদা নিরতা। কিয়দ্দিন পরে কৃপীর গর্ভে আমার অশ্বত্থামানামে মহাবলপরাক্রান্ত আদিত্য সমতেজা এক পুত্র জন্মিল। পিতা পুত্রমুখ দর্শন পাইয়া প্রীত হইয়াছিলেন, আমিও অশ্বত্থামাকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ অতীব আনন্দিত হইলাম। একদা অশ্বত্থামা ধনিকদিগের পুত্রগণকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া আমার নিকটে আসিয়া রোদন করিতে লাগিল; তাহাতে আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইল। তথন আমি ধর্ম্মসঙ্গত প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় বহুতর দেশ পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি দুগ্ধবতী গাভী প্রাপ্ত হইলাম না; পরিশেষে বিষণ্ণমনে নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তথায় আসিয়া দেখিলাম, বালকগণ পিষ্টোদক আনয়ন করিয়া "এই দুগ্ধ, ইহা পান কর" বলিয়া অশ্বত্থামাকে লোভ দেখাইতেছে। অজ্ঞস্বভাব অশ্বত্থামাও উহা পান করিয়া দুগ্ধপান করিলাম বলিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে। বালকগণ "ধনহীন দ্রোণকে ধিক্, যাঁহার সন্তান পিষ্টোদক পান করিয়া দুগ্ধ পাইলাম বলিয়া নৃত্য করিতেছে" এই বলিয়া তাহাকে বারংবার উপহাস করিতেছে। হে গাঙ্গেয়! স্বীয় সন্তানের সেই দুরবস্থা দর্শনে এবং অন্যান্য বালকগণের ঐ পরিহাসবাক্য শ্রবণে আমার মন দুঃখানলে একেবারে দগ্ধ হইয়া গেল। আমি মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়া চিন্তা করিলাম, আমি ইতিপূর্ব্বে নির্ধনতাজন্য ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইয়া উপবাসে কালক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি ধনলিপ্সায় কখন পাপজনক পরসেবায় আসক্ত হই নাই। হে ভীষ্ম! মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্রুপদের পূর্ব্ব স্নেহানুসারে পুত্র কলত্রসমভিব্যাহারে পাঞ্চালরাজ্যে গমন করিলাম। পথিমধ্যে শুনিলাম, দ্রুপদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। তৎশ্রবণে প্রিয় বান্ধবের সহবাস ও প্রতিশ্রুত বাক্য স্মরণ করিয়া আমি কৃতার্থম্মন্য হইলাম। পরে অবিলম্বে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বতন সখ্য স্মরণ করিয়া কহিলাম, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার সখা, তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিবে, আমি তদনুসারে তোমার নিকটে আসিয়াছি। দ্রুপদ আমার সেই কথায় কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিল না, প্রত্যুত,আমাকে হীনলোকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া কহিল, হে ব্রহ্মন্! তুমি আসিয়া হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য কর নাই; পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে আর তুমি আমার বন্ধুর উপযুক্ত নও; অশ্রোত্রিয় কখন শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারে না; অরথীর সহিত রথীর সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; সমানে সমানে বন্ধুতা হওয়াই উচিত; অসমানের সহিত বন্ধুতা করা অবিধেয়। সখ্য চিরকাল সমভাবে থাকিবার নহে। হয় কাল, নতুবা, পরস্পরে ক্রোধ উহাকে বিনাশ করে। তুমি সেই পুরাতন বন্ধুতা দূরে পরিত্যাগ কর। পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে সখ্য ছিল, সে কেবল সামনিবন্ধনমাত্র। যেমন মূর্খের সহিত বিদ্বানের ও ক্লীবের সহিত শূরের সখ্য হয় না, তদ্রূপ নির্ধনের সহিত ধনবানের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। অতএব কেন তুমি আমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুতা করিতে আসিয়াছ। হা মন্দাত্মন্! ভবাদৃশ ধনবিহীন হীনলোকের সহিত অতুলধনসম্পত্তিসম্পন্ন মহারাজদিগের বন্ধুতা হওয়া

যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা কি তুমি জান না? তবে তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে বাসনা করিতেছ। তুমি কহিতেছ, আমি তোমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তাহার বিন্দুমাত্রও আমার স্মরণ হইতেছে না, এক্ষণে কেবল এক রাত্রির নিমিত্ত তোমাকে ভোজন প্রদান করিতে পারি।

হে শান্তনুতনয়! দ্রুপদের মুখে এই প্রকার কটূক্তি শ্রবণে আমার মন ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। আমি অবিলম্বে তথাহইতে প্রস্থান করিলাম। হে ভীষ্ম! আগমনকালে আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অতি ত্বরায় সম্পন্ন করিব, এই মানসে গুণবান্ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কুরুদিগের অধিকারে আসিলাম। এক্ষণে তোমাকে সম্বর্দ্ধন করিতে এই সুরম্য হস্তিনানগরে আসিয়াছি। বল তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে? মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! শরাসনের গুণ মোচন করুন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া বালকগণকে সম্যক্‌রূপে অস্ত্র শিক্ষা করান; এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে পরম সুখ ভোগ করুন। কুরুদিগের যাবতীয় ধন ও রাজ্য, সমস্তই আপনার অধীন হইবে। আপনিই রাজা, কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি যখন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে এস্থানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

---

## দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রোণাচার্য্য, মহানুভব ভীষ্মকর্তৃক সংকৃত হইয়া পরম সমাদরে কুরুগৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রান্ত হইলে ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্যসম্পন্ন এক গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎপরে কৌরব পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদন করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে অন্তেবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, হে শিষ্যগণ! আমি উত্তমরূপে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিব, কিন্তু পরিশেষে তোমাদিগকে আমার একটি অভিলষিত সম্পাদন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা অঙ্গীকার কর। তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধনপ্রভৃতি কুরুনন্দন সকলেই মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, কেবল অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিব, সন্দেহ নাই। আচার্য্য দ্রোণ, অর্জ্জুনের অঙ্গীকারবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও বারংবার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার নয়নযুগলহইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য আচার্য্য দ্রোণ, পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই সম্বাদ শ্রবণে অন্ধকবংশীয় রাজা ও সূতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্র শিক্ষার্থে দেশদেশান্তর হইতে দ্রোণের নিকটে আগমন করিলেন। কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানাপ্রকার অবমাননা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমাগত সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে অর্জ্জুন ভুজবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় দ্রোণের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। দ্রোণাচার্য্য ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনকে অস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগ, প্রয়োগ, লাঘব ও কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিয়া সবিশেষ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি রাজকুমারদিগের পরিতোষার্থ শাণিত বাণ, ও বিলম্বে জলপূর্ণ হইবে এমত এক এক ক্ষুদ্রমুখ কমণ্ডলু প্রদান করিলেন, কিন্তু অবিলম্বে জলপূর্ণ হইবে এই মানসে নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকে বিস্তীর্ণমুখ একটি কলস দিলেন। মহাবলি [illegible] রাজপুত্রগণ না আসিতে আসিতে অশ্বত্থামাকে [illegible] বিশেষ অস্ত্র উপদেশ দিতেন। অর্জ্জুন তাহা [illegible] পারিয়া বারুণাস্ত্রদ্বারা কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া [illegible] অশ্বত্থামার সহিত সমকালে গুরুসন্নিধানে সমাগত হইতেন। সুমহান্ অস্ত্রজ্ঞ পার্থ অশ্বত্থামার সহিত [illegible] আগমন করিতেন বলিয়া, তাঁহার অপেক্ষা কোন [illegible] ন্যূন হইলেন না। তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আরাধনা করিতে তৎপর ছিলেন, এবং অস্ত্রশিক্ষায় [illegible]

স্নানিবেশ করিতেন। এইরূপে অর্জ্জুন ক্রমশঃ অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

র আচার্য্য দ্রোণ অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে অর্জ্জুনকে ন্ন দেখিয়া সূপকারিণীকে আহ্বান পূর্ব্বক হিলেন, হে বিজয়ে! তুমি অর্জ্জুনকে অন্ধকারে াগ করিতে দিও না এবং আমি তোমাকে করিলাম ইহা কদাচ অর্জ্জুনের নিকটে প্রকাশ । একদা অর্জ্জুন ভোজন করিতেছেন, এই অব- বেগে বাত্যা উত্থিত হইলে দীপ্যমান দীপশিখা াপিত হইল। দীপ নির্ব্বাণ হইলে তাঁহার হস্ত তঃ আস্যদেশেই সংলগ্ন হইতে লাগিল। তখন ন করিলেন, যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই য়া উঠে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাত্রিকালে নুশীলন করিবার নিমিত্ত শরাসনে জ্যারোপণ রংবার টঙ্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যা বণে দ্রোণ বিস্মিত হইয়া সহসা তথায় আগমন আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি সত্য এই ধরাধামে তোমার তুল্য দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর খ্যাত না হয়, এইরূপ বিধান করিব. এই াণাচার্য্য অর্জ্জুনকে হস্তী অশ্ব ও রথে আরূঢ় লে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয় নর্ব্বার সবিশেষ শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন, দ্ধ, অসিচর্য্যা তোমর, প্রাস ও শক্তি প্রয়োগ র্ণ যুদ্ধে কৌশল সম্পন্ন করিলেন। দ্রোণের পুণ্য শ্রবণ করিয়া শত সহস্র রাজা ও রাজকুমার শিক্ষা করিবার নিমিত্ত দিগ্‌দিগন্ত হইতে তথায় করিতে লাগিলেন। একদা নিষাদরাজ হিরণ্য- একলব্য, দ্রোণসন্নিধানে সমাগত হইল; কিন্তু ্য ম্লেচ্ছজাতি, সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হয় ন্ত অনভিপ্রেত এই বিবেচনা করিয়া দ্রোণ নুর্ব্বেদে দীক্ষিত করিলেন না। তখন নিষাদ- বিষাদমগ্ন হইয়া দ্রোণের পাদগ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে রিল এবং তথায় মৃন্ময় এক দ্রোণনির্ম্মাণ ও আচার্য্যভাব সংস্থাপন করিয়া ব্রত ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র ক্ত করিল। এইরূপে সে অচিরকালমধ্যে অস্ত্রের সংহার সন্ধানবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল।

একদা কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণে রাজধানীহইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। এক জন আপনার কুক্কুর ও বাগুরা লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। কৌরব ও পাণ্ডবগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সেই কুক্কুর মৃগের অনুসরণক্রমে সহসা নিষাদ-রাজতনয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। সেই কুক্কুর মলিনকলেবর, কৃষ্ণাজিন-জটাধারী নিষাদ-রাজকুমার একলব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতার পরীক্ষার্থ তাহার মুখবিবরে এককালে সাতটি শর নিক্ষেপ করিল। কুক্কুর আস্যবিবরে শরপূরিত হইয়া দ্রুতগমনে পাণ্ডবসন্নিধানে আগমন করিল। পাণ্ডবেরা কুক্কুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটি শর নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং শরের লঘুত্ব ও শব্দবেধিত্ব দর্শনে সকলেই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগকর্ত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবেরা বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে বনবাসী এক মনুষ্যকে নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণ করিতে দেখিলেন। পাণ্ডবেরা ঐ বিকৃত দর্শন পুরুষকে তৎকালে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে বীরবর! তুমি কে? কাহার পুত্র? একলব্য প্রত্যুত্তর করিল, আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিতেছি।

তখন পাণ্ডবেরা তাহার যথার্থ পরিচয় হইয়া পুনর্ব্বার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রোণসন্নিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন। তৎপরে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন বিনীতবচনে নির্জ্জনে দ্রোণকে কহিলেন, গুরো! আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তোমা অপেক্ষা আমার অন্য কোন শিষ্যই উৎকৃষ্ট হইবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে। নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্ব্বেদে আমা অপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তখন অর্জ্জুন মুখে এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া দ্রোণ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ইহার বিশেষ কারণ অনুধাবন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে অর্জ্জুন সম-

ভিব্যাহারে অরণ্য-প্রবেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জটাচীরধারী, মলিনকলেবর, নিষাদ-রাজকুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া বারম্বার বাণ বর্ষণ করিতেছে। এই অবসরে দ্রোণ তাহার সম্মুখীন হইলেন। সে সহসা দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও পাদ-বন্দনপূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিল, এবং বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি যথার্থই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। তাহা শুনিয়া একলব্য প্রীতবাক্যে কহিল, ভগবন্! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই, এক্ষণে কিরূপ দক্ষিণা আহরণ করিব, আজ্ঞা করুন। তখন দ্রোণ কহিলেন, হে বীর! যদি সম্মত হইয়া থাক, তবে দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে সম্প্রদান কর। সত্যবাক্ একলব্য দ্রোণের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে প্রফুল্লমনে ও হৃষ্টবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিল। তৎপরে অপর অঙ্গুলী দ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বাপেক্ষা শরের লঘুতা হ্রাস হইয়াছে।

অর্জ্জুন এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন তাঁহার অপকর্ষ-বিষয়ক আশঙ্কা তিরোহিত হইল। এই ধরাধামে অর্জ্জুনকে কেহই পরাভব করিতে পারিবেক না, দ্রোণাচার্য্যের এই অঙ্গীকার বাক্যও রক্ষা হইল। ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন ও ভীম এই উভয়ে দ্রোণের নিকটে গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিতেন। অশ্বত্থামা সর্ব্ব রহস্যে পারদর্শী হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। নকুল ও সহদেব ইঁহারা অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এক উৎকৃষ্ট রথী হইলেন। অর্জ্জুন বুদ্ধিযোগে, বল ও উৎসাহে এই সসাগরা পৃথিবীমধ্যে প্রখ্যাত হইলেন; অর্জ্জুনই আচার্য্য দ্রোণের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং অর্জ্জুনই সমাগত রাজকুমারদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইল।

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের অস্ত্রশিক্ষার [illegible] কুমারগণের অসমক্ষে শিল্পিদ্বারা একটি কৃত্রিম [illegible] পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোপিত করিলেন। পরে সমবেত রাজকুমারদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজপুত্রগণ! সকলে শীঘ্র শরাসনে শর সন্ধান করিয়া আমার আদেশবাক্য অপেক্ষা করিয়া থা[illegible] আমি তোমাদিগকে একে একে নিয়োগ করিতেছি, [illegible] বাক্য অবসান না হইতে হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদ করিয়া ভূতলে পাতিত কর, এই বলিয়া দ্রোণ প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! তু[illegible] শরসন্ধান করিয়া বাক্যের সমকালে বাণ ত্যাগ কর। [illegible] যুধিষ্ঠির দ্রোণের নিদেশানুসারে ধনুঃ গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্যে[illegible] উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে আচা[illegible] দ্রোণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে মুহূর্ত্তকালমধ্যে কহিলেন, তু[illegible] বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর। যুধি[illegible] প্রত্যুত্তর করিলেন, হাঁ আমি দেখিতেছি। দ্রোণ পুনর্ব্বা[illegible] কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! তুমি এই বৃক্ষকে, [illegible] আপন ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির উত্তর [illegible] ভগবন্! আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রা[illegible] বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতেছি। [illegible] দ্রোণ অপ্রসন্নমনে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তুমি এই [illegible] বিদ্ধ করিতে পারিবে না, এস্থান হইতে অপসৃত [illegible] এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া দ্রোণ ধৃত[illegible] দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বোক্ত [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনো[illegible] প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া সকলেই [illegible] হইলেন।

---

## ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন[illegible] হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! এই বা[illegible] কেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে, অতএব [illegible] রোপণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। আমার [illegible] বসান না হইতে হইতে তুমি এই লক্ষ্যে অস্ত্র[illegible] অর্জ্জুন গুরুবাক্যানুসারে শরাসনে শরসন্ধান[illegible]

খাস্থ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তখন দ্রোণ
াল্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা
ন, বৎস! বৃক্ষকে, বৃক্ষস্থ পক্ষীকে, আমাকে বা
গকে নিরীক্ষণ করিতেছ? তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন
র করিলেন, ভগবন্! আমি বৃক্ষ বা আপনাকে
শ করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে অবলোকন
ছি। অনন্তর দ্রোণ প্রীতমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসি-
বৎস! শকুন্তকে সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিতেছ?
প্রত্যুত্তর করিলেন, "না" আমি শকুন্তের অবশিষ্ট
কিছুই অবলোকন করিতেছি না, কেবল উহার
দেখিতেছি। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের এইরূপ
তুরী দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তবে লক্ষ্য
র, এই কথা বলিবামাত্র অর্জ্জুন কিছুমাত্র বিবেচনা
রিয়া লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ করিলেন এবং বৃক্ষশিখরস্থিত
অর্জ্জুনের খরধার অস্ত্র দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে
ত হইল। তাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম সমাধানান্তে
অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রুপদ রাজাকে সংগ্রামে
ত করিয়াছি বলিয়া মানিলেন।

কৎকাল অতীত হইলে একদা শিষ্যগণ-সমভি-
দ্রোণ স্নানার্থ ভাগীরথীর উপকূলে গমন করি-
তথায় সমুপস্থিত হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান
ছেন, এই অবসরে এক ভয়ঙ্কর কুম্ভীর কালপ্রেরিত
দ্রোণের জঙ্ঘাদেশ গ্রহণ করিল। তিনি স্ববীর্য্য-
কুম্ভীরহস্ত হইতে জঙ্ঘা মোচন করিয়া আত্মরক্ষা
পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পরীক্ষার্থে
গকে সসম্ভ্রমে আদেশ করিলেন, হে শিষ্যগণ!
কুম্ভীর বিনাশ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর।
আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই অর্জ্জুন দুর্নিবার ও খরধার
শর দ্বারা জলমগ্ন কুম্ভীরকে প্রহার করিলেন এবং
সমস্ত রাজকুমার ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া যথা-
চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন
ার্য্য অর্জ্জুনকে কৃতকার্য্য দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট
এবং শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট
না করিলেন।

কুম্ভীর, অর্জ্জুনের শরপ্রহারে খণ্ডকলেবর হইয়া
শের জঙ্ঘা পরিত্যাগপূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর
ভারদ্বাজ দ্রোণ, মহারথ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহা-
বাহো! আমি প্রয়োগ ও সংহার সহিত ব্রহ্মশিরা নামে
এই অনিবার্য্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, কিন্তু
বৎস! মনুষ্যের প্রতি ইহা কদাচ প্রয়োগ করিও না,
কারণ অল্পতেজস্ক মনুষ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে ইহা নিশ্চয়ই
এই চরাচর বিশ্বকে ভস্মসাৎ করিবে; এই অস্ত্র সামান্য
অস্ত্র নহে, অতএব সাবধানে এই অস্ত্র ধারণ কর। দেখিও
আমি যাহা কহিলাম, যেন তাহার অন্যথা না হয়। হে
বীর! যদি কোন অমানুষ শত্রু সংগ্রামে সহসা তোমাকে
আক্রমণ করে, তাহার সংহারার্থে তৎকালে তুমি এই
ব্রহ্মশিরা অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। অর্জ্জুন তাহাই হইবে
বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দিব্যাস্ত্র
গ্রহণ করিলেন। তখন আচার্য্য দ্রোণ পুনর্ব্বার কহিলেন,
বৎস! এই জীবলোকে তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই
জন্মিবে না।

---

## চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রা-
ত্মজগণ ও পাণ্ডবেরা অস্ত্রশিক্ষা করিলে একদা দ্রোণ, কৃপ,
সোমদত্ত, বাহ্লীক, ভীষ্ম, ব্যাস ও বিদুরের সন্নিধানে
ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! কুমারেরা সকলেই ধনু-
র্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। অনুমতি হইলে আপন
আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেয়। ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্যে
পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ!
আপনি আমাদিগের এক মহৎ কর্ম্ম সাধন করিলেন।
মহাশয়! এ সময় অস্ত্রশিক্ষাদর্শনবিধায়িনী রঙ্গভূমি যে
স্থানে যে প্রকারে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বোধ করেন,
তাহা আজ্ঞা করুন; কদাচ আপনকার আদেশের অন্যথা
হইবে না। আজি আমার অন্ধতানিবন্ধন নির্ব্বেদের উদয়
হইল। আমি অন্ধ, যাহা হউক কুমারেরা যে সকল চক্ষু-
ষ্মান্ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার সবি-
শেষ পরিচয় প্রদান করিবে, আমি তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভের
একান্ত অভিলাষ করি, এই বলিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র
সম্মুখোপবিষ্ট বিদুরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মবৎসল! আচার্য্য
দ্রোণ আমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে

যাহা আদেশ করেন, তুমি সত্বর হইয়া অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর। বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে প্রাজ্ঞবর দ্রোণাচার্য্য সমতল ভূতলে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাণ করিলেন; ঐ স্থান তরুগুল্মবিহীন, সুপরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয়ে অতীব রমণীয় হইয়াছিল। আচার্য্য দ্রোণ শুভনক্ষত্রযোগ-সম্পন্ন তিথিবিশেষে বীরসমাজে ডিণ্ডিম প্রচার করতঃ ঐ স্থলে পূজোপহার প্রদান করিলেন। রাজশিল্পীরা সেই রঙ্গভূমির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ অতিবিস্তীর্ণ এক এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদিগের অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিল। পুরবাসীরা তথায় অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকা সকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া মুক্তাজালে অলঙ্কৃত বৈদূর্য্যমণি-শোভিত সুবর্ণময় রমণীয় দর্শনাগারে গমন করিলেন। মহাভাগা গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা সুপরিচ্ছন্ন সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণ-সমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ললোচনে তথায় গমন করিলেন; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক রাজকুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষা-দর্শনার্থী হইয়া রাজধানী হইতে দ্রুতগমনে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে রঙ্গভূমিতে প্রবেশার্থী বহুতর দর্শকবর্গের সমাগম হইল; তৎপরে বাদ্যকরেরা মৃদুমধুর রবে বাদ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিল। অভ্যাগত লোকের কোলাহলে সেই সমাজমন্দির উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই অবসরে শুক্লাম্বরধারী শুক্লকেশ শুক্লযজ্ঞোপবিত-সম্পন্ন শুক্লশ্মশ্রু শুক্লচন্দনানুলিপ্ত-কলেবর মহানুভব দ্রোণাচার্য্য গলদেশে শুক্লমাল্য ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বত্থামার সহিত জলধরোপরোধশূন্য গগনে সভৌম দর্শধরের ন্যায় রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বলি প্রদান পূর্ব্বক বিজ্ঞ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন। পুণ্য কর্ম্ম সমাধানান্তে অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য মহারথ রাজপুত্রগণ অঙ্গুলীতে অঙ্গুলিত্র বন্ধনপূর্ব্বক বদ্ধতূণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া কনিষ্ঠক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। পরে অভ্যা[illegible] অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ পতনভয়ে মস্তক অবনত করিতে লাগিল, কেহ বা [illegible] বীর্য্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। কুমারেরা বেগবান্ তুরঙ্গযানে আরোহণ করিয়া স্বনা[illegible] বাণ দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করিলেন। তখন দর্শকমণ্ডলী কার্ম্মুকধারী অদ্ভুতরূপ কুমারসেনা সন্দর্শন করিয়া [illegible]য়োৎফুল্ললোচনে শত সহস্র সাধুবাদ প্রদান করি[illegible] লাগিলেন। মহাবল কুমারবল তৎকালে কার্ম্মু[illegible] অস্থির লক্ষ্যপাত প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল [illegible]ধানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে [illegible] মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন; [illegible] চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কখন গজে, কখন বা অশ্বে আ[illegible] হইয়া বাহুযুদ্ধ সমাধানান্তে পরস্পর প্রহার করিতে লা[illegible]লেন। তাঁহারা একমাত্র খড়্গ দ্বারা কৌশলক্রমে অস্ত্র[illegible] নিবারণ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ খড়্গের [illegible] মণ্ডল ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা [illegible] করিল। এইরূপ অসিচর্য্যায় বীরপুরুষদিগের নি[illegible] প্রকাশ পাইল। তাঁহাদিগের হস্ত খড়্গমুষ্টি হইতে [illegible] বারও স্খলিত হইল না; তাঁহারা অসি প্রয়োগে বি[illegible] কুশলী ছিলেন; এই সমস্ত দেখিয়া রঙ্গস্থ লোক[illegible] বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর ম[illegible] পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ও ভীম উভয়ে বদ্ধপরিকর [illegible] গদাহস্তে একশৃঙ্গ অত্যুত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় রঙ্গস্থলে অ[illegible] হইলেন। মদমত্ত কুঞ্জর যেমন করিণীর নিমিত্ত চীৎ[illegible] করিতে থাকে এবং নভোমণ্ডলে জলধর যেমন [illegible] গর্জ্জন করে, সেই উভয় বীরপুরুষ পৌরুষ প্রকাশার্থ [illegible] মধ্যে তাদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে [illegible] গদাহস্তে বামভাগ অবলম্বন করিয়া মণ্ডলাকারে [illegible] করিতে লাগিলেন। বিদুর ও কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও রাজ[illegible] গান্ধারীর সন্নিধানে রাজকুমারদিগের এই সমস্ত [illegible] নিবেদন করিলেন।

—

### পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন ও ভীমসেন র রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলে উভয় পক্ষীয় দর্শকমণ্ডলী ভাগে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে কেহ হা বীর কুরুরাজ! হা ভীম! এই বলিয়া মহান্ শব্দ করিতে লাগিল। ধীমান্ দ্রোণ সেই রঙ্গস্থল সঙ্কুল সাগরের ন্যায় অবলোকন করিয়া প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! মহাবীর্য্য সুশিক্ষিত বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধ হইতে নিবারণ কর; যেন ভীম ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ উদ্রেক না হয়। তিনি পিতার অনুমতি পাইবামাত্র মহাবেগে ও যুগান্তা-সংক্ষুব্ধ অম্ভোনিধির ন্যায় গদাযুদ্ধোদ্যত বীরদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত করিলেন। তৎপরে দ্রোণাচার্য্য রঙ্গপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া মহামেঘনির্ঘোষ-সদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণ করিয়া কহিলেন, মদীয় শিষ্য অর্জ্জুন আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ ও উপেন্দ্রতুল্য মহাবীর; হে জনগণ! তোমরা ইঁহাকে দর্শন কর। তখন অর্জ্জুন আচার্য্যের আদেশক্রমে গোধালতার অঙ্গুলিত্রাণ ও কাঞ্চন-কবচ ধারণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্যসন্নিহিত সুধালঙ্কৃত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রঙ্গমধ্যে পরি-দৃশ্যমান হইলেন, তদ্দর্শনে রঙ্গস্থ লোকের চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই অবসরে চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যো-দ্যম হইতে লাগিল। অনন্তর "ইনি শ্রীমান্ কুন্তীনন্দন" "ইনি পাণ্ডবদিগের তৃতীয়" "ইনিই দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র" "ইনি কৌরবগণের রক্ষক" "ইনি অস্ত্রবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" "ইনি পরমধার্ম্মিক" "ইনি অতিশয় সুশীল" দর্শক-বৃন্দ কৃত এইরূপ প্রশংসাবাদ রঙ্গমধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রুত হইতে লাগিল। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া সবাষ্পস্তন্য দ্বারা পুত্র-বৎসলা কুন্তীর উরস্থল সিক্ত হইতে লাগিল।

রঙ্গভূমির সেই সকল শব্দ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শ্রবণ-গোচর হইলে, তিনি হৃষ্টমনে বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদুর! উচ্ছলিত মহাসাগরের ন্যায় এই তুমুল কোলা-হল কি নিমিত্ত সহসা রঙ্গভূমি হইতে উত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে? বিদুর কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সাংগ্রামিকবেশে রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলে লোকে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে, এই কারণে এতাদৃশ কোলাহল উত্থিত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! আমি কুন্তীগর্ব্ভসম্ভূত পাণ্ডবত্রয় দ্বারা ধন্য, অনুগৃহীত ও রক্ষিত হইলাম।

অনন্তর সেই কোলাহল নিবৃত্ত ও রঙ্গস্থ লোক সকল সন্তুষ্ট হইলে মহাবীর অর্জ্জুন, আচার্য্য দ্রোণ সন্নিধানে আপনার অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। প্রথ-মতঃ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নি সৃষ্টি করিয়া বারু-ণাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক জল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বাত্যা উত্থাপিত করিয়া পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করিলেন। ভৌমাস্ত্র দ্বারা ভূগর্ব্ভে প্রবেশ করিয়া পার্ব্বতাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন। অন্তর্দ্ধানাস্ত্র দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে শিক্ষাকৌশলে কখন দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব, কখন রথসম্মুখে, কখন রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হই-লেন। অনন্তর গুরুপ্রিয় অর্জ্জুন বিবিধ বাণ দ্বারা সুকু-মার, স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষ্য সকল অনায়াসে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রমণশীল লৌহময় বরাহের মুখে এক কালে অসঙ্কীর্ণরূপে পঞ্চ শর এক শরের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে কেশময় রজ্জুদ্বারা লম্বিত গোবিষাণ-কোষে একবিংশতি বাণ বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে অসি-চর্য্যা ধনু ও গদাশিক্ষায় আপনার বিবিধ কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার সমাধানান্তে অধিকাংশ লোক, সমাজ হইতে নির্গত ও বাদ্য-কোলাহল নিস্তব্ধপ্রায় হইল। এই অবসরে বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ বাহ্বাস্ফোটন দ্বারদেশ হইতে উত্থিত ও শ্রুত হইতে লাগিল; ঐ শব্দ কর্ণগোচর করিয়া রঙ্গস্থ লোকেরা "ইহা কি বিদীর্ণ পর্ব্বতের? না দলিত ভূতলের? বা মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ঘোর রব শ্রুত হইতেছে" এইরূপ অনুমান করিয়া সত্বর সকলেই দ্বারদেশাভিমুখে গমন করিল। দুর্য্যোধন গদামাত্র-সহায় ও ভ্রাতৃশত দ্বারা পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্বকালে অসুর-সংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন। সেই সময়ে পঞ্চতারা-গ্রথিত হস্তাসংযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পঞ্চপাণ্ডব-পরিবৃত দ্রোণাচার্য্য দীপ্তি পাইতেছিলেন। তিনি অশ্বত্থামা ও ভ্রাতৃশত সমভিব্যাহারে উত্থিত দুর্য্যো-ধনকে নিবারণ করিলেন।

## ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে লোকে অবকাশ প্রদান করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গরাজ কর্ণ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তদীয় মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত। তিনি সহজাত কবচ ধারণ ও কটিদেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্যের ঔরসে কুমারী কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যশের পরিসীমা ছিল না। দীপ্তি, কান্তি ও দ্যুতি দ্বারা তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি মৃগরাজ সিংহ ও হস্তিসমূহের বল একাকী ধারণ করিতেন। তিনি উন্নতকায় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন। সেই মহাবল কর্ণ রঙ্গস্থলে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া অনতিভক্তি সহকারে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। রঙ্গস্থ লোকেরা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চল ও স্থিরলোচন হইল, এবং "ইনি কে" ইহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তখন সূর্য্যতনয় কর্ণ অজ্ঞাত ভ্রাতা অর্জ্জুনকে জলধর-গম্ভীরস্বরে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, সর্ব্বসমক্ষে আমিও বিশেষরূপে সেই কার্য্য সম্পাদন করিব, তুমি বিস্মিত হইও না।

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে দর্শকেরা যন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায় সত্বর উত্থিত হইল। কর্ণের তাদৃশ উৎসাহবাক্যে দুর্য্যোধনের প্রীতি ও অর্জ্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তৎপরে দ্রোণের নির্দ্দেশানুসারে সংগ্রামপ্রিয় কর্ণও, অর্জ্জুন যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লমনে ও সাদরবচনে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে কুরুরাজ্য উপভোগ কর। তদীয় এতাদৃশ বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কর্ণ কহিলেন, প্রভো! বোধ হয়, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায়ই সমাধা করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বাসনা করি। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, ভাল এক্ষণে আমার সহিত বন্ধুতা করিয়া বিষয়ভোগ-বাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিও। দুর্য্যোধনের এইরূপ উদ্ধত বাক্যে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃমধ্যে উন্নত ভূধরের ন্যায় অবস্থিত কর্ণকে কহিলেন, রে কর্ণ! যাহারা অনাহূত হইয়া উপদেশ প্রদান করে, ও যাহারা অনাহূত হইয়া কথা কহে, তাহারা যে লোকে গমন করে, অদ্য তোর প্রাণ সংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব। তখন কর্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে অর্জ্জুন! দেখ, এই রঙ্গস্থল সাধারণের অধিকৃত; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমার কিছু কোন প্রভুতা নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই বলাক্রান্ত, এবং ধর্ম্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, যাবৎ গুরুজন সমক্ষে শর দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎ আর বাক্যরূপ শরক্ষেপের আবশ্যকতা নাই।

অনন্তর অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণকর্তৃক আদিষ্ট ও ভ্রাতৃগণকর্তৃক আশ্লিষ্ট হইয়া সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখে গমন করিলেন। সমরপ্রিয় কর্ণ, দুর্য্যোধন ও তদীয় ভ্রাতৃগণকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর ইন্দ্রায়ুধালঙ্কৃত, সৌদামিনী পরিবেষ্টিত, বলাকা শোভিনী মেঘমালা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ঘোররবে গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার পর ভগবান্ ভাস্কর পুত্রবৎসল দেবরাজকে রঙ্গস্থল অবলোকন করিতে দেখিয়া সন্নিহিত মেঘমণ্ডলী অপসারিত করিলেন। অর্জ্জুন মেঘের সুশীতল ছায়ায় আচ্ছন্ন এবং কর্ণ আতপতাপে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। যে দিকে কর্ণ, সেই দিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা, যে দিকে অর্জ্জুন তথায় দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম প্রভৃতি অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গস্থ সমস্ত লোক ও মহিলাগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক পক্ষে পক্ষপাত করিতে লাগিল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভোজরাজদুহিতা কুন্তী বিমুগ্ধা হইলেন। তখন ধর্ম্মবেত্তা বিদুর তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া পরিচারিকাদিগকে সুশীতল জল সেচন দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে আদেশ দিয়া কুন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন। কুন্তী সংজ্ঞালাভ করিয়া পুত্রদ্বয়কে দর্শন করত ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় ও অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইলেন। তখন দ্বন্দ্ব যুদ্ধকুশলী কৃপ উভয়কে

...ণ করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, কুন্তীগর্ভ-সম্ভূত ...র পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ ...ন। হে মহাবাহো! এক্ষণে তুমি আপনার মাতা ও ...নামোল্লেখ কর এবং কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করি...ঃ কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ, তাহাও ...ষ বল। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে অর্জ্জুন ...দ্বী হইতে পারেন, নচেৎ তোমার সহিত যুদ্ধ ...ন না, কারণ রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন না।

...ইরূপ অভিহিত হইলে কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া ...ন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষানীর-পরিক্ষিপ্ত ...ল পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহা ...। দুর্য্যোধন দ্রোণকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ...! শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সৎকুলে সমদ্ভূত, বীর ...ন্যচালন-সমর্থ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা যায়। তথাচ যদি অর্জ্জুন রাজা ব্যতিরেকে অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।

অনন্তর দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণকে কাঞ্চনময় পীঠোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া লাজ, কুসুম ও সুবর্ণ দ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তাঁহার মস্তকোপরি ছত্রধারণ করিল, উভয় পার্শ্বে চামরব্যজন, এবং বন্দিগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন অঙ্গরাজ কর্ণ সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! তোমাকে রাজ্যদানের সমুচিত কি প্রতিদান করিব? বল, এক্ষণে আমার প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আছে। দুর্য্যোধন কর্ণের এইরূপ মধুরবাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! এক্ষণে তোমার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবার বাসনা করি। কর্ণ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন, এবং হর্ষোৎফুল্ললোচনে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

---

## সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কর্ণের জনক অধিরথসূত ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও স্খলিতোত্তরচ্ছদ হইয়া কম্পিতকলেবরে সহসা রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় গৌরব রক্ষার্থে অভিষেকার্দ্র মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রবৎসল সারথি সসম্ভ্রমে বস্ত্র দ্বারা চরণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন ও আলিঙ্গন করিলেন, এবং অভিষেক-জলক্ষালিত তদীয় মস্তক পুনর্ব্বার আনন্দাশ্রু দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। তাহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া হাস্যমুখে কহিতে লাগিলেন, রে সূতনন্দন! রণে অর্জ্জুনহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করা তোর পক্ষে কোনরূপে শ্রেয়স্কর নহে। বরং শীঘ্রই কুলোচিত বল্গা গ্রহণ কর্। রে নরাধম! হুতাশন-সন্নিহিত যজ্ঞীয় হবিঃ যেমন কুক্কুরের অবলেহন-যোগ্য নহে, তদ্রূপ তুইও অঙ্গরাজ্য উপভোগ করিবার উপযুক্ত নহিস্। তদীয় এতাদৃশ উদ্ধত বাক্যে কর্ণের অধর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল, এবং বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল দুর্য্যোধন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া ভ্রাতৃমধ্য হইতে সহসা উত্থিত হইলেন এবং সম্মুখে আসীন ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, হে ভীম! কর্ণের প্রতি এরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়েরই সহিত যুদ্ধ করিবে; শূরদিগের ও নদীকলাপের প্রভব নিতান্ত দুর্জ্জেয়। দেখ, ভগবান্ জ্বলন জলরাশি হইতে উত্থিত হইয়া এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। মহর্ষি দধীচির অস্থি হইতে অসুরকুল-নাশক বজ্র উদ্ভূত হইয়াছে। অগ্নি, রুদ্র, গঙ্গা ও কৃত্তিকা, ইঁহাদিগের পুত্র কার্ত্তিকেয় অসাধারণ পরাক্রমশালী। যাঁহারা ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব, কালক্রমে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন; বিশ্বামিত্র প্রভৃতি, ক্ষত্রিয় হইয়াও অক্ষয় ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহানুভব দ্রোণাচার্য্য কুম্ভসম্ভব হইয়াও অদ্বিতীয় শস্ত্রধারী হইয়াছেন। গোতমবংশে শরস্তম্ব হইতে গৌতম উৎপন্ন হয়েন। আর তোমাদিগের যেরূপে জন্মলাভ হইয়াছে তাহা আমাদিগের অগোচর নাই; যেমন মৃগীগর্ভে ব্যাঘ্রের উদ্ভব হওয়া নিতান্ত অসম্ভব,

পাঞ্চালদেশীয় বীরপুরুষেরা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সৈন্যমধ্যে আপনার বাহুবল প্রদর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজকুমারেরা অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া সকলে সমবেত হইয়া দ্রুপদনগরী মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অর্জ্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! রাজসত্তম দ্রুপদ কুরুবীরদিগের আত্মীয়, তাঁহার সৈন্য সংহার না করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানের চেষ্টা করুন। মহাবল ভীমসেন এইরূপে নিবারিত হইয়া সৈন্যাবমর্দ্দে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধে কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহারা রণস্থল হইতে দ্রুপদরাজ ও তাঁহার সচিব উভয়কে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য দ্রোণের নিকটে উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজকে ভগ্নদর্প, হৃতসর্ব্বস্ব ও বশতাপন্ন দেখিয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রুপদরাজ! আমার আদেশানুসারে তোমার রাষ্ট্র ও নগরী বিমর্দ্দিত হইয়াছে এবং তোমার জীবনও বিপক্ষপক্ষের হস্তগত, দেখ এক্ষণে তুমি সখ্যভা সহকারে কি বাসনা কর? আমি তাহা সফল করিব। এই কথা কহিয়া দ্রোণ হাস্যমুখে পুনর্ব্বার কহিলেন,হে বীর! তুমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করিও না, আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় তোমার সহিত এক আশ্রমে ক্রীড়া করিয়াছিলাম। সেই কারণে তোমার প্রতি আমার অন্তঃকরণে স্নেহ ও প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া আছে। হে মহারাজ! তোমার সহিত পুনর্ব্বার সখ্যভাব সংস্থাপন করিবার বাসনা করি। এজন্য তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, আমার বরপ্রভাবে পুনর্ব্বার রাজ্যার্দ্ধ লাভ করিবে। তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যে ব্যক্তি রাজা নহে, সে রাজার সখা হইতে পারে না। হে যজ্ঞসেন! এই কারণে তোমাকে পুনর্ব্বার রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের অধিপতি হইলে এবং আমিও উত্তর কূল শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম; যদি তোমার ইহাতে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার সহিত সখ্যতা কর। তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রবল পরাক্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তি যে এরূপ আচরণ করেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমি মহাশয়ের বাক্যে পরমপ্রীত হইলাম, অদ্যাবধি আমি নিত্যকাল আপনকার প্রসন্নতালাভের বাসনা করি।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদবাক্যে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মোচন করিয়া দিলেন এবং প্রসন্নমনে তাঁহাকে সৎকার করিয়া রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। দ্রুপদ বিষণ্ণমনে গঙ্গার উপকূলে জনপদ-সম্পন্ন মাকন্দীনগরী ও কাম্পিল্যপুরী শাসন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য এইরূপে দ্রুপদকে পরাভব করিয়া চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশ আপন অধিকারে আনিলেন। দ্রুপদ পরাভূত হইয়া আপনাকে অপেক্ষাকৃত নিতান্ত হীনবল বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং স্বীয় বলবীর্য্যে আচার্য্য দ্রোণকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য নিশ্চয় করিয়া অলৌকিক ব্রাহ্মবলে পুত্রলাভ করিবার বাসনায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রোণাচার্য্য অহিচ্ছত্রানগরীর অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুন জনপদ-সম্পন্ন অহিচ্ছত্রা পুরী জয় করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।

---

## একোন চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সম্বৎসর অতীত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ঋজুতা, অনৃশংসাচার, ভৃত্যানুকম্পা, স্থিরসৌহার্দ্দ প্রভৃতি সদ্গুণ দ্বারা অনতিদীর্ঘকালমধ্যে নিজ পিতার মহীয়সী কীর্ত্তি এককালে তিরোহিত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন ভগবান্ বলদেব হইতে অসিচর্য্যা, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশম্বদ হইয়া রহিলেন। অর্জ্জুন প্রগাঢ় দৃঢ়মুষ্টি ছিলেন। লক্ষ্যবেধে তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল; তিনি ক্ষুরপ্র, নারাচ, ভল্ল, বিপাটন প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রেশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ বিষয়ে সম্যক্ লাঘব ও সৌষ্ঠব জন্মিয়াছিল। জীবলোকে অর্জ্জুনের তুল্য বলবান্ আর কেহই নাই, দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

একদা দ্রোণ কৌরবী সভায় অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার গুরু অগ্নিবেশ, অগস্ত্যের নিকটে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া কহেন, বৎস! আমি তপোবলে ব্রহ্মশিরা নামে যে অমোঘ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এক্ষণে তাহা শিষ্যপরম্পরায় প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, ইহার প্রভাবে পৃথিবী দগ্ধ হইতে পারে। গুরুদেব অস্ত্রগুণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া প্রদানকালে আমাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন, "বৎস! তুমি এই অস্ত্র কদাচ মনুষ্যের ও ক্ষীণ-বীর্য্য জীবের উপর প্রয়োগ করিও না" এক্ষণে এই দিব্যাস্ত্র প্রদানের তুমিই উপযুক্ত পাত্র, আর কাহাকেও ইহার যোগ্য দেখিতেছি না; কিন্তু বৎস! মুনি যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, সাবধান, যেন তাহার অন্যথা না হয়। জ্ঞাতি সম্প্রদায় সমক্ষে তোমাকে আরও কিছু গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন। তৎপরে আচার্য্য পুনর্ব্বার কহিলেন, হে অর্জ্জুন! রণস্থলে তুমি আমার প্রতিযোদ্ধা হইবে, ইহাও অঙ্গীকার কর। অর্জ্জুন "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জীবলোকে অর্জ্জুনের তুল্য আর দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর নাই, এই প্রশংসাবাদ সর্ব্বত্র উত্থিত হইল। ফলতঃ অর্জ্জুন গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, রথ ও ধনুর্যুদ্ধে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। ন্যায়পর সহদেব উশনা-প্রণীত নীতিশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশম্বদ হইয়া রহিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রীতিভাজন নকুল দ্রোণাচার্য্যোপদেশে বিবিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া বিচিত্র যোদ্ধা ও অতিরথ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা গন্ধর্ব্বদিগের উপপ্লবকালে রণস্থলে যবনরাজ সৌবীরকে সংহার করিলেন। সৌবীর বৎসরত্রয়-ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা কুরুদিগের প্রতি দ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। বিচিত্রবীর্য্য এবং মহারাজ পাণ্ডু যাহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, মহাবীর অর্জ্জুন নিজ বাহুবলে সেই বিতুলনামা সৌবীরকে শাসন করিলেন। তাঁহার শরপ্রহারে সংগ্রামপ্রিয় দত্তামিত্র বলিয়া বিখ্যাত সুমিত্রনামা সৌবীরক শাসিত হইয়াছিল। অর্জ্জুন ভীমসেনের সাহায্যে এক রথেই অযুতরথ ও পশ্চিমদেশ-বাসীদিগকে পরাজয় করেন। তৎপরে সেই রথেই আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিক্‌ও জয় করিলেন, এবং পরাজিত রাজমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া কুরুরাজ্যে আনয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে মহানুভব পাণ্ডবেরা এইরূপে অনেকানেক ভূপালগণকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তার করেন।

পাণ্ডবদিগের বাহুবল অলৌকিক বিবেচনা করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত সমুদায় সাধুভাব নিতান্ত দূষিত হইল। তিনি তদ্বিষয়িনী বলবতী চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইয়া রাত্রিকালে সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

---

## চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুপুত্রদিগকে বলমদোন্মাদিত দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ও একান্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ নীতিনিপুণ মন্ত্রিবর কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! পাণ্ডবেরা নিত্য উৎসিক্ত, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় অসূয়াপরবশ হইতেছি; অতএব তাহাদিগের সহিত সন্ধিবিগ্রহের অন্যতর কি ব্যবহার করিব, তুমি নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তোমার কথার অন্যথা করিব না। প্রসন্নমনা নীতিশাস্ত্রবিশারদ মন্ত্রিবর ভূপালের আদেশ পাইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে কহিলেন, মহারাজ! আমি যাহা কহি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, কিন্তু মহারাজ আমার বাক্য নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না। রাজার নিরবচ্ছিন্ন দণ্ড বা নিয়ত পৌরুষ প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহাতে প্রতিপক্ষেরা কোন বলাদির কোন অনুসন্ধান লইতে না পারে, এমন বিষয়ে তাঁহার সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। তিনি সাধ্যানুসারে বিপক্ষের রন্ধ্রান্বেষণে তৎপর হইবেন, এবং জনগণের ভ্রূণহত্যাপ্রভৃতি পাপের নিয়ত অনুসন্ধান করিবেন। রাজা প্রতিনিয়ত উদ্যতদণ্ড হইলে লোকে ভীত হইয়া গর্হিত কর্ম্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে, এই কারণে তিনি দণ্ডদ্বারা সর্ব্ব-

কার্য্যের সমাধা করিবেন। রাজার আত্মছিদ্র গোপন ও পরচ্ছিদ্রের অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাঁহার সহায়, সাধন ও উপায় প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গের গোপন ও আত্মকৃত নিন্দিত ব্যাপারের সম্বরণ করা একান্ত বিধেয়। কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া নিঃশেষে তাহার সমাধা করা রাজার পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য; কারণ অসম্যক্ উচ্ছিন্ন সামান্য কণ্টকও কালক্রমে ব্রণকর হইয়া উঠে। অপকারী শত্রুকে বধ করাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আপৎকাল উপস্থিত হইলে অসংশয়িতচিত্তে যুদ্ধবিক্রম প্রকাশ বা পলায়ন, যাহাতে আপনার সুবিধা হয়, তাহাই করিবেন। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও কোনক্রমে অবজ্ঞের নহে। কারণ সামান্য অগ্নিকণাও সমুদায় বন ভস্মসাৎ করিতে পারে। সময়বিশেষে রাজা শত্রুর অত্যাচারে দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাত না করিয়া অন্ধ ও বধির হইয়া থাকিবেন। শরাসন তৃণতুল্য অসার বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন, এবং মৃগের ন্যায় সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা বিষয়ে যত্নশালী হইবেন। তৎপরে সামাদি উপায় দ্বারা শত্রুকে বশে আনিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন। কিন্তু সে যদি শরণাপন্ন হয়, তথাচ তাহার প্রতি কদাচ অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন না। পরিচারকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া শত্রু ও পূর্ব্বাপকারীকে বিনষ্ট করিবেন। শত্রু সংহার করিতে পারিলে নির্ভীক ও নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায়। শত্রুপক্ষীয়দিগকে যত বিনষ্ট করিতে পারেন তদ্বিষয়ে কদাচ ত্রুটি করিবেন না। প্রথমতঃ যাহাতে প্রত্যহ প্রতিপক্ষের মূলোচ্ছেদন হয়, এমন চেষ্টা পাইবেন। পরে তাহার সহায় ও তৎপক্ষদিগকে বিনাশ করিবেন। সমূলোচ্ছেদন হইলে তদুপজীবী সকলে অনায়াসে বিনাশিত হয়। মহারাজ! বনস্পতি সমূলে উন্মূলিত হইলে তাহার শাখা, পল্লব বা পত্র সকল কি আর পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারে? রাজা একাগ্রচিত্তে নিজাভিসন্ধি গোপন করিয়া সর্ব্বদা পরচ্ছিদ্র দর্শনে তৎপর হইবেন। নিত্যোদ্বিগ্ন হইয়া শত্রুর প্রতি সম্যক্ ব্যবহার করিবেন। অগ্ন্যাধান, যজ্ঞানুষ্ঠান, কাষায় বস্ত্র পরিধান ও জটাজিন দ্বারা লোকদিগকে বিশ্বসিত করিয়া পরে বৃকের ন্যায় স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। অর্থসংগ্রহ বিষয়ে শৌচই অঙ্কুশস্বরূপ হয়, তদ্দ্বারা ফলবতী শাখা আনমিত করিয়া সুপক্ক ফল গ্রহণ করিবেন; কারণ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদবধি সময় আগত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে বহন করিবে। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে, যাদৃশ, মৃণ্ময় ঘটকে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিলে চূর্ণ করা যায়, তাদৃশ, অপকারী শত্রুকে বিনাশ করিবে। মৃদুভাষী ও কৃপণ শত্রুকেও পরিত্যাগ করিবে না এবং তাহার প্রতি প্রসন্নভাব প্রদর্শন করাও নিতান্ত নিষিদ্ধ; প্রত্যুত যেরূপে হউক তাহাকে বিনষ্ট করিবে; অধিক কি, সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ড এই সমস্ত উপায় দ্বারাও শত্রুসংহার করা বিধেয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে শান্তিলাভ হয়।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কণিক! সন্ধি, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা কি প্রকারে শত্রুসংহার করা যাইতে পারে, তুমি আমার নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বল। কনিক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে নীতিশাস্ত্রবিশারদ অরণ্যবাসী জম্বুকের যেরূপ ঘটিয়াছিল তাহা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন বনে এক শৃগাল, ব্যাঘ্র, উন্দুর, বৃক ও নকুল এই চারি বন্ধুর সহিত একত্র বাস করিত। জম্বুক অতিশয় ধূর্ত্ত, বুদ্ধিমান্ ও স্বার্থপরায়ণ ছিল। তাহারা একদা বনমধ্যে যূথপতি এক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু মৃগ অতিশয় বলবান, এই নিমিত্ত তাহারা সহসা আপন অভীষ্টসাধনে নিতান্ত অশক্ত হইলে পরিশেষে জম্বুক কহিল, হে ব্যাঘ্র! এই মৃগ অতিশয় বুদ্ধিশালী, যুবা ও বেগবান্; সুতরাং তুমি বারম্বার যত্ন করিলেও ইহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারিবে না; অতএব যে সময়ে ঐ মৃগ শয়ন করিয়া থাকিবে, সেই অবসরে মূষিক গিয়া ঐ হরিণের পাদদ্বয় ভক্ষণ করুক, তাহা হইলে ব্যাঘ্র অনায়াসে উহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। তৎপরে আমরা সকলে সমবেত হইয়া প্রফুল্লমনে ভক্ষণ করিব। তাহারা সকলে একতান মনে জম্বুকের পরামর্শে সম্মত হইল। অনন্তর তাহাদিগের আদেশানুসারে মূষিক গিয়া মৃগের পাদদ্বয় ভক্ষণ করিলে ব্যাঘ্র তাহাকে বধ করিল। তখন জম্বুক মৃগ-কলেবর অবনীতলে বিচেষ্টমান দেখিয়া কহিল, অহে! তোমরা সকলে স্নান করিয়া আইস, আমিই ইহা রক্ষা করিতেছি। তাহারা শৃগালের বাক্যানুসারে স্নানার্থ নদীতীরে গমন করিল।

শৃগালও চিন্তাকুল হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল ব্যাঘ্র সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া আগমন করিল এবং শৃগালকে চিন্তাক্রান্ত দেখিয়া কহিল, হে জম্বুক! ভাই আমাদিগের মধ্যে তুমিই একমাত্র বুদ্ধিজীবী, তুমি কি কারণে শোক করিতেছ? আইস আমরা মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়া বিহার করি। তখন জম্বুক কহিল, হে মহাবাহো! মূষিক যাহা কহিয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি স্নান করিতে গেলে সে অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া আমাকে কহিল, আমিই অদ্য এই মৃগকে বধ করিয়াছি, ব্যাঘ্রের বলবিক্রমে ধিক্, আজ আমারই ভুজবলে তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন হইবে। বলিতে কি, সে গর্ব্বপূর্ব্বক এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিল; এই কারণে মৃগমাংস ভক্ষণে আমার আর তাদৃশ প্রীতি নাই। তখন ব্যাঘ্র ক্রোধভরে কহিল, হে জম্বুক! যদি সত্যই সে এইরূপে কহিয়া থাকে, ভাল, তুমি যথাকালে আমাকে প্রবোধিত করিয়াছ। আমি অদ্য বাহুবলে বনচরদিগকে বিনাশ করিব। চলিলাম, তুমি তথায় পর্য্যাপ্ত মাংস ভক্ষণ করিবে এই বলিয়া ব্যাঘ্র বনমধ্যে প্রস্থান করিল।

এই অবসরে মূষিক সহসা উপস্থিত হইল। শৃগাল তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, হে মূষিক! তোমার মঙ্গল ত? বৃক যাহা কহিয়াছে, শুন, তুমি স্নান করিতে গেলে সে কহিল, এই মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে আমার অভিরুচি নাই, এক্ষণে আমার এই মাংস বিষ বলিয়া বোধ হইতেছে, তোমার মত হইলে আমি এখনই মূষিককে গিয়া ভক্ষণ করি; এই কথা শুনিবামাত্র মূষিক অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রাণভয়ে সত্বরে বিবরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুকালপরে বৃক স্নান করিয়া তথায় আগত হইল। জম্বুক তাহাকে দেখিয়া কহিল, ভাই! ব্যাঘ্র তোমার উপর অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াছেন সুতরাং তোমার অনিষ্ট ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা; তিনি কলত্রসহকারে সত্বরে এখানে আসিতেছেন; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। তখন পিশিতাশন বৃক শৃগালের এইরূপ কথা শুনিয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করিল। এই অবসরে নকুল কৃতস্নান হইয়া তথায় আগমন করিল। জম্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল, অহে নকুল! আমি নিজ ভুজবলে সকলকে পরাজয় করিয়াছি। পরাজিত হইয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এক্ষণে আমার সহিত যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি ইচ্ছামত মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে পাইবে। তখন নকুল কহিল, হে জম্বুক! ব্যাঘ্র, বৃক ও বুদ্ধিমান্ মূষিক যখন তোমার নিকটে পরাজিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, সন্দেহ নাই। অতএব তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আমার আর উৎসাহ নাই; "চলিলাম," এই বলিয়া নকুলও পলায়ন করিল। এইরূপে জম্বুক অসাধারণ বুদ্ধিবলে সকলকে বিদায় করিয়া পরম সুখে মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিল। যে রাজা এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি চিরকাল সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ভীত ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন, বীরের নিকটে বিনয়ভাব; লুব্ধকে অর্থদান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বলপ্রকাশ করিয়া বশীভূত করিবে। মহারাজ! আরও কহিতেছি, শ্রবণ করুন; পুত্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর ন্যায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তৎক্ষণেই তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ বা মায়াপ্রকাশ করিয়া বিনাশ করা বিধেয়, কদাচ উপেক্ষা করিবে না। কিন্তু যদি জিগীষাসম্পন্ন উভয়-পক্ষই তুল্য বল ও তুল্য উপায়বশতঃ সন্দিহান হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি তন্মধ্যে গাঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে জয়শ্রীলাভের প্রত্যাশা করেন, তাঁহারই অভ্যুদয় জানিবেন। আর যদি গুরুও অবলিপ্ত কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানশূন্য নিতান্ত নির্জ্জনীয় ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহারও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। ক্রোধোদ্রেক হইলেও কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না, সর্ব্বদা সহাস্য আস্যে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিবে। কোপাক্রান্ত হইয়া কখন অন্যের অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না। প্রহারোদ্দেশে বা প্রহারকালে লোকের প্রতি প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিবে। প্রহার করিয়া কৃপা প্রদর্শন এবং প্রহারবেগে প্রহৃতব্যক্তি কাতরোক্তি দ্বারা শোক বা রোদন করিলে বিলাপ ও পরিতাপ করা বিধেয়। সান্ত্ববাক্য, ধর্ম্মোপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা শত্রুকে আশ্বস্ত করিবে। এইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেও যদি পথিমধ্যে শত্রু সদাচারের অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রহার করিবে; ইহাতে অধর্ম্ম স্পর্শিবেক না। যেমন কৃষ্ণবর্ণ

মেঘ উন্নত মহীধরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেই-রূপ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ধর্ম্মবলে পরিবৃত হইয়া থাকে; ঘোরতর অপরাধী হইলেও দোষী বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। যাহার পক্ষে বধ অবধারিত হইয়াছে, তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিবে। আর নির্ধন, নাস্তিক ও চৌরগণকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। অশঙ্কিত ও শঙ্কিত উভয় হইতেই সর্ব্বদা শঙ্কা করা উচিত কিন্তু অশঙ্কিত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করিবে না,যেহেতু বিশ্বস্ত হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে মূলপর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হইতে পারে। আপনার ও অন্যের বিধানানুসারে চর নিযুক্ত করিবে। পাষণ্ড ও তাপস প্রভৃতিকে বিপক্ষের রাজধানীতে প্রেরণ করা বিধেয়। উদ্যান, বিহারস্থান, দেবতায়তন,পানাগার, পথ, সর্ব্ব তীর্থ, চত্বর, কূপ, পর্ব্বত, বন, সর্ব্ব সমবায় ও নদীতীরে মন্ত্রণা করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধার রাখিয়াও সর্ব্বদা সহাস্যমুখে, মিষ্টবাক্যে, বিনীতভাবে সম্ভাষণ করিবে; কিন্তু কদাচ কোন ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। যিনি ঐহিক সম্পত্তির প্রত্যাশা করেন, তিনি দানশীল ভূপতির নিকটে করপুটে প্রার্থনা,শপথ, সান্ত্বাদ, পাদবন্দন ও আশা করি-বেন। কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে অগ্রে বাক্যেতে তাহাকে নিরাশ করিবে না, কিন্তু প্রদানকালে নানাপ্রকারে বিঘ্নানুষ্ঠান করিবে। প্রার্থীকে নানাপ্রকারে আশা প্রদান করিবে। কিন্তু কখন প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবে না। যদি কখন তাহার অভীষ্টসিদ্ধ কর, তাহাও সত্বরে করা অবিধেয়। ত্রিবিধ পীড়া ও ফলসিদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ফল শুভ ও পীড়া অশুভ; অতএব পীড়া পরিত্যাগ করিবে। ধর্ম্ম-পরায়ণ পুরুষের অর্থ ও কাম দ্বারা চিত্তবৈকল্য জন্মে, অর্থলোভীর ধর্ম্ম ও কাম দ্বারা এবং কামাসক্তের অর্থ ও ধর্ম্ম দ্বারা পীড়া জন্মে। নিরহঙ্কার অভিনিবিষ্ট, বিশুদ্ধ-স্বভাব ও অসূয়াশূন্য হইয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগ ও সর্ব্ববিষয়ের অনুসন্ধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সহিত মন্ত্রণা করিবে। যাহা করিলে আপনার দীনভাবমোচন হয়, মৃদুই হউক আর দারুণই হউক, তাহা অবশ্য করিবে এবং সমর্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে। সংশয়ারূঢ় না হইলে শুভলাভের প্রত্যাশা নাই; সংশয়ারূঢ় হইয়া যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হয়। শোক, সন্তাপ দ্বারা যাহার বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হইবে,নল ও রামাদির উপাখ্যান কথন দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিবে; নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা প্রদর্শন ও পণ্ডিতকে ধন দানাদি দ্বারা সান্ত্বনা করিবে। যিনি শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক কৃতকার্য্যের ন্যায় নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনি বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত ও প্রতিবুদ্ধ হয়েন। অসূয়াপরবশ না হইয়া যত্নপূর্ব্বক নিজ মন্ত্রণা গোপন করিয়া রাখিবে এবং রোষাবেশ সম্বরণ করিয়া চরদ্বারা সর্ব্ব বিষয় অবধারণ করিবে। পর-ধর্ম্ম বিদারণ, দারুণ কর্ম্ম সম্পাদন ও শত শত শত্রু সংহার না করিয়া মনুষ্য কখনই মহতী শ্রীলাভ করিতে পারে না। শত্রুসৈন্য কর্ষিত, ব্যাধিত, ক্লিন্ন, অন্নপান-বিবর্জ্জিত,বিশ্বস্ত ও মন্দ হইলেও প্রহার করিবে। অর্থী অর্থীর নিকটে উপস্থিত হয় না। যদিও তাহাদের অভিলাষ সফল হয়, তথাচ উভয়ের সখ্য সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। সহায় সংগ্রহ ও শত্রুর সহিত বিগ্রহ করিতে যত্ন করিবে। সম্পদ্ লাভের ইচ্ছা ও তদ্বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ প্রদর্শন করা বিধেয়। এইরূপ লোকের কার্য্য কি শত্রু, কি মিত্র কেহই কিছুমাত্র অবধারণ করিতে পারে না, কেবল কার্য্যের উদ্যোগ ও পর্য্যবসানমাত্র প্রত্যক্ষ করে। যদবধি ভয় উপস্থিত না হয়,তদবধি ভয়কে ভয় করিবে; কিন্তু ভয় আগত হইলে স্থিরচিত্তে প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিবে। দণ্ডায়ত্ত শত্রুকে যে রাজা ধন-মানাদি প্রদানপূর্ব্বক অনুগ্রহ করেন, তিনি আপনার মৃত্যু সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

অনাগত কার্য্যকেও অচিরাগত বিবেচনা করিয়া বুদ্ধি-পূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করিবে, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ আপনার উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ উপেক্ষা বা অনাদর প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। সম্পদ্ লাভার্থে যত্নপূর্ব্বক স্বীয় উৎসাহবর্দ্ধন করিবে ও দেশ, কাল বিভাগ করিয়া পারলৌকিক বৃত্ত এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ, পর্য্যায়ক্রমে সেবা করিবে; কারণ দেশ কাল বিবেচনা না করিলে শ্রেয়োলাভ হওয়া দুষ্কর। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কদাচ উপেক্ষা করিবে না, কারণ তাহারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করিতে পারে। যেমন

বনমধ্যে বহ্নি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হইলেও কালসহকারে তাহাদিগের দলপুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনাকে সন্ধুক্ষিত ও উত্তেজিত করেন, তিনি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমূহ শত্রুকে এক কালে বিনাশ করিতে পারেন। প্রথমতঃ অর্থীকে বহুকাল-ব্যাপিনী আশা প্রদান করিবে, কাল উপস্থিত হইলে বিঘ্নের কথা উত্থাপন করিবে; নিমিত্ত দ্বারা বিঘ্ন, ও হেতু দ্বারা নিমিত্ত প্রকাশ করিবে। শত্রু-সংহারকারী রন্ধ্রানুসারী অতি দারুণ সহায়-সংগ্রাহী ছদ্মবেশী রাজা ক্ষুরের ন্যায় শত্রুর প্রাণ সংহার করিয়া থাকেন, অতএব মহারাজ! পাণ্ডব বা অন্য যে কেহ হউক না কেন, তাঁহাদিগের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিলে আপনি কখনই বিপদে পড়িবেন না, এবং নির্ব্বিবাদে আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ আপনি সর্ব্বকল্যাণ-সম্পন্ন ও কুলশীল-বিশিষ্ট, অতএব পাণ্ডুনন্দন হইতে আপনাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কহিলাম, আপনি পুত্র সমভিব্যাহারে পরামর্শ করিয়া যাহা শ্রেয়ঃকল্প হয়, করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া কণিক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্রও তদবধি নিতান্ত শোকাকুল হইলেন।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

---

# জতুগৃহ পর্ব্বাধ্যায়।

## একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর সুবল-নন্দন শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ দুষ্টমন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিল এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে মনস্থ করিল। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বিদুর আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা ঐ পামরগণের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। ঐ মহাত্মা পাণ্ডবগণের একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কুন্তী কুমারগণ-সমভিব্যাহারে অনায়াসে পলায়ন করুন, এই অভিপ্রায়ে তিনি একখানি নৌকা প্রস্তুত করাইলেন। ঐ তরণী বাতসহ যন্ত্রযুক্ত, পতাকা-সুশোভিত ও সুদৃঢ়; বায়ুবেগোত্থিত প্রবল সমুদ্রতরঙ্গও উহাকে হঠাৎ মগ্ন করিতে পারে না। নৌকা প্রস্তুত হইলে বিদুর কুন্তীর নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে শুভে! কুরুকুলের কীর্ত্তিনাশক বিপরীতবুদ্ধি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র নিত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব তুমি এই উত্তাল তরঙ্গবেগসহা তরণী আরোহণ করিয়া সন্তানগণ সমভিব্যাহারে ত্বরায় পলায়ন কর, তাহা হইলেই তোমাদিগের প্রাণরক্ষা হইবে, নচেৎ আর নিস্তার নাই। কুন্তী বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কুমারগণ সমভিব্যাহারে নৌকারোহণ করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। পরে বিদুরদত্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরম রমণীয় কাননে প্রবেশ করিলেন। এদিকে নিষাদী পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে পুরোচন-নির্ম্মিত জতুগৃহে শয়ানা ছিল। ঐ রজনীতে পুরোচন সেই জতুগৃহে বহ্নি প্রদান করিল, সুতরাং উহারা ছয় জন ভস্মসাৎ হইয়া গেল এবং দুর্ম্মতি ম্লেচ্ছাধম পুরোচনও ভস্মাবশেষ হইল। নিষাদী ও তাহার পঞ্চ পুত্র ভস্মীভূত হওয়াতে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বোধ করিল, কুন্তী পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বিদুরের পরামর্শানুসারে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না। যাহা হউক বারণাবতস্থ লোকেরা জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবগণের গুণরাশি স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শোক করিতে লাগিল। পরে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে এই সমাচার পাঠাইল "হে কৌরব! তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আর ভয় নাই, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ; এক্ষণে পুত্রগণ সমভিব্যাহারে নিঃশঙ্কচিত্তে রাজ্য ভোগ কর।" ধৃতরাষ্ট্র, জননী-সমবেত পাণ্ডবগণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তদনন্তর ভীষ্ম ও বিদুর বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! জতুগৃহ দাহ ও তাহা হইতে পাণ্ডবগণের পরিত্রাণবৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে

শ্রবণ করিতে বাসনা করি। হে ব্রহ্মন্! জতুগৃহদাহ অতিশয় দুষ্কর্ম ও নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার; উহা শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে,আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিশেষ বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,হে রাজন্! যেরূপে জতুগৃহ দগ্ধ হয় এবং পাণ্ডবগণ তাহা হইতে মুক্ত হন, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবলপরাক্রান্ত ও অর্জ্জুনকে কৃতবিদ্য দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইল। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের হিংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরাও বিদুরের মতানুসারে উহার উদ্ভাবন করিতেন না, কেবল যখন যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত, যথাসাধ্য তাহার প্রতীকার করিতেন। এদিকে যাবতীয় পুরবাসীরা পাণ্ডবগণকে অশেষ গুণসম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যে তাঁহাদিগের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কি সভামণ্ডলে, কি চত্বরে, একত্র হইলেই কহে যে, মহাত্মা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতনয় যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র। প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্ব্বে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তিনিও রাজ্যভার বহন করিবেন না, অতএব আমরা যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব। সেই ধর্ম্মাত্মা সত্যশীল, কারুণ্যসম্পন্ন ও বেদবেত্তা; তিনি অবশ্যই শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও পুত্রগণসমবেত ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিত পূজা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ রাজভোগ প্রদান করিবেন। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরানুরক্ত পৌরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষ্যান্বিত হইল। এবং সত্বরে স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে একাকী দেখিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে, রাজ্যভোগপরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। হে নরনাথ! পৌরবর্গের মুখে এই অশ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত মনোব্যথা হইতেছে, দেখুন, পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু গুণবান্ বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন,আপনি জন্মান্ধত্বপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই সুখসাম্রাজ্য ভোগ করিতে রহিল; আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশে থাকিয়া জনগণের নিকটে হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব। পরাপণ্ডোপজীবী লোকেরা সর্ব্বদা নরক ভোগ করে, অতএব হে রাজন্! যাহাতে আমরা ঐ নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি এরূপ কোন পরামর্শ করুন। হে মহারাজ! যদি আপনি পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ যতই অবশ হউক না কেন, আমরা অবশ্যই রাজত্ব লাভ করিতে পারিতাম।

---

## দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের এবং কণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া দোলাচলচিত্ত ও যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন কয়েকজনে একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণা সমাপ্ত হইলে দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিল, হে তাত! যদি আপনি সুনিপুণ কোন কৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে এস্থান হইতে নিষ্কাসিত করিয়া বারণাবত নগরে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আর তাহাদিগের হইতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

ধৃতরাষ্ট্র তদীয় বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। তিনি আপনার ভোজনাদি কার্য্যেও কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না এবং প্রত্যহ আমার নিকটে রাজ্যসংক্রান্ত বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিতেন। তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, গুণবান্, লোকবিখ্যাত এবং পৌরগণের প্রিয়। এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক, বিশেষতঃ তিনি সহায়সম্পন্ন, আমি কি প্রকারে তাঁহাকে এস্থান হইতে বিদায় করিতে পারিব। পাণ্ডু পূর্ব্বে আমাকে

সন্যগণ এবং তাহাদিগের পুত্রপৌত্র সকলকে পরম কারে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা সেই ত পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিতসাধআমাদিগের সবংশে অবশ্যই বিনাশ করিবে।

র্য্যোধন কহিল, হে পিতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ধন ও সমুচিত সম্মান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের হইবে। এক্ষণে সমুদায় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই ; অতএব আপনি কোন সহজ কৌশল দ্বারা ও পাণ্ডবগণকে ত্বরায় বারণাবত নগরে প্রেরণ । পরে আমরা সমুদায় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর, পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন ।

তরাষ্ট্র কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি যাহা কহিলে আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু বৎস! এই অভিনিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া আমি এতাবৎকালমধ্যে শ করিতে পারি নাই। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও হাঁরাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনে কদাচ সম্মত ন না। ধর্ম্মশীল কুরুবংশীয়গণ আমাদিগকে ও পাণ্ডবক্ক সমান জ্ঞান করেন; তাঁহারা কখনই পাণ্ডবগণের অত্যাচার করিলে সহ্য করিবেন না; অতএব যদি রা বিনাপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য ত নির্ব্বাসিত করি, তাহা হইলে মনস্বী কৌরবেয়গণ ষ্মাদি ধর্ম্মাত্মারা কেনই আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন ত পরাঙ্মুখ হইবেন।

র্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের পক্ষেই সমপক্ষপাতী। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার ত, সুতরাং দ্রোণাচার্য্যও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না য়া আমারই পক্ষে থাকিবেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য স্বীয় নীপতি দ্রোণ ও ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কখনই ত্যাগ করিতে পারিবেন না, সুতরাং তিনিও আমার হইবেন। ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের অর্থবদ্ধ, কিন্তু ক্ষেরা গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে; যাহা , তিনি একাকী কখনই আমাদিগের অনিষ্ট তে পারিবেন না; অতএব মহাশয়! যাহাতে পাণ্ডুগণ মাতৃ-সমভিব্যাহারে অদ্যই বারণাবত নগরে গমন করে, নিঃশঙ্কচিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণের নিমিত্ত দিবারাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় না; তাহারা আমার হৃদয়ে অর্পিত শল্যের ন্যায় ঘোরতর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে; আপনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার শোকানল নির্ব্বাণ করুন।

---

## ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অনুজগণ-সমবেত দুর্য্যোধন, ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রজাগণকে বশীভূত করিল। একদা মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে সভায় বসিয়া কহিল, বারণাবত নগর অতি মহৎ ও পরম রমণীয়; তাহাতে ভগবান্ ভূতভবান ভবানীপতি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন, এই সময়ে তাঁহার পূজনার্থে নানা দিগ্দেশ হইতে জনগণ সর্ব্বরত্ন-সমাকীর্ণ সুরম্য বারণাবতে সমুপস্থিত হইয়াছে। দৈবদুর্ব্বিপাক অখণ্ডনীয়। মন্ত্রিগণের মুখে বারণাবত নগরের প্রশংসা শ্রবণে পাণ্ডুপুত্রগণের মনে তথায় গমন করিবার সাতিশয় বাসনা জন্মিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবত গমনের নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত জানিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৎসগণ! সকলে প্রত্যহ আমার নিকট কহে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত স্থান আছে, বারণাবত নগর সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়; অতএব যদি তোমাদিগের তথায় গিয়া আমোদপ্রমোদ করিবার বাসনা থাকে, তবে সবান্ধবে ও সপরিবারে গমন করিয়া অমরগণের ন্যায় বিহার এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কগণকে যথাভিলষিত অর্থ প্রদান কর। কিছুদিন পরমসুখে তথায় বাস করিয়া পুনর্ব্বার এই হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করিও।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কি করেন, আপনাকে অসহায় ভাবিয়া অগত্যা "যে আজ্ঞা মহাশয়" বলিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থমা, ভূরিশ্রবাঃ, যশস্বিনী গান্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ, তপো-

ধন পুরোহিত ও পৌরবর্গদিগের নিকটে গমন করিয়া দীনভাবে ও মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, আমরা পরমপূজ্য পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে সপরিবারে জনাকীর্ণ ও পরমরমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম, আপনারা প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন; আপনাদের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে কদাচ কোন অমঙ্গল আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পথে যেন কোন হিংস্র প্রাণী হইতে তোমাদের অমঙ্গল না ঘটে। পাণ্ডুপুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত যাবতীয় শুভকর্ম্ম সমাধা করিয়া বারণাবত নগরে প্রস্থান করিলেন।

---

## চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আদেশ করিলে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ দুর্ম্মতি পুরোচননামা সচিবকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পুরোচন! ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এই বিপুল রাজ্য কেবল আমারই নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে; অতএব ইহা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যাহার সহিত মিলিত হইয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে মন্ত্রণা করি, তোমাভিন্ন আমার এমন বিশ্বস্ত সহায় আর কেহই নাই; অতএব হে তাত! তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করিতেছি, তুমি তাহা কদাচ প্রকাশ করিও না। সুনিপুণ উপায় দ্বারা আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর; যাহা বলিতেছি, কোন ক্রমে যেন তাহার অন্যথা না হয়। অদ্য পাণ্ডবগণ পিতার আদেশানুসারে বিহারার্থ বারণাবত নগরে গমন করিবে। তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাহাতে অদ্যই তথায় গমন করিতে পার, তাহার বিশেষ চেষ্টা পাও। নগরে উপস্থিত হইয়া উহার প্রান্তদেশে সুসংবৃত ও মহাধন এক চতুঃশাল গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিবে; তাহাতে শণ ও সর্জ্জরস প্রভৃতি যাবতীয় বহ্নিভোজ্য দ্রব্য প্রদান করাইবে। মৃত্তিকাতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, তৈল, বসা ও লাক্ষাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ গৃহের প্রাচীরে লেপ দেওয়াইবে। চতুর্দ্দিকে শণ, তৈল, ঘৃত, জতু, কাষ্ঠপ্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্য সমুদায় রক্ষা করিবে; কিন্তু এই সমস্ত বস্তু এমন গোপনীয়ভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে যে, পাণ্ডবগণ বা অন্য ব্যক্তি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেও যেন সেই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া কোনক্রমে বুঝিতে না পারে। গৃহ নির্ম্মিত হইলে সুহৃদ্গণ-সমবেত পাণ্ডবদিগকে ও কুন্তীকে পরম সমাদরে সম্মানপূর্ব্বক লইয়া গিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে দিবে। উহাদিগকে এরূপ দিব্য আসন, যান ও শয্যাপ্রদান করিবে যে, পিতা যেন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে যখন পাণ্ডবেরা বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে গৃহমধ্যে শয়ান থাকিবে, সেই সময়ে তুমি উহার দ্বারদেশে অগ্নিপ্রদান করিবে। তৎপরে ঐ অগ্নিদ্বারা বারণাবত নগরস্থ লোকদিগের গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া মনে করিবে যে, অকস্মাৎ অগ্নি লাগিয়া নগর দগ্ধ হইতেছে। হে ধীমন্! তাহা হইলে আমাদিগকে কখনই মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণের বধজনিত কলঙ্কে কলুষিত হইতে হইবে না।

পাপাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক শীঘ্রগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারণাবত নগরে গমন করিল এবং তথায় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আদেশানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিল।

---

## পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এদিকে পাণ্ডবগণ বারণাবত নগরে গমন-জন্য বায়ুবেগগামী সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণ-সময়ে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর প্রভৃতি সমুদায় কুরুবংশীয় ও অন্যান্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন। সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলেন; বালকগণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। তদনন্তর তাঁহারা সমস্ত মাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন, এবং সমুদায়

প্রজাগণকে বিনয়নম্রবচনে সাদর সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। মহা-প্রাজ্ঞ বিদুর-প্রভৃতি কতকগুলি কুরুবংশীয় ও পৌরবর্গ শোকাকুলিতচিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় সাহসিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডুনন্দনগণের দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "কুরুকুল কলঙ্কী মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কেন এরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছে। দেখ, মহাত্মা মাদ্রীনন্দনদ্বয়, পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ইহাঁরা কখনই ধৃতরাষ্ট্রের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি ইহাঁদিগকে স্বীয় পিতৃরাজ্যে অধিকার প্রদান করিলেন না। মহাত্মা ভীষ্মই বা কি প্রকারে পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনরূপ নিতান্ত অধর্ম্ম ও একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে শান্তনুনন্দন নরপতি বিচিত্রবীর্য্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজর্ষি পাণ্ডু পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সুরলোকে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সহিত নৃশংস ব্যবহার করিতেছে; অতএব চল,আমরা এই বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপন আপন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই রম্য হস্তিনানগর হইতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হই।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাকুল ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণে ও পৌরগণের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, নরপতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতৃতুল্য; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অশঙ্কিতচিত্তে প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারা আমাদিগের পরম সুহৃৎ, এক্ষণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হউন; কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাদের প্রিয় ও হিতসাধন করিবেন। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর "তথাস্তু" বলিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে সুচতুর, ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ও প্রাজ্ঞ বিদুর সঙ্কেতদ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত মন্ত্রণার মর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক এই প্রকার কহিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রানুসারিণী পরমতির অভিজ্ঞ হয়, তাঁহার উচিত এই যে, যাহাতে আপদ্ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করেন। তৃণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে তৃণদাহক ও শৈত্যনাশক হুতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ইহা জানে সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শত্রুদিগের কুমন্ত্রণারূপ অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে; যিনি ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাঁহাকে কখনই নষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্ধ, সে পথ বা দিক্‌নির্ণয় করিতে পারে না, ও অধীর লোকের বুদ্ধিস্থৈর্য্য থাকে না, আমি এই কথামাত্র বলিলাম, বুঝিয়া লও। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে পারা যায়, নক্ষত্রদ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় হইতে পারে, এবং যে ব্যক্তি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সুবিদ্বান্ বিদুরের এই কথা শুনিয়া "বুঝিলাম" এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন। মহাত্মা বিদুর এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সবিষাদচিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। পরে ভীষ্ম, বিদুর ও পুরবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর, কুন্তী যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষত্তা জনতামধ্যে গোপনীয়ভাবে তোমাকে যাহা কহিলেন, এবং তুমিও তাঁহাকে "বুঝিলাম" বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে, কিন্তু আমরা ত তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না, যদি উহা প্রকাশ করিলে কোন হানি না হয়, তবে আমাদিগকে সবিস্তর প্রকাশ করিয়া বল, শুনিতে নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যুধিষ্ঠির মাতার বচন শ্রবণানন্তর অতি বিনীত বচনে কহিলেন, মাতঃ! বিদুর আমাকে কহিলেন যে, দুর্য্যোধন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তোমরা অত্যন্ত সাবধানে বিচরণ করিবে, সমুদায় পথ উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিবে ও সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই অচিরাৎ রাজ্য লাভ করিতে পারিবে। আমি তাঁহার ঐ উপদেশ বাক্য শ্রবণানন্তর, "বুঝিয়াছি" বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম। হে নৃপতিসত্তম জনমেজয়! তদনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ফাল্গুনমাসীয় অষ্টম দিবসে রোহিণী নক্ষত্রে বারণাবত নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন।

## ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বারণাবতবাসী প্রজারা পাণ্ডুপুত্রগণের শুভাগমন-বার্ত্তা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া দর্শনমানসে হস্ত্যশ্বরথ প্রভৃতি নানা যানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে রাজকুমারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসী জনগণে পরিবৃত হইয়া অমরসমাজ-মধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের সমুচিত সম্মান ও সৎকার করিল। তাঁহারাও তাহাদিগকে যথোচিত বিনয় সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া পরম রমণীয় জনাকীর্ণ বারণাবত নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরপ্রবেশানন্তর তাঁহারা প্রথমতঃ স্বকার্য্য-নিরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে, পরে নগরাধিকারিদিগের ভবনে, তৎপরে রথিদিগের নিলয়ে, পরিশেষে বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবগণকে যথোচিত সমাদরপুরঃসর পূজা করিলেন। তখন মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণ পুরোচন-সমভিব্যাহারে বাসোপযোগী নির্দ্দিষ্টসুরম্য হর্ম্ম্যে গমন করিলেন। পুরোচন তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যাপ্রভৃতি সমুদায় রাজভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিল। এইরূপে পুরোচনকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ দশ দিন তথায় বাস করিলেন। পৌরবর্গ প্রত্যহ তাঁহাদিগকে উপাসনা এবং পরিচর্য্যায় প্রীত ও প্রসন্ন করিল।

একাদশ দিনে পাপাত্মা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার মানসে কৌতুকোৎপাদন করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বনির্ম্মিত জতুগৃহে লইয়া তথায় বাস করিবার অনুরোধ করিল। ঐ অশিব-বিধায়ক গৃহের নাম শিব রাখিয়াছিল। মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণ পুরোচনের বচনানুসারে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ ভাই! এই গৃহ ঘৃত ও জতু মিশ্রিত বসাগন্ধে পরিপূর্ণ; আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা আগ্নেয়। গৃহনির্ম্মাণ-দক্ষ বিপক্ষের পক্ষে বিশ্বস্ত শিল্পিগণ শণ, সর্জ্জরস এবং ঘৃতাক্ত মুঞ্জ, বল্বজ ও বংশ প্রভৃতি উপাদানে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্য্যোধন-বশবর্ত্তী দুরাত্মা পুরোচন তুষ্টিকর ব্যবহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দগ্ধ করিবার বাসনায় আমাদিগকে এই বিষম আগ্নেয় গৃহে আনয়ন করিয়াছে। অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন পিতৃব্য বিদুর শত্রুগণের আকারেঙ্গিত দ্বারা তাহাদের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে, তবে আসুন, আমরা যেখানে ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিয়া বাস করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এই স্থানেই বাস করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা অব্যক্তাকার ও অপ্রমত্ত হইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিব; নচেৎ যদি পুরোচন অণুপরিমাণেও আমাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, তাহা হইলে অতি শীঘ্র আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। ঐ পাপাত্মা, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; ও কি অধর্ম্ম, কি লোকনিন্দা, কিছুতেই ভীত নহে। হে বৃকোদর! দেখ, এই শত্রু-নির্ম্মিত জতুগৃহ দগ্ধ হইলে পর পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা, "এই অধর্ম্ম অস্বর্গ্য কর্ম্ম কে করিল? এবং কি নিমিত্তই বা এ ঘটনা ঘটিল" বলিয়া অবশ্যই সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইবেন; কিন্তু যদি আমরা দাহভয়ে ভীত হইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্ব্বার প্রস্থান করি, তাহা হইলে রাজ্যলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন বলপূর্ব্বক আমাদিগকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই দুরাত্মা পদস্থ, আমরা অপদস্থ; সে সহায়বান্, আমরা অসহায়; সে ধনবান্, আমরা নির্ধন; সে মনে করিলেই কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে; অতএব আমরা দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও পুরোচনকে বঞ্চনা করিয়া, এস্থান হইতে গোপনীয়ভাবে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে ইতস্ততঃ বাস করিব। সম্প্রতি মৃগয়াচ্ছলে নানাদেশ ভ্রমণ করিলে পলায়নকালে কোন পথই আমাদের অবিদিত থাকিবে না। আমরা অদ্যাবধি এই গৃহমধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গূঢ়োচ্ছাস হইয়া বাস করিব, তথায় প্রদীপ্ত হুতাশন কখনই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ঐ গর্ত্তমধ্যে এরূপ গোপনীয়ভাবে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, যেন পাপাত্মা পুরোচন বা অত্রস্থ অন্য কেহ জানিতে না পারে।

## সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ইতিমধ্যে এক দিবস বিদুরের সখা একজন খনক পাণ্ডবগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে নিবেদন করিল, হে মহাত্মাগণ! আমি খনক, পরম হিতৈষী বিদুর প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান ও হিতসাধন করিতে আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, আপনাদের কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব? দুরাত্মা পুরোচন কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে রজনীযোগে গৃহদ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আপনাদিগকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিবার মানসে পুরোচনকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। আমার কথায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আপনাকে মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিতে বলিয়াছেন যে, তিনি আগমনকালে ম্লেচ্ছভাষায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন, আপনিও "বুঝিলাম" বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন।

সত্যপরায়ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির খনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, সৌম্য! আমি তোমাকে দেখিয়াই দৃঢ়ভক্তিশালী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ মহাত্মা বিদুরের প্রিয়বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ; সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না। তুমি বিদুরের ন্যায় আমাদেরও পরম সুহৃৎ; সেই ধর্ম্মাত্মা বিদুর যেমন আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের রক্ষা কর। দুরাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য এই আগ্নেয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ধনবান্ ও সহায়বান্; সে চিরকাল আমাদিগের হিংসা করে; আমরা নিহত হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই দারুণ অগ্নিভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই জতুগৃহের রন্ধ্রমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র এরূপ কৌশলে রাখিয়াছে, যে আমরা এই গৃহে থাকিয়া কোনক্রমে অগ্নি হইতে যদিও মুক্ত হইতে পারি, অস্ত্র হইতে কোনমতেই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। ধর্ম্মশীল বিদুর দুর্য্যোধনের এই কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া সঙ্কেতে আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। হে সৌম্য! এক্ষণে আমরা এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছি; তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতসারে এই আপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

খনক যুধিষ্ঠিরের বচনান্তে "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিয়া বহুযত্নসহকারে পরিখা খননচ্ছলে সেই গৃহের মধ্যে এক মহাগর্ত্ত প্রস্তুত করিল। গর্ত্ত প্রস্তুত হইলে পর, পাছে পুরোচন উহা বুঝিতে পারে এই ভয়ে কবাটদ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে মৃত্তিকা দিয়া এরূপ সমতল করিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা সন্দর্শন করিলে উহার নিম্নভাগে গর্ত্ত আছে বলিয়া বুঝিতে পারা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

পাণ্ডবগণ পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার মানসে বিশ্বস্তের ন্যায় দিবাভাগে মৃগয়াচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, রজনীযোগে খনককৃত গহ্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া কালযাপন করিতেন। পাণ্ডবগণের ঐ গোপনীয় ব্যাপার বিদুরের পরম সুহৃত সেই খনকসত্তম ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

## অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণের বারণাবত নগরে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে, দুর্ম্মতি পুরোচন তাঁহাদিগকে একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে পরম সন্তুষ্ট হইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়াছে; আমরা কপট ব্যবহার দ্বারা দুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি; সম্প্রতি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অদ্য আয়ুধাগারে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিয়া ছয় জনকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে দিন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে ভোজরাজনন্দিনী দান প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান;

স্ত্রীলোকেরাও তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক অভিমত পানভোজন সমাধান করিয়া কুন্তীর নিকটে বিদায় লইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিল। ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী কালপ্রেরিত হইয়া অন্নলাভ-প্রত্যাশায় পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কুন্তিভোজদুহিতা দয়ার্দ্রচিত্তে উত্তমরূপে তাহাদিগকে পানভোজন করাইলেন ; নিষাদী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করিয়া হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিল। এদিকে ক্রমে রজনী অধিকা হইল ; নগরস্থ সমস্ত লোক নিদ্রায় অভিভূত ; তৎকালে ভগবান্ সমীরণ নিরপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি সদয় হইয়াই যেন তাঁহাদের সাহায্য করিবার মানসে প্রবলবেগে বহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন উত্তম সুযোগ বুঝিতে পারিয়া অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহের দ্বারে, তৎপরে সেই বাটীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, অগ্নি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তখন ভ্রাতৃগণ ও মাতার সহিত খনকনির্ম্মিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিল। হুতাশনের উগ্র তাপ ও কঠোর শব্দপ্রভাবে পৌরগণ জাগরিত হইল। তাহারা পাণ্ডবগণের আবাস দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ ! দুরাত্মা পুরোচন পাণ্ডবদ্বেষী কুরুকুলকলঙ্ক পাপাত্মা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে নিরপরাধ সুবিশ্বস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল ; এক্ষণে ইহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা ! দুরাত্মা আপনিও এই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে ; পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, উহার কি দুর্ব্বুদ্ধি ! ঐ দুরাত্মা পরমাত্মীয় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে শত্রুর ন্যায় অনায়াসে দগ্ধ করাইল। বারণাবতনগরস্থ লোকগণ দহ্যমান জতুগৃহের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

এদিকে মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা গর্ত্ত দিয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। একে রজনীজাগরণ, তাহাতে আবার গৃহদাহভয়। ভীম ব্যতীত সকলেই দ্রুতগমনে অসক্ত হইয়া পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মাতাকে স্কন্ধদেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষের আঘাতে বনরাজি ও তরুগণ ভগ্ন ও পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

## ঊনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ ! পাণ্ডবগণ বারণাবতনগর হইতে বনে পলায়ন করিলে, মহাত্মা বিদুর এক জন সুবিশ্বস্ত পুরুষকে তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিল যে, মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া উহার জল পরিমাণ করিতেছেন। অলৌকিক-ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাত্মা বিদুর অগ্রেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টিত বুঝিতে পারেন, পরে তাঁহার চরও তাহা বুঝিতে পারে, একারণ সে প্রেরিত হয় ; কিন্তু বিদুর তাহাকেই পাণ্ডবদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি পবিত্র ভাগীরথীকূলে মনোমারুতগামিনী চক্রপতাকাশালিনী বাতসহা নৌকা লইয়া পাণ্ডবদিগের নিকটে উপস্থিত করিল এবং তাঁহাদের বারণাবতে আসিবার সময়ে বিদুর যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, সেই সাঙ্কেতিক বাক্যে প্রতীতি জন্মাইয়া কহিল, হে মহানুভব ! সর্ব্বার্থবেত্তা মহাত্মা বিদুর তোমাদিগকে কহিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা কর্ণ, ভ্রাতৃগণসমবেত দুর্য্যোধন ও শকুনিকে সংগ্রামে পরাজয় করিবে। হে মহাত্মন্ ! এক্ষণে এই তরঙ্গসহা সুখগামিনী তরণী উপস্থিত, ইহার দ্বারা আপনারা নিঃসন্দেহ এই সমস্ত দেশ অতিক্রম করিতে পারিবেন।

অনন্তর নাবিক মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণকে সাতিশয় ব্যথিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নৌকা বাহিয়া চলিল। গমনকালে নাবিক কহিল, মহাত্মা বিদুর, উদ্দেশে আপনাদিগকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিয়াছেন যে, গমনকালে পথে যেন কোন বিপদ্ না ঘটে। বিদুরপ্রেরিত নাবিক এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিয়া

আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপুরঃসর বিদায় প্রার্থনা করিল। তখন পাণ্ডবগণ বিদুরকে আপনাদিগের প্রণাম জানাইতে কহিয়া নাবিককে বিদায় দিলেন। নাবিক স্বস্থানে প্রস্থান করিল, পাণ্ডবগণও মাতৃসমভিব্যাহারে অতি সত্বরে তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাত হইলে পৌরগণ পাণ্ডুনন্দনদিগকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণানন্তর দেখিল যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয়াছে, এবং অমাত্য পুরোচন ভস্মসাৎ হইয়াছে। তখন তাহারা যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, হায়! পাপকর্ম্মা দুর্য্যোধনই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। এই কর্ম্ম অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারে হইয়াছে। তিনিও স্বীয় পুত্রকে ঐ গর্হিতানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করেন নাই; মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইঁহারাই বা কি বলিয়া এই নৃশংস কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমোদন করিলেন। যাহা হউক আইস আমরা দুরাচার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট "তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, তুমি পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিয়াছ" বলিয়া সংবাদ পাঠাই।

তদনন্তর পৌরগণ, পাণ্ডবগণের অন্বেষণার্থে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে করিতে ভস্মীভূত নিরপরাধ নিষাদী ও তাহার পঞ্চ পুত্রকে দেখিতে পাইলেন; তাহারা উহাদিগকেই পঞ্চপুত্রসমবেত কুন্তী বলিয়া স্থির করিল। খনক জতুগৃহ পরিষ্কার করিবার ছলে স্বকৃত গহ্বর পাংশুদ্বারা এরূপ পুরাইয়া দিল যে, কেহই উহার বিন্দুবিসর্গমাত্রও অনুসন্ধান পাইল না। তৎপরে পৌরগণ, গৃহদাহে মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ ও অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে, এই সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পাঠাইল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "হায়! মাতৃসমবেত যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ বিনষ্ট হওয়াতে এত দিনের পর আমার ভ্রাতা পাণ্ডু মৃত হইলেন। মদীয় অধিকৃত পুরুষেরা অতি ত্বরায় বারণাবতনগরে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগের ও কুন্তিরাজপুত্রী কুন্তীর সৎকার করুক এবং তাঁহাদিগের স্বর্গার্থে তথায় বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করুক। আর যাহারা ঐ স্থানে মরিয়াছে তাহাদের সুহৃদ্বর্গও তথায় গমন করুক। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ধনব্যয় দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণের পারত্রিক হিতসাধন যতদূর হইতে পারে তাহাতে যেন কোন প্রকারে ত্রুটি না হয়।"

অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ পরিদেবনানন্তর জ্ঞাতিবর্গ সমভিব্যাহারে সমাতৃক পাণ্ডুনন্দনগণের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সকলেই শোকপরবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ হা যুধিষ্ঠির! হা ভীমসেন! হা অর্জ্জুন! হা নকুল! হা সহদেব! এবং হা কুন্তী! বলিয়া শোক করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের নাম করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিল। কেবল সর্ব্ববৃত্তান্তজ্ঞ বিদুর লোক প্রত্যয়ের নিমিত্ত অতি অল্পমাত্র কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে রজনীযোগে বারণাবত নগর হইতে বহির্গমনানন্তর নৌকারোহণপূর্ব্বক নাবিকগণের ভুজবল, নদীর স্রোতোবেগ ও বায়ুর অনুকূলতাবশতঃ অতি ত্বরায় গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্র দ্বারা দিঙ্নিরূপণ করিয়া স্থলপথে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত, ও নিতান্ত পিপাসার্ত্ত এবং নিদ্রান্ধ হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, দেখ এই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে আমাদের সাতিশয় কষ্ট হইতেছে; আমরা কোন প্রকারেই দিঙ্নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি, সেই দুরাত্মা পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে কি না তাহাও জানিতে পারিলাম না, এক্ষণে কিরূপে এই বিষম ভয় হইতে বিমুক্ত হই। তুমি আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, অতএব তুমিই পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে লইয়া চল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে স্বীয় জননী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে পূর্ব্বের ন্যায় লইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

---

## একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের গমনকালে তদীয় উরু-

বেগে বনস্থ বৃক্ষসকল শাখা প্রশাখার সহিত কম্পমান হইতে লাগিল। তাঁহার জঙ্ঘা-পবনে পার্শ্বস্থ বৃক্ষ ও লতা সকল ভূতলশায়ী হইল। তিনি সমীপস্থ ফল পুষ্পাবনত বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করত গমন করিয়া ক্রোধান্বিত তেজস্বী মদস্রাবি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য পাণ্ডবগণ ভীমের গমনবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। ভীমসেন উন্নত ও বিষম প্রদেশে স্বীয় জননী কুন্তীকে অতি সাবধানে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা অতি কষ্টে অনেক বন অতিক্রম করিয়াও দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ভয়ে প্রচ্ছন্নবেশে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, ঐ সময়ে তাঁহারা আর এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ অরণ্যে জল বা কোনপ্রকার ফলমূল কিছুই নাই। উহার চতুর্দ্দিকে হিংস্র জন্তু ও ক্রূর পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ঘোরতর অন্ধকার সমুপস্থিত হইল; অকস্মাৎ প্রবল বায়ুদ্বারা বৃক্ষের ফল পত্র পতিত,বৃক্ষগুল্মাদি উৎপাটিত ও অবনমিত হইয়া দশ দিক একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

পাণ্ডবগণ অবিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিতান্ত নিদ্রাতুর হইয়া গমনে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা সেই আহারদ্রব্যশূন্য বনে অবস্থিতি করিলেন। তাহার পর কুন্তী নিতান্ত তৃষাতুর হইয়া স্বকীয় পুত্রদিগকে কহিলেন, হায়! আমি পাণ্ডবগণের মাতা হইয়া এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলাম। ভোজরাজনন্দিনীর ঐ প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে মাতৃভক্তি-পরায়ণ ভীমসেনের মন কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব না করিয়া মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে পূর্ব্ববৎ গ্রহণ করিয়া আর এক পরম রমণীয় কাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সেই বিপুল ন্যগ্রোধ পাদপমূলে মাতা ও ভ্রাতৃগণকে রাখিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই স্থানে ক্ষণেক বিশ্রাম কর, আমি জল অন্বেষণার্থে গমন করি; ঐ দেখ, জলচারী সারসগণ কলস্বরে ধ্বনি করিতেছে। বোধ হয় অনতিদূরেই অতি বৃহৎ জলাশয় আছে। তাঁহাদিগকে এই কথা কহিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সারসগণের কলরবানুসারে ক্রোশদ্বয় গমন করিয়া এক মহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি ঐ সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান ও জলপান করণানন্তর মাতা ও ভ্রাতাদিগের নিমিত্ত স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে করিয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাদের সমীপে সমাগত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, মাতৃসমবেত ভ্রাতৃগণ ধরণীতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন।

তাঁহাদিগের সেই অবস্থা দর্শনে ভীমসেনের শোকের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, হায়! কি কষ্ট! আমার কি দুরদৃষ্ট! আমাকে ভ্রাতাদিগকে ধরাতলে নিদ্রিত দেখিতে হইল! বারণাবত নগরে দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহাদের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে তাঁহারা ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া অনায়াসে সুষুপ্ত হইয়াছেন! হায়! কি পরিতাপের বিষয়! যিনি শত্রুঘাতী বসুদেবের ভগিনী, যিনি কুন্তীরাজের দুহিতা, যিনি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, যিনি মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের পুত্রবধূ, যিনি মহাত্মা পাণ্ডুর পত্নী, যিনি আমাদিগের জননী, যিনি প্রফুল্ল পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রভা শালিনী, এবং যিনি ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও বায়ু হইতে এই সকল সন্তান প্রসব করিয়াছেন, অদ্য সেই সুকুমারাঙ্গী মহার্হ শয়নোচিতা কুন্তীকে ভূতলশায়িনী দেখিতে হইল! ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে! যে ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ত্রিলোকীর আধিপত্য পাইতে পারেন, তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। নবীন জলধরের ন্যায় শ্যাম অলোকসামান্য অর্জ্জুন প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন! ইহা কি সামান্য দুঃখের কথা! মাদ্রীনন্দনদ্বয় অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় রূপবান ইঁহারা এ মনুষ্যের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া অনায়াসে নিদ্রা যাইতেছেন। ইহার পর আর দুঃখ কি আছে, যাহার কুলে কলঙ্কস্বরূপ বিষম জ্ঞাতিবর্গ নাই, সে পরমসুখে কাল যাপন করে। গ্রামে একটীমাত্র বৃক্ষ থাকিলে সে ফলোপশোভিত হইয়া চৈত্যনামে খ্যাত ও সর্ব্বত্র পূজিত হয়। যাহাদের বলবান্ পরম ধার্ম্মিক জ্ঞাতি থাকে,তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে বাস করে। আমরা এমনই দুরদৃষ্ট যে পরম সুহৃৎ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের পরামর্শানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, কেবল দৈবের অনুকূলতায় একাল

আছি! দারুণ অগ্নিভয় হইতে পরিত্রাণ পাই-
ট, কিন্তু এক্ষণেও এই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ
কোন্‌দিকে যাইব বা কি করিব কিছুই বুঝিতে
ছি না। হা দুরাত্মন্ কুরুকুলকলঙ্ক দুর্য্যোধন!
দিনের পর কৃতার্থ হইলি। নিশ্চয় জানিলাম,
ব সুপ্রসন্ন, তন্নিমিত্তই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির কুপিত
মাকে আজ্ঞা প্রদান করেন না, যদি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ
ইঙ্গিতে আমাকে অনুজ্ঞা করেন তাহা হইলে
দ্যাই তোমাকে অমাত্য, সহোদর, কর্ণ ও শকুনি
াহারে শমনভবনে পাঠাই। মহাবল পরাক্রান্ত
কহিতে কহিতে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া
াস পরিত্যাগপূর্ব্বক করে করে মর্দ্দন করিতে
। তিনি ক্ষণকাল পরে নির্ব্বাণোন্মুখ হুতাশনের
ম ক্রোধশূন্য হইয়া সেই স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক
্যায় মহীতলে সুষুপ্ত মাতা ও ভ্রাতাদিগকে নিরী-
ক্ষিতে করিতে কহিলেন, বোধ হয়, এই বনের
রই নগর আছে। এক্ষণে ইঁহাদের জাগরণ
ইঁহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন, কি করি,
গিয়া থাকি. ইঁহারা নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিয়া
করিবেন এই বলিয়া ভীমসেন তথায় অপ্রমত্ত-
গরিত হইয়া রহিলেন।

জতুগৃহদাহ পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# হিড়িম্ববধ পর্ব্বাধ্যায়।

## দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ঐ বনের
বর্ত্তী বিশাল এক শালবৃক্ষ ছিল। তদুপরি মহা-
ক্রান্ত নরমাংসাশী হিড়িম্বনামা রাক্ষস বাস
ঐ দুরাত্মা অত্যন্ত ক্রূর ও জলদকালের জল-
ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল। উহার শরীর সুদৃঢ়, চক্ষুর্দ্বয়
মুখ অতি ভীষণ, দন্তজাল বিশাল, জঙ্ঘামূল ও
স্থান, শ্মশ্রু ও শিরোরুহ তাম্রবর্ণ, স্কন্ধ প্রকাণ্ড
াদৃশ ও কর্ণদ্বয় রাসভ-শ্রবণোপম ছিল। রাক্ষস
া মাতৃসমবেত পাণ্ডবদিগকে নিদ্রিত দেখিতে
পাইল। দুরাত্মা বহুদিবসাবধি মনুষ্য-শোণিত পান করে
নাই, বিশেষতঃ তৎকালে সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল;
মনুষ্যগন্ধ আঘ্রাণে ও পাণ্ডবদিগের দর্শনে যৎপরোনাস্তি
পরিতুষ্ট হইল; পরে ঊর্দ্ধাঙ্গুলি দ্বারা শিরঃকণ্ডূতি করিতে
করিতে মুখব্যাদানপূর্ব্বক জৃম্ভণচ্ছলে বারংবার তাঁহা-
দিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হিড়িম্ব পাণ্ডবগণের
মাংস ভক্ষণ ও রুধির পান করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র
হইয়া স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে আহ্বান করিয়া কহিল, ঐ
দেখ বহুদিনের পর আমার পরম ভক্ষ্যসকল স্বয়ং সমু-
পস্থিত হইয়াছে, উহাদিগের দর্শনে আমার জিহ্বা হইতে
জল নিঃসৃত ও মুখ বিচলিত হইতেছে। অদ্য আমি
বহুদিনের পর সুকোমলমাংসযুক্ত মনুষ্যদেহে সুতীক্ষ্ণ
বিশাল দশন নিমগ্ন করিব, মনুষ্যকণ্ঠ আক্রমণ ও ধমনী-
চ্ছেদনপূর্ব্বক অভিনব কবোষ্ণ ফেনিল রুধির পান করিয়া
চরিতার্থ হইব। তুমি শীঘ্র গিয়া জান, উহারা কে?
উহাদের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আমার পরম পরিতোষ হই-
তেছে। শীঘ্র যাও, উহাদের সকলকে বধ করিয়া
আমার নিকট আনয়ন কর। উহারা আমার অধি-
কারে নিদ্রিত রহিয়াছে, ভয় করিও না। যাও ত্বরায়
উহাদিগকে মারিয়া আন। আমরা দুইজনে একত্র হইয়া
নরমাংস ভক্ষণে উদর পূর্ণ ও পরম পরিতোষে তাল প্রদান
পূর্ব্বক নৃত্য করিব।

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভ্রাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বরে পাণ্ডব
গণের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মাতৃসমবেত পাণ্ডব
চতুষ্টয় নিদ্রিত আছেন, কেবল একাকী ভীমসেন জাগরিত
হইয়া প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। রাক্ষসী বিশাল
শালবৃক্ষ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনের অলোক-
সামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে সাতিশয় কামার্ত্ত হইয়া মনে
মনে স্থির করিল যে, এই মহাবাহু, সিংহস্কন্ধ, কম্বুগ্রীব,
কমলনয়ন, সুরূপ, যুবা পুরুষকে আমি পতিত্বে বরণ
করিব। আমি কথনই ভ্রাতার ক্রূর বাক্যানুসারে কার্য্য
করিব না। পতিস্নেহ সোদর-স্নেহ অপেক্ষা বলবান্;
বিশেষতঃ আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে
উপস্থিত করিলে মাংসভক্ষণ ও রুধির পান দ্বারা আমার
ক্ষণকালমাত্র তৃপ্তি হইবে, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া এই
যুবা পুরুষকে পতিত্বে বরণ করি, তাহা হইলে আমি চির-

কাল পরমসুখভোগে কালহরণ করিতে পারিব। কামরূপিণী হিড়িম্বা মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে দিব্যাভরণ-ভূষিতা ষোড়শবর্ষদেশীয়া কামিনীর বেশধারণপূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে ভীমসেনের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং লজ্জাবনত সহাস্যবদনে গদগদস্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? এই যে দেবরূপী পুরুষগণ ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন, ইহাঁরা তোমার কে? আর এই যে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ রূপশালিনী সুকুমারী আপনার গৃহের ন্যায় এই নির্জ্জন বনে বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই বা তোমার কে? শুনিতে ইচ্ছা করি; তোমরা কি জাননা যে এই গহনবন রাক্ষসগণের আবাস স্থান? ইহাতে হিড়িম্ব নামে এক পাপাত্মা বাস করে। সেই দুরাত্মা আমার ভ্রাতা; সে তোমাদিগের মাংস ভক্ষণে ও রুধির পানে লোলুপ হইয়া তোমাদিগের বধ সাধনার্থ আমাকে পাঠাইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি, হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যাহা তোমার উচিত হয়, কর। আমি কামাতুরা হইয়া স্বয়ং তোমাকে বরণ করিবার প্রার্থনা করিতেছি, হে মহাত্মন্! বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ সফল কর। হে মহাবাহো! আমি স্বীকার করিতেছি, দুরন্ত রাক্ষসভয় হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিব। আমি কি জল, কি স্থল, কি অম্বরতল সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারি, তোমাকে লইয়া গিরিদুর্গমধ্যে বাস করিব; তুমি আমার সহিত একত্র থাকিলে পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতে পারিবে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া অধীনীর মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর।

মহাত্মা ভীমসেন হিড়িম্বার বাক্যশ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে রাক্ষসি! আমি তোমার কথায় কিরূপে এই গহন কানন মধ্যে মাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর ও অনুজগণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি। মদ্বিধ লোক কি কামার্ত্ত হইয়া এই সমস্ত সুখপ্রসুপ্ত মাতৃসমবেত ভ্রাতৃগণকে রাক্ষসমুখে প্রদান করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারে? হিড়িম্বা কহিল, হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার যাহাতে প্রীতি জন্মে আমি তদনুষ্ঠানে কথনই পরাঙ্মুখ হইব না। তুমি ইহাঁদিগকে জাগরিত কর; আমি সকলকেই নরমাংসাদ রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব। ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষসি! আমি তোমার দুরাত্মা ভ্রাতার ভয়ে সুখপ্রসুপ্ত জননী ও ভ্রাতৃগণকে কথনই প্রবোধিত করিতে পারিব না। হে ভীরু! কি রাক্ষস, কি মানব, কি গন্ধর্ব্ব কেহই আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহে, আমি কাহাকেও ভয় করি না; অতএব তুমি এই স্থানেই থাক বা এখান হইতে গমন করিয়া তোমার ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দাও; যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি সকল বিষয়েই সম্মত আছি, কিছুতেই কিছুমাত্র ক্ষতি বোধ করি না।

---

## ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এদিকে ঊর্দ্ধকেশ, মহাবাহু, নিবিড় কাদম্বিনীতুল্য কলেবর, লোহিত নয়ন, বিকটদশন, ভয়ঙ্করবদন দুরাত্মা হিড়িম্ব স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং পাণ্ডবগণসমীপে গমন করিতে লাগিল। হিড়িম্বা তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া ভীমসেনকে কহিল, হে মহাত্মন্! ঐ দেখুন নরমাংস-লোলুপ মদীয় সহোদর দুরাত্মা হিড়িম্ব ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, আর নিস্তার নাই; এক্ষণে বিনয় করিয়া কহিতেছি, দাসীর বাক্য গ্রহণ করুন; সকলকে জাগরিত করিয়া ত্বরায় আমার নিতম্বদেশে আরূঢ় হউন, আমি আপনাদিগকে লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হই। ভীমসেন কহিলেন, হে পৃথুশ্রোণি! কিছুমাত্র ভয় করিও না, স্থির হও, দেখ, তোমার সমক্ষেই দুরাত্মাকে এখনই বধ করিব; এই একাকী রাক্ষসাধমের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত রাক্ষসকুল একত্র হইয়া আসিলেও আমি পরাজিত করিতে পারিব; আমার করিশুণ্ডসন্নিভ এই ভুজযুগল, পরিঘতুল্য এই উরুদ্বয় ও বিশাল এই বক্ষঃস্থল দর্শন কর; আর ইন্দ্রসদৃশ মদীয় অতুল পরাক্রমও অচিরে দেখিতে পাইবে; হে পৃথুনিতম্বিনি! মনুষ্য বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিও না; হিড়িম্বা কহিল, হে দেবরূপ নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিতেছি না; এই দুরাত্মা সর্ব্বদাই মানবদিগকে অনায়াসে পরাজয় করে এই নিমিত্ত ভীত হইয়া তোমাদিগকে লইয়া পলায়নে উদ্যত হইয়াছিলাম।

রাক্ষস দূর হইতে ভীমসেনের কথাসমস্ত শুনিতে পাইয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, হিড়িম্বা মানুষীর বেশ ধারণ করিয়াছে; তাহার বদন পূর্ণশশিসম, কবরী পুষ্পমালায় পরিবেষ্টিত, ভ্রূ, চক্ষুঃ ও কেশান্ত মনোহর, একান্ত সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্রাভরণ-ভূষিত, পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র। হিড়িম্ব তাহাকে তাদৃশভাবাপন্ন দেখিয়া কামুকী বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিল। তখন সে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বিপুল নেত্রদ্বয়বিস্ফারণপূর্ব্বক ভগিনীকে ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিল, অরে বিপ্রিয়কারিণি হিড়িম্বে! তুই আমার ভোজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? আমার ক্রোধ কি একবারে বিস্মৃত হইলি? রে রাক্ষসকুলকলঙ্কিনি পরপুরুষাভিলাষিণি অসতি! তোকে ধিক্! তুই যাহার আশ্রয়বলে আমার এই মহৎ অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলি, আমি তাহাকে তোর সমক্ষে এখনই বধ করিতেছি। হিড়িম্ব, ভগিনীর উপর এই প্রকার তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া রোষকষায়িত লোচনে দৃঢ়তররূপে দশনে দশন নিষ্পীড়নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন, রাক্ষসকে ভগিনীর প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবমান দেখিয়া, "রে দুরাত্মন্! তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং উপহাস করিয়া কহিলেন, অরে হিড়িম্ব! তুই কি নিমিত্ত বৃথা গর্জ্জন করিয়া এই সুখপ্রসুপ্ত জনগণের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছিস্? আর কি নিমিত্তই বা স্বীয় ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইতেছিস্? ক্ষমতা থাকে আয়, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্। তোর ভগিনীর অপরাধ কি? শরীরান্তশ্চারী অনঙ্গই অপরাধী, তাহারই দুর্জ্জয় কুসুম-শরে জর্জ্জরিত হইয়া হিড়িম্বা আমাকে অভিলাষ করিয়াছে। ইহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই; জানিস না, তুই স্বয়ং ইহাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছিস্? এ এখানে আগমন করিয়াই আমার রূপলাবণ্য দর্শনে কন্দর্পবাণে মোহিত হইয়া যখন আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে,তখন ও অবশ্যই আমার রক্ষণীয়। রে রাক্ষসকুলকলঙ্ক দুষ্টাত্মন্! তুই কি সাহসে আমি জীবিত থাকিতে আমার স্ত্রীর প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছিস্? যোগ্যতা থাকে আসিয়া আমার সঙ্গে সংগ্রাম কর্; আমি এইক্ষণেই তোকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। রে নরমাংসলোলুপ দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস! আমি আজি তোর মস্তক চূর্ণ করিব; শ্যেন, কঙ্ক, গোমায়ুপ্রভৃতি জন্তুগণ পরমাহ্লাদপূর্ব্বক তোর ধরণীলুণ্ঠিত মৃতদেহ আকর্ষণ করিবে। রে রাক্ষসাধম! তুই নিত্য নিত্য নরহত্যা করাতে এই বন পাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে; আমি অদ্য মুহূর্ত্তকালমধ্যে ইহা রাক্ষসশূন্য করিব। যেমন সিংহ মহাগজকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ অদ্য তোর ভগিনীর সমক্ষে তোকে আকর্ষণ করিব। রে রাক্ষসকুলাঙ্গার! অদ্য আমার হস্তে তোর মৃত্যু হইলে অরণ্যচারী পুরুষগণ নিঃশঙ্কচিত্তে এই বনে বিচরণ করিবে। হিড়িম্ব কহিল, রে নরাপসদ! তুই কেন অকারণ গর্জ্জন করিতেছিস্? অগ্রে স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর্, পরে আত্মশ্লাঘা করিস্। আমা অপেক্ষা বলবান্ বলিয়া মনে মনে যে তোর্ অহঙ্কার হইয়াছে, অবিলম্বে তাহা চূর্ণ করিব। আমি এই নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে, এখন কিছুই বলিব না। ইহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাউক; অগ্রে তোকে বধ করিয়া তোর রক্ত পান করি,পরে এই নিদ্রিতদিগকে, তৎপরে এই অপ্রিয়কারিণী পাপীয়সী ভগিনীকে সংহার করিব।

রাক্ষস এইরূপ তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবলপরাক্রান্ত ভীম রাক্ষসকে সম্মুখাগত দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার বাহুযুগল ধারণ করিলেন, এবং যেমন সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে সে স্থান হইতে অষ্ট ধনু অন্তরে লইয়া গেলেন। রাক্ষস ভীমসেনের পরাক্রম দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে ধারণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন বৃকোদর জননীসমবেত নিদ্রিত ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গভয়ে পুনর্ব্বার তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরে লইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহারা দুই জনে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ষষ্টিবর্ষবয়স্ক ক্রোধান্বিত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ভঞ্জন ও লতাকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ভীষণ গর্জ্জনে মাতৃসমবেত পাণ্ডবচতুষ্টয় জাগরিত হইয়া সম্মুখস্থিতা হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন।

## চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে কুন্তী পুত্রচতুষ্টয়ের সহিত জাগরিত হইয়া সমীপস্থিতা হিড়িম্বার অতিমানুষ রূপ দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সান্ত্ব-বাদপূর্ব্বক হিড়িম্বাকে সম্বোধন করিয়া সুমধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি কে? কাহার পত্নী? কি নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়াছ? হে দেবগর্ভাভে! তুমি কি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী? কি কোন অপ্সরা? আর কি জন্যই বা এস্থানে রহিয়াছ? সবিশেষ ব্যক্ত করিয়া বল। হিড়িম্বা কহিল, হে দেবি! এই যে গগন-স্পর্শী বৃক্ষরাজী সমাকুল সুনীল জলধর-সদৃশ শ্যামল অরণ্যানী নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্ব ও আমার আবাসস্থান। ঐ রাক্ষসরাজ আমার সহোদর, সে তোমাকে ও তোমার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে এই স্থানে আমাকে পাঠাইয়াছিল। আমি সেই ক্রূরবুদ্ধির বচনানুসারে এথানে আসিয়া তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ-কলেবর, মহাবল পরাক্রান্ত তোমার পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলাম। হে শুভে! তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি সর্ব্ব-ভূতচিত্তচারী ভগবান্ কুসুমচাপের শরসন্ধানের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলাম, আমি তোমা-দিগকে লইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিবার অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু, তোমার পুত্র কোনমতেই আমার বাক্যে সম্মত হইলেন না। হে ভদ্রে! এস্থানে আমার অনেক বিলম্ব হওয়াতে আমার ভ্রাতা তোমাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আসিয়াছিল। এক্ষণে তোমার সেই পুত্র বলপূর্ব্বক এস্থান হইতে তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। ঐ দেখ, তাঁহারা দুজনে পরস্পর গর্জ্জন ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন।

হিড়িম্বার বচন শ্রবণমাত্র মহাবীর্য্য যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সত্বরে ভীমসমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও রাক্ষস পরস্পর জয়াশা করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত সিংহদ্বয়ের ন্যায় ঘোর-তর সংগ্রাম করিতেছেন। তাহাদিগের চরণাঘাতে পার্থিব ধূলিপটল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দাবাগ্নিধূমের শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহারা বসুধারেণু-পরিবীতাঙ্গ হইয়া নীহারমণ্ডিত শৈলরাজদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাই-তেছে। তখন মহাবলশালী অর্জ্জুন ভীমসেনকে রাক্ষসের যুদ্ধে ব্যথিতপ্রায় দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু ভীমসেন! তুমি কি এই দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছ? ভয় নাই, আমি তোমার সহায়তা করিতেছি; নকুল ও সহদেব মাতাকে রক্ষা করুক। ভীম কহিলেন, ভ্রাতঃ! কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না; নিরুদ্বিগ্নচিত্তে যুদ্ধ দর্শন কর; এই দুরাত্মা আমার হস্তগত হইয়াছে, আর ইহার নিস্তার নাই। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! আর বিলম্ব করিও না; পাপাত্মা রাক্ষসকে শীঘ্রই নিপাত কর; আমাদের এস্থান হইতে অতি ত্বরায় প্রস্থান করা কর্ত্তব্য; ঐ দেখ পূর্ব্বদিক্ রক্তবর্ণ হইয়াছে; অতি শীঘ্রই প্রভাত হইবে; দিবাভাগে রাক্ষসগণ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে; হে বৃকোদর! সত্বর হও; আর বৃথা ক্রীড়া করিও না; উহাকে শীঘ্র বধ কর; কিঞ্চিৎ বিলম্বেই ঐ দুরাত্মা মায়া প্রকাশ করিবে।

মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন অর্জ্জুনের বচন শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় জনক বায়ুকে আহ্বান করত তদীয় জগৎসংহারক বল গ্রহণ করিলেন এবং সেই নীলাম্বুদশ্যামল রাক্ষসের প্রকাণ্ড দেহ ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক মহাবেগে ঘূর্ণিত করিতে করিতে কহিলেন, অরে দুষ্ট নিশাচর! তুই বৃথা এতকাল মাংসভক্ষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিস্, তোকে ধিক্; অতএব তোকে এক্ষণেই অপঘাতে সংহার করিয়া এই বন নিষ্কণ্টক ও মঙ্গলযুক্ত করিব। আর তুই নরহত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে পারিবি না। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন! যদি এই রাক্ষসকে তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে, তবে বল? আমি তোমার সাহায্য করিতেছি। ইহাকে শীঘ্র সংহার কর, অথবা আমি ইহাকে বিনাশ করিতেছি। তুমি অনেক পরিশ্রম করিয়াছ ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।

অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণে ভীমসেনের ক্রোধ দ্বি-গুণিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাক্ষসকে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত পশুর ন্যায় বধ করিলেন। হিড়িম্ব মরণকালে ভয়ঙ্কর

চার করিতে লাগিল। তাহার গভীর গর্জ্জন দ্বারা মহারণ্য পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে বৃকোদর রাক্ষসকে র্ব্বক ধারণ করিয়া তাহার মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া লেন। রাক্ষস নিহত হইয়াছে দেখিয়া, পাণ্ডবচতু- আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা পরমসমাদর ক ভীমসেনকে ধন্যবাদ প্রদান ও আলিঙ্গন লেন। তখন অর্জ্জুন পরম আহ্লাদে অরাতিবিনা- বৃকোদরকে পূজা করিয়া কহিলেন, হে মহা- বোধ হয়, এই বনের অনতিদূরেই নগর আছে, আমরা ত্বরায় এস্থান হইতে প্রস্থান করি; কি জানি া দুর্য্যোধন কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদের ন্ধান পাইলেও পাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই নের বাক্যে অনুমোদন করিয়া তথা হইতে গমন তে লাগিলেন। রাক্ষসী হিড়িম্বাও তাঁহাদের সমভি- রে চলিল।

---

## পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভীমপরাক্রম ভীম- হিড়িম্বাকে আপনাদিগের সমভিব্যাহারে আসিতে য়া তাহাকে কহিলেন, রাক্ষসগণ মোহিনী মায়া র করিয়া বৈরনির্য্যাতন করে; অতএব রে নিশাচরি! আর আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নহে, তুইও স্বীয় দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শমনভবনে যাত্রা কর্। ধর্ম্মাত্মা ষ্ঠির ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত লেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! স্ত্রীহত্যা করিও না; হে পাণ্ডব! র রক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই দুরাত্মা হিড়ি- আমাদিগকে বধ করিবার মানসে আসিয়াছিল, কে ত তুমি বিনষ্ট করিয়াছ, এ তাহার ভগিনী; এ হইলেই বা আমাদের কি করিতে পারে।

হিড়িম্বা ভীমের ক্রোধদর্শনে সাতিশয় বিষণ্ন হইয়া র সমক্ষে কুন্তীকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক তে লাগিল, আর্য্যে! অবলা জন অনঙ্গশরে রিত হইলে কিরূপ দুঃখভোগ করে, তাহা আপনি শেষ-অবগত আছেন; হে মাতঃ! আমি ভীমসেনকে লন করিয়া অবধি সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি সুখ প্রত্যাশায় এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলাম; এক্ষণে আমার সেই সুখ সম্ভোগের সময় সমুপস্থিত হই- য়াছে এখন আমাকে বঞ্চিত করা নিতান্ত অবিধেয়; আরও দেখ, আমি স্বকীয় পাতিব্রত্যধর্ম্ম ও বন্ধুবান্ধব- প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে যশস্বিনী! যদি সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ কিংবা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ- ত্যাগ করিব, অতএব আপনি আমাকে মূঢ়া বলিয়া হউক, বা ভক্ত বলিয়াই হউক, কিম্বা অনুগত বলিয়াই হউক, অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ভীমসেন আমার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা বিধান করুন। আমি সেই দেবরূপী বৃকো- দরকে লইয়া যথেচ্ছা গমন করিব এবং পুনরায় আপনা- দিগের সমীপে আনয়ন করিয়া দিব। আপৎকালে আপনারা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তদ্দণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইব এবং আপনাদিগকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিব। আপনারা শীঘ্র গমনে অভিলাষ করিলে আমি স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া আপনাদিগকে লইয়া যাইব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ভীমের সহিত আমার মিলন করিয়া দিন। আপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে হউক প্রাণ- ধারণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি বিপদ কি সম্পদ সর্ব্বকালেই স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া থাকেন; আপৎকালেই ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মের বিঘ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভা- বনা; অতএব যিনি আপৎসময়েও স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক; লোকে পুণ্যবলেই জীবিত থাকে; পুণ্যই প্রাণধারণের একমাত্র উপায়; যে কার্য্য করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাহারও পক্ষে দূষণাবহ নহে।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, হিড়িম্বার বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে কহিলেন, হে সুমধ্যমে! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথার্থ বটে, তুমি সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে কৃতস্নানাহ্নিক ও কৃত- কৌতুকমঙ্গল ভীমসেনকে ভজনা করিও; দিবাভাগে উঁহাকে লইয়া যথেচ্ছা গমন করত স্বচ্ছন্দে বিহারাদি করিও; কিন্তু রজনীযোগে আমাদের সমীপে আনয়ন করিয়া দিতে হইবে। বৃকোদর যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণা- নন্তর "তথাস্তু" বলিয়া অনুমোদন করিলেন, এবং হিড়ি-

ম্বাকে কহিলেন, হে রাক্ষসি! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব যথার্থ বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তোমার গর্ভে সন্তান না জন্মিবে, ততদিন তোমার সহবাস করিব।

মনোবেগগামিনী হিড়িম্বা ভীমের বাক্যশ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে গমন করিল। সে পরম রমণীয় রূপলাবণ্য প্রদর্শন ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোহরণ পূর্ব্বক কখন বা দেবগণের আবাসস্থান মৃগপক্ষিসংকীর্ণ রমণীয় শৈলশৃঙ্গে, কখন সুপুষ্পিত-দ্রুম-সমাকীর্ণ বনদুর্গে, কখন প্রফুল্ল কমলবনযুক্ত মনোহর সরোবরে, কখন বৈদূর্য্যসিকতাময় দ্বীপসমূহে, কখন কানন-সুশোভিত সুশীতল জল পরিপূর্ণ গিরিনদীতে, কখন পুষ্পিত দ্রুমলতাচ্ছাদিত কোকিল-কুল-কূজিত কানন-কুঞ্জে, কখন মণিকাঞ্চনাঢ্য সাগরপ্রদেশে, কখন পবিত্র দেবারণ্যে, কখন গুহ্যকগণের নিবাসস্থানে, কখন বা তাপসদিগের আশ্রমে, স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন এইরূপ বিহার করিতে করিতে ভীমের সহযোগে হিড়িম্বা গর্ভবতী হইল। রাক্ষসীরা গর্ভ ধারণমাত্রেই সন্তান প্রসব করে। হিড়িম্বা গর্ভধারণ করিয়াই এক বিরূপাক্ষ মহাবল পরাক্রান্ত, মহাভুজ, মহাধনুর্দ্ধর, অমানুষ পুত্র প্রসব করিল। ঐ পুত্রের মুখ অতি বিশাল, কর্ণ গর্দ্দভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ, ওষ্ঠদ্বয় তাম্রবর্ণ, দশনসকল সুতীক্ষ্ণ, নাসিকা দীর্ঘ ও বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ। পুত্র মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইবামাত্র যৌবনপ্রাপ্ত ও সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ হইল এবং সত্বরে পিতামাতাকে প্রণাম করত তাঁহাদের পাদ গ্রহণ করিল। তাঁহারা পুত্রের নাম ঘটোৎকচ রাখিলেন। ঘট শব্দের অর্থ করিমস্তক ও উৎকচ শব্দের অর্থ কেশশূন্য; উহার মস্তক করিমুণ্ডের ন্যায় কেশশূন্য ছিল বলিয়া ঐ প্রকার নামধেয় হইল। ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন; তাঁহারাও তাঁহার প্রতি বৎসরোনাস্তি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। নিশাচরী হিড়িম্বা আপনার স্বামিসহবাসের সময় অতীত বুঝিয়া মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মহাবীর ঘটোৎকচও প্রস্থানকালে বিনয়গর্ভবচনে "ভৃত্য আপনাদের কার্য্যকালে উপস্থিত হইবে" বলিয়া গুরুজনের নিকটে বিদায় লইয়া উত্তরদিকে গমন করিলেন। মহারথ ঘটোৎকচ, অপ্রতিমবীর্য্য কর্ণের সহিত সংগ্রামনিমিত্ত ইন্দ্রের অংশে পাণ্ডুবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

---

## ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিল, হে রাজন্! অনন্তর মাতৃসমবেত পাণ্ডবগণ বল্কলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধনপ্রভৃতি তাপসবেশ ধারণপূর্ব্বক বনে বনে ভ্রমণ করত মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পাঞ্চাল, কীচকপ্রভৃতি নানাদেশমধ্যবর্ত্তী পরম রমণীয় কানন-পরম্পরা ও মনোহারিণী সরসিজশালিনী সরসী নিরীক্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক বহুবিধ মৃগবধ করিতে করিতে সত্বর গমনে চলিলেন। তাঁহারা শীঘ্র গমন করিবার নিমিত্ত স্থানবিশেষে জননীকে নিজ পৃষ্ঠদেশে বহন করিতে লাগিলেন। গমনকালে তাঁহারা উপনিষৎ, সমস্ত বেদাঙ্গ, এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে তাঁহারা গমন করিতে করিতে একদা পিতামহ ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা মাতৃ-সমভিব্যাহারে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাসদেব পৌত্রদিগের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংসগণ! ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা অধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমাদিগকে যে ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াছি এবং তন্নিমিত্ত তোমাদের হিতসাধনমানসে এস্থানে উপস্থিত হইলাম; হে বৎসগণ! বিষণ্ণ হইও না; তোমরা পরিণামে পরম সুখী হইবে। যদিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও তোমরা আমার পক্ষে উভয়ই সমান, কিন্তু আমি এখন তোমাদিগকে ধৃতরাষ্ট্রসন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ করি; কারণ দীনজন ও শিশুজন যথার্থ স্নেহের পাত্র। আমি স্নেহবলে তোমাদের হিতসাধনে উদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা এই অনতিদূরবর্ত্তী নগরে বাস করিয়া আমার পুনরাগমন প্রতীক্ষা কর।

সত্যবতীনন্দন পাণ্ডবগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া একচক্রা নগরীতে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কুন্তীকে

আশ্বাস দিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জীবৎপুত্রি! এই তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ; ইনি স্বীয় ধর্ম্মবলে ও ভীমার্জ্জুনের ভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়া যাবতীয় নৃপতিগণকে শাসন করিবেন। ইঁহারা পঞ্চভ্রাতাই মহাবলপরাক্রান্ত এবং সুস্থমনে ও স্বচ্ছন্দে স্বরাজ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান হইবেন, ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া বহুদক্ষিণ রাজসূয় ও অশ্বমেধপ্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, এবং ভোগসাধন দ্বারা সুহৃদ্বর্গকে সুখী করিয়া পরমসুখে স্বীয় পিতৃপৈতামহ রাজ্যভোগ করিবেন, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুন্তীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া এক ব্রাহ্মণের আলয়ে তাঁহাদিগকে স্থাপনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি মাতৃভ্রাতৃসমভিব্যাহারে দেশকালানুসারে কার্য্য করিয়া একমাস এইস্থানে পরমসুখে বাস কর; মাস পূর্ণ হইলে আমি পুনরায় এখানে আগমন করিব'। তাঁহারা সকলেই বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "যে আজ্ঞা মহাশয়" বলিয়া তাঁহার উপদেশবাক্য স্বীকার করিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেবও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হিড়িম্ববধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# বকবধপর্ব্বাধ্যায়।

## সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মহারথ পাণ্ডুনন্দন একচক্রায় বাস করিয়া কি, কি কর্ম্ম করিলেন, সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! পাণ্ডবগণ একচক্রায় ব্রাহ্মণ নিকেতনে দিবসের অল্পভাগমাত্র বাস করিতেন। অধিকাংশ সময় অনেকানেক সরিৎ, সরোবর, কানন ও অন্যান্য প্রদেশ সকল নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতেন, এইরূপে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় গুণগ্রাম দ্বারা ক্রমে ক্রমে নগরবাসী সমুদায় জনগণের পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পঞ্চভ্রাতা দিবাভাগে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যাসময়ে জননীর নিকটে সমুদায় ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সমর্পণ করিতেন। ভোজরাজদুহিতা সমস্ত ভক্ষ্যবস্তু প্রথমতঃ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ভীমসেনকে প্রদান করিতেন, এবং অন্য ভাগ পাক করিয়া পাঁচ অংশে বিভাগপূর্ব্বক চারি ভাগ অপর পুত্রচতুষ্টয়কে প্রদান ও স্বয়ং একভাগ গ্রহণ করিতেন; এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন ও মাদ্রীনন্দনদ্বয় ভিক্ষার্থে গমন করিলেন, ঘটনাক্রমে বৃকোদর জননী সমভিব্যাহারে আবাসে রহিলেন। তাঁহারা মাতাপুত্রে ব্রাহ্মণের নিকেতনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। সরলহৃদয়া দয়ার্দ্রচিত্তা ভোজরাজদুহিতা সেই করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দনশব্দ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে পুত্র! আমরা পাপাত্মা দুর্য্যোধনের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণনিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি; ব্রাহ্মণ আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করেন; তন্নিমিত্ত আমি ব্রাহ্মণের উপকার কি প্রকারে করিব, অনুক্ষণ এই চিন্তা করি। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে পুরুষ, অন্যে যে পরিমাণে উপকার করে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ পুরুষ; এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের কোন মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে উঁহার সাহায্য করিলে যথেষ্ট উপকার করা হয়। ভীমসেন কহিলেন, মাতঃ! ব্রাহ্মণের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঐ দুঃখের কারণই বা কি, সবিশেষ জানিয়া আইস; যাহাতে ব্রাহ্মণের উপকার হয়, অতি সুদুষ্কর হইলেও আমি তাহা সাধন করিব।

দুই জনে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন কুন্তী বদ্ধবৎসা সৌরভেয়ীর ন্যায় দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী, দুহিতা ও পুত্র সমভিব্যাহারে অধোবদনে উপবেশন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন, হায়! আমার এই পরাধীন জীবনে ধিক্! ইহা নিতান্ত অসার, অনর্থক ও দুঃখের নিদানভূত। এত দিনের পর বুঝিলাম জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র সুখ

নাই; প্রত্যুত, যৎপরোনাস্তি দুঃখভোগ করিতে হয়। দেখ আত্মাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ ভোগ করেন। এই তিনের অভাবেই অনন্ত দুঃখ ঘটে। কেহ কেহ এই ত্রিবর্গের অভাবের নাম মোক্ষ কহেন। আমার সেই মোক্ষ লাভ করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। অর্থ প্রাপ্তি নরক ভোগের প্রধান কারণ। অর্থ লাভাকাঙ্ক্ষায় যৎপরোনাস্তি দুঃখ আছে, অর্থলাভ তদপেক্ষাও দুঃখদায়ক, আর যদি অর্থের উপর একবার স্নেহ জন্মে, তাহা হইলে অর্থনাশে দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। যাহা হউক, এখন কি করিয়া এই আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইব; পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়া নিঃশঙ্ক প্রদেশে বাস করি। প্রিয়ে! তুমি জান? আমি ইতিপূর্ব্বেই এই ভয়ে এস্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম; তুমি তাহাতে অসম্মত হইলে; আমি পলায়ন করিবার জন্য তোমাকে বারংবার কহিলাম, তুমি কোনমতেই আমার কথা শুনিলে না; তখন তুমি কহিলে যে, ইহা আমার পৈতৃক স্থান, ইহাতে আমার পিতা ও আমি জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছি। হে দুরাগ্রহে! তোমার পিতা বহুকাল বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন, অন্যান্য বান্ধবগণও পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আর এখানে বাস করিয়া এ যন্ত্রণা ভোগ করিবার আবশ্যকতা কি? তুমি তৎকালে বন্ধু পরিত্যাগের ভয়ে আমার কথা শুনিলে না, কিন্তু এক্ষণে এই সাতিশয় দুঃখকর বন্ধু বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে, এখন কি করিবে? অথবা আমারই বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু আমি স্বয়ং জীবিত থাকিয়া কি প্রকারে নৃশংসের ন্যায় স্বচক্ষে আত্মীয় বিনাশ দেখিব। দেখ, তুমি আমার সহধর্ম্মিণী; তুমি দমগুণসম্পন্না, স্নেহশালিনী ও পরম বন্ধু। আমার পিতামাতা তোমাকে আমার গার্হস্থ্যভাগিনী করিয়াছেন। আমি বেদ-বিধানানুসারে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি; তুমি কুলশীলসম্পন্না, বিশেষতঃ অপত্য প্রসব করিয়াছ; আমি কি বলিয়া আপনার জীবন রক্ষার্থে তোমাকে পরিত্যাগ করিব। আর এই অপ্রাপ্তবয়স্ক, অজাতশ্মশ্রু, বালক পুত্রকেও আমি কোনমতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আরও দেখ, ভগবান্ বিধাতা যে মদীয় কন্যাকে ভর্তৃলাভার্থ আমার নিকটে ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমি পিতৃগণ সমভিব্যাহারে দৌহিত্র লোক লাভ করিবার প্রত্যাশা করিতেছি, সেই কন্যাকে আমি স্বয়ং উৎপাদন করিয়া কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব। কেহ কেহ কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ করিয়া থাকে, কাহারও বা পুত্র অপেক্ষা কন্যাতে অধিক স্নেহ জন্মে, কিন্তু আমি পুত্র কন্যা উভয়কেই সমান স্নেহ করিয়া থাকি। কন্যা প্রসব দ্বারা জগৎ রক্ষা করে, অতএব আমি কিকরিয়া আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সেই অপাপ বালাকে পরিত্যাগ করিব। আমি স্বয়ং প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও পরলোকে অনুতাপ করিতে হইবে, যেহেতু আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে পর অবশ্যই ইহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। আমি উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। দেখ, যদি ইহাদিগের একজনকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হয়, আর যদি স্বয়ং প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলেও আমা ব্যতিরেকে ইহারা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। হায়! কষ্ট! অদ্য আমি সবান্ধবে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম! আমাকে ধিক্! ইহাদের সমভিব্যাহারে প্রাণত্যাগ করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, জীবিত থাকিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই।

---

## অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ব্রাহ্মণের এই বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাশয়! আপনি বিদ্বান্ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন? দেখুন যে সমস্ত মানবগণ ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলকেই একবার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী, কোনমতে খণ্ডিবার নয়, তদ্বিষয়ে সন্তাপ করা কর্ত্তব্য হয় না। হে বিদ্বন্! শাস্ত্রকারেরা কহেন, কি পুত্র, কি দুহিতা, সকলই আত্মার নিমিত্ত; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করুন। আমি স্বয়ং তথায় যাইব, কারণ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির হিতসাধন করাই স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিশেষতঃ তোমার নিমিত্ত অকিঞ্চিৎকর ক্ষণভঙ্গুর দেহত্যাগকরা

করিলে পরলোকে অক্ষয় সদ্গতি ও ইহলোকে অপরি-
ত যশোরাশি লাভ করিতে পারিব। আমি আপনাকে
া কহিতেছি, ইহাতে আপনার প্রচুরপরিমাণে অর্থ ও
লাভ হইবে। দেখুন, লোকে যে নিমিত্ত পত্নী কামনা
র, আপনার তাহা হইয়াছে; আপনি আমাতে এক
্যা ও এক পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন। আমি অনৃণা
াছি; আমার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর আপনি
য়াসে ইহাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন;
আপনি না থাকিলে আমাদের দুর্দ্দশার আর পরি-
থাকিবে না। আমি বিধবা, অনাথা ও অসহায়া
। কিরূপে সৎপথাবলম্বনপূর্ব্বক এই শিশু কুমার ও
রীকে বাঁচাইতে পারিব? সাতিশয় অহঙ্কৃত ও
পযুক্ত ব্যক্তিরাও এই কন্যাকে প্রার্থনা করিলে আমি
মতে রক্ষা করিতে পারিব না। যেমন পক্ষিগণ ভূমি-
ত আমিষখণ্ড গ্রহণে সাতিশয় লোলুপ হয়, সেইরূপ
র্ম্মিক লোকেরা পতিবিহীনা কামিনীকে বাসনা করে;
ব হে দ্বিজোত্তম! যখন দুরাত্মাগণ অনাথা দেখিয়া
কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন আমি
প আপনার ধর্ম্মরক্ষা করিব। আর আপনার কুল-
এক হেতু এই কন্যাকেই বা কিরূপে পিতৃপিতা-
নবিত পথে নিযুক্ত করিতে পারিব। আপনি
ত্ববেত্তা; আপনি এই বালককে যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা
ইতে পারিবেন, আমি কোনমতেই সেরূপ পারিব
ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, অনুপযুক্ত
রা বেদশ্রুতিগ্রহণেচ্ছু শূদ্রদিগের ন্যায় আপনার
কন্যা প্রার্থনা করিবে। আমি যদি তাহাতে অস্বী-
করি, তাহা হইলে যেমন কাকগণ যজ্ঞ হইতে যজ্ঞীয়
অপহরণ করিয়া পলায়ন করে; দুরাত্মারা সেইরূপ
াচার করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া লইবে,
নাই। হে ব্রহ্মন্! আমি এই পুত্রকে তোমার
রূপ গুণ-সম্পন্ন, এই কন্যাকে অনুপযুক্ত পাত্রের
এবং আপনাকে অহঙ্কৃত জনগণকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত
া কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি
এই বালক ও বালিকা অবশ্য প্রাণত্যাগ করিবে,
য় হইলে মৎস্য অবশ্যই বিনষ্ট হয়। হে নাথ!
পে আপনকার মরণে আমাদের তিন জনেরই
মৃত্যু হইবে, নিশ্চয় জানিবেন; অতএব তাহা না করিয়া
কেবল আমাকেই পরিত্যাগ করুন। পুত্রবতী রমণীর,
পতির অগ্রে পরলোক-যাত্রা পরম সৌভাগ্যের বিষয়।
আমি আপনার নিমিত্ত এই পুত্র, দুহিতা, বান্ধব ও স্বীয়
প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। পতিপরায়ণা
স্ত্রী পতির হিতসাধন করিয়া যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞ,
তপ, দান নিয়মাদি দ্বারা কদাচ তাদৃশ ফল লাভ করিতে
পারে না; আমি যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছি, ইহা
আপনার ও আপনার কুলের ইষ্ট ও হিতকর। সজ্জনেরা
কহেন যে, ইষ্ট অপত্য, অভিলষিত দ্রব্য, প্রিয় বন্ধু ও
প্রণয়িনী ভার্য্যা, এই সমস্ত আপদ নিবারণের নিমিত্ত হয়।
প্রাচীন পণ্ডিতগণের এই উপদেশবাক্য আছে যে, আপদ্
নিবারণের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, সেই ধন
দ্বারা ভার্য্যা রক্ষা করিবে, এবং কি ভার্য্যা কি ধন যাহা
দ্বারা হউক, আত্মরক্ষণে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইবে। ভার্য্যা,
পুত্র, ধন ও গৃহ এই চতুষ্টয় দৃষ্টাদৃষ্ট ফল লাভের নিমিত্ত
হয়; অতএব এই সমস্ত দ্বারা দৃষ্ট ফল ও অদৃষ্ট ফল সাধন
করিবে। আরও তাঁহারা কহিয়াছেন যে, সমস্ত কুল ক্ষয়
করিয়াও যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহাও মনুষ্যের
পক্ষে কর্ত্তব্য, কারণ আত্মার সমান আর কেহই নাই;
অতএব আপনি আমাকে এই পরম হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে
অনুমতি প্রদান করুন। হে মহাশয়! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ
ধর্ম্মনির্ণয়স্থলে কহিয়াছেন, স্ত্রীলোক সকলের অবধ্য,
রাক্ষসগণ ধর্ম্মবিৎ; বোধ হয় সে রাক্ষস আমাকে স্ত্রীলোক
দেখিয়া বধ করিবে না; অতএব যখন পুরুষের বধে নিশ্চয়
ও স্ত্রীলোকের বধে সংশয় রহিল, তখন আমাকে সেস্থানে
প্রেরণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি উত্তমোত্তম
দ্রব্য ভোগ করিয়াছি, অভিলষিত দ্রব্যসকল প্রাপ্ত হই-
য়াছি, আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে এবং আপনা হইতে
এই অপত্যদ্বয় লাভ করিয়াছি; এক্ষণে আমার মরণে
কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমি পুত্রবতী, বিশেষতঃ বৃদ্ধা
হইয়াছি; অধিকন্তু এই কার্য্য করিলে আপনার হিতানুষ্ঠান
করা হয়; এই সকল ভাবিয়া আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হই-
য়াছি। আর দেখুন, আমি মরিলে আপনি অন্য স্ত্রী
গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবেন। হে
নাথ! পুরুষদিগের বহুবিবাহ দোষাবহ নহে, কিন্তু নারী-

গণের পত্যন্তর স্বীকারে মহান্ অধর্ম্ম জন্মে; অতএব আপনি এই সমস্ত এবং আত্মত্যাগের দোষ বিবেচনা করিয়া আমাকে ত্যাগ করুন; তাহা হইলে আপনার কুল ও এই শিশু সন্তানদ্বয়ের রক্ষা হইতে পারে। হে ভরত-বংশাবতংস জনমেজয়! ব্রাহ্মণ পতিহিতৈষিণী ভার্য্যার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত তাঁহার সহিত বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন।

## ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণের কন্যা স্বীয় পিতামাতার বিলাপ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, হে তাত! হে মাতঃ! তোমরা কি নিমিত্ত অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছ? আমি যাহা কহিতেছি, তদনুসারে কার্য্য করিলে আপনাদিগের মঙ্গল হইবে। আমাকে কিছু দিন পরে অবশ্যই পরগৃহে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব তৎপরিবর্ত্তে এক্ষণেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সকলের পরিত্রাণ করুন। "সন্তান বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিবে" এই ভাবিয়াই লোকে অপত্য কামনা করিয়া থাকে; এক্ষণে আপনাদের এই বিপদ সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই দুস্তর দুঃখসমুদ্র উত্তীর্ণ হউন। ইহকালে ও পরকালে পরিত্রাণ করে বলিয়া পণ্ডিতগণ পুত্রের পুত্র নাম দিয়াছেন। পিতামহগণ, আমার গর্ভে দৌহিত্র উৎপন্ন হইবে,এই অভিলাষ করেন; কারণ তাহা হইলে পিণ্ডলোপের ভয় হইতে পরিত্রাণ হয়। আমি স্বীয় পিতার জীবনরক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে সে ভয় হইতে মুক্ত করিতেছি। হে পিতঃ! যদি তুমি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমার বিরহে অল্প দিনের মধ্যেই আমার এই অল্পবয়স্ক ভ্রাতাটী বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ও প্রাণাধিক সহোদর মানবলীলা সম্বরণ করিলে পিতৃলোকের পিণ্ডোচ্ছেদ হইবে এবং আমিও তোমাদের বিনাশে যৎপরোনাস্তি শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হয়েন, তাহা হইলে আমার মাতা ও শিশু ভ্রাতা রক্ষা পাইবে এবং এই বংশের সন্ততি ও পিণ্ড অবিচ্ছিন্নভাবেই থাকিবে। আর দেখুন, শাস্ত্রকারেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, পুত্র আত্মার স্বরূপ, ভার্য্যা সখি-স্বরূপ এবং কন্যা কৃচ্ছ্র-স্বরূপ হয়; অতএব আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র হইতে বিমুক্ত হউন। হে তাত! তুমি না থাকিলে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না। আমি অনাথা ও দীনা হইয়া যথা তথা ভ্রমণ করিব। যদি আমি রাক্ষসসমীপে আত্মপ্রদানরূপ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে পিতৃলোকের বংশ-রক্ষা ও আমার মরণ সফল হয়; আর যদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া পরলোক যাত্রা করেন, তাহা হইলে আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতে হইবে; অতএব আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন এবং উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া আমার ক্লেশাবসান নিমিত্ত,ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত ও কুল-সন্ততির অবিচ্ছেদের নিমিত্ত অবশ্য পরিত্যাজ্যাকে অবি-লম্বে ত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করুন। হে তাত! অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে বিমুখ হইবেন না; দেখুন, ইহার পর আর দুঃখের বিষয় কি যে, তুমি স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে পর আমরা কুক্কুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে অন্ন যাচ্ঞা করিয়া ভ্রমণ করিব। আর যদি আপনি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সবান্ধবে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি পরলোক গমন করিয়াও জীবিতার ন্যায় পরমসুখে বাস করিব। হে পিতঃ! আপনি আমাকে রাক্ষসের মুখে ত্যাগ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণ তদ্দত্ত তোয়ে পরম-পরিতুষ্ট হইয়া আপনার হিতসাধনে তৎপর রহিবেন।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কন্যার এইরূপ পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে রোদন করিতে লাগি-লেন। তাঁহাদের তিনজনকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের শিশু সন্তান প্রত্যেকের নিকট গমন করিয়া উৎফুল্ললোচনে, অস্ফুট মধুর স্বরে কহিতে লাগিল, হে তাত! হে মাতঃ! হে ভগিনি! তোমরা ক্রন্দন করিও না,স্থির হও,আমার হস্তে এই যে তৃণটী দেখিতেছ, আমি ইহার আঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের প্রাণ নাশ করিব। তাঁহারা তিন জনে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ছিলেন, কিন্তু বালকের মুখে মৃদু মধুর এই কথা শ্রবণে পরম আন-ন্দিত হইলেন। কুন্তী এতাবৎকাল দণ্ডায়মান ছিলেন,

এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাঁহাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সমীপবর্ত্তিনী হইলেন।

## ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কুন্তী তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অমৃতময় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত রোদন করিতেছেন? আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি? সবিশেষ বলুন; যদি আমাদের সাধ্য হয় তবে অবশ্য তোমাদের দুঃখ মোচন করিব। ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে তপোধনে! দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ মোচন করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য যথার্থ বটে, কিন্তু আমার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। হে মনস্বিনি! এই নগরের সমীপে বক নামে এক রাক্ষস বাস করে। মহাবল-পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত নরমাংসাশী সেই দুরাত্মাই এই নগরের অধিপতি; সে নিজ ভুজবলে এই জনপদ, নগর ও সমস্ত দেশ রক্ষা করে। তাহার প্রভাবে পর, চক্র বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণী হইতে আমরা কিছুমাত্র ভয় পাই না। ঐ রাক্ষস আপনার আহারের নিমিত্ত এই গ্রামে এক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছে, যে প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে এক এক গৃহস্থের ভবন হইতে এক জন মনুষ্য, বিংশতি খারি পরিমিত তণ্ডুল ও দুইটা মহিষ লইয়া তাহার নিকটে গমন করিবে। রাক্ষস উপনীত সেই সমস্ত বস্তু ও উপস্থিত ব্যক্তিকে ভক্ষণ করিয়া আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। হে ভদ্রে! বহুদিবসাবধি এই নিয়ম প্রচলিত থাকাতে তত্রত্য সমস্ত লোকই বিরক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, যে ব্যক্তি তাহার এই নিয়ম রহিত করিতে উদ্যোগী হয়, দুরাত্মা রাক্ষস অবিলম্বে তাহাকে পুত্র-কলত্র-সমভিব্যাহারে ধ্বংস করিয়া স্বীয় অভ্যবহার-কার্য্য সম্পাদন করে। এই প্রদেশের অনতিদূরবর্ত্তী বেত্রকীয়-গৃহ নামক স্থানে নয়ানভিজ্ঞ এক রাজা আছেন। তিনি নিতান্ত অবোধ; এই নগরের উপর তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। যাহাতে আমাদের ভাল হয়, কদাচ এমন কোন চেষ্টাই করেন না। আমরা অনাময়ের প্রকৃত পাত্র; কিন্তু অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল রাজার রাজ্যে বাস করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতে হইয়াছে; নতুবা ব্রাহ্মণদিগকে কি কাহারও কথা শুনিতে হয়, না কাহারও অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়? ইঁহারা নিজ গুণ-গ্রামে কামগ পক্ষীর মত যথায় ইচ্ছা তথায় বাস করিতে পারেন। হে ভদ্রে! লোক প্রথমে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পরে ভার্য্যা গ্রহণ, তৎপরে ধনসঞ্চয় করিবে; কারণ এই তিন প্রকার সমৃদ্ধি দ্বারা জ্ঞাতিদিগকে ও পুত্র সকলকে রক্ষা করিতে পারে। ভাগ্যক্রমে আমার এই তিনই বিপরীতরূপে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমি এই প্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাপিত হইতেছি। হে তপোধনে! অদ্য আমার পর্য্যায় উপস্থিত; অবশ্যই আমাকে সেই রাক্ষস-সমীপে তাহার ভোজনীয় তণ্ডুলাদি ও এক জন মনুষ্য পাঠাইতে হইবে। আমার এমন অর্থ নাই যে এক জন মনুষ্য ক্রয় করি; স্বীয় সুহৃজ্জনকে প্রদান করাও কোনমতে বিধেয় নহে। এক্ষণে কি করি! কিরূপে রাক্ষসহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই তাহার কোন উপায়ই দেখিতেছি না; এই নিমিত্ত দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে স্থির করিয়াছি যে, সবান্ধবে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের সমীপে গমন করিব যে সে আমাদিগের সকলকে এককালে ভক্ষণ করিয়া এই বিষম দুঃখ হইতে মোচন করিবে।

## একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

কুন্তী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সেই রাক্ষসের ভয়ে আর বিষাদ করিবেন না; যাহাতে সেই দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, এমন এক উপায় স্থির করিয়াছি। আপনার এক সন্তান, সেও অতি শিশু, কন্যাও একটির অধিক নাই, সেও অতি সুশীলা, অতএব উহাদের অন্যতরের কিম্বা আপনার বা আপনার সহধর্ম্মিণীর তথায় গমন করা বিধেয় নহে। আমার পাঁচ পুত্র; তাহাদের মধ্যে এক জন আপনার হিতার্থে বলি লইয়া রাক্ষস-সমীপে গমন করিবে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শুভে! একে আপনারা ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি; অতি অভদ্র অধার্ম্মিক লোকেরাও স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে অতিথি ব্রাহ্মণের প্রাণ নাশ করে

না। হে তপোধনে! ব্রাহ্মণের নিমিত্ত আপনার প্রাণ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীয় আত্মজ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমি কি করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? ব্রাহ্মণবধ ও আত্মত্যাগ এই উভয়ের মধ্যে আমার মতে আত্মত্যাগ শ্রেয়ঃ; কারণ অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলেও উহার পাতক হইতে নিষ্কৃতি নাই। হে ভদ্রে! যদি আমি স্বয়ং রাক্ষস সমীপে গমন করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হই, তাহা হইলে আমার আত্মহত্যার পাপ হইবে না; যেহেতু আমি অগত্যা এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। আর যদি তাহা না করিয়া তোমার পুত্রকে সে স্থানে পাঠাই, তাহা হইলে আমি অভিসন্ধিকৃত ব্রাহ্মণবধজন্য দারুণ পাতক হইতে কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। হে শুভে! পণ্ডিতগণ গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। আপদ্ধর্ম্মবিৎ প্রাচীন মহাত্মারা কহিয়াছেন নৃশংস বা নিন্দিত কর্ম্ম কদাচ করিবে না; অতএব অদ্য আমি প্রণয়িণী-সমভিব্যাহারে রাক্ষস-হস্তে প্রাণত্যাগ করিব; ব্রাহ্মণ বধে কদাপি সম্মত হইব না।

কুন্তী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, উহা আমারও অভিমত, ব্রাহ্মণ অবশ্য রক্ষণীয়। বিশেষতঃ শত পুত্র থাকিলেও পুত্রের প্রতি মাতা পিতার বিরক্তি জন্মে না, তবে যে আমি স্বীয় পুত্রকে রাক্ষস-সমীপে প্রেরণ করিতে সমুদ্যত হইতেছি, তাহার কারণ আমি বিশেষরূপে জানি। রাক্ষস কখনই আমার সেই পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমার পুত্র সাতিশয় বলবান্, তেজস্বী, মন্ত্রসিদ্ধ। সে রাক্ষস-সমীপে তাহার ভোজ্য দ্রব্য সমুদায় লইয়া যাইবে এবং তাহার হস্ত হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সন্দেহ নাই; আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে অনেক মহাবল-পরাক্রান্ত মহাকায় রাক্ষস আমার সেই পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছে; হে ব্রহ্মন্! আপনি এ কথা আর কাহাকেও বলিবেন না; কি জানি তাহা হইলে পাছে বিদ্যার্থিগণ এই বার্ত্তা শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার পুত্রগণকে বিরক্ত করে।

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী ও ব্রাহ্মণ উভয়ে ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাক্ষস-বধার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন; ভীম "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাদের অভিলষিত সম্পাদনে স্বীকার করিলেন।

---

## দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ভীমপরাক্রম ভীমসেন ব্রাহ্মণের হিতানুষ্ঠান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে যুধিষ্ঠিরাদি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির স্বীয় মাতা কুন্তী, ব্রাহ্মণ ও ভীমসেনের আকার প্রকার দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া স্বীয় জননীকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন, মাতঃ! মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন এ কি অসমসাহসিকের কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। সেই দুষ্কর কার্য্য করিতে ভীম কি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াছে? অথবা আপনি উহাকে অনুমতি দিয়াছেন? কুন্তী কহিলেন, বৎস! ভীমসেন আমার আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণের উপকারার্থে ও নগরের হিতসাধনের নিমিত্ত এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতঃ! আপনি এ বিষয়ে ভীমকে অনুমতি প্রদান করিয়া সজ্জন-বিগর্হিত ও অতিমাত্র সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আপনি কি নিমিত্ত পরপুত্র-রক্ষার্থে স্বীয় পুত্রবিনাশরূপ লোকবেদ-বিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইলেন? দেখুন, যাহার বাহুবলমাত্র আশ্রয় করিয়া আমরা দুর্জ্জনাপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রত্যুদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুখে নিদ্রা যাই, যাহার পরাক্রম চিন্তা করিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধন শকুনি-সমভিব্যাহারে রজনীযোগে নিদ্রিত হইতে পারে না, যাহার বীর্য্যপ্রভাবে আমরা জতুগৃহ ও অন্যান্য অনেক অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, আমরা যে মহাবীরের পরাক্রমমাত্র অবলম্বন করিয়া এই বসুপূর্ণা বসুন্ধরা আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছি, আপনি কোন্ সাহসে সেই মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বোধ হয়, দুর-

বন্যায় পতিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধি শুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে।

কুন্তী কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি কেন এ বিষয়ে বৃথা সন্তাপ করিতেছ। আমি যে বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এরূপ সন্দেহ করিও না। দেখ আমরা এই ব্রাহ্মণের নিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। ব্রাহ্মণ আমাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। হে পুত্র! তজ্জন্য এই মহোপকারক ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি পরকৃত উপকার প্রাণান্তেও বিস্মৃত হয় না ও অন্যে যে পরিমাণে উপকার করিয়াছে তদপেক্ষা বহুগুণ উপকার দ্বারা তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ মনুষ্য। বিশেষতঃ আমি জতুগৃহ দাহ ও হিড়ম্ব বধ সময়ে ভীমের পরাক্রম বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। ভীমপরাক্রম ভীমসেন অযুত মত্ত হস্তিতুল্য বলশালী। ঐ মহাবল-পরাক্রান্ত বৃকোদর আমাদিগকে বারণাবত নগর হইতে বহির্গত করিয়াছে। উহার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই; বোধ হয়, সে যুদ্ধে পুরুষোত্তম চক্রপাণিকেও জয় করিতে পারে। ভীমসেন জাতমাত্র আমার ক্রোড় হইতে গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হয়, পর্ব্বত উহার দেহভারে চূর্ণ হইয়া যায়। অতএব হে পাণ্ডব! আমি স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারাই ভীমসেনের বলবিক্রম বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকারার্থে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছি। আমি লোভ বা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হই নাই, বুদ্ধিপূর্ব্বকই ইহা করিয়াছি। হে যুধিষ্ঠির! এই কার্য্য সম্পাদন দ্বারা আমাদের দুইটী মহৎকার্য্যানুষ্ঠান হইবে; প্রথম আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার, দ্বিতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান। হে পুত্র! পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে কহিয়াছেন, যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্য্যকালে তাঁহার সাহায্য করে, সে চরমে শুভলোক প্রাপ্ত হয়; যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের প্রাণরক্ষা করে, সে ইহকালে ও পরকালে মহতী কীর্ত্তিলাভ করে; যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাহায্য করে, সে সর্ব্বলোকে প্রজারঞ্জক হয় এবং যে ক্ষত্রিয় শরণাগত শূদ্রকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করে, সে এই রাজ-পূজিত ক্ষত্রিয়কুলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। হে পৌরববংশাবতংস! আমি বেদব্যাসের এই উপদেশ স্মরণ করিয়া এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

---

## ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির স্বীয় জননী কুন্তীর মুখে এই প্রকার ধর্ম্মোপেত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আপনি করুণাপ্রযুক্ত দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের উপকারার্থে অনুমতি করিয়া যৎপরোনাস্তি সুশীলতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি সাতিশয় সদয় হইয়াছেন। আপনার এই পুণ্যবলে ভীমসেন অবশ্যই সেই নরমাংস-লোলুপ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণনাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, সন্দেহ নাই। আপনি আগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে কহিবেন যে, নগরবাসী জনগণ যেন এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে না পারে।

এইরূপে সমস্ত দিবারাত্রি অতিবাহিত হইলে, প্রাতঃকালে ভীমসেন অন্ন লইয়া রাক্ষসের আবাসস্থানে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া সেই রাক্ষসের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে আহ্বান করিতে করিতে আনীত অন্ন স্বয়ংই উপযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাকায় রাক্ষস ভীমের সেই আহ্বান বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। ঐ রাক্ষসের চক্ষুঃ, কেশ ও শ্মশ্রু লোহিতবর্ণ; মুখবিবর আকর্ণবিস্তৃত, কর্ণদ্বয় গর্দ্দভ শ্রবণের ন্যায় দীর্ঘ। ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সমস্ত অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধচিত্তে ত্রিশিখ, ভ্রুকুটী বন্ধন ও অধরোষ্ঠ দংশন পুরঃসর ঘূর্ণিতনয়নে কহিতে লাগিল, অরে! কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি আমার সমক্ষে আমার নিমিত্ত আনীত অন্ন ভক্ষণ করিতেছে? শমনসদনে গমন করিতে কাহার বাসনা হইয়াছে? ভীমসেন রাক্ষসের বচন শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। তখন রাক্ষস ভয়ানক চীৎকার ও বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক ভীমসেনকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার নিকট ধাবমান হইল। শত্রুপক্ষ-ক্ষয়কারী ভীমসেন তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন করিতে লাগিলেন।

রাক্ষস ক্রোধে কম্পান্বিত-কলেবরে ভীমসেনের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠে দুইহস্তে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। বৃকোদর সেই প্রকারে আহত হইয়াও রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রও না করিয়া স্বচ্ছন্দে উপযোগ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বৃক্ষগ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে আঘাত করিবার মানসে ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অন্ন ভক্ষণানন্তর আচমন করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং হাসিতে হাসিতে বামহস্ত দ্বারা রাক্ষসের হস্তস্থিত বৃক্ষ কাড়িয়া লইলেন। রাক্ষস তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বহুবিধ বৃক্ষ আনয়ন করিয়া ভীমসেনকে প্রহার করিতে লাগিল। বৃকোদরও তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ রাক্ষসকৃত বৃক্ষসংগ্রামে সেই বন পাদপ-শূন্য হইয়া গেল। তখন বক "অরে দুরাত্মন্! তুই বকনিশাচরের হস্তে পতিত হইয়াছিস্, আর তোর নিস্তার নাই" এই বলিয়া দ্রুতবেগে ভুজদ্বয় দ্বারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। মহাবীর ভীমসেনও বলপূর্ব্বক রাক্ষসকে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ভীমসেন কর্ত্তৃক কৃষ্যমাণ হইয়া সাতিশয় ক্লান্ত হইল। সেই মহাবীরদ্বয়ের বেগে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল এবং বৃক্ষ সমুদায় চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে দিবারাত্রি যুদ্ধে বৃকোদর রাক্ষসকে ক্ষীণবীর্য্য দেখিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জানুদ্বয় দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশে দৃঢ় নিষ্পীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ধারণ করিলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা কটিদেশের বস্ত্র ধরিয়া তাহার মধ্যদেশ ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা বক মহাবল-পরাক্রান্ত ভীমসেন কর্ত্তৃক দৃঢ়তর নিষ্পীড়িত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর চীৎকার করিতে করিতে রুধির বমন করিতে লাগিল।

---

## চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর বকনিশাচর ভীমসেনের দারুণ প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভয়ানক স্বরে চীৎকার পূর্ব্বক প্রকাণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। বকরাক্ষসের চীৎকারধ্বনি শ্রবণে তাহার আত্মীয়বর্গ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া পরিচারকগণ সমভিব্যাহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞানশূন্য দেখিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, অদ্যাবধি আর নরহত্যা করিবে না। যে রাক্ষস মনুষ্যহিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহাকে এইরূপে সংহার করিব। রাক্ষসগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভীমের বচনে সম্মত হইল এবং তদবধি শান্তমূর্ত্তি হইয়া নগরবাসী জনগণ সমীপে বিচরণ করিতে লাগিল।

তদনন্তর ভীমসেন সেই বকনিশাচরের মৃতদেহ লইয়া তাহার দ্বারদেশে নিক্ষেপপূর্ব্বক অলক্ষিতরূপে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বকের জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে মৃত দেখিয়া ভয়াকুলিতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে ভীমসেন রাক্ষসবধ সমাপনানন্তর ব্রাহ্মণভবনে প্রত্যাগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে নগরস্থ জনগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, বকরাক্ষস পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া রুধিরোক্ষিত কলেবরে ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। তাহারা সেই ভূধরোপম ভূমিনিহিত ভয়ানক বকরাক্ষসকে দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে পুনর্ব্বার একচক্রায় গমন করত তথায় ঐ সমস্ত বার্ত্তা প্রচার করিল। তখন একচক্রানিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতাগণ মৃত বকরাক্ষসকে দেখিতে গমন করিল। তাহারা সেই বকবধরূপ অতিমানুষ ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দেবার্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর তাহারা "কল্য কাহার পর্য্যায় গিয়াছে" এই পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিল যে, ব্রাহ্মণের পর্য্যায় গিয়াছে। তখন সকলে একত্র হইয়া ব্রাহ্মণের সমীপে গমনপূর্ব্বক উক্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ব্রাহ্মণ পৌরগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিবার মানসে যাথার্থ্য গোপনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পৌরগণ! আমি পর্য্যায়ক্রমে রাক্ষসের আহার প্রদানার্থ আদিষ্ট হইয়া সপরিবারে ক্রন্দন করিতেছিলাম, এমত সময়ে এক মহামনা মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি আমার ও পৌরবর্গের

দুঃখের বিষয় অবগত হইয়া দয়ার্দ্রচিত্তে আমাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অদ্য আমি অন্ন লইয়া সেই দুরাত্মা রাক্ষসের নিকট গমন করিব, আমার নিমিত্ত তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়া অন্নগ্রহণপূর্ব্বক বকভবনে গমন করিলেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে ইহা সেই ব্রাহ্মণের কার্য্য। পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের ঐ কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদে উৎসব করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত জানপদগণ সেইঅদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া নগরে আগমন করিল। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ নিকেতনেই বাস করিতে লাগিলেন।

বকবধপর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# চৈত্ররথপর্ব্বাধ্যায়।

## পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা বক রাক্ষস সংহার করিয়া পরে কি করিলেন, বলুন, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তাঁহারা এইরূপে বক রাক্ষসের প্রাণনাশ করিয়া বেদপাঠ করত সেই ব্রাহ্মণের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা এক ব্রাহ্মণ আশ্রয়লিপ্সু হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের ভবনে প্রবেশ করিলেন। আতিথেয় ব্রাহ্মণ অভ্যাগত অতিথির যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিশ্রামার্থ আশ্রয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা জননী-সমভিব্যাহারে পরমশ্রদ্ধা ও সাতিশয় ভক্তিসহকারে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সেবায় অতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে অতিবিচিত্র পবিত্র কথার উত্থাপন ও নানাদেশ, নগরী, তীর্থস্থান, নদী, অনেকানেক রাজার উপাখ্যান ও বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। এই সমস্ত কথা সমাপন হইলে পাঞ্চালদেশে অতি অদ্ভুত দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ব্যাপার, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডির উৎপত্তি ও মহারাজ দ্রুপদের মহাযজ্ঞে অযোনিসম্ভবা দ্রৌপদীর জন্ম শ্রবণ করাইলেন। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের মুখে এই বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রবণ করিয়া একান্ত কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে কহিলেন, হে মহাশয়! যজ্ঞবেদীস্থিত জলন্ত অনল মধ্য হইতে কিরূপে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী সম্ভূত হইলেন, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ হইতে বা কি প্রকারে দ্রুপদ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, আর তাঁহাদিগের তাদৃশ সখ্যভাবই বা কি কারণে বিচ্ছিন্ন হইল, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই সমস্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের এই প্রেরণাপরতন্ত্র হইয়া অতিবিচিত্র দ্রৌপদীসম্ভব পবিত্র বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

---

## ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গঙ্গাদ্বারে মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপা মহর্ষি ভরদ্বাজ অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিয়া দেখিলেন, ঘৃতাচী নাম্নী এক অপ্সরা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে তথায় উপনীত হইয়া জাহ্নবীজলে অবগাহন ও স্নান করিয়া তীরে দণ্ডায়মান আছে। এই অবসরে সমীরণ তদীয় পরিধেয় বসন আকর্ষণ ও অপহরণ করিল; মহর্ষি সহসা অপ্সরাকে বিবসনা দেখিয়া তাহার সহিত বিহার বাসনায় নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। বলবতী অপ্সরাসম্ভোগ-স্পৃহায় একান্ত অধীর হইয়া কৌমার ব্রহ্মচারী মহর্ষির চিরসঞ্চিত রেতঃ তৎক্ষণাৎ স্খলিত হইল। রেতঃ স্খলিত হইবামাত্র মহর্ষি দ্রোণীমধ্যে স্থাপন করিলেন; তাহা হইতে ধীমান্ ভরদ্বাজের সুকুমার দ্রোণ নামে কুমার উৎপন্ন হইলেন। দ্রোণ বয়োবৃদ্ধি সহকারে সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন।

পৃষত নামক এক মহীপাল মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম বন্ধু ছিলেন। তৎকালে তাঁহারও দ্রুপদনামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। দ্রুপদ প্রতিদিন আশ্রম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। পৃষত রাজা কলেবর পরিত্যাগ করিলে দ্রুপদ পৈতৃক সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন। কিয়দ্দিবস অতীত হইলে একদা দ্রোণ লোকমুখে শুনিলেন পরশুরাম অর্থীদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ প্রদান করিয়া তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ তথায় উপস্থিত

হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণ, কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। পরশুরাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি যাবতীয় অর্থ সমুদায় পাত্রসাৎ করিয়াছি, এক্ষণে অস্ত্র ও শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহার অন্যতর কি প্রদান করি, বল। দ্রোণ কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রয়োগ ও সংহারের সহিত সমুদায় অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন। ভৃগুনন্দন রাম "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিলেন। দ্রোণ অস্ত্রলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং অভীষ্ট ব্রহ্মাস্ত্রলাভে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ করিলেন।

অনন্তর প্রতাপশালী ভারদ্বাজ দ্রোণ দ্রুপদ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার সখা দ্রোণ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া দ্রুপদ কহিলেন, যাদৃশ অশ্রোত্রিয় শোত্রিয়ের ও অরথী রথীর মিত্র হইতে পারে না, সেইরূপ যিনি রাজা নহেন, তিনি কি প্রকারে রাজার সখা হইতে পারেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ভগ্নমনে হস্তিনানগরীতে গমন করিলেন। ভীষ্ম অভ্যাগত দ্রোণ-সন্নিধানে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার্থে প্রভূত অর্থের সহিত স্বীয় পৌত্রদিগকে প্রেরণ করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার মানসে শিষ্যগণকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে শিষ্যগণ! যেরূপ গুরুদক্ষিণা আমার মনোনীত হয়, অস্ত্রশস্ত্র সম্যক্ শিক্ষা করিয়া তোমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। এক্ষণে ইহা অঙ্গীকার কর। তখন অর্জ্জুন প্রভৃতি শিষ্যসমবায় "তথাস্তু" বলিয়া গুরুবাক্য স্বীকার করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবদিগকে ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য দেখিয়া দ্রোণ দক্ষিণা-গ্রহণার্থ পুনর্ব্বার কহিলেন, হে শিষ্যগণ! ছত্রবতী নগরীর অধিপতি পৃষতপুত্র দ্রুপদকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া অচিরাৎ সেই রাজ্য আমাকে দক্ষিণাস্বরূপে প্রদান কর। পাণ্ডবেরা দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া মন্ত্রী-সমভিব্যাহারে তদীয় করচরণ বন্ধনপূর্ব্বক দ্রোণ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। দ্রোণ দ্রুপদকে নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, হে যজ্ঞসেন! তোমার সহিত পুনরায় মৈত্রী স্থাপন করিবার প্রার্থনা করি, তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যিনি রাজা নহেন, তিনি রাজার সখা হইতে পারেন না, এই কারণে আমি রাজ্যগ্রহণে যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের রাজা হইলে, আর আমি উহার উত্তরাংশ শাসন করিব।

পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদ ভরদ্বাজতনয় দ্রোণের বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি যাহা কহিতেছেন আমি তদ্বিষয়ে সম্মত আছি। আপনি কুশলে থাকুন, আপনার অভিমত মিত্রভাব পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল। পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ কহিয়া তাঁহারা পূর্ব্বসখ্য স্থাপনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এইরূপ অযোগ্য উপচার দ্রুপদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। তিনি দিনে দিনে নিতান্ত দুর্ব্বল ও একান্ত বিমনা হইতে লাগিলেন।

---

## সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তখন দ্রুপদরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া যাজনকর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণগণের অন্বেষণে আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সন্তান নাই বলিয়া তিনি অতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতেন এবং একটি উপযুক্ত পুত্রের মুখচন্দ্রমা সন্দর্শনার্থে চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন। দ্রোণের অপকার করিবার নিমিত্ত তিনি বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু তদীয় অলৌকিক প্রভাব, বিনয়শিক্ষা, বিচিত্রচরিত্র ও ক্ষাত্রবল আলোচনা করিয়া কিরূপে প্রতীকার করিব ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দ্রুপদ ভাগীরথীতীরে কল্মাষীর উভয় পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় অস্নাতক ও অব্রতী কেহই ছিলেন না। তন্মধ্যে দেখিলেন, সংশিতব্রত ও যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি রহিয়াছেন, তাঁহারা শাস্তগুণাবলম্বী, সংহিতাপাঠে অভিনিবিষ্ট, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত ও যুক্তরূপশালী। দ্রুপদ বিলম্ব না করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন; উভয়ের বলবুদ্ধি বিবেচনা করিয়া নির্জ্জনে কনিষ্ঠ উপযাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রিয়বাদী সর্ব্বকামদাতা হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তদীয় অনুবৃত্তি ও

চরণসেবা দ্বারা মহর্ষিকে তুষ্ট করিয়া যথোচিত সৎকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! দ্রোণের বিনাশের নিমিত্ত যদি কোনরূপ দৈবকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা আমার পুত্রোৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে এক অর্ব্বুদ গো দান করিব অঙ্গীকার করিতেছি; অথবা আপনকার যাহা অভিলাষ হয় তাহাই সফল করিব, সন্দেহ নাই। মহর্ষি দ্রুপদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার বাক্য স্বীকার করিতে পারি না। দ্রুপদ এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইলেও পুনর্ব্বার তাঁহার আরাধনা ও নানাপ্রকারে চিত্তানুবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সম্বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইলে একদা উপযাজ দ্রুপদকে মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! একদা মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে সঞ্চরণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত একটী ফল দেখিতে পাইলেন। যে স্থানে ঐ ফল পতিত হইয়াছিল, তাহার শৌচের বিষয় কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছিলাম। দেখিলাম, তিনি ফল গ্রহণে কিছুমাত্র বিবেচনা করিলেন না এবং ফলেরও পাপানুবন্ধক দোষের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলেন না। অতএব যিনি এক স্থলে শৌচাশৌচ পরিজ্ঞানে নিরপেক্ষ হইলেন, তিনি অন্যত্র তাহার বিচার করিবেন না। আরও যিনি গুরুগৃহে বাস ও সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া অন্যের উৎসৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন এবং নির্ঘৃণ হইয়া বারম্বার উৎসৃষ্ট অন্নের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তখন তিনি কিছুতেই শৌচাশৌচের বিচার রাখিবেন না। এক্ষণে আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, তিনিই ফলাকাঙ্ক্ষী; অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, তিনি তোমার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হইবেন।

মহারাজ দ্রুপদ এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন, এবং তদীয় নির্দেশানুসারে মহর্ষি যাজের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, বিভো! আমি আপনাকে অষ্ট অযুত গো দান করিব। আপনি আমার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হউন। দ্রোণের নিকট পরাভূত হইয়া আমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আত্মবিনোদনের নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইলাম। দ্বিজোত্তম দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রে অদ্বিতীয়, অধিক কি এই ধরাধামে ক্ষত্রিয় মধ্যেও দ্রোণের সম ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই, একারণ আমি তাঁহার নিকট সখিযুদ্ধে পরাভূত হইয়াছি। তদীয় শরজাল প্রাণাপহারক, কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। রণস্থলে ষড়রত্নি শরাসন তাঁহার হস্তে পরিদৃশ্যমান হয়। তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয়তেজঃ প্রতিহত করিতে পারেন; সেই মহেষ্বাস মহাবল দ্রোণ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়দিগের উচ্ছেদের নিমিত্ত এই জীবলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অস্ত্রবল মহাঘোর ও ভয়ঙ্কর, নরলোকে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারে না। তিনি লব্ধাহুতি প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ব্রাহ্মতেজঃ ধারণ করেন এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লক্ষ লোককে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হয়েন। হে যাজ! ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্রতেজঃ এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মতেজই উৎকৃষ্ট, অতএব আমি ক্ষত্রিয়বলে নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মতেজের আশ্রয় লইতে মানস করিয়াছি এবং আপনার অনুকম্পায় আমার প্রবলপরাক্রান্ত, দ্রোণান্তক সন্তান জন্মিবে, এই আশয়ে আপনাকে অষ্ট অর্ব্বুদ গো দান করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যথাবিধানে আমার এই পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সমাধান করুন। তখন যাজ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক যজ্ঞীয় দ্রব্য-সম্ভার আহরণ করিতে আদেশ দিলেন। যদিও উপযাজ বিষয়বাসনা-শূন্য ও নিতান্ত নিস্পৃহ, তথাচ মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া তিনি তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ব্রতী করিলেন এবং যাজ গাঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে দ্রোণবধে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

অনন্তর মহাতপা মহর্ষি উপযাজ মহীপাল দ্রুপদের পুত্রফলকামনায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার যাদৃশ অভিলাষ তদনুসারে মহাবীর্য্য মহাবল দ্রোণান্তক পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাঁহার এইরূপ উত্তেজনাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া দ্রুপদরাজ দ্রোণবিনাশের অভিসন্ধিতে যজ্ঞীয়দ্রব্য-সম্ভার আহরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে উপযাজ অনন্ত হুতাশনে পূর্ণাহুতি প্রদানকালে রাজমহিষীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি পুত্র কন্যা উভয়ই প্রাপ্ত হইবে, আইস। মহিষী বিনয়বাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার মুখ অবলিপ্ত, গাত্রে দিব্য

গন্ধ ধারণ করিতেছি। আমি সন্তান নিমিত্ত এরূপভাবে আপনকার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারি না, আপনি আমার প্রিয়হেতু ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।

যাজ কহিলেন, হে রাজপত্নি! তুমি যাও বা থাক, যাজদত্ত ও উপযাজের মন্ত্রপূত সংস্কৃত হব্য কদাচ নিষ্ফল হইবে না, অবশ্য অভীষ্ট সম্পাদন করিবে, এই বলিয়া তিনি সংস্কৃত ও প্রজ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করিলেন। আহুতি প্রদান করিবামাত্র সহসা হুতাশনমধ্য হইতে দেবকুমারতুল্য সুকুমার এক কুমার উত্থিত হইলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল, সুন্দর কিরীট দ্বারা তদীয় মস্তক অলঙ্কৃত, আকার অতি ভয়ঙ্কর, ধনুর্ব্বাণ, বর্ম্ম ও খড়্গচর্ম্ম ধারণ করিয়া বারম্বার সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্য রথারোহণে বহ্নিমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া পাঞ্চালদেশীয় ইতর সাধারণ সকলেই প্রফুল্লমনে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের হর্ষবেগ ও সিংহনাদ ভগবতী ধরিত্রীরও অসহ্য হইল। তৎকালে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, 'যশস্বী রাজকুমার দ্রোণবধের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার বল অতি অদ্ভুত, ইনি পাঞ্চালদিগের ভয় দূর করিবেন।" ইত্যবসরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী যজ্ঞবেদি মধ্য হইতে উত্থিত হইলেন, ত্রিভুবনে তদীয় রূপলাবণ্যের তুলনা ছিল না। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় সুশোভন ও অতি বিস্তীর্ণ, কেশজাল নীল ও আকুঞ্চিত, পয়োধর পীন ও উন্নত, ভ্রূদ্বয় দেখিতে সুচারু, কন্যার গাত্র হইতে নীলোৎপল-সদৃশ গন্ধ একক্রোশ পর্য্যন্ত ধাবিত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মানুষীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কোন দেবী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ঐ দেবরূপিণী রমণী দেখিতে এমন চমৎকারিণী যে, দেখিলে দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্বেরও মন মোহিত হয়। "এই কন্যা কালক্রমে ক্ষত্রিয়কুলক্ষয় করিয়া বিস্তর সুরকার্য্য সাধন করিবেন, ইঁহার নিমিত্ত কুরুবংশীয়দিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকিবে." সহসা এইরূপ আকাশবাণী উত্থিত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের ঐরূপ বেগ ভগবতী বসুন্ধরা সহ্য করিতে অসমর্থা হইলেন। তৎকালে রাজসহধর্ম্মিণী পুত্রার্থিনী হইয়া যাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কন্যাপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে যাজ! ইহারা আমাভিন্ন অন্য কাহাকেও যেন জননী বলিয়া না জানে। যাজ রাজার প্রিয়ানুষ্ঠান মানসে "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। পূর্ণমনোরথ ব্রাহ্মণেরা (বালক অতি প্রগণ্ড ও দ্যুম্নসম্ভূত) বলিয়া তাহার নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন রাখিলেন এবং কন্যাটী কৃষ্ণবর্ণাপ্রযুক্ত তাঁহাকে কৃষ্ণানাম প্রদান করিলেন। এইরূপে দ্রুপদের মহাযজ্ঞে পুত্র ও কন্যা উভয় উৎপন্ন হইল। প্রবল প্রতাপান্বিত দ্রোণ পাঞ্চালদেশ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ নিলয়ে আনয়নপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং দৈব অনতিক্রমণীয় কদাচ অন্যথা হইবার নহে ভাবিয়া মহীয়সী আত্মকীর্ত্তি স্থাপনার্থে ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।

## অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুন্তীপুত্রদিগের হৃদয়ে যেন শল্য বিদ্ধ হইল; তাঁহারা বিষাদসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর সত্যবাদিনী কুন্তী মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আমরা এই রমণীয় নগরী মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণের আবাসে বহুকাল বাস করিলাম। এস্থলে যে সমস্ত বন ও উপবন আছে তাহা বারম্বার দর্শন করিয়াছি। তাহা দেখিয়া আর তাদৃশী প্রীতি জন্মে না। এক্ষণে ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প লব্ধ হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা দিনপাত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। অতএব যদি তোমাদিগের অভিলাষ হয়, তবে চল, আমরা পরম রমণীয় পাঞ্চালদেশে গমন করি। ঐ দেশ অদৃষ্টপূর্ব্ব, দেখিলে অবশ্যই প্রীতিকর হইবে। আর শুনিয়াছি, পাঞ্চালেরা প্রাণান্তেও ভিক্ষুককে পরাঙ্মুখ করেন না, তথাকার রাজা যজ্ঞসেন অতিশয় ব্রতপরায়ণ। হে বৎস! যদি মত হয় চল, একস্থলে বহুকাল অতিক্রম করা কদাচ বিধেয় হয় না। অধিক কি, এখানে ক্ষণকাল থাকিতেও আমার আর বাসনা নাই। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন! মাতঃ!

আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন,তাহা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয় কিন্তু অনুজদিগের কিরূপ অভিপ্রায় কিছুই জানি না। তৎপরে কুন্তী, ভীমসেন, অর্জ্জুন ও যমজ নকুল সহদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা মাতৃবাক্যে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথা করিব না।

অনন্তর কুন্তী পঞ্চ পুত্র সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া দ্রুপদরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

---

## ঊনসপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্ন-ভাবে বাস করিতেছেন, এই অবসরে সত্যবতী-নন্দন ব্যাস, তাঁহাদিগের দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদিগকে উপবেশনার্থ অনুমতি প্রদান করিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ? এবং পূজার্হ অতিথি ব্রাহ্মণকে সৎকার করিয়া থাক? ব্যাস তাঁহাদিগকে এরূপ ধর্ম্মার্থ সম্বন্ধ বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন।

কোন তপোবনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বগুণসম্পন্না এক ঋষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী স্বীয় কর্ম্মদোষে নিতান্ত দুরদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন, এই কারণে অনুরূপ ভর্ত্তৃলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পতি-লাভার্থে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা অনতিকালমধ্যে ভগবান্ মহাদেবকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন, হে সুন্দরি! তুমি কুশলে থাক, আমি মহাদেব, তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। তখন তপস্বিকন্যা আপনার অভিলাষানুরূপ বর লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি লাভে চরিতার্থ হইতে পারি, এইরূপ বরপ্রদান করুন। এই বলিয়া বারম্বার তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষিকন্যে! আমার বরপ্রভাবে তোমার পঞ্চ স্বামী লাভ হইবে। তখন তাপসদুহিতা বরদ দেবতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, ভগবন্! আপনকার নিকটে আমি সর্ব্বগুণোপেত একমাত্র পতি লাভের বাসনা করি। ঈশ্বর কহিলেন, হে কন্যে! তুমি “পাঁচ বার পতি প্রদান করুন” বলিয়া আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব তোমার প্রার্থনামত পরজন্মে পঞ্চ পতি লাভ করিবে। সেই দেবরূপিণী রমণী দ্রুপদবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগেরই সহধর্ম্মিণী হইবেন; অতএব এক্ষণে তোমরা পাঞ্চাল নগরে অবস্থান্ কর। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, সেই কন্যা লাভ করিয়া তোমরা ভবিষ্যতে সুখী হইবে। এই বলিয়া মহাতপাঃ মহর্ষি ব্যাস, কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে সাদর সম্ভাষণাশীঃ-প্রয়োগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

---

## সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ব্যাস তথা হইতে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা সন্তুষ্টচিত্তে জননী কুন্তীকে অগ্রে লইয়া অবক্র মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা দিবারাত্রিমধ্যে সোমাশ্রয়ায়ণ নামক এক তীর্থে গমন করিয়া জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন। অর্জ্জুন সর্ব্বাগ্রে এক প্রদীপ্ত আলোক লইয়া প্রকাশার্থে ও আত্মরক্ষার্থে তথায় গমন করিলেন।

এক মহাবল-পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ঐ পবিত্র ও রমণীয় গঙ্গাজলে অঙ্গনা-পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন। এই অবসরে তিনি গঙ্গাতীর-সন্নিহিত পাণ্ডবগণের পদশব্দ শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এই সময়ে জননী-সমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া ধনুর্গুণ আস্ফালন

পূর্ব্বক কহিলেন, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বাবধি সমস্ত রজনী কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের মুহূর্ত্ত; অবশিষ্ট কাল মনুষ্যদিগের কার্য্য সাধনার্থে নিয়মিত আছে। তোমরা লোভপরতন্ত্র হইয়া রাক্ষসী-বেলায় পরিভ্রমণ করিতেছ, অতএব তোমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ; সুতরাং আমরা রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে তোমাদিগকে সংহার করিব। রাত্রিকালে নদীকুল-সন্নিহিত হইলে মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করেন; অধিক কি, এই সময়ে মহাবল-পরাক্রান্ত ভূপালদিগেরও নদীকূলে আগমন করা নিষিদ্ধ। তোমরা আর কেন দূরে রহিয়াছ? সত্বরে আমার সন্নিহিত হও। আমি জলবিহার করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় অবগাহন করিয়াছি ইহা কি তোমরা পূর্ব্বে অবগত হইতে পার নাই? আমার নাম অঙ্গারপর্ণ; আমি স্বকীয় বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। আমি অতিশয় অভিমানী, ঈর্ষাপরায়ণ ও কুবেরের প্রিয় সখা। আর অগ্রে যে বন দেখিতেছ, উহা অঙ্গারপর্ণ নামে প্রখ্যাত। আমি যদৃচ্ছাক্রমে ভাগীরথীতীরে সঞ্চরণ করিয়া ঐ স্থলে বিহার করিয়া থাকি। এই স্থানে রাক্ষস, শৃঙ্গী, দেবতা বা মনুষ্যেরা আগমন করিতে পারে না, তবে তোমরা কি কারণে এই স্থানে উপনীত হইলে বল?

তদীয় এতাদৃশ উদ্ধতবাক্যে উত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুন কহিলেন, হে দুর্ম্মতে! সমুদ্র, হিমালয়ের পার্শ্বদেশ, আর এই নদীকূল এই তিনটি প্রদেশ দিবারাত্রি বা সন্ধ্যাকালে কাহারও অধিকৃত নহে। হে গগনচর! ভুক্ত হউক বা অভুক্তই হউক, দিবস বা রজনী হউক, গঙ্গায় গমন করিতে কালনিয়ম নাই। আর আমরাও মহাবলপরাক্রান্ত; অতএব তোমাকে অকালে কালসদনে প্রেরণ করিব। নিতান্ত দুর্ব্বল মানবেরাই রণক্ষেত্রে তোমাদিগকে সংকার করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই গঙ্গা হিমালয়ের হেমময় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃতা হইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রথস্থা, শরযু, গোমতী ও গণ্ডকী এই সপ্ত নদীরূপে সমুদ্রজলে মিলিত হন। এই সপ্ত স্রোতস্বতীর জলোপসেবনে লোকে বিগতপাপ হইয়া থাকে। পরম পবিত্রা গঙ্গা আকাশপথ-গামিনী হইয়া দেবলোকে অলকনন্দা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়ণি কহেন, এই গঙ্গা পিতৃলোক উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বৈতরণীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়েন। পাপাচার লোকেরা ঐ নদী পার হইতে পারে না। সকলেই এই স্বর্গফলদায়িনী দেবনদীতে অবাধে অবগাহন করিয়া থাকে, তুমি সেই সনাতন ধর্ম্মের অপলাপ করিয়া কেনই প্রতিষেধ করিতেছ? ভাগীরথীর জল অতি পবিত্র, আমরা স্বেচ্ছাক্রমে এই পবিত্র জল স্পর্শ করিব; ইহাতে কোনরূপ বাধা মানিব না।

এই কথা শুনিবামাত্র অঙ্গারপর্ণ অতিশয় রোষপরবশ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক মহাবিষ আশীবিষ-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় হস্তস্থিত আলোক ও চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় সমস্ত শরজাল নিরাশ করিলেন এবং কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! অস্ত্র বিদ্যা-বিশারদ বীরের নিকটে এরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করা নিতান্ত অনুপযুক্ত; প্রদর্শিত হইলেও ফেনের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। মানুষী শক্তি সর্ব্বোতোভাবে সকল গন্ধর্ব্বদিগকে পরাভব করিতে পারে, এক্ষণে ইহাই লক্ষিত হইতেছে; অতএব আইস তোমার সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিব। মায়াযুদ্ধে প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্রের মান্য ও পূজনীয় বৃহস্পতি ভরদ্বাজকে এই আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে ভরদ্বাজ অগ্নিবেশ্যকে, পরে অগ্নিবেশ্য মদীয় গুরু দ্রোণকে সমর্পণ করেন। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বোধে ঐ অস্ত্র আমাকেই প্রদান করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন ক্রোধভরে গন্ধর্ব্বের প্রতি সেই প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ ভস্মসাৎ হইল। তখন বিরথ, বিপন্ন ও অস্ত্রতেজে বিমোহিত গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে অধোমুখে ভূতলে পতিত দেখিয়া অর্জ্জুন দিব্যমালালঙ্কৃত তদীয় কেশপাশ ধারণ করিলেন এবং বিচেতনাবস্থায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন ভ্রাতৃসন্নিধানে লইয়া গেলেন।

এই অবসরে শরণার্থিনী কুম্ভীনসীনাম্নী তদীয় সহধর্ম্মিণী পতির প্রাণরক্ষার্থে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হইলেন। তিনি কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি গন্ধর্ব্বরাজমহিষী কুম্ভীনসী, অনুকম্পা করিয়া আপনি আমার ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করুন, আমি আপনকার শরণাপন্না হইলাম। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে অরিনিসূদন

অর্জ্জুন! যশোহীন, স্ত্রীসহায় নিতান্ত দুর্ব্বল ও যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে বিনাশ করা অকর্ত্তব্য, অতএব ইহাঁকে অবিলম্বে পরিত্যাগ কর। অর্জ্জুন তাঁহাকে কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! অদ্য কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে অভয় দান করিলেন, অতএব জীবন লইয়া প্রস্থান কর, আর কোন দুঃখ করিও না। তখন গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে সৌম্য! আমি পরাজিত হইলাম, এক্ষণে আমার পূর্ব্বনাম অঙ্গারপর্ণ ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতেছি; আমি জনসমাজে বলবীর্য্য ও নাম দ্বারা শ্লাঘা করি না, কিন্তু এই আমার পরম লাভ যে, দিব্যাস্ত্রধারী অর্জ্জুনকে গন্ধর্ব্বমায়ায় অধিকৃত করিব। আমার এই বিচিত্র রথ অস্ত্রাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়াছে, অতএব আমি চিত্ররথ নামের পরিবর্ত্তে দগ্ধ-রথ বলিয়া প্রখ্যাত হইলাম। পূর্ব্বে আমি তপোবলে এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলাম, অদ্য প্রাণপ্রদ মহাত্মা অর্জ্জুনকে সেই বিদ্যা প্রদান করিব। যিনি বল দ্বারা শত্রুকে স্তম্ভিত করিয়া, পরাজিত ও শরণাগত শত্রুকে প্রাণদান করেন, তিনি সর্ব্ব কল্যাণেরই ভাজন হইতে পারেন। আমি যে বিদ্যা প্রদান করিব, ইহার নাম চাক্ষুষী বিদ্যা। ভগবান্ মনু সোমকে ইহা সমর্পণ করেন। সোম হইতে বিশ্বাবসু; বিশ্বাবসু হইতে এই বিদ্যা আমিই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই [illegible] বিদ্যা কাপুরুষগামিনী হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। হে বীর! [illegible]বিদ্যা-প্রাপ্তিবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় [illegible]ণে ইহার কিরূপ প্রভাব তাহাও [illegible] বধান কর। এই ত্রিলোক মধ্যে [illegible]তে অভিলাষ করিবে, এই বিদ্যা- [illegible] দেখিতে পাইবে। যাঁহার যাদৃশী [illegible] সকল বিষয়ই নেত্রগোচর করিতে [illegible] ছয় মাস একপদে দণ্ডায়মান [illegible] করিতে হয়; অতএব ব্রত অনু- [illegible] তোমার নিমিত্ত সেই বিদ্যাকে প্রসন্ন করিব। হে মহারাজ! আমরা এই বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্য হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছি এবং দেবগণের সমকক্ষ হইয়া গগনমার্গে সঞ্চরণপ্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকি। এক্ষণে তোমাকে ও তোমার ভ্রাতাদিগকে আমি এক এক শত গন্ধর্ব্বজ অশ্ব প্রদান করিব। সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বজ অশ্বের বর্ণ অতি মনোহর, বেগ মন অপেক্ষাও খরতর। ইহারা কখন তরুণ বা জীর্ণ হয় না। ইহাদিগের গমনবেগ কদাচ হীন হইবার নহে। পূর্ব্বকালে বৃত্রাসুরসংহারার্থ দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা বৃত্রাসুরশিরে দশধা ও শতধা চূর্ণ হইয়া যায়। তদনন্তর দেবতারা শতভাগে বিভক্ত ঐ বজ্রভাগ সকলের উপাসনা করেন। সেই সকল বজ্রাংশের অংশে এই গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ জন্মগ্রহণ করে, এই নিমিত্ত ইহারা অবধ্য। কামবর্ণ কামজব ও কামতঃ সমুপস্থিত গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ তোমার অভিলাষ সফল করিবে। অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! তুমি প্রীত হইয়া বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া আমাকে এই বিদ্যাধন অর্পণ করিতেছ? যদি প্রীতিপ্রদান না হয়, তবে তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! সাধু লোকের সহিত সমাগম হইলে স্বভাবতই প্রীত হইতে হয়, কিন্তু তুমি আমার প্রাণ দান করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় প্রীত হইয়া এই বিদ্যাদানে উদ্যত হইয়াছি। আর আমি তোমা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র ও বৃদ্ধিনামক ঔষধ এই দুইটি এককালে গ্রহণ করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়া তোমা হইতে গন্ধর্ব্বজ অশ্ব গ্রহণ করিব, কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সর্ব্বদা আমাদিগের সমাগম হয়। হে সখে! তোমাদিগের হইতে যে কারণে ভয় উৎপন্ন হয় এবং আমরা বেদবেত্তা সাধুচরিত্র হইলেও রাত্রিকালে আগমন করিয়া যে কারণে এইরূপ তিরস্কৃত ও অপমানিত হইলাম, তাহার কারণ কি, সমুদায় বল।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমরা অনগ্নি ও অনাহুত এবং কোন ব্রাহ্মণও তোমাদিগের পুরোবর্ত্তী নহেন। এই কারণে আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও দানবেরা কুরুবংশ-বিস্তার কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিমুখেও আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছি। অধিক কি, এই সসাগরা ধরা পর্য্যটন প্রসঙ্গে আমি স্বয়ংই তোমার সদ্বংশের ভূয়িষ্ঠ প্রভাব অবগত হইয়াছিলাম। ত্রিলোকপ্রখ্যাত, মহাযশাঃ দ্রোণ, যাঁহার নিকটে তুমি বেদ ও ধনুর্ব্বেদে উপদিষ্ট হইয়াছ, তিনিও আমার পরিচিত। দেবপ্রধান ধর্ম্ম, বায়ু,

ইন্দ্র ও যমজ অশ্বিনীকুমার, আর নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু এই ছয় জন কুরুবংশ-বিবর্দ্ধন ও তোমাদিগের জন্মদাতা পিতা। আমি তাঁহাদিগের সকলকেই সবিশেষ জ্ঞাত আছি। তোমরা অতি সচ্চরিত্র, মহাত্মা ও মহাবীর; তোমাদিগের মনের সংকল্প ও অধ্যবসায় সম্যক্ অবগত হইয়াও আমি তোমাদিগকে তিরস্কার ও অবমাননা করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ বাহুবল-সম্পন্ন, বীরপুরুষেরা স্ত্রীসন্নিধানে অপমানিত হইলে কখনই ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন না, আমি সস্ত্রীক ছিলাম, রাত্রিকালে আমাদিগের বলবীর্য্য দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত কারণে আমার অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। হে অর্জ্জুন! তুমি আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ, অতএব যে কারণে জয়ী হইলে, বিধানানুসারে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মচর্য্য পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। তুমি সেই ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ। যে ক্ষত্রিয় কামপরায়ণ, তিনি রাত্রিকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কদাচ জীবন রক্ষা করিতে পারেন না। আর সস্ত্রীক হইলেও যিনি সনাতন বেদশাস্ত্র সম্মুখে রাখিয়া পুরোহিতের উপর কার্য্যভার অর্পণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত নিশাচরকে পরাস্ত করিতে পারেন। অতএব হে তাপত্য! ইহলোকে যে যে বিষয়ে মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা, তৎসমুদায় বিষয়ে ইন্দ্রিয়দমনশীল পুরোহিতকে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ষড়ঙ্গবেদপারগ, অতি পবিত্র, সত্যবাদী, ধর্ম্মাত্মা ও সুধীর ব্রাহ্মণই রাজাদিগের পুরোহিত হয়েন। যে ভূপতির এতাদৃশ সদ্গুণসম্পন্ন পুরোহিত বিদ্যমান আছেন, তাঁহার ইহলোকে জয় ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। অর্থোপার্জ্জন ও উপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক গুণবান্ পুরোহিত নিয়োগ করা অতিমাত্র শ্রেয়ঃকল্প। যে রাজা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন, যিনি সর্ব্বসম্পদ্ লাভের অভিলাষী হয়েন, তাঁহার পুরোহিতের হিতকারিণী বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া বিধেয়। যে রাজার পুরোহিত নাই, তিনি কদাচ অভিজন ও শৌর্য্যপ্রভাবে ভূমিসম্পত্তি অধিকার করিতে পারেন না; অতএব হে কুরুবংশবর্দ্ধন অর্জ্জুন! এক্ষণে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, রাজারা পুরোহিতের সাহায্য গ্রহণ করিলে বহুকাল রাজ্যপালন করিতে পারেন।

---

## একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যে তাপত্য বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিলে, তাহার যথার্থ অর্থ কি? আমরা কুন্তীপুত্র, কি কারণে তাপত্য বলিয়া আহূত হইলাম? কাহার নামই বা তপতী ছিল? হে সাধো! সবিশেষ জানিতে অভিলাষ করি। গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনের বাক্যে প্রীত হইয়া ত্রিলোকপ্রখ্যাত অদ্ভুত উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও শ্রবণমানসে অবহিতচিত্ত হইলেন। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি যে কারণে তপতীতনয় বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিলাম, সেই রমণীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে সমুদায় বুঝিতে পারিবে, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। যিনি ভূলোক ও দ্যুলোকে আলোক প্রদান করিতেছেন, সেই সূর্য্যদেব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীর জন্মদাতা। সাবিত্রীর পর ইঁহার জন্ম হয়। তপতী তপোনুরক্তা ও ত্রিলোকপ্রখ্যাতা ছিলেন। সুরাসুর গন্ধর্ব্বাপ্সরোমধ্যে কোন কামিনীই তপতীসদৃশ রূপশালিনী ছিলেন না। একদা সূর্য্য, পদ্মপলাশলোচনা [illegible]র সম্পন্ন কন্যাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া রূপ, [illegible] শ্রুত, শীল[illegible] এক অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান করি[illegible] লাগিলেন; কিন্তু তিনি ত্রিভুবনমধ্যে কন্যার উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পাইলেন না। এই কারণে তাঁহার অন্তঃকরণ বলবতী চিন্তায় একান্ত আক্রান্ত হইয়াছিল; সমুদয় সুখ ও শান্তি এককালে তাঁহা হইতে তিরোহিত হইল।

এই সময়ে কুরুবংশাবতংস [illegible] মহাবল [illegible]ক্রান্ত মহারাজ সম্বরণ শুশ্রূষা-পরতন্ত্র, অহঙ্কারশূন্য বিশুদ্ধ চিত্ত, একান্ত ভক্তিমান্ ও সমধিক শ্রদ্ধাশালী হইয়া অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ, দীপপ্রভৃতি বিবিধোপহারে ও নিয়মোপবাস, তপস্যা সহকারে প্রতিদিন উদয়কালে ভগবান্ ভাস্করের আরাধনা করিতেন। সূর্য্যদেব রাজার আরাধনে সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া মহাকুলোদ্ভূত, অসামান্য রূপসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মার্থবেত্তা নৃপোত্তম সম্বরণকেই স্বীয় দুহিতা

তপতীর অনুরূপ পতি বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকেই কন্যা দান করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোরথ হইল। যাদৃশ সূর্য্যকিরণে নভোমণ্ডল আলোকময় হয়, সেইরূপ এই মহীপালের অদ্ভুত প্রভাবে ভূলোক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। যাদৃশ ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ উদয়কালে আদিত্যকে আরাধনা করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণেতর প্রজাবর্গ মহারাজ সম্বরণের পূজা করিত। তিনি দেখিতে অতি কান্ত ছিলেন, এই নিমিত্ত মিত্রমণ্ডলীর নিকটে চন্দ্রতুল্য প্রতীয়মান হইতেন এবং অতি তেজস্বী ছিলেন বলিয়া, শত্রুবর্গ তাঁহাকে প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য বোধ করিত। সূর্য্যদেব সেই সুশীল ও সদ্গুণসম্পন্ন সম্বরণকে তপতী দান করিতে মনোনীত করিলেন।

একদা মহাবল শ্রীমান্ সম্বরণ মৃগয়ার্থ গিরিকাননে গমন করিলে তথায় তাঁহার অপ্রতিম অশ্ব মৃগয়াবিহারপরিশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসার আতিশয্যে একান্ত কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। অশ্ব বিনষ্ট হইলে রাজা একাকী পর্ব্বতোপরি পাদচারে সঞ্চরণ করিতে করিতে সহসা কমলায়তলোচনা এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই অসহায় অবলারত্নকে নির্নিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কন্যার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া রাজা অনুমান করিলেন যে, বুঝি কমলাসনা লক্ষ্মী বা দিবাকরের স্খলিত প্রভা অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। সেই অঙ্গনারত্নের ঔজ্জ্বল্য ও তেজঃপুঞ্জপ্রভাবে তাঁহাকে প্রদীপ্ত হুতাশনশিখা এবং প্রসন্নতা ও কমনীয়তাগুণে বিমলা শশিকলা বলিয়া বুদ্ধি জন্মিল। তিনি শৈলশিখরে আরূঢ় থাকিয়া হিরণ্ময়ী প্রতিমার প্রতিরূপ হইয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহার রূপ ও বেশবিন্যাসপ্রভাবে বৃক্ষলতার সহিত সমুদায় শৈলই সুবর্ণময় প্রতীত হইতেছিল। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া রাজার ত্রিলোকের মহিলার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিল। তিনি মনে করিলেন, এই কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া এত দিনে চক্ষুর্দ্বয়ের সম্যক্ ফল লাভ করিলাম। জন্মাবধি যে কিছু দেখিয়াছিলেন, কেহই এই রমণীর রূপের অনুরূপ নহে বলিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। তিনি তদীয় গুণময় পাশে সংযতচিত্ত ও সংযতনেত্র হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না এবং ইতি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মনে উদয় হইল, বুঝি বিধাতা ত্রিলোক মন্থন করিয়া এই দুর্লভ রূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলতঃ রাজা কন্যার এইরূপ রূপসম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে অলোকসামান্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন। অনুপম রূপের কি অপ্রতিম মহিমা!! রাজা দেখিতে দেখিতে মদনবাণে একান্ত পীড়িত হইয়া নিতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। পরিশেষে অতি তীব্র স্মরানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া সেই নিরহঙ্কারা মনোহরা কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার পরিগৃহীত? এখানেই বা কি নিমিত্ত আসিয়াছ এবং কি কারণেই বা একাকিনী এই জনশূন্য অরণ্যে সঞ্চরণ করিতেছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর ও নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত; কিন্তু বোধ হয়, তোমার এই মনোহারিণী মূর্ত্তিই যেন সকল অলঙ্কারের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। তোমাকে দেবনারী বা অসুরকুমারী, যক্ষেশ্বরী বা রাক্ষসী, গন্ধর্ব্বকুলজা বা নাগবনিতা বলিয়া বোধ হয় না। তুমি মানুষীও নও। আমি যত স্ত্রীলোক দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, কেহই তোমার সদৃশ হইতে পারে না। হে চারুবদনে! আমি তোমার চন্দ্র হইতেও কমনীয় মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অবধি কন্দর্পশরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছি।

ভূপাল সেই নির্জ্জন অরণ্যানীমধ্যে নিতান্ত কাতর ও একান্ত কামার্ত্ত হইয়া কন্যাকে বরিম্বার এইরূপ কহিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই প্রত্যুত্তর পাইলেন না; অনন্তর সেই কামিনী সৌদামিনীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে রাজা উন্মত্তবৎ তাঁহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। কন্যার অদর্শনে রাজা বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

---

## দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কন্যা অন্তর্হিত হইলে সেই শত্রুপাতন সম্বরণ কামমোহিত হইয়া সহসা

ভূতলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া সেই চারুহাসিনী কামিনী পুনরায় তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং হাস্যমুখে ও মধুরবাক্যে সম্বোধন করিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হইবে; মোহাবেশ-পরবশ হইয়া তুমি ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত হইতেছে। ভূপতি কন্যার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সেই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা সন্দিগ্ধবচনে কহিতে লাগিলেন, হে সুন্দরি! আমি কামান্ধ হইয়া তোমার ভজনা করিতেছি, তুমি ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ কর, আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে। দেখ! তোমার নিমিত্ত পঞ্চশর আমাকে অনবরত তীক্ষশর প্রহার করিয়াও ক্ষান্ত হইতেছে না। বিষম অনঙ্গরূপ ভুজঙ্গ একবারেই আমাকে দংশন করিয়াছে। সন্নিহিত হও; যাহা কর্ত্তব্য হয় কর, আমার জীবন নিতান্তই তোমার অধীন হইয়াছে। তোমার সমাগম ব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না। হে বিশাললোচনে! কামশরে প্রাণান্ত হইল; আমার প্রতি অনুকম্পা কর, আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত; আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি প্রীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ কর। তোমার দর্শনকালাবধি স্নেহসঞ্চার হইয়া আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। তোমাকে দেখিয়া আমার কোন মহিলা অবলোকন করিতে অভিরুচি নাই। প্রসন্ন হও; আমি তোমার নিতান্ত বশম্বদ, অতএব আমাকে ভজনা কর। হে কমলায়তলোচনে! যদবধি তোমাকে নয়নগোচর করিয়াছি, সেই অবধিই স্বকীয় শাণিত শরে অনঙ্গ আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে। এক্ষণে প্রণয়সলিল সেচন করিয়া মন্মথানলসম্ভূত দাহ শান্তি করিয়া আপ্যায়িত কর। ত্বদ্দর্শনজনিত নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ পঞ্চবাণ, প্রচণ্ড ধনু ও প্রচণ্ড শর করে লইয়া মদীয় হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। এক্ষণে তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া আমার এ অপ্রতিম দুঃখের অবসান কর। হে রম্ভোরু! বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব্বই শ্রেষ্ঠ, অতএব গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন কর।

তপতী কহিলেন, মহারাজ! আমি পিতৃমতী ও অবিবাহিতা, অতএব এক্ষণে স্বেচ্ছাচারিণী হইতে পারি না। যদি আমার উপর তোমার নিতান্তই প্রণয় সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে তুমি আমার পিতার নিকটে প্রার্থনা কর। হে নরেশ্বর! যাদৃশ আমি তোমার প্রাণ হরণ করিয়াছি, ক্ষণমাত্র দর্শনে তুমিও সেইরূপ আমার প্রাণ হরণ করিয়াছ। শাস্ত্রে কহে স্ত্রীলোকের কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা বিধেয় নহে, আমি একান্ত পরাধীন, একারণ তোমার সন্নিধানে গমন করিতে সম্মত নহি। এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ কন্যা প্রখ্যাত-বংশোৎপন্ন ভক্তবৎসল ভূপালকে পতিত্বে অঙ্গীকার করিতে অভিলাষ না করে? অতএব আপনি প্রণাম, নিয়ম, ও তপশ্চরণ দ্বারা প্রসন্ন করিয়া আমার জন্মদাতা সূর্য্যদেবের নিকটে প্রার্থনা করিবেন। যদি তিনি স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি তোমার চিরকাল বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিব। আমি সাবিত্রীর কনিয়সী ভগিনী, লোকপ্রদীপ সূর্য্যদেবের কন্যা, আমার নাম তপতী।

---

## ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন। অনন্তর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সূর্য্য-তনয়া তপতী, রাজাকে এইরূপ [illegible] পুনরায় অতি সত্বরে আকাশপথে উত্থিত ও [illegible] হইলেন। রাজাও তথায় পূর্ব্ববৎ ভূতলে প[illegible]রহিলেন। এই অবসরে রাজমন্ত্রী রাজার অন্বেষণার্থ [illegible] সামন্ত সমভিব্যাহারে সেই নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, শারদীয় শক্রধ্বজের [illegible] রাজা ধরাতলে শয়ন করিয়া আছেন। রাজমন্ত্রী তাঁহাকে তদবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া যেন হুতাশন দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্নেহবশতঃ অত্যোবাস্তে সন্নিহিত হইয়া যেমন পিতা পুত্রকে উত্তোলন করেন, তদ্রূপ কামমোহিত মহীপালকে উত্থাপিত করিলেন। প্রজ্ঞা, বয়স, কীর্ত্তি ও নীতিগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী, রাজাকে ভূতল হইতে উত্থাপিত করিলে তাঁহার মনোজ্বর দূরীকৃত হইল। তিনি তাঁহাকে উত্থিত দেখিয়া মধুর বাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! কোন শঙ্কা নাই, আপনার মঙ্গল হউক। মন্ত্রী রাজাকে বলবতী ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত

কাতর দেখিয়া তদীয় মস্তকোপরি সুগন্ধি ও সুশীতল জল সেচন করিলেন। তাহাতে তাঁহার মস্তকস্থিত মুকুট স্ফটিত হইয়া গেল।

অনন্তর রাজা চৈতন্য লাভ করিয়া মন্ত্রী ব্যতিরেকে সমুদয় সৈন্য সামন্তকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহারা রাজার আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। সকলে প্রস্থান করিলে রাজা সেই গিরিপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার নিমিত্ত শুচি হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও ঊর্দ্ধমুখে ভূতলে অবস্থান করত মনে মনে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পুরোহিতত্বে বরণ করিলেন। রাজা এইরূপে দিবারাত্র এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ দ্বাদশ দিবসে তথায় উপনীত হইলেন। তপতী নৃপতির মন হরণ করিয়াছেন, মহর্ষি ইহা জানিতে পারিয়াও পুনরায় যোগবলে সমুদায় অবগত হইয়া তাঁহার কার্য্য সিদ্ধার্থ প্রস্তাব করিলেন। পরে সূর্য্যসমদ্যুতি ঋষি সূর্য্য সন্দর্শনের নিমিত্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে, রাজা একদৃষ্টে তাঁহার পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে সূর্য্যসন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিলেন। মহাতেজা সূর্য্য তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক [illegible] হে মহর্ষে! বল তোমার অভিলাষ কি? [illegible] কহিলেন, যাহা প্রার্থনা করিবে, নিতান্ত দুর্ল্লভ [illegible] প্রদান করিব। বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ এই-[illegible] প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, [illegible] আমি আপনকার কনীয়সী কন্যা তপতীকে [illegible] নিমিত্ত প্রার্থনা করি। ঐ রাজা পরম [illegible] উদার ধীশক্তিসম্পন্ন; তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ [illegible] তিনিই আপনকার কন্যার একমাত্র উপ-[illegible] এই কথা শুনিয়া সূর্য্য কন্যাদান স্বীকার করিয়াও তদীয় বাক্যে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, হে মুনে! মহারাজ সম্বরণ সকল রাজলোকের শ্রেষ্ঠ, তুমিও ঋষিদিগের শ্রেষ্ঠ, আর আমার কন্যা তপতীও স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ, অতএব এমন সুপাত্রে সম্প্রদান না করিব কেন? এই বলিয়া সূর্য্য স্বয়ং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তপতীকে রাজা সম্বরণের নিমিত্ত বশিষ্ঠহস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন মহর্ষি তপতীকে প্রতিগ্রহপূর্ব্বক বিদায় লইয়া পুনরায় কুরুবংশাবতংস মহারাজ সম্বরণের নিকট আগমন করিলেন। রাজা সেই তপনকন্যা তপতীকে বশিষ্ঠ সমভিব্যাহারে আগমন করিতে দেখিয়া একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। যৎকালে তপতী স্বীয় প্রভাপুঞ্জে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি মেঘস্খলিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা সমাধিদ্বারা অতি কষ্টে দ্বাদশ দিবস অতিবাহিত করিলে মহর্ষি বশিষ্ঠ তথায় উপনীত হইলেন। হে অর্জ্জুন! এইরূপে মহারাজ সম্বরণ বরদ সূর্য্যদেবকে তপস্যাদ্বারা প্রসন্ন করিয়া বশিষ্ঠের তেজঃপ্রভাবে ভার্য্যা লাভ করেন।

তদনন্তর রাজা সম্বরণ সেই দেবগন্ধর্ব্বসেবিত গিরিশৃঙ্গে বিধিপূর্ব্বক তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পাণিগ্রহণানন্তর তিনি নিতান্ত ভোগবাসনায় বাধ্য হইয়া উপযুক্ত অমাত্যহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। মহর্ষিও রাজাকে বিহারাভিলাষী দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভূপাল সেই গিরিশিখরে ভার্য্যা সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন।

হে অর্জ্জুন! এইরূপে তিনি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাননে ও পর্ব্বতে তপতীর সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র তদীয় রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি করিলেন। সেই ঘোরতর অনাবৃষ্টিদ্বারা সমুদায় স্থাবর জঙ্গম ও প্রজাবর্গ ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সেই দারুণ কাল উপস্থিত হইলে পৃথিবীতে বিন্দুমাত্র জলপাত বা নীহারপাত না হওয়াতে শস্যোৎপত্তির বিলক্ষণ ব্যাঘাৎ হইতে লাগিল। রাজ্যস্থ লোকেরা ক্ষুধায় একান্ত পীড়িত ও উদ্ভ্রান্তমনা হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গ্রাম ও নগরীমধ্যে সকলেই ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া পুত্র কলত্রপ্রভৃতি আত্মীয় স্বজন সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক দীনভাবে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইল। ক্ষুধার্ত্ত, নিরাহার ও শবাকার মনুষ্যসমূহে পরিপূর্ণ নগরী প্রেতপালপরিবৃত যমপুরীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ লোকের এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া বৃষ্টি করিলেন। রাজা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল বিহার করিতেছিলেন, তাঁহাকে পত্নীর সহিত পুনরায় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। মহারাজ সম্বরণ

পুনর্ব্বার নগর প্রবেশ করিলে সমুদয় পূর্ব্ববৎ হইল। দেবরাজ মুষলধারে অজস্র বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রচুরপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। গ্রামবাসী ও নগরবাসী লোকেরা সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই অবসরে রাজা নিজ সহধর্ম্মিণী তপতী সমভিব্যাহারে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী এক যজ্ঞ করিলেন। হে অর্জ্জুন! এই তপনকন্যা তপতী তোমাদিগের পূর্ব্ববংশীয়া ছিলেন। রাজা সম্বরণের ঔরসে তপতীর গর্ব্ভে কুরুর জন্ম হয়, এই কারণে তোমাদিগকে তাপত্য বলিয়া সম্বোধন করিলাম।

---

## চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবল শ্রবণে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি যে মহর্ষি বশিষ্ঠের নাম উল্লেখ করিলে, যিনি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুরোহিত ছিলেন, তিনি কে? সমুদয় বল, শুনিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র ও অরুন্ধতীর পতি। দুর্জ্জয় কাম, ক্রোধ পরাজিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার চরণসেবা করে। তিনি বিশ্বামিত্রের অপরাধে জাতক্রোধ হইয়াও কুশিক বংশের উচ্ছেদ করেন নাই, পুত্রশত-বিনাশ-দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও নিতান্ত অশক্তের ন্যায় তাঁহার সংহারার্থ কোনরূপ দারুণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই, এবং মৃত পুত্রদিগকে যমালয় হইতে পুনরায় আহরণ করিবার নিমিত্ত কৃতান্তকেও অতিক্রম করেন নাই, তাঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া, ইক্ষ্বাকু-কুলোদ্ভব ভূপালেরা এই সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, এবং পুরোহিতত্বে বরণ করিয়া বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রখ্যাতবংশসম্ভূত নৃপতিদিগের পৃথিবী জয় ও রাজ্যবৃদ্ধির স্থির মধ্যে পুরোহিত নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যিনি পৃথিবী জয় করিবার ইচ্ছা করেন, তিনি ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিবেন, অতএব হে পার্থ! তুমিও জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম কামার্থবেত্তা, গুণবান্ ও সুবিদ্বান্ পুরোহিত নিযুক্ত কর।

---

## পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ইহাঁরা দুই জনেই দিব্য আশ্রমে বাস করিতেন, অতএব কি কারণে উভয়ের বৈরভাব জন্মে তাহা আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণন কর। গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! সর্ব্বলোকমধ্যে বশিষ্ঠোপাখ্যান অতি প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব আমি ঐ উপাখ্যান সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কান্যকুব্জ দেশে কুশিকতনয় গাধি নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাহার পুত্রের নাম বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র অমাত্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া কোন রমণীয় প্রদেশে মৃগ বরাহ শীকারপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃগলোলুপ রাজা মৃগের অনুসরণে একান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভ্যাগত দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় [illegible] প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক অতি[illegible]ৎকার করিলেন। মহর্ষির এক কামধেনু ছিল। প্রার্থনা করিলেই ঐ ধেনু তৎক্ষণাৎ অভিলষিত [illegible] ঐ ধেনু গ্রাম্য ও আরণ্য বিবিধ [illegible] সম্পন্ন অমৃততুল্য অন্নত্তম রস্য [illegible] চর্ব্ব্য [illegible] চতুর্বিধ মিষ্টান্ন, বহুমূল্য রত্ন ও বিচিত্র ব[illegible] দ্রব্য সকল দোহন করিলেন। বশিষ্ঠ সে[illegible] দ্বারা রাজার অর্চ্চনা করিলেন। অমা[illegible] আতিথ্য সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক সাতিশয় [illegible] মহর্ষির ধেনু পঞ্চহস্ত আয়ত ও ছয়হস্ত উ[illegible] যুগল মণ্ডুকের ন্যায় উচ্ছন, পার্শ্ব ও উরু মনোহর, পুচ্ছ অতি সুন্দর, পয়োধর স্থূল, এবং গ্রীবা ও মস্তক পুষ্ট ও আয়ত। গাধিনন্দন সেই সুচারুশৃঙ্গা ও অনিন্দিতা নন্দিনীকে নেত্রগোচর করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং তাহার বিস্তরপ্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্!

অর্ব্বুদ-সংখ্যক গো বা আমার সমুদায় রাজ্য লইয়া তুমি এই হোমধেনুটি আমাকে প্রদান কর। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! আমি রাজ্যলোভে দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অতিথি-সৎকার ও যজ্ঞানুষ্ঠান সমাধানের একমাত্র উপায়স্বরূপ পয়স্বিনী নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি ক্ষত্রিয় জাতি, আপনি তপঃ-স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণের বলবীর্য্যের কথা কাহারও অবিদিত নাই; অতএব যদি অর্ব্বুদ সংখ্যক গো গ্রহণপূর্ব্বক আমার মনোভিলাষ সফল করিতে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে আমি স্বজাতিসুলভ বল প্রকাশ করিয়া তোমার গোধন লইয়া যাইব। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত রাজা এবং ভুজবীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়, অতএব এবিষয়ে কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে যাহা ইচ্ছা হয় কর।

অনন্তর বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক হংসশশিসম রূপশালিনী সেই নন্দিনীকে অপহরণ করিলেন। নন্দিনী দণ্ডপ্রহারে ও কশাঘাতে একান্ত পীড়িত হইলেন, এবং ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলেও হম্বারবে ধাবমান হইয়া বশিষ্ঠসম্মুখে আগমনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজবল তাঁহাকে অত্যন্ত তাড়না করিতে লাগিল, তথাপি তিনি মহর্ষির আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন না। বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি তোমার করুণস্বর-পূর্ণ হম্বারব বারম্বার কর্ণগোচর করিতেছি, বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন, আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ কি করি বল? এই কথা শুনিয়া নন্দিনী সৈন্যভয়ে ও বিশ্বামিত্রভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া মহর্ষির সন্নিকৃষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! দুর্দ্দণ্ড রাজবল প্রচণ্ড কশাদণ্ড দ্বারা বারম্বার আমাকে প্রহার করিতেছে। প্রহারবেগে আমি নিতান্ত অশরণা ও অনাথার ন্যায় অতিকাতর স্বরে রোদন করিতেছি; এসময় আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি উপেক্ষা করিতেছেন। নন্দিনী প্রধর্ষিত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তথাপি ধৃতব্রত মহর্ষি ক্ষুব্ধ বা ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হইলেন না কেবল এইমাত্র বলিলেন, হে কল্যাণি! ক্ষত্রিয়দিগের তেজঃ বল, আর ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমা বল হয়। আমি ক্ষমাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, কি প্রতিকার করিব, এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে গমন কর। তখন নন্দিনী কহিলেন, হে ভগবন্! আপনকার এই কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু যদি পরিত্যাগ না করেন তাহা হইলে বলপূর্ব্বক কেহই আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নন্দিনী! আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে চাহি না, যদি সমর্থ হও তবে আমার আশ্রমে অবস্থান কর। দেখ ঐ অরাতিরা বল প্রকাশপূর্ব্বক তোমার বৎসকে সুদৃঢ় রজ্জুবদ্ধ করিয়া অপহরণ করিতেছে।

তখন সেই পয়স্বিনী আশ্রমে বাস করা যে মহর্ষির অভিপ্রায়, ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া অতি ঘোররূপ ধারণপূর্ব্বক গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া ঘন ঘন হম্বারব পরিত্যাগ সহকারে সৈন্যাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কশাদণ্ড দ্বারা বারংবার আহত ও ইতস্ততঃ নিরোধ্যমান হইলে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদীয় বালধি হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার বৃষ্টি হইতে লাগিল। পুচ্ছ হইতে পহ্লব, প্রস্রব হইতে দ্রাবিড় ও শক এবং যোনিদেশ হইতে যবনেরা উৎপন্ন হইল। গোময় হইতে কিরাতজাতি, মূত্র হইতে কাঞ্চী ও পার্শ্বদেশ হইতে শরভকুল জন্মগ্রহণ করিল। ফেনপুঞ্জ হইতে পৌণ্ড্র, সিংহল, বর্ব্বর, বশ, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূণ, কেরল, ও অন্যান্য বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইল। বিশ্বামিত্র দেখিতে দেখিতে নানাবরণসংচ্ছন্ন সেই বিপুল ম্লেচ্ছবল বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ক্রোধাতিরেক সহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। বিশ্বামিত্রের সমক্ষে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য বশিষ্ঠ-সৈন্যমণ্ডলীর সুতীক্ষ্ণ শরজালে আহত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। বশিষ্ঠসৈন্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের একটি সৈন্যেরও প্রাণ সংহার করে নাই। ঋষিধেনু বিপক্ষ সৈন্যদিগকে অতি দূরতর প্রদেশ পর্য্যন্ত অবরোধ করিলেন। রাজসংক্রান্ত সৈন্যেরা ত্রিযোজন অবধি অবরুদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া আশ্রয়-

লাভে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

মহারাজ বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজঃসম্ভূত এই সুমহৎ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়ভাবে নিতান্ত বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয় বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজ যথার্থ বল। বলাবল নির্ণয়স্থলে তপোবলকেই পরমবল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য, অসামান্য রাজলক্ষ্মী ও কমনীয় বস্তুর ভোগাভিলাষ এককালে পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তৎপরে তপঃসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তিনি তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোককে অভিভূত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন।

---

## ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ভূলোকে কল্মাষপাদ নামে এক অলৌকিক বলসম্পন্ন ও ইক্ষ্বাকুকুলোৎপন্ন রাজা ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার্থে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া এক অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা সেই মহাঘোর অরণ্যে মৃগ, বরাহ, মহিষ, খড়্গী প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর বন্য জন্তু সকল সংহার করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যাজ্যক্রিয়ার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে যান। রাজা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক প্রশস্ত পথ দিয়া সত্বরে গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠের পুত্রশত-মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমাদিগের গমনপথ রোধ করিও না, অপসৃত হও। শক্তি মধুর বাক্যে রাজাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এ আমার পথ, শাস্ত্রানুসারে রাজা সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে পথ দিবেন ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পথের নিমিত্ত উভয়ের এইরূপ বাগ্বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। "তুমি সরিয়া যাও তুমি সরিয়া যাও" বলিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন। মহর্ষি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত পথ রোধ করিয়া রহিলেন। রাজাও অভিমান পরতন্ত্র ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শক্তির প্রতি [illegible] করিলেন এবং মোহাবেশে ভয়ঙ্কর নিশাচরের ন্যায় কশাদণ্ড দ্বারা ঋষিকে প্রহার করিলেন। প্রহারবেগে মহর্ষি ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, রে নৃপাধম! তুই যেমন দুরাচার রাক্ষসের ন্যায় তাপসকে কশাঘাত করিলি, অদ্যাবধি মদীয় শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইবি এবং মনুষ্যমাংসলোলুপ হইয়া তোকে এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে।

বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়ের যাজ্যক্রিয়ানিবন্ধন বৈর উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য বিশ্বামিত্র কল্মাষপাদের নিকট গমন করেন। উভয়ের বিবাদকালে তিনি সন্নিহিত হইলেন। রাজা শক্তিকে বশিষ্ঠসদৃশ প্রভাব সম্পন্ন দেখিয়া পশ্চাৎ বশিষ্ঠতনয় বলিয়া জানিতে পারিলেন। হে অর্জ্জুন! বিশ্বামিত্র আত্মপ্রিয় সাধন মানসে অন্তর্হিত হইয়া রহিলেন, তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন না।

অনন্তর রাজা এইরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়া প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শক্তির শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র রাজার আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইয়া কিঙ্করনামা এক রাক্ষসকে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। সে মহর্ষির শাপপ্রভাবে ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে রাজার শরীরমধ্যে [illegible] করিল। বিশ্বামিত্র রাজার শরীরে রাক্ষসের আ[illegible] দেখিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। রাজা অন্ত[illegible] রাক্ষস দ্বারা একান্ত পীড়িত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইলেন।

অনন্তর রাজা বন হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া তৎসন্নিধানে মাংস ভোজনের প্রার্থনা করিলেন। রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি এক্ষণে ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি প্রত্যাগত হইয়া আপনকার অভিলষিত ভোজন প্রদান করিব। এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা ইচ্ছামত সুখসঞ্চরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

...ট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, নিশীথসময়ে ...ইল। তখন তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, অমুক বনে এক ...ত হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, তথায় গিয়া তাঁহাকে সমাংস অন্ন প্রদান ...।

...তদীয় আদেশানুসারে ইতস্ততঃ অনেক অনু- ... কিন্তু কোথাও মাংস পাইল না, তখন ...রাজসন্নিধানে গিয়া মাংস না পাওয়ার বিষয় ...। রাজা রাক্ষসাবেশ-প্রভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে ...কারকে কহিতে লাগিলেন, তুমি নরমাংস ...য়া ব্রাহ্মণের আহারকার্য্য সম্পাদন কর। ...ণাৎ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অকুতো- ...তে উপস্থিত হইল এবং সত্বর তথা হইতে ...ণপূর্ব্বক যথাবিধি পাক করিয়া অন্নসংযোগে ... ব্রাহ্মণকে উপযোগের নিমিত্ত প্রদান ...ণ সিদ্ধ চক্ষুপ্রভাবে বুঝিতে পারিয়া অন্ন ...য়া রোষকষায়িতলোচনে কহিলেন, যেহেতু ...মামাকে এই অভোজ্য অন্ন প্রদান করি- ...। সেই মূঢ়ই নরমাংস ভোজনে স্পৃহয়ালু ...র্ব্বে শক্তি যে অভিশাপ দিয়াছেন, তদনু- ...ংস ভক্ষণে আসক্ত ও সকলের ক্লেশকর ...বীতলে পর্য্যটন করিবে। ব্রাহ্মণ দুই বার ...ল শক্তিদত্ত শাপ বলবান্ হইয়া উঠিল। ...ৎ রাক্ষসাবেশে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তদীয় ...া বিকল হইয়া উঠিল।

...তিকাল মধ্যে শক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, ...র প্রতি অসদৃশ শাপ প্রয়োগ করিয়াছ ...ও এক্ষণে মনুষ্য ভক্ষণে কৃতসংকল্প হই- ...য়া তৎক্ষণাৎ মহর্ষি শক্তির প্রাণসংহার ...ন্ত্র যেমন অভীষ্ট পশু ভক্ষণ করে, সেইরূপ ...ক্ষণ করিল। বিশ্বামিত্র শক্তিকে নিহত ... অপর পুত্রদিগকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ...শ প্রদান করিলেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র ...ক সংহার করে, রাক্ষস ক্রোধবশ হইয়া শক্তির অনুজদিগকে ভক্ষণ করিল।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব "বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে শত-পুত্র সংহারিত হইয়াছে" শ্রবণ করিলেন। যাদৃশ মহা-মহীধর বসুন্ধরাকে ধারণ করে, তিনি সেইরূপ অনিবার্য্য শোকাবেগ ধারণ করিয়া রহিলেন। তথাচ তিনি কৌশিক বংশ উন্মূলনে কৃতসংকল্প হইলেন না। পরিশেষে আত্ম-ত্যাগ মনস্থ করিয়া মেরুশিখরে আরোহণপূর্ব্বক স্বদেহ পাতিত করিলেন। তদীয় দেহ তুলরাশির ন্যায় শিলা-খণ্ডে পতিত হইল, প্রাণ বিয়োগ হইল না। তৎপরে মহা-বনমধ্যে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। দেদীপ্যমান দহনে মহর্ষির দেহ দগ্ধ হইল না, প্রত্যুত, গাত্রে অন-লের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। পরিশেষে কণ্ঠদেশে নিতান্ত দুর্ভর শিলাখণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক জলধি-জলে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু স্রোতোবেগপ্রভাবে তিনি তীরে উপনীত হইলেন। তখন মহর্ষি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া অগত্যা পুনর্ব্বার আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

---

## সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশূন্য আশ্রমপদ দর্শনে সাতিশয় শোকাকুল হইয়া তথা হইতে পুনরায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কতকদূর যাইয়া দেখিলেন, এক স্রোতস্বতী বর্ষাপ্রভাবে অতি বেগবতী ও বারীপূর্ণা হইয়া তীরস্থিত বহুবিধ বৃক্ষ উৎ-পাটন পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে মহর্ষি পুত্র-শোকে অতীব দুঃখিতমনে চিন্তা করিলেন, আমি এই নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। অনন্তর আপনাকে পাশ দ্বারা দৃঢ়তর সংযত করিয়া নদীজলে নিমগ্ন হইলেন। নিমগ্ন হইবামাত্র মহানদী মহর্ষির পাশচ্ছেদ করিয়া দিল এবং স্থলে উত্থাপিত করিল। মহর্ষি পাশবিমুক্ত ও স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ তাঁহার শোক-বৃদ্ধিই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি একান্ত কাতরতা-প্রযুক্ত আর এক স্থানে অবস্থান করিতে না পারিয়া নদী, পর্ব্বত ও সরোবরে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

একদা প্রচণ্ডগ্রাহবতী হৈমবতী নামে এক স্রোত-স্বতী দেখিয়া তাহার প্রবাহে ঝম্প প্রদান করিলেন।

সরিদ্বরা ব্রাহ্মণকে অগ্নিসম বিবেচনা করিয়া শতধা বিদ্রুতা হইল ; এই কারণে তদবধি তাহার নাম শতদ্রু বলিয়া বিখ্যাত হইল। অনন্তর মহর্ষি আপনাকে স্থলগত ও আত্মসংসারে অকৃতকার্য্য দেখিয়া পুনরায় আশ্রমে আগমন করিতে লাগিলেন। বিবিধ পর্ব্বত ও বহুবিধ দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক তিনি অদৃশ্যন্তীনাম্নী স্বীয় পুত্রবধূকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে পশ্চাদ্ভাগে ষড়ঙ্গালঙ্কৃত পরিপূর্ণার্থ সুসঙ্গত বেদাধ্যয়ন-শব্দ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কে আমার অনুসরণ করিতেছে? তখন অদৃশ্যন্তী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপনকার শক্তির সহধর্ম্মিণী তপস্বিনী অদৃশ্যন্তী। মহর্ষি কহিলেন, পুত্রি! পূর্ব্বে শক্তির মুখে যেরূপ সাঙ্গ বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ এই ষড়ঙ্গ বেদ কে উচ্চারণ করিতেছে? অদৃশ্যন্তী কহিলেন, আমার গর্ভে আপনার তনয় শক্তির এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, দ্বাদশ বৎসর হইল ঐ পুত্র গর্ভমধ্যে বেদাধ্যয়ন করিতেছে।

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে হৃষ্টান্তঃকরণে সন্তান বর্ত্তমান পরিজ্ঞাত হইয়া মরণেচ্ছা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বধূসমভিব্যাহারে প্রতিগমন পূর্ব্বক এক নির্জ্জন বনে রাজা কল্মাষপাদকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। রাজা রাক্ষসাবেশপ্রভাবে মহর্ষিকে দেখিয়ামাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গ্রাস করিবার অভিলাষে সহসা উত্থিত হইলেন। তখন অদৃশ্যন্তী ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া ভীতমনে মুনিসন্নিধানে গিয়া কহিলেন, ভগবন্! সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় এই বিকটাকার রাক্ষস দণ্ডকাষ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট আগমন করিতেছে, এক্ষণে আপনি ব্যতীত উহাকে নিবারণ করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন আর কেহই নাই। হে মহাভাগ! ঐ দারুণদর্শন পাপপরায়ণ রাক্ষস হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। নিশ্চয়ই ও আমাদিগকে গ্রাস করিবার অভিলাষ করিতেছে। তখন মহর্ষি প্রত্যুত্তর করিলেন, হে পুত্রি! তুমি ভয় পাইও না। এই রাক্ষস হইতে কদাচ কোন রূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই। তুমি উপস্থিত ভয়কে রাক্ষসভয় বলিয়া বিশ্বাস করিও না। ভূমণ্ডলে মহাবলপরাক্রান্ত ও সুবিখ্যাত কল্মাষপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই শক্তিশাপপ্রভাবে এই ভীষণ রাক্ষস হইয়া বনমধ্যে বাস করিতেছেন। এই বলিয়া তেজস্বী মহর্ষি হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সমীপস্থ রাক্ষসকে নিবারণ করিলেন। তৎপরে মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া যোগবলে তাঁহার শাপ মোচন করিয়া দিলেন। রাজা কল্মাষপাদ বশিষ্ঠতনয় শক্তির শাপে রাহুগ্রস্ত পার্ব্বণ দিবাকরের ন্যায় নিস্তেজ হইয়া ছিলেন। সম্প্রতি রাক্ষসাবেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সায়ংকালীন সৌরী কিরণস্পর্শে মেঘমণ্ডলীর ন্যায় তেজঃপুঞ্জে সেই সম বনবিভাগ রঞ্জিত করিলেন। অনন্তর রাজা পূর্ব্ব সংজ্ঞালাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদনপূর্ব্বক অবসরক্রমে ঋষিসত্তম বশিষ্ঠকে কহিলেন, হে মহাত্মা আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা, আমার নাম কল্মাষপাদ। আমি আপনকার যজমান, অতএব এক্ষণে আপনার যে অভিলাষ হয়, আদেশ করুন। বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! বক্তব্যের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে রাজধানীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক যথাবিধানে রাজ্যশাসন কর, কিন্তু আর কদাচ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিও না। রাজা কহিলেন হে তপোধন! আমি আর কদাচ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিব না; বরং আপনার নিদেশানুসারে তাঁহাদিগকে সম্যক্ সৎকার করিব। হে বেদজ্ঞ প্রবর দ্বিজোত্তম! সম্প্রতি আমি যাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের নিকট অঋণী হই, আপনাকে এরূপ প্রতিবিধান করিতে হইবে। হে সাধো! আমি সন্তান অভিলাষ করি, ইক্ষ্বাকুদিগের বংশ রক্ষার্থ আপনাকে শ্রুতশীলসম্পন্ন সুসন্তান প্রদান করিতে হইবে। তখন সত্যসন্ধ মহর্ষি "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব মহারাজ কল্মাষপাদের সহিত বিখ্যাত অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলেন। অমরাবতীতে পূর্ব্বকালে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রত্যুদ্গমন করিয়াছিল, প্রজাপুঞ্জ মহানন্দ সহকারে সেইরূপে রাজাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিল। রাজা অনন্তর পর মহর্ষি বশিষ্ঠ সমভিব্যাহারে সেই পুণ্যলক্ষণা নগরীতে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যাবাসী জনগণ হিতসহিত উদিত দিবাকরের ন্যায় মহীপালকে দর্শন

...গিল। অনন্তর শরৎকালীন শশধর যেমন নভো-...ভাসিত করেন, রাজা সেইরূপে নিজ রাজধানী ...র শোভা সম্পাদন করিলেন। সেই নগরী পতাকা-...ত, সুসংসিক্ত ও সুপরিচ্ছন্ন পথসংযুক্ত হইয়া ...আনন্দ সঞ্চার করিতে লাগিল। তখন হৃষ্টপুষ্ট ও ...আকীর্ণ অযোধ্যা, সুররাজবিরাজিত অমরাবতীর ...ভিত হইল।

...পুরপ্রবেশ করিলে রাজমহিষী ভর্ত্তার আদেশা-...হর্ষি বশিষ্ঠের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। মহর্ষি ...পাদনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিব্য বিধানানুসারে ...সহবাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভলক্ষণ ...ত হইলে মুনি প্রজানাথকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুন-...শ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষী সন্তান ...ইতে অধিকতর বিলম্ব দেখিয়া এক উপলখণ্ড ...ীয় গর্ভ বিদীর্ণ করিলেন। বিদীর্ণ করিবামাত্র ...গর্ভে স্থিত রাজর্ষি অশ্মক ভূমিষ্ঠ হইলেন।

---

## অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

...রাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অনন্তর অদৃশ্যন্তী ...এক বংশধর কুমার প্রসব করিলেন। ভগবান্ ...জাতমাত্রে পৌত্রের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়াকলাপ ...করিয়া তাঁহার নাম পরাশর রাখিলেন। শক্তিনন্দন ...মহর্ষি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন এবং ...তাঁহাকেই পিতার ন্যায় অনুসরণ করিতেন। ...নি অদৃশ্যন্তীর সন্নিধানে বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠকে তাত ...আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন অদৃশ্যন্তী ...ইরূপ মধুরগর্ভ বাগ্বিন্যাস শ্রবণে অশ্রুপূর্ণলোচনে ...বৎস! বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ...য়াছে, অতএব এক্ষণে পিতামহকে পিতৃবাক্যে ...ও না, তুমি যাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন ...তোমার পিতামহ, পিতা নহেন।

...শক্তিতনয় জননী অদৃশ্যন্তীকর্ত্তৃক এইরূপ অভি-...অতিশয় দুঃখিতমনে সর্ব্বলোক বিনাশে কৃতসঙ্কল্প ...মহর্ষি বশিষ্ঠ তদ্বিষয়ে তাঁহাকে কৃতনিশ্চয় ...প্রতিষেধবাক্যে কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বকালে কৃতবীর্য্য নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি বেদবেত্তা মহাত্মা ভার্গবদিগের যজমান। রাজা যজ্ঞান্তে সোম পান করিয়া প্রভূত ধনধান্য দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিতেন। তিনি লোকান্তর প্রস্থান করিলে তদ্বংশীয় নৃপতিদিগের কোন বিশেষ প্রয়োজনার্থ অর্থের আবশ্যকতা হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহারা ভার্গবদিগের অর্থের আতিশয্য জানিয়া তাঁহাদিগের নিকটে অর্থিভাবে উপস্থিত হইলেন। কথন ভার্গবগণ কেহ কেহ ক্ষত্রিয়ভয়ে সমস্ত অক্ষয় ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত, কেহ বা ব্রাহ্মণ-সাৎ করিলেন। কেহ কেহ উপস্থিত অর্থিদিগের প্রার্থনা-নুসারে অর্থদান করিলেন। এই অবসরে কোন এক ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছাক্রমে ভূমি খনন করিয়া ভৃগুগৃহে প্রভূত বিত্ত প্রাপ্ত হইলেন। তখন ক্ষত্রিয়েরা সকলে সমবেত হইয়া সেই উৎখাত ধন নিরীক্ষণ করিলেন। তদ্দর্শনে ভার্গবেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে যথোচিত অবমাননা করিলেন। ক্ষত্রিয়েরা অপমানিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ শর প্রহারে ভার্গবদিগের শিরশ্ছেদ ও তৎপত্নীগর্ভস্থিত অর্ভক-দিগের প্রাণসংহারপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগি-লেন। ভৃগুনন্দনেরা উচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাদিগের পত্নীগণ ক্ষত্রিয়ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া হিমাচলে পলায়ন করিলেন। তন্মধ্যে কোন মহিলা ভর্ত্তৃকুলবৃদ্ধির নিমিত্ত সভয়ে উরুদেশে অতি প্রদীপ্ত এক গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন। এই গর্ভসম্বাদ অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে এক ব্রাহ্মণী ভীতমনে নির্জ্জনে ক্ষত্রিয়সন্নিধানে গিয়া ইহা নিবেদন করিল। ক্ষত্রিয়েরা গর্ভনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, ব্রাহ্মণী স্বতেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান রহিয়াছেন। এই অবসরে গর্ভস্থ বালক ব্রাহ্মণীর উরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলেন। নির্গত হইবামাত্র মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় তিনি ক্ষত্রিয়দিগের দৃক্‌শক্তি সংহার করিলেন। ক্ষত্রিয়গণ চক্ষুহীন হইয়া ঐ গিরিদুর্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা হীনজ্যোতি চক্ষু লাভের প্রত্যাশায় সেই অনিন্দিতা ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইয়া দুঃখিতমনে নিবেদন করিলেন, ভগবতি! আমরা অতি নরাধম, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আমরা আপনকার প্রসাদে অসৎ অধ্যবসায় হইতে বিরত হইয়া আপনকার অনুকম্পায় পুনরায় চক্ষুলাভ পূর্ব্বক প্রতিগমন করিতে পারি। হে শোভনে! আপনি

পুত্রের সহিত প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার দৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের পরিত্রাণ করুন।

---

## ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণী কহিলেন, হে বৎস ক্ষত্রিয়গণ! আমি ক্রোধপরায়ণ হইয়া তোমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করি নাই। মদীয় উরুসম্ভব ভার্গব তোমাদিগের উপর অদ্য রোষপরবশ হইয়াছেন। তিনিই বন্ধুবান্ধবগণের নিধনদশা স্মরণ করিয়া কোপাকুলিত চিত্তে তোমাদিগের চক্ষু গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তোমরা যখন ভৃগুমহিলাদিগের গর্ত্তস্থ সন্তানগণকে সংহার কর, তদবধি আমি এক শত বৎসর কাল উরুদেশে এই গর্ত্ত ধারণ করিয়াছিলাম। ভৃগুবংশীয়দিগের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত ষড়ঙ্গসম্পন্ন বেদ, গর্ত্তস্থ অবস্থায় এই বালকেতে প্রবেশ করিয়াছে। এই বালকই পিতৃবধজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহারই অলৌকিক তেজোবলে তোমাদিগের চক্ষু অপহৃত হইয়াছে, অতএব তোমরা ইহার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা কর, ইনিই প্রণিপাতে পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তোমাদিগকে দৃষ্টি প্রদান করিবেন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাহারা উরুসম্ভব ভার্গবকে কহিলেন, মহাভাগ! প্রসন্ন হউন, এই কথা কহিবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইলেন।

হে বৎস! ঐ বিপ্রর্ষি উরুভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন, এই কারণে ত্রিভুবনে ঔর্ব্ব বলিয়া বিখ্যাত হন্। ক্ষত্রিয়েরা চক্ষুলাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে মহর্ষি ঔর্ব্বের মনে হইল, যেন তিনি সকলকে পরাভব করিলেন। তৎপরে মহাত্মা মহামনা মুনি সমূলে নিখিল লোক সংহার করিবার নিমিত্ত একান্ত উন্মুখ হইলেন। মহর্ষি, ভৃগুবংশীয়দিগের নিষ্কৃতি লাভ প্রত্যাশায় সর্ব্বলোক বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া তপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং পিতামহগণের অন্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চার করিবার নিমিত্ত তপোবলে দেবাসুর ও মনুষ্যের সহিত ত্রিলোককে সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পিতৃলোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার অবগত হইলেন এবং ঔর্ব্বের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! আমরা তোমার তপোবল দেখিলাম, লোকের প্রতি প্রসন্ন হও এবং ক্রোধাবেগ সম্বরণ কর। তৎকালে আমরা প্রতীকারে অশক্ত হইয়া যে প্রাণ দ্যত ক্ষত্রিয়দিগের তাদৃশ অত্যাচারে উপেক্ষা করিয়াছি, এমত নহে। অতি দীর্ঘ জীবন ভোগ অপেক্ষা জীবলোকে ক্লেশকর আর কিছুই নাই, জন্য স্বেচ্ছানুসারে আপনারাই আপনাদিগের পায় ক্ষত্রিয়হস্তে অবধারিত করিয়াছিলাম। কোপের বশীভূত নহি, তথাচ ক্ষত্রিয়দিগের সহিত ভাব বদ্ধমূল হইবার উদ্দেশেই আমাদের মধ্যে আপন আলয়ে সমুদয় ধনসম্পত্তি ভূগর্ত্তে নিখাত রাখেন। ক্ষত্রিয়দিগকে কুপিত করাই তাহার উ আমরা স্বর্গ ফল কামনা করিয়া থাকি, আমাদিগের কি প্রয়োজন? প্রয়োজন হইলে ধনাধ্যক্ষ কুবেরই দিগের প্রভূত ধন আহরণ করেন। যখন দেখি ধর্ম্মরাজ যম স্বয়ং আমাদিগকে গ্রহণ করিতে পারি না, তখন আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ উপায় ধারণ করিলাম। আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ পুণ্য লাভ করিতে পারে না, এই হেতু আমরা আলো সমুদয় অনুধাবন করিয়া ক্ষত্রিয়হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম। হে ভৃগুবংশাবতংস ঔর্ব্ব! যে বিষয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিতান্ত এক্ষণে তুমি সর্ব্বলোকপরাভবরূপ পাপাচার হইতে সংযম কর। সপ্তলোক ক্ষয় ও ক্ষত্রিয়দিগকে বধ কোন প্রয়োজন নাই। উচ্ছলিত ক্রোধাবেগ প্রভাবকে দূষিত ও কলুষিত করিতেছে, অত পরিহার করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

---

## অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ঔর্ব্ব কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি ক্রোধ হইয়া সর্ব্বলোক সংহারের যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অন্যথা হইবে না। বৃথা রোষ ও বৃথা প্রতিজ্ঞা আমার অভিরুচি হয় না। ক্ষত্রিয়দিগের যদি প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে প্রজ্বলিত যজ্ঞীয় কাষ্ঠরাশি দহন করে; সেইরূপ ক্রোধ

...দগ্ধ করিবে। যিনি কারণবশতঃ উত্তেজিত ... ক্ষমা প্রদর্শন করেন, সেই মনুষ্য কদাচ ত্রিবর্গ ... সম্যক্ সমর্থ হয়েন না। অশিষ্টের নিয়ন্তা ও ... প্রতিপালয়িতা ক্রোধকে বিজিগীষু রাজারা অবসর ... প্রকাশ করিয়া থাকেন। যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ ...গণকে বধ করেন, আমি তখন উরুস্থ ও গর্ত্তশয্যা- ...হইয়া মাতৃবর্গের অতি করুণকণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর ...রিয়াছিলাম। যখন ক্ষত্রিয়াপসদেরা গর্ত্তস্থ শিশু সন্তান ...সমুদায় ভৃগুবংশ উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করে, ...ধি আমি তাহাদের প্রতি বিষম ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি। ...র পিতৃ ও মাতৃবর্গ সম্পূর্ণ উদ্বিগ্ন হইয়া ভয়বিহ্বল- ... ত্রিলোকমধ্যে কুত্রাপি আশ্রয় পাইলেন না। যখন ...য়ারা ভৃগুপত্নীদিগের সংহারে পরাঙ্মুখ হইল, তখন ...ম জননী উরুদেশে আমাকে ধারণ করিয়া- ...েন। ইহলোকে পাপের প্রতিষেধকর্ত্তা বিদ্যমান ...কলে কেহই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে প্রবৃত্ত হয় না। ...ার অবিদ্যমানে অনেকেই পাপকর্ম্মে আসক্ত হয়। ...র্থ থাকিতেও যিনি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া পাপাচার ...হার না করেন, নিগ্রহানুগ্রহাসক্ত হইয়াও তাঁহাকে ...পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সকল রাজলোক অধীশ্বরবর্গ, ...লাকে জীবন রক্ষা করা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া ...সত্ত্বে কেহই আমার পিতৃগণকে মরণভয় হইতে ...ত্রাণ করিলেন না। এক্ষণে আমিই সকলের অধী- ...হইয়াছি। বিষম রোষানলে আমার অন্তঃকরণ ...র দগ্ধ হইতেছে। অতএব আপনাদিগের প্রতিষেধ- ...। অনুমোদন করিতে সমর্থ নহি। আমি ঈশ্বর হই- ... যদি লোকের পাপভয়ে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে ...র যে ক্রোধানল লোকদিগকে দগ্ধ করিতে উদ্যত ...ছে; তাহা নিগৃহীত হইলে নিজ তেজঃপ্রভাবে ...কেই নিশ্চয় দগ্ধ করিবে। আমি আপনাদিগের ...লোকহিতৈষিতা পরিজ্ঞাত হইয়াছি; অতএব সকলের ... এক্ষণে যাহা শ্রেয়ঃ বোধ হয় আপনারা তাহার ...ন করুন।

...পিতৃগণ কহিলেন, হে বৎস! তোমার যে ক্রোধানল ...দিগকে ভস্মসাৎ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, তাহা ...ধ্যে নিক্ষেপ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। সকল লোকই জলে প্রতিষ্ঠিত, রসসমুদায় জলময় এবং জগৎও জলস্বরূপ; অতএব তোমার ক্রোধানল জলমধ্যে নিক্ষেপ করাই উচিত হইতেছে। যদি অভিলাষ হয়, তাহাহইলে জলনিধির জলে ক্রোধানল স্থাপিত করিয়া শীতল হও। জল দগ্ধ করিলে লোকদিগকেও দগ্ধ করা হইবে; কারণ সমুদয় লোকই জলময়। এইরূপ হইলে তোমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইবে না। আর দেবতারা ও মনুষ্যেরা সকলেই অপরাভূত থাকিবেন।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, ভৃগুনন্দন ঔর্ব্ব বরুণনিলয়স্বরূপ মহাসাগরে ক্রোধানল পরিত্যাগ করিলেন। সেই অনল সমুদ্রজল ভক্ষণ করিতে লাগিল। ঐ ক্রোধানল অদ্যা- পি মহৎ হয়শিরোরূপে পরিণত হইয়া সমুদ্রজল পান করিয়া থাকে। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা ইহাকেই বড়বানল কহেন। অতএব হে পরাশর! পরলোক পরিজ্ঞাত হইয়া লোকের প্রাণসংহারে ক্ষান্ত হও, তোমার মঙ্গল হইবে।

---

## একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ভগবান্ পরাশর মহর্ষি বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সর্ব্বজন পরাভব হইতে আত্মক্রোধ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু পিতৃবধরূপ মহাপরাধ স্মরণপূর্ব্বক অতি বিস্তীর্ণ এক রাক্ষসসত্রানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ যজ্ঞে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, সমুদায় রাক্ষস দগ্ধ হইতে লাগিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ পৌত্রের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা অন্যথা করা উচিত নহে ভাবিয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধরূপ অধ্যবসায় হইতে নিবারণ করি- লেন না। পরাশর সেই রাক্ষসযজ্ঞে প্রদীপ্ত বহ্নিত্রয়মধ্যে চতুর্থ বহ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শরৎকালে দিবাকর নভোমণ্ডলকে যাদৃশ প্রকাশিত করেন, সেইরূপ সেই নির্ম্মল যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইলে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ শক্তিনন্দন পরাশরকে তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান দ্বিতীয় ভাস্কর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই অনন্যসুলভ সত্র সমাপন করিবার নিমিত্ত উদারবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি অত্রি তথায় আগমন করি- লেন। আর রাক্ষসদিগের প্রাণরক্ষার্থ তথায় পুলস্ত্য,

পুলহ, ক্রতু ও মহাক্রতু উপনীত হইলেন। তন্মধ্যে পুলস্ত্য রাক্ষস বধবিষয়ে পরাশরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার তপস্যার কুশল ত? নির্দ্দোষ ও অপরিজ্ঞাত রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া তোমার মনে কি আনন্দ সঞ্চার হইতেছে? তুমি আমাদিগের প্রজার উচ্ছেদ করিও না। দ্বিজাতি তপস্বিদিগের এরূপ ধর্ম্ম নহে। হে পরাশর! শান্তিগুণই আমাদিগের পরম ধর্ম্ম, তুমি সেই ধর্ম্ম অবলম্বন কর। শ্রেষ্ঠ হইয়া তুমি কেন ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছ? তোমার পিতা শক্তি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহাকে অতিক্রম করা ও মদীয় প্রজাসকল নির্ম্মূল করা তোমার উচিত নহে। শক্তির নিজ শাপপ্রভাবে তৎকালে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি আত্মদোষেই দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে কোন রাক্ষসেরই সাহস হইত না। তিনি আপনিই আপনার মৃত্যুপথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কেবল মহর্ষি বিশ্বামিত্র তদ্বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়া দোষভাগী হইলেন। এক্ষণে মহারাজ কল্মাষপাদ স্বর্গে আরোহণ করিয়া মহানন্দে কালযাপন করিতেছেন। আর তোমার পিতৃব্যদিগেরও সুরগণসমভিব্যাহারে মহাহর্ষে কালক্ষেপ হইতেছে। হে বৎস! মহর্ষি বশিষ্ঠ এ সকল বিষয় ও নির্দ্দোষ রাক্ষসদিগের উচ্ছেদ ব্যাপার অবগত আছেন। তুমি কেবল এই সত্রের কারণমাত্র। অতএব এক্ষণে আর যজ্ঞ করিও না। তোমার যজ্ঞসমাপ্তি ফললাভ হউক, তুমি কুশলে থাক। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, শক্তিনন্দন পরাশর পুলস্ত্য ও মহর্ষি বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই রাক্ষসসত্র সমাপন করিলেন এবং যজ্ঞার্থ সঞ্চিত অগ্নিকে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে এক মহাবনে নিক্ষেপ করিলেন। অদ্যাবধি সেই অগ্নিকে প্রতিপর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ প্রস্তর সহিত পর্ব্বত দগ্ধ করিতে দেখা যায় এবং ঐ অগ্নিধারী গিরি অদ্যাপি লোকে আগ্নেয় পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

---

## দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! রাজা কল্মাষপাদ কোন্ কারণ অবলম্বন করিয়া স্বীয় মহিষীকে বশিষ্ঠের নিকট নিয়োগ করিলেন? এবং সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিই বা গুরু হইয়া কিরূপে সেই অগম্যা নিয়োগে রত হইলেন? তিনি কি ইতিপূর্ব্বে কোনপ্রকার অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিলেন? আমি এই বিষয় অত্যন্ত সন্দিহান হইয়াছি, অতএব হে সখে! আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া আমার সংশয় নিরাকরণ কর।

গন্ধর্ব্বরাজ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! রাজা কল্মাষপাদ ও বশিষ্ঠের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদয় সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বশিষ্ঠাত্মজ মহাত্মা শক্তি রাজা কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করেন। রাজা শাপগ্রস্ত ও ক্রোধপরবশ হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পত্নী সমভিব্যাহারে এক নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্য নানাজাতীয় জন্তুগণে সমাকীর্ণ, পাদপসমূহে আবৃত ও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। রাজা তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে শত সহস্র হিংস্র জন্তুর ভয়ঙ্কর গভীর রব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। একদা সেই রাক্ষসরূপী ভূপাল ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত আহারান্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, এক বিপ্রদম্পতী কামক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা রাজাকে নয়নগোচর করিয়া কৃতকার্য্য না হইতেই ভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা পলায়নপর ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলেন; ব্রাহ্মণী স্বামীকে গৃহীত দেখিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমার এক নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন। আপনি আদিত্যবংশে প্রসূত; সর্ব্বলোকে সুবিখ্যাত; বিশেষতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও গুরুজনশুশ্রূষায় অনুরক্ত, অতএব আপনার পাপাচরণ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া সন্তানার্থ ভর্ত্তার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলাম, অধুনাপি কৃতার্থ হইতে পারি নাই, অতএব হে নরনাথ! এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমার স্বামীকে পরিত্যাগ করুন। রাজা বিক্রোশমানা সেই কামিনীর প্রার্থনাবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্যাঘ্র যেমন মৃগকে গ্রাস করে সেইরূপে তাঁহার স্বামীকে ভক্ষণ করিলেন, তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূতা ব্রাহ্মণীর যতগুলি অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হইল, সমুদয় প্রজ্বলিত হুতাশন হইয়া সেই বনপ্রদেশ দগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর ভর্ত্তৃবিয়োগবিধুরা শোকসন্তপ্তা ব্রাহ্মণী ক্রোধে

ভরে রাজর্ষি কল্মাষপাদকে অভিসম্পাত করিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র নৃপাধম! তুমি যেমন মনোরথ পরিপূর্ণ না হইতেই আমার সমক্ষে প্রিয়তমের প্রাণ সংহার করিলে, তোমাকেও সেইরূপ ঋতুকালে পত্নীসহযোগ করিবামাত্র পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতে হইবে। তুমি যাঁহার পুত্র বিনষ্ট করিয়াছ, সেই মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে তোমার পত্নী পুত্রোৎপাদন করিবেন। সেই পুত্র তোমার বংশধর হইবে। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্রী রাজাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া তাঁহার সমক্ষে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ সমাধিবলে এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে রাজা শাপবিমুক্ত হইলেন। একদা ভূপাল পত্নীর ঋতুকাল উপস্থিত দেখিয়া শাপবৃত্তান্ত বিস্মরণপূর্ব্বক কামান্ধচিত্তে তদীয় সহবাসে উদ্যত হইলেন। দেবী তাঁহাকে প্রতিষেধ করিলেন। তখন পত্নীবাক্য শ্রবণে শাপবৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হে পার্থ! রাজা কল্মাষপাদ শাপগ্রস্ত হওয়াতে কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট স্বীয় পত্নীকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

---

## ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! সকলই তোমার বিদিত আছে, অতএব বল দেখি কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের পুরোহিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। গন্ধর্ব্ব কহিলেন, দেবলের যবিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য উৎকোচক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন, যদি ইচ্ছা হয় তাঁহাকে পৌরহিত্য কার্য্যে বরণ কর। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বসত্তম! তোমার মঙ্গল হউক, ঘোটক সকল তোমারই নিকট থাকুক, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিব। এই বলিয়া পরস্পর সম্মানবিনিময়পূর্ব্বক রমণীয় ভাগীরথী তীর হইতে নিজ নিজ অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থে ধৌম্যাশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। বেদবিত্তম ধৌম্য বন্য ফল মূল প্রদান ও পৌরোহিত্য স্বীকার দ্বারা পাণ্ডবদিগের সৎকার করিলেন। পাণ্ডবেরা মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ম্বরে দ্রৌপদী, রাজলক্ষ্মী ও সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তাঁহারা এতদিন অসহায় হইয়াছিলেন, অধুনা পুরোহিত ধৌম্যের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাদিগকে নাথবান্ মনে করিলেন। পাণ্ডবেরা সেই উদারধী বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরোহিতের অনুকম্পায় যাগপ্রিয় ও সর্ব্বধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। পুরোহিত ধৌম্য পাণ্ডবগণের অবিচলিত উৎসাহ, অপ্রতিহত বলবীর্য্য, মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সন্দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহারা অচিরাৎ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ পুরোহিত কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া দ্রৌপদীস্বয়ম্বর সমাজারোহণে মানস করিলেন।

চৈত্ররথ পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# স্বয়ম্বরপর্ব্বাধ্যায়।

## চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে সন্দর্শন করিবার মানসে জননী সমভিব্যাহারে মহোৎসবময় দ্রুপদ জনপদে গমন করিলেন। পথিমধ্যে স্বয়ম্বর দিদৃক্ষু কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথাই বা গমন করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! আমরা পঞ্চসহোদর একত্র হইয়া জননী সমভিব্যাহারে একচক্রা নগরী হইতে আসিতেছি। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, তোমরা অদ্যই পাঞ্চালদেশে চল। পাঞ্চালেশ্বর-ভবনে মহাসমৃদ্ধ স্বয়ম্বর হইবে। আমরা তথায় যাইবার মানসে নির্গত হইয়াছি। ভাল হইল, সকলে একসঙ্গে যাইব। অদ্য পাঞ্চালদেশে পরমাদ্ভুত মহোৎসব হইবে। মহারাজ যজ্ঞসেনের যজ্ঞবেদি মধ্য হইতে এক পরমাসুন্দরী দুহিতা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই কমলনয়না দ্রোণ-শত্রু ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গবর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত

হুতাশন হইতে উদ্ভূত হন। দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎপল গন্ধ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। আমরা সেই স্বয়ম্বরা দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিব এবং মহোৎসব সন্দর্শনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইব। অদ্য তথায় নানা দিগ্দেশ হইতে যজ্বা ভূরিদক্ষিণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা যতব্রত তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর মহারথ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ কত শত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করিবেন। তাঁহারা পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া নানাপ্রকার দ্রব্যজাত বিবিধ ভোক্ষ্য ভোজ্য গোসমূহ ও ধনাদি দান করিবেন। আমরা তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ, স্বয়ম্বর সন্দর্শন এবং মহোৎসবজনিত আনন্দানুভব করিয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রত্যাগমন করিব। তথায় সূত, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্ত্তক ও নানা দেশীয় মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবে। আপনারাও কৌতুকাক্রান্ত-চিত্তে সেই সকল কৌতুকাবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রদত্ত দ্রব্য জাত প্রতিগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আপনারা সকলে দেবতুল্য রূপবান্ কৃষ্ণার নয়নপথের পথিক হইলে তিনি অবশ্যই তোমাদিগের অন্যতমকে বরমাল্য প্রদান করিবেন। আপনার এই মহাভুজ দর্শনীয় ভ্রাতাকে নিয়োগ করিলে ইনি অপরিমিত দ্রবিণরাশি জয় করিতে পারিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে আজ্ঞা; আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ম্বর ও তজ্জনিত মহোৎসব সন্দর্শনে গমন করিব।

---

## পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণের নিকট এইরূপ আদিষ্ট হইয়া দ্রুপদরাজা পরিরক্ষিত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। গমনকালে বিশুদ্ধাত্মা অকল্মষ মহর্ষি দ্বৈপায়নকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার যথাবিধি সৎকার করিলেন, এবং তৎকৃত সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক নানা বিষয়ক কথোপকথনান্তে অনুজ্ঞাত হইয়া দ্রুপদ ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে যে যে স্থানে রমণীয় বন সুশোভন সরোবর তাঁহাদিগের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে উপবিষ্ট ও গতক্লম হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়সম্পন্ন বিশুদ্ধস্বভাব প্রিয়ম্বদ পাণ্ডুতনয়েরা ক্রমে ক্রমে পাঞ্চালদেশে উপনীত হইয়া স্কন্ধাবার ও নগর নিরীক্ষণপূর্ব্বক এক কুম্ভকারের আলয়ে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞসেনের মনে মনে অভিলাষ হইয়াছিল যে, পাণ্ডুতনয় কিরীটীকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু তিনি এ কথা কাহারও অগ্রে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে স্বাভিলষিত পাত্র পাইবার মানসে এক সুদৃঢ় দুর্নামম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন, এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি এই সজ্য শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকেই কন্যা দান করিব।

এইরূপ ঘোষণা শ্রবণে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বরদিদৃক্ষু ঋষিগণ এবং কর্ণসমভিব্যাহারী দুর্য্যোধন প্রমুখ কুরুবর্গ সমুপস্থিত হইলেন। নানাদিগ্দেশ হইতে কত শত ব্রাহ্মণগণ আসিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। রাজগণ তাহা পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ম্বর দর্শনার্থে মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন এবং পৌরজনেরা মহাকোলাহলপূর্ব্বক দর্শনমানসে মণ্ডপ সন্নিকটস্থ শিশুমার বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল। নগরে, প্রাগুত্তর প্রান্তবর্ত্তিনী এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ম্বর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী, তুষারজালজড়িত হিমালয়-শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিম ভূমি রমণীয় মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বারসকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপানমার্গ সমুদায় সুসংঘটিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম উহার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারিদ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্হ আসন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যাসকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন

...ানে বাদ্যোদ্যম, কোথাও বা জনগণ নানাবিধ মহোৎ-...য় করিতেছে।

ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক তত্রত্য ...মানশ্রেণীতে সমাসীন হইলেন এবং পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক ...মাগত নৃপতিদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ...পৌরবৃন্দ ও জানপদগণ দ্রৌপদীদর্শনার্থ পরার্দ্ধ মঞ্চো-...রি উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণ-...মভিব্যাহারে আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক পাঞ্চাল রাজার ...শ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। রত্নো-...করণ ও সুনিপুণ নর্ত্তকগণের অভিনয় দ্বারা সভার শোভা ...দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভারম্ভের ষোড়শ ...দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক ...বিচিত্র কাঞ্চনী মালা গ্রহণ করিয়া নৃপসমাজে প্রবেশ ...করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি ...আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তি-...বাচন করিলেন এবং তূর্য্যাজীবদিগকে বাদ্যোদ্যম করিতে ...নিবারণ করিলেন। এইরূপে সেই প্রদেশ নিঃশব্দ হইলে ...ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত ...হইলেন এবং ঘন ঘোষণ গভীর স্বরে অর্থবৎ মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ! আপনারা ...শ্রবণ করুন। এই ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত আছে। ...যিনি যন্ত্রের ছিদ্র দ্বারা পঞ্চশর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য ...পাতিত করিতে পারিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা কুলশীল-...রূপলাবণ্য-সম্পন্ন সেই মহাত্মার ভার্য্যা হইবেন, সন্দেহ ...নাই। দ্রুপদপুত্র সভামধ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সম-...বেত ভূপতিগণের নাম, গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক ...ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

---

## ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনী! দেখ দুর্য্যোধন, দুর্ব্বি-...হ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সহ, দুঃশাসন, ...যুৎসু, বায়ুবেগ, ভীমবেগরব, উগ্রায়ুধ, বলাকী, করকায়ু, ...বিরোচন, কুণ্ডক, চিত্রসেন, সুবর্চা, কনকধ্বজ, নন্দক, ...কুণ্ড ও বিকট, এবং অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত ধার্ত্ত-রাষ্ট্রেরা কর্ণসমভিব্যাহারে তোমার নিমিত্ত সমাগত হই-য়াছেন। গান্ধাররাজকুমার শকুনি, বৃষক ও বৃহদ্বল এবং মহাবীর অশ্বথামা ও ভোজরাজ অলঙ্কৃত হইয়া স্বদর্থে আগমন করিয়াছেন। বৃহন্ত, মণিমান্, দণ্ডধার, সহদেব, জয়ৎসেন, মেঘসন্ধি, বিরাট ও তৎপুত্র শঙ্খ ও উত্তর, বার্দ্দক্ষেমি, সুশর্ম্মা, সেনাবিন্দু, সুকেতু, ও তৎপুত্র সুনামা ও সুবর্চ্চা, সুচিত্র, সুকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্য্যধ্বজ, রোচমান্, নীল, চিত্রায়ুধ, অংশুমান্, শ্রেণিমান্, চেকিতান্, সমুদ্রসেনের পুত্র, প্রতাপবান্ চন্দ্রসেন, জলসন্ধ, বিদন্ত ও তৎপুত্র, দণ্ড, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্র-লিপ্ত, পত্তনাধিপতি মদ্ররাজ ও তৎপুত্র, শল্য, রুক্মাঙ্গদ, রুক্মরথ, কৌরব্য, সোমদত্ত এবং তাঁহার পুত্র ভূরি, ভূরি-শ্রবা, শল, সুদক্ষিণ, কাম্বোজ, পৌরব, দৃঢ়ধন্বা বৃহদ্বল, সুষেণ, শিবি, ঔশীনর, পটচ্চর, নিহন্তা, করুষাধিপতি, সঙ্কর্ষণ, বসুদেব, রৌক্মিণেয়, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, প্রাদ্যুম্ন, গদ, অক্রূর, সাত্যকি, উদ্ধব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরত, কঙ্ক, শঙ্কু, গবেষণ, আশাবহ, নিরুদ্ধ, সমীক, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্লীপিণ্ডারক এবং উশীনর এই সকল যদুবংশীয়, ও ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক, শ্রুতায়ু, উলূক, কৈতব, চিত্রা-ঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, বৎসরাজ, কোশলাধিপতি, শিশুপাল, জরা-সন্ধ ইহাঁরা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইহাঁরা ত্বদীয় পাণি-গ্রহণার্থ লক্ষ্যভেদ করিবেন; হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।

---

## সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সমস্ত বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্র শিক্ষানিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমা-ধান করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন। তাঁহারা রূপ, যৌবন, কুল, শীল ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মদস্রাবী হৈমবত মাতঙ্গযূথের ন্যায় ঈর্ষ্যা-কষায়িত-লোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিভুবনললামভূতা কৃষ্ণা সন্দর্শনে কামমোহিত

হইয়া "দ্রৌপদী আমারই হইবে" বলিয়া রাজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যেমন দেবগণ পর্ব্বতরাজপুত্রী উমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সমাগত সভাস্থ ভূপালগণ সেইরূপে দ্রৌপদীকে জিগীষা করিতে লাগিলেন। রঙ্গস্থ সমস্ত লোক কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিষম কন্দর্পবাণে নিপীড়িত হইয়া তদ্গত হৃদয়ে নিরন্তর কেবল তাঁহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রুপদরাজকুমারীর নিমিত্ত আপন বন্ধুবান্ধবের প্রতিও ঈর্ষা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনী-কুমার যুগল, সাধ্য, যম ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানারোহণপূর্ব্বক রাজসভায় আগমন করিলেন। অসংখ্য দৈত্য, সুপর্ণ, মহোরগ, দেবর্ষি, গুহ্যক, চারণ ও বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সমাগত হইয়াছিলেন। বলভদ্র, জনার্দ্দন, বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণের মতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যদুপ্রবীর কৃষ্ণ ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় সেই গজেন্দ্রাকার পঞ্চ পাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেবের কথা বলদেবকে জানাইলেন। বলদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীতমনে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাজকুমারেরা দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণাতে মন প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে দর্শন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা ঈর্ষাকষায়িত ও রোষপরবশ হইয়া অধরদংশনপূর্ব্বক আরক্ত নয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিয়া সকলেই কন্দর্পবাণে অভিভূত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকুল সুপর্ণ, নাগ, অসুর ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত সেই সভাভবন রমণীয় গন্ধে সুবাসিত এবং বিকীর্য্যমান দিব্য কুসুমসমূহের সুগন্ধে আমোদিত হইল। মহাস্বন দুন্দুভিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল, চতুর্দ্দিক্ বিমানসম্বাধ এবং বেণু, বীণা ও পণবনিনাদে পরিপূরিত হইল। কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গ, বঙ্গাধিপ, পাণ্ড্য, বিদেহরাজ ও যমনাধিপ প্রভৃতি অনেকানেক রাজতনয়েরা কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চক্রবান্ প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব বলবীর্য্য প্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ শরাসনে জ্যা সংযুক্ত করা দূরে থাকুক, কার্ম্মুক সজ্য করিব এরূপ মনে করিতেও তাঁহারা সমর্থ হইলেন না। সুবিক্রান্ত নরেন্দ্রগণ ধনুঃস্পর্শমাত্র আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অঙ্গের আভরণ সকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা নিস্তেজ ও হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শান্তিভাব অবলম্বন করিলেন; কিরীট, হার, বলয়াঙ্গদ প্রভৃতি আভরণ সকল অঙ্গ হইতে বিস্রস্ত হইয়া পড়িল এবং দ্রৌপদীলিপ্সা এককালে নিরস্ত হইয়া গেল।

সকল ধনুর্দ্ধরপ্রবর কর্ণ রাজগণের এইরূপ বৃথোদ্যম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। পাণ্ডুতনয়েরা কর্ণকে নয়নগোচর করিয়া মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্য ভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। দ্রৌপদী কর্ণের ব্যবসায় দর্শনে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না; এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্য সন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে সমুদায় ক্ষত্রিয়বর্গ বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রস্থান করিলে পর, চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল শরাসনে শরসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অবশেষে ভগ্নজানু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর্য্য জরাসন্ধও ঐ প্রকারে ধনুরাঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন, পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপন রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মদ্রাধিপতি শল্যও সেই ধনুকে জ্যা রোপণ করিতে জানু পাতিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে সভাস্থ সমস্ত নরাধিপগণ ক্রমে ক্রমে পরাঙ্মুখ হইলে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সেই শরাসনে জ্যা রোপণ ও শর সন্ধানের মানস করিলেন।

---

## অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে অর্জ্জুন উদায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা

পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অজিন বিধূনন পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনা হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয়সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, একজন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে। এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক, অথবা কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক, কিম্বা বিপ্রস্বভাবসুলভ প্রলোভ-চপলতাপ্রযুক্তই হউক, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণ-দিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর। কেহ কেহ কহিলেন, আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমা-দিগের কোনপ্রকার লাঘবও হইবে না এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ্য হইব না। কেহ কেহ বলিলেন, এই পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত,গম্ভীরাকৃতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও মৃগেন্দ্রগতি সুরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইনি কখনই বিফল প্রযত্ন হই-বেন না। ইহাঁর মহীয়সী উৎসাহশীলতা লক্ষিত হই-তেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না। অনাহার, বায়ুাহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও তাঁহা-দিগের অন্তঃসার ও তেজের হ্রাস হয় না। ব্রাহ্মণ সৎকর্ম্মই করুন অথবা অসৎ কর্ম্মই করুন, তিনি কদাপি অবমানিত হয়েন না; কারণ সুখজনক, দুঃখজনক, সামান্য ও মহৎ সমুদায় কার্য্যই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। দেখ! জামদগ্ন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে পরাভব করিয়া-ছিলেন, অগস্ত্য স্বীয় ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অগাধ জলনিধি পান করিয়াছিলেন, অতএব সকলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, এই ব্রাহ্মণতনয় কার্ম্মুকে জ্যা রোপণ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বর-প্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন। এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য ও শাল্বপ্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ সকল দৃঢ়প্রযত্নেও যে ধনু সসজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমিষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা রোপণপূর্ব্বক পাঁচটি শর গ্রহণ করিলেন; পরে ছিদ্রদ্বারা সেই অতি কষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভা-মধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দেবতারা অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন বিধূননপূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া মাহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদ্যকরেরা শতাঙ্গ তূর্য্য বাদন করিতে লাগিল এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া যাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জ্জুনের বিজয়শব্দ সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিলে ধার্ম্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বরে আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন; কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং শক্র-প্রতিম পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্যদান ও শুভ্রবসন গ্রহণপূর্ব্বক কুন্তীসুতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা পার্থ,বিজয়লাভ ও দ্রৌপদীদত্ত মালা গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যমান হইয়া পত্নীসমভিব্যা-হারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

## ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা সেই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিবার অভিলাষ করিলে ভূপতিগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করত কহিতে লাগিলেন, দ্রুপদ-রাজ সমাগত রাজমণ্ডলকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া বরবর্ণিনী দ্রৌপদীকে বিপ্রসাৎ করিবার বাসনা করিয়াছেন। ইনি সমস্ত নরাধিপগণকে আহ্বান ও যথাবিধি সৎকারপূর্ব্বক

উত্তমরূপ ভোজন করাইয়া পরিশেষে তাদৃশ সম্মান রক্ষা করিলেন না। বস্তুতঃ বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে উন্মূলিত করিলেন। অতএব সমধিকগুণসম্পন্ন হইলেও কোনক্রমে ইনি সম্মানযোগ্য হইতে পারেন না, প্রত্যুত উক্ত অপরাধে এই দুরাত্মা নৃপাধমকে সপুত্র বিনষ্ট করিব। কি আশ্চর্য্য! দেবতুল্য নৃপসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও আপন কন্যার অনুরূপ বিবেচনা করিলেন না, স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়েরই স্বয়ম্বরবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তাহা হইলে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিব।

যদি ব্রাহ্মণ লোভাকৃষ্ট হইয়া অথবা নৈসর্গিক চপলতাপ্রযুক্ত রাজাদিগের অনভিমত কার্য্য করেন, তথাপি তিনি অবধ্য। আমরা ব্রাহ্মণের উপকারার্থে রাজ্য, ধন, সম্পত্তি, পুত্র, পৌত্র এবং জীবিতপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি। রাজর্ষিগণ অবমানভয়ে স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, আর অন্য স্বয়ম্বরে এইরূপ গতি না হয় এই অভিপ্রায়ে দ্রুপদের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। সেই সশস্ত্র ক্রোধান্ধ অসংখ্য রাজশার্দ্দূল বেগে ধাবমান হইতেছেন দেখিয়া, দ্রুপদরাজ ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন। অর্জ্জুন ও ভীমসেন মদস্রাবী গজেন্দ্রের ন্যায় বেগাভিক্রুত রাজেন্দ্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। অমর্ষপ্রদীপ্ত মহীপালেরাও ভীমার্জ্জুন-জিঘাংসু হইয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

অনন্তর অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হস্তদ্বারা এক মহামহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক নিষ্পত্র করিলেন এবং লোকান্তক যম যেমন ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করেন, তদ্রূপ রিপুনিসূদন ভীম সেই বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকাতীত-ধীশক্তিসম্পন্ন অচিন্ত্যকর্ম্মা অর্জ্জুন ভ্রাতার পরাক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহানুভব কৃষ্ণ মহাবীর্য্য বলদেবকে কহিলেন, মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহাঁর নাম বৃকোদর। ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে ঈদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে? এবং যে কমললোচন, গৌরবর্ণ পুরুষ অতি বিনীতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আর কুমারতুল্য সুকুমার এই কুমার-যুগল দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইহারাই নকুল ও সহদেব হইবে। শুনিয়াছিলাম যে, পৃথা পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সেই ভয়াবহ জতুগৃহদাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে। এই সমস্ত শ্রবণানন্তর নির্জ্জলজলদসন্নিভ বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! পিতৃস্বসা পৃথা এবং পাণ্ডবদিগকে বিপদ্‌বিমুক্ত শ্রবণ করিয়া অদ্য পরম প্রীত হইলাম।

## নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজর্ষভসকল অজিন ও কমণ্ডলু বিধূননপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমাদিগের ভয় নাই, আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আপনারা পার্শ্বে থাকিয়া দর্শন করুন। যেমন মন্ত্রদ্বারা দন্দশূক আশীবিষ নিবারণ করে, তদ্রূপ আমিও শূচ্যগ্র বিশিখশত দ্বারা ইহাদিগের নিরাকরণ করিতেছি। এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন শুল্কলব্ধ শরাসন আকর্ষণ করিয়া ভীমের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর নির্ভীক ভীমার্জ্জুন যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণপ্রমুখ ক্ষত্রিয়বর্গনিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। রণক্ষেত্রে দ্বিজাতিরও বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই বলিয়া যুযুৎসু রাজারা দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং মহাতেজা কর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি গমন করিলেন। হস্তী হস্তিনীর নিমিত্ত যুদ্ধার্থী হইয়া মহাবেগে যেমন প্রতিপক্ষ গজের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মদ্রেশ্বর শল্য ভীমকে আক্রমণ করিলেন। পরে দুর্য্যোধনাদি সকলে ব্রাহ্মণদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া ধীরে ধীরে সমর সাগরে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন প্রকাণ্ড শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শত শত নিশিত শরদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাধেয় সুতীক্ষ্ণ বিশিখশতপ্রহারে বিমোহিত হইয়া অতি কষ্টে অর্জ্জুনের অনুধাবন করিলেন। জিগিষা-পরবশ বীরযুগলের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরস্পর পরস্পরকে বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিতেছি এবং এই মুহূর্ত্তেই আমার বাহুবল প্রদর্শন করিতেছি। কর্ণ, অর্জ্জুনের অনুপম ভুজবীর্য্য দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদীয় সেনাগণ অর্জ্জুন-প্রযুক্ত তীব্রজব বাণ বর্ষণ বিফল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বপ্রভুর জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল। কর্ণ কহিলেন, হে বিপ্রবর! তোমার ভুজবীর্য্য, অস্ত্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম। হে দ্বিজসত্তম! আমার বোধ হইতেছে, তুমি মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ অথবা রাম, সূর্য্য বা সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইবেক। আত্মপ্রচ্ছাদনের নিমিত্ত বিপ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।

অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, হে কর্ণ! আমি ধনুর্ব্বেদ নহি বা আমি প্রতাপশালী রামও নহি; আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও পৌরন্দর অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি। অদ্য তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। রাধেয়, এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় ব্রাহ্মতেজ স্বীকারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন। অপর, রণপ্রদেশে বলবিদ্যাসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ মত্ত গজেন্দ্রাকার শল্য ও বৃকোদর পরস্পর সমাহ্বানপূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত ও জানুপ্রহার দ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ের প্রচণ্ডবেগে উভয়কে আকর্ষণ ও পাষাণপাতসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহারবেগে রণস্থলে ঘোরতর চটচটা শব্দ উঠিল। তাঁহারা দুই জনে ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম করিলেন। পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম বাহুদ্বারা শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করিলেন, তদ্দর্শনে দ্বিজাতিমণ্ডল হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভীমসেন শল্যকে ভূতলশায়ী করিয়াও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন না। শল্য নিপাতিত ও কর্ণ শঙ্কিত হইলে পর সমস্ত রাজগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন, এবং সকলে একবাক্যে ভীমার্জ্জুনকে সাধুবাদ করত কহিলেন, এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র, ইঁহাদিগের বাস কোথায়, তৎসমুদায় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। মহাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে, কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে, এমন লোক ভূলোকে কে আছে? দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য ব্যতিরেকে পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি লক্ষ্য হয় না যে, দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। বলদেব, পাণ্ডব, বৃকোদর ও মহাবলপরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্য কোন্ বীর মদ্রাধিপতি শল্যকে সমরশায়ী করিতে পারে? ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা উচিত, অতএব ব্রাহ্মণের সহিত আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। তবে যদি উঁহারা পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থী হয়েন, তাহা হইলে আমরা হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ করিব, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ ক্ষিতীশ্বরদিগের এবম্প্রকার কথোপকথন শ্রবণ এবং ভীমের সেই অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে কুন্তীসুত স্থিরনিশ্চয় করিলেন। পরে রাজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিনয়বচনে কহিলেন, হে ভূপালবৃন্দ! ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

বিস্ময়াবিষ্ট রাজর্ষিগণ কৃষ্ণের অনুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। "অদ্য রঙ্গস্থলে ব্রাহ্মণ জয়ী হইয়াছেন, এবং পাঞ্চালী ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলেন" এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনসমূহ প্রস্থান করিল। রৌরবাজিনধারী ভীম ও অর্জ্জুন বিপ্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অতি সাবধানে গমন করিলেন। তাঁহারা শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া মেঘাবরণ নির্ম্মুক্ত পূর্ণিমাশশধরের ন্যায় ও প্রদীপ্ত সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এ দিকে পুত্রবৎসলা পৃথা, পুত্রেরা ভিক্ষার্থে গমন করিয়া কি নিমিত্ত অধুনাপি প্রত্যাগত হইল না ভাবিয়া, কতই অনিষ্টশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, হয় ত দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা তাঁহাদিগকে নিহত করিয়াছে, অথবা নিদারুণ শত্রু মায়াবী নিশাচরগণ হইতে কোনরূপ অনিষ্টপাত হইয়া থাকিবে; তাহাদিগের দুর্ভেদ্য

মায়াজালে মহাত্মা ব্যাসদেবের মতেরও বৈপরীত্য জন্মিয়া থাকে। পৃথা পুত্রস্নেহে আবৃতা হইয়া এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, আকাশমণ্ডল ঘনাবলীতে আচ্ছাদিত এবং সমস্ত লোক সুষুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে অর্জ্জুন মেঘোপরুদ্ধ অপরাহ্নদিবাকরের ন্যায় ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া ভার্গবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

---

## একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভাব ভীমার্জ্জুন ভার্গব-কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া পরম প্রীতমনে পৃথাকে নিবেদন করিলেন, মাতঃ! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে। পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই পুত্রদিগকে কহিলেন, বৎস! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অনন্তর কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, আমি কি কুকর্ম্ম করিলাম। পরে ধর্ম্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুলা হইয়া পরম-প্রীত যাজ্ঞসেনীর হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পুত্র! ইনি রাজা দ্রুপদের নন্দিনী, তোমার অনুজদ্বয় ইহাঁকে আনিয়া ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থিত করেন, আমিও অনবধানতাপ্রযুক্ত আজ্ঞা করিয়াছি, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অতএব, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম্ম দ্রুপদকুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর। মতিমান্ কুরুপ্রবীর জননীর এইরূপ উক্তি শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কুন্তীকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ফাল্গুন! যাজ্ঞসেনী তোমার জয়লব্ধ বস্তু, তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন, তুমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধানে পাণিগ্রহণ কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, নরনাথ! আমাকে অধর্ম্মে লিপ্ত করিবেন না, আমি সাধুবিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব না। আপনি জ্যেষ্ঠ, প্রথমতঃ আপনার বিবাহ করা কর্ত্তব্য; অনন্তর মহাবাহু ভীমের, তৎপরে আমার, তদনন্তর নকুলের, পরিশেষে তরস্বী সহদেবের বিবাহ করা উচিত। বৃকোদর, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই রাজকুমারী, আমরা সকলেই আপনার নিযোজ্য। অতএব যাহা যশস্কর ও ধর্ম্মকর হয়, সবিশেষ পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক আপনি সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন, এবং যাহাতে পাঞ্চালেশ্বরের হিত সাধন হইতে পারে আমাদিগকে তদনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমরা সকলেই আপনার একান্ত বশম্বদ। ভক্তি-স্নেহ-সহকৃত অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুতনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত উপবিষ্ট ও তদগতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া অনঙ্গবিকার প্রাদুর্ভূত হইল। বোধ হয়, বিধাতা সকল নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবার আশয়ে পাঞ্চালীর তাদৃশ কমনীয় রূপলাবণ্যের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নতুবা তাহার দর্শনমাত্রেই কেন সকল প্রাণীর মনোহরণ হইবে।

যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের বাক্য সমুদয় স্মরণ করিলেন এবং ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজদিগকে নির্জ্জনে লইয়া কহিলেন, দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন। মহানুভব ভীমাদি জ্যেষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সেই বিষয়েরই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণি-প্রবীর কৃষ্ণ বলদেব-সমভিব্যাহারে ভার্গবকর্ম্মশালায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, অজাতশত্রু, অগ্নিতুল্য ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

অনন্তর বাসুদেব, পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণ বন্দনপূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন; মহাবল বলদেবও ঐরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিলে পর পাণ্ডবেরা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ ও বলদেব পিতৃস্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! আমরা গোপনে এস্থানে বাস করিতেছি, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে? কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইলেও অনায়াসে পরিজ্ঞাত হয়; পাণ্ডব ব্যতীত মনুষ্যলোকে অন্য কোন্ ব্যক্তি ঐরূপ বিক্রম প্রদর্শন

করিতে পারে? মহারাজ! ভাগ্যবলে আপনারা সেই ভয়ঙ্কর পাবক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং আমাদিগেরই অদৃষ্টফলে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও তদীয় অমাত্যের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এক্ষণে আপনাদিগের হৃতপ্রায় মঙ্গল পুনর্ব্বার সমুদ্ভূত হউক, ইন্ধনযুক্ত হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুন, প্রার্থনা করি, পার্থিবগণ যেন আপনাদিগের অজ্ঞাতবাস জানিতে না পারেন। অনুমতি করুন, অধুনা শিবিরে গমন করি। অনন্তর পাণ্ডবকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বাসুদেব বলদেব সমভিব্যাহারে স্কন্ধাবারে প্রস্থান করিলেন।

---

## দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাঞ্চালাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমার্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভার্গবনিকেতনে প্রবেশ করিলেন, এবং সকলের অজ্ঞাতসারে অতি নিভৃত প্রদেশে বিলীন হইয়া রহিলেন, তৎসহচর পুরুষেরা ইতস্ততঃ গুপ্তভাবে রহিল। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে উদারপ্রকৃতি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর বদান্যা কুন্তী দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে বলি ও ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত অন্নাকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রদান কর। অনন্তর অবশিষ্টাংশ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ ছয় অংশ কর, এবং একার্দ্ধ নাগেন্দ্রবিক্রম মহাবীর ভীমকে প্রদান কর। ভীম চিরকাল অধিক ভোজন করিয়া থাকে। রাজপুত্রী দ্রৌপদী সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কুন্তীর আদেশ প্রতিপালন করিলে সকলে পরমসুখে ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে নকুল ও সহদেব ভূমিতলে কুশশয্যা প্রস্তুত করিলে পর স্ব স্ব অজিন বিস্তীর্ণ করিয়া দক্ষিণশিরাঃ হইয়া সকলে শয়ন করিলেন। কুন্তী তাঁহাদিগের শিরোভাগে শয়ান হইলেন এবং দ্রৌপদী তাঁহাদিগের পাদতলে শয়ন করিলেন। দ্রৌপদী পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে ভূমিশয্যায় শয়ান ও তাঁহাদিগের চরণোপধানভূত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইলেন না, এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ অনাদর প্রদর্শনও করিলেন না। এইরূপে কুশশয্যায় শয়ন করিয়া সেই বীর পুরুষেরা যুদ্ধ ও সেনাসম্পর্কীয় নানা কথাপ্রসঙ্গে ত্রিযামা অতিবাহন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবিধ প্রকার অস্ত্র, খড়্গ, গদা, পরশ্বধ, গজ ও রথ প্রভৃতির বিষয় বর্ণন করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালরাজনন্দন তাঁহাদিগের সমুদয় কথোপকথন শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীলোকেরা কৃষ্ণাকে তদবস্থ দর্শন করিলেন। রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের কথিত বিভাবরীবৃত্তান্ত সমস্ত দ্রুপদ রাজাকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত সত্বর গমন করিলেন। দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে সবিশেষ চিনিতে না পারিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র! দ্রৌপদী কাহার সহিত কোথায় গমন করিলেন। তিনি কি কোন হীনকুলোদ্ভব শূদ্র না কোন করদ বৈশ্যের হস্তগত হইলেন? আমার মস্তকে ত পঙ্কদিগ্ধ চরণ অর্পিত হয় নাই? সুললিত কুসুমমালা কি শ্মশানে পতিত হইল? কোন সবর্ণ কি কোন উত্তমবর্ণ পুরুষ দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন? আমার মস্তকে কে বাম চরণ অর্পণ করিল? অথবা সৌভাগ্যক্রমে দ্রৌপদী, নরোত্তম পার্থের সহিত সঙ্গত হইয়া আমাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিলেন? হে মহানুভব! তুমি যথার্থ করিয়া বল, কে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছে? যথার্থই কি পার্থ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ ভেদ করিয়াছেন?

স্বয়ম্বর পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# বৈবাহিকপর্ব্বাধ্যায়।

## ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতৃকর্ত্তৃক পরিপৃষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! যিনি দেবতুল্য রূপবান্ কৃষ্ণাজিনধারী, যাঁহার নয়নযুগল আরক্ত ও লোহিতবর্ণ, যিনি সেই ধনুতে গুণাধিরোপণ করিয়া বিনায়াসে লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়াছিলেন, যে তপস্বী দ্বিজগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও পূজ্যমান হইয়া দেবতা ও ঋষিগণে

পরিবৃত দানবসভাপ্রবিষ্ট সুররাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণা সানন্দিত নাগবধূর ন্যায় সেই নাগেন্দ্র-তুল্য বীরপুরুষের অজিনগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

অনন্তর সেই ক্ষিতি সমাজে কোন ভূপাল এক প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক সমাগত রাজগণকে অবরোধ করিলেন। হে নরেন্দ্র! চন্দ্রসূর্য্যসদৃশ সেই বীরযুগল সমস্ত পার্থিবগণ-সমক্ষে কৃষ্ণাকে গ্রহণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগস্থ ভার্গব ঋষির পর্ণশালায় গমন করিলেন। তথায় অবিকল সেই দুই জনের ন্যায় আর তিনটি মহাবীর ও অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী এক বৃদ্ধা উপবিষ্ট ছিলেন। বোধ হয়, ঐ বৃদ্ধা তাঁহাদিগের জননী হইবেন। অনন্তর তাঁহারা দুই জন সেই বর্ষীয়সীর চরণে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃষ্ণাকে প্রণাম করিতে কহিলেন, এবং কৃষ্ণা এই স্থানে থাকিলেন, এই বলিয়া সকলে ভিক্ষার্থে গমন করিলেন। কৃষ্ণা তাঁহাদিগের আহৃত ভৈক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক তাহার অগ্রভাগ দেবসাৎ ও বিপ্রসাৎ করিয়া সেই বৃদ্ধা ও সেই সমস্ত নরপ্রবীরদিগকে পরিবেশন করিলেন, পরিশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। দ্রৌপদীও তাঁহাদিগের পাদোপাধানস্বরূপ পদতলে শয়ন করিলেন। শয়নান্তে তাঁহারা গভীরগর্জ্জনস্বরে বিচিত্র কথা সকল কহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাদৃশ কথাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের কোনপ্রকার উপযোগিতা নাই; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তাঁহারা ক্ষত্রকুলজাত হইবেন, নতুবা যুদ্ধের কথায় তাঁহাদিগের এত সমাদর কেন? যাহা হউক, এত দিনে আমাদিগের আশা ফলবতী হইল। শুনিয়াছি, পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। বোধ হয় তাঁহাদিগেরই অন্যতম শরাসন সজ্য ও লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছেন। আর এরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে যে, পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন।

তখন দ্রুপদ রাজা হৃষ্টচিত্তে পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি ভার্গবকর্ম্মশালায় গমন করিয়া লক্ষ্যবেধকারী বীরপ্রচয়ের কুলশীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করুন। পুরোহিত নৃপতির আদেশানুসারে তথায় উপনীত হইয়া বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া সমগ্র রাজবাক্য অবিকল কহিতে লাগিলেন। মহারাজ পাঞ্চালেশ্বর আপনাদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি সেই লক্ষ্যবেদ্ধাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, আপনারা অরাতিমস্তকে পদার্পণ এবং আমার ও আমার আত্মীয়বর্গের হৃদয় আনন্দিত করুন। মহারাজ পাণ্ডু দ্রুপদের প্রিয় সখা ছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিতান্ত বাসনা যে, তিনি আপন দুহিতা কোন কৌরবকে সম্প্রদান করেন। তাঁহার অভিলাষ এই যে, অর্জ্জুন তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি ও সুকৃতি সকলই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়।

পুরোহিত সমুদায় নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলে মহানুভাব যুধিষ্ঠির অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সমীপস্থ ভীমকে কহিলেন, ইহাঁকে পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান কর। ইনি দ্রুপদ রাজার অতীব মান্য পুরোহিত, ইহাঁকে অধিকতর পূজা করা কর্ত্তব্য; ভীম জ্যেষ্ঠের নিদেশানুসারে তৎসমুদায় সম্পাদন করিলে ব্রাহ্মণ পূজা পরিগ্রহ করিয়া সুখে অধ্যাসীন হইলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যেমন নিষ্কাম হইয়া ও ধর্ম্মপথে দৃষ্টি রাখিয়া কন্যা পণিত করিয়াছেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিয়াছেন। তিনি তদ্বিষয়ে কুল, শীল, গোত্র ও জাতির কোন অপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, যিনি কার্ম্মুক সজ্য এবং লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই কন্যারত্ন লাভ করিবেন। মহাত্মা অর্জ্জুনই সমস্ত রাজমণ্ডল হইতে কৃষ্ণাকে [illegible] করিয়াছেন। এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিবেন। তাঁহার এই কন্যাটি অতি রূপবতী ও সুলক্ষণসম্পন্না; বোধ হয়, অচিরাৎ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সেই কার্ম্মুকে গুণযোজনা করা হীনবল ব্যক্তির অসাধ্য এবং অকৃতাস্ত্র নীচকুলজাত ব্যক্তি কোনক্রমেই সেই দুর্ভেদ্য লক্ষ্য পাতিত করিতে পারে না। অতএব দুহিতার নিমিত্ত পাঞ্চালরাজের পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। যুধিষ্ঠির পুরোহিত সমক্ষে এই সমস্ত কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে রাজপ্রেরিত অপর এক ব্যক্তি ভোজ্য নিবেদন করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইল।

## চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

...জনুত্ত কহিল, দ্রুপদ-বরযাত্রীয়গণের নিমিত্ত অত্যুৎ-...খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছেন, আপনারা তথায় গমন করিয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সেই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করুন। এখানে বিলম্ব করিবার আর ...য়োজন নাই। এই সকল কাঞ্চন-পদ্মখচিত, সদশ্বযুক্ত, ...রাজোচিত রথে আরোহণ করিয়া দ্রুপদভবনে আগমন করুন। পাণ্ডবগণ দূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন, এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে এক যানে আরোহণ করাইয়া আপনারা অপর অপূর্ব্ব যানে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। ধর্ম্মরাজ পুরোহিতের বচন শ্রবণ করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে কৌরব বলিয়া জানিতে পারিয়া দ্রুপদরাজ নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া রাখিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে সেই সকল পবিত্র ফল, মাল্য, বর্ম্ম, চর্ম্ম, গো, রজ্জু, কৃষিনিমিত্তক নানাপ্রকার বীজ; অন্যান্য শিল্পনিমিত্তক দ্রব্যসামগ্রী ও ক্রীড়ানিমিত্তক বিবিধ বস্তুজাত এবং অশ্ব, রথ, সুতীক্ষ্ণ শর, শরাসন, খড়্গ, শক্তি, প্রাস, ভুষুণ্ডী ও পরশুপ্রভৃতি সাংগ্রামিক দ্রব্য, ও রত্নময় শয্যা ও বিবিধ বসনভূষণ তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করিলেন।

কুন্তী দ্রৌপদীকে লইয়া দ্রুপদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তত্রস্থ স্ত্রীগণ কৌরবরাজপত্নীর পরিচর্য্যা ...িতে লাগিলেন। মহাপুরুষ লক্ষণাক্রান্ত, অজিনোত্তরীয় ...প্রবীর পাণ্ডবদিগকে নয়নগোচর করিয়া রাজা, রাজ-...মার, সচিব, ভৃত্য ও রাজার সুহৃদ্বর্গ, সকলেই আনন্দ-...প্রবাহে নিমগ্ন হইলেন। পাণ্ডবেরা গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া ...শঙ্কিত ও অসঙ্কুচিতচিত্তে পাদপীঠ সহিত মহার্হ ...আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর দাস, দাসী ও ...পাচকেরা উজ্জ্বল বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক সুবর্ণপাত্রে ...বিভোঃ বহুবিধ সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন ...লে। তাঁহারা স্বেচ্ছানুরূপ ভোজন করিয়া সাতিশয় তৃপ্ত ও প্রীত হইলেন। অনন্তর উপনীকৃত অন্যান্য সমস্ত ধনসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল সাংগ্রামিক দ্রব্য লইবার বাসনা করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা, রাজপুত্র এবং মন্ত্রিগণ হৃষ্টমনে কুন্তীতনয়দিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! তদনন্তর পাঞ্চালরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মবিধানুসারে বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, কি গুণসম্পন্ন বৈশ্য কিম্বা শূদ্র, অথবা কোন দেবতা মায়া করিয়া ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন ইহা কিরূপে জানিতে পারিব। দ্রৌপদী সন্দর্শনার্থ অনেকানেক দেবগণ আগমন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি কে? সত্য করিয়া বলুন, আমার মনে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। হে পরন্তপ! আপনি সমুদায় সত্য করিয়া বলুন; সত্যই রাজাদিগের অতীব আদরণীয়; অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিলেও তাঁহাদের মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে। হে অরিন্দম! তোমার নিকট যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া আমি বিধিপূর্ব্বক বিবাহের উদ্যোগ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! উদ্বিগ্ন হইবেন না, প্রীতি লাভ করুন, আপনার মনোরথ সম্পূর্ণ হইল। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর তনয়, সাধুশীলা কুন্তী আমাদিগের জননী; আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আমার নাম যুধিষ্ঠির; ইহাঁদিগের একের নাম ভীমসেন, অপরের নাম অর্জ্জুন, ইহাঁরাই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছেন। আর যে স্থানে দ্রৌপদী রহিয়াছেন, তথায় নকুল, সহদেব ও জননী অবস্থিতি করিতেছেন। হে নরর্ষভ! আমরা ক্ষত্রিয়, আপনি মনোদুঃখ দূর করুন। আপনার কন্যা পদ্মিনীর ন্যায় হ্রদ হইতে হ্রদান্তর প্রাপ্ত হইলেন, মহারাজ! আপনাকে এই সমুদায় যথার্থ তত্ত্ব নিবেদন করিলাম, আপনি আমাদিগের পরম পূজনীয় ও আশ্রয়স্থান।

দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে ক্ষণকাল বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইলেন। পরে যত্নপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে হর্ষোদ্রেক কিঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিরূপে রাজ্যচ্যুত ও নগর হইতে বহিষ্কৃত হইলে। যুধিষ্ঠির আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত

রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া বারম্বার ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসিত করিলেন।

অনন্তর কুন্তী, কৃষ্ণা, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নৃপাদিষ্ট হইয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় যজ্ঞসেন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া উপবেশন করিলেন। পরে প্রত্যাশ্বস্ত রাজা পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, অদ্য শুভ দিবস, অতএব অর্জ্জুন আভ্যুদয়িক ক্রিয়ান্তে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! আমারও দারসম্বন্ধ কর্ত্তব্য হইয়াছে। দ্রুপদ প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, অথবা আপনার মনোনীত ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অনুমতি করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! পূর্ব্বে জননী অনুমতি করিয়াছেন, দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইলেন। আমি অদ্যাপি দারপরিগ্রহ করি নাই এবং ভীমও অকৃতবিবাহ। অর্জ্জুন আপনার কন্যারত্ন জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের ভ্রাতৃগণেরমধ্যে নিয়ম আছে যে, যে কোন উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা সকলে একত্র ভোগ করিয়া থাকি; অতএব আমরা কোনক্রমেই চির আচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিব না; কৃষ্ণা ধর্ম্মতঃ আমাদিগের সকলেরই মহিষী হইবেন। অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাদিগের জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে তনয়ার পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত করুন। দ্রুপদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! এক পুরুষের বহু পত্নী বিহিত আছে বটে, কিন্তু এক স্ত্রীর অনেক পতি কুত্রাপি শ্রবণগোচর করি নাই। তুমি অতি পবিত্রস্বভাব ও পরম ধার্ম্মিক, তোমার এরূপ কথা উত্থাপন করা অনুচিত। লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কদাচ তোমার উচিত হয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচরিত পদ্ধতিক্রমেই চলিয়া থাকি। আমার মুখে অনৃত বাক্য কদাচিৎ উচ্চারিত হয় না, এবং আমার হৃদয়েও অধর্ম্ম কদাচ স্থানলাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদিগের জননী এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমারও ইহা মনোগত বটে। রাজন্! ইহা সনাতন ধর্ম্ম, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করুন, কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত হইবেন না। দ্রুপদ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! কল্য তুমি ও তোমার জননী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, তোমরা সকলে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া যাহা বলিবে, তাহাই করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বিবাহ বিষয়ক এইরূপ কথোপকথন করিতে, ইত্যবসরে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি দ্বৈপায়ন তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

---

## ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দ্বৈপায়নকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবগণ ও মহাযশাঃ পাঞ্চাল্য গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদিগের প্রদত্ত পূজা প্রতিনন্দনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পবিত্র কাঞ্চনাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহারা আদেশক্রমে সকলেই মুহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল গত হইলে রাজা দ্রৌপদীর নিমিত্ত ঋষিকে মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! একা দ্রৌপদী কিরূপে অনেকের ধর্ম্মপত্নী হইবেন? কিন্তু সঙ্কর হইবেন না, ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে, আপনি এ বিষয়ে যাহা যথার্থ হয়, আজ্ঞা করুন। ব্যাসদেব কহিলেন, লোকাচার-গর্হিত ও বেদবিরুদ্ধ এই দুরবগাহ ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদের কাহার কি মত আমি অগ্রে তাহা শুনিতে অভিলাষ করি। দ্রুপদ কহিলেন, যাহা লোকাচার ও বেদবিরুদ্ধ আমার মতে তাহাই অধর্ম্ম; হে দ্বিজোত্তম! এক স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী ইহা কদাপি দৃষ্ট হয় নাই। ইহা মহাত্মা প্রাচীন পুরুষদিগেরও আচরিত ধর্ম্ম নহে, এবং গুণবান্ ব্যক্তিরাও কখন এরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিবেন না, অতএব আমি এবিষয়ে কি কর্ত্তব্য কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে তপোধন! জ্যেষ্ঠ সুশীল সদাচারসম্পন্ন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাতে কিরূপে গমন করিবেন। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি আমরা কিছুই জানি না, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয় করা

আমাদি[illegible] অতএব কৃষ্ণা যে পঞ্চ স্বামীর মহিষী হইবে[illegible]রা কোনরূপেই ধর্ম্মতঃ অনুমোদন ক[illegible] যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার [illegible] অনৃত বাক্য নিঃসৃত হয় না এবং আমার [illegible]রে অধর্ম্মের প্রবেশাধিকার নাই। অতএব যখন ধন[illegible]র এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মত হইয়াছে, তখন আমি ইহাকে কোনক্রমে অধর্ম্ম বলিতে পারিব না। পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, ধর্ম্মপরায়ণা জটিলানাম্নী গৌতমবংশীয় এক কন্যা সাত জন ঋষিকে বিবাহ করেন। এবং বার্ক্ষীনাম্নী মুনিকন্যা প্রচেতা নামক ভ্রাতৃদশের সহধর্ম্মিণী হয়েন। বিশেষতঃ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, গুরুলোক যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম ও নিঃসংশয়ে অনুষ্ঠেয়; গুরুলোকের মধ্যে মাতা পরম গুরু, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, লব্ধদ্রব্য ভিক্ষার্জ্জিত বস্তুর ন্যায় সকলেই ভোগ কর। অতএব হে দ্বিজোত্তম! ইহা পরম ধর্ম্ম বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। কুন্তী কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহা কহিলেন, আমি তাহা কহিয়াছি বটে। আমি অনৃত বাক্যে সাতিশয় ভয় করিয়া থাকি, কিরূপে এই মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ পাইব। ব্যাসদেব কহিলেন, হে ভদ্রে! অনৃত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম, হে পাঞ্চাল! আমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্তি করিব না। যেরূপে উক্ত ধর্ম্ম বিহিত ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল আপনিই শুনিতে পাইবেন। কৌন্তেয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

তদনন্তর ভগবান্ দ্বৈপায়ন গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুপদের করগ্রহণপূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। যে স্থানে তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় পাণ্ডবগণ, কুন্তী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন গমন করিলেন। পরে মহর্ষি ব্যাস, বহু ব্যক্তির একপত্নিতা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে, এই বিষয় রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

---

## সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে দেবতারা নৈমিষারণ্যে এক মহাসত্র আরম্ভ করেন। সেই সত্রে বৈবস্বত যম ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অবধি প্রজাবিনাশরূপ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিরত থাকেন, সুতরাং অনতিকাল বিলম্বে প্রজাসংখ্যা বহুল হইয়া উঠিল। সোম, শুক্র, বরুণ, কুবের, রুদ্র, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার এবং অন্যান্য দেবতারা মিলিত হইয়া বিশ্বপ্রণেতা প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন এবং সর্ব্বলোক-পিতামহকে নিবেদন করিলেন, হে লোকনাথ! আমরা মনুষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইয়াছি, এক্ষণে যাহাতে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সুখে কালযাপন করিতে পারি এই আশয়ে আপনার শরণাগত হইলাম। পিতামহ কহিলেন, তোমরা অমর, মনুষ্যজাতির নিকট তোমাদের ভয়ের বিষয় কি? দেবতারা কহিলেন, মর্ত্যলোক দেবলোকতুল্য হইয়াছে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই, এই নিমিত্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রভেদকরণ মানসে আপনার নিকট আগমন করিলাম। ভগবান্ প্রত্যুত্তর করিলেন, যম যজ্ঞে ব্যাপৃত রহিয়াছেন বলিয়া লোকের মৃত্যু হইতেছে না। তাঁহার সত্র সমাপনানন্তর নরলোকের অন্তকাল উপস্থিত হইবে। তোমাদিগের বলবীর্য্যে যমের শরীর অলঙ্কৃত ও সবল হইয়া উঠিবে। তৎকালে নরলোকের শৌর্য্য, বীর্য্য থাকিবে না।

তাঁহারা বিধাতার বাক্য শ্রবণানন্তর যে স্থানে দেবতারা যজ্ঞ করিতেছিলেন তথায় যাত্রা করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে তাঁহারা বিশ্রামার্থ ভাগীরথীতীরে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে গঙ্গাজলে একটি সুবর্ণ পদ্ম তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। তদ্দর্শনে তাঁহারা সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাহার তথ্যানুসন্ধানার্থ মহাবল ইন্দ্র সন্নিকটস্থ প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, যে স্থানে ভাগীরথী প্রভূতরূপে প্রবাহিত হইতেছেন, সেই স্থানে একটি কামিনী জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় অবগাহনপূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুবিন্দু গঙ্গাজলে পতিত হইয়া কাঞ্চনপদ্মরূপে পরিণত হইতেছে। ইন্দ্র সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার নিমিত্ত রোদন করিতেছ? তাহা যথার্থ করিয়া বল। ললনা কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি যেনিমিত্ত রোদন করিতেছি, আমার সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর গমন করিলে

তাহার সবিশেষ জানিতে পারিবেন। তৎশ্রবণে ইন্দ্র সেই স্ত্রীর পশ্চাৎপশ্চাৎ গমন করিয়া অনতিদূরে দেখিলেন, এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ গিরিরাজশিখরোপরি সিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমভিব্যাহারে পাশক্রীড়া করিতেছেন। দেবরাজ যুবাকে পাশক্রীড়ায় আসক্ত ও অভ্যাগত-সৎকার-বিমুখ দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, এই ভূমণ্ডল আমার অধীন, আমি ইহার প্রভু; আমার সমুচিত সৎকার না করিয়া পাশক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকা অতীব অনুচিত। তখন সেই দেব ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেবরাজ তৎক্ষণাৎ স্থাণুর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

পাশক্রীড়ার সমাপনানন্তর মহাপুরুষ সেই রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে কহিলেন, ইন্দ্রকে আমার নিকটে আনয়ন কর। আমি ইহাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব, যাহাতে ইহার শরীরে পুনর্ব্বার দর্প প্রবেশ না করে। তখন সেই স্ত্রী ইন্দ্রকে স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। ইন্দ্রকে তদবস্থ দর্শনে ভগবান্ উগ্রতেজা কহিলেন, হে শক্র! পুনর্ব্বার এরূপ কদাচ করিও না। তুমি অপরিমিত বলশালী, অতএব এই পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক যে বিবরে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভবাদৃশ ব্যক্তিরা সমাসীন আছেন, সেই ছিদ্রে তুমিও প্রবেশ কর। ইন্দ্র সেই বিবরানুসন্ধানপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তুল্যতেজ অন্য চারি জনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ জ্যোতির্ম্ময় অবলোকন করিয়া "আমিও কি ইহাঁদিগের ন্যায় হইতে পারিব না" দুঃখিতমনে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান্ মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া নেত্র বিস্ফারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, হে শতক্রতো! তুমি বালস্বভাব সুলভ চপলতায় আমাকে অপমান করিয়াছ, অতএব তোমাকে এই গুহামধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। দেবরাজ মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া ভয়ে গিরিরাজমস্তকে পবনচালিত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে বিবর-প্রবেশ-সময়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ত্রিলোচনকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অদ্যাবধি আপনাকে এই অশেষ ভুবনের রক্ষণার্থে... তৎশ্রবণে দেবদেব হাস্য করিয়া কহি... গর্ব্বিত লোকের অধিকার-যোগ্য নহে।... তোমার ন্যায় গর্ব্বিত ছিলেন; অতএব ... হইয়া সকলে একত্র কালযাপন কর। অধুনা... স্বীয় গর্হিত কর্ম্মফলে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও। জন্মান্তরীণ স্ব স্ব কর্ম্মফলার্জ্জিত মহার্হ ইন্দ্রলোকে পুনরা গমন করিবে। তোমাদিগের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদয় আদেশ করিলাম।

শিববাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতপূর্ব্বেন্দ্রেরা কহিলেন, হে প্রভো! আমরা দেবলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক, যে স্থানে মোক্ষ অতীব দুষ্প্রাপ্য, সেই নরলোকে গমন করিব; কিন্তু ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার, ইহাঁরাই যেন কোন মানুষীর গর্ব্ভে আমাদিগকে উৎপন্ন করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র মহাদেবকে পুনর্ব্বার কহিলেন, আমি স্বীয় বীর্য্যে কার্য্যক্ষম এক পুরুষ উৎপাদন করিব, তিনি ইহাঁদিগের পঞ্চম হইবেন। ইন্দ্রের এবম্প্রকার বিনতিতে সম্মত হইয়া ভগবান্ উগ্রতেজা তাঁহাদিগকে স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদান করিলেন এবং লোকললামভূতা সেই ললনাকে তাঁহাদিগের ভার্য্যা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে নারায়ণ সমীপে উপনীত হইলেন। নারায়ণ মহাদেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অনুমোদন করিলেন। পরে ধর্ম্মপ্রভৃতি দেবগণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা বিদায় হইলে নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ, সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্র কেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণ কেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব কহে।

পূর্ব্বে ইন্দ্ররূপী যে মহাপুরুষেরা অদ্রিগুহায় নিবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারাই পাণ্ডবরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন এবং ইন্দ্রের অংশে সব্যসাচী অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বেন্দ্রগণ এইরূপে পঞ্চপাণ্ডব হইলেন এবং তাঁহাদিগের বনিতা হইবার নিমিত্ত মহাদেবের উপদেশক্রমে লক্ষ্মী দ্রৌপদীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। মহারাজ! দৈবসংযোগ

ক ধরণীতল হইতে অলোকসামান্য ...তে পারে!!

...আমি প্রীতিপূর্ব্বক তোমাকে অত্যাশ্চর্য্য ...র্শন করিতেছি, তুমি সেই দিব্য চক্ষু উন্মীলন ...অনায়াসে জানিতে পারিবে, কুন্তীতনয়েরা পবিত্র দেহ ধারণপূর্ব্বক জগতীতলে বিচরণ করিতেছেন। মহর্ষি ব্যাস স্বীয় তপঃপ্রভাবে রাজাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন। রাজা তদ্দ্বারা দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডবেরা অতি পবিত্র পূর্ব্ব শরীর ধারণ করিয়া রহিলেন। তাঁহাদিগের মস্তকে হেমকিরীট ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দীপ্তি পাইতেছে। সুচারু রূপলাবণ্যসম্পন্ন তপনতুল্য তেজস্বী সেই তরুণগণ পরিষ্কৃত দিব্য বস্ত্র এবং সুগন্ধ ও রমণীয় মাল্য ধারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় শোভমান হইয়াছেন। রাজা দ্রুপদ সেই পরম সুন্দর ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রদিগকে নয়নগোচর করিয়া এবং ইন্দ্রপ্রতিম যুবাকে ইন্দ্রাত্মজ শ্রবণ করিয়া যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি মায়াময়ী দ্রৌপদীকে সাক্ষাৎ সোম ও বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমতী দেখিয়া এবং রূপ, তেজ ও যশঃপ্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে পাণ্ডবগণের অনুরূপা পত্নী বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পার্থিবেন্দ্র দ্রুপদ এই অদ্ভুত ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া ব্যাসদেবের চরণ গ্রহণপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, মহর্ষে! আপনাতে সকলই সম্ভবে, আপনার পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে। মুনিবর রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন।

কোন তপোবনে এক মহর্ষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রূপবতী কন্যা, পরিণয়কাল অতীত হইলেও অনুরূপ ভর্ত্তৃলাভিনী হইলেন না। অনন্তর তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব তাহার প্রতি প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ঋষিকন্যা ত্রিলোচন কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারম্বার কহিলেন, ভগবন্! আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি প্রার্থনা করি। দেবেশ শঙ্কর কন্যার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পাঁচজন স্বামী হইবেক। ...বিতমনা পুনর্ব্বার মহাদেবকে কহিলেন, প্রভো! আমি এক পতি প্রার্থনা করি। দেবদেব কহিলেন, ভদ্রে! তুমি উপর্য্যুপরি পাঁচবার পতি প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চস্বামী হইবে। মহারাজ! আপনার কন্যা সেই দেবরূপিনী মহর্ষিনন্দিনী; ভগবান্ চন্দ্রশেখর ইহাঁর পঞ্চস্বামী বিধান করিয়াছেন। ইনি স্বর্গলক্ষ্মী, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আপনার যজ্ঞে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি অতি কঠোর তপস্যার ফলে আপনার দুহিতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেবদুর্লভা দেবী স্বকীয় কর্ম্মফলে পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী হইবেন। স্বয়ম্ভূ এই নিমিত্তই ইহাঁর সৃষ্টি করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি হয়, করুন।

---

## অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

দ্রুপদ কহিলেন, মহর্ষে! পূর্ব্বে সবিশেষ শ্রবণ না করিয়া অন্যথা করিবার যত্ন পাইয়াছিলাম; এক্ষণে আপনকার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। দৈবের প্রতিকুলাচরণ করা নরলোকের অসাধ্য, অতএব দেবতারা যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই বিধেয় ও শ্রেয়স্কর, সন্দেহ নাই। অদৃষ্টের ফল অখণ্ডনীয়, স্বেচ্ছানুসারে কেহ কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, বরহেতু যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য। ভগবান্ মহাদেব প্রীত হইয়া কৃষ্ণার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে অভিলষিত বরদান করিয়াছেন, এক্ষণে ইহার ভালমন্দ দেবতাই জানেন। যখন মহাদেব এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তখন ইহাতে ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক আমি এ বিষয়ে অপরাধী নহি—পাণ্ডবেরা বিধিপূর্ব্বক ইহাঁর পাণিগ্রহণ করুন, ইহাঁদিগের নিমিত্ত কৃষ্ণা সৃষ্ট ও সমুদ্ভূত হইয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ব্যাসদেব ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, অদ্য শুভদিন; অদ্য চন্দ্রমা পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করিবেন, অতএব অদ্যই অগ্রে তুমি দ্রৌপদীর পাণিপীড়ন কর। রাজা যজ্ঞসেন পুত্র সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যক কন্যাযাত্র নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তনয়ার সর্ব্বাঙ্গ রত্নাভরণে বিভূষিত করিয়া আনয়ন করাইলেন। রাজার মন্ত্রিগণ, সুহৃদবর্গ, প্রধান প্রধান পুরবাসী লোক ও ব্রাহ্মণ সকল প্রীতমনে বিবাহ দর্শনে আগমন করিতে

লাগিলেন। রাজভবন জনগণে পরিশোভিত হইল। চত্বরভূমি প্রফুল্ল-পঙ্কজমালা-পরিকীর্ণ এবং সৈন্যসামন্ত ও বিচিত্র রত্নসমূহে খচিত হইয়া পার্ব্বণ শর্ব্বরীর তারকা-ব্যাপ্ত নির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল।

তদনন্তর কৌরবরাজপুত্রেরা সুস্নাত হইয়া মাঙ্গল্য ক্রিয়া সকল সমাপনান্তে মহার্হ বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক পুরোহিত ধৌম্য-সমভিব্যাহারে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেদবিৎ পুরোহিত বহ্নি স্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরে উভয়কে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া পরিণয় সমাপন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে অনুমতি করিয়া পুরোহিত রাজগৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। পরিশেষে অপর পাণ্ডবেরা উল্লিখিত প্রণালীক্রমে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে মহারথ কৌরবেরা অহরহ অধিকতর শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যত দিবস অতীত হইতে লাগিল, মহানুভাবা দ্রৌপদীর কন্যাভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না।

পরিণয় সম্পন্ন হইলে দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে বহুবিধ ধন, পর্ব্বতের ন্যায় মহোন্নত একশত হস্তী, মহার্হ বেশভূষা বিভূষিত একশত দাসী এবং সুবর্ণালঙ্কৃত ও সুবর্ণ-প্রগ্রহোপেত অশ্বচতুষ্টয়যোজিত একশত রথ প্রদান করিলেন। মহানুভাব দ্রুপদ রাজা সমাগত দর্শকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ধন, মহামূল্য পরিচ্ছদ ও প্রভাভাস্বর বিভূষণ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রপ্রতিম পাণ্ডবগণ সেই অলোকসামান্য স্ত্রী[illegible] করিয়া পাঞ্চালরাজপুরে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

---

### একোনদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ সহায় হওয়াতে দ্রুপদের দেবতা হইতেও আর আশঙ্কা রহিল না। পুরনারীগণ কুন্তীকে পাইয়া তাঁহার নাম সংকীর্ত্তনপূর্ব্বক চরণ বন্দন করিলেন। মঙ্গলসূত্রধারিণী অবগুণ্ঠনবতী দ্রৌপদী শ্বশ্রূকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে সমীপদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। কুন্তী, সেই সুশীলা সদাচারসম্পন্না, সুরূপা, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্তা পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎসে! ইন্দ্রাণী [illegible] বিভাবসুর প্রতি, রোহিণী চন্দ্রের প্র[illegible] প্রতি, ভদ্রা বৈশ্রবণের প্রতি, অরুন্ধতী বশি[illegible] লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি যেমন ভক্তিমতী ও প্রণয়[illegible]য়াছেন, তুমিও ভর্ত্তৃগণের প্রতি তদনুরূপ হও। হে [illegible] তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামিসহ যজ্ঞে [illegible] হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না। হে বৎসে! তুমি অতিথি, গৃহাগত, সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনের সৎকারে ব্যাপৃত হইয়া সময় যাপন করিবে। তোমা হইতে কুরুজাঙ্গলপ্রভৃতি প্রধান প্রধান জনপদে রাজা অভিষিক্ত হইবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে [illegible]দিগের বলবিক্রমার্জ্জিত বসুমতী বিপ্রসাৎ করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরম সুখে কালযাপন করিবে। হে বৎসে! অদ্য তোমাকে যেরূপ অভিনন্দন করিলাম, তুমি পুত্রবতী হও, পুনর্ব্বার এইরূপ অভিনন্দন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানাদেশীয় মহার্হ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাস দাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

বৈবাহিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

## বিদুরাগমনপর্ব্বাধ্যায়।

### দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে [illegible] কুলের বিশ্বাসভূমি গূঢ়চরেরা আসিয়া রাজাদিগকে [illegible]চার প্রদান করিল যে, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর [illegible]গ্রহণ করিয়াছেন। যে মহাত্মা সেই শরাসন [illegible]পূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম [illegible] তি[illegible]

আর যিনি সমরসাগরে অবতীর্ণ ...্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত ...তে অরাতিসকলকে সন্ত্রাসিত করিয়া- ...মে যাঁহার ভয়সম্ভ্রমের লেশমাত্রও ... যায় নাই, যাঁহার স্পর্শ শত্রুসেনারা অনল- ...বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মার ...ই প্রশান্তস্বভাব ব্রাহ্মণরূপী পুরুষদিগকে ... রাজগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ...শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, কুন্তী পুত্রগণ- ... জতুগৃহে দহনদগ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে ... আছেন শুনিয়া, জন্মান্তর লাভ করিয়া- ...র করিতে লাগিলেন। পুরোচনকৃত নৃশংস ...গের স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহারা ...কে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। ...ইলে সকল রাজগণ পাণ্ডবদিগকে চিনিতে ...নে প্রস্থান করিলেন।

... বিদ্ধ করিলেন দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন ...ন ভ্রাতৃগণ, অশ্বত্থামা, শকুনি, কৃপাচার্য্য ...াহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দুঃশাসন ...ারে ধীরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, ... ব্রাহ্মণরূপী না হইলে দ্রৌপদীকে লাভ ... না। তাঁহাকে ধনঞ্জয় বলিয়া কেহই ...রেন নাই। দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে ...ষকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ! ...র অবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কত- ... করিয়াছি, কিন্তু তাহারা অদ্যাপি ... অতএব পুরুষকারকে ধিক্কার প্রদান ...বর্ত ও বিগতচেতা হইয়া এইরূপ ...রোচনকে নিন্দা করত হস্তিনাপুরে ...। দুর্য্যোধনপ্রভৃতি সকলে মহাতেজা ... হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও দ্রুপদের সহিত ... শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য দ্রুপদ- ...াদ চিন্তা করিয়া সাতিশয় ভীত হই- ...দিগের সংকল্প সকল শিথিল হইয়া

... বিদুর শ্রবণ করিলেন, পাণ্ডবগণ দ্রৌপ-দীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়েরা লজ্জিত ও ভগ্নদর্প হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রীতির আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! ভাগ্যবলে কৌরবেরা বিজয়লাভ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক কহিলেন, কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বিদুর! কি শুভ সমাচারই প্রদান করিলে! তৎকালে সেই প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা বিশেষ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, দ্রৌপদী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনকেই বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন; এই নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা প্রদান করিলেন, যেন দুর্য্যো-ধন দ্রৌপদীকে বহুবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহার সমীপে আনয়ন করেন। বিদুর তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বরমাল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন, দ্রুপদরাজ তাঁহাদিগের যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিয়াছেন। সেই স্বয়ম্বরপ্রদেশে তুল্যবলশালী অনেকানেক বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভালই হইয়াছে। তাঁহারা পাণ্ডুর পুত্র বটে, কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে স্বীয় সন্তান অপেক্ষাও অধিক মনে করি, তাঁহাদিগের প্রতি আমার সমধিক স্নেহ আছে। যখন সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা ক্ষেমবান্ মিত্র-বান্ এবং মহাবলপরাক্রান্ত বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, আমার দুরাত্মা পুত্রদিগের আর নিস্তার নাই। সবান্ধব দ্রুপদের সহিত মিত্রতা করিয়া, কোন্ ক্ষত্রিয় কৃতকার্য্য হইতে বাসনা না করে? বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! চিরকাল যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে।

অনন্তর দুর্য্যোধন এবং কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, তাত! বিদুরের সন্নিধানে আমরা কোন প্রকার দোষ কীর্ত্তন করিতে পারিব না; অতএব আমাদিগের অভিলাষ যে, বিজন প্রদেশে আপ-নাকে নিবেদন করি, এ আপনার কীদৃশ ইচ্ছা, বিপক্ষের বৃদ্ধিকে আপন বৃদ্ধি বলিয়া মনে করিতেছেন? বিদুরের নিকট সপত্নদিগের স্তুতিবাদ করিতেছেন এবং কর্ত্তব্য

কর্ম্মে মনোযোগ করিতেছেন না। হে তাত! শত্রুদিগের বল বিঘাত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে। এক্ষণে আপনার উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এমন একটি মন্ত্রণা করা আবশ্যক যে, তাহারা যেন আমাদিগের পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগকে গ্রাস করিতে না পারে।

---

## একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তোমাদিগের যাহা অভিলাষ, আমি তাহাতেই সম্মত আছি। বিদুরের নিকট অভিসন্ধি গোপন রাখাই আমাদের উচিত। আমি তন্নিমিত্তই তাহার নিকট সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি। বিদুর আকার বা ইঙ্গিত দ্বারা আমার অভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন না। হে সুযোধন! তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ বল, হে রাধেয়! তুমিও যাহা মনে করিয়াছ বল, এ সময়ে বলিবার কোন বাধা নাই। দুর্য্যোধন কহিলেন, তাত! অদ্য সুবিশ্বস্ত ও সুনিপুণ কতিপয় ব্রাহ্মণ দ্বারা গোপনে কুন্তীতনয় ও মাদ্রীসুত যুগলের পরস্পর ভেদোৎপাদন করিব, অথবা দ্রুপদরাজ এবং তদীয় পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গকে বিপুল ধনরাশি দ্বারা বশীভূত করিব, যাহাতে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন, কিম্বা তথায় বাস করিতে প্রবৃত্তি দেন এবং যেন তাহাদিগের সমক্ষে সর্ব্বদা বলেন যে, তাহাদের হস্তিনাপুরে বাস করা অতীব দোষাবহ; এইরূপ করিলে তাহারা পরস্পর অনৈক্যপ্রযুক্ত কোন পরামর্শ না করিয়া তথায় বাস করিতে অভিরুচি করিবেন, সন্দেহ নাই। অথবা উপায়নিপুণ কুশল পুরুষেরা কুন্তীতনয়দিগের অনুগত হইয়া তাহাদিগের সৌভ্রাত্র ভঙ্গ করিয়া দিক, কিম্বা বহুপতির অশেষ দোষাশ্লেষপূর্ব্বক কৃষ্ণার হৃদয় দূষিত করিয়া কলহোৎপাদন করুক, অথবা দ্রৌপদীর প্রতি পাণ্ডবগণের চিত্তভেদ, পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রৌপদীর মনের মালিন্য জন্মাইয়া দিক। অথবা উপায়কুশল কতিপয় ছদ্মবেশী পুরুষ নির্জ্জনে ভীমসেনকে বিনষ্ট করুক, যেহেতু ভীমই তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্। অর্জ্জুন তাহার সাহসেই সাহসী হইয়া আমাদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে; যেহেতু ভীমই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, প্রচণ্ড ও পাণ্ডবগণের আশ্রয়ভূত [illegible] করিতে পারিলেই সকলে নিস্তেজ [illegible] হইয়া রাজ্যের নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্ন [illegible] পৃষ্ঠরক্ষা করিলে অর্জ্জুনকে পরাজয় ক[illegible] ভীম ব্যতিরেকে অর্জ্জুন একাকী রণস্থলে ক[illegible] রূপে পরিগণিত হইতে পারে কি না সন্দেহ [illegible] ভীম ব্যতীত আপনাদিগকে দুর্ব্বল ও আমাদিগকে [illegible] ধিক জানিয়া আর রাজ্যের নিমিত্ত যত্ন করিবে না [illegible] এখানে আসিয়া আমাদিগের নিদেশবর্ত্তী হইয়া চলে, তবে তাহাদের বিনাশচেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না। অথবা সুরূপা প্রমদাগণ দ্বারা একে একে তাহাদিগের সকলকেই প্রলোভ দেখান যাউক, তাহা হইলে কৃষ্ণা তাহাদিগের প্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিবেন, সন্দেহ নাই। কিম্বা তাহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত রাধেয়কে প্রেরণ করুন, এবং বিবিধ কৌশল দ্বারা তাহাদিগকে একত্র করিয়া কালগ্রাসে পাতিত করুন।

হে তাত! উল্লিখিত উপায়সমূহের মধ্যে আপনি যে উপায়টি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, অচিরাৎ তাহার প্রয়োগ করুন, কারণ ক্রমে সময় অতীত হইতেছে। তাহাদিগের নিগ্রহার্থ এই সকল চেষ্টাই সাধীয়সী বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতে পারি না. কেমন হে কর্ণ! তুমি কি বিবেচনা কর?

---

## দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, দুর্য্যোধন! তোমার প্রস্তাব [illegible] বোধ হইতেছে না; কৌশল দ্বারা [illegible] চেষ্টা করা নিরর্থক। পূর্ব্বেও ত তুমি [illegible] দ্বারা তাহাদিগের নিগ্রহচেষ্টা পাইয়া[illegible] কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। যখন পা[illegible] সহায়বিহীন হইয়া এই স্থানেই বর্ত্ত[illegible] কালেও তাহাদিগের কোন হানি [illegible] এক্ষণে ত তাহারা বৈদেশিক ও সহায়[illegible] ভাবে প্রবল হইয়াছে, অতএব আমা[illegible] তেছে, তুমি উক্ত উপায়কলাপ দ্বারা তাহা[illegible] পারিবে না, এবং কোন প্রকার ব্যসনেও [illegible] পারিবে না। তাহারা দৈববলে আত্মর[illegible]

...ক ও উপযুক্ত হইয়াছে। যাহারা তাহাদের সৌভ্রাত্র অবশ্যই বদ্ধমূল সুতরাং তাহাদিগের পরস্পর ভেদ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। যে ...দ্রৌপদী দীনাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াও পাণ্ডবদিগকে ...করিয়াছেন, অধুনা সেই দ্রৌপদী তাহাদিগের প্রতি ...রক্ত হইবেন, এ কথাও কোনক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ বহুভর্ত্তৃতা স্ত্রীলোকদিগের অতীব আদরণীয়, কৃষ্ণা সেই রমণীকুলবাঞ্ছিত ফল বিনা যত্নে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং পতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষবুদ্ধি উৎপাদন করিতে কোনক্রমেই সমর্থ হইবে না। পাঞ্চালেশ্বর পরম ধার্ম্মিক ও ব্রতপরায়ণ; তাঁহার অর্থস্পৃহা নাই; তাঁহাকে অর্থরাশি প্রদান করিলেও তিনি পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহার পুত্রও গুণবান ও পাণ্ডবগণের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত; অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ডবেরা উপায়সাধ্য নহে। অতএব হে তাত! পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হইতেই তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কল্প, আপনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হউন। অস্মৎপক্ষ প্রবল ও পাঞ্চালপক্ষ হীনবল থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকেই প্রহার করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। হে পার্থিব! যদবধি পাণ্ডবগণ গান্ধার রাজ্যে প্রভূত বাহন, অসংখ্যক বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের সাহায্য লাভ না করিতেছে; যদবধি পাঞ্চালরাজ মহাবল পরাক্রান্ত স্বীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তাহাদিগের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর না হইতেছে, এবং যদুবংশাবতংস কৃষ্ণ যাবৎ পাণ্ডবগণের রাজ্যের নিমিত্ত যাদব বাহিনী লইয়া পাঞ্চালরাজ-সদনে সমাগত না হইতেছে; তৎকালমধ্যে আপনি বিক্রম প্রকাশ করুন। যদি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত সমস্ত ধনসম্পত্তি অশেষ ভোগসুখ ও রাজ্যপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, কৃষ্ণ তাহাতেও কখন পরাঙ্মুখ হইবেন না। হে মহারাজ! বিক্রমই ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দেখুন! মহাত্মা ভরত বিক্রম দ্বারা পৃথিবী জয় করিয়াছেন, এবং ইন্দ্র ত্রিলোকীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা ভবদীয় চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে ত্বরায় দ্রুপদের প্রাণ সংহারপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করি। তাহাদিগের প্রতি সাম, দান, ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় প্রযুক্ত করিলেও নিষ্ফল হইবে। তাহাদিগকে পরাজয় করিতে কেবল একমাত্র বিক্রমই সাধীয়ান্ উপায় আছে, অতএব বিক্রম প্রকাশ দ্বারা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া অখণ্ড সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টকে সম্ভোগ করুন। মহারাজ! বিক্রম ভিন্ন বিজয় লাভের আর কোন উপযুক্ত উপায়ান্তর লক্ষ্য হয় না।

রাধেয়বচন শ্রবণানন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, হে কৃতাস্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন! ঈদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উপযুক্তবটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, এবং তোমরা দুইজন পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া যাহা আমাদিগের শ্রেয়স্কর বিবেচনা হয়, কর। অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রিদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

---

## ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করা আমার অত্যন্ত অনভিমত। আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়ই তুল্য। গান্ধারীতনয়দিগের সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ, কুন্তীপুত্রদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র ন্যূন নহে। হে ধৃতরাষ্ট্র! তাহা আমার, তোমার, দুর্য্যোধনের ও অন্যান্য কৌরবগণের রক্ষণীয়, সুতরাং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। বরং অর্দ্ধেক রাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করা উচিত, কারণ ইহা তাহাদিগেরও পৈতৃক রাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যেমন মনে করিতেছ, ইহা আমার পৈতৃক রাজ্য, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। যদি সেই মহাযশা পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়েন, তবে তুমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে রাজ্য লাভ করিবে? এবং তোমাদের পর ভরতবংশে যে সকল রাজকুমারেরা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইবে? অথবা যেমন তুমি ধর্ম্মতঃ রাজ্যলাভ করিয়াছ, তাহারাও ইতিপূর্ব্বে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই, সৌহার্দ্দপূর্ব্বক তাহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেই উভয় পক্ষের মঙ্গল, ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমাদিগের অত্যন্ত অহিত কর্ম্ম করা হইবে, এবং তোমারও অকি-

মাত্র অকীর্ত্তি ঘোষণা হইবে। অতএব হে তাতঃ! কীর্ত্তি রক্ষণে যত্নবান্ হও, কীর্ত্তিই মানবজাতির অসাধারণ বল। কীর্ত্তিবিহীন মনুষ্যের জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা-মাত্র। যদবধি কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাবৎ মনুষ্য সার্থক-জন্ম। একবার কীর্ত্তি লোপ হইলে লোক জন্মের মত উৎসন্ন হইয়া যায়। অতএব হে মহাবাহো! তোমার ও ত্বদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনুরূপ কীর্ত্তিরক্ষারূপ কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। পৃথা ও তৎপুত্রেরা ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন, পাপাত্মা পুরোচনের দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ না হইতেই সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যদবধি পাণ্ডবদিগের দাহবৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে, তৎকাল পর্য্যন্ত আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি না। কুন্তীর তাদৃশী দুরবস্থা শ্রবণে সকলে তোমাতেই দোষারোপ করিয়া থাকে, পুরোচনকে অণুমাত্র দোষী বিবেচনা করে না। অতএব এক্ষণে পাণ্ডবদিগের জীবিকা নির্দ্ধারণ ও তাহাদিগের আনয়ন তোমার দোষ ক্ষালনের একমাত্র উপায় আছে। হে কুরুনন্দন! পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্রও তাহাদিগের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজ্যে উভয়েরই তুল্যাধিকার আছে বটে, কিন্তু বিশেষ এই যে, তাহারা সকলেই এক মতাবলম্বী, ধর্ম্মনিরত ও অধর্ম্মপরাঙ্মুখ। অতএব যদি ধর্ম্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য হয়, আমার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত বোধ হয় এবং আত্মকুশলের অভিলাষ থাকে, তবে পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

---

## চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি, মন্ত্রণার্থ আনীত হিতৈষী পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও যশস্কর কথা কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত। কুন্তীপুত্রদিগকে রাজ্যভাগ প্রদান করাই বিধেয়, ইহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা পায়। অতএব হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রভূত রত্ন প্রদানপূর্ব্বক কোন এক প্রিয়ম্বদ ব্যক্তিকে অবিলম্বে দ্রুপদ সন্নিধানে প্রেরণ কর। সেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া দ্রুপদকে বলুক যে, আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরম [illegible] ছেন। তুমি ও দুর্য্যোধন উভয়ে [illegible] প্রীত হইয়াছ, ইহাও যেন দ্রুপদ [illegible] বারম্বার উল্লেখ করে। তৎপরে কুন্তীনন্দ[illegible] মাদ্রীতনয় নকুল সহদেবকে পুনঃ পুনঃ সা[illegible] স্বজনসম্বন্ধের ঔচিত্য ও প্রিয়ত্ব কীর্ত্তন করিবে। রাজেন্দ্র! আপনার আদেশানুসারে ঐ পুরুষ সুবর্ণময় বহুবিধ আভরণ দ্রৌপদী, দ্রুপদতনয় ও কুন্তীর সহচরী দিগকে সমর্পণ করুক। দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগকে এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া পরিশেষে পাণ্ডবদিগের আগমনের কথা উত্থাপন করুক। দ্রুপদ পাণ্ডবদিগকে প্রত্যাগমনের আদেশ করিলে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ ও সুশোভিত সৈন্যমণ্ডলী গমন করুক। পাণ্ডবেরা আগমনপূর্ব্বক প্রকৃতিগণ কর্ত্তৃক অনুমত হইয়া তোমার সহিত পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে মহারাজ! ভীষ্ম ও আমার মত এই যে, আপনি আত্মজতুল্য পাণ্ডবদিগের প্রতি এইরূপ উপায় প্রয়োগ করেন।

কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাঁহাদিগের সর্ব্বদা অর্থ মান দ্বারা সৎকার করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্ব কার্য্যে যাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সন্মন্ত্রণা প্রদান করিলেন না, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি আছে। যিনি দুষ্ট মন ও প্রচ্ছন্ন অন্তঃকরণ দ্বারা অন্যকে হিতোপদেশ দেন, তিনি কিরূপ সাধুসম্মত হইতে পারেন। হিতার্থে হউক বা অহিতার্থে হউক, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে মিত্রলাভ হওয়া দুর্ঘট। অর্থবান্ ব্যক্তি কৃতপ্রজ্ঞ হউন বা অকৃতপ্রজ্ঞ হউন, বালক হউন বা বৃদ্ধই হউন, সহায়সম্পন্ন হউন বা অসহায় হউন, সর্ব্বত্র সমুদায় লাভ করিতে পারেন।

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বকালে রাজগৃহ নামক নগরে মগধ রাজবংশীয় অম্বুবীচ-নামা এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্রিয়বিকল ও শ্বাসরোগগ্রস্ত সেই ভূপাল কেবল অমাত্যগণের সাহায্যে সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। মহাকর্ণি নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল। ঐ মূর্খ মন্ত্রী রাজ্যমধ্যে একাধিপত্য লাভ ও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা

...রিয়া নানাপ্রকারে অবনীপালকে ...গিল এবং ভূপালভোগ্য অঙ্গনারত্ন ...এ স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিল। ...ধিকার করিয়াও সেই লুব্ধপ্রকৃতি মন্ত্রীর ...স্ত লাভে লোভবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও তাহার উদরপূর্ত্তি হইল ...। পরিশেষে সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি হস্তগত করিবার নিমিত্ত লোলুপ হইল। আমরা শুনিয়াছি যে, ঐ মন্ত্রী বহুবিধ কৌশল করিয়াও তদীয় রাজ্যাধিকার করিতে পারিল না। ইহাতে বুঝা গেল যে, তাঁহার সেই পুরু-ষেন্দ্রত্ব কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ-প্রযুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব হে মহারাজ! যদি ভাগ্যে থাকে, তবে সমুদায় লোক বিরোধী হইলেও আপনি অনায়াসে রাজ্য লাভ করিবেন; নতুবা একান্ত যত্ন করিলেও রাজ্য লাভ ...ওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। এক্ষণে মন্ত্রিগণের সাধুতা ও অসাধুতা পর্য্যালোচনা করিয়া দুষ্টের ও সতের বাক্য বিবেচনা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, কর্ণ! বুঝিলাম; তুমি কেবল আপনার মনোগত ভাবদোষে এই কথার উল্লেখ করিতেছ। হে দুষ্ট! তুমি পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত রাজার নিকট আমা-দিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছ। হে কর্ণ! আমি পরম হিতকর বাক্য কহিয়াছি, তুমি সেই বাক্যকে দুষ্ট বাক্য কহিতেছ, যদি ইহা অপেক্ষা কোন সুপরামর্শ প্রদান করিতে পার, কর, কিন্তু আমার মতে ইহার অন্যথা করিলেই কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস হইবে, সন্দেহ নাই।

---

## পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! বান্ধবগণ আপনাকে অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করিবেন, কিন্তু আপনার শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে সেই বাগ্জাল সকলই বিফল হইবে। কুরুপ্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতবাক্যে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না, এবং দ্রোণও বহুতর শ্রেয়স্কর কথা কহিয়াছিলেন কিন্তু রাধাপুত্র কর্ণ তাহা আপনার হিতকর বিবেচনা করিলেন না। এক্ষণে এই দুই পুরুষ-সিংহ অপেক্ষা কোন্ ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান্ ও আপনার পরম মিত্র ইহা ভাবিয়া স্থির করিতেছি না। ইহাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়ঃক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবে স্নেহ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সত্যাচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে দাশরথি রাম ও গয় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। ইহাঁরা পূর্ব্বে কদাচ আপনাকে অহিত বাক্যে উপদেশ দেন নাই এবং আপনার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়া-ছেন, ইহাও লক্ষ্য হয় না, অতএব এক্ষণে দ্রোণ ও ভীষ্ম মহারাজের অশুভ সংকল্পে মন্ত্রণা করিবেন, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। এই জীবলোকে এই দুই ব্যক্তিই অধিকতর প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ইহাঁরা আপনাকে কখন কূটপরামর্শ প্রদান করিবেন না। আর ইহাঁরা অর্থলোলুপ হইয়া অন্যতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। অতএব হে মহারাজ! আপনকার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। দুর্য্যোধনপ্রভৃতি যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ড-বেরাও তদ্রূপ পুত্রস্থানীয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই বৃত্তান্ত সম্যক্ না জানিয়া পাণ্ডবপক্ষে কুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন, সেই মন্ত্রী কোন অংশে সাধুদর্শী নহেন। কিন্তু যদি আপনি স্বীয় সন্তানগণের নিমিত্ত অন্তঃকরণে কোন বিশেষ অভিসন্ধি করিয়া থাকেন, আর মন্ত্রীরা যদি তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার হিতানু-ষ্ঠান করা হইবে না। মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত আপনার মনোগত ভাব জিজ্ঞাসা করেন নাই।

হে মহারাজ! ইহাঁরা যে পাণ্ডবদিগের অজেয়ত্ব কীর্ত্তন করিলেন, তাহার যাথার্থ্যবিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না, আপনার মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র কি সেই শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন? অযুত মাতঙ্গ-তুল্য বলশালী ভীমসেনকে দেবতারাও সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কোন্ ব্যক্তি জীবনেচ্ছা সত্ত্বে সেই যমসদৃশ যমজ নকুল সহদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে অগ্রসর হইবে? ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য ও দয়াগুণে অলঙ্কৃত পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণে সহ্য করে এমন লোক ত্রিজ-গতে লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ বলদেব ও সাত্যকি যাঁহা-

দিগের পক্ষ, বাসুদেব মন্ত্রী, পাঞ্চালরাজ শ্বশুর এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ শ্যালক, সেই দুর্জ্জয় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কাহাকে না পরাজয় করিতে পারেন? অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ধন বিভাগ করিয়া দিন। অদ্য পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পুরোচনকৃত যে মহতী অকীর্ত্তি ত্বৎকৃত বলিয়া লোক-বিদিত হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করুন। পাণ্ডবগণের প্রতি অনুগ্রহ ও তাঁহাদিগের জীবন আমাদিগের ক্ষত্রিয় জাতির সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পূর্ব্বে মহারাজ দ্রুপদের সহিত আমাদিগের বৈরভাব ছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সংগ্রহ করিলেও স্বপক্ষের মঙ্গল করা হইবে। যাদবেরা বহুসংখ্যক ও মহাবলপরাক্রান্ত, বিশেষতঃ যে পক্ষে কৃষ্ণ তাঁহারাও সেই পক্ষে অবশ্যই থাকিবেন, সুতরাং যে পক্ষে কৃষ্ণ তৎপক্ষে নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। হে রাজন্! যে কার্য্য সন্ধিদ্বারা সম্পাদন করিতে পারা যায়, কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত বিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে।

মহারাজ! পৌর ও জানপদবর্গ, পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনিয়া, তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র উৎসুক হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করুন। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি, ইহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক, দুর্বুদ্ধি ও বালক, ইহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিও না। আমি পূর্ব্বেই ত কহিয়াছি, দুর্য্যোধনের অপরাধে এই সুবিস্তীর্ণ রাজবংশ উচ্ছিন্ন হইবে।

## ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও মহর্ষি দ্রোণ ইহাঁরা আমাকে শ্রেয়স্কর বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, আর তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাও অভ্রান্ত বটে। মহাবীর কুন্তীপুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর পুত্র, ধর্ম্মতঃ আমারও সেইরূপ পুত্রস্থানীয়, সন্দেহ নাই; মৎপুত্রগণ যেমন এই রাজ্যের অধিকারী, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও অধিকারী সংশয় কি? অতএব হে বিদুর! তুমি যাও, সৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কুন্তী ও দেবরূপিণী দ্রৌপ[দীর সহিত] নন্দনদিগকে আনয়ন কর। আমা[র ভাগ্যক্রমে] ও পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন এবং [ভাগ্যবলেই] বলেই তাঁহারা দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীকে [লাভ করিয়াছেন।] আমাদিগের কি সৌভাগ্য! যে দুর্ম্মন্ত্রী পুরো[চন পাণ্ডব]দিগের অপকার করিতে যাইয়া স্বয়ং পঞ্চত্ব প্রা[প্ত হই]য়াছে।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিবিধ রত্ন ও ধনসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধানে উপনীত হইয়া দ্রুপদকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহারাজ দ্রুপদও ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদুরকে ন্যায়ানুসারে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বিদুর বাসুদেব ও পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও যথাক্রমে বিদুরের পূজা করিলেন। তৎপরে মহাত্মা বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে বারম্বার সস্নেহ কুশল প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে বিবিধ রত্ন ও বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন। তদনন্তর কুন্তী, দ্রৌপদী ও দ্রুপদপুত্রদিগকে এবং পাণ্ডবগণকে যথাদত্ত ধন ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া কেশব ও পাণ্ডবসন্নিধানে বিনীতবচনে দ্রুপদকে কহিলেন, মহারাজ! আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি, আপন পুত্রগণ, ও অমাত্যবর্গ, সকলেই শ্রবণ করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ও অমাত্য সহিত সাতিশয় প্রীত হইয়া বারম্বার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আর তিনি আপনার সহিত এই সম্বন্ধ হওয়াতে নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন; শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও কৌরবগণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং আপনার প্রিয় সখা ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ, আপনাকে উদ্দেশে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবেরা আপনার সহিত সম্বন্ধ লাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন। হে যজ্ঞসেন! তাঁহারা এই সম্বন্ধে সংযত হইয়া যাদৃশ প্রীত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পক্ষে রাজ্যলাভও তাদৃশ প্রীতিকর নহে। এক্ষণে এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় গমন করিতে আদেশ করুন। কুরুবংশীয়েরা পাণ্ডুনন্দনদিগকে সন্দর্শন

...শয় উৎসুক আছেন। কুন্তী ও ...বধি প্রবাসে আছেন, সুতরাং ইহাঁ... করিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। ...পদবাসী লোকেরা এবং কৌরবমহিলাগণ দ্রৌপদীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে-... অতএব আপনি অনতিবিলম্বে সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে ...ন করিতে আদেশ করুন। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ইহাঁরা তথায় গমন করিলে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কতিপয় দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিব। তাহারা দ্রৌপদী কুন্তী ও পাণ্ডুনন্দনদিগকে পুনরায় লইয়া আসিবে।

বিদুরাগমন পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# রাজ্যলাভপর্ব্বাধ্যায়।

## সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দ্রুপদ কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ বিদুর! তুমি যাহা কহিলে ইহা যথা... কৌরবগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমারও যথেষ্ট পরিতোষ জন্মিয়াছে। আর মহাত্মা পাণ্ডবগণেরও স্বদেশে গমন করা আমার মতে উচিত। কিন্তু আমি স্বয়ং ইহাঁদিগকে এ স্থান হইতে বিদায় করিতে পারি না। যাহা হউক, যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেব তথায় গমন করিতে মানস করেন এবং ইহাঁদের পরম প্রিয়কারী ধর্ম্মাত্মা বলদেব ও বাসুদেবের ইহাতে সম্মতি থাকে, তাহা হইলে স্বরাজ্যে গমন করুন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! আমি এবং আমার অনুজগণ আপনারই অধীন, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা আমাদের শিরোধার্য্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। কৃষ্ণ কহিলেন, পাণ্ডবগণের স্বদেশগমনে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, অথবা সর্ব্বধর্ম্মবিৎ মহারাজ দ্রুপদের যে মত আমারও সেই মত।

দ্রুপদ কহিলেন, মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ বাসুদেব যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমারও সম্পূর্ণ মত আছে। মহাভাগ পাণ্ডবগণ আমার ও কৃষ্ণের উভয়েরই সুহৃৎ, বিশেষতঃ পুরুষোত্তম বাসুদেব পাণ্ডবগণের যেরূপ মঙ্গল চিন্তা করেন, মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বয়ং সেরূপ করিতে পারেন না।

পাণ্ডবগণ এইরূপে দ্রুপদ কর্ত্তৃক স্বরাষ্ট্র গমনে সমনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণা ও যশস্বিনী কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুরের সমভিব্যাহারে পরমসুখে হস্তিনানগরে গমন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দনগণ আগমন করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত কৌরবগণ এবং ধনুর্দ্ধর বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে পাঠাইলেন। মহাবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সেই সমুদয় জনগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে হস্তিনাপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র নগরের সমস্ত লোক সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তখন সমাগত যাবতীয় প্রিয়চিকীর্ষু পুরবাসিগণ মহাত্মা পাণ্ডুতনয়দিগকে নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিল। তাহারা কহিল, এই সেই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার আগমন করিতেছেন, যিনি আমাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করেন। এই ধর্ম্মাত্মা এখানে আসাতে বোধ হইতেছে যেন, সেই লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডু আমাদের হিতসাধনার্থে বন হইতে প্রত্যাগত হইলেন। আহা! আজি পাণ্ডুতনয়গণ নগরে পুনরাগত হওয়াতে আমাদের কিপর্য্যন্ত আহ্লাদ হইতেছে! আমরা যদি কখন দান করিয়া থাকি, যদি হোম করিয়া থাকি এবং যদি তপস্যা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যফলে পাণ্ডুনন্দনগণ শতায়ু হইয়া এই নগরে বাস করুন।

তদনন্তর পাণ্ডুতনয়গণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্য গুরুজনের পাদবন্দন করিলেন। পৌরগণ তাঁহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুনন্দনগণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার মর্ম্ম বিবেচনা কর। তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ

গ্রহণ করত খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত তোমাদিগের পুনরায় বিবাদ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। যেমন সুরপতি দেবগণকে রক্ষা করেন, অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিলে আর কেহই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

পাণ্ডবগণ অর্দ্ধ রাজ্য প্রাপ্তির অনুমতি পাইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার ও তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কৃত ও সুরনগরীর ন্যায় সুশোভিত হইল। তৎপরে তাঁহারা কোন পবিত্র স্থানে শান্তিকার্য্য সমাধা করিয়া নগরের পরিমাণ করিতে লাগিলেন। ঐ নগর সমুদ্রসদৃশ পরিখা দ্বারা অলঙ্কৃত; পাণ্ডুবর্ণ মেঘমালা ও হিমরশ্মির ন্যায় গগনস্পর্শী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; শ্বেতনাগ সমাবৃত পাতাল-গঙ্গা ভোগবতীর ন্যায় সুশোভিত; গরুড়ের ন্যায় দ্বিপক্ষ দ্বারসমূহ ও পরম রমণীয় সৌধসমূহে সমাকীর্ণ; মন্দর ভূধরের ন্যায় অত্যুন্নত; অস্ত্র-শস্ত্র-সুরক্ষিত গোপুরসমুদায়ে সুশোভিত; ভীষণ ভুজঙ্গাকার শক্তি, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লৌহচক্রপ্রভৃতি অস্ত্রকলাপ, যন্ত্র সমুদায় ও তল্পসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং যোধগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। ঐ নগরমধ্যে সুবিস্তৃত রাজপথ সকল সুবিভক্ত রহিয়াছে; কোন প্রকার দৈবী পীড়া নাই; সুধা-ধবলিত বিবিধ পরমোৎকৃষ্ট ভবনসমুদায় চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। ফলতঃ ইন্দ্রপ্রস্থনগর তৎকালে নভোমণ্ডলস্থ বিদ্যুৎসমাবৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। উহার মধ্যে পরম রমণীয় প্রদেশে কুবেরগৃহতুল্য ধনসম্পন্ন কৌরবগৃহ বিরাজিত রহিয়াছে। নগরের চতুর্দ্দিকে আম্র, আম্রাতক, নীপ, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগপুষ্প, লকুচ, পনস, শাল, তাল, তমাল, বকুল, কেতক, প্রাচীনামলক, লোধ্র, অঙ্কোল, জম্বু, পাটল, কুব্জক, অতিমুক্ত, করবীর, পারিজাত প্রভৃতি ফলপুষ্প-ভার-নমিত সুমনোহর বৃক্ষ সমুদায়ে পরিপূর্ণ উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। ঐ সমস্ত উদ্যানে মত্ত ময়ূর কোকিল প্রভৃতি বিবিধ সুকণ্ঠ পক্ষিগণ সর্ব্বদা মধুরস্বরে গান করিতেছে। আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছ বহুবিধ গৃহ, মনোহর লতাগৃহ ও বিচিত্র চিত্রগৃহ সকল উহার মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। হংস, বক, চক্রবাক, কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষিগণে শোভিত, স্বচ্ছজল-পরিপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ বাপী, সরোবর, পুষ্করিণী উহাতে শোভা পাইতেছে। ঐ নগরমধ্যে সর্ব্ববেদ-বেত্তা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বভাষা-বিশারদ ধনাকাঙ্ক্ষী বণিক্‌গণ, এবং শিল্পোপজীবী সুনিপুণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থের পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম ও জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চপাণ্ডব বাস করাতে খাণ্ডবপ্রস্থের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত হইল। মহাবীর বাসুদেব ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডবনগরে রাখিয়া তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারবতী প্রস্থান করিলেন।

---

## অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহাত্মা মহাবল পরাক্রান্ত মদীয় পিতামহগণ রাজ্য লাভানন্তর খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করত কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী একাকিনী হইয়া কিরূপে তাঁহাদের পাঁচ জনের মনোরক্ষা করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা পঞ্চভ্রাতাই বা কি প্রকারে একাকিনী দ্রৌপদীতে অনুরক্ত হইয়া অবিবাদে কালযাপন করিতেন, এই সমস্ত শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজা যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ, পঞ্চভ্রাতা পরমাহ্লাদে তথায় বাস করত রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত পৌরকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

একদা তাঁহারা প[illegible] একত্র হইয়া সুখে উপবিষ্ট

[দে]বর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের [নিকট উপস্থিত] হইলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে [যথোচিত পূজ]নার্হ আসন প্রদান করিলেন। দেবর্ষি [আসন গ্রহণ করিলে রাজা] যথাবিধি অর্ঘ প্রদান পুরঃসর তাঁহাকে [পূজা করি]লেন। দেবর্ষি পূজা গ্রহণানন্তর পরম প্রীত [হইয়া ম]হারাজ যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরি[গ্রহ] করিতে অনুমতি করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন দেবর্ষির [আ]দেশানুসারে আসনে উপবেশন করিয়া দ্রৌপদী-সমীপে তদীয় আগমনবার্ত্তা পাঠাইলেন। দ্রুপদরাজদুহিতা নারদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে শুচি ও সুসম্বৃতাঙ্গী হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং চরণ বন্দনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষিসত্তম নারদ রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে বিবিধপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তঃপুর গমনে অনুমতি করিলেন।

পাঞ্চালরাজতনয়া তথা হইতে গমন করিলে ঋষিশ্রেষ্ঠ [না]রদ নিভৃতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! তোমরা পঞ্চভ্রাতা; কিন্তু একাকিনী দ্রুপদতনয়া তোমাদের ধর্ম্মপত্নী; অতএব যাহাতে তোমাদের পরস্পর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ না হয়, এমন কোন উপায় বিধান কর। পূর্ব্বকালে লোকত্রয়-বিশ্রুত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা অন্যের অবধ্য। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর এরূপ সৌহার্দ্দ ছিল যে, তাহারা একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ও এক রাজ্য শাসন করিত। কেবল তিলোত্তমার নিমিত্ত বিবাদ করিয়া তাহারা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতারও এক্ষণে পরস্পর যৎপরোনাস্তি সৌহার্দ্দ আছে, অতএব দেখিও যেন বিবাদ না হয়, এই নিমিত্তই আমি কোন সদুপায় স্থির করিতে কহিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি যে সুন্দ ও উপসুন্দের কথা কহিলেন, তাহারা কাহার পুত্র? কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল? কেনই বা তাহাদের পরস্পর ভেদ হইল? এবং কি করিয়াই বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল? আর যে অপ্সরা তিলোত্তমার রূপলাবণ্য দর্শনে তাহারা কামান্ধ হইয়া পরস্পরের প্রাণ নাশ করে, সেই অপ্সরাই বা কাহার কন্যা? হে তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবিস্তর বর্ণন করুন।

---

## নবাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই সুন্দোপসুন্দের পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুম্ভ নামে মহাবল পরাক্রান্ত তেজস্বী এক দৈত্য জন্মগ্রহণ করে। ঐ দৈত্য যাবতীয় দানবগণের অধীশ্বর ছিল। ভীমপরাক্রম ক্রূরমনা সুন্দ ও উপসুন্দ তাহারই পুত্র। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত একনিশ্চয় ও এককার্য্যনিরত ভ্রাতৃদ্বয় সর্ব্বদা সমদুঃখসুখ হইয়া কালযাপন করিত। তাহারা কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভোজন, শয়ন বা গমন করিত না। সতত পরস্পর পরস্পরের প্রিয় কার্য্য করিত এবং পরস্পরকে প্রিয় বাক্য কহিত। ফলতঃ তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকে দেখিলে বোধ হইত যেন, এক মূর্ত্তি দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। সেই সহোদরদ্বয় ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল।

কিয়দ্দিন পরে সুন্দ ও উপসুন্দ ত্রৈলোক্যবিজয় সঙ্কল্পে দীক্ষিত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। সেই জটাবল্কলধারী বীরদ্বয় তপোনুষ্ঠানকালে ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বায়ু ভক্ষণ ও আপনাদের গাত্রমাংস ছেদন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত এবং অনিমিষ-লোচন ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করত দণ্ডায়মান থাকিত। এইরূপে তাহারা বহুকাল কঠোর তপস্যা করিল। বিন্ধ্যাচল তাহাদের অত্যুগ্র তপঃপ্রভাবে তাপিত হইয়া ধূম মোচন করিতে লাগিল।

দেবগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাহাদের তপোবিঘ্ন সাধনে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা কখন বিবিধ রত্ন, কখন বা সুন্দরী স্ত্রী সমুদায় দ্বারা তাহাদিগকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তখন দেবগণ মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাদের তপোবিঘ্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা তাহারা তপস্যা করিতে

তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা মনোমধ্যে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বহ্নিকে কহিলেন, হে অনল! অদ্য দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে যে প্রকারে তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারিবে, আমি এইরূপ এক উপায় অবধারণ করিয়াছি, শ্রবণ কর। দেবকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। লোকে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণার্জ্জুন বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তুমি কৃষ্ণার্জ্জুন সমভিব্যাহারে খাণ্ডববনে গমন করিয়া দাবদাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ কর। তৎপরে দেবগণ রক্ষা করিলেও তুমি অবলীলাক্রমে সেই অরণ্য দগ্ধ করিতে পারিবে। কৃষ্ণার্জ্জুন সমবেত হইয়া সমস্ত বন্য জন্তুদিগকে, এবং অধিক কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রকেও যত্নপূর্ব্বক নিবারণ করিতে পারিবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া হুতাশন কৃষ্ণার্জ্জুন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া সাহায্যদানার্থে প্রার্থনা করিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্নি যেরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা আপনাকে পূর্ব্বেই অবগত করিয়াছি। তৎপরে অর্জ্জুন অগ্নিবাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, হে অগ্নে! আমার বহুতর দিব্যাস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা আমি শত শত বজ্রধরের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু যৎকালে আমি সমরক্ষেত্রে বিক্রম প্রকাশ করিব, তখন আমার ভুজবেগ সহ্য করিতে পারে এমন ধনুঃ নাই। আমি অতি সত্বরে শরক্ষেপ করিতে পারি, আমার শরের আবশ্যকতা নাই। আমার রথ মদীয় শস্ত্রপুঞ্জ বহন করিতে অসমর্থ অতএব বায়ুবৎ বেগশালী পাণ্ডুরবর্ণ দিব্য অশ্ব ও এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিতে হইবে। আর কৃষ্ণেরও বাহুবল তুল্য অস্ত্র নাই, যদ্দ্বারা তিনি নাগ ও পিশাচগণকে সংহার করিতে পারিবেন। হে ভগবন্! যদ্দ্বারা আমরা বজ্রধর ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারি, তাহার উপায় অবধারণ করিয়া দিন। আমরা কেবল পৌরুষ প্রকাশ করিয়া কার্য্য সংসাধনে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু আপনাকে তদুপযোগী উপকরণ সকল আহরণ করিতে হইবে।

---

## পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ হুতাশন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া উদকমধ্যবাসী জলেশ্বর বরুণদেবকে স্মরণ করিলেন। চতুর্থ লোকপাল বরুণ তাঁহার চিন্তা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ হুতাশন সমাগত বরুণকে যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, হে জলেশ্বর! সোমরাজ তোমাকে যে ধনুঃ, তূণীরদ্বয় ও কপিলক্ষণ রথ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আমাকে শীঘ্র প্রদান কর। পার্থ গাণ্ডীব দ্বারা ও কৃষ্ণ চক্র দ্বারা কোন মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। বরুণরাজ অগ্নির প্রার্থনায় সম্মত হইয়া যশঃ-কীর্ত্তিবর্দ্ধন সর্ব্বশস্ত্রপ্রমাথী, সর্ব্বায়ুধসারভূত সেই বিচিত্রবর্ণ পরমাদ্ভুত দিব্য শরাসন, অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং এক রমণীয় রথ প্রদান করিলেন। ঐ রথ সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত রক্তবর্ণ মহাবেগশালী গান্ধর্ব্ব অশ্বগণে সংযোজিত ছিল, উহা সমস্ত যুদ্ধোপকরণসংযুক্ত, দেবদানবগণের অজেয়, শব্দর সুশোভিত, কিরণরাজিবিরাজিত, গভীরগর্জ্জনবিশিষ্ট [illegible] কপিকেতনে অলঙ্কৃত। ভুবনপ্রভু বিশ্বকর্ম্মা ঐ রথ [illegible] করিয়াছিলেন। মহারাজ সোম ঐ রথে আ[illegible] দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও [illegible] নবমেঘাকৃতি পরম রমণীয় রথে: নিক[illegible] ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[illegible] ধ্বজযষ্টি সুবর্ণময়; উহার উপরিভাগে [illegible] এক প্রকাণ্ডকলেবর বানর সন্নিবেশিত [illegible] বৃহৎকায় জীবজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত [illegible] শ্রবণ করিলে শত্রুসৈন্যগণ বিলুপ্ত[illegible] সুকৃতী, ব্যক্তি বিমানে আরোহণ[illegible] কবচ পরিধান, খড়্গাধারণ, গো[illegible] গণকে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণপূ[illegible]হণ করিলেন। পরে ব্রহ্মনির্ম্মিত [illegible] সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তখন [illegible] বলপূর্ব্বক ধনুঃ গ্রহণ করিয়া তা[illegible]লেন। জ্যারোপণকালে এরূপ [illegible] লাগিল যে, উহা শ্রবণে সকলের [illegible] কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন রথ, ধনু ও [illegible] হইয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন।

তদনন্তর ভগবান্ হুতাশন কৃষ্ণকে সুদর্শনাস্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি এই চক্র দ্বারা যুদ্ধে দেবদানবদিগকেও অনায়াসে পরাজয় করিতে পারিবে। কি মনুষ্য, কি দেব, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি দৈত্য, কি নাগ, তুমি যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক-প্রভাব-সম্পন্ন এবং তাহাদের পরাজয়ে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে মাধব! তুমি শত্রুর প্রতি যতবার এই চক্র নিক্ষেপ করিবে ইহা ততবারই শত্রু নিপাত করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে। তৎপরে বরুণদেব কৃষ্ণকে দৈত্যান্তকারিণী কৌমোদকীনাম্নী গদা প্রদান করিলেন। ঐ গদার শব্দ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর।

তখন অস্ত্রশস্ত্র-সম্পন্ন রথারূঢ় কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অগ্নিকে কহিলেন, হে ভগবন্! এক্ষণে আমরা সমস্ত সুরাসুর-গণের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি, ইন্দ্র একাকী পন্নগের মিত্র যুদ্ধ করিয়া আমাদের কি করিবেন? অর্জ্জুন কহিলেন, এক চক্রপাণি যুদ্ধে ভ্রমণপূর্ব্বক চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ সন্দে যাহা না করিতে পারেন, এমন কার্য্য ত্রিজগতে অতএব না; বিশেষতঃ আমি আবার গাণ্ডীব ধনুঃ ও আমাদের লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব হে নাই। বিশে না খাণ্ডববনের চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইয়া অগ্নিকে অনু তা দগ্ধ করুন; আমরা আপনার সাহায্য তোমার অনুরো

ছেন; তিনি কথ ন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপ না। অতএব স্পা সরূপ গ্রহণপূর্ব্বক সপ্ত শিখা বিস্তার নিমিত্ত কিছুমাত্র উ লিত হইয়া খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতে সেই জরিতাকে মনে কাল যুগান্ত কালের ন্যায় বোধ করিতেছ। নিশ্চয় বুঝিল র গভীর নির্ঘোষের ন্যায় প্রজ্ব-পূর্ব্বের মত স্নেহ নাই। সমস্ত জীবজন্তু কম্পান্বিত-সুহৃজ্জনের প্রতি পেক্ষা হুতাশন কর্ত্তৃক দহ্যমান এবং তুমি সেই জরিতার পর্ব্বতেন্দ্র মেরুর ন্যায় শোভা অনুতাপ করিবার আব শ্রিতা নারীর ন্যায় একা

মন্দপাল কহিলেন, আমি নিতান্ত কামান্ধ পার্শ্বে পৃথিবীমণ্ডল ভ্রমণ

## দ্বিশততম অধ্যায়।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রথদ্বয়ে আরো-র পার্শ্বে থাকিয়া নানাবিধ প্রাণিগণ দগ্ধ করাইতে আরম্ভ করিলেন। খাণ্ডবারণ্যবাসী জন্তুগণকে যে দিকে পলায়ন করিতে দেখিলেন, তাঁহারা সেই সেই দিকে বেগে ধাবমান হইতে লাগিলেন। গমন-কালে সেই বায়ুবেগগামী রথদ্বয়ের অন্তর্গত অবকাশ সকল অলক্ষ্য হইল, কেবল অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ রথিদ্বয় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে খাণ্ডববন দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে শত শত প্রাণিগণ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। কোন কোন জন্তু তীব্র তাপে দগ্ধৈকদেশ, স্ফুটিতচক্ষুঃ ও বিশীর্ণ হইয়া দৌড়িতে লাগিল। কেহ কেহ পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃ-গণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারাতে তথায় প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল এবং বিদীর্ণকলেবরে অগ্নিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পক্ষিগণ দগ্ধপক্ষ, দগ্ধচক্ষুঃ ও দগ্ধচরণ হইয়া মহীতলে বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। জলাশয় সকল তীব্র তাপে কাথ্যমান হওয়াতে তত্রস্থ কূর্ম্ম ও মৎস্যসমুদায় বিনষ্ট হইয়া গেল। কোন কোন জন্তুর সমস্ত কলেবর প্রজ্বলিত হওয়াতে মূর্ত্তিমান্ বহ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন পক্ষী তীব্র তাপে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উড্ডয়নপূর্ব্বক পলা-য়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পার্থ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কতিপয় পক্ষী অর্জ্জুনের তীব্র শরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া চীৎকাররবে বেগে উড্ডীন ও পুনরায় খাণ্ডবাগ্নিমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। শত শত বনবাসী জন্তুগণ খর শরে জর্জ্জরিতকলেবর হইয়া ভয়ানকস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের ঘোর-তর নিনাদ মথ্যমান সমুদ্রের গভীর শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখা-সমুদায় নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া দেবগণেরও মহান্ উদ্বেগ জন্মাইল। তখন তীব্র তাপে সন্তপ্ত দেবগণ ঋষি-গণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সুরপতি ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে অমরেশ্বর! বহ্নি কি নিমিত্ত অদ্য সমুদায় মর্ত্ত্যলোক দগ্ধ করিতেছেন? অদ্য কি লোক-সংক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে?

পরিশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তদ্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সুরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এই দৈববাণী হইল, "দেবরাজ! তোমার সখা ভুজগেশ্বর তক্ষক বিনষ্ট হন নাই। খাণ্ডবারণ্যদাহনকালে তিনি কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। আমার বাক্য শ্রবণ কর; এই বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে তুমি কখনই পরাজয় করিতে পারিবে না; ইঁহারা পূর্ব্বে নর ও নারায়ণ নামে সুরপুরে বিখ্যাত ছিলেন। তুমিও উহাঁদের বীর্য্য ও পরাক্রমের বিষয় সমুদায় অবগত আছ। এই দুরাধর্ষ, সর্ব্বলোকবিশ্রুত, পুরাণ মহর্ষিদ্বয় যুদ্ধে পরাজিত হইবার নহেন। ইহাঁরা সমুদায় দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর ও পন্নগগণের পূজনীয়। অতএব হে বাসব! তুমি সুরগণ-সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক এই খাণ্ডবদাহ নিরীক্ষণ কর।"

অমররাজ ইন্দ্র এই প্রকার অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া সত্য বিবেচনায় ক্রোধদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য দেবগণ দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সুরপতি অমরবর্গ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যেমন বায়ু মেঘমালাকে দূরীভূত করিতে করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন সুরগণকে তথা হইতে নিঃসারিত করিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা খাণ্ডববনস্থ জন্তুগণকে ব্যস্তসমস্ত করিলেন। অর্জ্জুনের শরাঘাতে ছিন্নকলেবর হওয়াতে কোন জন্তুই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পারিল না। মহাবল পরাক্রান্ত জন্তুগণ, অমোঘাস্ত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তৎকালে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। শত শত পক্ষিগণ অর্জ্জুনশরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিতে পতিত হইতে লাগিল। হস্তী, মৃগ, তরক্ষু, ও অন্যান্য প্রাণিগণ কি তীরভূমি, কি বিষম প্রদেশ, কি পিতৃদেবনিবাস, কোথাও গিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে না পারিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া গঙ্গামধ্যস্থ ও সমুদ্রগর্ভস্থ মীনগণ সাতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। তত্রত্য বিদ্যাধরগণ ও অন্যান্য জন্তুগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে কি, তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেই পারিল না। পলায়মান জন্তুগণের মধ্যে যাহারা এক বর্ষের অনধিকবয়স্ক, কৃষ্ণ স্বীয় চক্র দ্বারা তাঁহাদিগকেও ছেদন করিতে লাগিলেন। মহাকায় জীবগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে ছিন্নশির ও ভিন্নমস্তক হইয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান্ হব্যবাহন কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভাবে মাংস রুধির ও বসা দ্বারা তর্পিত হইয়া মহাবেগে গগনস্পর্শপূর্ব্বক ধূমশূন্য হইলেন এবং দীপ্তাক্ষ, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্তানন ও দীপ্তকেশ হইয়া প্রাণিগণের বসা পান করত পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

হুতাশন প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ মধুসূদন ময়দানবকে তক্ষকের ভবন হইতে পলায়ন করিতে দেখিলেন। মূর্ত্তিমান্ অগ্নি কৃষ্ণের নিকট গমন করিয়া ময়াসুরকে দগ্ধ করাইতে প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ অগ্নির প্রার্থনানুসারে অসুরকে ছেদন কি[illegible]বার জন্য চক্র উত্তোলন করিলেন। ময় তদ্দর্শনে অ[illegible] ভীত হইয়া "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন," বলিয়া অর্জ্জুন স[illegible] গমন করিতে লাগিল। শরণাগত প্রতিপালক ধন[illegible] সেই করুণস্বর শ্রবণে দয়াপরবশ হইয়া "ভয় [illegible] আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে জীবিতপ্রা[illegible] অর্জ্জুন এইরূপে অভয় প্রদান করাতে ভগ[illegible] তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ ক[illegible] তাহাকে দগ্ধ করিলেন না।

হে পৌরববংশাবতংস জনমেজয় [illegible] র্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভগবান্ হুত[illegible] সেই বন দগ্ধ করিলেন। এই পঞ্চদ[illegible] সমস্ত জীবজন্তুই সেই প্রচণ্ডান[illegible] অশ্বসেন, ময় ও চারিটি শার্ঙ্গক

[illegible] ভোজন এ[illegible] য়া বিরত হই[illegible] হলেন. হে মহাবী[illegible] করিয়াছ; এক্ষ[illegible] । গমন কর। ভগ[illegible] কৃষ্ণার্জ্জুন ও ময়দান[illegible] া তথা হইতে সেই পর[illegible] য়া উপবেশন করিলেন সমাপ্ত।

## ঊনত্রিংশদধিক দ্বিশত[illegible]

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, [illegible] বন দাহকালে অশ্বসেন ও ময়[illegible] পাইল, তাহা শুনিয়াছি; এক্ষণে [illegible] কারণ শ্রবণ করিতে সাতিশয় ঔৎ[illegible] অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশত[illegible] [illegible]থ হয় পূর্ব্বতন লিপিকর[illegible] [illegible]রাতে সুতরাং শ্লোক[illegible] [illegible] মূল মহাভারত মুদ্রিত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে শত্রুনিপাতন! শার্ঙ্গক-চতুষ্টয় যে নিমিত্ত সেই প্রবল খাণ্ডববনানল হইতে পরিত্রাণ পাইল, তদ্বিষয় সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মন্দপাল নামে এক পরম ধার্ম্মিক তপঃপরায়ণ, বেদপারগ মহর্ষি ছিলেন। ঐ তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় তপোধন ঊর্দ্ধরেতাঃ ঋষিগণের আচরিত মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি তপস্যার পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ হইয়া দেহ ত্যাগপূর্ব্বক পিতৃলোকে গমন করিলেন; কিন্তু তথায় তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলেন না। মহর্ষি বহুদিনানুষ্ঠিত তপস্যা নিষ্ফল হইল দেখিয়া ধর্ম্মরাজের সমীপস্থ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুরগণ! আমি কি নিমিত্ত বহুদিবসার্জ্জিত তপস্যার ফলভোগে বঞ্চিত হইলাম, বলুন। আমি মর্ত্তলোকে কোন্ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই; যাহাতে [illegible]মার তপস্যা নিষ্ফল হইল, আমি এক্ষণেই তাহা করি[illegible]ছি। হে দেবগণ! মদনুষ্ঠিত তপস্যার ফল কি, আজ্ঞা ক[illegible]ন;

স[illegible]গণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মনুষ্য জন্মিবামাত্র অ[illegible]ষিঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয়গ্রস্ত হয়। ঐ আমাদের[illegible]ধা যজ্ঞ দ্বারা দেবঋণ, তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণ [illegible]। বি[illegible]পাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে [illegible]তপশ্চরণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, কিন্তু [illegible] নাই; এই নিমিত্ত তোমার সমুদায় [illegible]ছে। অতএব তুমি পরম যত্ন সহ[illegible]দন কর, তাহা হইলেই এই অমর[illegible]দ্ধি ভোগ করিতে পারিবে। হে [illegible]ত আছে যে, পুত্র পিতাকে [illegible]ত্রাণ করে, অতএব তুমি অবি[illegible]ন্ হও।

[illegible]ণের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর [illegible] অপত্য উৎপাদন করিবেন, [illegible] লাগিলেন। তিনি ক্ষণকাল [illegible]গী বিহঙ্গমমণ্ডলে গমন করত [illegible] জরিতানাম্নী এক শার্ঙ্গিকার [illegible]ত্র উৎপাদন করিলেন। সেই [illegible]কিতে থাকিতেই তাহাদিগকে জরিতার নিকট সমর্পণপূর্ব্বক লপিতার নিকট গমন করিলেন। জরিতা মহর্ষি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অণ্ডস্থ ঋষিগণকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রাণপণে তাহাদিগকে পোষণ করত খাণ্ডববনেই বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিনানন্তর ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডববন দাহ করিবার মানসে তথায় আগমন করিলেন। ঐ সময়ে মহর্ষি মন্দপাল লপিতার সহিত সেই বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি অগ্নিকে দেখিবামাত্র তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এবং স্বীয় সন্তানগণের বাল্যাবস্থা স্মরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মহাতেজা হুতাশনের স্তব করিতে লাগিলেন, "হে অগ্নে! তুমি সমস্ত লোকের মুখস্বরূপ; তুমি হব্যবাহন; তুমি গুপ্তভাবে সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে বিচরণ কর; কবিগণ তোমাকে অদ্বিতীয় ও ত্রিবিধ কহেন; এবং তোমাকে অষ্টধা কল্পনা করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকাল মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবিজিত ইষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশ-বিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন; তোমা হইতে অন্নসমুদায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে; হে জাতবেদ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ; তুমিই সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনীকুমার; তুমি মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।

ভগবান্ হুতাশন অমিততেজা মহর্ষি মন্দপালের এইপ্রকার স্তুতিবাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার স্তবে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বল তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিব। তখন মহর্ষি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে হব্যবাহন! আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, যৎকালে আপনি খাণ্ডববন দহন করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবান্ হব্যবাহন "তথাস্তু" বলিয়া মহর্ষির প্রার্থনা পূরণে সম্মতি

প্রদান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর বেগে খাণ্ডববন-মধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন।

---

## ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ হুতাশন প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সেই শার্ঙ্গক-চতুষ্টয় আপনাদিগকে অশরণ বোধ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইলেন। তাঁহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় শাবকগণকে তদবস্থ দেখিয়া দুঃখ শোকাকুলিত-চিত্তে বিলাপ করত কহিতে লাগিলেন, হায়! এখন কি করি! ঐ প্রজ্বলিত হুতাশন ভূমণ্ডল সমুদ্দীপিত করিয়া ভয়ঙ্কর বেগে অরণ্য দগ্ধ করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছেন; আর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের পরিত্রাণ-কারণ এই শাবকগুলিও আমার চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। আমি কি করিয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করি। ইহারা সকলেই অজাত-পক্ষ এবং ইহাদিগের চরণ অতিশয় দুর্ব্বল সুতরাং স্বয়ং পলায়নে অসমর্থ। আমারও এমন সামর্থ্য নাই যে, ইহাদিগের চারি জনকে লইয়া প্রস্থান করি; কিম্বা ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। এখন কি করি! কাহাকে পরিত্যাগ করি, কাহাকেই বা লইয়া যাই! হে পুত্রগণ! তোমরা বল, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য। আমি বিস্তর চিন্তা করিয়াও তোমাদের মোচনোপায় স্থির করিতে পারিলাম না, অতএব আমি স্বীয় গাত্রদ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া তোমাদের সহিত এককালে হুতাশনমুখে প্রাণ সমর্পণ করি। তোমাদিগের পিতা নিতান্ত নিষ্ঠুর। তিনি গমনকালে বলিয়া গিয়াছেন যে, জরিতারি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ইহাতেই কুলের প্রতিষ্ঠা হইবে, সারিসৃক্ক অপত্যোৎপাদন দ্বারা বংশ বর্দ্ধন করিবে; স্তম্বমিত্র তপস্যা করিবে এবং দ্রোণ বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য হইবে, তিনি এইমাত্র বলিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। এখন আমি কাহাকে অবলম্বন করিয়া এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হই। শার্ঙ্গিকা এইরূপে ইতি কর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া স্বীয় শাবকগণ রক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শার্ঙ্গকগণ স্বীয় জননী শার্ঙ্গিকার এইরূপ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আমাদিগের স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিশূন্য স্থানে পলায়ন কর। দেখ, আমরা এস্থানে বিনষ্ট হইলে তোমার অন্যান্য অনেক সন্তান হইতে পারিবে, কিন্তু তুমি প্রাণ ত্যাগ করিলে বংশ রক্ষার উপায়ান্তর নাই। অতএব হে মাতঃ! এই উভয় পক্ষ বিবেচনা করিয়া যাহাতে আমাদের কুলের শ্রেয়ঃ হয়, তাহা কর। আমাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদিক বিনষ্ট করিও না এবং ইহা করিলে আমাদের পিতার বাঞ্ছাও ব্যর্থ হইবে না।

জরিতা কহিলেন, হে পুত্রগণ! এই বৃক্ষের অতি সমীপবর্ত্তী ভূতলে এক মূষিকের গর্ত্ত আছে; তোমরা অতি ত্বরায় তন্মধ্যে প্রবেশ কর; তথায় অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা নাই। হে পুত্রগণ! তোমরা ঐ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমি পাংশুদ্বারা আপাততঃ উহার মুখ র করিয়া দিব, তাহা হইলে তোমরা এক্ষণে অগ্নি হই পরিত্রাণ পাইতে পারিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ পর আমি পুনরায় আসিয়া পাংশুরাশি প্রক্ষেপ গর্ত্তের মুখ পরিষ্কার করিয়া দিলে পুনর্ব্বার উ বৎসগণ! প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে মুক্ত হই মাত্র উপায় আছে, ইহা অবলম্বন করি কর।

শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, হে মাতঃ মাংসলোলুপ, বিশেষতঃ আমরা অজ্ঞ ভূত; আমরা গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইে ভক্ষণ করিবে, সন্দেহ নাই; এ করিতে সাহস হইতেছে না। প কহিতে লাগিল, হায়! এখন হুতাশন হইতে রক্ষা পাই! কি পরিত্রাণ পাই! কিপ্রকারে অ পাদন নিষ্ফল না হয় এবং কি থাকিবেন। গর্ত্তে প্রবেশ ক অন্তরীক্ষে থাকিলে অগ্নিদাহে ( বিবেচনা করিয়া দেখিলে গ ত্যাগ করা অপেক্ষা অগ্নিতে, যেহেতু মূষিকমুখে মৃত্যু হইলে

হুতাশনে কলেবর পরিত্যাগ করিলে সদগতি লাভ হইতে পারিবে।

---

## একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দীনা জরিতা পুত্রগণের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণানন্তর তাহাদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ! একদা এই গর্ত্ত হইতে সেই মূষিক বহির্গত হইয়াছিল, সেই সময়ে একটা শ্যেনপক্ষী তাহাকে শিকার করিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা নিশঙ্কচিত্তে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ কর; শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ! আমরা শ্যেনপক্ষীকে মূষিক লইয়া যাইতে দেখি নাই। আর যদিও সেই মূষিককে লইয়া গিয়া থাকে, তথাপি ঐ গর্ত্তমধ্যে অন্য মূষিক থাকিবার সম্ভাবনা, তাহাও আমাদের ভয়াবহ। দেখ, বায়ুবেগ ক্রমে নিবৃত্ত হইয়া আসিতেছে, অতএব অগ্নি আমাদিগের সমীপ পর্য্যন্ত আসিতে পারে না পারে সন্দেহ, কিন্তু আমরা গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলে মূষিকহস্তে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। এক পক্ষে মৃত্যু নিশ্চয়, পক্ষান্তরে সংশয়; অতএব সংশয়িত পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। হে মাতঃ! আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত স্থানে পলায়ন ... নাই। বিশেষ বিনষ্ট হইলেও তোমার অন্যান্য পরমোৎকৃষ্ট ... পারিবে।

... হিলেন, হে পুত্রগণ! যৎকালে সেই মহাবল ... ক্ষী গর্ত্ত হইতে মূষিককে লইয়া যায়; ... ই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা স্বচক্ষে ... এবং সত্বরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ... আশীর্ব্বাদ করিয়াছি, হে শ্যেনরাজ! ... কন্তু এই মূষিককে হরণ করিয়া ... রিলে, এই পুণ্যফলে তুমি পর- ... বর প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ ... র ঐ শ্যেনপক্ষী মূষিককে ভক্ষণ ... রোর অনুজ্ঞা লইয়া স্বগৃহে প্রত্যা- ... এব হে পুত্রগণ! তোমরা সচ্ছন্দে ... কছুমাত্র শঙ্কা করিও না; আমার ... ভক্ষণ করিয়াছে।

... ন, মাতঃ! শ্যেন যে মূষিককে লইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার কিছুমাত্রই জানি না; অতএব কি প্রকারে গর্ত্তে প্রবেশ করি।

জরিতা কহিলেন, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, শ্যেন মূষিককে ভক্ষণ করিয়াছে; তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই, আমার বচনানুসারে কার্য্য কর। শার্ঙ্গকগণ কহিলেন, মাতঃ! তুমি কেন মিথ্যা প্রবোধবাক্য দ্বারা আমাদের ভয় ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পাইতেছ; ঐ গর্ত্তমধ্যে যখন শত্রু থাকিবার সম্ভাবনা, তখন আমাদের কোনক্রমেই উহাতে প্রবেশ করা বিধেয় নহে। দেখ, আমরা তোমার কখন কোন উপকার করি নাই; অধিক কি, আমরা যে কে, তাহা তুমি বিশেষরূপে জান না, তবে কি নিমিত্ত তুমি এত কষ্ট সহ্য করিয়াও আমাদিগকে লালন পালন করিতেছ। তুমি আমাদের কে? আর আমরাই বা তোমার কে? আরও দেখ, তুমি অল্পবয়স্কা এবং দর্শনীয়াও বট, অতএব হে মাতঃ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট গমন করত সুন্দর পুত্র প্রাপ্ত হও, আমরা এই খানে থাকিয়া হুতাশনে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্গতি লাভ করি। হে মাতঃ! যদি আমরা কোনক্রমে অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি তাহা হইলে তুমি পুনরায় আমাদের নিকটে আসিও।

শার্ঙ্গী শাবকগণের এই প্রকার বাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া অগ্নিশূন্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। শার্ঙ্গী প্রস্থান করিলে অগ্নি দ্রুতবেগে মন্দপাল মহর্ষির পুত্র শার্ঙ্গকগণের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

## দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! প্রজ্বলিত হুতাশন অরণ্যানী দগ্ধ করিতে করিতে ক্রমশঃ মহর্ষি মন্দপালের পুত্র শার্ঙ্গকচতুষ্টয়ের সমীপবর্ত্তী হইলে তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জরিতারি পাবকসন্নিধানে ভ্রাতাদিগকে কহিতে লাগিলেন। বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন; বিপৎকালে কদাচ ব্যথিত হন না। যে মূঢ় ব্যক্তি বিপৎকাল উপস্থিত হইলে সতর্ক না থাকে, সে তৎকালে বৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করে এবং চরমে মোক্ষ লাভ করিতে পারে না।

তখন সারিসৃক্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে আমাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি

ধ্যানবান্ ও উহাপোহকুশল ; তুমি কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, যেহেতুক এক প্রাজ্ঞ অসংখ্য অপ্রাজ্ঞ লোক অপেক্ষা বলবান্।

স্তম্বমিত্র কহিলেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য ; তিনি কনিষ্ঠদিগকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন। যদি জ্যেষ্ঠ স্বীয় প্রজ্ঞাবলে বিপদ্ উদ্ধার না করেন, তবে কনিষ্ঠের কি সাধ্য যে, তাহার প্রতিকার করে।

দ্রোণ কহিলেন, ঐ দেখ সপ্তাস্য সপ্তজিহ্ব ক্রূর হিরণ্যরেতা শিখা বিস্তারপূর্ব্বক আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন।

মহর্ষি মন্দপালের পুত্রগণ এইরূপে পরস্পর কথোপকথন করত পরিশেষে প্রযত হইয়া অগ্নির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

জরিতারি কহিলেন, হে জ্বলন! তুমি বায়ুর আত্মা ; লতাসমূহের শরীর ; পৃথিবী ও জল তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহাবীর্য্য! তোমার শিখাসমুদায় সূর্য্যকিরণের ন্যায় ঊর্দ্ধ দেশ, অধোদেশ, পূর্ব্ব দেশ ও পার্শ্ব দেশ বিস্তৃত হইতেছে।

সারিসৃক্ক কহিলেন, হে ধূমকেতো! মাতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন ; পিতা কোথায় আছেন কিছুই জানি না ; আমাদের অদ্যাবধি পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই ; অতএব হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর ; তুমি ভিন্ন এই বালকদিগের আর শরণান্তর নাই। হে অগ্নে! আমরা নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; তুমি আপন কল্যাণ-মূর্ত্তি ও সপ্ত শিখা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। হে জাতবেদঃ! এই ত্রিলোকীমধ্যে তুমিই এক তপস্বী আছ ; তোমার তুল্য তপোবলসম্পন্ন আর কেহই নাই। আমরা একে বালক তাহাতে আবার ঋষিকুমার; তুমি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।

স্তম্বমিত্র কহিলেন, হে অগ্নে! তুমি এক হইয়াও অনেক, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছে, তুমি সর্ব্বভূত ও ভুবন ধারণ করিতেছ ; তুমি অগ্নি, তুমি হব্যবাহ এবং তুমিই পরমোৎকৃষ্ট হবিঃ ; পণ্ডিতগণ তোমাকে একরূপ এবং তোমাকেই বহুরূপ বলিয়া জানেন। হে হব্যবাহ! তুমি এই ত্রিলোকী সৃষ্টি কর ; এবং প্রলয়কালে তুমিই প্রজ্বলিত হইয়া ইহা ধ্বংস কর। হে অগ্নে! তুমি এই ভবনত্রয়ের প্রসূতি এবং তুমিই ইহার আশ্রয়।

দ্রোণ কহিলেন, হে জগৎপতে! তুমি প্রাণিগণের অন্তর্গত থাকিয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক কর ; তোমাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। হে বহ্নে! তুমি সূর্য্যরূপে পার্থিব রসসমুদায় আকর্ষণ কর এবং মেঘরূপে পরিণত সেই সমুদায় রস যথাকালে বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সর্ব্বশস্যসম্পন্ন কর। হে প্রচণ্ড কিরণ হুতাশন! এই সমুদায় হরিতচ্ছদসম্পন্ন লতা, যাবতীয় পুষ্করিণী এবং বরুণাধিকৃত মহোদধি তোমা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে পিঙ্গাক্ষ! হে লোহিতগ্রীব! হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! হে হুতাশন! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, দগ্ধ করিও না।

ভগবান্ অনল ব্রহ্মবাদী দ্রোণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, মহর্ষি মন্দপাল সন্নিধানে কৃত স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুস্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্রোণ! তুমি ঋ[illegible] বটে ; তুমি আমাকে বেদবাক্যে স্তব করিলে ; তোম[illegible] ভয় নাই। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। পূর্ব্বে মহর্ষি মন্দপালও তোমাদের নিমিত্ত আমার নি[illegible] এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আপনি খাণ্ডবারণ্য দাহকালে আমার পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিবেন। [illegible]
মহর্ষি মন্দপালের সেই বাক্য এবং তোমার [illegible]
উভয়ই আমার পক্ষে গুরুতর, অতএ[illegible]
তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে।
স্তব শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি।

দ্রোণ কহিলেন, হে হুতাশন! এই[illegible]
দিগকে সর্ব্বদা বিরক্ত করে, আপনি [illegible]
দিগকে সবংশে ভস্মীভূত করুন।
বাক্যানুসারে বিড়ালগণকে তৎ[illegible]
শার্ঙ্গকচতুষ্টয়কে পরিত্যাগপূর্ব্ব[illegible]
দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

## ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশত

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে[illegible]
পুত্রচতুষ্টয়ের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্[illegible]
পুত্রগণের পরিত্রাণার্থ অগ্নির নি[illegible]
তৎকালে মনে মনে অসুখী হই[illegible]

মন্দপাল সন্তানদিগের নিমিত্ত নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া অতি কাতরস্বরে লপিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন; লপিতে! এক্ষণে আমার পুত্রগণ না জানি কিরূপ কাতর হইতেছে। তাহারা অজাতপক্ষ এবং আত্মরক্ষায় অশক্ত। অগ্নি ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রজ্বলিত হইতেছেন এবং বায়ুও প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছেন, বোধ করি তাহারা অগ্ন্যুৎপাত হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। আহা! তাহাদের মাতা দীনা জরিতা স্বীয় পুত্রগণকে পরিত্রাণ করিতে না পারিয়া এবং তাহাদিগকে অশরণ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইবে, সন্দেহ নাই। আমার পুত্রগণ অদ্যাপি উড্ডয়ন বা গমন করিতে সমর্থ হয় নাই, জরিতা কি প্রকারে তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিবে! হা পুত্র জরিতারে! হা বৎস সারিসৃক্ক! হা স্তম্বমিত্র! হা পুত্র দ্রোণ! হা প্রিয়ে জরিতে! না জানি, তোমরা এখন কত কষ্ট পাইতেছ।

লপিতা মহর্ষি মন্দপালের এইরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া কহিতে লাগিলেন দেখ! তোমার পুত্রদিগের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই; তুমি স্বয়ং কহিয়াছ, তাহারা ঋষি। হে মহর্ষে! উহারা বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী; অগ্নি হইতে উহাদের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। বিশেষতঃ তুমি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত [illegible] সাধ করিয়াছিলে। মহাত্মা হুতাশনও [illegible] শ্রবণে "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিয়া[illegible]ই আপনার প্রতিজ্ঞা বিফল করিবেন [illegible]ই বোধ হইতেছে, তুমি পুত্রগণের [illegible]ক্ষিত নও; কেবল আমার অমিত্রা [illegible] হইয়াছে বলিয়াই এত অনুতাপ [illegible]ম আমার প্রতি তোমার আর [illegible]হবান্ ব্যক্তির পুত্র কলত্রাদি [illegible] করা নিতান্ত অবিধেয়; অত[illegible] নিকটেই গমন কর, আর বৃথা [illegible]কতা নাই। আমি কুপুরুষা[illegible]নী জীবন যাপন করিব।

[illegible] লপিতে! তুমি মনে করিয়াছ, [illegible]াকের ন্যায় কেবল স্ত্রীসম্ভো[illegible] করিতেছি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। অপত্যোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার সেই অপত্যগণ এক্ষণে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে। যে মূঢ় ব্যক্তি ভূতার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ অবলম্বন করে, সে সমস্ত লোকের অবমানাস্পদ হয়। ঐ দেখ, প্রজ্বলিত হুতাশন কাননস্থ সমস্ত বৃক্ষ দগ্ধ করিয়া আমার মন সাতিশয় সন্তাপিত ও উদ্বেজিত করিতেছে। আমি আর স্থির হইতে পারিতেছি না। পুত্রগণের নিকট চলিলাম। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর।

এদিকে অগ্নি মন্দপালের পুত্রচতুষ্টয়ের নিকট হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিলে পুত্রবৎসলা জরিতা শাবকগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহারা সকলেই অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে; কিন্তু সাতিশয় রোদন করিতেছে। জরিতা তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ স্নেহাশ্রু মোচনপূর্ব্বক অতি কাতরস্বরে একে একে তাহাদের সকলের নিকট গমন করিয়া স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহর্ষি মন্দপাল সহসা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহারা কেহই তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না। তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে বারম্বার পুত্রগণকে ও জরিতাকে সম্বোধন করত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন মহর্ষি জরিতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, জরিতে! তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কে? তৎকনিষ্ঠ কে? তৃতীয় কে? এবং সর্ব্বকনিষ্ঠই বা কে? আমি দুঃখিত হইয়া বারম্বার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি প্রত্যুত্তর করিতেছ না। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি বটে; কিন্তু তোমাদের নিমিত্ত মন এক মুহূর্ত্তও সুস্থির নহে।

জরিতা মহর্ষির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! জ্যেষ্ঠ পুত্রে তোমার প্রয়োজন কি? তৎকনিষ্ঠেই বা প্রয়োজন কি? এবং মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রেই বা তোমার আবশ্যকতা কি? তুমি এই হতভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার নিকট গমন করিয়াছিলে, সেই চারুহাসিনী তরুণী লপিতার নিকটেই পুনর্ব্বার গমন কর।

মন্দপাল কহিলেন, জরিতে! স্ত্রীলোকের পুরুষান্তর সেবন ও সপত্নীর সহিত বিবাদ করা অপেক্ষা পারত্রিক-বিনাশক, বৈরাগ্নিদীপক ও উদ্বেগজনক আর কিছুই নাই।

সুব্রতা সর্ব্বভূতবিশ্রুতা অরুন্ধতী বিশুদ্ধভাব, প্রিয়কারী, হিতসাধন তৎপর, সপ্তর্ষিমধ্যস্থ মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির মহিলান্তর সংসর্গাশঙ্কা করিয়া তাঁহার অবমাননা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি লক্ষ্যালক্ষ্য ও অনভিরূপা হইয়াছেন। আমি অপত্য দর্শনাভিলাষে আগমন করিয়াছি, তুমিও আমাকে সেইরূপ অপমান করিতেছ। পুরুষের ভার্য্যার প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু পতিপরায়ণা কামিনীও পুত্রবতী হইলে স্বামীর প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অনুরক্তা থাকে না।

মহর্ষি মন্দপালের বাক্যাবসানে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যথোচিত পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিল এবং মহর্ষিও সাতিশয় সমাদরপূর্ব্বক স্বীয় সন্তানগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

## চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি মন্দপাল পুত্রগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে পুত্রগণ! পূর্ব্বে আমি তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ হুতাশনের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও আমার প্রার্থনাবাক্য স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি অগ্নির বাক্য, তোমাদের জননীর ধর্ম্মজ্ঞতা এবং তোমাদের বীর্য্যের উপর বিশ্বাস করিয়া তৎকালে তোমাদের নিকট আগমন করি নাই, অতএব হে বৎসগণ! তোমরা আমার নৃশংসাচরণ মনে করিয়া সন্তপ্ত হইও না। ভগবান্ হুতাশন তোমাদিগকে বেদবিৎ ঋষি বলিয়া জানেন। মহর্ষি স্বীয় পুত্রগণকে এইরূপে সান্ত্বনা করত তাহাদিগকে এবং ভার্য্যা জরিতাকে লইয়া সে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ভগবান্ হুতাশন, প্রচণ্ডবেগে প্রজ্বলিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন সাহায্যে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করত তত্রস্থ জীবজন্তুগণের অপরিমিত বসা ও মেদ পান করিয়া পরম পরিতৃ[প্ত] হইলেন।

তদনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণ সমভিব্যাহারে অ[ন্ত]রীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে কহিলে[ন,] তোমরা যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, ইহা দেবত[া]দিগেরও দুষ্কর; আমি তোমাদের পরাক্রম দর্শনে পর[ম] পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থ[না] কর। তখন অর্জ্জুন, "আমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন" বলিয়া দেবরাজের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। ই[ন্দ্র] সময় নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! যে সময়ে তু[মি] তপস্যা দ্বারা ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রস[ন্ন] করিবে, আমি তৎকালে তোমারে সমস্ত অস্ত্র প্রদা[ন] করিব। হে পাণ্ডব! তুমি সেই সময়ে আগ্নেয়, বায়ব্য মদীয় অস্ত্র সমুদায় লাভ করিবে। কৃষ্ণ কহিলেন, সু[র]রাজ! আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন অর্জ্জুনে[র] সহিত আমার কদাচ প্রণয় বিচ্ছেদ না হয়। ই[ন্দ্র] "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন।

সুররাজ এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বর প্রদ[ান] করিয়া অগ্নির অনুজ্ঞা গ্রহণপুরঃসর দেবগণ সমভিব্যাহা[রে] পুনর্ব্বার সুরপুরে গমন করিলেন। ভগবান্ হুতাশ[ন] পঞ্চদশ দিবস প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইয়া মৃগপক্ষিসমাবৃ[ত] খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করত তাহাদিগের মাংস মেদ ও রুধির পানদ্বারা পরম পরিতুষ্ট হ[ই]লেন। পরিশেষে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে ক[হিলেন,] ... দ্বয়! তোমরা আমাকে পরম পরিতু[ষ্ট] ... অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা ইচ্ছ[া] ... বান্ হুতাশনের অনুজ্ঞা লাভানন্তর তিন জনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ক[রি]... রমণীয় যমুনা নদীর উপকূলে আ...

খাণ্ডবদহনপ[র্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।]

## আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

## বিজ্ঞাপন।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পর্ব্ব সংগ্রহাধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আদিপর্ব্বে ... অধ্যায় রচনা করিবেন; কিন্তু ইহাতে চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বিশত অধ্যায় দৃষ্ট হইতেছে; ... দিগের প্রমাদবশতঃ অধ্যায়গত সংখ্যার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। অধ্যায়সংখ্যার বৈষম্য হ... সংখ্যারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

আসিয়াটিক সোসাইটির অধ্যক্ষগণ অনেকানেক পুস্তকের সহিত ঐক্য করিয়া ... করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে।

# পুরাণসংগ্রহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

# মহাভারত

## সভাপর্ব্ব।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

শ্যামপুকুর—অভয়চরণ ঘোষের লেন ২ নং ভবন হইতে

তৃতীয়বার প্রকাশিত।

"এই মহাভারতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অন্যত্রও থাকিতে পারে;
কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কুত্রাপি দেখিতে পাইবেন না।" মহাভারত।

কলিকাতা
উল্টাডিঙ্গী রোড ৭ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়ের
সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে
শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১২৮৭।

# ভূমিকা।

মহাভারতীয় সভাপর্ব্ব অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইল। এই খণ্ডে লোকপালদিগের সভা-বর্ণন, রাজসূয় যজ্ঞ, দ্যূতক্রীড়া, সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণ প্রভৃতি নিগ্রহ, পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসন ও কুন্তীর বিলাপাদি সমুদায় বিষয় অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে। যে কারণে অতিবিশাল কৌরবকুলে ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত হয়, যে কারণে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণের সহিত প্রাকৃত জনের ন্যায় ত্রয়োদশ বৎসর বনবাসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করেন, যে কারণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করে, যে কারণে দুর্জ্জয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমূলে নির্ম্মূলিত হয় এবং যে সকল বৃত্তান্ত লইয়া বেদব্যাস কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, সেই সমুদায়ের মূলস্বরূপ করুণরসপূর্ণ দ্যূতক্রীড়া এই পর্ব্বের অন্তর্গত। এই পর্ব্বে মহর্ষি ব্যাসদেব রৌদ্র, করুণ প্রভৃতি নানাবিধ রসমাধুর্য্যের সহিত অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

সভাপর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্ব অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার অনুবাদে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে, কারণ কূটার্থপূর্ণ শ্লোক অধিক পরিমাণে এই পর্ব্বে সন্নিবেশিত আছে। যাঁহারা বিশেষ মনোযোগ সহকারে সভাপর্ব্বের আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, তাঁহারা নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ফল প্রাপ্ত হইবেন এবং মনুষ্যের অবস্থা যে কখনই অপরি-বর্ত্তনীয় নহে, যুধিষ্ঠিরের অতুল সাম্রাজ্য ও দ্যূতোপলক্ষে নির্ব্বাসনব্যাপার অবলোকন করিলে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতা।<br>
১৭৮২ শকাব্দা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

# মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের সুচিপত্র।

| প্রকরণ | পৃষ্ঠা | স্তম্ভ | পংক্তি |
|---|---|---|---|

# মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের সূচিপত্র।

# মহারতীয় সভাপর্ব্বের সূচিপত্র।

সভাপর্ব্বের সূচিপত্র সমাপ্ত।

# মহাভারত

## সভাপর্ব্ব।

### সভাক্রিয়া পর্ব্বাধ্যায়।

#### প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, সরস্বতী দেবী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ময়দানব কৃতাঞ্জলি হইয়া বাসুদেবের সন্নিধানে অর্জ্জুনের বারংবার সৎকার ও পূজা করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল, হে কৌন্তেয়! আপনি ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ এবং দহনোন্মুখ হুতাশন হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন; অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাসুর! তোমার সমস্ত প্রত্যুপকার করাই হইয়াছে; তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর, তুমি আমার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকিও, আমিও তোমার প্রতি সম্যক্ প্রীত রহিলাম। ময় কহিল, হে বিভো! আপনি স্বীয় মহত্বানুরূপ বাক্যই প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা যে প্রীতিপূর্ব্বক আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করি। আমি দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা; কেবল আপনার গুণগ্রামের নিতান্ত বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমাদ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে। তখন ময় আদেশলিপ্সু হইয়া কৃষ্ণকে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণ তাহার আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে আদেষ্টব্য বিষয়ের নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে শিল্পকর্ম্মবিশারদ! যদি তুমি নিতান্তই আমার প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠানে মানস করিয়াছ, তবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এরূপ এক সভা নির্ম্মাণ কর যে, মনুষ্যগণ তাহাতে উপবেশনপূর্ব্বক সম্যক্ নিরীক্ষণ করিয়াও যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে। ঐ সভাতে যেন দিব্য, মানুষ ও আসুর অভিপ্রায় সকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

ময়দানব কৃষ্ণের অনুজ্ঞা লাভে পরমাহ্লাদিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিমানসদৃশ পরম সুন্দর সভা নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিল। এদিকে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া ময়দানবকে লইয়া দেখাইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। ময়ও তাঁহার সমুচিত সৎকার ও তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের পর পাণ্ডুনন্দনগণ সমীপে দানবদিগের বিচিত্র চরিত্রসকল বর্ণন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে পুণ্য দিনে কৃতকৌতুকমঙ্গল হইয়া পায়স ও বহুবিধ ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া সর্ব্ব ঋতুগুণ সম্পন্ন দিব্যরূপ

মনোহর সভাস্থলীর পরিসর পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমাণ করিয়া লইল।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব পরম প্রীত পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া কিয়ৎদিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীর চরণ বন্দন করিলেন। ভোজরাজদুহিতা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন বাসুদেব সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া অর্থযুক্ত, যথার্থ হিতকর, অল্পাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন। ভদ্রভাষিণী সুভদ্রাও তাঁহাকে জননীপ্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদয় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন এবং দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্ বাসুদেব পঞ্চ পাণ্ডব কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণ পরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেবদ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া স্বপুর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষতপ্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধন দানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে গদা, চক্র, অসি, শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শ্বেত চামর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল এবং সহদেব, ঋত্বিক ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। শত্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ যোজন গমন করিয়া শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করত প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাঁহার পদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করত অতি কষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান্ গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহৃজ্জনপরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। এবং ভ্রাতা, পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদিকে কৃষ্ণও

পরমাহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ময়দানব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া এক্ষণে বিদায় হইতেছি, পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিব। পূর্ব্বকালে কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাকসন্নিধানে দানবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করেন। ঐ দানবযজ্ঞে আমি বিন্দু সরোবরসন্নিধানে মণিময় রমণীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়াছিলাম। যে সমস্ত দ্রব্যজাত দানবরাজ বৃষপর্ব্বার সভামণ্ডপে অবস্থাপিত ছিল, যদি এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়া না থাকে,তবে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে আগমন করিব। পরে আপনকার মনঃপ্রহ্লাদিনী যশস্বিনী অতি বিচিত্রা সর্ব্বরত্ন ভূষিতা সভাস্থলী নির্ম্মাণ করিয়া দিব। আর বিন্দুসরোবরে এক গদা নিহিত রহিয়াছে, বোধ করি দানবরাজ বৃষপর্ব্বা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিয়া সুবর্ণমণ্ডিতা শত্রুনাশিনী ভারসহা সুদৃঢ়া ঐ গদা বিন্দুসরোবরে রাখিয়া দেন। যদৃশ গণ্ডীব আপনার উপযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ শতসহস্রগদাপ্রভাবশালিনী উক্ত গদাও ভীমসেনের অনুরূপ হইবে। আর বরুণপরিগৃহীত দেবদত্ত সুস্বন মহাশঙ্খও তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমি এই সমস্ত বস্তু আনিয়া নিঃসন্দেহ আপনাকে প্রদান করিব। এই বলিয়া অর্জ্জুনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ময়দানব পূর্ব্বোত্তর দিগ্বিভাগে প্রস্থান করিল, এবং কৈলাসের উত্তরাংশে মৈনাকসন্নিধানে মণিমণ্ডিত হিরণ্ময় শৃঙ্গশালী সুমহান্ এক পর্ব্বত দেখিতে পাইল। সেই স্থানেই রমণীয় বিন্দুসরোবর নিখাত রহিয়াছে। রাজা ভগীরথ, ভগবতী ভাগীরথীর দর্শনমানসে বহুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন। ভূত ভাবন ভগবান্ প্রজাপতি সেই স্থানেই অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞশত অনুষ্ঠান করেন। মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্যসকল দৃষ্টান্তরূপে তথায় রক্ষিত হয় নাই, কেবল তৎপ্রদেশের শোভা সম্পাদনার্থই নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সেই স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি তথায় প্রজাসমস্ত সৃষ্টি করিয়া শত সহস্র ভূতগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছিলেন। নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম ও স্থাণু যুগসহস্র অতিক্রান্ত হইলে তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বাসুদেব ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অবিচ্ছেদে বহু বৎসর তথায় যজ্ঞ কার্য্য সমাধান করেন। কেশবের সুবর্ণমালালঙ্কৃত যূপ ও শতসহস্রসংখ্যক ভাস্বর চৈত্যে তথাকার রমণীয় শোভা সম্পাদিত হইয়াছে। ময়দানব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বার অধিকৃত স্ফটিকময় সভানির্ম্মাণোপযোগী সমুদায় দ্রব্যসামগ্রী, মহতী গদা, দেবদত্ত শঙ্খ ও কিঙ্কর এবং রাক্ষসরক্ষিত ধনসমস্ত গ্রহণ করিল।

অনন্তর মহাসুর ময় সমস্ত বস্তু সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইয়া আলোকসামান্য ত্রিলোকবিখ্যাত মণিময়ী সভাস্থলী নির্ম্মাণ করিল। ভীমসেনকে গদা ও অর্জ্জুনকে দেবদত্ত মহাশঙ্খ সমর্পণ করিল। ঐ শঙ্খ ধ্বনিত হইলে লোকসকল কম্পিত হইত। সুবর্ণনির্ম্মিত তরুরাজিবিরাজিত সভামণ্ডপ চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। পাণ্ডবসভা হুতাশন, সূর্য্য ও চন্দ্রের সভার ন্যায় সমধিক শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় প্রভাপ্রভাবে প্রভাকরের অতি ভাস্বর প্রভাও নিতান্ত প্রতিহত হইল, তৎকালে আলোকসামান্য সেই সভা স্বীয় তেজঃপুঞ্জ দ্বারা যেন জ্বলিত হইয়া উঠিল। নবীননীরদসঙ্কাশ অতি বিশাল বিপুল রমণীয় পাপনাশক শ্রমাপহারক রত্নপ্রাকারমণ্ডিত বহুচিত্রোপশোভিত অত্যুত্তম দ্রব্যসম্ভারশালী বহুলধনসম্পন্ন গগণব্যাপী বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত যাদবসভা, দেবসভা ও ব্রহ্মসভাও পাণ্ডবগণের সভার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। ময়দানবের আদেশানুসারে গগনচর মহাঘোর মহাকায় মহাবল রক্তনেত্র শুক্তিবর্ণ আয়ুধধারী অষ্ট সহস্র কিঙ্কর ও রাক্ষস ঐ রমণীয় সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং আবশ্যকমতে বহন করিয়া উহাকে স্থানান্তরেও লইয়া যাইত। ময়দানব ঐ সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব সরোবর

প্রস্তুত করিয়াছিল। ঐ সরোবরের সোপান পরম্পরা স্ফটিকময়, পরিসরবেদিকাসকল মণিনির্ম্মিত, জল অতি স্বচ্ছ, পঙ্কশূন্য ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত মৎস্য-কূর্ম্ম-স্বার্থ-সঙ্কুল। মণিময় মৃণালে পরিশোভিত ও বৈদূর্য্যপত্রে সমলঙ্কৃত বিকসিত কণক কমল কহ্লারজালে উহার অত্যদ্ভুত মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গমগণ তীরে ও নীরে বিহার করিয়া জনগণের নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিল। মুক্তাফল ও নানাবিধ রত্নে উহার চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সরোবর-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও সহসা উহাকে সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা অজ্ঞানতাবশতঃ সরোবরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সভার উভয় পার্শ্বে ফল-পুষ্প-কিস-লয়োপ-শোভিত সুশীতল নীলবর্ণ ছায়াসম্পন্ন মনোরম বহুবিধ উন্নত পাদপাবলী সন্নিবেশিত ছিল। অতি সুরভি কানন ও হংস-কারণ্ডবচক্রবাকোপশোভিত পুষ্করিণীসকল সভার চারি দিকে শোভা বিস্তার করিল। সমীরণ তত্রত্য জলজ ও স্থলজ পদ্মের গন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সেবা করিতে লাগিল। ময়দানব চতুর্দ্দশ মাসে রমণীয় সভাভূমি নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমাপ্তি সম্বাদ প্রদান করিল।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঘৃত মধুমিশ্রিত পায়স, ফল, মূল হরিণাদি মৃগমাংস, বিবিধ চোষ্য, নানাবিধ পেয় ও মিষ্টান্ন দ্বারা নানাদিগ্‌দেশাগত অযুতসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন। পরে অখণ্ড বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন ও একৈক ব্যক্তিকে সহস্র সহস্র গোদানপূর্ব্বক সভাপ্রবেশ করিলেন। সভামধ্যে গগনস্পর্শী পুণ্যাহধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিবিধ বাদ্য বাদন ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও স্থাপনা করিলেন। সভাস্থলে মল্ল, ঝল্ল, নট, বৈতালিক ও সূতসকলে উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির দেবপূজা সম্পাদনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ সমভি-ব্যাহারে সেই রমণীয় সভায় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। মহর্ষিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। ভূপালগণ নানাদেশ হইতে আগমনপূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট হইলেন। আর অসিত, দেবল, সত্য, সর্পমালী, মহাশিরা, অর্ব্বাবসু, সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, দাণ্ড, স্থূলশিরা, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, শুক, সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, তিত্তিরি, যাজ্ঞবল্ক্য, সপুত্র লোমহর্ষণ, অপ্সুহোম্য, ধৌম্য, অনীমাণ্ডব্য, কৌশিক, দামোষ্ণীশ, ত্রৈবলি, পর্ণাদ, বরজানুক, মৌঞ্জায়ন, বায়ুভক্ষ, পারাশর্য্য, সারিক, বলীবাক, সিনীবাক, সত্যপাল, কৃতশ্রম, জাতুকর্ণ, শিখাবান, আলম্ব, পারিজতাক, মহাভাগ পর্ব্বত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পবিত্রপাণি, সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জঙ্ঘাবন্ধু, রৈভ্য, কোপবেগ, ভৃগু, হরিবভ্রু, কৌণ্ডিল্য, বভ্রুমালী, সনাতন, কাক্ষীবান, ঔশিজ, নাচিকেতা, গৌতম, পৈঙ্গ, বরাহ, শুনক, মহাতপা শাণ্ডিল্য, কুক্কুর, বেণুজঙ্ঘ, কালাপ, কঠ ও অন্যান্য বেদ-বেদাঙ্গ পারগ ধর্ম্মজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষিগণ এবং ব্যাসশিষ্য আমরা তথায় অতিপবিত্র কথা কীর্ত্তন করত মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতে লাগিলাম। শ্রীমান্ মহাত্মা ধর্ম্মশীল মঞ্জকেতু, বিবর্দ্ধন, সংগ্রামজিৎ দুর্ম্মুখ, বীর্য-বান্ উগ্রসেন, ক্ষিতিপতি কক্ষসেন, অপরাজিত ক্ষেমক, কাম্বোজরাজ কমট, বজ্রধরসদৃশ প্রভাবশালী যবনজিৎ মহাবল কম্পন, জটাসুর, মদ্রকরাজ, কুন্তী, কিরাতরাজ পুলিন্দ পুণ্ড্রক, অঙ্গ, বঙ্গ, অন্ধ্রক, পাণ্ড, উড্ররাজ, সুমিত্র, শত্রুঘাতী শৈব, কিরাতরাজ সুমনা, যবনাধিপতি চাণুর, দেবরাত, ভীমরথ ভোজ শ্রুতায়ুধ, কালিঙ্গ, জয়সেন, মাগধ, সুকর্ম্মা চেকিতান, শত্রুমর্দ্দন পুরু, কেতুমান, বসুদান, বৈদেহ, কৃতক্ষণ, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, মহাবল শ্রুতায়ু, দুর্দ্ধর্ষ অনূপরাজ, সুদর্শন ক্রমজিত, শিশুপাল, সপুত্র করুষাধিপতি বৃষ্ণিবংশীয় দেবরূপী কুমারগণ, আহুক, বিপৃথু, গদ, সারণ, অক্রূর কৃতবর্ম্মা, শিনীপুত্র সত্যক, ভীষ্মক, আকৃতি, বীর্য্যবান্ দ্যুমৎসেন, ধনুর্দ্ধর কৈকেয়বর্গ, যজ্ঞসেন, সৌমকি কেতুমান্, বসুমান্ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যে

সমস্ত রাজকুমার মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদিগের সতীর্থ রৌক্মিণেয়, সাম্ব, যুযুধান, সাত্যকি, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, শৈব্য প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ এবং ধনঞ্জয়ের সখা তুম্বুরু তথায় উপস্থিত হইলেন। গীতবাদ্যবিশারদ তানলয়কুশল অমাত্য সমবেত চিত্রসেন এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও কিন্নরগণ তুম্বুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তান লয় বিশুদ্ধস্বরসংযোগে সঙ্গীত করিয়া পাণ্ডুনন্দন ও মহর্ষিগণের প্রীতি সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যাদৃশ স্বর্গে দেবতারা ব্রহ্মাকে আরাধনা করেন, সেইরূপে সেই মহতী সভায় সকলে সমাসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা আরম্ভ করিলেন।

সভাক্রিয়া পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# লোকাপাল সভাখ্যান পর্বাধ্যায়।

## পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! মহানুভব পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় অধ্যাসীন হইলে দেবর্ষি নারদ, পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, ধৌম্য প্রভৃতি কতিপয় তেজঃপুঞ্জ ঋষি সমভিব্যাহারে ভুবনতলে বিচরণ করিতে করিতে সভায় উপনীত হইলেন। তিনি সমস্ত বেদ, উপনিষদ্, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ সমুদায় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাঁহার মত রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি পারদর্শী প্রায় দৃষ্ট হইত না, তিনি প্রগল্ভ স্মৃতিমান্ প্রমাণনিষ্ঠ কবি ও পুরাকল্প-বিশেষবিৎ ছিলেন; ষাড়্গুণ্য-প্রয়োগ বিষয়ে তাঁহার তুল্য কেহই ছিলেন না। ফলতঃ তাদৃশ সন্ধিবিগ্রহ কার্য্যকুশল ব্যক্তি সে সময়ে অতীব বিরল ছিল। তিনি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন, মেধাবী এবং ন্যায়বান্ ছিলেন। শিষ্যমণ্ডলীকে কিরূপে জ্ঞানোপদেশ ও কার্য্যোপদেশ প্রদান করিতে হয় তাহা তিনিই যথার্থ জানিতেন। তাঁহার ন্যায় সদ্বক্তা ও যুদ্ধগান্ধর্ব্বসেবী আর দৃষ্টিগোচর হইত না, তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারিতেন; তাঁহার নিকট বাক্যের গুণ দোষ বিবেচনা হইত। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গই যথাবিধি সেবা করিয়াছিলেন; যোগবলে ত্রিলোক সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইত এবং অতীত ও অনাগত কাল বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিতে পাইতেন।

দেবর্ষি সভাসীন পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা ধর্ম্মরাজের পূজা ও সৎকার করিলেন। নারদকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার অনুজগণ সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর বসিতে আসন প্রদান করিয়া গো, সুবর্ণ, মধুপর্ক, অর্ঘ এবং অন্যান্য অভিলষিত বস্তু দ্বারা তাঁহার যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। মহর্ষি রাজার সৎকারে সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া ধর্ম্মকামার্থযুক্ত বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাচ্ছলে উপদেশ করিতে লাগিলেন, মহারাজ! অর্থচিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ত বিস্মৃত হয়েন না? সুখানুভবে অত্যন্ত ব্যাসক্ত হইয়া মনকে ত একেবারে দূষিত করেন না? ত্রিবর্গসেবায় ত ত্বদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন? অর্থলুব্ধ হইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনে ত বিরক্তি প্রকাশ করেন না? ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া অর্থচিন্তায় ত একান্ত নিবৃত্ত হয়েন না? অবিশ্রান্ত কামরসাস্বাদ দ্বারা আপনকার ধর্ম্মার্থের ত হানি হইতেছে না? উচিত সময়ে ত উহাদিগের যথাবিধি সেবা করিয়া থাকেন? সপ্ত উপায়, গুণষট্‌ক ও স্বপরপক্ষের বলাবল ত সম্যক্ পর্য্যালোচিত হইয়া থাকে? কৃষি, বাণিজ্য দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয়শ্রবণ, পৌরকার্য্যদর্শন ও জনপদপর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয়? তোমার সপ্ত প্রকৃতি ত কুশলে রহিয়াছে? তাহারা ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন? তাহাদিগের ত প্রভুভক্তির লঘুতা দৃষ্ট হয় না? তাহারা ত ব্যসনে লিপ্ত নহে? নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের গুঢ়মন্ত্রণা সকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে ত সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত

মধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন ? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হয় ? কারণ মন্ত্রণা জয়লাভের অদ্বিতীয় হেতু। অতএব আপনি ত রাজ্যরক্ষার্থে সম্বৃতমন্ত্র শাস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অমাত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন ? বিপক্ষেরা ত আপনকার রাজ্য আক্রমণে ও বিলুণ্ঠনে সমর্থ নহে ? যথাকালে ত নিদ্রিত ও জাগরিত হন ? অপর রাত্রিতে ত অর্থ চিন্তা করিয়া থাকেন ? একাকী অথবা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না ? মন্ত্রিত মন্ত্র ত জনপদমধ্যে অপ্রচারিত থাকে ? স্বল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন ? আলস্যপরতন্ত্র হইয়া তাদৃশ কার্য্যে কখন ত বিঘ্নোৎপাদন করেন না। কৃষীবলেরা ত আপনার পরোক্ষে প্রকৃতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে ? কারণ প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই। অনারব্ধ কার্য্যের পরীক্ষার্থে ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষকসকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন ? যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরপুরুষ দ্বারা কুমারদিগকে ত যুদ্ধশিক্ষা করাইতেছেন ? সহস্র মূর্খবিনিময় দ্বারা একজন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন ? কারণ কোন প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন। দুর্গসকল ত ধন ধান্য উদক ও যন্ত্রে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন ? তথায় শিল্পীগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষসকল সর্ব্বদা ত সতর্কতাপূর্ব্বক কালযাপন করে ? একজন মেধাবী শূরদান্ত বিচক্ষণ অমাত্য রাজা এবং রাজপুত্রকে রাজলক্ষ্মীর প্রণয়াস্পদ করিতে পারেন। মহারাজ ! গূঢ় চরদ্বারা শত্রুপক্ষীয় চরস্থান ত বিশিষ্টরূপ অবধান হইয়া থাকেন ? অপ্রমত্ত হইয়া বিপক্ষবর্গের অজ্ঞাতসারে ত তাহাদিগের কার্য্যসকল নিরীক্ষণ করেন ? বিনয়সম্পন্ন অসূয়াশূন্য সৎকুলজাত বহুশ্রুত ব্যক্তিকে ত সৎকার করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছেন ? এবং বিধিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ সরল ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে ত হোমকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ? আপনকার দৈবজ্ঞ ত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ, রাজ্যাঙ্গকুশল ও সর্ব্বপ্রকার উৎপাতগণনায় সক্ষম ? আপনি কার্য্যের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ত লোকসকলকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ? প্রধান ভৃত্যের প্রতি প্রধান, মধ্যমের প্রতি মধ্যম এবং নিকৃষ্টের প্রতি ত নিকৃষ্ট কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়াছেন ? পিতৃপিতামহাগত শুচিস্বভাব বৃদ্ধ সচিবেরাই ত শ্রেষ্ঠ কার্য্যসম্পাদনে নিযুক্ত আছে ? প্রচণ্ড দণ্ডবিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না ? যাজকেরা পতিত ব্যক্তিকে যেমন অবজ্ঞা করেন এবং প্রমদারা যেমন তীক্ষ্ণস্বভাব কামপরতন্ত্র পতিকে অনাদর করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনকার রাজ্যশাসনকারী মন্ত্রীগণ ত আপনাকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে না ? মহাকুলপ্রসূত প্রগল্ভ, সৌর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য-সম্পন্ন, কার্য্যদক্ষ ও প্রভুপরায়ণ ব্যক্তিকেই ত সেনানীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ? সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ, প্রবলপরাক্রান্ত সচ্চরিত্র সাহসী সৈনিক পুরুষদিগকে ত যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন ? এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগের বেতনাদিপ্রদানে ত বিমুখ হয়েন না ? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে ? তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণপরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে ? সমস্ত রণকার্য্য নির্ব্বাহার্থে একজন শাসনাবজ্ঞ যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে ত নিযুক্ত করেন না ? যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকারদ্বারা প্রভুকার্য্য সুসম্পন্ন করে, তাহা হইলে সে ত আপনার নিকটে সম্যক্ পুরস্কৃত ও সমধিক সম্মানিত হইয়া থাকে ? জ্ঞানালোকসম্পন্ন কৃতবিদ্য অতিবিনীত গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে ত যথোচিত ধনদান করেন ? মহারাজ ! যাহারা কেবল আপনকার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্রপ্রভৃতি পরিবারবর্গকে ত ভরণ পোষণ করিতেছেন ? ক্ষীণবল বা যুদ্ধে পরাজিত শত্রু ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইলে তাহাকে ত পুত্রনির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন ? শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য ত্রিবিধ বল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া, অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন ? যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনিও সমদৃষ্টিতে সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতে-

ছেন? সৈন্যগণের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন? পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত যথাযোগ্য ধনদান করেন? স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয়পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, প্রমত্ত বিপক্ষদিগকে ত পরাজয় করিতেছেন? যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ত যথাবিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন? বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ কালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন? এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন? অষ্টাঙ্গযুক্ত, বলমুখ্য-কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত আপনকার চতুরঙ্গিনী সেনা ত শত্রুপরাজয়ে সক্ষম হইয়াছে? পররাষ্ট্রের শস্য চ্ছেদন ও শস্যসংগ্রহকাল উপেক্ষা করিয়া শত্রুহিংসায় ত প্রবৃত্ত হয়েন? অর্থচিন্তার নিমিত্ত আপনার অধিকৃত পুরুষেরা ত স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে নিযুক্ত হইয়া তৎকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে? তাহারা ত বিসম্বাদী হইয়া পরস্পরের মন্ত্রণা প্রকাশিত করে না? ভৃত্যেরা ত ত্বদীয় বশবর্ত্তী হইয়া খাদ্য সামগ্রী গাত্রমার্জ্জন বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্যসকল রক্ষা করিয়া থাকে? আপনাতে অনুরক্ত কর্ম্মচারীগণ ধান্যাগার, বাহন,দ্বার, আয়ুধ ও আয় ইত্যাদির ত সম্যক্ তত্ত্বাবধান করে? আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে ত রক্ষা করিয়া থাকেন? আপনার আয়ের চতুর্থ ভাগ, অর্দ্ধভাগ, বা ত্রিভাগ, দ্বারা নিজব্যয় ত নির্ব্বাহ করেন? বৃদ্ধলোক, জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বণিক, শিল্পী, আশ্রিত দীন, দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ধন ধান্য প্রদানদ্বারা ত অনুগ্রহ করিয়া থাকেন? আয় ব্যয়ে নিযুক্ত, গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয় ব্যয়সকল পূর্ব্বাহ্নে ত নিরূপণ করিতেছে? বিষয়কর্ম্মচতুর, হিতৈষী কর্ম্মচারীগণ অকৃতাপরাধে আপনকার নিকটে ত পদচ্যুত হইতেছে না? অধিকৃতবর্গের তারতম্য পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ত তদনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন? লুব্ধ, চৌর, বৈরী বা অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি ত্বদীয় কার্য্যে ত নিয়োজিত হয় না? তস্কর,লুব্ধক,কুমারগণ বা স্ত্রীদিগের প্রবলতা অথবা স্বয়ং রাষ্ট্রপীড়া ত উৎপন্ন করেন না? রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কাল যাপন করিতেছে? রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরসকল ত নিখাত হইয়াছে? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে? কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই? আবশ্যক হইলে, তাহাদিগকে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহস্বরূপ শতসংখ্যক ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন? সাধুলোক দ্বারা আপনার বার্ত্তাসকল ত সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতেছে? কারণ তদ্গুণে লোকে সুখী হইয়া থাকে। জনপদস্থ সমস্ত প্রাজ্ঞ বীর পুরুষেরা ত মহারাজের হিতচিন্তায় তৎপর রহিয়াছেন? নগর রক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রামসকল নগরের ন্যায় এবং ঘোষপল্লী, পল্লীগ্রামের ন্যায় ত করিয়া রাখিয়াছেন? নগরাদি ত তোমার সম্যক্ বশম্বদ রহিয়াছে? তস্করেরা ত ত্বদীয় বিষয়ে সম বিষম স্থলে দলবদ্ধ হইয়া নগরের অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে না? প্রমাদাগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগকে ত সমুচিত সান্ত্বনা করিয়া থাকেন? বিশ্বাস করিয়া ত তাহাদিগের নিকটে কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করেন না? কোন অমঙ্গল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া কুঙ্কুমচন্দনাদি প্রিয় বস্তুর অনুভবসুখে ত নিদ্রিত হয়েন না? রজনীর প্রথম দুই প্রহর নিদ্রায় অতিবাহন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পশ্চিম নিশায় ত ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়া থাকেন? হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন? আপনার শরীর রক্ষার্থে রক্তাম্বরধারী অলঙ্কৃত রক্ষকেরা ত খড়্গধারণপূর্ব্বক উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে? যমের ন্যায় আপনকার নিকটে ত পূজার্হ ব্যক্তি সমুচিত পূজা ও দণ্ডার্হ ব্যক্তি সমুচিত দণ্ড লাভ করে? কে প্রিয় কে অপ্রিয় তাহা ত সম্যক্রূপ পরীক্ষা করিয়া চলেন? শারীরিক পীড়া হইলে নিয়ম ও ঔষধ সেবন দ্বারা ত তাহার প্রতীকার বিধান করিয়া থাকেন? মানসিক পীড়া হইলে বৃদ্ধব্যক্তিদিগের সহিত সতত আলাপ করিয়া ত স্বাস্থ্য লাভ করেন? আপনার বৈদ্যগণ ত অষ্টাঙ্গ চিকিৎসাবিদ্যায় বিশারদ, সুহৃদ ও অনুরক্ত? তাহারা ত সতত আপনার শারীরিক হিতচেষ্টা

পাইয়া থাকে? আপনি ত লোভ, মোহ ও অভিমান-রহিত হইয়া অর্থী প্রত্যর্থীদিগের কার্য্যদর্শন করেন? লোভ, মোহ, বিশ্রম্ভ অথবা প্রণয়ের বশীভূত হইয়া ত আশ্রিত লোকদিগের বৃত্তি রোধ করেন না? পৌরবর্গ ও জনপদবাসী লোকেরা ত মিলিত হইয়া শত্রুর নিকট হইতে বিপুল অর্থগ্রহণপূর্ব্বক আপনার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছে না? দুর্ব্বল শত্রুকে ত বল প্রয়োগ-পূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না? মন্ত্রবলে ত বলবান্ শত্রুকে সমধিক যন্ত্রণা প্রদান করিতেছেন না? বল প্রয়োগ ও মন্ত্র দ্বারা কাহার ত একধারে সর্ব্বনাশ হই-তেছে না? প্রধান প্রধান রাজগণ ত আপনার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত? তাঁহারা ত ত্বদীয় সমাদরের বশীভূত হইয়া উপকারার্থে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত হয়? আপনি ত সর্ব্ববিদ্যা-বিষয়ে গুণ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ-গণের ও সজ্জনদিগের পূজা করিয়া থাকেন? কারণ উহা আপনকার মোক্ষহেতু ও মঙ্গলবিধায়িনী। মহারাজ! যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষাচরিত ত্রয়ীমূলক ধর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছেন? সুস্বাদ অন্নপান দ্বারা গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে ত ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন; একাগ্রচিত্ত হইয়া ত বাজপেয় ও পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়েন? গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা, তাপসগণ, চৈত্যবৃক্ষ ও শুভফলপ্রদ ব্রাহ্মণদিগকে ত নমস্কার করিয়া থাকেন? আপনি ত শোক ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হয়েন না? লোক সকল মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে লইয়া ত আপনার পার্শ্বে অবস্থিতি করে? হে মহারাজ! আপনার বুদ্ধি ও ক্রিয়া ত মদীয় প্রশ্নের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছে? কারণ একপ হইলে উভয়ই আয়ুষ্য যশস্য ও ধর্ম্মকামার্থদর্শিনী হইবে। এতদনুসারে কার্য্য করিলে রাজ্যের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, রাজাও পৃথিবী জয় করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। লোভান্ধ অনভিজ্ঞ ত্বদীয় অধিকৃত লোক কর্ত্তৃক চৌরা-পবাদগ্রস্ত আর্য্যচরিত বিশুদ্ধস্বভাব শুচিব্যক্তি নিধনদণ্ডে ত দণ্ডিত হয়েন না? দুষ্ট অহিতকারী কদর্য্যস্বভাব দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্ত্র সহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমালাভে সমর্থ হয় না? নাস্তিকা, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গলকার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ ত আপনি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছেন? উক্ত চতুর্দ্দশ রাজদোষ বদ্ধমূল ভূপালদিগকেও উন্মূলিত করে। আপনার বেদাধ্যয়ন ত সফল হইয়াছে? ধনো-পার্জ্জনের ত সার্থকতা লাভ করিয়াছেন? দারপরিগ্রহের ত ফল লাভ হইয়াছে? এবং বিদ্যাশিক্ষাও ত ফলবতী বটে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! আপনি যে আমার বেদাধ্যয়নাদির সফলতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসমস্ত কিরূপে সফল হয়? নারদ কহিলেন, মহারাজ! বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র; ধনোপার্জ্জনের ফল দান ও ভোজন; দারপরিগ্রহের ফল রতিক্রীড়া ও অপত্যোৎ-পাদন; বিদ্যাশিক্ষার ফল সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার। মহা-তপা মুনিবর এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! লাভপ্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে সমাগত বণিক্‌গণের নিকট আপনকার শুল্কোপজীবী রাজপুরুষেরা ত যথোক্ত শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকে? সেই সকল বণিকেরা ত সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়? এবং ত্বদীয় লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ত পণ্য দ্রব্য আনয়ন করে? আপনি ত অবহিত হইয়া ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশ বাক্য-শ্রবণ করিয়া থাকেন? কৃষিতন্ত্র, গো, পুষ্প, ফল ও ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে ত ঘৃত মধু প্রদান দ্বারা আপ্যায়িত করেন? শিল্পকারদিগকে ত উপকরণ সামগ্রীসকল নিয়ত প্রদান করিয়া থাকেন? হে মহারাজ! কৃতোপকার ত স্মরণ করিয়া রাখেন? সৎকর্ম্ম করিলে তাহাকে ত প্রশংসা ও সাধুগণমধ্যে সমাদরপূর্ব্বক সৎকার করিয়া থাকেন? হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতির লক্ষণসকল ত শিক্ষা করিয়াছেন? গৃহে বসিয়া ত ধনুর্ব্বেদের লক্ষণ ও নাগর যন্ত্রসূত্র সম্যক্‌রূপ অভ্যাস করেন? মহারাজ! শত্রুনাশক সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড ও বিষযোগ ত আপনকার বিদিত রাখিয়াছেন? অগ্নি, ব্যাল, রোগ ও ক্ষোভ হইতে ত স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন? অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত

পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন? নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মার্দ্দব ও দীর্ঘসূত্রতা, এই ছয়টি অনর্থ ত একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন? মহাত্মা কুরুসত্তম যুধিষ্ঠির, দেবর্ষির এবম্প্রকার উপদেশবাক্য শ্রবণানন্তর পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম ও অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে তপোধন! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধিবৃত্তি পুনর্ব্বার প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজা দেবর্ষিসমক্ষে যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তদনুরূপ কার্য্যও করিতে লাগিলেন; এবং অচিরকাল মধ্যে সাগরাম্বরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইলেন। নারদ কহিলেন, মহারাজ! যিনি এইরূপে চতুর্ব্বর্গ রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে পরমসুখে বিহার করিয়া চরমে ইন্দ্রসলোক প্রাপ্ত হয়েন।

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ব্রহ্মর্ষি নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক তদীয় উত্তরস্বরূপ আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি যে ধর্ম্মনিশ্চয় উপদেশ করিলেন, তাহা ন্যায়ানুগত বটে, আমি সাধ্যানুসারে এতদনুরূপ করিয়া থাকি। পূর্ব্বকালে ভূপালগণ ন্যায়ত সঙ্গৃহীতার্থ যে সমস্ত অর্থবৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিতেন, আমিও সেইরূপ করিতেছি। আর তাঁহারা যে সকল সৎকর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি তাহা আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু অনিয়তাত্মতাপ্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারি না।

যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে বিশ্রান্ত দেখিয়া রাজগণমধ্যে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক যথাযোগ্য সময়ে কহিলেন, ভগবন্! আপনি অপ্রতিহত গতিপ্রভাবে ব্রহ্মনির্ম্মিত অনেকানেক লোক সন্দর্শন করত পর্য্যটন করিতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন স্থানে আমাদিগের এই অপূর্ব্ব সভার তুল্য বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না? অনুগ্রহপূর্ব্বক কহিয়া চরিতার্থ করুন। মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে ও মধুর বচনে কহিলেন, মহারাজ! তোমার এই মণিময়ী সভাসদৃশী দ্বিতীয় সভা মনুষ্যলোকে দর্শন বা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে যদি তোমার শ্রবণবাসনা বলবতী হয়, তবে পিতৃরাজ যম, ধীমান্ বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্র ও কৈলাসনিবাসী কুবেরের সভা কীর্ত্তন করিব। ভগবান্ ব্রহ্মার দিব্যাভিপ্রায়োপেত বিশ্বরূপিণী ক্লমাপহারিণী দিব্য এক সভা আছে, আমি সেই সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সভা, দেবগণ, পিতৃলোক, সাধ্যসমূহ এবং শান্ত যতাত্মা যাজ্ঞিকবর্গ শান্তশীল বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে, তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! সেই সমস্ত সভা কিরূপ বিস্তীর্ণ ও আয়ত এবং তাহাতে কতই বা দ্রব্যজাত রহিয়াছে? পিতামহ ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত যম, বরুণ ও কুবের স্ব স্ব সভায় আসীন হইলে কে কে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিয়া থাকেন? আপনি এই সমস্ত কীর্ত্তন করুন, শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত কুতূহল হইয়াছে। মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি ক্রমশঃ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

---

## সপ্তম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র বহু প্রযত্নসহকারে বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা আপনার সভা নির্ম্মাণ করান। ঐ সভার প্রভা সূর্য্যের ন্যায়, উহা শত যোজন বিস্তীর্ণ, সার্দ্ধ শত যোজন দীর্ঘ এবং পঞ্চ যোজন উন্নত। উহা শূন্যমার্গে স্থিত ও যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে। উহাতে জরা, শোক, ক্লম, আতঙ্ক প্রভৃতি কিছুই নাই। মধ্যে মধ্যে উত্তমোত্তম গৃহ আসন ও দিব্য পাদপ সমুদায় শোভা পাইতেছে। অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন শ্রীমান্ যশস্বী অমররাজ ইন্দ্র দিব্য কিরীট, দিব্যাম্বর, লোহিতাঙ্গদ ও চিত্র মাল্য ধারণপূর্ব্বক শচীসমভিব্যাহারে ঐ সভায় মহার্হ আসনে উপবিষ্ট থাকেন।

গৃহবাসী যাবতীয় দেবগণ ও দিব্যরূপধারী দিব্যালঙ্কারশোভিত সিদ্ধ ও সাধ্যগণ, হেমমাল্যধারী, তেজস্বী

মরুত্বদ্গণ, অন্যান্য দেবগণ এবং অমল, পাপরহিত, অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান, তেজস্বী ও শোকজ্বররহিত দেবর্ষিগণ, অনুচরগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যহ ঐ সভায় আগমন করিয়া মহেন্দ্রের উপাসনা করেন। মহর্ষি পরাশর, পর্ব্বত, সাবর্ণি, গালব, শঙ্খ, লিখিত, গৌরশিরা, ক্রোধন দুর্ব্বাসা, শ্যেন, দীর্ঘতমা, পবিত্রপাণি, যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুকি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড্য, ভাণ্ডায়নি, হবিষ্মান, গরিষ্ঠ, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, হৃদ্য, উদরশাণ্ডিল্য, পারাশর্য্য, কৃষীবল, বাতস্কন্ধ, বিশাখ, বিধাতা, কাল, করালদন্ত, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা ও তুম্বুরু এবং অযোনিজ ও যোনিজগণ, বায়ুভক্ষসকল ও হুতাশিসমুদয়, সর্ব্বলোকেশ্বর পুরন্দরের উপাসনা করেন। সহদেব, সুনীথ, মহাতপা বাল্মীকি, সত্যবাক্ শমীক, সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রচেতা, মেধাতিথি, বামদেব, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরুত্ত, মরীচি, মহাতপা স্থাণু, কাক্ষিবান্, গৌতম, তার্ক্ষ্য, মহর্ষি বৈশ্বানর, কালকবৃক্ষীয়, আশ্রাব্য, হিরণ্ময়, সম্বর্ত্ত, দেবহব্য, বীর্য্যবান বিশ্বকসেন, দিব্য অপ্‌সমুদায়, ওষধিসকল, শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, বিদ্যুৎ সমুদায়, জলবাহ মেঘগণ, বায়ুগণ, স্তনয়িত্নুগণ, পূর্ব্ব দিক্, যজ্ঞবাহ সপ্তবিংশতিসংখ্যক পাবকগণ, অগ্নিসমবেত সোম, ইন্দ্রসমবেত অগ্নি, মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বদেবগণ, শুক্র, সাধ্যগণ শুক্র, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, সুমন, তরুণ, যজ্ঞসকল, দক্ষিণাসকল, গ্রহগণ, তারাসমুদয় ও যজ্ঞবাহ মন্ত্রগণ ঐ সভায় সমুপস্থিত থাকেন। অপ্সরোগণ ও মনোরম গন্ধর্ব্বসকল, বিবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, মঙ্গল স্তুতিপাঠ ও বিক্রম প্রকাশ দ্বারা বলবৃত্রনিসূদন ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করেন। তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণ, হুতাশনের ন্যায় জাজ্বল্যমান রাজর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ দিব্যমাল্যাদি ধারণপূর্ব্বক চন্দ্রসদৃশ মনোরম বিমানে আরোহণ করত সর্ব্বদা ঐ সভায় গতায়াত করেন। বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্য সমুপস্থিত হয়েন। চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ব্রহ্মার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এই সমস্ত ব্যক্তি, অন্যান্য মহাত্মাগণ, ভৃগু ও সপ্তর্ষিমণ্ডল তথায় আগমন করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমি এই নলিনরাজিবিরাজিত ইন্দ্রসভা পূর্ব্বে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্ষণে যমের সভা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

## অষ্টম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে মহারাজ! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বৈবস্বত যমের যে সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি, অবহিত হউন। ঐ কামরূপিণী সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্না, নাতিশীতোষ্ণা, মনোহারিণী সভা শত যোজন বিস্তীর্ণ। উহাতে শোক, জরা, ক্ষুধা, পিপাসা, দৈন্য, ক্লম প্রভৃতি কোন অপ্রিয়ই নাই। তথায় দিব্য মর্ত্ত্য কাম্য যাবতীয় বস্তু, সরস সুস্বাদু মনোহর প্রচুর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য, সুগন্ধ মাল্য, কামফল পাদবাবলী এবং সুস্বাদ শীত ও উষ্ণ সলিল সমুদায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিয়াছে।

হে রাজন্! পরম পবিত্র রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ ঐ সভায় আগমন করিয়া হৃষ্টচিত্তে যমের উপাসনা করেন। যযাতি, নহুষ, পুরু, মান্ধাতা, সোমক, নৃগ, রাজর্ষি ত্রসদস্যু, কৃতবীর্য্য, শ্রুতশ্রবা, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধ কৃতবেগ, কৃতি, নিমি, প্রতর্দন, শিবি, মৎস্য, পৃথুলাক্ষ, বৃহদ্রথ, বার্ত্ত, মরুত্ত, কুশিক, সাঙ্কাশ্য, সাঙ্কৃতি, ধ্রুব, চতুরশ্ব, সদশ্বোর্ম্মি, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, সুরথ, ভরত, সুনীথ, নিশঠ, নল, সুমনা দিবোদাস, অম্বরীষ, ভগীরথ, ব্যশ্ব, সদশ্ব, বধ্র্যশ্ব, বেগবান্ পৃথুশ্রবা, পৃষদশ্ব, বসুমনা, মহাবল ক্ষুপ, বৃষদর্ভ, বৃষসেন, মহারথ, পুরুকুৎস, আর্ষ্টিষেণ, দিলীপ, মহাত্মা উশীনর, ঔশীনরি, পুণ্ডরীক, শর্য্যাতি, শুদ্ধাত্মা শরভ, অঙ্গ, রিষ্ট, বেন, দুষ্মন্ত, সৃঞ্জয়, জয়, ভাঙ্গাসুরি, সুনীথ, নিষধ, বহীনর, করন্ধম, বাহ্লিক, দ্যুম্ন, মহাবল মধু, ঐল, মরুত্ত, কপোতরোমা, তৃণক, সহদেব, অর্জ্জুন, সাশ্ব, কৃশাশ্ব, মহারাজ শশবিন্দু, দাশরথি রাম, লক্ষণ, অলর্ক, কক্ষসেন, গয়, গৌরাশ্ব, জামদগ্ন্য রাম, নাভাগ, সগর, ভূরিদ্যুম্ন, মহাশ্ব, পৃথাশ্ব, জনক, ভূপতি, বৈণ্য, বারিষেণ, পুরুজিৎ জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ত্ত, রাজা উপরিচর, ভীমজানু, ইন্দ্রদ্যুম্ন, গৌরপৃষ্ঠ, নল, গয়, পদ্ম, মুচুকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, প্রসেনজিৎ, অরিষ্টনেমি, সুদ্যুম্ন, পৃথলাশ্ব, অষ্টক, মৎস্যবংশীয় শত নরপতি, নীপবংশীয় শত ভূপাল, হয়বংশীয় শত রাজা, ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় শত জন, জনমেজয়বংশীয় অশীতি জন, ব্রহ্মদত্তবংশীয় শত জন, ঈরিবংশীয় শত জন, ভীষ্মবংশীয় দ্বিশত জন, ভীমবংশীয় শত

জন, প্রতিবিন্ধ্যবংশীয় শত জন, নাগবংশীয় শত জন, পলাশবংশীয় শত জন, ও কুশকাশ প্রভৃতি শত জন এবং রাজেন্দ্র শান্তনু, তোমার পিতা পাণ্ডু, উশঙ্গব, শতরথ, দেবরাজ, জয়দ্রথ, মন্ত্রিসমবেত বুদ্ধিমান্ রাজর্ষি বৃষদত্ত ও অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ মহৎ অশ্বমেধানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গে-গত শশবিন্দুবংশীয় সহস্র সহস্র জন ঐ সভায় গমন করিয়া ভগবান্ যমের উপাসনা করেন। হে রাজন্! এই সমস্ত রাজর্ষিগণ পরম পবিত্র, কীর্ত্তিমান ও বহুশ্রুত। অগস্ত্য, মতঙ্গ, কাল মৃত্যু, যজ্ঞসকল, সিদ্ধগণ, যোগশরীরি সমুদয় এবং মূর্ত্তিমান্ অগ্নিস্বাত্ত, ফেনপ, উষ্মপ, স্বধাবান্, বর্হিমদপ্রভৃতি পিতৃগণ, কালচক্র, সাক্ষাৎ ভগবান বহ্নি, দুষ্কৃতকর্ম্মা মনুষ্যগণ, দক্ষিণায়ন মৃত্যুগণ, কালনয়নে নিযুক্ত যমের পুরুষগণ, সিংসপপালাশসমুদায় ও কাশকুশাদি সকল ঐ সভায় ভগবান্ যমের উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেকে আসিয়া ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নামের ও কর্ম্মের সংখ্যা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। হে কুন্তীনন্দন। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বহুকাল তপস্যা করিয়া ঐ পরম রমণীয় সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা যথেচ্ছা গমন করিতে পারে, উহাতে ভয়ের সম্পর্ক নাই এবং উহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যেন সতত প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।

হে রাজন্! উগ্রতপা, সুব্রত, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব, বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র ও শূন্যাসীন সন্ন্যাসিগণ এবং ভাস্বরকলেবর, দিব্যাম্বর, বিচিত্রাঙ্গদ, চিত্রমালা, উজ্জ্বল কুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত পুণ্যশালী অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় গমন করিয়া থাকে। নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাস্য, পুণ্য, গন্ধ ও শব্দ এবং দিব্য মাল্যসমুদায় তথায় সতত সমুপস্থিত থাকে। সহস্র সহস্র দিব্যরূপধারী মনস্বী ধার্ম্মিকগণ মহাত্মা যমের উপাসনা করেন। হে মহারাজ! মহাত্মা ধর্ম্মরাজের সভা এইপ্রকার, এইক্ষণে নলিনমালাশালিনী বরুণের সভা বর্ণন করিব।

---

## নবম অধ্যায়।

দেবর্ষি নারদ কহিলেন, মহারাজ! দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, বরুণের অসীমপ্রভাসম্পন্ন অত্যুন্নত ও শুক্ল প্রাকার-পরিবেষ্টিত যমসভার ন্যায় আয়ত এক অপূর্ব্ব সভা সলিল মধ্যে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা ফলপুষ্পোপশোভিত রত্নময় রমণীয় বৃক্ষমালায় অলঙ্কৃত এবং নীল সিত লোহিত কৃষ্ণ শ্যামলবর্ণ বিতানে ও মঞ্জরীজালধারী গুল্মসকলে সমাচ্ছন্ন। তথায় বিপুলকলেবর সুমধুর স্বরসংযোগশালী শত সহস্র অনির্দ্দেশ্য বিবিধ বিহগগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতেছে। সেই সভাস্থলী নাতিশীতোষ্ণ ও সুখস্পর্শবিশিষ্ট, বেশ্মাবলী ও আসনসমূহে তাহার মনোহর শোভা সম্পন্ন করিয়াছে। বরুণদেব দিব্যাম্বরধারী ও দিব্যাভরণবিভূষিত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী বারুণীদেবী সমভিব্যাহারে তথায় বিরাজ করেন। সেই স্থানে সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চিত দিব্য মাল্যধারী আদিত্যগণ, বাসুকি, তক্ষক, নাগ, ঐরাবত, কৃষ্ণ, লোহিত, প্রভৃত বলশালী পদ্মচিত্র, কম্বল, ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বতর, বলাহক, মণিমান, কুণ্ডধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, অণিমান, প্রহ্লাদ, মূষিকাদ, জনমেজয় ও অন্যান্য পতাকী ফনাবান্ মণ্ডলবিশিষ্ট বহুতর সর্পগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ বরুণদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। আর বিরোচননন্দন বলী, মহারাজ নরক, সংহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, কালখঞ্জ দানবসকল, সুহনু, দুর্ম্মুখ, শঙ্খ, সুমনা, সুভতি, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, স্বরূপ, বিরূপ, মহাশিরা দশগ্রীব, বালী, মেঘবাসা, দশাবার, টিট্টিভ, বিটভূত, ইন্দ্রতাপন, সংহ্রাদ, দিব্য কুণ্ডলধারী লব্ধরব, বীরাগ্রণী জিতমৃত্যু দৈত্যদানবসকল সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান ও দিব্যমাল্য ধারণপূর্ব্বক বরুণদেবকে উপাসনা করিতেছেন। আর চারি সমুদ্র, ভাগীরথী, কালিন্দী, বিদিশা, বেণ্ণা, বেগবাহিনী নর্ম্মদা, বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, দেবনদী, সিন্ধু, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণ্ণা, সরিদ্বরা, কাবেরী, কিম্পুনা, বিশল্যা, বৈতরণী, তৃতীয়া, জ্যেষ্ঠিলা, মহানদ শোণ, চর্ম্মণ্বতী, পর্ণাশা, মহানদী সরযূ, বারবত্যা, লাঙ্গলী, করতোয়া, আত্রেয়ী, মহানদ লৌহিত্য, লবন্তী, গোমতী, সন্ধ্যা, ত্রিঃস্রোতসী ও অন্যান্য প্রখ্যাত নদী, তীর্থ, সরোবর, কূপ, বিগ্রহশালী প্রস্রবণ, দেহবিশিষ্ট তড়াগ ও পল্বল সকল, দশদিক, মহী, মহীধরসমুদয় ও জলচর জীবসকল মহাত্মা বরুণের উপাসনা করিতেছে। গীত বাদ্যানুরক্ত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ স্তুতিবাদ দ্বারা

তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। রত্নসম্পন্ন পর্ব্বত ও রসসকল সুমধুর কথাপ্রসঙ্গে তথায় অধ্যাসীন রহিয়াছে। বরুণমন্ত্রী সুনাভ, গোনামক পুষ্কর ও পুত্রপৌত্রগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই সমস্ত মহাত্মারা বিগ্রহ পরিগ্রহপূর্ব্বক বরুণদেবকে উপাসনা করিয়া থাকেন। আমি পর্য্যটনপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে বরুণসভা দর্শন করিয়া ছিলাম, এক্ষণে কুবেরসভা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

---

## দশম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! ধনাধিপতি কুবেরের সভা দীর্ঘে শত যোজন ও প্রস্থে সপ্ততি যোজন বিস্তীর্ণ ঐ আবরণশালিনী সভা শশধর ও কৈলাসশিখরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কুবের বহু দিবস তপস্যা করিয়া ঐ সভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুহ্যকগণ নিরন্তর উহা বহন করায় বোধ হয় যেন শূন্যমার্গেই অবস্থিতি করিতেছে। মহামূল্য বিবিধ রত্ন উহার বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে। দিব গন্ধে সকলেরই নাসারন্ধ্র চরিতার্থ হইতেছে। উন্নত হিরণ্ময় প্রাসাদে উহার এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদিত হইয়াছে। তাদৃশ মনোহারিনী সভা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। উহা বিদ্যুন্মালার ন্যায় হেমময় অবয়ব দ্বারা বিচিত্র হইয়াছে। ঐ সভামধ্যে শ্রীমান্ মহারাজ কুবের বিচিত্র বসন ভূষণ ধারণপূর্ব্বক সহস্র সহস্র স্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জল, পরম পবিত্র, বিচিত্র আস্তরণে আবৃত ও দিব্য পাদপীঠসংযুক্ত মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট থাকেন। মনোহর শীতল সমীরণ উদার মন্দারবন পরিলোড়ন পূর্ব্বক বহুবিধ সুরভি কমল, কহ্লার, অলকাপুরী ও নন্দন বনের গন্ধ বহন করত তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এ সভায় দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া দিব্য তানে গান করিয়া থাকেন। মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, চারুনেত্রা ঘৃতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকস্থলা করিয়ী, সহজন্যা প্রম্লোচা, উর্ব্বশী, ইরা, বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা, লতা ও অন্যান্য সহস্র সহস্র নৃত্য গীতবিশারদ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোবর্গ কুবেরের উপাসনা করেন। সেই সভা দিব্য বাদ্য, নৃত্য গীতে ও গন্ধর্ব্বাপ্সরসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া কমনীয় শোভায় শোভিত হইয়াছে। মনিভদ্র, ধনদ, শ্বেতভদ্র, গুহ্যক, কশেরক, গণ্ডকণ্ডু, মহাবল প্রদ্যোত, কুস্তুম্বুরু, পিশাচ, গজকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ, তাম্রৌষ্ঠ, ফলকক্ষ, ফলোদক, হংসচূড়, শিখাবর্ত্ত, হেমনেত্র, বিভীষণ, পুষ্পানন, পিঙ্গলক, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃক্ষবাস্পনিকেত, চীরবাসা ও অন্যান্য শত সহস্র যক্ষ সেই সভায় অধ্যাসীন হয়। ভগবতী কমলালয়া নিয়ত তথায় অবস্থিতি করেন, নলকূবর তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া থাকে। আমার ও মদ্বিধ অনেক ব্যক্তির কত শত বার তথায় অধিষ্ঠান হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিবর্গ, রাক্ষসসমূহ ও অন্যান্য মহাবল গন্ধর্ব্বসমূহ সভামধ্যে ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। শূলহস্ত ভগবান্ ভবনীপতি বিগতক্লমা ভগবতী কাত্যায়নী সমভিব্যাহারে বামন, বিকট, কুব্জ, লোহিতাক্ষ, মহাবর, মেদমাংসাশন শত সহস্র ভূতগণে পরিবৃত হইয়া তথায় বিরাজমান হয়েন। বায়ুর ন্যায় মহাবেগশালী নানা প্রহরণে পরিবৃত হইয়া মহাবল পুরন্দর সর্ব্বদা সখা কুবেরের সহাসীন থাকেন। বিশ্বাবসু, হাহা, হুহু, তুম্বুরু, পর্ব্বত, শৈলুষ, গীতজ্ঞ, চিত্রসেন ও চিত্ররথপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতি এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। বিদ্যাধরাধিপতি চক্রবর্ম্মা অনুজগণের সহিত তাঁহার সন্নিহিত থাকিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। শত, শত কিন্নর এবং ভগদত্তপ্রভৃতি রাজারাও তথায় ধনেশ্বরের উপাসনায় লিপ্ত হন্। কিম্পুরুষাধিপতি দ্রুম, রাক্ষসাধিপতি মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, কুবেরের ভ্রাতা বিভীষণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নিশাচর সমভিব্যাহারে তাঁহার উপাসনা করেন। হিমালয়, পারিপাত্র বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দর, মলয়, দর্দ্দুর, মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, ইন্দ্রকীল, সুনাভ, দিব্য গিরিদ্বয় এবং মেরুপ্রভৃতি অন্যান্য অনেক পর্ব্বতগণ ধনাধিপতির উপাসনা করিয়া থাকেন। নন্দীশ্বর ভগবান্ মহাকাল, শঙ্কুকর্ণপ্রভৃতি দিব্য সভাগণ, কাষ্ঠ, কুটীমুখ, দন্তী, তপোধিকা বিজয়া শ্বেতবর্ণ মহাবল নিনাদকারী বৃষভ অন্যান্য রাক্ষসগণ ও পিশাচবর্গ কুবেরের উপাসনা করেন। পুলস্তনন্দন কুবের সর্ব্বদাই ভূতপরিবৃত ভগবান্ ভবানীপতিকে প্রণিপাত করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সমীপে গমন করেন। মহাদেব ও কখন কখন তাঁহার প্রতি সখাভাব অবলম্বন

করিয়া থাকেন। নিধানপ্রধান শঙ্খ ও পদ্ম সমুদায় রত্ন গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। হে মহারাজ! আমি মনোহারিণী অন্তরীক্ষগামিনী সেই সভা কতবার নিরীক্ষণ করিয়াছি এক্ষণে ব্রহ্মার সভা বর্ণন করি, শ্রবণ করুন।

---

### একাদশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে পিতামহ ব্রহ্মার সভা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সভার তুলনা নাই। পূর্ব্বকালে সত্যযুগে ভগবান্ আদিত্য মর্ত্ত্যলোক দর্শনার্থী হইয়া পরমসুখে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া অপরিশ্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণপূর্ব্বক ব্রহ্মার মানসী সভা অবলোকন করেন। সভা দর্শন করিয়া তিনি আমাকে অকপটে কহিলেন, হে নারদ! ব্রহ্মার মানসী সভা অনির্দ্দেশ্য অপ্রমেয় ও সর্ব্বভূতমনোরম। আমি আদিত্যমুখে ব্রহ্মসভার শোভা বর্ণন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তদ্দর্শনে একান্ত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলাম, ভগবন্! এক্ষণে সর্ব্ব পাপনাশিনী শুভা ব্রহ্মসভা সন্দর্শন করিতে আমার সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে, অতএব আমি যেরূপ তপস্যা, ঔষধ, যোগ ও কর্ম্মদ্বারা তাহা দেখিতে পাইব, এমত বলিয়া দেন। দিবাকর এই কথা শুনিয়া বর্ষসহস্রসাধ্য ব্রতের কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! তুমি একান্তমনে ব্রহ্মব্রত অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর আমি তদীয় আদেশে হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশে ঐ মহাব্রত সাধন করিলাম। তৎপরে তাঁহার সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মসভায় উপনীত হইয়া দেখিলাম, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ অপূর্ব্ব সভা নির্দ্দেশ করা যায় না, ক্ষণে ক্ষণে উহা নানারূপ ধারণ করে, পরিমাণ ও সংস্থানবিষয়ে উহার কেহই কিছুই অবধারণ করিতে পারেন না। ফলতঃ আমি ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু কদাচ প্রত্যক্ষ করি নাই। ঐ সভা অতিশয় সুখজনক ও নাতিশীতোষ্ণ, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে লোকের ক্ষুৎপিপাসাজনিত ক্লেশ ও গ্লানিচ্ছেদ হয়, আপাততঃ দেখিলে প্রতীতি হয়, যেন সভা নানাবিধ অতিভাস্বর মণি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভ দ্বারা ঐ শাশ্বতী সভা অবলম্বিত নহে তথাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতেছে না। তথায় নানাবিধ দিব্য ও অমিতপ্রভ ভাবসমুদয় আবির্ভূত রহিয়াছে। ব্রাহ্মী সভার প্রভাপুঞ্জ চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ও বিদ্যুতকে উপহাস করিয়া নভোমণ্ডলে শোভা বিস্তার করিতেছে। তন্মধ্যে অদ্বিতীয় ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবমায়া পরিগ্রহ করিয়া অধ্যাসীন হইয়া থাকেন। প্রজাপতিগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আর, দক্ষ, প্রচেতাঃ, পুলহ, মরীচি, কশ্যপ, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রহ্লাদ, কর্দ্দম, অথর্ব্ব, অঙ্গিরা, বালিখিল্য, মরীচিপ, মন, অন্তরীক্ষ, বিদ্যা, বায়ু, তেজ, জল, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকৃতি ও পৃথিবীর অন্যান্য কারণসমুদয়। মহাতেজা অগস্ত্য, বীর্য্যবান্ মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সম্বর্ত্ত, চ্যবন, মহাভাগ দুর্ব্বাসা, পরম ধার্ম্মিক ঋষ্যশৃঙ্গ, ভগবান্ সনৎকুমার, মহাতপা যোগাচার্য্য, অসিত, দেবল, তত্ত্ববিৎ জৈগিষব্য, জিতশত্রু ঋষভ, মহাবীর্য্য মণি, অষ্টাঙ্গ সম্পন্ন বিগ্রহধারী আয়ুর্ব্বেদ, নক্ষত্রগণপরিবৃতচন্দ্র, সহস্রকর দিবাকর বায়ু, ক্রতুগণ, সঙ্কল্প ও প্রাণ এই সমস্ত মহাব্রত পরায়ণ মূর্ত্তিমান মহাত্মা ও অন্যান্য বহুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গ ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, হর্ষ, দ্বেষ, তপস্যা ও সপ্তবিংশতি অপ্সরোগণ তথায় আগমন করিয়া থাকে। লোকপালবর্গ, শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, অঙ্গারক, শনৈশ্চর, রাহুপ্রভৃতি গ্রহসমস্ত, মন্ত্র, রথন্তর, হরিমান্, বসুমান্, নাম, দ্বন্দোদাহৃত, অদ্রিরাজসহ আদিত্যগণ, মরুতসমুদয়, বিশ্বকর্ম্মা, বসবর্গ, পিতৃগণ, সমস্ত হবিঃ, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, সর্ব্বশাস্ত্র, ইতিহাস, উপবেদ, বেদাঙ্গসমুদয়, যজ্ঞ, সোম, দেবগণ, দুর্গতরণী সাবিত্রী, সপ্তবিধ বাণী, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশ, ক্ষমা, সাম, স্তুতিশাস্ত্র, বিবিধ গাথা, দেহসম্পন্ন তর্কযুক্ত ভাষ্য, নানাপ্রকার নাটক, বিবিধ প্রকার কাব্য, বহুবিধ কথা, সমস্ত আখ্যায়িকা, সমুদয় কারিতা ঐ সমস্ত পাবন ও অন্যান্য গুরুপূজকগণ তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয়ঋতু, সম্বৎসর, পঞ্চযুগ, চতুর্ব্বিধ অহোরাত্র, দিব্য নিত্য অক্ষয় অব্যয় কালচক্র ও ধর্ম্মচক্র ইহারাও প্রতিদিবস

আসিয়া থাকেন। দিতি, অদিতি, দনু, সুরসা, বিনতা, ইরা, কালিকা, সরভী, দেবী, সরমা, গৌতমী, প্রভা, কদ্রু, দেবীদ্বয়, দেবমাতৃগণ, রুদ্রাণী, শ্রী, লক্ষ্মী, ভদ্রা, ষষ্ঠী, মূর্ত্তিমতী দেবী পৃথিবী, হ্রী, স্বাহা, কীর্ত্তি, সুরা, দেবী শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সম্বৃত্তি, আশা, নিয়তি, সৃষ্টি, দেবী রতি ও অন্যান্য দেবীগণ ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ ও অশ্বিনীকুমারযুগল, বিশ্বেদেব সমূহ, সাধ্যসার্থ, মনোজব পিতৃগণ, সকলে সভাসীন ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে পুরুষর্ষভ! ঐ পিতৃলোকদিগের সপ্তগণ, তন্মধ্যে চতুষ্টয় শরীরধারী ও ত্রয় অশরীরি। সকলেই বিরাটপ্রভব লোকবিশ্রুত ও চতুর্ব্বর্গপূজিত; প্রথম গণের নাম অগ্নিস্বাত্তা, দ্বিতীয়ের নাম গার্হপত্য, তৃতীয়ের নাম নাকর, চতুর্থের নাম সোমপ, পঞ্চমের নাম একশৃঙ্গ, ষষ্ঠের নাম চতুর্ব্বেদ, সপ্তমের নাম কল। ইঁহারা প্রথমতঃ আপ্যায়িত হইলে সোম পরিতৃপ্ত হয়েন। রাক্ষসগণ, পিশাচ বর্গ, দানবসমুদায়, গুহ্যকসকল, নাগসার্থ, সুপর্ণসমূহ ও পশু সমুদয় পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনা করে। স্থাবর জঙ্গমসকল, মহাভূতসমুদয়, দেবেন্দ্র পুরন্দর, বরুণ, কুবের, যম ও উমাসহ মহাদেব তথায় সর্ব্বদা সমাগত হইয়া থাকেন। মহাসেন, দেব নারায়ণ, দেবর্ষিবর্গ, বালিখিল্য ঋষিগণ, যোনিজ ও অযোনিজ ঋষিসকল আর ত্রিভুবনে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায় ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার উপাসনা করেন। হে নরাধিপ! আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অষ্টাশীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতাঃ ঋষি, প্রজাবান্ পঞ্চাশৎ ঋষি ও অন্যান্য দেবতাসকলে ব্রহ্মাকে মনোবাঞ্ছা পূরণপূর্ব্বক দর্শন ও প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়া থাকেন।

সর্ব্বভূতদয়াবান্ ভগবান্ ব্রহ্মা অভ্যাগত অতিথিগণ, দেব, দৈত্য, নাগ, দ্বিজ, যক্ষ, সুপর্ণ কালেয় অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব সকলেরই সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। তিনি যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সান্ত্বনাবাদ সম্মান ও অর্থপ্রদান দ্বারা তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করেন। এই সমস্ত আগন্তুকদিগের সমাগমে ও দগড়বাদ্যে সেই সুখপ্রদ সভা আকুল হইয়া উঠে। সর্ব্বতেজোময়ী দিব্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা শ্রমাপহারিণী সেই সভা ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা দীপ্যমানা হইয়া অদ্ভুত শোভা পাইয়া থাকে। হে রাজশার্দ্দূল! যাদৃশ তোমার এই সভা মনুষ্যলোকে দুর্লভ, তাদৃশ ত্রিলোকমধ্যে ব্রহ্মসভা দুষ্প্রাপ্য। হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! আমি দেবলোকে এই সমস্ত সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে মনুষ্যলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম তোমার এই সভা দর্শন করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! আপনি কহিলেন, যে প্রায় সমুদয় রাজলোক যমসভার অন্তর্গত রহিয়াছেন। বরুণদেবের সভায় নাগগণ দৈত্যেন্দ্রসকল ও অনেকানেক সরিৎ ও সাগর অবস্থিতি করিতেছেন। ধনপতি কুবেরের সভায় যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ এবং ভগবান্ ভবানীপতি বিরাজিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মার সভায় মহর্ষিগণ ও দেবসমূহ বাস করেন এবং তথায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সভা কেবল দেবগণে অলঙ্কৃত এবং তাহার কোন কোন প্রদেশ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত। সেই মহতী অমরাধিপতি সভায় কেবলএকমাত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র পরম সুখে বাস করিতেছেন। হে মুনিবর! রাজা হরিশ্চন্দ্র কি প্রকার তপস্যা বা পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তিনি দেবরাজের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন। আর পিতৃলোকগত মহাভাগপিতা পাণ্ডুর সহিত আপনার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইল, এবং প্রত্যাগমনসময়ে সেই মহাপুরুষ আপনাকে কি কহিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। আপনার নিকট সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমি একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

তপোধন দেবর্ষি কহিলেন, মহারাজ! যাঁহার বিষয় জানিবার নিমিত্ত এত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন, আমি আপনার নিকট সেই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার সম্রাট ছিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত মহীপাল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। তিনি জয়শীল সুবর্ণালঙ্কৃত এক রথে আরোহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রপ্রভাবে সপ্ত দ্বীপ জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র রাজগণ ভূরি ভূরি ধন আনয়ন করিলেন,

এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পরিবেষ্টৃ পদে নিযুক্ত হইলেন। সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত যাজকেরা যত অর্থ প্রার্থনা করিলেন, রাজর্ষি প্রীতমনে তাঁহাদিগকে প্রার্থিত ধনের পঞ্চ গুণ অধিক প্রদান করিলেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ সমাগত হয়েন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রত্যাগমনকালে বিবিধ রত্নসমূহ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় করিতেন। বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও রত্নসমূহে পরিতৃপ্ত দ্বিজগণ সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞফলে এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে সমস্ত রাজলোক অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী ও যশস্বী হইয়া উঠিলেন। সেই প্রবলপ্রতাপ রাজর্ষি মহাক্রতু সমাপনান্তে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! যে সকল মহীপালেরা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পরমাহ্লাদে ইন্দ্রের সহিত কাল যাপন করিতে পারেন এবং যাঁহারা যুদ্ধে পলায়ন না করিয়া রণক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অথবা অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাও ইন্দ্রলোকে গমন করত পরমসুখে কালযাপন করেন। তাঁহারা ইন্দ্রলোকে উত্তীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণপূর্ব্বক দীপ্তি পাইতে থাকেন। হে কৌন্তেয়! তোমার পিতা পাণ্ডু রাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকাতিশায়িনী শোভা সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আমাকে মনুষ্যলোকে আসিতে দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, মহর্ষে! আপনি নরলোকে যাইতেছেন যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভূত; এবং তিনি সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ; অতএব ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের যেন অনুষ্ঠান করেন। তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহু দিবস অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করত ইন্দ্রের সহিত কাল যাপন করিতে পারিব। অনন্তর আমি তোমার পিতাকে কহিলাম, মহারাজ! যদি আমি ভূলোকে গমন করি, অবশ্যই তোমার পুত্রকে ত্বদীয় প্রার্থনা জানাইব। হে ভরতর্ষভ! এক্ষণে তুমি প্রযত্নাতিশয়সহকারে পিতার সঙ্কল্পসিদ্ধিবিষয়ে তৎপর হও। তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষগণ সমভিব্যাহারে মহেন্দ্রলোকে গমন করিবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ! রাজসূয় প্রধান যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু ইহাতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যজ্ঞহন্তা ব্রহ্মরাক্ষসেরা সতত ইহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকে, ইহাতে ক্ষত্রিয়ান্তক ও পৃথিবীক্ষয়কারণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কোন না কোন অনিষ্টাপাত অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, অতএব এই সমস্ত সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে ক্ষেম লাভ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন। প্রতিদিন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অবহিত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং ধন দ্বারা যোগানুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ ও দ্বিজাতিগণকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

মহারাজ! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে বিদায় হই, অদ্য দাশার্হ নগরীতে গমন করিব। নারদ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিয়া সমভিব্যাহারী ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

লোকপালসভাখ্যান পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্বাধ্যায়।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতকুলতিলক জনমেজয়! মহারাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের বিষয় চিন্তা করত যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন। তিনি মহাত্মা রাজর্ষিগণের মহিমা এবং পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা যজ্বাদিগের উত্তমলোকপ্রাপ্তি, বিশেষতঃ রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের বিষয় সমালোচন করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে মানস করিলেন। তখন সেই কুরুবংশাবতংস পাণ্ডুনন্দন সমস্ত সভাসদ্‌গণকে পূজা করিয়া ও তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বারংবার চিন্তা করত রাজসূয় যজ্ঞ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তৎপরে সেই অদ্ভুততেজা ধর্ম্মনন্দন প্রজাদিগের হিতসাধনে মন অভিনিবিষ্ট করিয়া অবিশেষে সর্ব্ব লোকের উপকার করিতে লাগিলেন। রাজা ক্রোধমদবিবর্জ্জিত হইয়া সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দিলেন; ফলতঃ তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেবল সাধু ধর্ম্ম,

সাধু ধর্ম্ম, ভিন্ন আর কোন কথাই ছিল না। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুত্রের ন্যায় প্রজাগণকে প্রতিপালন করাতে কেহই আর তাঁহার দ্বেষ্টা রহিল না, এইরূপে তিনি অজাতশত্রু হইয়া উঠিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিগ্রহ, ভীমসেনের প্রতিপালন, সব্যসাচী অর্জ্জুনের শত্রু নিবারণ, ধীমান্ সহদেবের ধর্ম্মানুশাসন এবং নকুলের স্বাভাবিকী নম্রতা দ্বারা তাঁহাদের অধিকারস্থ সমস্ত জনপদে বিগ্রহ বা ভয়ের সম্পর্কও রহিল না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকিল; পর্জ্জন্য যথাকালে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং সকল প্রজারাই ধনসম্পত্তিসম্পন্ন হইল। বার্দ্ধুষী, যজ্ঞসত্ব, গোরক্ষণ, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য সমুদায়ের যথেষ্ট উন্নতি হইল। অনুকর্ষ, নিষ্কর্ষ, ব্যাধি, অগ্নিদাহ, মূর্চ্ছাপ্রভৃতি কিছুই রহিল না। দস্যু, বঞ্চক বা রাজবল্লভগণ রাজার কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করিত না। ধার্ম্মিকবর মহারাজ যুধিষ্ঠির যে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তত্রত্যকার নৃপগণ, বণিক্‌সমুদায় রজোগুণপ্রধান লোভী লোক এবং সামান্য জাতি, সকলেই সর্ব্বদা রাজার প্রিয়কর্ম্ম, দেবোপাসনা এবং স্ব স্ব অদৃষ্টানুসারে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিত। সেই সম্রাট্ সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বংসহ, সর্ব্বব্যাপী ও অসীমকীর্ত্তিমান্ ছিলেন। কি দ্বিজাতি কি গোপজাতি সমস্ত প্রজারাই সেই ভূপতির পিতৃকর্ত্তব্য নীতি শিক্ষা প্রদানাদি ও মাতৃকর্ত্তব্য বাৎসল্যাদি গুণদ্বারা উপকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় মন্ত্রিগণ ও অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বারংবার রাজসূয় যজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানেচ্ছুক মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের সেই মহার্থ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন। হে কুরুনন্দন! নৃপতি যদ্দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বারুণ গুণ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা তিনি সমস্ত সম্রাড্‌গুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আমরা আপনার সুহৃদ্; আমাদের মতে আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়বল থাকিলেই ঐ যজ্ঞ অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞে ব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সামবেদ দ্বারা ষট্ প্রকার অগ্নি সংস্থাপন করেন। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্রপ্রভৃতি সমুদায় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই যজ্ঞের শেষে অভিষেক করিলে লোক সর্ব্বজয়ী হইয়া উঠে। হে মহারাজ! আপনি যজ্ঞানুষ্ঠানে সমর্থ; আমরা সকলেই আপনার বশীভূত। অতএব আপনি অচিরাৎ ঐ রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিবেন। হে রাজন্! এক্ষণে কোন বিচার না করিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে সঙ্কল্প করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখে সেই স্বাভিলষিত ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্যশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং মনে মনে আপনার ক্ষমতা বুঝিয়া রাজসূয়ানুষ্ঠানে নিশ্চয় করিলেন। তখন তিনি পুনরায় ভ্রাতৃগণ, ঋত্বিকগণ, মন্ত্রিগণ এবং ধৌম্য ও দ্বৈপায়নপ্রভৃতি মহাত্মাদিগের সহিত মন্ত্রণা করত কহিলেন, হে মন্ত্রবিশারদগণ! আমি সার্ব্বভৌমোচিত রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, বলুন, কিপ্রকারে আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইবে? ধর্ম্মরাজের বাক্যশ্রবণ করিয়া ঋষিগণ ও ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই উৎসাহ প্রদান করিলাম। তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির লোকগণের হিতবাসনায় পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য, সম্পত্তি, দেশ, কাল, আয় ও ব্যয় দেখিয়া এবং সম্যক্ রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে, তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবল আপনার মতে কর্ত্তব্য হইল বলিয়া যজ্ঞারম্ভ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া অপ্রমেয় মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। তিনি ভাবিলেন, কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃত, তিনি অবশ্যই এ বিষয়ে আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন। ধর্ম্মরাজ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বরে দ্বারাবতী গমন করিয়া বাসুদেবের সমীপে সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ চক্রপাণি দূতমুখে যুধিষ্ঠিরের দর্শনাকাঙ্ক্ষা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পরম সমাদরে পিতার ন্যায় তাঁহাকে পূজা

করিলেন। তৎপরে ভীম, অর্জ্জুন ও মাদ্রীনন্দন-দ্বয় গুরুর ন্যায় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বাসুদেব স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্যান্য সুহৃদ্গণের সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ভগবান্ কৃষ্ণ কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলে পর যুধিষ্ঠির আপনার প্রয়োজন জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয়, এমত নহে; যেরূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব; যে ব্যক্তি সৰ্ব্বত্র পূজ্য এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর; সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন না; কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! এই পৃথিবী মধ্যে উক্তপ্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্তদোষরহিত ও কামক্রোধবিবর্জ্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।

---

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি সৰ্ব্বগুণে গুণবান্, অতএব রাজসূয় যজ্ঞ করা তোমার পক্ষে অবিধেয় নহে। তুমি সৰ্ব্বথা রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই। তুমি সৰ্ব্বজ্ঞ, তথাপি তোমাকে কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূৰ্ব্বে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেন। তৎপরে যাঁহারা ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থ ক্ষত্রিয় নহেন; কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহারা একত্র হইয়া যে কুলনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাও তোমার বিদিত আছে। হে রাজন্! অনেকানেক ভূপতিগণ ও ক্ষত্রিয়গণ ঐলবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশের বৃত্তান্ত কহিয়া থাকেন। যে সকল নরপতিগণ ঐলবংশে ও ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইতে একশত কুল সমুৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ভোজবংশীয় ভূপতি যযাতির বংশ ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। হে রাজন্! যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ স্ব স্ব বংশলক্ষ্মী অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে মহীপতি জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া স্ববশে আনয়নপূৰ্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন। হে মহারাজ! যে রাজা সকলের প্রভু এবং সমস্ত জগৎ যাঁহার হস্তগত; নিয়মানুসারে তিনিই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। প্রতাপশালী শিশুপাল, মহীপতি জরাসন্ধের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেনাপতি হইয়াছেন। মায়াযোধী বীর্য্যবান্ করূষাধিপতি বক্র শিষ্যের ন্যায় তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দন্তবক্র, করূষ, করভ ও মেঘবাহন তাঁহার বশীভূত হইয়াছেন। যিনি মস্তকে দিব্য মণি ধারণ করেন, যিনি মুরু ও নরকদেশ শাসন করেন, যিনি বরুণের ন্যায় পশ্চিম দেশে বদ্ধমূল হইয়াছেন, তোমার পিতৃবন্ধু মহাবল পরাক্রান্ত যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত সতত তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন। যিনি তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহবান্, যিনি পিতার ন্যায় তোমাকে ভক্তি করেন, যিনি পশ্চিম ভাগের ও দক্ষিণ সীমার অধিপতি এবং যিনি স্নেহবশতঃ তোমার নিকট সতত সন্নত থাকেন, সেই পুরুজিৎ, কুন্তিবংশবর্দ্ধন, শত্রুনিসূদন, তোমার মাতুল সেই জরাসন্ধের অনুগত। যে দুরাত্মা চেদিদেশে সুবিখ্যাত, যে আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করে, যে মোহবশতঃ সৰ্ব্বদা আমার চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে, যে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদেশের অধিপতি এবং যে ভূমণ্ডলে বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, সেই মহাবল পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক এক্ষণে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশ ভোগ করিতেছেন, ভোজ ও দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার সখা, যিনি পাণ্ড্য, ক্রথ ও কৈশিকদেশ জয় করিয়াছেন, পরশুরামতুল্য তেজস্বী আকৃতি যাঁহার ভ্রাতা, সেই বিদ্যাবলসম্পন্ন, শত্রুনিসূদন ভীষ্মকও তাঁহার বশবর্ত্তী

হইয়াছেন। ভীষ্মক আমাদের আত্মীয়, আমরা সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করি এবং বিনীত ভাবে অনুগত থাকি কিন্তু তিনি তথাপি আমাদের বশীভূত হয়েন না। তিনি জরাসন্ধের কীর্ত্তিশ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া কি কুলাভিমান কি বলাভিমান সমুদায়ে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। উত্তরদেশনিবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছেন। শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থল, সুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি, শাল্বায়নবংশীয় নৃপতিগণ, দক্ষিণ পাঞ্চালস্থ ভূপতিগণ এবং পূর্ব্বকোশলানিবাসী রাজগণ সোদর ও অনুচরগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। মৎস্য এবং সন্ন্যস্তপাদদেশীয় নরপতিগণও সাতিশয় ভীত হইয়া উত্তর দিক্ পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছেন। যাবতীয় পাঞ্চালদেশীয় মহীপতিগণ স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইল, দানবরাজ কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুককন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থে বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংস-ভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছু দিন পরেই জরাসন্ধ প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্রদ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভকনামক দুই বীর তাঁহার অনুগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঐ দুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদের অভিমত হইল এমত নহে; অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন।

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্ভক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করত যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে তৎসহচর হংসও পরম প্রণয়াস্পদ ডিম্ভককে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই বীর পুরুষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহ্লাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দিনানন্তর পতিবিয়োগদুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমনপূর্ব্বক আমার পতিহন্তাকে সংহার কর বলিয়া, বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিম দিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি। তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! এইক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ব্বত দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুল-প্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনেরও অধিক এবং একবিংশতিশৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত

শত দ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণসকল আছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের এক শত পুত্র তাঁহারা সকলেই অমরতুল্য চারুদেষ্ণ ও তাহার ভ্রাতা, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ সাম্ব, আমরা এই সাত জন রথী, কৃতবর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তী এই সাতজন মহারথ এবং অন্ধক-ভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ় কলেবর দশ জন মহাবীর ইহাঁরা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

হে ভরতসত্তম! তুমি সম্রাটতুল্য গুণশালী, অতএব তোমার সম্রাট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে তুমি কথনই রাজসূয়ানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সে বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দরমধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দুরাত্মা রাজসূয় যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছিল। পরে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল। সে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূপালগণকে পরাজয় করত আপনার পুরে আনয়নপূর্ব্বক বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিয়াছি। হে মহারাজ! যদি তোমার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন কর; নচেৎ তুমি কোন ক্রমেই রাজসূয় সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না। হে কুরুনন্দন! আমার এই মত, এক্ষণে তুমি আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা উচিত হয় বল।

---

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধীমন্! তুমি আমাকে যেরূপ পরামর্শ দিলে অন্য কেহই এরূপ পারে না; তোমার ন্যায় সংশয়চ্ছেদক ভূতলে আর কেহই নাই। এই ভূমণ্ডলের মধ্যে অনেকানেক রাজা আছেন; তাঁহারা কেবল আপনাদের প্রিয়কার্য্যই করিয়া থাকেন। তাঁহারা কেহই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই; সম্রাট্ শব্দ অতিকষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানে, সে কথন আত্মপ্রশংসা করে না। যেহেতু অন্যে যাঁহার প্রশংসা করে, তিনিই যথার্থ পূজ্য। পৃথ্বী অতি বিস্তৃত ও নানাবিধ মহারত্নে পরিপূর্ণ। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! লোকে অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কথনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। আমার মতে সমতাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহা অবলম্বন করিলেই মঙ্গললাভ হয় যুদ্ধাদি দ্বারা কোন ক্রমেই উৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারে না। আমাদের কুলে সমুৎপন্ন এই সমস্ত মনস্বিগণেরও এই মত, বোধ হয় ইহাদের মধ্যে কেহই সর্ব্বজয়ী হইতে পারে না। হে মহাভাগ! জরাসন্ধের দৌরাত্ম্য দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি, কারণ আমি তোমারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া আছি, যখন তুমিই সেই জরাসন্ধকে ভয় কর, তখন আমি কি করিয়া আপনাকে বলবান্ জ্ঞান করিব। তুমি বলভদ্র, ভীমসেন ও অর্জ্জুন এই চারি জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কাহাকে বিনষ্ট করিতে পারেন কি না, আমি পুনঃ পুনঃ এই চিন্তাই করিতেছি; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তোমার মতানুসারেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি।

যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেন কহিলেন, যে রাজা যুদ্ধচেষ্টাপরাঙ্মুখ এবং যে দুর্ব্বল ও উপায়শূন্য হইয়া বলীর সহিত যুদ্ধ করিতে যায়, ইহারা উভয়েই অবসন্ন হয়। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল কিন্তু আলস্যশূন্য, সে সম্যক্ যুদ্ধাদি প্রয়োগ দ্বারা বলবান্ শত্রুকে জয় করিতে পারে, এবং নীতি দ্বারা আপনার হিতকর অর্থ লাভ করে। দেখ! কৃষ্ণে নীতি, আমাতে বল এবং অর্জ্জুনে জয় নির্দ্ধারিত আছে, অতএব যেমন ত্রেতাগ্নি যজ্ঞ সাধন করে, সেইরূপ আমরা তিন জনে একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ সাধন করিব।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অজ্ঞ ব্যক্তিরা পরিণাম বিবেচনা না করিয়া কার্য্যারম্ভ করে, এই নিমিত্ত লোকে স্বার্থসাধনতৎপর, অবিজ্ঞ শত্রুকে নিবারণ করে

না। পূর্ব্বে মহারাজ যৌবনাশ্বি কর পরিত্যাগ, ভগীরথ প্রজাপালন, কার্ত্তবীর্য্য তপোবল, ভরত বাহুবল ও মরুৎ অর্থবল দ্বারা সম্রাট হইয়াছিলেন। দেখ ইঁহারা এক এক গুণ থাকাতে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক তোমাতে সেই সমস্ত গুণ আছে। হে রাজন্! সত্যযুগে পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত ভূপতিগণ সুসাধ্য মন্ত্রের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম,অর্থ ও নীতির সহিত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে বৃহদ্রথপুত্র জরাসন্ধ সম্রাট্ হইয়াছে। ভূপতিগণের এক শত কুল তাহার কোন বিঘ্ন করিতে পারে না, এই নিমিত্ত সে বলপূর্ব্বক সাম্রাজ্য অধিকার করিতেছে। রত্নশালী ভূপতিগণ সতত তাহার উপাসনা করেন, কিন্তু সেই নীতিবিরুদ্ধাচারী অজ্ঞ নৃপাপসদ তাহাতেও পরিতুষ্ট হয় নাই। সে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ভূপতিগণকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিতেছে; তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে তাহার বশীভূত হইতেছেন। হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া কিপ্রকারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবে? কিন্তু হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলি প্রদানার্থে সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্তই আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা বড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে,কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে; ঐ চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উঁহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের ঐ ক্রূরকর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে এবং যিনি উঁহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।

---

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি সাম্রাজ্য লাভ করিবার আশয়ে কেবল সাহসমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিতান্ত স্বার্থপরায়ণের ন্যায় কি করিয়া তোমাদিগকে তথায় প্রেরণ করি। দেখ! ভীম ও অর্জ্জুন আমার দুই চক্ষুস্বরূপ এবং তুমি মনস্বরূপ, অতএব আমি তোমাদের তিন জনকে তথায় প্রেরণ করত মনোহীন ও চক্ষুবিহীন হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব। বিশেষতঃ জরাসন্ধের মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে যমও পরাজয় করিতে পারেন না; তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাদের কি করিতে পারিবে? হে জনার্দ্দন! যখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে,একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থপাত হইবে, তখন আমার মতে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। এক্ষণে আমি যাহা বিবেচনা করিয়াছি,শ্রবণ কর। রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ একবারে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; রাজসূয় সম্পন্ন করা নিতান্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট ধনুঃ, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, রথ ও ধ্বজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সভামধ্যে গমন করত যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! ধনুঃ,শস্ত্র,শর,বীর্য্য, স্বপক্ষ,কার্য্যনিশ্চয়, যশ ও বল এই সকল অতি দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আমি এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা প্রসিদ্ধবংশজাত লোকদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার মতে যে ব্যক্তি বলবান্ ও উৎসাহশীল, তিনিই যথার্থ প্রশংসাপাত্র। দেখ! বীর্য্যবান্দিগের কুলে সমুৎপন্ন দুর্ব্বল ব্যক্তি কিছুই করিতে পারে না কিন্তু নির্বীর্য্যকুলোদ্ভব বীর্য্যবান্ ব্যক্তি সম্ভ্রমাস্পদ হয়। যে শত্রুজয় দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, সেই যথার্থ ক্ষত্রিয়। বীর্য্যবান্ ব্যক্তি অন্যান্য সমস্ত গুণ বিবর্জ্জিত হইলেও শত্রু জয় করিতে পারেন। নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তি সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইলেও তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ গুণীভূত হইয়া থাকে। অভিনিবেশ জয়ের হেতু, উহা কর্ম্ম ও দৈব এই উভয়ের আয়ত্ত। যে ব্যক্তি বলসংযুক্ত হইয়াও অনবধানতাবশতঃ কার্য্যকালে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, সে সসৈন্যে শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, সন্দেহ নাই। বলবিহীন বিপক্ষপক্ষে দৈন্য অবলম্বন করা যেরূপ দোষাবহ, বলবান্ শত্রুর নিকট অনবহিত হওয়াও তদ্রূপ। অতএব যে রাজা জয়াভিলাষী, তাঁহাকে অবশ্যই উক্ত সাংঘাতিক হেতুদ্বয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেখুন! যদি আমরা যজ্ঞ করিবার উপলক্ষে জরাসন্ধকে বিনাশ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি

উৎকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে পারে। যুদ্ধাদিচেষ্টারহিত ব্যক্তিকে লোকে নির্গুণ জ্ঞান করে, তবে আপনি কি নিমিত্ত গুণপক্ষ অবলম্বন না করিয়া নির্গুণ হইবার বাসনা করিতেছেন? লোকে যাহাকে নির্গুণ বলিয়া বোধ করে, তাহার শম গুণ অবলম্বন ও কাষায় বসন পরিধানপূর্ব্বক বনে গমন করা শ্রেয়ঃ; অতএব আমরা তাহা না করিয়া সাম্রাজ্যলাভের নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

---

## ষোড়শ অধ্যায়।

কৃষ্ণ কহিলেন, ভরতবংশে জাত ও কুন্তীর গর্ব্ভে সম্ভূত ব্যক্তির যেরূপ বুদ্ধি হওয়া উচিত, মহানুভব অর্জ্জুনে তাহা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। যখন মৃত্যু, দিবাভাগে কি রজনীযোগে হইবে, তাহার স্থির নাই এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাতে অমর হইয়াছে ইহাও কখন শুনি নাই; অতএব বিধানানুসারে নীতিপূর্ব্বক শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া পরিতোষ লাভ করাই পুরুষের কার্য্য। যে ব্যক্তি নয়শালী ও অপায়রহিত, শত্রুকে আক্রমণ করা তাহার কর্ত্তব্য; যুদ্ধে একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষ অবশ্যই হয়, দুই জনের সাম্য কদাচ হয় না। আর যে ব্যক্তি নয়হীন ও উপায়বিহীন; সংগ্রামে অবশ্যই তাহার ক্ষয় হয়। কিন্তু উভয় পক্ষ সমপরাক্রমশালী হইলে কাহারও জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা নীতিমার্গানুসারে স্বীয় রন্ধ্র আবরণপূর্ব্বক শত্রুকে রন্ধ্রে আক্রমণ করিলে কিনিমিত্ত জয়লাভে কৃতকার্য্য না হইব? বুদ্ধিমান্ নীতিজ্ঞেরা কহেন যে, যে শত্রু বহু সৈন্যের অধীশ্বর এবং বলবান্, তাহার সহিত যুদ্ধ করা অনুচিত; ইহা আমার অভিপ্রেত। আমরা গোপনে শত্রুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করত আপনাদের কার্য্য সাধন করি। দুরাত্মা জরাসন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া একাকী রাজ্যলক্ষ্মী ভোগ করিতেছে; আমি তাহাকে নিধন করিতে লক্ষ্য করিয়াছি; যদিও আমরা সেই দুরাত্মাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া তাহার অন্যান্য স্বপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিহত হই, তাহা হইলেও তৎকর্ত্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধ জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণনিবন্ধন স্বর্গ লাভ করিতে পারিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ কে? তাহার বীর্য্য ও পরাক্রম কিপ্রকার? যে দুরাত্মা তোমার অনিষ্টাচরণ করিয়াও প্রজ্বলিত হুতাশনস্পর্শী পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! জরাসন্ধের যেরূপ বীর্য্য ও পরাক্রম এবং যে নিমিত্ত সে অনেকবার আমার বিপ্রিয়াচরণ করিলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি, তৎসমুদায় শ্রবণ কর। পূর্ব্বে তিন অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর, সমরদর্পিত, রূপবান্, ধনসম্পন্ন, অতুল বলবিক্রমশালী, নিত্যদীক্ষিত, পুরন্দরসদৃশ, বৃহদ্রথনামা ভূপতি মগধদেশে আধিপত্য করিতেন। ঐ ভূপাল তেজে সূর্য্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালান্তক যমের ন্যায় ও ঐশ্বর্য্যে কুবেরের ন্যায় ছিলেন. ইহার গুণগ্রাম সূর্য্যকিরণের ন্যায় মহীমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি কাশিরাজের দুই পরম রূপবতী যমজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রাজা আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি সমান অনুরক্ত থাকিব বলিয়া, সেই পত্নীদ্বয়ের নিকট নিয়ম করিলেন। ভূপতি সেই আত্মানুরূপ প্রণয়িনীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া করেণুদ্বয়মধ্যবর্ত্তী করিরাজের ন্যায় এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী মূর্ত্তিমান্ সাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি বিষয়রসে নিমগ্ন হইয়া যৌবনকাল অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু বংশকর পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পারিলেন না। পুত্রকামনায় হোম যজ্ঞপ্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গলকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্র লাভ হইল না।

তিনি একদা শ্রবণ করিলেন, মহাত্মা কাক্ষীবান্ গৌতমের পুত্র উদারস্বভাব ভগবান্ চণ্ডকৌশিক তপস্যায় পরিশ্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করত এক বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ রত্নপ্রদান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। সত্যধৃতি, সত্যবাক্ ঋষিসত্তম চণ্ডকৌশিক তাঁহার ভক্তিভাবে বশীভূত হইয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি তোমার আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। তখন মহারাজ বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে মহর্ষিকে প্রণাম

করিয়া বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি নিঃসন্তান, নিতান্ত হতভাগ্য, রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোবনে আগমন করিয়াছি। এখন আর আমার বর লইবার আবশ্যকতা কি।

মহর্ষি, রাজা বৃহদ্রথের সেইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে অনুকম্পাপরবশ হইয়া সেই আম্রতলে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অক্ষত এক সরস আম্রফল বৃক্ষ হইতে অকস্মাৎ তাঁহার ক্রোড়দেশে পতিত হইল। মহর্ষি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্তভূত সেই পরম রমণীয় আম্রফলটি গ্রহণপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! তুমি স্বভবনে গমন কর, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; অচিরাৎ পুত্রমুখ অবলোকন করিবে।

রাজা বৃহদ্রথ মহর্ষির বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার পাদবন্দনপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে স্বভবনে গমন করিলেন। এবং শুভক্ষণে সেই আম্রফলটি দুই সহধর্ম্মিণীকে ভোজন করিতে দিলেন। তাঁহারা সেই ফলটি দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পরস্পর এক এক খণ্ড ভক্ষণ করিলেন। ফল ভক্ষণানন্তর কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতা ও মহর্ষির সত্যবাদিতাপ্রভাবে তাঁহারা উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। নৃপতি তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর যথাকালে প্রসবসময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা উভয়ে এক চক্ষু, এক বাহু, একচরণ, অর্দ্ধোদর, অর্দ্ধমুখ ও অর্দ্ধস্ফিক্‌বিশিষ্ট এক এক দেহার্দ্ধমাত্র প্রসব করিলেন। রাজপত্নীরা সেই সজীব অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় দর্শনে ভয়ে কম্পিতকলেবর ও যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করত ধাত্রীদিগকে উহা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। ধাত্রীরা তাঁহাদের নিদেশানুসারে সেই সদ্যঃপ্রসূত অর্দ্ধকলেবরদ্বয় সুসম্বৃত করত অন্তঃপুর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক এক চতুষ্পথে নিক্ষেপ করিয়া আসিল।

অনন্তর মাংসশোণিতলোলুপা জরানাম্নী এক রাক্ষসী সেই অর্দ্ধকলেবরদ্বয় গ্রহণ করিল। ভবিতব্যতার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! রাক্ষসী ঐ দুই দেহার্দ্ধ সুবাহ করিবার নিমিত্ত যেমন সংযোজিত করিল, অমনি উহা একত্র হইয়া এক মহাবল পরাক্রান্ত কুমার হইল। নিশাচরী তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন এবং সেই বজ্রতুল্য দৃঢ়কলেবর শিশুকে বহন করিতে অসমর্থ হইল। বালক বদনে তাম্রবর্ণ মুষ্টি প্রদানপূর্ব্বক সজল জলধরের ন্যায় গভীরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরবাসিগণ সেই আকস্মিক গভীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া আস্তেব্যস্তে রাজার সহিত বহির্গত হইল। দুগ্ধপূর্ণস্তনভরাবনতা পরিম্লানবদনা সেই দুই রাজমহিষীও পুত্রলাভে হতাশ হইয়া সহসা তথায় গমন করিলেন। রাক্ষসী রাজ্ঞীদ্বয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে পুত্রাভিলাষী ও বালককে সাতিশয় বলবান্ দেখিয়া চিন্তা করিল, আমি এই রাজার অধিকারে বাস করি; রাজা একান্ত সন্তানাভিলাষী, ইনি পরম ধার্ম্মিক ও মহাত্মা, অতএব ইহাঁর এই শিশু সন্তানটি বিনষ্ট করা নিতান্ত অনুচিত। মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া মনুষ্যকলেবর ধারণপূর্ব্বক সেই শিশুকে লইয়া রাজার সমীপে গমন করত কহিল, হে বৃহদ্রথ! এই বালকটি তোমার পুত্র; আমি ইহাকে তোমায় প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর। এ, ব্রাহ্মণের বরপ্রভাবে তোমার পত্নীদ্বয়ের গর্ভে জন্মিয়াছে। ধাত্রীরা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। তখন রাজমহিষীদ্বয় আনন্দিতচিত্তে সেই বালককে গ্রহণ করিয়া স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। রাজা পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মানুষীবেশধারিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসিলেন, হে শুভে! তুমি আমাকে পুত্র প্রদান করিলে, এক্ষণে পরিচয় প্রদান কর, তুমি কে? আমি তোমাকে দেবতার ন্যায় বোধ করিতেছি।

---

## সপ্তদশ অধ্যায়।

রাক্ষসী কহিল, মহারাজ! তোমার মঙ্গল হউক; আমি কামরূপা রাক্ষসী, আমার নাম জরা। আমি প্রতিদিন লোকের গৃহে গৃহে বাস করি। ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে নির্ম্মাণ করিয়া গৃহদেবী নাম প্রদান করিয়াছেন। আমি দানবগণের বিনাশনিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি নবযৌবনসম্পন্না সপুত্রা মদীয় প্রতিমূর্ত্তি গৃহভিত্তিতে লিখিয়া রাখিবে, তাহার গৃহ সতত ধনধান্য, পুত্র, কলত্রা-

দিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। তাহা না করিলে অবশ্যই তাহার অমঙ্গল ঘটিবে। তোমার গৃহে বহুপুত্রসমাবৃত মদীয় প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে, এবং আমি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকি। হে রাজন্! এইরূপে তোমার গৃহে বাস করত সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে পূজিত হই বলিয়া আমি নিরন্তর চিন্তা করি, কিরূপে তোমার প্রত্যুপকার করিব। অদ্য দৈববশাৎ তোমার পুত্রের দেহার্দ্ধদ্বয় দেখিতে পাইলাম। উহা গ্রহণপূর্ব্বক যেমন একত্র করিলাম, অমনি উহা এক নবকুমার হইল। হে নরনাথ! এই আশ্চর্য্য ঘটনা তোমারই ভাগ্যক্রমে হইয়াছে, আমি উপলক্ষ মাত্র। হে রাজন্! আমি রাক্ষসী, সুমেরুও ভক্ষণ করিতে পারি; তোমার শিশু পুত্র ত অনায়াসেই ভক্ষণ করিতে পারিতাম কেবল তোমার গৃহে সতত পূজিত হই বলিয়াই তোমাকে তোমার পুত্র প্রদান করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাক্ষসী রাজাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা বৃহদ্রথ পুত্র লইয়া পরমানন্দে গৃহে গমন করিয়া সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন, পরে মগধরাজ্যে জরা রাক্ষসীর উদ্দেশে মহোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে সেই পিতামহসদৃশ রাজা বৃহদ্রথ স্বীয়পুত্র জরারাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম জরাসন্ধ রাখিলেন। জরাসন্ধ স্বীয় পিতা বৃহদ্রথের নিকেতনে হুত হুতাশনের ন্যায়, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তদীয় পিতা মাতার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

---

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজন্! কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মগধদেশে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ তাঁহার আগমনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া অমাত্য, ভৃত্যবর্গ, ভার্য্যাদ্বয় ও পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং পুত্র ও রাজ্য তৎসমীপে নিবেদন করিলেন। মহর্ষি, মহারাজের পূজা গ্রহণানন্তর হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। এক্ষণে তোমার এই পুত্র যেরূপ সৌভাগ্যশালী হইবে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার এই কুমার রূপবান্, সত্বশালী, বলবিক্রমসম্পন্ন ও অতুল্য ঐশ্বর্য্যাধিকারী হইবে, সন্দেহ নাই। যেমন অন্যান্য পক্ষিগণ উড্ডীন বিহঙ্গমরাজ গরুড়ের অনুগমন করিতে পারে না, সেইরূপ কোন ভূপতিই এই কুমারের তুল্য বলশালী হইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি ইহার শত্রু হইবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে। যেমন নদীতরঙ্গে পর্ব্বতের কিছুই অপকার হয় না, সেইরূপ দেবগণের অস্ত্রাঘাতেও ইহার কিছুমাত্র ব্যথা হইবে না। এ, সমস্ত ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। যেমন সূর্য্য অন্যান্য জ্যোতিঃপদার্থগণের প্রভা হ্রাস করেন, সেইরূপ এই কুমার সকলের তেজঃ বিনষ্টপ্রায় করিবে। যেমন পতঙ্গসকল অগ্নিতে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ধনবাহনসম্পন্ন সমৃদ্ধভূপতিগণ যুদ্ধে ইহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিবে। যেমন বর্ষাকালে সমুদ্র অগাধ জলসম্পন্না নদীসকলকে গ্রহণ করে, সেইরূপ এ সমুদয় ভূপতিগণের ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিবে। যেমন সর্ব্বশস্যধরা বসুন্ধরা কি মহৎ কি নীচ, সকলকেই ধারণ করেন, সেইরূপ এ, চারিবর্ণ পালন করিবে। প্রাণিগণ যেমন সমস্ত জগতের আত্মভূত বায়ুর বশীভূত, সেইরূপ ইহারও বশীভূত হইবে। এই কুমার ত্রিপুরান্তকারী দেবাদিদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ দেখিবে। ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মহারাজ বৃহদ্রথকে এই কথা বলিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

মগধাধিপতি নগরে প্রবেশপূর্ব্বক জ্ঞাতিবান্ধব সমভিব্যাহারে জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা তপোবনে গমন করিলে জরাসন্ধ স্বীয় ভুজবীর্য্যপ্রভাবে ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদয় বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য

শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব, কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাতননিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল। মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত বার ঘূর্ণায়মান্ করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুতকর্ম্মা বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণসমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্ত্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল। হংস ও ডিম্ভক নামে দুই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ, জরাসন্ধের সহায় ছিল। উহারা নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী, মন্ত্রণাপ্রদানে সুনিপুণ, বুদ্ধিমান্ ও শস্ত্রাঘাতে অবধ্য ছিল। আমি ইতিপূর্ব্বেই কহিয়াছি, উহারা দুই জন এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারে। হে মহারাজ! এইরূপে কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ "দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না" এই নীতিবাক্যের অনুসরণ ক্রমে মহাবীর জরাসন্ধকে তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়।

## ঊনবিংশতিতম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! হংস ও ডিম্ভক নিহত হইয়াছে। কংসও সগণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে জরাসন্ধবধের সময় সমুপস্থিত। সমস্ত সুরাসুর একত্র হইলেও যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজয় করিতে পারে না অতএব আমার মতে উহাকে প্রাণযুদ্ধে জয় করা উচিত। দেখ! আমি নীতিজ্ঞ, ভীমসেন বলবান্ এবং অর্জ্জুন আমাদের রক্ষিতা, অতএব যেমন তিন অগ্নি একত্র হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, সেইরূপ আমরা তিন জন একত্র হইয়া জরাসন্ধের বধ সাধন করিব। আমরা তিন জন নির্জ্জনে আক্রমণ করিলে জরাসন্ধ অবশ্যই এক জনের সহিত সংগ্রাম করিবে। সে অবমাননা, লোভ ও বাহুবীর্য্যে উত্তেজিত হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবে, সন্দেহ নাই। যম যেমন উদ্ধত লোকের বিনাশে সমর্থ, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু ভীমসেন বৃহদ্রথতনয়কে সংহার করিতে পারিবেন। অতএব যদি তুমি আমার হৃদয়জ্ঞ হও এবং যদি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে শীঘ্র ভীম ও অর্জ্জুনকে ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে সমর্পণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর প্রফুল্ল মুখে উপবিষ্ট ভীম ও অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে অরাতিনিসূদন মধুসূদন! তুমি আর ওরূপ কহিও না। তুমি পাণ্ডবগণের অধিপতি আমরা তোমারই আশ্রিত। তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই যুক্তসিদ্ধ বটে, লক্ষ্মী যাহাদের প্রতি প্রতিকূলা, তুমি কখনই তাহাদের নিকট থাক না। যখন আমি তোমার নিদেশানুবর্ত্তী রহিয়াছি, তখন আমার জরাসন্ধকে বধ করিবার, বদ্ধভূপতিদিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার এবং রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার আর অপেক্ষা কি আছে? অতএব হে নরোত্তম! এক্ষণে যাহাতে এই সমুদায় কার্য্য ত্বরায় সম্পন্ন হয়, অপ্রমত্ত চিত্তে তাহাই কর। আমি তোমাদের তিন জন ব্যতিরেকে ধর্ম্মার্থকামরহিত ও রোগার্ত্তের ন্যায় দুঃখিত হইয়া জীবন ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ, অর্জ্জুন তোমা বিনা জীবন ধারণ করিতে পারেন না, তুমিও অর্জ্জুন ব্যতীত ক্ষণকাল থাকিতে পার না। এই ভূমণ্ডলে তোমাদের দুই জনের অজেয় কেহই নাই। আর এই মহাবীর্য্যসম্পন্ন শ্রীমান্ বৃকোদর তোমাদের দুই জনের সমভিব্যাহারে থাকিলে কি না সম্পন্ন করিতে পারে? সৈন্য সুশিক্ষিত হইলে উত্তমরূপে যুদ্ধকার্য্য সমাধা করে, অশিক্ষিত সৈন্যেরা অকর্ম্মণ্য হয়, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য। যেমন ধীবরগণ যেস্থানে ছিদ্র থাকে, সেই স্থান দিয়া অভিলষিত স্থানে জল লইয়া যায়; তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপদ্রবশূন্য প্রদেশেই জড় সৈন্য লইয়া গমন করেন; মহাবীরের নিকট কদাচ লইয়া যান না। অতএব আমরা নীতিবিধানজ্ঞ লোকবিশ্রুত গোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে যত্ন করিতেছি, হে যদুবংশাবতংস! তুমি প্রজ্ঞা, নীতি, বল, ক্রিয়া ও উপায়সম্পন্ন, অতএব ভীম ও

অর্জ্জুন কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকেই অগ্রসর করিবে। এইরূপে আমাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অর্জ্জুন তোমার অনুগমন করুক; এবং ভীম অর্জ্জুনের অনুগমন করুক; তাহা হইলেই বিক্রম, নীতি, জয় ও বল সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিপুলতেজা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মগধদেশে যাত্রা করিলেন। সুহৃদগণ মনোহর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রোধে অভিতপ্ত জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনে একান্ত উৎসুক এবং চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সেই তিন জনের কলেবর তৎকালে অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অগ্রে ভীমসেন, তৎপশ্চাৎ সংগ্রামে বিজিত ধর্ম্মার্থ-কাম-প্রবর্ত্তয়িতা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তদনন্তর অর্জ্জুন গমন করিতেছেন দেখিয়া সকলেই মনে করিল, এই বার জরাসন্ধ নিশ্চয় নিহত হইবে। তখন কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন কুরুদেশে উত্তীর্ণ হইয়া কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া রমণীয় পদ্মসরে গমন করিলেন। তৎপরে কালকূট অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা এবং একপর্ব্বতকে স্থিত নদীসমুদায় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইলেন। তদনন্তর রমণীয় সরযূ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব কোশলা দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে মিথিলা ও মিথিলা হইতে মালায় গমনপূর্ব্বক চর্ম্মণ্বতী নদী পার হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করত তিন জনে পূর্ব্বমুখে মগধদেশে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণপরে গোধনসমাকীর্ণ জলতড়াগাদিযুক্ত নানাবিধ বৃক্ষে আবৃত গোরথ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া মগধপুর দেখিতে পাইলেন।

---

## বিংশতিতম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ! বিবিধ পশুসমাকীর্ণ বাপী-তড়াগাদিযুক্ত সুরম্য হর্ম্ম্যে অলঙ্কৃত উপদ্রবশূন্য মগধরাজ্য শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ! বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচ পর্ব্বত রহিয়াছে! এই শীতল দ্রুমসুশোভিত, উন্নতশিখর পর্ব্বতসকল পরস্পর মিলিত হইয়া যেন গিরিব্রজ রক্ষা করিতেছে। সুপুষ্পিত শাখাসমুদায়ে সুশোভিত, সুগন্ধযুক্ত, কামিজনপ্রিয়, মনোহর লোধ্রবনরাজি উহাদিগকে যেন গোপন করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানে শংসিতব্রত মহাত্মা গৌতম ঋষি ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক কাক্ষীবপ্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপাদন করেন। হে অর্জ্জুন! এই নিমিত্ত পূর্ব্বে অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত মহীপতিগণ গৌতমের আশ্রমে আসিয়া মহোৎসব করিতেন। ঐ দেখ! গৌতমের আশ্রমসমীপে পরম রমণীয় অশ্বত্থ ও লোধ্রবনরাজী জন্মিয়াছে। ঐ দেখ! অর্ব্বুদ পর্ব্বত, শক্রবাপী ও প্রকাণ্ড পন্নগদ্বয় রহিয়াছে। ঐ স্থানে স্বস্তিক ও মণিনাগের আলয়। মনু, মগধরাজ্য মেঘের অপরিহার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং চণ্ডকৌশিক ও মণিমান্, জরাসন্ধকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ এইরূপে ঐ দুরাক্রম্য পুরের অধীশ্বর হইয়া আপনার কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছে, আমরা অদ্য তাহার দর্পচূর্ণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর বিপুলতেজা কৃষ্ণ, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে মগধপুরে গমন করিলেন এবং হৃষ্ট পুষ্ট জন ও বর্ণচতুষ্টয় সমাকীর্ণ মহোৎসবময়, নিতান্ত দুরাক্রম্য গিরিব্রজে সমুপস্থিত হইলেন। তৎপরে দ্বারদেশে গমন করিয়া বৃহদ্রথবংশীয় জনসমুদয় ও অন্যান্য নগরবাসিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান মগধরাজ্যের শোভাসম্পাদক নগরচৈত্যের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। মহারাজ বৃহদ্রথ মাংসাশী বৃষরূপধারী দৈত্যকে সংহার করিয়া তাহার চর্ম্মদ্বারা তিন ভেরী প্রস্তুত করেন; ঐ ভেরীত্রয়ে একবার আঘাত করিলে এক মাসব্যাপী গম্ভীর ধ্বনি হইত। মহারাজ বৃহদ্রথ আপনার পুরে ঐ তিন ভেরী রাখিয়াছিলেন। ভেরী সকল দিব্য পুষ্পে সমাকীর্ণ হইয়া ধ্বনিত হইত। কৃষ্ণসমবেত ভীম ও অর্জ্জুন ঐ ভেরীত্রয় ভগ্ন করিলেন এবং নানাপ্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়া দ্বারদেশ হইতে যেন জরাসন্ধের মস্তকে আঘাত করিতে করিতেই দ্রুতবেগে চৈত্যপ্রাকারের নিকট গমনপূর্ব্বক সুদৃঢ় বাহু দ্বারা সতত গন্ধমাল্যে অর্চ্চিত, সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতন চৈত্যশৃঙ্গ ভগ্ন ও নিপাতিত করত হৃষ্টচিত্তে মগধপুরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া জরাসন্ধকে জানাইলেন। পুরোহিতগণ তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধ সেই দুর্নিমিত্তশান্তির নিমিত্ত দীক্ষিত ও নিয়মস্থ হইয়া উপবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে স্নাতকবেশধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয় সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধ করিবার মানসে পুরপ্রবেশ করিলেন। তাঁহারা রাজমার্গে গমন করিতে করিতে নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য, মাল্য, আপণ ও অন্যান্য সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মালাকারদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মাল্য গ্রহণ করিলেন। সেই দিব্য মাল্য দিব্য কুণ্ডলধারী কৃষ্ণ, ভীম ও ধনঞ্জয়, যেমন সিংহ গোনিবাস নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করে, তদ্রূপ জরাসন্ধের নিকেতন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে চন্দনাগুরুচর্চ্চিত সেই বীরত্রয়ের বাহু শালস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মগধপুরবাসী জনগণ উদ্যত শালস্কন্ধের ন্যায় ও মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় সেই তিন জনকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বহুজনাকীর্ণ তিন কক্ষা অতিক্রম করিয়া অহঙ্কার প্রকাশপূর্ব্বক জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাদ্য, মধুপর্ক প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া স্বাগতপ্রশ্ন করিলেন। ভীম ও ধনঞ্জয় তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধীমান্ কৃষ্ণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ইহাঁরা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব্ব রাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন; ভূপতি কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞাগারে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন এবং অর্দ্ধ রাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। হে মহারাজ জনমেজয়! মগধরাজ জরাসন্ধের এই লোকবিশ্রুত ব্রত ছিল যে, কোন স্নাতক ব্রাহ্মণ অর্দ্ধ রাত্রসময়ে সমুপস্থিত হইলেও তিনি তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিতেন। তিনি তাঁহাদের তিন জনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব বেশ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা রাজাকে দেখিবামাত্র "স্বস্ত্যস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করত কুশল প্রশ্ন করিলেন। রাজা জরাসন্ধ সেই ব্রাহ্মণবেশধারী বীরত্রয়কে বসিতে কহিলেন। তাঁহারাও তদনুসারে যজ্ঞশালায় উপবেশন করিয়া অধ্বরস্থিত ত্রেতাগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সত্যসন্ধ মহারাজ জরাসন্ধ তাঁহাদের বেশদর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি জানি স্নাতক ব্রতাচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমনসময় ব্যতীত কখন মাল্য বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ, অঙ্গে পুষ্পমালা ও অনুলেপনে সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; আকার দর্শনে ক্ষাত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া নির্ভয়ে চৈত্যক পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছেন। আরও আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজাগ্রহণ করিলেন না? যাহা হউক, এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন, বলুন।

মহারাজ জরাসন্ধ এইরূপ কহিলে, মহামতি কৃষ্ণ, স্নিগ্ধ, গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ; কিন্তু হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতিই স্নাতকব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয়জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয়, বলিয়া আমরা পুষ্প ধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্; বাগ্বীর্য্যশালী নহেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্ভ বাক্যপ্রয়োগ করা নির্দ্ধারিত আছে। বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্য ভাবে ও সুহৃদ্গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

হে রাজন্! আমরা স্বকার্য্য-সাধনার্থে শত্রু গৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না; এই আমাদের নিত্য ব্রত।

---

## একবিংশতিতম অধ্যায়।

জরাসন্ধ কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আমি কোন্ সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ? দেখ ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া বিনাপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই। আর দেখ! ত্রিলোকীমধ্যে সৎপথগামিগণের পক্ষে ক্ষত্রধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা কেবল ক্ষত্রধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমি স্বধর্ম্মে নিরত প্রজাগণের কোন অপকার করি নাই; তবে তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে শত্রু বলিয়া স্থির করিয়াছ, বোধ হয়, তোমাদের প্রমাদ হইয়া থাকিবে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো! যে কুলপ্রদীপ একাকী কুলকার্য্যের ভার বহন করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিয়োগক্রমে তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। হে রাজন্! ক্ষত্রিয়গণকে পূজোপহারস্বরূপ করিবার মানস করাতে তুমি যৎপরোনাস্তি অপরাধী হইয়াছ, তবে কি বলিয়া আপনাকে নিরপরাধ বোধ কর? হে নৃপসত্তম! নিরপরাধ অন্যান্য ভূপতিগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? তবে তুমি কি জন্য নৃপতিগণকে আনয়নপূর্ব্বক মহাদেবের নিকট উপহার প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ? হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী ও ধর্ম্ম রক্ষণে সমর্থ। আমরা কখন নরবলি দেখি নাই; তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদানপূর্ব্বক ভগবান্ পশুপতির পূজা করিতে বাসনা করিতেছ? রে বৃথামতি জরাসন্ধ! তোমা ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সবর্ণের পশুসংজ্ঞা করিতে পারে? দেখ! যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করে, সে, সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলভাগী হয়। আমরা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া থাকি; তুমি জ্ঞাতিক্ষয়কারী, অতএব আমরা এক্ষণে জ্ঞাতিবৃদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে সংহার করিতে সমাগত হইয়াছি। তুমি মনে মনে স্থির করিয়াছ যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে ক্ষত্রিয়কুলে তোমার ন্যায় ক্ষমতাশালী পুরুষ আর কেহই নাই, সে কেবল তোমার বুদ্ধিভ্রমমাত্র। কোন্ স্বজাতীয় পক্ষপাতী ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত ভূপতি আত্মীয় জন রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতুল স্বর্গভোগ করিতে বাসনা না করে? দেখ! ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গে থাকিয়াও রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া লোকদিগকে জয় করেন। হে রাজন্! বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপোনুষ্ঠান ও যুদ্ধে মৃত্যু, এই সমুদয়ই স্বর্গের হেতু বটে, কিন্তু নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নাদি না করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না; কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হইবে উহাতে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। দেখ! সুরপতি ইন্দ্র স্বীয় গুণবান্ ক্ষত্র বৈজয়ন্তের প্রভাবে অসুরগণকে পরাজয় করিয়া জগৎপালন করিতেছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের সহিত শত্রুতা তোমার পক্ষে যেরূপ স্বর্গগমনের হেতু হইয়াছে, সেরূপ আর কাহারও ঘটে না। তুমি বহুসংখ্যক মাগধ সৈন্যের বলে দর্পিত হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণকে অপমান করিও না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পরাক্রম আছে। এই ভূমণ্ডলে তোমার সমতেজা ও তোমা অপেক্ষা অধিক তেজস্বী অনেকে আছেন। হে রাজন্! এই বিষয় অজ্ঞাত থাকাতেই তোমার এতাদৃশ অহঙ্কার হইয়াছে। উহা আমাদের নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে তোমাকে জানাইয়া দিলাম। হে ভূপতে! তুমি সদৃশ ব্যক্তির উপর অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ কর, নতুবা পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিতে হইবে। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, উত্তর ও বৃহদ্রথ অতিদর্পে আপন আপন মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছেন। হে রাজন্! তোমাকে কপটে সংহার করিবার মানসে এরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, আমরা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়। আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীর পুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর; না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।

জরাসন্ধ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি কোন রাজাকেই জয় না করিয়া আনয়ন করি নাই। যাহাকে আমি পরাজয় করি নাই এবং যে আমার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ, এই ভূমণ্ডলে এমত কোন্ ব্যক্তি আছে। হে বাসুদেব! বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লোককে আপনার বশে আনিয়া তাহার প্রতি স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আমি ক্ষাত্র ব্রতাবলম্বী; দেবপূজার নিমিত্ত রাজগণকে আনয়ন করিয়াছি; এখন কি নিমিত্ত ভয় পাইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব। আমি একাকী ব্যূহমধ্যস্থিত এক দুই বা তিন মহারথের সহিত এককালে বা পৃথক পৃথক যুদ্ধ করিতে পারি।

মহারাজ জরাসন্ধ এই কথা বলিয়া ঐ ভীমকর্ম্মা ব্যক্তিগণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে স্বীয় পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেকে আজ্ঞা করিলেন এবং কৌশিক ও চিত্রসেন নামক দুই সেনাপতিকে আহ্বান করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যসন্ধ হলধরানুজ মধুসূদন, ঐ ভীমপরাক্রম শার্দ্দূল-সমবিক্রান্ত বৃহদ্রথতনয় জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

---

## দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন যদুবংশাবতংস সুবক্তা বাসুদেব, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় মহারাজ জরাসন্ধকে কহিলেন, হে রাজন্! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে? মহাদ্যুতি জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন।

ঐ সময়ে পুরোহিত রোচনা,মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত এবং দুঃখমূর্চ্ছানিবারক অগদ ও ঔষধসমুদায় লইয়া সংগ্রামেচ্ছু জরাসন্ধের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মহারাজ জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্ম পরিধান ও কিরীট পরিত্যাগপূর্ব্বক কেশ বন্ধন করত বেগবান্ সমুদ্রের ন্যায় সমুত্থিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! আইস, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। মহাতেজা জরাসন্ধ ভীমকে এই কথা বলিয়া, বলাসুর যেমন ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ বৃকোদরকে আক্রমণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও কৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া যুদ্ধাভিলাষে জরাসন্ধের নিকট গমন করিলেন। এইরূপে সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া স্ব স্ব বাহুমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক উভয়ে মিলিত হইলেন। প্রথমে তাঁহারা কর গ্রহণপূর্ব্বক পাদাভিবন্দন করিয়া কক্ষাস্ফোটন করিতে লাগিলেন এবং স্কন্ধে বারংবার করাঘাত ও অঙ্গে অঙ্গে সমাশ্লেষ করিয়া পুনরায় আস্ফালন করিতে লাগিলেন। পরে চিত্রহস্তাদি বিবিধ বন্ধন করিয়া কক্ষাবন্ধ করিলেন এবং পরস্পর ললাটে ললাটে এরূপ আঘাত করিলেন যে, উভয়ের ললাট হইতে স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত ও ঘোরতর শব্দ হওয়াতে বোধ হইল, যেন বজ্রাঘাত হইতেছে। অনন্তর বাহুপাশাদি বন্ধন করিয়া পরস্পর মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বক মত্ত বারণের ন্যায় ও ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন এবং সুসংক্রুদ্ধ সিংহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর নিরীক্ষণ, করপ্রহার ও বারংবার আকর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরস্পর অঙ্গ ও বাহু দ্বারা অঙ্গ সমাপীড়ন ও বাহু দ্বারা উদর আবরণ করত পরস্পরকে স্ব স্ব কটি ও পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং স্ব স্ব কণ্ঠ, কক্ষ ও উদরে হস্তাস্ফালন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পরস্পর পৃষ্ঠভঙ্গ ও বাহুদ্বয় দ্বারা সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা এবং পূর্ণকুম্ভপ্রভৃতি করিলেন। তৎপরে তাঁহারা তৃণপীড়, পূর্ণযোগ ও সমুষ্টিক প্রভৃতি নানাবিধ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। মহাবীর জরাসন্ধ ও ভীমসেন পরস্পর নিগ্রহ ও প্রগ্রহ দ্বারা ভয়ানক বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী পরম প্রহৃষ্ট মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয় পরস্পরের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! বীরদ্বয়ের বৃত্রবাসব সদৃশ ভয়ানক তুমুল সংগ্রামে অন্যান্য লোক উৎসারিত হইল। প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অনুকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও জানুদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কঠোর শব্দে

তৎসমা করত প্রস্তরাঘাতসদৃশ মুষ্টিপ্রহারে অভিঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিস্তৃত বক্ষ, উভয়েই দীর্ঘ বাহু, উভয়েই যুদ্ধকুশল; সুতরাং উভয়ে উভয়কে লৌহার্গলসদৃশ বাহু দ্বারা সংসক্ত করিলেন। দুই মহাত্মার যুদ্ধ কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া অনাহারে অবিশ্রান্ত ত্রয়োদশ দিবস দিবারাত্রি সমভাবে চলিয়াছিল। চতুর্দ্দশ দিবসে রাত্রিতে মগধরাজ ক্লান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে, অধিকন্তু পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে; অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ! ইহাঁর সহিত বাহুযুদ্ধ কর। শত্রুনিসূদন ভীম, কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্জ্জয় জরাসন্ধকে তদবস্থ জানিয়া তাহাকে জয় করিবার নিমিত্ত অধিক কোপাবিষ্ট হইলেন।

—

## ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর কৌশলাভিজ্ঞ ভীমসেন জরাসন্ধবধাভিলাষে বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই পাপাত্মার কক্ষদেশ এরূপ বসনবদ্ধ আছে যে ইহাকে প্রাণবিমুক্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। পুরুষব্যাঘ্র বাসুদেব জরাসন্ধবধাভিলাষে সত্বর হইয়া বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীম! তোমার যে দৈব বল ও বায়ুবল আছে আশু তাহা জরাসন্ধে প্রদর্শন কর। মহাবল ভীম এই প্রকার অভিহিত হইয়া জরাসন্ধকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জানু দ্বারা আকুঞ্চনপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ ও নিষ্পেষণপূর্ব্বক সিংহনাদসহকারে তাঁহার চরণদ্বয় করকবলিত করিয়া দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। নিষ্পিষ্যমাণ জরাসন্ধের [illegible] ভীমসেনের গর্জ্জনে মগধবাসী সমস্ত [illegible] গর্ভস্রাব হইয়া গেল। ভীমসেনের [illegible] লোকেরা বোধ করিল যে, হয় হিমালয় [illegible] দীর্ণ হইতেছে।

[illegible] কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম গতজীবিত [illegible] জরাসন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধের পতাকাশালী রথ সংযোজিত এবং তাহাতে ভ্রাতৃদ্বয়কে আরোহিত করিয়া বান্ধবগণকে কারামুক্ত করিলেন। মহীপালগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক রত্ন দ্বারা তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। অক্ষত শস্ত্রসম্পন্ন জিতারি বাসুদেব সেই দিব্য রথে আরোহণ করিয়া রাজগণের সহিত গিরিব্রজ হইতে প্রস্থান করিলেন। ভীমার্জ্জুন দুই যোদ্ধা তাহাতে আরূঢ় এবং কৃষ্ণ তাহার সারথি হওয়াতে সেই রথ সমধিক শোভিত হইয়াছিল। যে রথ তারকাজালের ন্যায় সমুজ্জ্বল; ইন্দ্র এবং বিষ্ণু যাহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম করিতেন, যদ্দ্বারা পুরন্দর নবনবতি বার দানবগণকে নিহত করিয়াছিলেন; তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় যাহার আভা; মেঘনির্ঘোষের ন্যায় যাহার শব্দ; সেই কিঙ্কিনীজালজড়িত অপূর্ব্ব রথ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। মাগধেরা মহাবাহু কৃষ্ণকে ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত সেই রথে আরূঢ় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। বায়ুবেগশালী সেই রথ দিব্য ঘোটকে সংযুক্ত ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অতীব শোভমান হইয়াছিল। সেই দেবনির্ম্মিত রথ শক্রধনুর ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনন্তর কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিবামাত্র তিনি সমাগত হইলেন। বিস্তৃতানন, মহানাদ, গরুত্মান্ সমারূঢ় হইলে সেই দিব্য রথ উন্নত চৈত্যবৃক্ষের উপমেয় হইয়া উঠিল। সহস্রকিরণাবৃত মধ্যাহ্নসহস্রাংশুর ন্যায় প্রাণিগণের দুর্নিরীক্ষ্য সেই রথ তেজঃ দ্বারা সমধিক দীপ্যমান হইল। তাহার দিব্য ধ্বজ বৃক্ষেও সংলগ্ন হইত না এবং বাণেও বিদ্ধ হইত না একণে মানবের দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যে রথ রাজা বসু বাসব হইতে বৃহদ্রথ বসু হইতে, পরিশেষে জরাসন্ধ বৃহদ্রথ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুরুষব্যাঘ্র অচ্যুত, ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত সেই মেঘনাদ রথে আরোহণ করিয়া প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব গিরিব্রজ হইতে নির্গত হইয়া বহিঃপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন তথায় ব্রাহ্মণপ্রভৃতি নগরবাসীরা সৎকার ও বিধিবিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। বন্ধনবিমুক্ত রাজারাও ভক্তিপূর্ব্বক মধুসূদনের পূজা করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহাবাহো!

ভীমার্জ্জুনের সহিত আপনি যে ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন, অন্য যে দুঃখরূপ পঙ্কে পতিত জরাসন্ধরূপ হ্রদে নিমগ্ন নৃপতিগণের উদ্ধার সাধন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হে বিষ্ণো! হে যদুনন্দন! আপনি, দারুণ গিরিদুর্গে অবসন্ন দুর্ভাগ্যদিগের মোচনজনিত দীপ্ত যশোরাশি প্রাপ্ত হইলেন। আপনি নৃপতিগণের দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।

মনস্বী হৃষীকেশ তাহাদিগকে কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য চিকীর্ষু ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন ইহাই প্রার্থনা। নৃপতিগণ তাহাই করিব বলিয়া স্বীকার করিলেন। জরাসন্ধনন্দন সহদেব অমাত্যের সহিত পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অতিবিনীত-ভাবে প্রণিপাতসহকারে বহু রত্ন প্রদানপূর্ব্বক নরদেব বাসুদেবের উপাসনা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ভয়ার্ত্ত সহদেবকে অভয় প্রদান করিয়া তৎপ্রদত্ত মহামূল্য রত্নসমুদায় গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ ভীম ও অর্জ্জুন একত্র হইয়া সানন্দে সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবাহু সহদেব মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন।

এদিকে শ্রীমান্ পুরুষোত্তম ভূরি ভূরি রত্নজাত সংগ্রহ করিয়া ভীমার্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থিত হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া আনন্দের সহিত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বৃকোদর, বলবান্ জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন, কারারুদ্ধ ভূপতিগণও বন্ধন-মুক্ত হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে ভীমসেন এবং ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া অক্ষত শরীরে স্বনগরে আগমন করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া বাসুদেবকে সমুচিত পূজা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। ভীমার্জ্জুন জরাসন্ধকে নিহত করিয়া জয় লাভ করিয়াছেন, ইহাতে সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠিরের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। অনন্তর তাঁহারা বয়োনুসারে সৎকার ও পূজা করিয়া ভূপতিগণকে বিদায় করিলেন, ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞাত হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে উচ্চারূঢ় যানে আরোহণ করিয়া স্ব স্ব দেশে গমন করিলেন।

বুদ্ধিমান্ শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ পাণ্ডবগণ দ্বারা চিরশত্রু জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞা লইয়া কুন্তী, কৃষ্ণা, সুভদ্রা, ভীমসেন, ধনঞ্জয় এবং ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিয়া ধর্ম্মরাজ প্রদত্ত মনস্তুল্যগামী সেই দিব্য রথে দশ দিক্ মুখরিত করিয়া নিজনগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনসময়ে অজাতশত্রুপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের বধ সাধন ও গিরিদুর্গ হইতে বধার্থানীত নরপতিদিগের উদ্ধার করাতে তাঁহার যশোরাশি ক্রমে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া উঠিল। হে ভরতবংশাবতংস জনমেজয়! এইরূপে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর প্রীতি বর্দ্ধন ও তৎকালোচিত ধর্ম্ম-কামার্থোপেত প্রজা পালন করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

জরাসন্ধবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

# দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়।

## চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! অর্জ্জুন উৎকৃষ্ট ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর, রথ, পতাকা ও সভা অধিকার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! নিতান্ত অনুলভ অভিলষিত কোদণ্ড, সহায়, দুর্গ, যশ ও বলপ্রভৃতি আমি সকলই লাভ করিয়াছি। এক্ষণে কোষবৃদ্ধি ও ভূপালগণ হইতে কর আহরণ করাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। এক্ষণে আপনি অনুমতি করিলে শুভ নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও তিথিবিশেষ লাভ করিয়া বিজয়ার্থ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করি।

অর্জ্জুনের এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, বৎস! তুমি পূজ্য ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুগণের নিরানন্দ ও সুহৃদ্বর্গের আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা কর, নিশ্চয়ই [illegible] ও অভীষ্টসিদ্ধ হইবে। তখন অর্জ্জুন [illegible] পরিবৃত হইয়া অগ্নিদত্ত দিব্যরথে আরো[illegible] করিলেন। ভীমসেন ও যমজ নকুল [illegible] ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া [illegible] ব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হই[illegible]

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তর দিক্, ভীম পশ্চিম, সহদেব দক্ষিণ ও নকুল পূর্ব্বদিক জয় করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থমধ্যস্থ সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত্ত হইয়া পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

---

## পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা এককালে পৃথিবী জয় করেন, অতএব প্রথমতঃ অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! ধনঞ্জয় প্রথমতঃ অনতিভয়ঙ্কর কর্ম্ম দ্বারা কুলিন্দবিষয়স্থিত মহীপালগণকে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর কুলিন্দ, কালকূট ও আনর্ত্তদেশ বশীভূত করিয়া তিনি সসৈন্যে মহীপাল সুমণ্ডলকে পরাজয় করেন। তৎপরে সুমণ্ডল সমভিব্যাহারে শাকলদ্বীপে ও বিন্ধ্য ভূধরসন্নিহিত পার্থিবদিগকে জয় করিলেন। সপ্ত দ্বীপ মধ্যে শাকলদ্বীপে যে সকল ভূপাল বাস করিতেন, অর্জ্জুন সৈন্যের সহিত তাহাদিগের তুমুল সংগ্রাম হইল। অনন্তর অর্জ্জুন ঐ সমস্ত রাজগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে প্রাগ্জ্যোতিষ দেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরের উপকূলবাসী অন্যান্য বহুবিধ যোদ্ধৃবর্গের সহিত পরিবৃত্ত ছিলেন। তিনি আট্ দিবস যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামবিষয়ে বিগতক্লম অর্জ্জুনকে সহাস্য বদনে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের আত্মজ; তোমার এইরূপ বলবীর্য্য হইবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে, আমি ইন্দ্রের প্রিয় সখা, আমিও সমরক্ষেত্রে বলবিক্রমপ্রকাশে কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূন নহি, তথাচ তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি! অতএব এক্ষণে তোমার কি অভিলাষ বল, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব। নিশ্চয়ই কহিতেছি, তুমি যে কথা কহিবে, তাহার অন্যথা হইবে না। অর্জ্জুন কহিলেন, আমি কুরুকুলতিলক ধর্ম্মনন্দন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্থিবত্ব সংস্থাপনের অভিসন্ধি করিয়াছি। আপনি তাঁহাকে কর প্রদান করুন। আপনি মদীয় পিতা ইন্দ্রদেবের সখা, আর আমার সহিতও আপনকার বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিল। সুতরাং এক্ষণে আর আপনাকে আদেশ করিতে পারি না, অতএব প্রীতিপূর্ব্বক কর প্রদান করুন। তখন ভগদত্ত কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! যাদৃশ তুমি আমার প্রণয়ভাজন, রাজা যুধিষ্ঠিরও তদ্রূপ অতএব আমি অবশ্যই এই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব, বরং আর কি করিতে হইবে বল।

---

## ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগদত্ত কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয়! এই বিষয়ে অঙ্গীকৃত হইলে আমাদিগের সকলই অনুষ্ঠিত হয়।

অনন্তর অর্জ্জুন ভগদত্তকে পরাজয় করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি এই সমস্ত স্থান আপন হস্তগত করিলেন। তৎপরে পর্ব্বত বন ও তত্রত্য অনেকানেক ভূপালগণকে আয়ত্ত ও অনুরক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মৃদঙ্গনাদ, রথঘর্ঘরশব্দ ও মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি দ্বারা পর্ব্বতকাননসমাকীর্ণা বসুন্ধরা ধবলিত ও বিকম্পিত করিয়া ঐ সকল রাজলোকের সহিত উলূকবাসী বৃহন্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃহন্ত অবিলম্বে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের সহিত পর্ব্বতরাজ বৃহন্তের অতিমহৎ সঙ্ঘর্ষ হইতে লাগিল, কিন্তু বৃহন্ত তাঁহার বলবীর্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্ব্বিসহ স্থির করিয়া প্রভূত অর্থের সহিত তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর কুন্তীনন্দন বৃহন্তরাজ্য বৃহন্তকেই সমর্পণ করিয়া উলূক সমভিব্যাহারে সেনাবিন্দুর নিকট উপস্থিত

হইলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন। তৎপরে তিনি মোদাপুর, বামদেব, সুদামন, সুসঙ্কুল এবং উত্তর উলূকদেশস্থ অনেকানেক ভূপালগণকে সমানয়ন করিলেন। তিনি তথায় অবস্থান করিয়াই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অপ্রতিহত শাসনপ্রভাবে সেনাসমূহ দ্বারা পঞ্চগণ ও বহুবিধ দেশ জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সেনাবিন্দুই রাজধানীহইতে নির্গত ও দেবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া স্কন্ধাবার সংস্থাপন করিলেন। তথা হইতে সৈন্যগণ পরিবৃত হইয়া পুরুবর্ষত পৌরবরাজ বিশ্বগশ্বের নিকট উপনীত হইলেন। তথায় অনেকানেক পার্ব্বতীয় মহাবীরদিগকে সমরাঙ্গনে পরাজয় করিয়া সৈন্যগণসহকারে পৌরবপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে পৌরব ও পর্ব্বতনিবাসী দস্যুদিগকে এবং সপ্তবিধ উৎসব-সঙ্কেতনামক ম্লেচ্ছজাতিদিগকে পরাজয় করিলেন।

অনন্তর তিনি কাশ্মীরদেশসম্ভূত ক্ষত্রিয়বীরদিগকে ও দশ রাজমণ্ডলের সহিত ভূপাল লোহিতকে পরাজয় করিলেন। তখন ত্রিগর্ত্ত, দারু ও কোকনদদেশীয় ক্ষত্রিয়েরা অর্জ্জুনসন্নিধানে সমাগত হইতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন রম্য অভিসারী নগরী অধিকার করিলেন। তাঁহার বাহুবলে রণস্থলে উরগদেশবাসী মহারাজ রোচমান পরাজিত হইলেন। তদনন্তর রণস্থলে সৈন্য বিস্তারপূর্ব্বক বহুবিধ আয়ুধরক্ষিত রমণীয় সিংহপুরে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন। তৎপরে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সুহ্ম ও সুমালানাম্নী নগরী মন্থন করিতে লাগিলেন তৎপরে পরম বাহুবিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তিনি নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ বাহ্লীকদিগকে নিরতিশয় মর্দ্দন করিয়া পরিশেষে স্ববশে স্থাপন করিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া দরদ ও কাম্বোজ জয় করেন। পূর্ব্ব ও উত্তরদেশে যে সকল দস্যুদল বাস করিতেছিল, আর যাহারা অরণ্যচারী তাহারাও অর্জ্জুনের বশীভূত হইল। তৎপরে মহাবীর অর্জ্জুন লোহ, পরম, কাম্বোজ ও উত্তর ঋষিক এই সকলকে এককালে পরাজয় করিলেন। ঋষিকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে সমরাঙ্গনে পরাজয় করিয়া শুকোদরশ্যাম আটটি অশ্ব আনয়ন করিলেন। আর রাজকরস্বরূপ ময়ূরসদৃশ উদীচ্য ও পাশ্চাত্য অতিবেগগামী তুরঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তৎপরে নিষ্কুটপর্ব্বত ও হিমাচলকে পরাজয় করিয়া ধবল গিরিপৃষ্ঠে সেনানিবেশ করিলেন।

---

## সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ধবলগিরি অতিক্রম করিয়া ক্ষত্রিয়ান্তক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দ্বারা দ্রুমপুত্ররক্ষিত কিম্পুরুষবর্ষ পরাজয় ও অধিকার করিলেন। তৎপরে সসৈন্যে গুহ্যকপালিত হাটকদেশে উপস্থিত হইলেন, তথায় গুহ্যকদিগের নিকট জয় লাভ করিয়া তিনি মানস সরোবর ও সমস্ত ঋষিকন্যা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মানস সরোবরের নিকটস্থ হইয়া হাটকের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গন্ধর্ব্বরক্ষিত দেশ সকল অধিকার করিলেন। সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বনগর হইতে তিনি তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডূক নামে প্রচুর অশ্বরত্ন করস্বরূপ লাভ করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তরহরিবর্ষে সমুপস্থিত হইয়া জয়লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। এই অবসরে মহাবীর্য্য মহাকায় মহাবল দ্বারপালসকল অর্জ্জুনসন্নিধানে উপনীত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিল, হে কুন্তীনন্দন মহাভাগ অর্জ্জুন! আপনি এই গন্ধর্ব্বনগরী অধিকারে কদাচ সমর্থ হইবেন না, অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। এই নগরী অপর্য্যাপ্ত সৈন্যসামন্তসম্পন্ন। যিনি এই নগরে প্রবেশ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ সামান্য মনুষ্য নহেন। এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যখন আপনি এই নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনার জয়লাভই হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! এস্থলে কোন বিষয়ই জেতব্য লক্ষিত হয় না। এই দেশের নাম উত্তর কুরু। এস্থানে যুদ্ধের প্রসঙ্গও নাই। আপনি নগরপ্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি স্থান প্রভাবে কোন বস্তুই আপনার প্রত্যক্ষ হইতেছে না। এস্থলে কোন বিষয়েই মনুষ্যমাত্রের সাক্ষাৎকার লাভের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনকার যদি কোন কার্য্য সংসাধন করিবার অভিলাষ থাকে বলুন, আজ্ঞা পাইলে আমরাই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব। তখন অর্জ্জুন হাস্যমুখে প্রত্যুত্তর করিলেন,

আমি ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব যদি তোমাদিগের এই প্রদেশ-সকল নরলোকের সঞ্চারবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান কর। তখন দ্বারপালেরা অর্জ্জুনকে দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য অজিন ও মহার্হ ক্ষৌম বস্ত্র, এই সমস্ত বস্তু কর প্রদান করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তর কুরু পরাজয় করিয়া পরিশেষে অন্যান্য অনেকানেক ক্ষত্রিয় ও দস্যুগণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত ও হস্তগত করিয়া বহুবিধ ধন রত্ন এবং ময়ূরসদৃশ, শুকশ্যাম, বেগশালী অশ্ব সকল গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে পুনরায় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বাহনের সহিত সমস্ত ধন প্রদান করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

---

## অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই অবসরে ভীমপরাক্রম ভীম যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে করিতুরগসঙ্কুল বহুল বল সমভিব্যাহারে পূর্ব্ব দিগ্বিভাগে যাত্রা করিলেন, এবং অনতিকালমধ্যে পাঞ্চালনগরে উপনীত হইয়া বিবিধ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক পাঞ্চালদিগকে স্ববশে আনিলেন। অনন্তর তিনি বিদেহ ও গণ্ডকদিগকে পরাজয় করিয়া অত্যল্পকালবিলম্বেই দশার্ণদেশ অধিকার করিলেন। তথায় দশার্ণাধিপতি সুধর্ম্মা ভীমসেনের সহিত অতি ভয়ঙ্কর বাহুযুদ্ধ করিলেন। সেই মহাবল মহীপালের বাহুবল পরীক্ষা করিয়া ভীম তাহাকে পরাজিত ও সেনাপতিমধ্যে প্রধানভূত করিয়া রাখিলেন।

অনন্তর ভীমসেন বাহিনী বলভরে বসুন্ধরাকে কম্পান্বিত করিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন। তথায় সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বাহুবলে অনুচরবর্গের সহিত অশ্বমেধেশ্বর রোচমানকে পরাজয় করিলেন। ভীম, মহারাজ রোচমানকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিয়া পূর্ব্বদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দক্ষিণ দিগ্বিভাগস্থ পুলিন্দনগরে উপস্থিত হইয়া সুকুমার ও সুমিত্রনামা ভূপালদ্বয়কে বশীভূত করিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে মহাবল শিশুপাল-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। চেদিরাজ ভীমের অভিপ্রেত সম্যক্ অবগত ও রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎ হইবা মাত্র উভয়ে আত্মকুলগত কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। তদনন্তর শিশুপাল স্বরাজ্যের অবস্থা নিবেদন করিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, হে মহাবাহো! এক্ষণে কিরূপ কার্য্য সংসাধনে অধ্যবসায় করিয়াছ? ভীমসেন প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত হইয়া কর সংগ্রহ করিতেছি। এই কথা শুনিবামাত্র চেদিরাজ তাঁহাকে কর প্রদান করিলেন। তৎপরে ভীমসেন তথায় ত্রিংশদ্দিবস বাস করিয়া শিশুপাল কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া বলবাহন সমভিব্যাহারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

---

## ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীম, কুমাররাজ্যে শ্রেণীমান ও কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া অনতিতীব্র কর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞ মহাবল দীর্ঘযজ্ঞকে জয় করিলেন। তদনন্তর গোপালকক্ষ, উত্তর কোশলপ্রদেশ, ও মল্লাধিপতিকে স্ববশে আনিলেন। তৎপরে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে বল প্রকাশপূর্ব্বক অল্প কাল মধ্যে সমুদয় জলোদ্ভবদেশ অধিকার করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে অনেকানেক দেশ ভীমসেনের অধিকৃত হইল।

তৎপরে ভীমপরাক্রম ভীমসেন ভল্লাট ও শুক্তিমান্ পর্ব্বত পরাজয় এবং নিজবাহুবলে কাশিরাজসহিত সুবাহুকে বশীভূত করিলেন। অনন্তর সুপার্শ্ব, যুদ্ধমান ও রাজপতি ক্রথকে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিলেন। তৎপরে মৎস্য ও মহাবল মলদদিগকে এবং পশুভূমি সকল জয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে তথা হইতে প্রতিগমনপূর্ব্বক মদধার মহীধর ও সোমধেয়দিগকে জয় করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। উত্তর দেশে উপস্থিত হইয়া মহাবল ভীম বল প্রকাশপূর্ব্বক বৎসভূমি অধিকার করিলেন। তৎপরে ভর্গের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি ও মণি-

মান্ প্রভৃতি মহীপালদিগকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনতিতীব্র কর্ম্ম দ্বারা দক্ষিণ মল্ল ও ভোগবান্ পর্ব্বতকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ-পূর্ব্বক শর্ম্মক ও বর্ম্মকদিগকে জয় করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজয় করিলেন, এবং ছলপ্রকাশপূর্ব্বক শক ও বর্ব্বরদিগকে আত্মবশে আনিলেন।' তৎপরে ইন্দ্রপর্ব্বত সন্নিধানে বিদেহদেশে বাস করিয়াই তিনি সপ্ত প্রকার কিরাতা-ধিপতিদিগকে পরাজয় করিলেন। অনন্তর স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম ও প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অন্যান্য মহীপালদিগকে জয় করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে গিরিব্রজে যাত্রা করিলেন। গিরিব্রজে উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধতনয়কে সান্ত্বনা ও হস্তগত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে মেদিনীমণ্ডল চালিত করিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কর্ণকে যুদ্ধে পরাজিত ও আপনার বশীভূত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন।

অনন্তর মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থলের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ-বাসী মনোজ্ঞ রাজা, এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহা-বীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হই-লেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্ব-টাধিপতি, প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।

এইরূপে মহাবীর ভীম অনেকানেক দেশ অধিকার ও তথা হইতে কর সংগ্রহ করিয়া মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপনীত হইলেন। সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছ রাজগণ ভীমকে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, মণি, মৌক্তিক, কম্বল, কাঞ্চন, রজত, বিদ্রুমপ্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিল। ভীম এই সমস্ত সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন।

## ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ মথুরা নগরী জয় করিলেন। তৎপরে মৎস্যরাজ তদীয় বলবীর্য্যের বশীভূত হইলেন। অনন্তর অধিরাজাধিপতি মহাবল দন্তবক্রকে জয় ও তাঁহাকে করদ করিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করিলেন। তৎপরে সুকুমার ও নরাধিপ সুমিত্রকে বশীভূত করিয়া পটচ্চর ও অপর মৎস্যদিগকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গ পর্ব্বত ও শ্রেণিমান্ পার্থিবকে বল প্রকাশ করিয়া বশীভূত করিলেন। তৎপরে নবরাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুন্তিভোজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কুন্তিভোজ প্রীতিপূর্ব্বক সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। অনন্তর স্রোতস্বতী চর্ম্মণ্বতীর তীরদেশে পূর্ব্ববৈরী বাসুদেব কর্ত্তৃক পরাজিত জম্ভকাত্মজ মহারাজকে দেখিলেন। তিনি সহদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন। পরিশেষে সহদেব তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় সেক ও অপরসেক সহদেবের নিকট পরাজিত হইলেন। সহদেব তাঁহাদিগের নিকট কর গ্রহণ ও বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহাদিগেরই সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদীর অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। তথায় সুমহৎ সৈন্যসমূহপরিবৃত অবন্তিদেশসমুৎপন্ন মহাবীর বিন্দানুবিন্দদ্বয়কে যুদ্ধে জয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক ভোজ-কট পুরে গমন করিলেন। সেই স্থানে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ ভীষ্মকের সহিত দুই দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল, পরিশেষে তাঁহাকে পরাজয় করিয়া কোশ-লাধিপতি, বেণ্বানদীর তীরস্থ নৃপতি আরণ্যক ও অযো-ধ্যার পূর্ব্বাংশের অধীশ্বরদিগকে, সমরে পরাজয় করি-লেন। তৎপরে নাটকেয় ও হেরম্বকদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মারুধ ও মুঞ্জ গ্রাম বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। তৎপরে নাটবিক, নর্ব্বুক ও সেই সমস্ত আরণ্যক নৃপতি-দিগকে জয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাতাধিপতিকে হস্তগত ও পুলিন্দদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সহদেব দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাণ্ডারাজ্যের সহিত

তাঁহার এক দিবস যুদ্ধ হইল। তিনি পাণ্ড্যরাজকে পরাজয় করিয়া দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। ত্রিলোকবিধাতা কিষ্কিন্ধানাম্নী বানরনগরীতে উপস্থিত হইয়া বানররাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই পরিশ্রান্ত বা বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তাঁহারা সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া সহদেবকে প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে পাণ্ডবশার্দ্দূল! তুমি আমাদিগের নিকট বিবিধ রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক এস্থান হইতে প্রস্থান কর। তুমি যে কার্য্য সমাধা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। অনন্তর তিনি তথা হইতে রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিলেন। তথায় মহারাজ নীলের সহিত সহদেবের সৈন্যক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সকলের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত, ভগবান্ হুতাশন ঐ যুদ্ধে নীলরাজকে সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। সহদেবের সৈন্যমধ্যে অশ্ব, রথ, হস্তি, পুরুষ ও কবচ সমুদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দর্শনে কুরুনন্দন সহদেব ইতি কর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন, ভগবান্ বহ্নি কি নিমিত্ত রণক্ষেত্রে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে,পূর্ব্বে মাহিষ্মতীবাসী ভগবান্ পাবক পারদারিক বলিয়া গৃহীত হন। নীল রাজার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী ছিল যে, সর্ব্বদা পিতার বোধন সাধনের নিমিত্ত অগ্নির উপাসনা করিত। অগ্নি,ঐ রাজকুমারীর রমণীয় ওষ্ঠপুট বিনির্গত বায়ু ব্যতিরেকে ব্যজন দ্বারা উপবীজ্যমান হইলেও প্রজ্বলিত হইতেন না। অনন্তর বহ্নি ব্রাহ্মণরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা সুদর্শনা কন্যার সহিত স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন, এবং রাজাকে অনাদর করিয়া সকলের গৃহেই গমনাগমন করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে শাসন করিলেন। তখন ভগবান্ অগ্নি ক্রোধে অধীর হইয়া প্রজ্বলিত হইলেন। রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বিপ্ররূপী বহ্নির শরণ গ্রহণপূর্ব্বক শুভ দিনে ও শুভ লগ্নে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অনল নীলরাজদুহিতাকে প্রতিগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! বর প্রার্থনা কর। রাজা এইরূপ অভিহিত হইয়া আপনার ও সৈন্যসামন্তের অভয় প্রার্থনা করিলেন। তদবধি এই বৃত্তান্ত না জানিয়া যে কোন নরপতি মাহিষ্মতী পুরী জয় করিতে ইচ্ছা করেন,ভগবান্ অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া থাকেন। তদবধি এই নগরীতে কেহই স্ত্রীলোকদিগকে স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন না। অগ্নি মহিলাগণকে "অবারণীয়া হও" এই বলিয়া বর দান করাতে, তদবধিই তাহারা স্বৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ও অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া রাজগণ মাহীষ্মতী নগরী পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সহদেব সৈন্যদিগকে অগ্নিপরীত ও একান্ত ভীত দেখিয়া অচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শুচি হইয়া আচমনপূর্ব্বক পাবককে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবন্! আমি আপনকার প্রসাদেই দিগ্বিজয় করিতেছি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দেবগণের মুখস্বরূপ ও আপনিই যজ্ঞ। জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, এই নিমিত্ত আপনকার নাম পাবক। বহনীয় দ্রব্যজাত বহন করিয়া থাকেন, এই কারণে হব্যবাহন হইয়াছেন। আপনা হইতে বেদ জন্মিয়াছে,এই জন্যই সকলে আপনাকে জাতবেদা বলিয়া থাকে। হে বিভাবসো! আপনিই চিত্রভানু সুরেশ ও অনল। আপনিই স্বর্গদ্বারস্পর্শী হুতাশন, জ্বলন ও শিখী। আপনিই বৈশ্বানর, পিঙ্গেশ ও সর্ব্বতেজোনিধান, কুমারসূ, আপনিই ভগবান্ রুদ্রগর্ভ ও হিরণ্যকৃৎ। হে অনল! আপনি আমাকে তেজঃপ্রদান করুন, বায়ু প্রাণ দান ও পৃথিবী বলাধান করুন, জল মঙ্গল সাধন করুন। ভগবন্! আপনা হইতে বারি সম্ভূত হয়, আপনি সুরশ্রেষ্ঠ ও দেবগণের মুখস্বরূপ। আপনি এক্ষণে আমাকে পবিত্র করুন। ঋষি ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অসুরগণ যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আপনি তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্য দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। হে অগ্নে! আমি প্রীত

ও শুচি হইয়া আপনাকে স্তব করিতেছি, এক্ষণে আপনি আমাকে তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রুতি ও প্রীতি প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যিনি এইরূপ আগ্নেয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হোম করিয়া থাকেন, তিনি সম্পত্তিশালী, দান্ত ও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন।

অগ্নির স্তুতিবাদ করিয়া সহদেব তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ হব্যবাহন! আপনি এই যজ্ঞে কোন বিঘ্ন সম্পাদন করিবেন না। এইরূপ প্রার্থনানন্তর তিনি ভূতলে কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক পাবকের অভিমুখে উপবেশন করিলেন। যেমন মহাসাগর তীরভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ অগ্নি, ভীত ও উদ্বিগ্ন সৈন্যগণ এবং সম্মুখে আসীন নরদেব সহদেবকে অতিক্রম করিলেন না। অনন্তর অগ্নি অতিমন্দ গমনে প্রশান্ত সহদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, হে কুরুনন্দন! উত্থিত হও। তোমার ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়াছি, তথাচ যে পর্য্যন্ত নীল রাজার বংশে কোন বংশধর রাজা থাকিবেন, তদবধি আমি এই নগরী রক্ষা করিব। এক্ষণে তোমার যেরূপ মনোরথ, তাহা সফল হইবে।

ইহা শ্রবণে মাদ্রীতনয় হৃষ্টান্তঃকরণে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া বহ্নির পূজা করিলেন। বহ্নি প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর মহারাজ নীল তদীয় আদেশানুসারে সহদেবসন্নিধানে উপনীত হইয়া শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অর্চনা করিলেন। সহদেব পূজা গ্রহণপূর্ব্বক নীলরাজাকে হস্তগত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নরদেব সহদেব প্রভূত পরাক্রমশালী ত্রৈপুররক্ষককে স্ববশে স্থাপন করিয়া পৌরবেশ্বরকে বলপূর্ব্বক আপনার বশীভূত করিয়া রাখিলেন। অনন্তর দৃঢ়তর যত্নসহকারে সুরাষ্ট্রাধিপতি কৌশিকাচার্য্য আকৃতিকে আপনার বশবর্ত্তী করিলেন। সুরাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থান করিয়াই তিনি ভোজকটস্থ মহাপাত্র রুক্মি ও পরম ধার্ম্মিক দেবরাজসখ মহারাজ ভীষ্মকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্র, উভয়েই সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন। তৎপরে মাদ্রীসুত সহদেব প্রীতিপূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শূর্পাকর, তালাটক ও দণ্ডকদিগকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর সাগরদ্বীপবাসী ও ম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত ভূপতি, নিষাদ, রাক্ষস, কর্ণ, প্রাবরণ, নররাক্ষস যোনিজ কালমুখ, কোলগিরি, সুরভীপট্টন, তাম্রাখ্য দ্বীপ, রামক পর্ব্বত ও তিমিঙ্গিল বশীভূত করিয়া একপাদ পুরুষ, বনবাসী কেরক, পঞ্চয়ন্তী নগরী ও করহাটক, এই সকলকে কেবল দূতদ্বারা আপনার বশবর্ত্তী করিয়া কর আহরণ করিলেন। পরে পাণ্ড্য, দ্রবিড়, উড্রকেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্রকর্ণিক, রমণীয়া আটবী পুরী ও জবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়া কর সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে মাদ্রবতীতনয় সমুদ্রের কচ্ছদেশে অবস্থান করিয়াই পুলস্ত্যনন্দন মহাত্মা বিভীষণের নিকট দূত পাঠাইলেন। বিভীষণ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করিয়া বিবিধ রত্ন, অগুরু চন্দন কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, মহার্হ বসন মহামূল্য মণি প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপে ধীমান্ সহদেব বল, সান্ত্ববাদপ্রয়োগ ও বিজয় দ্বারা পার্থিবদিগকে করদ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জয়লব্ধ সমস্ত দ্রব্যজাত সমর্পণপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

---

## দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর নকুল যেরূপে বাসুদেবজিত দিক্‌সকল জয় করিলেন, সেই বিজয়বৃত্তান্ত এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন। নকুল খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে বিনির্গত হইয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানসময়ে বীরগণের সিংহনাদ ও রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি দ্বারা মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল। সকদেব গোকুলসঙ্কুল, প্রভূত ধনধান্যপরিপূরিত, সমৃদ্ধিশালী, সুরম্য, কার্ত্তিকেয়প্রিয় রোহিতক দেশে প্রয়াণ করিলেন। তথায় মহাশূরমত্ত ময়ূরগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরিশেষে তিনি মরুভূমি সৈরীষক ও বহুধান্যসম্পন্ন মহেত্থদেশ সম্পূর্ণ অধিকার করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়া আক্রোশনামক রাজর্ষিকে বশীভূত করিলেন। তদনন্তর দশার্ণ, শিবি,

ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান ও দ্বিজগণকে পরাজয় করিয়া প্রস্থান করিলেন। পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসঙ্কেত নামক গণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদ্রতীরস্থিত ও জনপদবাসী শূদ্র আভীরগণ, যাহারা সরস্বতী নদী আশ্রয় করিয়া মৎস্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া পর্ব্বতবাসী সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্য কটপুর, ও দ্বারপালকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। অনন্তর আজ্ঞাক্রমে রামঠ, হারহূণ ও প্রতীচ্যভূপালদিগকে আপনার বশে আনিলেন। তৎপরে তথায় অবস্থান করিয়াই বাসুদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বাসুদেব ও যাদবগণ তাঁহার শাসন গ্রহণ করিলেন, অবশেষে শাকলে উপস্থিত হইয়া মদ্রদিগের নগর অধিকার করিয়া মাতুল শল্যকে প্রীতিপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। মাদ্রীসুত নকুল শল্য কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রভূত রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ পরম দারুণ ম্লেচ্ছ পহ্লব বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে বশীভূত ও তাহাদিগের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট অন্যান্য পার্থিবদিগকে জয় করিলেন।

এইরূপে নকুল দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। সহস্র করভ তাঁহার মহাধনকোষ অতিকষ্টে বহন করিতে লাগিল।

দিগ্বিজয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# রাজসূয়িক পর্ব্বাধ্যায়।

## দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির প্রযত্নাতিশয়সহকারে প্রজামণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষণ, সত্য প্রতিপালন ও অরাতিকুল সমূলে উন্মূলন করিলে প্রজাসকল স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইল। যথাশাস্ত্রকর গ্রহণ ও ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন করাতে জলদমালা যথাকালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; জনপদ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল; রাজার পুণ্যবলে কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষণপ্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল; কেহ কাহাকে প্রতারণা করিত না; দস্যু, তস্কর, ধূর্ত্ত ও রাজপুরুদিগের মুখে মিথ্যা কথা শুনিতে পাওয়া যাইত না; তৎকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ব্যাধিভয় ও অগ্নিভয়প্রভৃতি কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটনা ঘটিত না। সামন্ত ভূপতিগণ জিগীষাশূন্য হইয়া কেবল উপহার প্রদান ও প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিতেন, তিনি কখন অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক ধনাগমের চেষ্টা পাইতেন না, তথাপি তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল যে, শত শত বৎসর অকাতরে ব্যয় করিলেও ক্ষয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। মহীপতি কৌন্তেয় স্বীয় বাসভবন ও কোষাগারের পরিমাণ সবিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে মানস করিলেন। তদীয় সুহৃদ্বর্গ একত্র ও পৃথক পৃথক হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিল। হে মহারাজ! আপনকার যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব অবিলম্বে আরম্ভ করুন।

সকলে উক্তপ্রকার জল্পনা করিতেছেন, ইত্যবসরে চরাচরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভূতভাবন সনাতন বাসুদেব তথায় সমুপস্থিত হইলেন। যেমন প্রাচীর দ্বারা পুরী রক্ষিত হয়, তদ্রূপ তিনি যদুকুলের পরিরক্ষক ছিলেন। কৃষ্ণ বসুদেবকে সৈন্যাধিকারে নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত অসংখ্য ধন ও অবিনশ্বর রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিলেন। তদীয় সৈন্যস্থ রথনির্ঘোষে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যেমন সূর্য্যোদয়ে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, এবং নির্ব্বাত স্থানে বায়ু সঞ্চারিত হইলে সকলে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করে, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে ভারতকুল সুখহ্রদে ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তৎকালে জনপূর্ণ ভারতকুল সমধিক সঙ্কুল হইয়া উঠিল। তত্রত্য জনগণ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের যথাবিধি সৎকার করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃচতুষ্টয়, পুরোহিত ধৌম্য ও মহর্ষি দ্বৈপায়নপ্রমুখ ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া অনাময়প্রশ্নপূর্ব্বক সুখাসীন কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে বাসুদেব! কেবল তোমার অনুগ্রহে এই সসাগরা বসুন্ধরা আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তোমারই প্রসাদে আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছি। এক্ষণে উক্ত সমস্ত

ধনসম্পত্তি বিপ্রসাৎ করিতে বাসনা করি, কিন্তু আমার নিতান্ত অভিলাষ যে, তোমার ও অনুজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করি; অতএব কার্য্যারম্ভে অনুমতি করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর। হে গোবিন্দ! তোমাকে ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে, তুমি দীক্ষিত হইলেই আমি নিষ্পাপ হইব, সন্দেহ নাই। অথবা অনুজগণের সহিত আমাকেই দীক্ষিত হইতে আজ্ঞা কর, ত্বৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলেই আমি অত্যুত্তম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলভাগী হইব, সন্দেহ নাই।"

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি গুণ কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহারাজ! তুমিই মহাক্রতু, রাজসূয় অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র অতএব অবিলম্বে যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি যজ্ঞ সমাপন করিলে আমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইব। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানে তৎপর থাকিলাম, তুমি স্বাভিলষিত যজ্ঞ আরম্ভ কর। তুমি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ। আমারই ইচ্ছানুসারে যখন তুমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অমাত্যগণ ও সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা যে সমস্ত যজ্ঞাঙ্গ দ্রব্য আয়োজনের অনুমতি করিয়াছেন, তাহা এবং অন্যান্য সমুদয় উপকরণ সামগ্রী, মাঙ্গল্য দ্রব্য ও ধৌম্যোক্ত যজ্ঞসম্ভারসকল সত্বর আনয়ন করাও। ইন্দ্রসেন, বিশোক এবং অর্জ্জুনসারথি পুরু, ইহাঁরা আমার প্রিয়চিকীর্ষার্থ অন্নাদি আহরণে নিযুক্ত হউন। তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ মনোহর, সুরস, সুগন্ধি সমুদয় কাম্য বস্তুর আয়োজন কর। যুধিষ্ঠিরের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই সহদেব অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, প্রভো! আপনকার আদেশের পূর্ব্বেই ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মূর্ত্তিমান বেদস্বরূপ কতিপয় ঋত্বিক আনয়ন করিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেই যজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয় গোত্রশ্রেষ্ঠ সুসামা সাম গান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্য, বসুপুত্র পৌল ও ধৌম্য হোতা এবং বেদবেদান্তপারগ তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ও পুত্রগণ সদস্য হইলেন। তাঁহারা যজ্ঞ বিষয়ে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া সেই মহৎ যজ্ঞস্থানের শাস্ত্রোক্ত পূজা করিলেন। পরে শিল্পকারেরা অনুজ্ঞাত হইয়া তথায় দেবগৃহসদৃশ উত্তমোত্তম গৃহসমূহ নির্ম্মাণ করিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, হে ভ্রাতঃ! নিমন্ত্রণার্থ দ্রুতগামী দূতসকল সর্ব্বত্র প্রেরণ কর। সহদেব রাজবাক্য শ্রবণমাত্র চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন, তাহাদিগকে কহিয়া দিলেন, জনপদস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস এবং বৈশ্য ও সম্মানযোগ্য সদ্বিদ্বান্ শূদ্রদিগকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করিও। দূতেরা আজ্ঞা পাইয়া সমুদায় ব্রাহ্মণ ও রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপরাপর ব্যক্তিদিগের সহিত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিল।

সেই সকল ব্রাহ্মণেরা যথাকালে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্বর্গ, জ্ঞাতিকুল, সহচারিগণ, নানাদেশসমাগত প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়সকল ও অমাত্যবর্গে পরিবৃত মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় যজ্ঞায়তনে গমন করিলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিক হইতে সর্ব্ববিদ্যাকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। শিল্পকারেরা ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে তাঁহাদিগের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। সেই সকল আবসথ বহুবিধ অন্নপানে পরিপূর্ণ, বিচিত্র চন্দ্রাতপে বিভূষিত এবং সর্ব্বর্তুসুখপ্রদ দ্রব্যজাতে সমাকীর্ণ ব্রাহ্মণেরা রাজা কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া তথায় বাস করত নৃত্যগীতাদি সন্দর্শনপূর্ব্বক নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপ্রদেশে ভোজনাসক্ত, আখ্যায়িকা তৎপর ও আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন বিপ্রগণের কোলাহলশব্দ সর্ব্বদা শ্রুত হইতে লাগিল। ফলতঃ তথায় সর্ব্বদা কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই মাত্র শব্দ শ্রবণগোচর হইত। ধর্ম্মরাজ সমস্ত নিমন্ত্রিত জনগণকে পৃথক্ পৃথক্ গো, সমূহ শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ, ও দিব্যাভরণ-

ভূষিতা রূপযৌবনবতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন। সুরলোকাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর মহাত্মা পাণ্ডবের যজ্ঞ এইরূপে উত্তরোত্তর সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপাচার্য্য ও দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃবর্গের নিমন্ত্রণার্থ নকুলকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন।

---

## ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! নকুল হস্তিনাপুরে যাইয়া বিনয় নম্র বচনে পরম সৎকারপূর্ব্বক ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও আচার্য্য প্রমুখবিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা প্রীতমনে নিমন্ত্রণ স্বীকার করত যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিলেন। যজ্ঞের সমারোহ শ্রবণে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া নানাদিগন্তনিবাসী ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, সপুত্র যজ্ঞসেন, ভগদত্ত, মহাসাগরের উপকূলনিবাসী ম্লেচ্ছগণ, পার্ব্বতীয় ভূপালবৃন্দ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গাধিপতি, আকর্ষ, কুন্তল মালবদেশীয় ভূপালসকল, অন্ধ্রকগণ, দ্রাবিড়রাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীরদেশীয় রাজা, কুন্তিভোজ, গৌরবাহন, বাহ্লিকদেশীয় অপরাপর রাজগণ, বিরাট ভূপতি এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়, সপুত্র শিশুপাল এবং অন্যান্য নানাজনপদেশ্বর ও রাজপুত্রেরা সকলে বিবিধ রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ সন্দর্শনে আগমন করিলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, কঙ্ক, উল্মুক, নিশট মহাবীর অঙ্গবাহপ্রভৃতি নিখিল যাদব এবং মধ্যদেশীয় রাজগণ পরমানন্দে মহাসমৃদ্ধ রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইলেন। ধর্ম্মরাজ সমাগত রাজগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। সকল গৃহই নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং রমণীয় দীর্ঘিকা ও পাদপসমূহে সুশোভিত ছিল। সেই প্রাসাদমালা কৈলাসশিখরের ন্যায় উন্নত, শুভ্র এবং মণিময় কুট্টিমে অলঙ্কৃত। তাহার চতুর্দ্দিক্ সুধাধবলিত অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার গবাক্ষসকল সুবর্ণজালে জড়িত, দ্বারসকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত, ভিত্তি অশেষপ্রকার ধাতুতে সুঘটিত এবং সোপানপংক্তি এমত সুসংঘটিত যে, আরোহণ ও অবরোহণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইত না। তথায় মহার্হ আসনসকল বিস্তীর্ণ ছিল। সমুদয় গৃহ অতিমনোহর রাজোপকরণে সুসজ্জিত এবং কুসুমমালায় বিভূষিত হওয়াতে তাহার শোভার আর পরিসীমা ছিল না। সুরভি অগুরুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছিল। রাজগণ তথায় প্রবেশমাত্র গতক্লম হইয়া সভার পরম রমণীয় শোভা এবং সদস্যগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও রাজর্ষি সমূহে পরিবৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

---

## চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর যুধিষ্ঠির পিতামহ ও গুরুকে অভিবাদন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, দ্রৌণি, দুর্য্যোধন ও বিবিংশতিকে সম্বোধিয়া কহিলেন, আপনারা সকলে সর্ব্বতোভাবে এই যজ্ঞানুষ্ঠানবিষয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমার সমস্ত ধনসম্পত্তিতে আপনাদিগের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্রতদীক্ষিত পাণ্ডবাগ্রজ সকলকে এই কথা বলিয়া যোগ্যতানুসারে তাঁহাদিগকে এক এক কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। দুঃশাসনের প্রতি নিখিল ভোজ্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধারণের ভারার্পণ করিলেন, অশ্বত্থামাকে বিপ্র সেবায় নিযুক্ত করিলেন, সঞ্জয় রাজপরিচর্য্যায় তৎপর হইলেন, এবং মহানুভব ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রজত সুবর্ণপ্রভৃতি নানাবিধ রত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ও দক্ষিণাপ্রদানে কৃপাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অপরাপর কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ ইহাঁরা গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। দুর্য্যোধন উপায়নপ্রতিগ্রহে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে

নিযুক্ত হইলেন। সমাগত জনগণ সভার শোভা ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নয়নগোচর করিয়া অনুত্তমফল লাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিলেন। কেহই সহস্রের ন্যূন উপায়ন প্রদান করেন নাই, সকলেই প্রচুর রত্নোপহার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কৌরবনন্দন মৎপ্রদত্তধন দ্বারাই প্রারব্ধ যজ্ঞ সমাপন করুন, মনে মনে এইরূপ স্পর্দ্ধা করত সকল রাজারাই বিপুল ধন দান করিয়াছিলেন। সেনাপরিবৃত বিমানপ্রতিম বিচিত্র রত্ন ও অশেষ প্রকার সমৃদ্ধিসম্পন্ন পরম রমণীয় প্রাসাদমালা, লোকপালদিগের বিমান, ব্রাহ্মণগণের গৃহসমূহ ও সমাগত রাজলোক দ্বারা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের অতীব শোভা হইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্য্যে বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; যজ্ঞ সমাপনকালীন অকাতরে দক্ষিণা প্রদান করাতে ব্রাহ্মণেরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং অকপটে মুক্তকণ্ঠে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে দেবতারা পরিতৃপ্ত হইলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির সমাগত সকল ব্যক্তিকেই অভিলষিত বস্তুদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

রাজসূয়িক পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# অর্ঘাভিহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

## পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অভিষেকদিবসে সৎকারার্হ মহর্ষি, ব্রাহ্মণগণ ও রাজগণ সমভিব্যাহারে অন্তর্ব্বেদীতে প্রবেশ করিলেন। নারদপ্রমুখ মহাত্মারা রাজগণের সহিত তথায় অধ্যাসীন হওয়াতে সেই প্রদেশ কি অনির্ব্বচনীয় শোভিত হইয়াছিল। অমিততেজা দেবতা ও দেবর্ষিগণ ব্রহ্মভবনে সমবেত হইয়া কর্ম্মান্তর উপাসনা করত নানাপ্রকার জল্পনা করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন, ইহা এইরূপ হইবে, কেহ কহিলেন, এ প্রকার নহে; এইরূপ ঘোরতর বিসম্বাদিতা প্রযুক্ত অত্যন্ত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কেহ কেহ শাস্ত্রপ্রতিপন্ন যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা সামান্য অর্থের গৌরব ও গুর্ব্বর্থের লাঘব করিতে লাগিলেন। মেধাবী ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক উদাহৃত অর্থ অগ্রাহ্য করিলেন। ধর্ম্মার্থকুশল মহাব্রত সকল, ভাষ্যার্থকোবিদ পণ্ডিতবর্গ কত প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন। বেদী, বেদজ্ঞ দেব, দ্বিজ ও মহর্ষিগণে সমাকীর্ণ হইয়া নক্ষত্রমালা-বিভূষিত অতি বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই বেদীসন্নিধানে শূদ্র বা কোন ব্রতবিহীন অশুচি ব্যক্তির বাসাধিকার ছিল না।

দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞবিধানজা লক্ষ্মী নিরীক্ষণ করত সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। অনন্তর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অবলোকন করিয়া চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মভবনে ভগবানের অংশাবতরণবিষয়ে যে পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল। তখন সেই ক্ষত্রসমাগম দেবসঙ্গম জানিয়া তিনি মনে মনে পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। সুরারিনিসূদন নারায়ণ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ স্বয়ং ক্ষত্রিয়কুলে অবতীর্ণ হইলেন এবং দেবতাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা পরস্পর হিংসা করত পুনর্ব্বার স্ব স্ব লোক প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ নারায়ণ দেবতাদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং যদুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। নক্ষত্রমধ্যগত চন্দ্রমা যেমন শোভা পান, তদ্রূপ ভগবান্ অন্ধকবৃষ্ণিবংশ মধ্যে বিরাজিত হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি সুরগণ যাঁহার বাহুবলের উপাসনা করেন, সেই অরিবিমর্দ্দন হরি এক্ষণে মনুষ্যভাব অবলম্বন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ভগবান্ স্বয়ং পুনর্ব্বার এই ক্ষত্রিয়দিগের সংহার করিবেন। যাঁহার উদ্দেশে লোক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং আসিয়া বহুমান প্রদর্শনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের মহাধ্বরে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ নারদ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া এই সমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ভারত! রাজাদিগের যথার্হ সৎকার বিধান কর। আচার্য্য, ঋত্বিক্, সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং প্রিয় ব্যক্তি এই ছয়জন অর্ঘার্হ। ইঁহারা অর্ঘ পাইবার মানসে বহু দিবসাবধি আমাদিগের অনুগত হইয়া রহিয়াছেন অতএব ইঁহাদিগের সকলের নিমিত্ত এক একটি অর্ঘ আনয়ন কর; পরে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই অর্ঘ প্রদান করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি কাহাকে অর্ঘ-দানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছেন, বলুন্। ভীষ্ম স্বীয় বিবেকশক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে অর্ঘার্হ নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, যেমন জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যে ভাস্করের প্রভা সর্ব্বাতি-শায়িনী, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রমবিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ, যেমন তিমিরাবৃত প্রদেশে সূর্য্যরশ্মিসমাগমে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, যেমন নির্ব্বাত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না; তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের সভা উল্লাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে অর্ঘ প্রদান করা কর্ত্তব্য। অনন্তর সহদেব ভীষ্ম কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণকে যথাবিধিঅর্ঘপ্রদান করিলেন। কৃষ্ণ শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিপূর্ব্বক সেই অর্ঘ প্রতিগ্রহ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া সভামধ্যে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

---

## ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

শিশুপাল কহিলেন, হে পাণ্ডব! এই সমস্ত রাজগণ উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণ কোন ক্রমেই পূজার্হ হইতে পারেন না। তুমি কামতঃ কৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছ, এরূপ ব্যবহার তোমাদিগের উপযুক্ত হয় নাই। তোমরা বালক; সুতরাং ধর্ম্মের কিছুই জান না, ধর্ম্ম অতিসূক্ষ্ম পদার্থ, আর এই ভীষ্ম অদূরদর্শী এবং স্মৃতিশক্তিবিহীন। হে ভীষ্ম! তোমার ন্যায় প্রিয়চিকীর্ষু ধার্ম্মিক ব্যক্তি সাধু-সমাজে অত্যন্ত অপমানিত হয়। যে কৃষ্ণ কখন রাজা নয়, তাহাকে তোমরা কি বলিয়া অর্ঘ প্রদান করিলে এবং সেই বা কিরূপে সকল মহীপালের মধ্যে পূজা প্রতিগ্রহ করিল। অথবা কৃষ্ণকে স্থবির মনে করিয়া থাকিবে, যাহা হউক, বৃদ্ধতম বসুদেব থাকিতে তাঁহার পুত্র কেন পূজার্হ হইল হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণ সর্ব্বদাই তোমার অনুবৃত্তি করে এবং তোমার প্রিয়ার্থী, যথার্থ বটে, কিন্তু দ্রুপদ থাকিতে কৃষ্ণের পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। যদি কৃষ্ণকে আচার্য্য মনে করিয়া থাক, তথাপি দ্রোণ থাকিতে কৃষ্ণ কেন অর্চ্চিত হইল? অথবা কৃষ্ণকে ঋত্বিক্ মনে করিয়া থাকিবে, যাহা হউক, বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন উপস্থিত থাকিতে কৃষ্ণকে পূজা করা তোমার উচিত হয় নাই। হে রাজন্! স্বেচ্ছামরণ পুরুষসত্তম শান্তনবভীষ্ম, মহাবীর সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ অশ্বত্থামা, রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন, ভারতাচার্য্য কৃপ, কিংপুরুষাচার্য্য দ্রুম, রাজা রুক্মী এবং মদ্রাধিপশল্য, এই সমস্ত মহাত্মারা থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্ঘ প্রদান করিলে? হে রাজন্! যিনি যামদগ্ন্যের প্রিয় শিষ্য, যিনি আত্মবল আশ্রয় করিয়া রণক্ষেত্রে সমুদায় রাজলোক পরাভব করিয়াছিলেন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণকে অতি-ক্রম করিয়া কিরূপে কৃষ্ণের পূজা করিলে। বাসুদেব ঋত্বিক্ নয়, আচার্য্য নয় এবং রাজাও নয়; হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কেবল প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তুমি কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিয়াছ। অথবা যদি কৃষ্ণকেই অর্ঘ প্রদান করিবে, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলে, তবে কি নিমিত্ত এই সকল রাজগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের অপমান করিলে? আমরাও মহাত্মা কৌন্তেয়ের ভয়, সান্ত্বনা, অথবা লোভবশতঃ তাঁহাকে কর প্রদান করি নাই, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত এবং সাম্রাজ্যে দীক্ষিত, এই বলিয়াই কর প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগের সম্মান রক্ষা করিলেন না। এই রাজসভায় অপ্রাপ্তলক্ষণ কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিলেন, ইহার পর আর আমাদিগের অপ-মানের বিষয় কি আছে। "ধর্ম্মপুত্রের ধর্ম্মাত্মতা" এই যশ নিতান্ত অকারণ, সন্দেহ নাই। কোন্ ধার্ম্মিক পুরুষ ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সজ্জনোচিত পূজা করিয়া থাকে? যে বৃষ্ণি-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং পূর্ব্বে অন্যায়াচরণ দ্বারা মহাত্মা জরাসন্ধের প্রাণ সংহার করিয়াছে, সেই দুরাত্মা কৃষ্ণকে অর্ঘ নিবেদন করাতে অদ্য যুধিষ্ঠিরের নীচত্ব প্রদ-র্শিত ও ধার্ম্মিকতা বিনষ্ট হইল। কুন্তীতনয়েরা ভীত, নীচ-স্বভাব ও তপস্বী, কিন্তু ওহে কৃষ্ণ! তোমার সবিশেষ পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য; তাহারাই যেন নীচতাপ্রযুক্ত তোমাকে পূজা প্রদান করিল, তুমি স্বয়ং অযোগ্য হইয়া কিরূপে তাহা স্বীকার করিলে? যেমন গোপনে ঘৃতের কণামাত্র ভক্ষণ করিয়া কুকুর আত্মশ্লাঘা করে, তাহার ন্যায় তুমি আপনার অনুপযুক্ত পূজার বহু মান করিতেছ। ওহে কৃষ্ণ! ইহাতে রাজেন্দ্রগণের অবমাননা হয় নাই; স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, পাণ্ডবেরা তোমাকেই

বিদ্রূপ করিয়াছে। যেমন ক্লীবের দারপরিগ্রহ ও অন্ধের রূপদর্শন নিরর্থক, সেইরূপ রাজাবিহীনের রাজসম্মান অতীব লজ্জাকর। রাজা যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি এবং কৃষ্ণ যাদৃশ, তাহাও দৃষ্ট হইল। শিশুপাল তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক রাজগণসমভিব্যাহারে সভা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

---

## সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজাযুধিষ্ঠির সত্বরে শিশুপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে মহীপাল! তুমি যাহা কহিলে, তাহা তোমার উপযুক্ত বাক্য হয় নাই, উহা নিতান্ত অধর্ম্মযুক্ত, পরুষ এবং নিরর্থক। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে ধর্ম্মকাহাকে বলে, তুমি নিজেই তাহা জাননা; ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে ভীষ্মের অপমান করিতে না। দেখ, যেসকল রাজারা তোমা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ, কৃষ্ণের পূজা তাঁহাদিগের অভিলষনীয়, অতএব এবিষয়ে তোমার ক্ষান্ত হওয়াই উচিত। হে চেদিপতি! কৃষ্ণ এবং ভীষ্মকে যথার্থরূপ পরিজ্ঞাত হও, কৌরবকুল ইহাঁকে যেমন চিনিতে পারিয়াছেন, তুমি সেরূপ জানিতে পার নাই। ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! লোকবৃদ্ধ কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত। যে ক্ষত্রিয় সমরে ক্ষত্রিয়ান্তরকে পরাজয় ও আপনার বশীভূত করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই নির্জ্জিত ক্ষত্রিয়ের গুরু হয়েন। এই মহতী নৃপসভায় এক জন মহীপালও দৃষ্ট হয়েন না, যাঁহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাভব করেন নাই, অচ্যুত,কেবল আমাদিগের অর্চ্চনীয়, এমত নহেন, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়, তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই নিমিত্ত অন্যান্য বর্ষিষ্ঠ ব্যক্তি থাকিতেও আমরা কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে তোমার এরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করা নিতান্ত অযোগ্য; অতঃপর আর যেন তোমার বুদ্ধির এরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে। আমি অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু পুরুষদিগের সহবাস করিয়াছি এবং তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বগুণাধার কৃষ্ণের অশেষ প্রকার গুণরাশি শ্রবণ করিয়াছি। কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয়প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই ভূতসুখাবহ জগদর্চ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি, নতুবা কোন প্রকার সম্বন্ধের অনুরোধে অথবা উপকার প্রত্যাশায় তদীয় সৎকার করি নাই। গুণবাহুল্যপ্রযুক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অতিক্রম করিয়াও কৃষ্ণের অর্চ্চনা করা বিধেয়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ, তিনিই অর্চ্চনীয়, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অধিক বলশালী ব্যক্তি পূজনীয়, বৈশ্যকুলে ধনধান্যসম্পন্ন ব্যক্তি সম্মানভাজন এবং শূদ্রবংশজাত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সৎকারার্হ হয়েন; কিন্তু কৃষ্ণের পূজাবিষয়ে দুইটি হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ও সমধিক বলশালী। ফলতঃ মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন। দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলি কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিতা ও গুরুস্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা তোমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক্, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয় পাত্র, এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন। কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন কর্ত্তা এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরম পূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্তত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্ বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। যাদৃশ বেদচতুষ্টয়ের অগ্নিহোত্র, ছন্দের গায়ত্রী, মনুষ্যের রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্রমণ্ডলীর চন্দ্র, তেজঃপদার্থের আদিত্য, সমস্ত পর্ব্বতের সুমেরু এবং বিহঙ্গজাতির গরুড় মুখস্বরূপ হইয়াছেন, সেইরূপ ত্রিলোকমধ্যে ঊর্দ্ধ, তির্য্যক্ ও অধঃপ্রদেশে জগতের যাবতী গতি নিরূপিত রহিয়াছে,

ভগবান্ কেশবই তাহার মুখস্বরূপ হয়েন। এই বালক শিশুপাল সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থলে কৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন না, এই কারণে ইনি এইরূপ কহিতেছেন। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি যেমন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, চেদিরাজ শিশুপাল তদ্বিষয়ে কদাচ সমর্থ হইবেন না; বালক, বৃদ্ধ ও ভূপালগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি অচ্যুতকে অর্চ্চনীয় বলিয়া বোধ করেন না? কোন্ ব্যক্তিইবা কৃষ্ণের সৎকার বিষয়ে অনাদর করিয়া থাকেন? যদ্যপি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।

---

## অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল ভীষ্ম এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে পর সহদেব কহিতে লাগিলেন, কেশিনিহন্তা কেশব অমিত পরাক্রমশালী, তিনি আমাদিগের পরম পূজনীয়; যে সকল নৃপাধমেরা কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করি, যদি তাহাদিগের ক্ষমতা থাকে, সমুচিত উত্তরপ্রদানে সাহসী হউক। যাঁহারা বুদ্ধিমান, সদসৎ বিবেচনা করিতে সমর্থ, সেই নৃপোত্তমেরা অবশ্যই কৃষ্ণকে পূজা করিতে অনুজ্ঞা করিবেন। সহদেব উক্ত প্রকার গর্ব্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পাদোত্তোলন করিলে সেই সকল অভিমানপূর্ণ মহাবল রাজগণের মধ্যে কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। অনন্তর সহদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং আকাশবাণী তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী নারদ সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, যাহারা পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের আরাধনায় পরাঙ্মুখ, সেই নরাধমেরা জীবন্মৃত, তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশেষজ্ঞ সহদেব পূজার্হ জনগণের পূজা করিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমরসাগরে অবগাহন করিব। চেদিরাজ শিশুপাল মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজারা নির্ব্বেদপ্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন, দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।

অর্ঘাভিহরণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়।

## ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন। যাহাতে যজ্ঞের বিঘ্ন ও প্রজাগণের অহিত না হয় তাহার উপায় বিধান করুন। কুরুপিতামহ ভীষ্ম কহিলেন, যুধিষ্ঠির! ভীত হইও না, কুক্কুর কখন সিংহকে হনন করিতে পারে না, আমি পূর্ব্বেই ইহার কল্যাণকর উপায় স্থির করিয়াছি। যেমন সিংহ প্রসুপ্ত হইলে কুক্কুরগণ সমাগত ও মিলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রসুপ্ত বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেবের সম্মুখে এই কুপিত রাজমণ্ডল চীৎকার করিতেছে। সিংহস্বরূপ অচ্যুত যাবৎ জাগরিত না হইতেছেন, তাবৎক্ষণ নৃসিংহ চেদিরাজ এই সকল মহীপালকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে। পার্থিবশ্রেষ্ঠ শিশুপাল অচেতন হইয়া পার্থিবদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইবার কামনা করিতেছে। কিন্তু নারায়ণ শিশুপালের তেজ অবিলম্বেই প্রত্যাহরণ করিবেন। হে প্রাজ্ঞতম! চেদিরাজের এবং সমস্ত মহীপতির মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। এই নরোত্তম নারায়ণ যখন যে যে ব্যক্তিকে পৃথিবী হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন চেদিরাজের ন্যায় তাহাদিগের বুদ্ধি এপ্রকার বিপ্লাবিত হইয়া

থাকে। ত্রিলোকীমধ্যে রমাপতি চতুর্ব্বিধ জীবের স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা। ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শিশুপাল তাঁহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

---

## চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শিশুপাল কহিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! পার্থিবগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন করত লজ্জিত হইতেছ না কেন? বৃদ্ধ হইয়া কি কুলদূষক হইয়াছ? এক্ষণে স্থবিরাবস্থা উপস্থিত এবং সমস্ত কৌরবের প্রধান হইয়াছ; অতএব ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করাই তোমার উচিত। যেমন কোন বৃহৎ তরণীর পশ্চাৎ ভাগে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা বদ্ধ থাকে, যেমন এক জন অন্ধ অন্য অন্ধের অনুসরণ করে,হে ভীষ্ম! তুমি যাহাদের অগ্রণী, সেই কৌরবেরাও সেইরূপ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই বাসুদেবের পূতনাঘাতপ্রভৃতি ক্রিয়াসকল কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে। হে ভীষ্ম! তুমি অহঙ্কৃত ও বিচেতন হইয়া দুরাত্মা কেশবের স্তুতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। এক্ষণে তোমার জিহ্বা কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? যাহাকে বালকেরাও ঘৃণা প্রদর্শন করে; তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া সেই গোপালের প্রশংসা করিতেছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি এবং যুদ্ধানভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ নষ্ট করিয়াছিল, তাহার আশ্চর্য্য কি? চেতনাশূন্য কাষ্ঠময় শকট পাদ দ্বারা পাতিত করিয়াছিল, তাহাই বা এত কি অদ্ভুত কর্ম্ম? না বল্মীকপিণ্ডমাত্র যে গোবর্দ্ধন সপ্তাহ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই বিস্ময়কর? এই ঔদরিক বাসুদেব পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে যে রাশীকৃত অন্ন ভোজন করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়াই সেই মুগ্ধস্বভাব গোপবালকেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এই দুরাত্মা বলবান্ কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে, এই পৌরুষের কার্য্যেই কি বিস্মিত হইয়াছ? হে কুরুকুলাধম ভীষ্ম! তুমি অধার্ম্মিক, এই নিমিত্ত তোমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। সাধু ব্যক্তিরা সুশীলদিগকে এই প্রকারে অনুশাসন করিয়া থাকেন যে, স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা ও প্রতিজ্ঞাশ্বাসিত ব্যক্তির উপর শস্ত্রপাত করিবে না। তোমাতে তৎসমুদায়েরই অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে। হে কৌরবাধম! আমি যেন কিছুই জানি না, তুমি যেন বয়োবৃদ্ধ হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াছ, এই মনে করিয়া বহুতর প্রশংসা করত কেশবের মহিমার উল্লেখ করিতেছ। হে ভীষ্ম! তোমার বাক্যে গোহত্যা ও স্ত্রীহত্যাকারীকে কি পূজা করিতে হইবে? না এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে প্রশংসাভাজন হইতে পারে? হে ভীষ্ম! তোমার কথাতে ও, আপনাকে প্রাজ্ঞেশ্বর ও জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান করিতেছে, তোমার বাক্যসমুদায় মিথ্যা হইলেও তোমাকে কিছু কহিতে চাই না। স্তাবকের স্তব অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইলেও তাহার চাটুকারিতার নিমিত্ত কেহই শাসন করে না, কারণ যাহার যে প্রকার স্বভাব, ভূলিঙ্গনামক শকুনির ন্যায় কে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। তুমি জঘন্যপ্রকৃতি, অধার্ম্মিক ও সৎপথচ্যুত, অতএব তুমি যাহাদিগের মন্ত্রী, কৃষ্ণ যাহাদিগের পূজনীয়, সেই পাণ্ডবদিগের স্বভাব যে দূষিত হইবে, তাহার সন্দেহ কি? হে ভীষ্ম! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তুমি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছ, কোন্ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আপনাকে ধার্ম্মিক জানিয়া সে প্রকার করিয়া থাকে? ধর্ম্মজ্ঞ কাশিরাজের কন্যা অন্যের প্রতি কামনা করিয়াছিল, তুমি প্রজ্ঞামানী হইয়া কোন্ ধর্ম্মানুসারে তাহাকে অপহরণ করিলে? তোমার ভ্রাতা সৎপথানুবর্ত্তী ছিলেন, সুতরাং তোমার অপহৃত কন্যাদিগের প্রতি অভিলাষ করিলেন না। তুমি এমনই ধার্ম্মিক যে তোমার সম্মুখেই তাহাদের গর্ভে অন্য দ্বারা পুত্র উৎপাদিত হইল। হে ভীষ্ম! তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ বলিয়া সেরূপ ঘটিয়াছিল, এমন মনে করিও না, তোমার ধর্ম্ম কি? তুমি যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছ, তাহা মোহ প্রযুক্ত বা ক্লীবত্বপ্রযুক্ত, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি কুত্রাপি তোমার উন্নতি দেখিতেছি না,কারণ তুমি যে ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছ, কোন বিজ্ঞব্যক্তি তদনুসারে চলে না। ইষ্ট, দান, অধ্যয়ন ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ, এ সমুদায়ে অপত্যফলের ষোড়শাংশও নাই; অপুত্র ব্যক্তির ব্রতোপবাসাদি সমুদায় বিফল হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তুমিও তাদৃশ অপত্যধনে বঞ্চিত, বৃদ্ধ এবং কপট ধার্ম্মিক। তুমি জ্ঞাতিগণের নিকটে হংসের ন্যায় সংহার প্রাপ্ত হইবে।

হে ভীষ্ম! "পুরাণবেত্তারা এই গান করিয়া থাকেন, হে পত্ররথ! অন্তরাত্মা নিহত হইলে পর রোদন করিতেছ" এক্ষণে সেই হংসের উপাখ্যান শ্রবণ কর। প্রাজ্ঞ মনুষ্যেরাও এই প্রকার করিয়া থাকেন, পূর্ব্বকালে সমুদ্রপ্রান্তে ধর্ম্মভাষী অধর্ম্মচারী এক বৃদ্ধ হংস ছিল। সে পক্ষিদিগকে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, অধর্ম্মাচরণ করিও না, এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিত। অন্যান্য সমুদ্রচারী পক্ষিগণ তাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করিয়া তাহার বাক্য শ্রবণ করিত এবং ইহাঁর নিকটে ধর্ম্মার্থের উপদেশ পাইয়াছি, এই ভাবিয়া তাহার আহার আহরণ করিত। তাহারা তাহার নিকটে আপনাপন অণ্ডসকল গচ্ছিত রাখিয়া চরিতে চরিতে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইত। পক্ষিরাই তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনবহিত হইয়াছিল, কিন্তু দুরাত্মা হংস আপনার কার্য্যে বিলক্ষণ মনোযোগী থাকিত, সে তদবসরে তাহাদের অণ্ডগুলি ভক্ষণ করিত। সেই সমুদায় ডিম্ব বিনষ্ট হইলে কোন প্রজ্ঞাবান্ পক্ষী সন্দিহান হইয়া সেই দুরাচারের পাপাচার দৃষ্টিগোচর করত সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে অন্যান্য পক্ষিদিগকে বিজ্ঞাপন করিল। তাহারা সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া সেই কপটাচারী মরালের প্রাণ সংহার করিল। হে ভীষ্ম! তুমি সেই হংসের সমান ধর্ম্মী, নৃপতিগণ পক্ষিগণস্বরূপ, অতএব ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকেও সেই প্রকার নিহত করিবে। এই অণ্ডভক্ষণরূপ অশুচি কর্ম্ম তোমারই বাক্যকে অতিক্রম করিতেছে।

---

## একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শিশুপাল কহিলেন, মহাবল জরাসন্ধ আমার অভিমত রাজা ছিলেন। তিনি দাস বলিয়া এই বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই কেশব তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ভীমসেন এবং ধনঞ্জয় দ্বারা যাহা করিয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি তাহা ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? এই দুরাত্মা ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক অদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া জরাসন্ধ ভূপতির প্রভাব দৃষ্টিগোচর করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা জরাসন্ধ এই দুরাত্মাকে পাদ্য প্রদান করিতে উদ্যোগ করিলে আপনাকে অব্রাহ্মণ জানিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে নাই। তিনি কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনকে ভোজন করিতে কহিলে কৃষ্ণ এক অনৈসর্গিক কাণ্ড করিয়া তুলিল। হে মূর্খ! তুমি ইহাঁকে যে প্রকার মনে করিতেছ, ইনি যথার্থই যদি সেই প্রকার জগতের কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে ইনি আপনি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেছেন না কেন? কিন্তু আমার এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, তুমি পাণ্ডবদিগকে সাধুগণের পথ হইতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, এবং ইহারা সেই ব্যবহারকে সাধু বলিয়া স্বীকার করিতেছে। অথবা তুমি পৌরুষহীন বৃদ্ধ, তুমি যাহাদের সর্ব্বার্থপ্রদর্শক হইয়াছ, তাহাদের বিষয় বিস্ময়কর নহে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শিশুপালের সেই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইলেন। তাঁহার সরোজসদৃশ স্বভাব বিস্ফারিত ও লোহিত নেত্রদ্বয় ক্রোধভরে অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পার্থিবগণ তাঁহার ললাটস্থ ত্রিশিখা ভ্রুকুটী ত্রিকূটস্থ ত্রিপথগামিনীগঙ্গার ন্যায় দর্শন করিতে লাগিল, দশনে দশন পীড়ন করিতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া বোধ হইল, যেন যুগান্তরে কালান্তক সমস্ত সংসার গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তিনি ক্রোধবেগে উত্থিত হইতেছেন, এমন সময় মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাকে ধারণ করিলেন, বোধ হইল যেন শশিশেখর ষড়াননকে গ্রহণ করিতেছেন। ভীষ্ম বিবিধ গৌরবান্বিত বাক্যে তাঁহাকে নিবারিত করিলে তাঁহার কোপশান্তি হইল। যেমন সমুদ্বেল মহাসমুদ্র ঘনকাল অতীত হইলে বেলাকে অতিক্রম করে না, তদ্রূপ অরিন্দম ভীম ভীষ্মের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিলেন না। ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইলেও শিশুপাল নিজ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কুপিত সিংহ যেমন মৃগের প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকে, প্রতাপবান্ শিশুপাল সেইরূপ ভীম পরাক্রম ভীমসেনকে রোষপরবশ দেখিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা করত হাসিতে হাসিতে কহিলেন, হে ভীষ্ম! ইহাঁকে পরিত্যাগ কর, আমার প্রতাপানলে ভীমপতঙ্গ দগ্ধ হইবে, নরপতিরা নয়নগোচর করুন। তদনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞতম ভীষ্ম চেদিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন।

---

## দ্বাচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, এই শিশুপাল চেদিরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে ইনি ত্র্যম্বক ও চতুর্ভুজ ছিলেন, এবং জাতমাত্র রাষভসদৃশ চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইহাঁর মাতা পিতা ও বন্ধুবান্ধব এই অনৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া ইহাঁকে পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন। চেদিরাজ, তাঁহার ভার্য্যা, অমাত্য ও পুরোহিত আকুল হৃদয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল, "হে নৃপতে! তোমার শ্রীমান্ বলবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, অতএব ইহা হইতে ভীত হইও না, অনুকূলিত হইয়া প্রতিপালন কর, হে নরাধিপ! যম ইহার অন্তক নহে। ইহাঁর প্রাণ কেবল অস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে, যিনি ইহাঁর জীবনহন্তা, তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন।" এই কহিয়া দৈবনিস্তব্ধ হইলে ইহার জননী অপত্যস্নেহে অভিভূত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যিনি আমার এই পুত্রের প্রতি এই আকাশবাক্য প্রয়োগ করিলেন, তিনি দেবতাই হউন, বা অন্য কেহই হউন, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি, তিনি যথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন, কোন্ ব্যক্তি আমার সন্তানের কালান্তক হইবে, আমি তাহার নাম শুনিতে ইচ্ছা করি। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, হে দেবি! তোমার পুত্র যাঁহার অঙ্কদেশে আরোহিত হইলে ইহার পঞ্চশীর্ষ-ভুজঙ্গ-প্রতিম অধিক ভুজদ্বয় ক্ষিতিতলে বিগলিত হইবে, এবং যাঁহাকে নেত্রগোচর করিয়া ললাটনিহিত তৃতীয় লোচন তিরোহিত হইবে, তিনিই তোমার প্রাণাধিকের প্রাণসম্পত্তি অপহরণ করিবেন।

অন্যান্য পার্থিবগণ তাহাকে ত্রিনেত্র ও চতুর্ভুজ এবং তাহার প্রতি সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া দর্শনমানসে তথায় আগমন করিতে আরম্ভ করিল। তখন চেদিরাজ সমাগত ভূপতিগণকে সৎকার করিয়া একৈকক্রমে সকলের উৎসঙ্গে পুত্রকে আরোপিত করিল। শিশু এই প্রকার যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রাজসহস্রের অঙ্কারূঢ় হইলেন। কিন্তু দৈববাণীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইলেন না। মহাবল বলরাম ও বাসুদেব দ্বারাবতী নগরীতে ছিলেন, ইহাঁরা এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পিতৃষ্বসাকে দেখিবার নিমিত্ত চেদীপুরী আগমন করিলেন, তাঁহারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে ভূপতিকে ও পিতৃষ্বসাকে অভিবাদন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে দেবী যাদবী আহ্লাদ করিয়া শিশুপালকে দামোদরের ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। তাঁহার অঙ্কে অর্পিত হইবামাত্র ভুজদ্বয় স্খলিত ও ললাটস্থ ত্রিলোচন তিরোহিত হইল, তখন শিশুপালজননী ত্রাসিত ও ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাভুজ! এই ভয়কাতরাকে বরপ্রদান কর, তুমি আর্ত্ত ব্যক্তির আশ্বাসন ও ভীত ব্যক্তির অভয়প্রদ। শিশুপালজননীর এবম্প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, হে দেবি! ভীত হইবেন না, আমা হইতে আপনার ভয় নাই, হে পিতৃষ্বসঃ! আমি আপনাকে কি বর দিব, আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন, আমার আয়ত্ত বা ক্ষমতার অতীত হইলেও আমি অবশ্য সম্পাদন করিব, তাহার সন্দেহ নাই। রাজমহিষী কৃষ্ণকর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহাবল যদুপ্রধান! শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে, এই আমার প্রার্থনা। তখন বাসুদেব কহিলেন, পিতৃষ্বসঃ! আপনি শোক করিবেন না; আমি আপনার এই পুত্রের বধোচিত শত [illegible] ক্ষমা করিব।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীর! মন্দবুদ্ধি পাপাত্মা শিশুপাল, গোবিন্দের এইরূপ বরপ্রদানে দর্পিত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে।

---

## ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, শিশুপাল যে বুদ্ধিতে বাসুদেবকে আহ্বান করিতেছে, ইহা উহার নিজের বুদ্ধি নহে, বাসুদেবেরই এইরূপ অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! এই কুলকলঙ্ক অদ্য আমার যে প্রকার অবমাননা করিল, পৃথিবীমধ্যে কোন্ পার্থিব তেমন করিতে পারে? শিশুপালে নারায়ণের যে তেজোভাগ আছে, যাহার প্রভাবে সে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে গণনা না করিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, মহাবাহু বাসুদেব অচিরকালমধ্যে সেই নিজতেজঃ পুনরাদান করিবেন।

শিশুপাল ভীষ্মবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। হে ভীষ্ম! তুমি বন্দির ন্যায় উত্থিত হইয়া নিরন্তর যাহার স্তুতিবাদ করিতেছ, আমার প্রভাব সেই কেশবেরই বটে, কিন্তু তোমার মন যদি কেবল পরের তোষামোদ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে কেশবকে পরিত্যাগ করিয়া এই সকল ভূপালগণের স্তুতিবাদ কর, এই পার্থিবপ্রধান বাহ্লীকরাজ দরদের স্তুতি পাঠ কর, যিনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল; হে ভীষ্ম! মহাবীর কর্ণের প্রশংসা কর, যিনি অঙ্গ ও বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ এবং সহস্রাক্ষসদৃশ বলশালী; যে মহাবাহুর চাপবিকর্ষণ অতিভয়ানক, কুণ্ডলদ্বয় সহজাত, দিব্য ও দেবনির্ম্মিত; এবং কবচ বালার্কসদৃশ, যিনি বাসবের ন্যায় দুর্জ্জয় জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে পরাজিত ও তাঁহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন। এই মহারথ দ্রোণ ও তৎপরে অশ্বত্থামার স্তব কর, যাঁহাদের এক জন জাতক্রোধ হইলে চরাচর বিশ্ব নিঃশেষিত করিতে পারেন। ফলতঃ ইহাঁদিগের সমান যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না; কি আশ্চর্য্য! সেই অনন্যসাধারণ বীরযুগলের প্রশংসা করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না? হে ভীষ্ম! সাগরাম্বরা পৃথিবীতে যিনি অদ্বিতীয়, সেই রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের স্তুতিবাদ করা কি ন্যায়সঙ্গত? না বুদ্ধিমানের কার্য্য? কৃতাস্ত্র দৃঢ়বিক্রম রাজা জয়দ্রথ, প্রথিতবিক্রম কিম্পুরাচার্য্য দ্রুম, ভরতকুলের শিক্ষক বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য, মহাধনুর্দ্ধর রুক্মিরাজ, ভগদত্ত, যূপকেতু, জয়ৎসেন, মাগধেশ্বর, বিরাট, দ্রুপদ, বৃহদ্বল, শকুনি, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, পাণ্ড্য, শ্বেত, উত্তম, মহাভাগশঙ্খ, বৃষসেন, বিক্রমশালী একলব্য ও মহারথ কালিঙ্গ, এই সমস্ত বীর পুরুষদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক কেশবের প্রশংসা করিতেছ? হে ভীষ্ম! যদি তোমার নিতান্ত স্তব করিতে বাসনা হইয়া থাকে, তবে কেন শল্যপ্রভৃতি ভূপালগণকে স্তব কর না? তুমি প্রাচীন ধর্ম্মবাদীদিগের উপদেশবাক্য শ্রবণ কর নাই; অতএব আমি কি করিব। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, আত্মনিন্দা ও আত্মপূজা, ও পরনিন্দা ও পরস্তব সাধুদিগের অকর্ত্তব্য। তুমি মোহবশতঃ ভক্তিসহকারে অস্তবনীয় কেশবের স্তব করিতেছ, কিন্তু ইহা কাহারও অনুমোদিত নহে, তুমি মুক্তিকামনায় সমস্ত জগৎ দুরাত্মা পুরুষে সমাবেশিত করিতেছ, যাহা হউক, তোমার এই বুদ্ধি প্রকৃতির অনুগত নহে; আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, ভূলিঙ্গনামক শকুনি তোমার উপমার স্থান, শিশুপাল এই কথা বলিয়া কহিলেন, হে ভীষ্ম! শ্রবণ কর। হিমালয়ের অপর পার্শ্বে ভূলিঙ্গ নামে এক শকুনি বাস করে। তাহার বাক্য অর্থ বিগর্হিত ও নিন্দনীয়। সে অন্যকে সাহস করিতে নিষেধ করে কিন্তু আপনিই যে অতীব সাহসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না। সেই নির্ব্বোধ শকুনি সিংহের বদন হইতে দশনবিলগ্ন মাংসখণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু সিংহ মনে করিলেই তাহার জীবন বিনাশ করিতে পারে। সে কেবল সিংহের অনুগ্রহে জীবিত আছে, সন্দেহ নাই। হে অধার্ম্মিক ভীষ্ম! তোমার বাক্যও সেই প্রকার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; এবং তোমার জীবনও সেই প্রকার ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহাঁরা মনে করিলেই তোমার প্রাণ সংহার করিতে পারেন, তোমার তুল্য নিন্দিত কর্ম্মা আর কেহই নাই।

ভীষ্ম শিশুপালের এই প্রকার কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে চেদিরাজ! তুমি কহিতেছ "আমার জীবন এই মহীপালগণের ইচ্ছার অধীন" কিন্তু আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্যও বোধ করি না, ভীষ্ম এই প্রকার কহিলে ভূপতিগণ রোষাবিষ্ট হইয়া কেহ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কেহবা তাঁহার কুৎসা করিতে লাগিলেন। কোন কোন ধনুর্দ্ধর ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই পাপগর্ব্বিত দুর্ম্মতি ভীষ্ম ক্ষমাযোগ্য নহে, অতএব ইহাকে পশুর ন্যায় বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাসনে দগ্ধ কর।

কুরু পিতামহ মতিমান্ ভীষ্ম তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নৃপতিগণ! তোমাদের কথোপকথন শেষ হইবার নহে, আমি এই অবসরে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর বা কটাগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ করিলাম। আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি, তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহার নিতান্ত মরণকণ্ডূতি হইয়া থাকে, তিনি গদাচক্রধারী বাসুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করুন, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আহ্বান-

কারী ব্যক্তিকে রণশায়ী হইয়া অবশ্যই যাদব দেব শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইতে হইবে।

---

## চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রভূত বিক্রমশালী চেদিরাজ, ভীষ্মের বাক্য শ্রবণমাত্রই বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। হে জনার্দ্দন! আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সহিত সংগ্রাম কর; আইস অদ্য তোমাকে পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে যমালয়ে প্রেরণ করি। হে কৃষ্ণ! তুমি রাজা নহ; তুমি দাস, দুর্ম্মতি ও পূজার অযোগ্যপাত্র; পাণ্ডবগণ বালত্বপ্রযুক্ত ভূপালদিগকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে পূজ্যবৎ পূজা করিয়াছে, অতএব আমার মতে অনভিজ্ঞ পাণ্ডবগণকে বধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শিশুপাল এই বলিয়া ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ শিশুপালের বাক্যাবসানে পাণ্ডবগণসমক্ষে মৃদু স্বরে সমস্ত ভূপতিবর্গকে কহিতে লাগিলেন, হে ভূপতিগণ! এই সাত্বতীনন্দন আমাদিগের পরম শত্রু; এই দুরাত্মা সর্ব্বদা অনপকারী সাত্বতগণের অপকার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই দুরাচার আমার পিতৃস্বস্রীয় হইয়াও আমরা প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে গমন করিয়াছি জানিতে পারিয়া দ্বারকাপুর দগ্ধ করিয়াছিল। ভোজরাজ বিহারার্থ রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলে এই পাপিষ্ঠ তদীয় সহচরগণের মধ্যে অনেককে বিনাশ ও অনেককে বদ্ধ করিয়া স্বপুরে গমন করিয়াছিল। আমার পিতার অশ্বমেধানুষ্ঠান-সময়ে বিঘ্নোৎপাদন করিবার মানসে উৎকৃষ্ট রক্ষকগণ পরিবৃত, পবিত্র যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। এই দুরাত্মা নিতান্ত অনন্নুরক্তা সৌবীরদেশগামিনী বভ্রুপত্নীকে এবং কারুষের নিমিত্ত মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল। আমি কেবল পিতৃষ্বসার অনুরোধেই এই পাপাত্মার দুষ্কর্ম্ম সকল এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছি। দুরাত্মা শিশুপাল অদ্য ভাগ্যক্রমে সমুদায় ভূপতিগণ সন্নিধানে সমুপস্থিত আছে। এই পাপাশয় অদ্য আমার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিল, তাহা সমস্ত ভূপালগণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পরোক্ষে যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ করিলেন। এই দুরাত্মা অদ্য সমস্ত রাজমণ্ডলসমীপে আমাকে অপমান করিয়াছে, অতএব কোন ক্রমেই ইহার অপরাধ সহ্য করিব না। মূঢ়মতি শিশুপাল যমালয়ে যাইবার নিমিত্ত রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু অপাত্রের বেদশ্রবণপ্রার্থনার ন্যায় উহার ঐ প্রার্থনা বিফল হইয়াছিল।

তখন সভাস্থ সমস্ত ভূপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর শিশুপালকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন। চেদিরাজ বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অট্ট অট্টহাস্য করত তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি এই সভামধ্যে বিশেষতঃ পার্থিবগণ সমক্ষে রুক্মিণীকে মৎপূর্ব্বা বলিয়া কি কিছুমাত্র লজ্জিত হইলে না? হে মধুসূদন! তুমি ব্যতিরেকে অন্য কোন্ পুরুষাভিমানী ব্যক্তি স্বীয় পত্নীকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা হয় কর, না হয় করিও না; ফলতঃ তুমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার কোন ক্ষতি নাই এবং প্রসন্ন হইলেও কোন লাভ নাই।

ভগবান্ মধুসূদন, দুরাত্মা শিশুপালের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে দৈত্যগর্ব্ববিনাশক স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। চক্রস্মরণমাত্রেই তাঁহার হস্তে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ চক্রপাণি ভূপতিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহীপালগণ! তোমরা শ্রবণ কর, দুরাত্মা শিশুপালের মাতা পূর্ব্বে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তোমাকে আমার পুত্রের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে; আমিও তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলাম; তন্নিমিত্তই এতাবৎকাল পর্য্যন্ত উহাকে ক্ষমা করিয়াছি; এক্ষণে উহার একশত অপরাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে, অতএব অদ্য উহাকে তোমাদিগের সমক্ষেই সংহার করিব।

অরাতিনিসূদন মধুসূদন এই বলিয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা চেদিরাজের মস্তক ছেদন করিলেন। চেদিপতি বজ্রহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তাঁহার কলেবর হইতে গগনচ্যুত সূর্য্যের ন্যায় সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বলোকনমস্কৃত কমললোচন

কৃষ্ণকে অভিবাদনপূর্ব্বক তদীয় শরীরে লীন হইল। ভূপতিগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এইরূপে ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক শিশুপাল নিহত হইলে জগতে বিনা মেঘে বারি বর্ষণ হইতে লাগিল, স্থানে স্থানে প্রজ্বলিত বজ্রপাত হইতে লাগিল ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। তৎকালে অনেকানেক ভূপতিগণ জনার্দ্দনের অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ ক্রোধভরে করে করে পেষণ, কেহ বা ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিলেন; কোন কোন মহীপতি নিভৃতে কৃষ্ণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; অনেকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন; কেহ বা তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। মহর্ষিগণ, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এবং কতিপয় ভূপতিগণ বাসুদেবের বিক্রম দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাবীর দমঘোষনন্দনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবার নিমিত্ত স্বীয় অনুজগণকে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিদেশ প্রতিপালন করিলেন। পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির মহীপাল শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তদনন্তর বিপুলতেজাঃ পাণ্ডুনন্দন সেই সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন পরম প্রীতিকর, প্রভূত ধনধান্য সংযুক্ত, মহাক্রতু রাজসূয় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব শার্ঙ্গ, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক আরম্ভ অবধি সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপে যজ্ঞসমাপনানন্তর অবভৃথস্নান করিলে পর সমাগত সমস্ত ভূপতিগণ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই; আপনি নির্ব্বিঘ্নে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং আজমীঢ়বংশীয় নৃপতিগণের যশোবর্দ্ধন করিলেন। আমরা আপনকার মহাযজ্ঞে আসিয়া সর্ব্বপ্রকার কামাবস্তু উপভোগ করিলাম; এক্ষণে অনুমতি করুন, স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করি।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! এই সমস্ত মহীপতিগণ প্রীতিপূর্ব্বক আমাদের নিকেতনে আগমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিতেছেন, তোমরা আমাদের রাজ্যসীমা পর্য্যন্ত ইঁহাদের অনুগমন কর। ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশানুসারে স্ব স্ব নগরাভিমুখে ভূপতিগণের সহিত এক এক জন গমন করিলেন। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটের; অর্জ্জুন, মহাত্মা মহারথদ্রুপদের; মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের; যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সহদেব, মহাবীর সপুত্র দ্রোণের; নকুল, পুত্রসহিত সুবলের; দ্রৌপদীনন্দন ও সুভদ্রা-তনয়গণ, পার্ব্বতীয় ভূপালগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের অনুগমন করিলেন। তৎপরে সমুদায় ব্রাহ্মণগণও বিধানানুসারে পূজিত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সমস্ত ভূপতিবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে ভগবান্ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস! মহাক্রতু রাজসূয় সুসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি কর, আমি দ্বারকায় গমন করি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! কেবল তোমার প্রসাদেই আমার রাজসূয় সুসম্পন্ন হইল। তোমার প্রভাবেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আমার বশীভূত হইলেন ও সর্ব্বোত্তম উপহার লইয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। হে মহাত্মন্! এখন কি করিয়া তোমাকে বিদায় দিব, আমি তোমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রসন্ন মনে থাকিতে পারি না। কিন্তু কি করি, তোমাকেও অবশ্য দ্বারকাপুরে গমন করিতে হইবে। যুধিষ্ঠিরের বচনাবসানে বাসুদেব তাঁহার সমভিব্যাহারে কুন্তীর সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পিতৃষ্বসঃ! আপনার পুত্রগণ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, দ্বারকায় গমন করি। কৃষ্ণ এইরূপে কুন্তীর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া স্নান, জপ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন।

তদনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণসারথি দারুক মেঘবপুনামক মনোহর রথ যোজনা করিয়া কৃষ্ণসমীপে আনয়ন করিল। মহামতি বাসুদেব সেই গরুড়কেতন রথ সমুপস্থিত দেখিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আরোহণ করিয়া দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পদব্রজে

তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তখন কমললোচন কৃষ্ণ ক্ষণকাল রথবেগ সম্বরণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্! পর্জ্জন্য যেমন সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করেন, মহাদ্রুম যেমন পক্ষিগণকে আশ্রয় প্রদান করে, তদ্রূপ তুমি অপ্রমত্ত চিত্তে নিত্য প্রজাদিগকে পালন কর। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করেন, তদ্রূপ তোমার বন্ধুবর্গ তোমাকে আশ্রয় করুন। এইরূপে বিবিধ কথাবসানে তাঁহারা পরস্পর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। যাদবপ্রবর কৃষ্ণ দ্বারাবতীগমন করিলে কেবল রাজা দুর্য্যোধন ও সুবলনন্দন শকুনি সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শিশুপালবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# দ্যূত পর্ব্বাধ্যায়।

## পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযজ্ঞ রাজসূয় পরিসমাপ্ত হইলে ব্যাসদেব শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবসম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশু আসন হইতে উত্থিত হইয়া পাদ্য এবং আসন প্রদানপূর্ব্বক পিতামহ ব্যাসের পূজা করিলেন। ভগবান্ দ্বৈপায়ন কাঞ্চনময় আসনে আসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে উপবেশন করিতে কহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট হইলে বাগ্বিন্যাসবিশারদ ভগবান্ ব্যাস তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে কুরুবংশধর কৌন্তেয়! তুমি অসুলভ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কুরুদেশের উন্নতি সাধন করিলে। তোমাহইতে কুরুবংশ উজ্জ্বল হইল। হে ক্ষত্রিয়প্রধান! আমি পূজিত হইয়াছি,এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি,আমি প্রস্থান করিব। রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহের পাদগ্রহণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব, এই ত্রিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইবে, শিশুপালের পতন হওয়াতেই কি সেই উৎপাত বিলুপ্ত হইয়া গেল? হে পিতামহ! এই বিষয়ে আমার অতিদুরূহ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি ব্যতীত ইহার মীমাংসা করে, এমন কেহই নাই। তাহা শুনিয়া ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! সেই ত্রিবিধ উৎপাত ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া হইবে। তাহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইবে। দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে তোমাকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে রাজেন্দ্র! নিশাবসানে তুমি স্বপ্নে দেখিবে, ত্রিপুরান্তক মহাদেব বৃষভারূঢ় হইয়া শূল ও পিনাক ধারণ করিয়া শমনাধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে বিশাম্পতে! সেই স্বপ্ন দর্শনে তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না, কারণ কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি অপ্রমত্তস্থিতিমান্ এবং দমপরায়ণ হইয়া পৃথিবী পরিপালন কর। এক্ষণে আমি কৈলাসপর্ব্বতে গমন করি, এই বলিয়া ভগবান্ ব্যাস সমস্ত শিষ্য সমভিব্যাহারে কৈলাসপর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

পিতামহ প্রস্থান করিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির শোকাকুল হইয়া উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বারংবার সেই বিষয়েরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, পৌরুষ দ্বারা দৈব শক্তির অতিক্রম করা অতীব দুষ্কর কর্ম্ম। মহর্ষি যাহা কহিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, তাহার সন্দেহ নাই। মহাতেজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! দ্বৈপায়ন যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে; আমি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি। যদ্যপি কালক্রমে আমিই সমস্ত ক্ষত্রিয়বিনাশের হেতু হইলাম, তবে আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? ইহা শ্রবণ করিয়া ধনঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! বুদ্ধিভ্রংশকর ভয়ানক মোহে আবিষ্ট হইবেন না। যাহা কল্যাণকর হয়, বিবেচনা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করুন। সত্যধৃতি যুধিষ্ঠির মধ্যে মধ্যে ব্যাসদেবের কথাই চিন্তা করত ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন, হে ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; "আমি অদ্যাবধি ভ্রাতৃগণের বা অন্যান্য ভূপতিবর্গের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিব না; জ্ঞাতিগণের নিদেশবর্ত্তী হইয়া যোগ সাধন করিব; কি পুত্র কি ইতর ব্যক্তি, সকলের প্রতি একরূপ ব্যবহার করিব; তাহা হইলে আমার আর

ভেদের আশঙ্কা থাকিবে না; সুহৃদ্ভেদ হইতেই সংগ্রাম ঘটনা হয়; আমি বিগ্রহকে সুদূরপরাহত করিয়া কেবল সকলের প্রিয় কার্য্যই অনুষ্ঠান করিব; তাহা হইলে লোক মধ্যে নিন্দাস্পদ হইব না; যদি এই ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকিতে হয়, ইহা ভিন্ন আর কোন কার্য্য করিব না।" যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী ভীমাদি ভ্রাতৃগণও জ্যেষ্ঠেরবাক্যে অনুমোদন করিতেন। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত সভামধ্যে সমারূঢ় হইয়া সমস্ত নৃপগণের প্রস্থানানন্তর পিতৃগণ এবং দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। মহামাত্য যুধিষ্ঠির কৃতমঙ্গল ও ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন, সৌবল এবং শকুনি সেই রমণীয় সভাতেই সমাসীন রহিলেন।

---

## ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

রাজা দুর্য্যোধন শকুনির সহিত উপবেশন করত ক্রমে ক্রমে সেই সভা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে যে সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব দিব্য অভিপ্রায় দেখিলেন, তাহা কখন হস্তিনানগরে দৃষ্টিগোচর করেন নাই। দুর্য্যোধন কোন সময়ে সভামধ্যে এক স্ফটিকময় স্থলে উপস্থিত হইয়া জলভ্রমে আপনার বসন উৎকর্ষণ করিয়া দুর্ম্মনায়মান ও প্রবেশবিমুখ হইয়া সেই সভায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর জলভ্রমে সেই স্ফটিকময় স্থলে নিপতিত হইয়া লজ্জিত হইলেন। পরে তথা হইতে বিমুখ হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ন মনে ইতস্তত: ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর স্থলভ্রমে স্ফাটিকবৎ নির্ম্মল জলে ও পদ্মে সুশোভিত দীর্ঘিকাজলে সবস্ত্র পতিত হইলেন। মহাবল ভীমসেন এবং তদীয় কিঙ্করগণ সুযোধনকে তদবস্থ দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ভৃত্যেরা তাঁহাকে উত্তমোত্তম বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। তিনি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় স্থলভাগে জলের আশঙ্কা ও জলভাগে স্থলের আশঙ্কা করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সকলে উপহাস করিতে লাগিলেন। কোপনস্বভাব দুর্য্যোধন তাঁহাদের উপহাস সহ্য করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তৎকালে আপনার মনের ভাব গোপনেই রাখিলেন। তাঁহাদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিলেন না। তিনি পুনরায় এরূপ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তরণবাসনায় স্থলভাগেই পদবিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া পুনরায় সকল লোক হাস্য করিয়া উঠিল। তিনি যে কেবল স্ফটিকময় সভাকুট্টিমেই প্রতারিত হইয়াছিলেন, এমন নহে, স্ফাটিক ভিত্তিতে দ্বার বিবেচনা করিয়া যেমন প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি আহতমস্তক হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। সেইরূপ অন্যস্থানে স্ফাটিক কপাটপুটিত দ্বার হস্ত দ্বারা বিঘট্টিত করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পতিত হইলেন।

পরে বিততাকার অপর এক দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিপ্রলম্ভবিবেচনায় তথা হইতে বিরত হইলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বিবিধ প্রতারণায় প্রতারিত হইয়া এবং রাজসূয় মহাযজ্ঞে সেই অদ্ভুত সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে প্রস্থান করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের শোভা-সমৃদ্ধি অবলোকনে পরিতাপিত হইয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে গমন করিতে করিতে তাঁহার দুর্ম্মতি উপস্থিত হইল। তিনি মহাত্মা কৌন্তেয়গণের মহান্ মহিমা, মহানুভাবতা, পার্থিবগণের বশবর্ত্তিতা এবং আবালবৃদ্ধ বনিতাগণের হিতকারিতা দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রনন্দন গমনকালে সেই অনুপম সভার শোভা চিন্তায় এমত নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতুল তাঁহাকে পুন:পুন: সম্ভাষণ করিলেও তিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন না। সুবলাত্মজ তাঁহাকে চঞ্চল দেখিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ বিষণ্ন মনে গমন করিতেছ? দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! মহাত্মা ধনঞ্জয়ের শস্ত্রপ্রতাপলব্ধ এই সসাগরা বসুন্ধরাকে যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত বশম্বদ এবং ইন্দ্রযজ্ঞসদৃশ সেই মহাযজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া অমর্ষভরে দহ্যমান মদীয় শরীর গ্রীষ্মকালীন স্বল্পজল জলাশয়ের ন্যায় পরিশুষ্ক হইতেছে। দেখ, যখন বাসুদেব শিশুপালকে বিনষ্ট করিলেন, তখন সেই রাজসভায় এমত কোন্ ভূপতি ছিলেন, যিনি তাঁহার চরণানুগত না হইয়াছিলেন। তৎকালে রাজগণ কৌন্তেয়কৃত পরিভবানলে দহ্যমান হইয়াও অপরাধ ক্ষমা করিলেন, কিন্তু সে অপরাধ কে ক্ষমা করিতে

পারে? পাণ্ডবগণের প্রতাপে কেশবকৃত সেই অযুক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইল এবং নৃপতিগণ বিবিধ রত্নজাত লইয়া করপ্রদ বৈশ্যের ন্যায় ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের প্রতাপলব্ধ রাজলক্ষ্মীকে সেইরূপ প্রদীপ্যমান দেখিয়া আমি অমর্ষভরে নিতান্ত দহ্যমান হইতেছি। হে মাতুল! অধিক কি বলিব, আমার এরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে যে, আমি আর জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। হয় প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিব, না হয় হলাহল ভক্ষণ করিয়া জীবন শেষ করিব, অথবা জলপ্রবেশ করিয়া এই বিষম জ্বালার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। কোন্ সত্ত্ববান্ পুরুষ শত্রুর উন্নতি এবং আপনার অবনতি অবলোকন করিয়া সহ্য করিতে পারে? আমি যখন তাদৃশী রাজশ্রী দেখিয়া পরিতপ্ত হইয়াও অদ্যাপি সহ্য করিয়া রহিয়াছি, তখন আমি না স্ত্রী না পুরুষ, কিছুই নহি; কারণ স্ত্রীলোক হইলে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না; পুরুষ হইলে প্রতিকার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। তাদৃশ রাজত্ব, তাদৃশী ধনসম্পত্তি এবং তাদৃক্ যজ্ঞ নিরীক্ষণ করিয়া মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি না সন্তাপিত হয়? বিশেষতঃ তাহাদিগের সেই রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিতে আমার সামর্থ্য নাই, এবং কেহই সহকারী নাই, এই নিমিত্তই আমি মৃত্যুচিন্তা করিতেছি। যুধিষ্ঠিরের সেই মহাজনোচিত পবিত্র রাজলক্ষ্মী নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় করিলাম, দৈবই প্রধান, পৌরুষ নিরর্থক; কারণ আমি যাহাকে বিনাশ করিবার যত্ন করিলাম, সে দৈবের অনুকূলতাপ্রযুক্ত সমুদয় অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার উন্নতির পথে আরোহণ করিল। পৌরুষাবলম্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা দিন দিন হীন হইতে লাগিল। সেই শ্রী ও তাদৃশী সভা নিরীক্ষণে এবং রক্ষিগণের সেই পরিহাস শ্রবণে আমি সাতিশয় পরিতাপিত ও অসহিষ্ণু হইতেছি, অতএব হে মাতুল! আমাকে প্রাণ পরিত্যাগে অনুজ্ঞা করিয়া পিতাকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে।

---

## সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

শকুনি দুর্য্যোধনের পরিতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধন! পাণ্ডবেরা আপন অংশ ভোগ করিতেছে, তদ্দর্শনে তোমার যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ ক্রোধাবিষ্ট হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। বিশেষতঃ তাহারাও বিবিধ বিধানজ্ঞ। হে অরিন্দম! পূর্ব্বে তুমি তাহাদিগের প্রতি অনেকবিধ উপায় প্রয়োগও করিয়াছিলে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। পরিশেষে তাহাদিগকে অংশপ্রদানে পরিতুষ্ট করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাহারা দ্রৌপদীকে ভার্য্যা, সপুত্র দ্রুপদকে ও তেজস্বী কেশবকে পৃথিবীলাভের সহায় পাইয়াছে এবং পৈতৃক অংশ লাভ করিয়া আত্মপ্রতাপে সেই অংশ বর্দ্ধিত করিয়াছে, তাহাতে তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? ধনঞ্জয় হুতাশনকে পরিতুষ্ট করিয়া গাণ্ডীব ধনুঃ অক্ষয়তূণীরদ্বয় ও দিব্য অস্ত্রসমুদায় লাভ করিয়াছে এবং সেই কার্ম্মুকের সাহায্যে ও আপনার বাহুবীর্য্যে সমস্ত মহীপালকে বশম্বদ রাখিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? খাণ্ডবদাহকালে ময়দানবকে অগ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহার দ্বারা সেই সভা নির্ম্মাণ করাইয়াছে, ময়দানবের আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্করনামক রাক্ষসেরা তাহা বহন করিয়াছে, তাহাতেই বা তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? তুমি যে কহিলে "আমার সহায় নাই" সে কেবল তোমার ভ্রান্তিমাত্র, কারণ ভ্রাতৃগণ তোমার অনুগত এবং মহাধনুর্দ্ধর বীর্য্যবান্ দ্রোণ, তাঁহার পুত্র, রাধেয়, মহারথ গৌতম, আমি আমার সহোদরগণ ও রাজা সৌমদত্তি, আমরা সকলেই তোমার সহায়: তুমিও এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি অনুমতি করুন আমি আপনাকে ও পূর্ব্বোক্ত মহারথদিগকে সহায় করিয়া অদ্যই সেই পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। তাহারা পরাজিত হইলেই অখণ্ড ভূমণ্ডল, সমস্ত মহীপাল ও সেই মহাধন সভা আমার অধিকৃত হইবে। শকুনি কহিলেন, হে রাজন্! ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও সপুত্র দ্রুপদকে পরাজয় করা দেবগণেরও সাধ্যায়ত্ত নহে; ইঁহারা সকলেই মহারথ, মহাধনুর্দ্ধর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। হে রাজন্! যে উপায় দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারিবে, আমি তাহা বিশেষরূপে জানি, এক্ষণে শ্রবণ করিয়া সেই উপায় অবলম্বন কর।

দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতুল! যে উপায় দ্বারা সুহৃদগণের ও অন্যান্য মহাত্মাদিগের মনোযোগে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব, বলুন; সে উপায় কি প্রকার। শকুনি কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নৈপুণ্য নাই, অতএব পাশক্রীড়ার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান কর। তিনি আহূত হইলে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না। আমি অক্ষক্রীড়ায় সাতিশয় দক্ষ, এই ত্রিভুবনে আমার তুল্য ক্রীড়াশীল আর কেহই নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান কর, আমি তোমার নিমিত্ত অক্ষকৌশলে তাঁহার সেই প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিব; কিন্তু এই বিষয় তোমার পিতাকে অবগত করাও, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধন কহিলেন হে মাতুল! আপনিই পিতাকে রীতিমত নিবেদন করুন, আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ ভূমিপালকে জানাইতে পারিব না।

---

## অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুবলনন্দন শকুনি দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রথমেই প্রজ্ঞাচক্ষু, মহাপ্রাজ্ঞ, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন বিবর্ণ, পাণ্ডুর, কৃশ, দীন ও চিন্তাপরবশ হইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের শত্রুজনিত অসহ্য হৃদয়-শোক কেন অনুসন্ধান করিতেছেন না? ধৃতরাষ্ট্র শকুনি-প্রমুখাৎ অবগত হইয়া দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! কিনিমিত্ত তুমি এত কাতর হইয়াছ; যদ্যপি আমার শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করিয়া বল; তোমার মাতুল কহিতেছেন যে, তুমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়াছ; কিন্তু চিন্তা করিয়া ও তোমার শোকের কারণ দেখিতেছি না। বৎস! প্রচুর ঐশ্বর্য্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তোমার ভ্রাতৃগণ ও সুহৃদগণ অপ্রিয়াচরণ করেন না, রাজোচিত পরিচ্ছদ পরিধান ও পিশিতান্ন ভোজন করিতেছ, উত্তমোত্তম তুরঙ্গম তোমাকে বহন করিয়া থাকে, তবে তুমি কি দুঃখে বিবর্ণ ও কৃশ হইতেছ? মহামূল্য শয্যা, মনোহারিণী রমণী, শোভাসম্পন্ন গৃহ ও সচ্ছন্দবিহার, এই সমস্ত বস্তু দেবতাদিগের ন্যায় তোমার ইচ্ছামাত্র সুলভ, তবে তুমি কি নিমিত্ত দীনের ন্যায় শোক করিতেছ?

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! কেবল কালযাপন করিবার নিমিত্ত কাপুরুষের ন্যায় ভোজন, পরিধান ও উগ্রতর ক্রোধ ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছি, কিন্তু যে ব্যক্তি জাতক্রোধ হইয়া আপনার প্রজাগণকে বশীভূত রাখিতে পারে এবং অরিপরিভব হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে, সেই যথার্থ পুরুষ। মহারাজ! সন্তোষ শ্রী ও অভিমানকে নষ্ট করে, আর যিনি কেবল অনুগ্রহ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া চলেন, তিনি কখন মহত্ত্ব প্রাপ্ত হন না। যে দিন যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তদবধি আমার ভোগ্য বিষয় আর আমাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। আমি সপত্নগণকে উন্নত ও আপনাকে হীন দেখিতেছি এবং যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী অদৃশ্য হইলেও আমার নয়নপথে স্পষ্টরূপে আবির্ভূত হইতেছে, এই নিমিত্তই আমি বিবর্ণ, পাণ্ডুর ও কৃশ হইয়াছি। যুধিষ্ঠির প্রতিদিন অষ্টাশীতিসহস্র স্নাতক ও গৃহমেধীকে এবং ত্রিংশৎ দাসীকে ভরণ পোষণ করেন। তাঁহার আলয়ে অন্যান্য দশসহস্র ব্যক্তি স্বর্ণপাত্রে উত্তমান্ন ভোজন করিয়া থাকে। কাম্বোজেরা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কম্বল, 'করিণীগর্ভসম্ভূত শতসহস্র অশ্ব, ত্রিশত উষ্ট্র ও বামী প্রদান করিয়াছে। সমস্ত রাজমণ্ডলী পূজোপকরণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হইয়া সেই পৃথক্ পৃথক্ রত্নজাত রাজসূয় যজ্ঞে কৌন্তেয়কে উপহার দিয়াছে। অধিক কি বলিব, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে যাদৃশ ধনাগম হইয়াছে, আমি পূর্ব্বে কোন স্থানে সেরূপ নয়নগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই। সেই অসীম ধনরাশি সপত্নের হস্তগত দর্শন করিয়া চিন্তান্বিত হওয়াতে আমি সুখী হইতে পারিতেছি না। স্বর্ণময় কমণ্ডলুধারী শত শত পথিক ব্রাহ্মণ গোসমূহ সমভিব্যাহারে প্রভূত বলি গ্রহণ করিয়া প্রবেশিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অমরাঙ্গনারা যেমন অমররাজের নিমিত্ত মধু ধারণ করিয়া থাকে, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তও সেইরূপ ধারণ করিয়াছিল। বাসুদেব বহুরত্নবিভূষিত মহামূল্য শৈক্য ও প্রধান শঙ্খ গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন। শৈক্য লইয়া কেহ কেহ পূর্ব্ব সাগরে, কেহ কেহ দক্ষিণ সাগরে, কেহ কেহ বা

পশ্চিম সাগরে গমন করিল। উত্তর সাগরে পক্ষী ব্যতীত কাহারও গতিবিধি নাই, কিন্তু হে পিতঃ! কেমন আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রবণ করুন, অর্জ্জুন সেখানেও গমন করিয়া অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছে। লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হইলে এক এক বার শঙ্খনাদ হয়; এইরূপ শঙ্খধ্বনি প্রতিনিয়তই হইয়াছিল, আমি মুহুর্মুহুঃ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছিলাম। সভাস্থান, দর্শনাভিলাষী পার্থিবগণে সমাকীর্ণ হইয়া তারকাসঙ্কুল বিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছিল। পার্থিবগণ বৈশ্যের ন্যায় রত্নজাত লইয়া ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দ্বিজাতিগণের পরিবেশক হইয়াছিলেন। মহারাজ! বলিতে কি, যুধিষ্ঠিরের যেরূপ রাজলক্ষ্মী; তাহা দেবরাজেও নাই, যমরাজেরও নাই, বরুণেরও নাই এবং গুহ্যকাধিপতিরও নাই। সেই শ্রী দেখিয়া অবধি আমার মন এরূপ পরিতপ্ত হইয়াছে যে, আমি আর শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

দুর্য্যোধনের বাক্যাবসানে শকুনি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সত্যপরাক্রম! পাণ্ডবে যে অনুপম রাজলক্ষ্মী দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, তৎপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ কর। আমি অক্ষবিষয়ে অভিজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ, পণজ্ঞ, এবং বিশেষজ্ঞ। যুধিষ্ঠিরও দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই। ক্ষত্রিয় রীত্যনুসারে দ্যূতের বা রণের নিমিত্ত আহূত হইলে অবশ্য তাহাকে আসিতে হইবে, অতএব তাহাকে আহ্বান কর। আমি কপটক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া তাহার সেই দিব্য সমৃদ্ধি আনয়ন করিব, সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধন শকুনির বচনাবসান হইবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন! অক্ষবিৎ গান্ধাররাজ দ্যূত দ্বারা পাণ্ডুপুত্রের রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন, আপনি অনুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাদের মন্ত্রী; আমি তাঁহার শাসনানুবর্ত্তী, অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতার অবধারণ করিব। তিনি দূরদর্শিতাপ্রভাবে উভয় পক্ষের হিতকর ও ধর্ম্মানুগত মন্ত্রণা দিবেন। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যদি বিদুর আগমন করেন, তাহা হইলে আপনাকে নিবারণ করিবেন; আপনি নিবৃত্ত হইলে আমি নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিব। ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের বিনয়গর্ভ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্মতস্থ হইয়া অনুচরবর্গকে কহিলেন, "শিল্পিগণকে আনাইয়া স্বর্ণসহস্রশোভিত শতদ্বারবিশিষ্ট লোচনলোভনীয় এক সভা নির্ম্মাণ করাও, পরে তাহা রত্নাস্তরণ-মণ্ডিত ও সুপ্রবেশ্য করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে।" ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের পরিতাপশান্তির নিমিত্ত কেবল অপত্যস্নেহের অনুরোধে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অক্ষক্রীড়া বহু দোষাকর জানিয়া এবং বিদুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই নিশ্চয় করা হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া বিদুরের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। ধীমান্ বিদুর কলহের দ্বারস্বরূপ, বিনাশের মুখস্বরূপ পাশক্রীড়ার সংবাদ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গমন করিয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আপনার এই ব্যবসায়ে অনুমোদন করিতে পারি না; যাহাতে দ্যূতের নিমিত্ত পুত্রগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত না হয়, তাহা করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যদি দেবগণ অপ্রসন্ন হন, তথাপি আমার পুত্রগণের মধ্যে কলহ হইবে না। আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সন্নিহিত থাকিতে কোন প্রকারে দ্যূত জনিত অবিনয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অদ্যই তূর্ণগামী তুরঙ্গযোজিত রথে আরোহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। হে বিদুর! আমার এ ব্যবসায় বলিও না, দৈবই প্রধান, দৈব হইতেই এই ঘটনা ঘটিতেছে। ধীমান্ বিদুর এই প্রকার অভিহিত হইয়া চিন্তা করত দুঃখিত চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন।

---

## ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মবিত্তম! যাহাতে আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ ব্যসনাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই মহান্ অনর্থকর দ্যূতক্রীড়া কিরূপে হইয়াছিল, তথায় কোন্ কোন্ ব্যক্তি সভ্য ছিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তিইবা অনুমোদন এবং কে কে বা প্রতিষেধ করিয়াছিলেন? পৃথিবীবিনাশের মূলস্বরূপ এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিতক্রমে শ্রবণ করিতে

বাসনা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! যদি পুনরায় সবিস্তরে শ্রবণের নিমিত্ত অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, শ্রবণ কর। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! মহাবুদ্ধি বিদুর কখনই আমাদের অহিতকর উপদেশ দিবেন না, বিশেষতঃ উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে যে সকল শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছেন, তিনি তাহার মর্ম্ম পর্য্যন্ত অবগত আছেন এবং উদ্ধব যেমন বৃষ্ণিবংশের,উনিও সেইরূপ কুরুবংশের প্রধান; অতএব বিদুর যখন অক্ষদেবনে অনুমোদন করেন নাই, তখন উহাতে আর প্রয়োজন নাই। হে পুত্র! বিদুর যাহা কহিতেছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ও তোমার হিতকর; তাহার অন্যথা করিও না। দ্যূত হইতে সুহৃদ্ভেদ এবং সুহৃদ্ভেদ হইতে রাজ্যনাশ হয়, অতএব পাশক্রীড়ার অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। হে কৃতপ্রজ্ঞ! পুত্রের প্রতি পিতা মাতার যাহা কর্ত্তব্য, করা হইয়াছে, প্রতিপালিত, অধীতবান, কৃতবিদ্য এবং সকলের জ্যেষ্ঠ বলিয়াই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অনন্যসুলভ ভোজনাচ্ছাদন ভোগ করিতেছ, পৈতৃক রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়াছ ও প্রতিনিয়ত আজ্ঞা প্রচার করত দেবেশ্বরের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, তবে তোমার দুঃখের বিষয় কি বল?

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! কাপুরুষেরাই অশন বসনে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে এবং অধম পুরুষেরাই অমর্ষশূন্য হয়। হে রাজেন্দ্র! এই সামান্য রাজলক্ষ্মী আমাকে প্রীত করিতে পারিতেছে না. আমি যুধিষ্ঠিরের দীপ্যমান রাজলক্ষ্মী এবং সমস্ত পৃথিবী তাহার বশবর্ত্তিনী দৃষ্টিগোচর করিয়া ব্যথিত হইয়াছি। আমি অত্যন্ত পাষাণহৃদয় এই নিমিত্ত এরূপ দুঃখেও জীবিত রহিয়াছি। যুধিষ্ঠিরনিকেতনে কদম্ব, চিত্রক, কোকুর, কারস্কর ও লোহজঙ্ঘপ্রভৃতি বৃক্ষসকল ফলভরে আবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে। মহাগিরি হিমালয়, সাগর এবং অন্য কতিপয় জলপ্রায় ভূমি, ইহারা সকলেই রত্নাকর; এই সমস্ত রত্নাকর যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধ গৃহে পরিভূত হইয়াছে। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ জানিয়া সৎকারপূর্ব্বক রত্নপরিগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল। তথায় এত মহামূল্য রত্নজাত সঙ্কলিত হইয়াছিল যে, আমি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। আমার হস্ত সমুদায় রত্ন গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। আমি পরিশ্রান্ত হইলে ভূপালগণ এই সমস্ত রত্নজাত হস্তে লইয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিলেন। ময়দানব বিন্দুসরোবরের রত্নরাশি দ্বারা এরূপ স্ফাটিক দলশালিনী প্রফুল্ল নলিনী নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে,আমি তদ্দর্শনে জলস্থ প্রফুল্ল কমল বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম এবং সলিলভ্রমে সভাকুট্টিমেই আপনার পরিচ্ছদ উৎক্ষিপ্ত করিলে বৃকোদর আমাকে শত্রুসম্পত্তিদর্শনে বিভ্রান্ত ও রত্নানভিজ্ঞ মনে করিয়া উপহাস করিয়াছিল। আমি সমর্থ হইলে সেই খানেই তাহাকে নিপাতিত করিতাম; কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ করিলে আমাদিগকেও শিশুপালের অনুগমন করিতে হইত, সন্দেহ নাই। হে ভারতবংশাবতংস! সেই শত্রুর উপহাস আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হে মহারাজ! আমি পুনরায় সেইরূপ জলজশালিনী দীর্ঘিকাকে সভাস্থলী মনে করিয়া তাহাতে পতিত হইয়াছিলাম। আমাকে পতিত দেখিয়া কৃষ্ণ, পার্থ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করত হাস্য করিতে লাগিল। সমধিক দুঃখের বিষয় এই যে, কিঙ্করগণ আমাকে আর্দ্রবস্ত্র দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাহার বস্ত্রাগার হইতে অন্যান্য বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। পিতঃ! আর এক প্রতারণার বিষয় শ্রবণ করুন, দ্বারবৎ প্রতীয়মান অদ্বার দ্বারা নির্গত হইতে গিয়া ভিত্তিশিলায় আহত হইয়া ক্ষতললাট হইলাম, নকুল এবং সহদেব দূর হইতে আমাকে আহত দেখিয়া দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। সহদেব আমাকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, হে রাজন্! এই দ্বার, এই দিকে আগমন করুন; ভীমসেন হাসিতে হাসিতে আমাকে সম্বোধিয়া কহিল, হে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ! এদিকে দ্বার; এই সকল কারণে আমি অত্যন্ত পরিতাপিত হইয়াছি।

## পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! নানা দিগ্দেশাগত ভূপালেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে সকল অমূল্য বস্তু উপহার দিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন; আমি সেই সভায় যে সকল রত্নজাত দেখিয়াছি, পূর্ব্বে সে সকলের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করি নাই।কাম্বোজরাজ ঊর্ণানির্ম্মিত,সামুদ্রিক

বিড়ালরোমরচিত, কাঞ্চনসদৃশ, পরিস্কৃত পরিচ্ছদ সকল প্রদান করিয়াছেন। শতসহস্র গোসেবী ব্রাহ্মণ ও দাসবর্গ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত বিচিত্রবর্ণ ত্রিশত অশ্ব, পরিপুষ্ট ত্রিশত উষ্ট্র ও বড়বা,রাশীকৃত বলি ও স্বর্ণময় কমণ্ডলু এবং কার্পাসিক দেশনিবাসিনী লক্ষ দাসী সমভিব্যাহারে প্রবেশিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। শ্যামা কৃশাঙ্গী দীর্ঘকেশী হেমাভরণ-ভূষিতা শূদ্রারা ব্রাহ্মণোচিত রঙ্কুমৃগের অজিন এবং মরুকচ্ছনিবাসী জনগণ সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ ও গান্ধারদেশজাত তুরঙ্গম লইয়া উপনীত ছিল। যে সকল মনুষ্য সিন্ধুপারে ও সমুদ্র সন্নিহিত উপবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা ইন্দ্রকৃষ্ট ও নদীমুখ ধান্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল বৈরাম, পারদ, আভীর ও কিতবগণ বিবিধ বলি, বহুবিধ রত্ন, সদ্যঃপ্রসূত অজাদুগ্ধ, গো, হিরণ্য, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ফলজ মধু ও নানাবিধ কম্বল গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল। ম্লেচ্ছাধিপতি শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন মহারথ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত যবনগণ সমভিব্যাহারে প্রসিদ্ধ তুরঙ্গকুলসম্ভূত বেগশালী অশ্বসমূহ ও সর্ব্ববিধ বলি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল; তাহারা প্রবেশ করিতে না পারিয়া লৌহনির্ম্মিত অশ্বভূষণ ও নির্ম্মল গজদন্তনির্ম্মিত তসরুশোভিত অসিসমুদায় প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। কতিপয় লোক নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত ছিল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্বিনেত্র, কতকগুলি ত্রিনেত্র, কতকগুলির নেত্র ললাটদেশে, কতকগুলি উষ্ণীষধারী এবং কতকগুলি দিগম্বর দৃষ্টিগোচর করিলাম। তৎপরে রোমক, নরমাংসভোজী, একপাদ এবং অনেকগুলি নানাবর্ণ রাজগণ দৃষ্ট হইল। তাঁহারা কৃষ্ণগ্রীব মহাকায়, দূরগামী, সুশিক্ষিত দশ সহস্র রাসভ আহরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কুতীরসমুদ্ভব লোকেরা পূজার নিমিত্ত বহুতর হিরণ্য ও কাঞ্চন যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিল। একপাদেরা ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় রক্ত বর্ণ, শুক্ল বর্ণ, ইন্দ্রায়ুধবর্ণ, সন্ধ্যাকালীন জলদবর্ণ, এবং নানাবর্ণ কতকগুলি মহাজব আরণ্য অশ্ব এবং অমূল্য স্বর্ণরাশি প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরনিবেশনে প্রবেশ করিয়াছিল। তদনন্তর চীন, শক ও ওড্রদেশবাসী এবং বনবাসী বর্ব্বরজাতি; বৃষ্ণিবংশীয়, হূণদেশীয়, হিমালয় পর্ব্বতীয় এবং নীপ ও অনূপগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। বঙ্কুতীরনিবাসীরা কৃষ্ণগ্রীব মহাকায় শতক্রোশগামী সুশিক্ষিত প্রসিদ্ধ দশসহস্র রাসভ প্রদান করিয়াছিল। শক, তুখার, কঙ্ক, রোমক ও শৃঙ্গযুক্ত মনুষ্য, ঊর্ণাজ, রাঙ্কব, কীটজ, পট্টজ, কুট্টীকৃত, কমলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ও কার্পাসনির্ম্মিত শ্লক্ষ্ণ বস্ত্র, মেষচর্ম্ম,কোমল অজিন, নিশিত ও আয়ত খড়্গ, ঋষ্টি, শক্তি ও নানাবিধ পরশু, বিবিধ রস, গন্ধ ও সহস্র সহস্র রত্ন; এই সমুদায় গ্রহণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। কতকগুলি লোক দূরগামী অর্ব্বুদ মহাগজ, শত শত তুরঙ্গ, পদ্মসংখ্যক সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। পূর্ব্বদেশাধিপতি ভূপতিগণ মহামূল্য আসন, যান, শয্যা, মণিকাঞ্চনখচিত গজদন্তবিনির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, সুশিক্ষিত হয়সম্পন্ন সুবর্ণালঙ্কৃত বহুবিধ রথ, বিবিধ রত্ন, নারাচ, অর্দ্ধনারাচ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের যজ্ঞসদনে প্রবেশ করিল।

---

## একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন,হে অনঘ! রাজারা যজ্ঞার্থ মহাত্মা পাণ্ডবকে বিপুল ধন প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা মেরু ও মন্দরগিরির মধ্যবর্ত্তিনী শৈলোদা নদীর উভয় কূলস্থিত কীচক ও বেণুর রমণীয় ছায়া সেবা করিয়া থাকেন, সেই সকল মহীপালেরা দ্রোণপরিমিত অত্যুৎকৃষ্ট হীরকরাশি প্রদান করিতেছিলেন। কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ চমর, হিমগিরিসম্ভূত পুষ্পজ সুস্বাদ মধু, উত্তর কুরুদেশ হইতে আনীত অপূর্ব্ব মালা, উত্তর কৈলাস হইতে আহৃত বলবিধায়িনী ওষধি এবং অন্যান্য পার্ব্বত উপহারসকল লইয়া কত শত ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। উদয়াচলবাসী রাজগণ, কারুষদেশীয় ভূপালগণ, সমুদ্রান্তনিবাসী ভূপতিবর্গ, ব্রহ্মপুত্রের উভয় কূলস্থিত রাজসমূহ এবং ক্রূরকর্ম্মা, ক্রূরশস্ত্র, চর্ম্মবসন ও ফলমূলোপজীবী কিরাতবৃন্দকে দেখিলাম, তাহারা চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠের ভার, চর্ম্ম, রত্ন, সুবর্ণ এবং নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য, অযুত কিরাতদাসী, দূরদেশীয় বিবিধ মৃগ, পক্ষী ও পর্ব্বতীয় হিরণ্যপ্রভৃতি নানাবিধ উপহার লইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন।

কৈরাত, দরদ, দর্ব্ব, বৈয়মক, ঔদুম্বর, পারদ, বাহ্লিক, কাশ্মীর, হংসকায়ন, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, যৌধেয়, মদ্র, কেকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তাক্ষ্য, পহ্লব, বশতি, মৌলেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, পৌণ্ড্রিক, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও গয়প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বর্গ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বহুবিধ বিত্ত আনয়ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সুপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ-প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বত-প্রতিম, কবচাবৃত, সহস্র কুঞ্জর প্রদানপূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন। এতদ্ভিন্ন চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত অন্যান্য জনগণ নানাজাতীয় রত্নোপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বাসবানুচর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী চারিশত ঘোটক এবং তুম্বুরুনামে অপর একজন গন্ধর্ব্ব তাম্রবর্ণ সুবর্ণালঙ্কৃত এক শত অশ্ব প্রদান করিলেন। কৃতী শূকররাজ একশত গজরত্ন প্রদান করিলেন। বিরাটরাজ মৎস্য দুই সহস্র মত্ত মাতঙ্গ উপহার দিলেন। রাজা বসুদান ষড়্‌বিংশতি গজ ও মহাজব মহাসত্ত্ব বয়ঃস্থ দুই সহস্র অশ্ব এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উপহার পাণ্ডব-দিগকে সম্প্রদান করিলেন। রাজা যজ্ঞসেন চতুর্দ্দশ সহস্র দাসী, সদার অযুত দাস, বহুশত গজরত্ন, গজযুক্ত ষড়্‌বিংশতি রথ এবং যজ্ঞার্থ কতকগুলি রাজ্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনের বহু মান করত তাঁহাকে চতুর্দ্দশ সহস্র উৎকৃষ্ট হস্তী প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের আত্মা এবং অর্জ্জুন কৃষ্ণের আত্মা। ধনঞ্জয়, কৃষ্ণকে যে কার্য্য করিতে বলেন, কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করেন, তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত সুরলোকও পরিত্যাগ করিতে পারেন এবং পার্থও সেইরূপ কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। হেম-কুম্ভসমান্বিত সুরভি চন্দনরস, মলয় এবং দর্দুরাচলসম্ভূত চন্দন ও অগুরুরাশি, দীপ্তিমান্ মণিরত্ন ও সূক্ষ্ম কাঞ্চনবস্ত্র লইয়া চোল এবং পাণ্ড্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। সিংহলদ্বীপের লোকেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্য মণি, মুক্তাকলাপ ও বিচিত্র আস্তরণ উপহার প্রদান করিয়াছে। রাজার প্রিয়কার্য্য করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, নির্জ্জিত ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শুশ্রূষাপর শূদ্রেরা প্রীতি ও বহুমানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার ম্লেচ্ছজাতি এবং নানাদেশীয় উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ও মধ্যম লোক একত্র সমবেত হওয়াতে বোধ হইল, যেন পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজন্! রাজগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত নানাপ্রকার উপহার ও শত্রুদিগের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করত দুঃখে আমার মুমূর্ষা উপস্থিত হইল। মহারাজ! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের ভৃত্য-বর্গের বিষয় আপনাকে নিবেদন করিতেছি; রাজা যুধিষ্ঠির সকল ভৃত্যের ভরণ পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার এক অযুত তিন পদ্ম গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য অর্ব্বুদ রথ এবং অসংখ্য পদাতি। কোন স্থানে দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণ হইতেছে, কোন স্থানে পাচকেরা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে, কোন স্থানে দান করিতেছে এবং কোথায়ও স্বস্ত্যয়ননিযুক্ত ব্রাহ্মণগণের পুণ্যাহ ধ্বনি হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের গৃহে অভুক্ত, তৃষ্ণাতুর অনলঙ্কৃত ও অসৎকৃত ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় অষ্টাশীতিসহস্র গৃহমেধী স্নাতক রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত প্রত্যেকের নিকট ত্রিশজন করিয়া দাসী নিযুক্ত আছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের সকলেরই ভরণ পোষণ করেন, এবং তাঁহারাও প্রীত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের শত্রুক্ষয় কামনা করিতেছেন। যুধিষ্ঠিরালয়ে পরিবেশকেরা প্রত্যহ সুবর্ণপাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া দশ সহস্র যতিকে ভোজন করাইতেছেন। মহারাজ! যাজ্ঞসেনী প্রতিদিন আপনি ভোজন না করিয়া অগ্রে কুব্জ, বামন প্রভৃতির মধ্যে কাহারও ভোজন হইল কি না, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত দেখিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। পাঞ্চালদিগের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এবং অন্ধক বৃষ্ণিবংশীয়েরা যুদ্ধে আনুকূল্য করেন, এই নিমিত্ত কেবল তাঁহারাই কুন্তীপুত্রকে কর প্রদান করেন না, নতুবা আর সকল রাজারাই করদ।

---

## দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! তথায় আরও দেখিলাম, মহাব্রত, বিনয়সম্পন্ন, মহামান্য, ধর্ম্মাত্মা রাজারা

যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতেছেন। দক্ষিণা দানার্থ কোন কোন রাজা বহু সহস্রসংখ্যক আরণ্যক ধেনু আনয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ অভিষেকার্থ মঙ্গলকলস স্বয়ংই বহন ও আনয়ন করিতেছেন। বাহ্লীক, সুবর্ণালঙ্কৃত রথ এবং সুদক্ষিণ-শ্বেতকায় কাম্বোজদেশীয় অশ্ব আহরণ করিয়াছেন। মহাবল সুনীথ প্রীতিপূর্ব্বক রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ ও চেদিরাজ শিশুপাল, স্বয়ংই ধ্বজ উদ্যত করিয়া আনয়ন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য বর্ম্ম, মাগধমালা ও উষ্ণীষ, বসুদান ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক মাতঙ্গ, মৎস্য সুবর্ণনির্ম্মিত অক্ষ, একলব্য উপানদ্‌যুগল, আবন্ত্য এবং অভিষেকার্থ বহুবিধ জল আনয়ন করিয়াছেন। চেকিতান তূণীর, কাশ্য ধনুঃ ও দৃঢ়মুষ্টি অসি এবং শল্য কাঞ্চনভূষিত শৈক্য প্রদান করিয়াছেন।

অনন্তর মহামুনি ধৌম্য ও ব্যাস ইঁহারা নারদ, অসিত ও দেবলের সহিত যুধিষ্ঠিরের অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তৎপরে অন্যান্য মহর্ষিগণ, যামদগ্ন্য পরশুরাম এবং অপরাপর বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে অভিষেক করিলেন, যেরূপ স্বর্গে সপ্তর্ষিগণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাত্মা ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ সেই যজ্ঞে আসিতে লাগিলেন। সত্যবিক্রম সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্র ধারণ, ধনঞ্জয় ও ভীমসেন ব্যজন, নকুল ও সহদেব চামর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সত্যযুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে যে শঙ্খ প্রদান করেন, কলশোদধি সেই বারুণ শঙ্খ যুধিষ্ঠিরকে দান করিলেন। কৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত মহামূল্য শৈক্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিলেন, তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় অপ্রীতি জন্মিয়াছে। লোকে পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে, বিহঙ্গগণ ব্যতিরেকে উত্তরে কেহই যাইতে পারে না; তথা হইতেও শঙ্খ আনয়ন করিয়াছিল, ঐ মাঙ্গল্য শঙ্খ বারংবার ধ্বনিত হইতে লাগিল, ঐ শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া আমার গাত্র কণ্টকিত হইল। তখন তেজোহীন প্রিয়দর্শন পার্থিবগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কেশব ইঁহারা তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা তত্রস্থ ভূপালগণকে ও আমাকে নিঃসংজ্ঞ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রাহ্মণগণকে বিষাণবিশিষ্ট পঞ্চশত বৃষ প্রদান করিল। রন্তিদেব, নাভাগ, যৌবনাশ্ব মনু, পৃথু, বৈণ্য, ভগীরথ, যযাতি ও নহুষ ইঁহাদিগের অপেক্ষা কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির রাজশ্রীসম্পন্ন হইয়া শোভা পাইলেন। রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া এক্ষণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় তদীয় প্রভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হে মহারাজ! এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসম্পত্তি দেখিয়া আমার প্রাণ ধারণে আর সুখ কি। জ্যেষ্ঠের হীন দশা ও কনিষ্ঠের অভ্যুদয় লক্ষ্য হইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া আর আমার অন্তঃকরণে সুখ নাই। এই কারণেই আমি দিন দিন দুর্ব্বল, বিবর্ণ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইতেছি।

---

## ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অতএব পাণ্ডবদিগের প্রতি কদাচ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিও না। দ্বেষ্টা হইলে অসুখী ও নিধন প্রাপ্ত হয়। তোমার তুল্য মনুষ্য অব্যুৎপন্ন, তুল্যার্থ, তুল্যমিত্র ও অদ্বেষ্টা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কখনই দ্বেষ করেন না, তুল্যাভিজন-বীর্য্য-সম্পন্ন হইয়া কেনইবা তুমি ভ্রাতার রাজ্যসম্পত্তি লাভে স্পৃহা করিতেছ? ভ্রান্তিক্রমেও যেন তোমার এরূপ বুদ্ধি না জন্মে। হে বৎস! এক্ষণে আর শোক করিও না। যদি তুমি ঐরূপ যজ্ঞসম্পত্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা কর, তবে যাজ্ঞিকেরা সপ্ততন্তু নামক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করুন। তাহা হইলেও ভূপালগণ তোমার প্রীতি সম্পাদন ও বহুমানের নিমিত্ত বিপুল বিত্ত আহরণ করিবেন। পরধনগ্রহণেচ্ছা নিতান্ত অসত্তেরই হইয়া থাকে, ফলতঃ যিনি নিরবচ্ছিন্ন স্বধনে সন্তুষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়েন, তিনিই প্রকৃত সুখী। পরস্ব গ্রহণে অনিচ্ছা, আত্মকর্ম্মে উৎসাহ ও স্বোপার্জ্জিত ধনের রক্ষণাবেক্ষণ, পণ্ডিতেরা ইহাকেই বিভবলক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। যিনি বিপৎকালে নিরাকুল হইয়া থাকেন, যিনি সকল বিষয়ে সুনিপুণ ও নিত্য উপস্থানশীল, এইরূপ অপ্রমত্ত ও বিনীত লোক ইহ কালে শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। হে বৎস! স্ববাহু তুল্য পাণ্ডবদিগকে উচ্ছেদ করিও না, পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতৃসদৃশ, অতএব

ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহ করা নিতান্ত অন্যায়। এক্ষণে পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন ও সমগ্র ভ্রাতৃধন গ্রহণে ইচ্ছা করিও না। মিত্রদ্রোহে অতিশয় অধর্ম্ম আছে, তোমার ও পাণ্ডবদিগের একই পিতামহ। অতএব এক্ষণে অন্তর্ব্বেদিমধ্যে বিত্তদান, বিবিধ কাম্য বস্তুর উপভোগ এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে মহিলাগণের সহিত বিহার করিয়া ক্ষান্ত হও।

---

## চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! যাদৃশ দর্ব্বী সূপরস আস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধিবৃত্তি নাই, অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আছে; সে শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্মার্থ কদাচ অনুধাবন করিতে সমর্থ নহে। বৃহস্রোতঃসংযত ক্ষুদ্র নৌকার ন্যায় আপনি সবিশেষ জানিয়াও কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? স্বার্থ সাধনে আপনকার কেন অনবধানতা দেখিতেছি? আর এই বিষয়ে কেনই বা আমাকে বিদ্বেষ করিতেছেন? আপনি যখন শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, তখন আর আমাদিগের জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ভাবী অর্থের সূচনা ব্যতীত আপনকার আর কোন বিষয়ে উৎসাহ দেখিতেছি না। যাহার পথপ্রদর্শক স্বয়ংই অনভিজ্ঞ, সে প্রতিপদেই পথভ্রষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা স্বয়ংই গমন করিতে পারে, তাহারা কেনই বা ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে।

মহারাজ! আপনি পরিণতপ্রজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পুত্রগণের স্বকার্য্য সাধনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন। বৃহস্পতি লোকব্যাপার ও রাজব্যাপার এই উভয়বিধ ব্যাপারকেই পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব রাজারা সর্ব্বদা অপ্রমত্ত চিত্তে স্বার্থ চিন্তা করিবে। ক্ষত্রিয়দিগের জয়ই প্রধান বৃত্তি অতএব ইহা ধর্ম্মই হউক, আর অধর্ম্মই হউক, আত্মব্যাপারে দোষাদোষের আশঙ্কা কি? যেমন সারথি কশাঘাত দ্বারা সকল দিকেই অশ্ব চালনা করে, তদ্রূপ জিগীষু ব্যক্তি পরসম্পত্তি গ্রহণাভিলাষে সর্ব্ব দিকে ধাবমান হয়। যে গূঢ় কিম্বা বাহ্য উপায় দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার করা যায়, সেই উপায়ই শস্ত্রধারীদিগের শস্ত্রস্বরূপ। কে শত্রু, কে মিত্র, ইহাতে কোন লেখ্য প্রমাণ নাই; যে যাহাকে সন্তাপ দেয়, সেই তাহার শত্রু। সমৃদ্ধিবৃদ্ধিবিষয়ে অসন্তোষই মূল কারণ, অতএব অসন্তোষবৃদ্ধি-বিষয়ে যত্ন করাই যথার্থ নীতি। ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ মমতা করিবে না, কারণ পূর্ব্বসঞ্চিত ধন অন্যে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে পারে, বলপূর্ব্বক হরণ করাই রাজাদিগের ধর্ম্ম। দেবরাজ ইন্দ্র "কাহারও অপকার করিব না" এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াও নমুচির শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ অরাতির প্রতি সেইরূপ সনাতনী বৃত্তিই তাঁহার অভিমত। যেমন সর্প গর্ত্তস্থ জীবজন্তুদিগকে সংহার করে, সেইরূপ ভূমি সম্পত্তি অবিরোধী রাজাও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকে। জাতি অনুসারে কেহ কাহার শত্রু হইতে পারে না, সমব্যবসায়ী হইলেই শত্রু হইতে পারে। যে ব্যক্তি মোহপরবশ হইয়া অভ্যুদয়কালে শত্রুকে উপেক্ষা করে, পরিবর্দ্ধিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রু তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। বৃক্ষমূলজ বল্মীক যেরূপ আশ্রয় বৃক্ষকে নিপাতিত করে, সেই প্রকার শত্রু সামান্য হইলেও বলবীর্য্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে সংহার করিতে পারে।

হে আজমীঢ়বংশাবতংস মহারাজ! বিপক্ষলক্ষ্মী যেন তোমার প্রীতিকর না হয়। আমি যেরূপ কহিলাম, বীর্য্যবান্ লোকেরা এইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন; সর্ব্বত্র নীতির অনুসরণ করিলে কোন বিশিষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি অর্থবৃদ্ধির অভিলাষ করে, সে নিঃসন্দেহ জ্ঞাতিমধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, কারণ বিক্রম সদ্যই বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে, হয় পাণ্ডবরাজলক্ষ্মী লাভ করিব, নতুবা যুদ্ধে শরীর পাত করিব। হে মহারাজ! আর আমার প্রাণধারণের আবশ্যকতা নাই; পাণ্ডবেরা প্রতিনিয়তই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, আমাদিগের কিছুমাত্র উন্নতি নাই।

---

## পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

শকুনি কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশী সম্পত্তি দেখিয়া যদি তুমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া থাক, তবে বল, দ্যূতক্রীড়া দ্বারা তদীয় সমস্ত আত্মসাৎ করি। এক্ষণে তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান কর, আমি অক্ষ

নিক্ষেপপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিব। আমি অক্ষ-বিদ্যায় সবিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছি। যুধিষ্ঠির তদ্বিষয়ে অতিমাত্র অনভিজ্ঞ। পণ আমার ধনু, অক্ষ শর, অক্ষ হৃদয় জ্যা ও হৃদয়স্ফূর্ত্তি মদীয় রথস্বরূপ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! অক্ষ-বিশারদ মাতুল দ্যূত দ্বারা পাণ্ডুপুত্র হইতে রাজলক্ষ্মী হরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন; আপনি অনুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি মহাত্মা বিদুরের শাসনানুবর্ত্তী; অতএব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিব। দুর্য্যোধন কহিলেন, মহাশয়! বিদুর যেরূপ পাণ্ডবগণের হিতৈষী, সেরূপ আমার হিতাভিলাষী নহেন; অতএব তিনি আপনকার বুদ্ধির অন্যথা করিবেন, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পৌরুষশালী ব্যক্তি পরমার্থের সাপেক্ষ হইয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন না। কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-বিষয়ে দুই জনের বুদ্ধি সমান হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। মূঢ় ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া আত্মরক্ষা করত বর্ষাকালীন আর্দ্র তৃণের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। কি ব্যাধি, কি মৃত্যু, কেহই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করে না; অতএব ভবিষ্যৎ কালের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রেয়স্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুত্র! বলবান্ ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করা কোনরূপেই আমার অভিপ্রেত নহে, কারণ বৈরভাব হইতে বিকার জন্মে; সেই বিকার অলৌহনির্ম্মিত শস্ত্রস্বরূপ। বৎস! তুমি যে এই অনর্থ সংগ্রাম ঘটনাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছ, এই অনবধানতা হইতেই শাণিত সায়ক ও অসি নিষ্কাশিত হইবে। দুর্য্যোধন কহিলেন, পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা দ্যূত ব্যবহার করিতেন, তাহাতে কোন বিকৃতি বা সংগ্রামঘটনার সম্ভাবনা ছিল না; অতএব মাতুলবচনে অনুমোদন করিয়া অদ্য সভা নির্ম্মাণের অনুমতি করুন। দুরোদরক্রীড়া ক্রীড়মান ও ও তদনুবর্ত্তীদিগের স্বর্গের দ্বারস্বরূপ; অতএব পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়া করা অবৈধ নহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, নরেন্দ্র! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা আমার শ্রেয়োবোধ হইতেছে না। তোমার অভিরুচি হয় কর, কিন্তু যেন ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে না হয়। মেধাবী বিদুর বিদ্যাবুদ্ধিপ্রভাবে এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি বশম্বদ নহে, ক্ষত্রিয়ান্তক মহৎ ভয় তাহার সমীপবর্ত্তী।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুরবগাহ দৈবের প্রতিকূলতাপ্রযুক্ত দুর্য্যোধনের মতানুসারে ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, "তোমরা সহস্রস্তম্ভশোভিত হেমবৈদূর্য্যখচিত, শতদ্বারবিশিষ্ট, ক্রোশায়ত, তোরণস্ফাটিকা নামে এক মহতী সভা শীঘ্র নির্ম্মাণ কর।" সুনিপুণ শিল্পিগণ অনুমতি পাইয়া অতি শীঘ্র সভা নির্ম্মাণ করিয়া সমুচিত দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া আহ্লাদিত চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! স্বল্পকালের মধ্যেই সভা সুসম্পন্ন, বহুরত্নে খচিত ও বিচিত্র হেমাসনে শোভিত হইয়াছে।" তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিপ্রধান বিদুরকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই সভায় সমাগত হইয়া সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হউন।"

## ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার এই প্রেষণাতে অভিনন্দন করিতে পারি না, আপনি এরূপ অনুমতি করিবেন না; ইহাতে কুলক্ষয় ও সুহৃদ্ভেদ উভয়েরই সম্ভাবনা। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যদি দৈব প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ আমাকে পরিতাপিত করিতে পারিবে না। এই জগৎ স্বতন্ত্র নহে, কেবল দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে; অদ্য শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ কুন্তীপুত্রকে আনয়ন কর।

## সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুর ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া অগত্যা সুশিক্ষিত মহাজব অশ্ব দ্বারা পণ্ডিত পাণ্ডবগণের সকাশে যাত্রা করিলেন। মহাবুদ্ধি বিদুর সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থনগরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর কুবেরভবনোপম রাজপ্রাসাদে প্রবেশিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহাত্মা অজাতশত্রু তাঁহার যথাবৎ

পূজাপূর্ব্বক সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে ক্ষত্ত! আপনার মানসিক প্রহর্ষ প্রকাশ পাইতেছে। আপনি ত কুশলে আগমন করিয়াছেন? দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ত তাঁহার বশবর্ত্তী আছে?

বিদুর কহিলেন, ইন্দ্রকল্প মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্রগণ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া কুশলে আছেন। তিনি পুত্রগণের গুণে প্রীত ও বিগতশোক হইয়াছেন। সম্প্রতি অক্ষয় কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক তোমাকে এই কহিয়াছেন যে, "হে পার্থ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া তোমার সভানুরূপ এই সভা অবলোকন কর এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হও। তোমার সহিত সমাগত হইলে আমার ও কুরুকুলের প্রীতির পরিসীমা থাকে না।" হে রাজন্! মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র দুরোদর বিধান্ করিয়াছেন, তুমি সেই অক্ষদেবীদিগকে দেখিবে; এই নিমিত্ত আমি আসিয়াছি; যাহা উচিত হয় কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! দুরোদর কলহের আকর; অতএব কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে অভিলাষ বন্ধন করে? আপনি কি অক্ষদেবন উচিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন? বলুন, আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলি।

বিদুর কহিলেন, দ্যূত যে অনর্থের মূল, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি; আমি তাঁহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনিও আমাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, তাহা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! আমি জিজ্ঞাসা করি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ব্যতীত কোন্ কোন্ অক্ষদেবী তথায় বিদ্যমান আছেন? বলুন, আমি তাহাদিগকে শতবার পরাজয় করিব। বিদুর কহিলেন, অক্ষনিপুণ কৃতহস্ত রাজা শকুনি, বিবংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয় তথায় উপস্থিত আছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভয়ঙ্কর মায়াধারী অক্ষদেবীগণ সেখানে রহিয়াছে. বুঝিলাম সমস্ত জগৎ বিধাতার আদেশবর্ত্তী হইয়াই চলিতেছে, কদাপি স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। হে বিদুর! পুত্রপক্ষপাতী ধৃতরাষ্ট্রের শাসনক্রমে দুরোদরদেবনে ইচ্ছা করিতেছি না; আপনি বলিতেছেন বলিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হইব। যদি আমাকে সভামধ্যে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে শকুনির সহিত ক্রীড়া করিতাম না;' যখন আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না; ইহাই আমার সনাতন ব্রত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে বিশেষ বিবেচনা করিয়া অনুযাত্রিকবর্গকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন, তিনি পরদিনে দ্রৌপদীপ্রভৃতি স্ত্রীগণ, ভ্রাতৃগণ, বিদুর, অনুচর ও সহচরবর্গ সমভিব্যাহারে বাহ্লীকযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠির গমনকালে কহিলেন, তেজ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, দৈব সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে; সমস্ত মনুষ্যই পাশবদ্ধের ন্যায় বিধাতার বশবর্ত্তী হইয়া আছে। মহাত্মা যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, দুর্য্যোধন, শল্য, সৌবল, দুঃশাসন প্রভৃতি অন্যান্য যে কেহ তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ তারাগণ পরিবৃত রোহিণীর ন্যায় স্নুষাগণবেষ্টিত গান্ধারীকে অভিবাদন করিলেন। কৌরবগণ প্রিয়দর্শন পাণ্ডবগণের দর্শন পাইয়া আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ অপ্রশস্ত মনে দ্রৌপদীর পরমোৎকৃষ্ট সম্পত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ প্রথমতঃ ব্যায়াম করিয়া অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর দিব্য চন্দনভূষিত ও কৃতাহ্নিক হইয়া কল্যাণমনে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া সমুচিত ভোজনান্তর রমণীগণের সহিত শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। পরপুরঞ্জয় পাণ্ডবগণ সুখে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃকালে সকলে কৃতাহ্নিক হইয়া কিতবাভিনন্দিত রমণীয় সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন।

---

## অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই সভামধ্যে প্রবিষ্ট হই-

লেন। প্রবিষ্ট হইয়া পূজার্হ পার্থিবগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া যথাক্রমে আসনে উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য নৃপতিবর্গ অতি পবিত্র বিচিত্র আস্তরণসংযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পার্থ! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এক্ষণে অক্ষক্ষেপ করিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করা আবশ্যক। যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেখ, কপট পাশক্রীড়া অতি পাপজনক; ইহাতে অণুমাত্রও ক্ষাত্র পরাক্রম নাই; বিবেচনা করিলে ইহাকে রাজনীতি বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না; তুমি কি কারণে দ্যূতের প্রশংসা করিতেছ; ধূর্ত্তের কপটাচারকে কেহ প্রশংসা করে না; অতএব দেখিও, হে শকুনে! তুমি যেন নৃশংসের ন্যায় অসৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদিগকে পরাজয় করিও না।

শকুনি কহিলেন, মহারাজ! যিনি গণনায় সুনিপুণ, ধূর্ত্ততার রীতি পদ্ধতি সমুদয় সবিশেষ জানেন, তদ্বিষয়ক বহুবিধ ইতিকর্ত্তব্যতায় আলস্যশূন্য, অক্ষক্ষেপবিষয়ে সুচতুর ও দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শী, তিনি কোন প্রকারেই পরাজিত হয়েন না। পণই পরাভবের কারণ, পরাভবে কোনরূপ দোষ আশঙ্কা নাই, অতএব আইস, আমরা ক্রীড়া আরম্ভ করি, শঙ্কা পরিত্যাগ কর, বিলম্ব করিও না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, সমস্ত জনসমাজদর্শী মুনিসত্তম অসিত ও দেবল কহেন যে, ধূর্ত্তের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করা নিতান্ত পাপজনক কর্ম্ম, ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে জয়লাভ অপেক্ষা দ্যূতক্রীড়া কদাচ প্রশংসনীয় নহে। আর্য্য লোকেরা মুখে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার ও কপটাচার প্রদর্শন করেন না। অকপট যুদ্ধই সৎপুরুষের লক্ষণ। শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণের উপকার সাধনার্থ যত্ন করাই আমাদিগের ধন। অতএব দ্যূতক্রীড়া হইতে বিরত হও, হে শকুনে! আমি শঠতা দ্বারা সুখ ও ধনপ্রাপ্তির ইচ্ছা করি না। ধূর্ত্ত ব্যক্তি প্রকাশে সদাচারপরতন্ত্র হইলেও তাহার চরিত্র কদাচ পূজিত ও প্রশংসিত হয় না। শকুনি কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধূর্ত্ততাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের নিকট গমন করিয়া থাকেন, বিদ্বান্ মূর্খের নিকট গমন করিয়া থাকেন, সুশিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিতকে অক্ষদ্বারা পরাজয় করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ স্থলে শঠতা দোষাবহ নহে। বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রধারী, দুর্ব্বল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে ধূর্ত্ততা দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে, সুতরাং এস্থলে ঐরূপ ধূর্ত্ততা ধূর্ত্ততাই নহে। পার্থ! যদি তুমি আমাকে নিতান্তই ধূর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি দ্যূতক্রীড়ায় একান্তই ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে দ্যূত হইতেই বিরত হও।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দ্যূতে আহূত হইলে নিবৃত্ত হইব না, এই আমার নিত্যব্রত, দ্যূতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান্, আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত, অতএব বল, এই লোকসমবায় মধ্যে কাহার সহিত ক্রীড়া করিব। আর এস্থলে অন্য সভিক কে আছে? যদি থাকে, তবে ক্রীড়া আরম্ভ কর। এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বিশাম্পতে! আমি সমুদায় ধন ও রত্ন প্রদান করিব, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করিবেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিদ্বন্! একজনের প্রতিনিধি হইয়া অন্যের ক্রীড়া আমার মতে নিতান্ত অসঙ্গত; যাহা হউক, ক্রীড়া আরম্ভ করা যাউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে সমস্ত রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া সভা প্রবেশ করিল। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর অনতিপ্রসন্ন মনে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। সিংহগ্রীব মহাতেজা বেদবেত্তা শূর ভাস্বরমূর্ত্তি ভূপতিগণের মধ্যে কতকগুলি যুগলরূপে আর কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে সেই সভা অমরাধিষ্ঠিত অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সুহৃদ্দ্যূত আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহামূল্য সাগরাবর্ত্তসম্ভূত কাঞ্চনখচিত এই মণিময় হার পণ করিলাম; তুমি যাহা দ্বারা ক্রীড়া করিবে, সে প্রতিপণের বস্তু কৈ?

দুর্য্যোধন কহিলেন, আমার বহুতর মণি ও অন্যান্য ধন আছে, কিন্তু তন্নিমিত্ত অহঙ্কার করি না; সে যাহা হউক, এক্ষণে দ্যূতে জয় লাভ কর। তদনন্তর অক্ষতত্ত্ববিৎ শকুনি অক্ষ গ্রহণ করিয়া আমি ত এই জিতিলাম বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

## ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! তুমি কেবল ক্রীড়া দ্বারা আমার নিকট জয় প্রাপ্ত হইলে। আইস, পরস্পর পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছি; আমার একলক্ষ অষ্টসহস্র সুবর্ণপূরিত কুম্ভী, অক্ষয় কোষ ও রাশীকৃত হিরণ্য আছে, তাহাই আমার পণ রহিল।

শকুনি আমিত এই জিতিলাম বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাঁহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে রথ ইহাঁদিগকে বহন করিয়াছে, এবং কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট রাষ্ট্রসম্মত অষ্ট অশ্ব যাহা বহন করে, সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, সুচক্রশোভিত, কিঙ্কিনী জালজড়িত, মেঘসাগরনিঃস্বন, জয়শীল সহস্র রাজরথ আমার পণ রহিল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার শত সহস্র তরুণী দাসী আছে, তাহারা নানাপ্রকার সুবর্ণালঙ্কারে ও অপূর্ব্ব মাল্য দামে বিভূষিত, নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলায় সুশিক্ষিত, সেবাকুশল ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী; হে রাজন্! আমি এই বার সেই সকল দাসীরূপ ধন পণ করিলাম।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার সহস্র দাস আছে, তাহারা প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত, যুবা এবং দিবারাত্র অতিথি ভোজন করাইতে সমর্থ; হে রাজন্! এই বার আমার সেই দাসরূপ ধন পণ হইল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! আমার সহস্র মত্ত মাতঙ্গ আছে, তাহারা অতীব দান্ত, দীর্ঘকায়, রাজবহনোচিত, রণপরিচিত ও সুবর্ণালঙ্কৃত, তাহাদিগের মস্তক কুসুম মালায় সুশোভিত, দন্ত সুদীর্ঘ, বর্ণ নবীনমেঘের সদৃশ এবং সকলেই পুর ভেদ করিতে পারগ। হে রাজন্! আমি এই বার সেই সকল গজরূপ ধন পণ করিলাম।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার যে সমস্ত হেমদণ্ড পতাকাশোভিত বিনীত অশ্বসংযোজিত যোধোপবিষ্ট বিচিত্র রথ ও রথী আছে, সেই সকল রথীরা যুদ্ধ করুক বা নাই করুক, প্রত্যেকে মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে রাজন্! এই বার আমার সেই ধন পণ রহিল।

যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে কৃতবৈর দুরাত্মা শকুনি এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র সুবলনন্দনেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে যে সকল উৎকৃষ্ট ঘোটক প্রদান করিয়াছিলেন, এই বার সেই সকল আমার পণস্বরূপ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার নানাপ্রকার বাহনসংযুক্ত অযুত শকট ও রথ রহিয়াছে, এবং মহাবল পরাক্রান্ত বিপুলবক্ষা ষষ্টি-সহস্র বীর পুরুষ রহিয়াছে, হে রাজন্! আমি তৎসমুদয় পণ রাখিলাম।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! তাম্রপাত্র ও লৌহপাত্রপরিবৃত চারি শত নিধি এবং পঞ্চদ্রৌণিক সুবর্ণ আছে, এবার তাহাই আমার পণ হইল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র শকুনিরই জয় হইল।

---

## ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই সর্ব্বস্বাপহারিণী দ্যূতক্রীড়া এইরূপ উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইলে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী

বিদুর কহিলেন; মহারাজ! যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ সেবনে মহতী অপ্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ মদীয় উপদেশবাক্যে আপনকার অভিরুচি হইবে না; তথাপি যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে যে পাপাত্মা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গোমায়ুর ন্যায় বিকৃতস্বরে রোদন করিয়াছিল, সেই ভরতকুলান্তক দুর্য্যোধন তোমাদিগের বিনাশের নিদানভূত, সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনরূপী গোমায়ু গৃহে বাস করিতেছে, তুমি মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। হে মহারাজ! সুরাপ ব্যক্তি সুরা পান করিয়া যে পতিত হয়, সে কি তাহা জানিতে পারে? যেমন আকণ্ঠ মদ্য পান করিলে মত্ততাপ্রযুক্ত হয়ত জলে মগ্ন হয়, নতুবা কোন স্থানে নিপপিত হইয়া থাকে। সেইরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্যূতমদে মত্ত হইয়াছে, মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া অচিরাৎ তাহার যে পতন হইবে, সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। হে প্রাজ্ঞ! আমার বিদিত আছে, ভোজবংশীয় একজন রাজা পুরবাসিগণের হিতার্থে স্বীয় দুর্জ্জাত পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ধক, যাদব ও ভোজ ইঁহারা মিলিত হইয়া কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের নিয়োগক্রমে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে সেই সকল জ্ঞাতিবর্গ পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তুমিও অর্জ্জুনকে নিয়োগ কর, তিনি পাপাত্মা দুর্য্যোধনের নিগ্রহ করিলে কৌরবেরা পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিবেন। কাকশৃগালতুল্য দুর্য্যোধনের পরিবর্ত্তে ময়ূরশার্দ্দূলসদৃশ পাণ্ডবদিগকে ক্রয় করুন। মহারাজ! আপনি শোকার্ণবে নিমগ্ন হইবেন না। শাস্ত্রে কথিত আছে, কুল রক্ষার্থে এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রাম রক্ষার্থে কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদ রক্ষার্থে গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষার্থে পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশত্রুভয়ঙ্কর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, জম্ভনামক দৈত্যের পরিত্যাগকালে অসুরদিগকে কহিয়াছিলেন, কোন অরণ্যে কতকগুলি পক্ষী বাস করিত, তাহারা হিরণ্য নিষ্ঠীবন করিত, একদা সেই সমস্ত পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে বাস করিতেছে, ইত্যবসরে এক রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে লোভাকৃষ্ট হইয়া এককালে হিরণ্যরাশি পাইবার মানসে নিরপরাধী পক্ষিগণের প্রাণ সংহার করিলেন। এইরূপ দুরাশাগ্রস্ত হওয়াতে কেবল তৎকালে হতাশ্বাস হইলেন, এমত নহে, ভবিষ্যৎ লাভেরও সম্ভাবনা থাকিল না; অতএব তুমি বলবতী অর্থস্পৃহানিবন্ধন পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিও না, তাহা হইলে সেই মোহান্ধ পক্ষিহন্তার ন্যায় তোমাকেও অনুতাপ করিতে হইবে। হে ভারত! মালাকর যেমন উদ্যানস্থিত পুষ্পবৃক্ষে বারি সেচনপূর্ব্বক কুসুম চয়ন করে, তদ্রূপ তুমিও পাণ্ডবপাদপে স্নেহসলিল সেচন করিলে সুজাত পুষ্প পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে পারিবে, অতএব অঙ্গারকারীর বৃক্ষদাহের ন্যায় সমূলে দগ্ধ করিবেন না।

পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিলে ভৃত্য, অমাত্য ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই, কারণ পাণ্ডবেরা একত্র সমবেত হইলে দেবতা পরিবৃত সাক্ষাৎ ত্রিদশাধিপতিও তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না।

---

## একষষ্টিতম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, দ্যূতক্রীড়া কলহের মূল; দ্যূত হইতে পরস্পরের প্রণয়চ্ছেদ হয়; দ্যূতই মহদ্ভয়ের হেতু। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন ভয়ঙ্কর শত্রুতা উৎপাদন করিতেছে। দুর্য্যোধনের অপরাধে প্রাতিপেয়, শান্তনব, ভীমসেন ও বাহ্লিক ইঁহারা সকলেই ক্লেশ প্রাপ্ত হইবেন। যেমন বৃষভ মত্ত হইয়া আপনার বিষাণ দ্বারা আপনাকে রুগ্ন করে, সেইরূপ দুর্য্যোধন মত্ততাপ্রযুক্ত রাষ্ট্র হইতে আপনার কল্যাণ সুদূরপরাহত করিতেছে। যেমন বাতনাবিকচালিত নৌকা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ যেব্যক্তি পরের চিত্তানুবর্ত্তী হইয়া চলে, সে অচির কালমধ্যে ব্যসনাপন্ন হয়। পণপূর্ব্বক ক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের জয়লাভ হইতেছে বলিয়া আপনি প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু অতিপরিহাসেই সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। আপনি কেবল কথাতেই প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন, কিন্তু মন্ত্রণামূলক সমাধি আপনার অন্তঃকরণে নিহত রহিয়াছে। ফলতঃ পরম বন্ধু যুধিষ্ঠিরের সহিত কলহ করা আপনার অভিপ্রেত তাহার সন্দেহ

নাই। হে প্রাতিপেয়! হে শান্তনব! তোমরা কৌরবগণের পরিহাস বাক্য শ্রবণ কর, কিন্তু মোহবশতঃ প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইও না। যখন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির অক্ষমদাভিভূত হইয়া ক্রোধ পরিহার করিতেছেন না তখন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আপনাদের এই তুমুল ব্যাপারে মধ্যস্থ হইবেন? হে মহারাজ! আপনি বহুধনের অধীশ্বর হইয়াও মনে মনে দুরোদর বাসনা করিয়াছেন। যদ্যপি বহু ধনসম্পন্ন পাণ্ডবগণকে জয় করেন, তাহা হইলেইবা তাঁহাদের ধন লইয়া আপনাদের কি হইবে, বরং এক্ষণে পাণ্ডবগণকে লাভ করুন। সৌবলের অক্ষক্রীড়া অবগত আছি; সৌবল দ্যূত ক্রীড়ায় বিলক্ষণ কপটতা জানেন; অতএব উনি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করুন; মহাবীর পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধঘটনা করিবেন না।

## দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের নিন্দা ও তদীয় শত্রুগণের গুণকীর্ত্তন করিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক। তুমি যাহাদিগের প্রতি অনুরক্ত, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। তুমি আমাদিগকে বালকেরন্যায় সর্ব্বদা অবমাননা করিয়া থাক। লোকের নিন্দা ও প্রশংসার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহার মনোগত বিরুদ্ধ অভিপ্রায় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। তোমার জিহ্বাই তোমার মনের প্রতিকূল ভাব প্রকাশ করিতেছে। তুমি আমাদের পক্ষে ক্রোড়স্থিত ব্যালের ন্যায় হইয়াছ ও মার্জ্জারের ন্যায় প্রতিপালকের অহিত চিন্তা করিতেছ। লোকে কি ভর্ত্তৃহন্তা ব্যক্তিকে পাপী বলে না? হে বিদুর! তবে তুমি কি নিমিত্ত সেই পাপে ভয় করিতেছ না? আমরা শত্রুগণকে জয় করিয়া মহৎফল লাভ করিয়াছি। তুমি আমাদিগকে পরুষবাক্য কহিও না। তুমি সতত আমাদের শত্রুগণের সহিত আত্মীয়তা করিতে বাসনা কর এবং মোহবশতঃ আমাদিগের নিন্দা করিয়া থাক। লোকে অযোগ্য বাক্যপ্রয়োগ দ্বারাই অন্যের শত্রু হইয়া উঠে। দেখ, শত্রুর নিকট নিগূঢ় বিষয় গোপন করিয়া রাখাই কর্ত্তব্য; অতএব হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদের আশ্রিত হইয়াও কি করিয়া উক্ত বিষয়ের বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি ইচ্ছানুসারে তিরস্কার কর কিন্তু আর তুমি আমাদিগকে অবমাননা করিও না; আমরা তোমার মন বুঝিয়াছি, তুমি বৃদ্ধগণের সমীপে বুদ্ধি গ্রহণ কর; যশোরক্ষা কর এবং শত্রুকার্য্যে আর ব্যাপৃত থাকিও না। হে বিদুর! তুমি আমি কর্ত্তা এই মনে করিয়া আমাদের অবমাননা করিও না ও আমাদিগকে পরুষোক্তি করিও না। আমি তোমার নিকট আপনার হিত জিজ্ঞাসা করি না; হে ক্ষত্তঃ! তুমি ক্ষমাশীলগণকে হিংসা করিও না। এক জনই এই জগতের শাস্তা; দ্বিতীয় ব্যক্তি শাস্তা নাই। সেই শাস্তা মাতৃগর্ব্ভে শয়ান শিশুকেও শাসন করেন। জল যেমন নিম্ন প্রদেশে ধাবমান হয়, তদ্রূপ আমি সেই শাস্তার শাসনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি। যিনি মস্তক দ্বারা শৈল ভেদ করেন, যিনি সর্পকে ভোজন করান, তাঁহার বুদ্ধিই কার্য্যানুশাসন করে। আর যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অন্যকে অনুশাসন করে, সে অমিত্র। পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রতা বিরুদ্ধাচারীকে উপেক্ষা করেন। যে ব্যক্তি প্রদীপ্ত হুতাশন উত্তেজিত করিয়াও পলায়ন না করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয়। হে ক্ষত্তঃ! শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিকে বিশেষতঃ অহিতকারী মনুষ্যকে স্বীয় আবাসে রাখিবে না। অতএব হে বিদুর! তোমার যথা ইচ্ছা হয় গমন কর, দেখ, অসতী স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! এই প্রকার অত্যল্পমাত্র কারণবশতঃ যে ব্যক্তি মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে, তাহার সখ্য কখন চিরস্থায়ী হয় না। রাজাদিগের চিত্ত অতি অল্পেই বিকৃত হইয়া যায়; ইহারা অগ্রে সান্ত্বনা করিয়া পশ্চাৎ মুষল দ্বারা প্রহার করে। হে মন্দমতি রাজপুত্র! তুমি আপনাকে বিজ্ঞ ও আমাকে অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি অগ্রে এক জনের সহিত বন্ধুতা করিয়া পশ্চাৎ তাহার প্রতি দোষারোপ করে, সেই নিতান্ত অবিজ্ঞ। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি শ্রোত্রিয়গৃহে স্থিত ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় কখনই মঙ্গলকর হয় না। যেমন কুমারীস্ত্রী ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ পতিকে তাচ্ছল্য করে, তদ্রূপ তুমি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিতেছ। হে রাজন্! যদি তুমি সমুদায় হিতাহিত কার্য্যে

প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিতে বাঞ্ছা কর তবে স্ত্রী, জড় ও পঙ্গু-প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর। এই ভূমণ্ডলে প্রিয়ভাষী পাপাত্মা মনুষ্য অনেক আছে কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্লভ। যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া হিতকর অপ্রিয় বাক্য কহে, সেই যথার্থ সহায়। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি অব্যাধিজ, কটুজ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, যশোনাশক, পরুষ, সাধুগণের অশ্রাব্য ও অসাধুগণের শ্রবণ সুখজনক বাক্য শ্রবণ কর; আর ক্রোধ করিবার আবশ্যকতা নাই; আমি কেবল ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের ধন ও যশ বৃদ্ধি করিবার বাঞ্ছায় তোমাকে সদুপদেশ দিয়াছিলাম এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; তোমাকে নমস্কার, ব্রাহ্মণগণ আমার মঙ্গল করুন। হে কুরুনন্দন! পণ্ডিত ব্যক্তি নেত্রবিষ বিষধরকে ক্রোধান্বিত করেন না, আমি সেই অভিপ্রায়েই তোমাকে উপদেশ দিতেছিলাম।

---

## ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

শকুনি কহিল, হে যুধিষ্ঠির! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের অনেক ধন নষ্ট করিলে, এক্ষণে যদি আর কিছু অপরাজিত ধন থাকে তবে বল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলনন্দন! আমি জানি আমার অসংখ্য ধন আছে, তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ধনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি অযুত, প্রযুত, পদ্ম, খর্ব, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, মহাপদ্ম নিখর্ব্ব, কোটি, মধ্য ও পরার্দ্ধসংখ্যক ধন দ্বারা এই সমস্ত জনসমক্ষে তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলনন্দন! বহুসংখ্যক গো, অশ্ব, ধেনু, ছাগ, মেষ এবং সিন্ধুনদীর পূর্ব্বে আমার যে সমুদয় ধন আছে, এবার আমার সেই সমস্ত পণ রহিল।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিলে সুবলাত্মজেরই জয়লাভ হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! পুর, জনপদ, ভূমি, ব্রাহ্মণধন ব্যতীত অন্যান্য ধনসমুদায় ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষগণ, এই সমস্ত আমার অবশিষ্ট আছে; এবার আমি সেই সমস্ত পণ রাখিলাম।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিলে তাহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! এই রাজপুত্রগণ যে সমস্ত কুণ্ডল, নিষ্কপ্রভৃতি রাজভূষণে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন, এবার আমার সেই সমুদায় অলঙ্কার পণস্বরূপ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া অক্ষ নিক্ষেপ করিলে শকুনিরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলাত্মজ! এই শ্যামকলেবর, যুবা, লোহিতনেত্র, সিংহস্কন্ধ, মহাভুজ নকুলকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি কহিল, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই তোমার প্রিয়, রাজপুত্র, নকুল আমাদের বশীভূত হইল, এক্ষণে আর কি পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিবে? এই বলিয়া শকুনি অক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র সৌবলেরই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! এই সহদেব ধর্ম্মানুশাসন করেন; ইনি লোকে পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত; ইনি আমার নিতান্ত প্রিয় ও পণের অযোগ্য হইলেও ইঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিল, এবং কহিল, এই তোমার পরম প্রিয় মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে জিতিলাম; বোধ হয়, ভীম ও ধনঞ্জয় মাদ্রীনন্দনদ্বয় অপেক্ষাও প্রিয়তর; উহাদিগকে কখনই পণ রাখিতে পারিবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, রে নয়ানভিজ্ঞ মূঢ়! আমরা সাতিশয় সরল স্বভাবসম্পন্ন; তুমি আমাদিগের পরস্পর ভেদ করিয়া দিবার অভিলাষ করিয়া নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ।

শকুনি কহিল, হে রাজন্! প্রমত্ত ব্যক্তি গর্ত্তমধ্যে বা স্থাণুর উপরে নিপতিত হয়। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি পাণ্ডব-

গণের জ্যেষ্ঠ এবং বরিষ্ঠ; তোমাকে নমস্কার। হে মহারাজ! দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিগণ ক্রীড়া করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় যে সকল প্রলাপ করে, তৎসমুদয় জাগরণাবস্থায় দূরে থাকুক, উহারা স্বপ্নেও কখন দেখে নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! যিনি নৌকার ন্যায় আমাদিগকে সমরসাগর পার করেন, সেই অরাতি-নিপাতন ভুবনৈকবীর রাজপুত্র ধনঞ্জয় পণের অযোগ্য হইলেও তাঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, হে রাজন! এই আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে প্রধান ধনুর্দ্ধর সব্যসাচী অর্জ্জুনকে জয় করিলাম, এক্ষণে তোমার পরম প্রেমাস্পদ ভীমসেন অবশিষ্ট আছে, তাহাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলনন্দন! যিনি দানবারি পুরন্দরের ন্যায় সংগ্রামে আমাদিগের নেতা, যাঁহার তুল্য বলবান্ এই ভূমণ্ডলে নাই, সেই গদাযুদ্ধবিশারদ, রাজপুত্র মহাত্মা ভীমসেন পণের অযোগ্য হইলেও তাঁহাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিল এবং কহিল, হে কৌন্তেয়! তুমি বহুবিধ ধন, হস্তী ও অশ্বসমুদায় এবং অনুজগণকে দুর্য্যোধনমুখে সমর্পণ করিয়াছ, এক্ষণে যদি অন্য কিছু ধন থাকে, তবে বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে শকুনে! আমি ভ্রাতৃগণের শ্রেষ্ঠ ও দয়িত; আমি আপনাকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিল এবং কহিল, তুমি স্বয়ং জিত হইয়া যৎপরোনাস্তি পাপাচরণ করিলে; অন্যান্য ধন অবশিষ্ট থাকিতে আত্মাকে পণিত করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। দুরাত্মা শকুনি এইরূপে কপট পাশক্রীড়ায় মহাবীর যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গকে পরাজয় করিল। ঐ দুরাত্মা উহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে কহিল, হে রাজন্! তোমার প্রণয়িনী দ্রৌপদী ত এখনও পরাজিত হয়েন নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলনন্দন! যিনি নাতিহ্রস্বা নাতিদীর্ঘা, নাতিকৃশা নাতিস্থূলা। যাঁহার রূপ লক্ষ্মীর ন্যায়; কেশকলাপ দীর্ঘ, নীল ও আকুঞ্চিত; নেত্রযুগল শরৎকালীন পদ্মপত্রের ন্যায়; গাত্রে পদ্মগন্ধ; হস্তে সর্ব্বদা শারদ পদ্ম শোভা পায়; যিনি অনৃশংসতা, সুরূপতা, সুশীলতা, অনুকূলতা, প্রিয়বাদিতা ও ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধির হেতুভূতা প্রভৃতি ভর্ত্তার অভিলষিত গুণসমুদায়ে বিভূষিতা; যিনি গোপাল ও মেষপালগণের নিয়মানুসারে শেষে নিদ্রিত ও অগ্রে জাগরিত হয়েন; যাঁহার সস্বেদ মুখপঙ্কজ মল্লিকার ন্যায়; মধ্যদেশ বেদীর ন্যায়; সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সভাসদ্ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপপ্রভৃতি মহাত্মাদিগের কলেবর হইতে ঘর্ম্মবারি নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর মস্তক ধারণপূর্ব্বক পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত গতসত্ত্বের ন্যায় অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া জয় হইল কি? জয় হইল কি? এই কথা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসনাদির গর্ব্বের আর পরিসীমা রহিল না। অন্যান্য সভ্যগণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

---

## চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! তুমি শীঘ্র গিয়া পাণ্ডবগণের প্রাণ-প্রণয়িনী দ্রৌপদীকে আনয়ন কর। অপুণ্যশীলা কৃষ্ণা এখানে আসিয়া দাসীগণ সমভিব্যাহারে আমাদিগের গৃহ মার্জ্জন করুক।

বিদুর কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি আপনাকে পাশবদ্ধ ও পতনোন্মুখ না জানিয়াই এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিতেছ। তুমি

মৃগ হইয়া অনুক্ষণ ব্যাঘ্রগণকে কোপিত করিতেছ। রে মন্দাত্মন্! ক্রুদ্ধ কালভুজঙ্গগণ তোমার মস্তকোপরি রহিয়াছে, তুমি উহাদিগকে পুনরায় কোপিত করিয়া যমালয়ে গমনের কার্য্য করিও না। দেখ কৃষ্ণা কখনই দাসী হইবার উপযুক্তা নহেন, আমার মতে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনধিকারী হইয়া তাঁহাকে পণে ন্যস্ত করিয়াছেন। বংশ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে, তদ্রূপ এই মদমত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় সমূলে নির্ম্মূল হইবার নিমিত্ত দ্যুতক্রীড়া করিয়া মহৎ বৈর ও মহাভয় উৎপাদন করিতেছে। অন্যের মর্ম্মপীড়া দিবে না; কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবে না; সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না; এবং যে কথা কহিলে অন্যে বিরক্ত হয়, এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিবে না। দুর্ব্বাক্য লোকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ বাক্য উচ্চারিত হয়, উহা তাহার মর্ম্মস্পৃক্ হইয়া অহোরাত্র তাহাকে যন্ত্রণা দেয়; পণ্ডিতগণ অন্যকে লক্ষ্য করিয়া কদাপি সেরূপ বাক্য উচ্চারণ করেন না। হে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন! কাপুরুষেরাই শত্রুর শস্ত্রাঘাত সহ্য করে, অতএব তোমরা এই নীতিবাক্যের অনুসরণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিও না; তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদিগকে শমনসদনে গমন করিতে হইবে। হে দুর্য্যোধন! তুমি যেরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, পাণ্ডবগণ কি বনেচর, কি গৃহবাসী, কি কৃতবিদ্য, কি তপস্বী, কাহাকেও ঐরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করেন না। অতি নীচ লোকেরাই ঐ প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্রতনয় ঘোরতর নরকের দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। দুঃশাসনপ্রভৃতি কুরুবংশীয়গণ দ্যুতক্রীড়ায় দুর্য্যোধনের অনুগামী হইয়াছে। বরং অলাবু জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রস্তর প্লাবিত হইতে পারে, এবং নৌকা নিমগ্ন হইতে পারে, কিন্তু মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ কদাচ আমার সদুপদেশে কর্ণপাত করিবে না। দুর্য্যোধন লোভপরতন্ত্র হইয়া সুহৃজ্জনের সদুপদেশ শ্রবণ করিতেছে না, অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে কুরুবংশীয়গণ অচিরাৎ সমূলে উন্মূলিত হইবে।

---

## পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মদমত্ত দুর্য্যোধন বিদুরকে ধিক্, এই কথা বলিয়া সভাস্থ প্রাতিকামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্! তুমি শীঘ্র যাইয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই, বিদুর ভীত হইয়াই আমাকে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ কথা কহিলেন, বিশেষতঃ উনি আমাদের উন্নতি অভিলাষ করেন না।

সূতপ্রাতিকামী দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে শীঘ্র গমন করত কুকুর যেমন সিংহযূথে প্রবেশ করে, তদ্রূপ পাণ্ডবগণের ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, হে দ্রুপদনন্দিনি! যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া তোমাকে পণ রাখিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তোমাকে জয় করিয়াছেন; অতএব হে যাজ্ঞসেনি! তোমাকে ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কর্ম্মকরীর ন্যায় কর্ম্ম করিতে হইবে; আমি তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। দ্রৌপদী কহিলেন, হে প্রাতিকামিন্! তুমি কেন এরূপ প্রলাপ বাক্য কহিতেছ; কোন্ রাজপুত্র পত্নী পণ করিয়া ক্রীড়া করে? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাজা দ্যূতমদে মত্ত হইয়াছেন; তাঁহার কি অন্য কোন পণ রাখিবার দ্রব্য ছিল না? প্রাতিকামী কহিল, হে দ্রৌপদী! মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত ধন পরাজিত হইয়া অগ্রে ভ্রাতৃগণকে তৎপরে আপনাকে এবং তৎপশ্চাৎ তোমাকে দুরোদরমুখে সমর্পণ করিয়াছেন। দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমনপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও, ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।

প্রাতিকামী কৃষ্ণার বচনানুসারে সভায় গমনপূর্ব্বক ভূপতিমণ্ডলমধ্যে সমুপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর বাক্য কহিতে লাগিল, হে ধর্ম্মরাজ! দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "আপনি কাহার অধীশ্বর হইয়া তাঁহাকে দ্যূতে সমর্পণ করিয়াছেন, আর অগ্রে আপনাকে,

কি তাঁহাকে দুরোদরমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছেন ?” ধর্ম্ম-নন্দন প্রাতিকামির মুখে দ্রৌপদীর এই বাক্য শ্রবণানন্তর অস্পন্দের ন্যায় ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন,হে প্রাতিকামিন্! পাঞ্চালী এই স্থানে আসিয়া তাহার যাহা প্রশ্ন থাকে করুক সভাস্থ সমুদায় জনগণ তাহার ও যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করুন।

সূত প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের বচনানুসারে পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের ভবনে গমনপূর্ব্বক দুঃখার্ত্তের ন্যায় দ্রৌপদীকে কহিল, হে রাজপুত্রি! সভ্যগণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, বোধ হয়, এই বার কুরুকুল সমূলে উন্মূলিত হইল। পাপাত্মা দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তোমাকে তথায় লইয়া যাইবার মানস করিয়াছে। দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতনন্দন! বিধাতাই এরূপ বিধান করিয়াছেন। পৃথ্বীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিব। রক্ষ্যমাণ ধর্ম্ম অবশ্যই আমাদিগের শান্তি বিধান করিবেন। আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন। হে সূতনন্দন! তুমি সভাগণ সমীপে যাইয়া ধর্ম্মতঃ আমার কি করা কর্ত্তব্য, জিজ্ঞাসা কর; সেই নয়শালী বরিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মাগণ যাহা কহিবেন; আমি নিশ্চয় তাহাই করিব।

প্রাতিকামী যাজ্ঞসেনীর সেই বচন শ্রবণানন্তর সভায় গমন করিয়া সভ্যগণসমীপে তাঁহার বাক্য কহিল। সভ্যগণ শ্রবণ করিয়া অধোমুখে রহিলেন, দুর্য্যোধনের আগ্রহাতিশয় বুঝিয়া কেহই কিছু কহিলেন না। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিয়া দ্রৌপদীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; এবং কহিয়া দিলেন যে, একবস্ত্রা অধোনিবী. রজঃস্বলা পাঞ্চালী রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সমীপে সমুপস্থিত হউন। দূত ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে সত্বরে কৃষ্ণার ভবনে গমন করত যুধিষ্ঠিরের বাক্য নিবেদন করিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের বিষণ্ণ বদন নিরীক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রাতিকামীকে কহিল, হে প্রাতিকামিন্! তুমি এই স্থানে দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, কৌরবগণ তাহার সমক্ষে তাহার প্রশ্নের উত্তর করুন। প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; কিন্তু দ্রৌপদীর ভয়ে ভীত হইয়া মান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সভাগণকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কৃষ্ণাকে কি বলিব। তখন দুর্য্যোধন প্রাতিকামীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! এই সূতপুত্র প্রাতিকামী নিতান্ত অল্পচেতাঃ; এ° বৃকোদরকে ভয় করে, তুমি স্বয়ং গিয়া যাজ্ঞসেনীকে আনয়ন কর, অবশ শত্রুগণ তোমার কি করিতে পারিবে?

দুরাত্মা দুঃশাসন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণমাত্র আরক্ত নয়নে স্বরায় গমন করিয়া মহারথ পাণ্ডবগণের নিকেতনে প্রবেশপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কহিল, হে পাঞ্চালি! তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ; আমার সহিত আগমন করিয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে অবলোকন কর। হে কমলনয়নে! তুমি কুরুদিগকে ভজনা কর; আমরা তোমাকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছি; সভায় আগমন কর। দ্রৌপদী দুরাত্মা দুঃশাসনের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত ও ভীত° হইয়া বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করত বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক কেশ গ্রহণ করিল। আহা! যে কুণ্ডলকলাপ ইতিপূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃথস্নানসময়ে মন্ত্রপূত জল দ্বারা সিক্ত হইয়াছিল,এক্ষণে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় পাণ্ডবগণকে পরাভব করত সেই চিকুরচয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। দুর্ম্মতি দুঃশাসন সনাথা কৃষ্ণাকে অনাথার ন্যায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভাসমীপে আনয়ন করিল। দীর্ঘকেশী দ্রৌপদী বাতবেগান্দোলিত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে অতিবিনীত বচনে কহিলেন, হে দুঃশাসন! আমি রজঃস্বলা হইয়াছি; একমাত্র বসন ধারণ করিয়াছি; এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া উচিত নহে। দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া দৃঢ়রূপে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক কহিল, হে যাজ্ঞসেনি! তুমি রজঃস্বলাই হও, একাম্বরাই হও, বা বিবস্ত্রাই হও; দ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছ, এক্ষণে অপস্ত্রীর ন্যায় দাসীগণমধ্যে বাস করিতেই হইবে। দ্রৌপদী এইরূপ কটুবাক্যে অতীব পীড়িতা হইয়া আত্মত্রাণের নিমিত্ত হা কৃষ্ণ! হা অর্জ্জুন! হা হরে! হা নর! বলিয়া চীৎকার করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন দুঃশাসনের দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও পতিতার্দ্ধবসনা দ্রুপদনন্দিনী এককালে লজ্জা ও ক্রোধে অভিভূতা হইয়া কহিতে লাগিলেন ; রে দুরাত্মন্! এই সভামধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান্ ইন্দ্রতুল্য আমার গুরুজনগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমার এরূপ অবস্থায় থাকা নিতান্ত অনুচিত। রে নৃশংসকারিন্! তুই আমাকে বিবস্ত্রা করিস্ না ; যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন সজ্জননিষেবিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়া আছেন। আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কদাচ দোষারোপ করিতে বাঞ্ছা করি না। রে দুরাত্মন্! আমি রজঃস্বলা ; তুই কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণ সমক্ষে আমাকে কর্ষণ করিতেছিস্ ; ইহাঁরা কেহই তোর নিন্দা করিতেছেন না, বোধ হয়, উহাঁদিগেরও ইহাতে অনুমোদন আছে। হায়! ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যেহেতু সভাস্থ সমস্ত কুরুগণ স্বচক্ষে কুরুধর্ম্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন। বুঝিলাম দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের কিছু মাত্র সত্ত্ব নাই ; প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণ ও দুর্য্যোধনের এই অধর্ম্মানুষ্ঠান অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন।

দ্রৌপদী করুণ স্বরে এইরূপ কহিতে কহিতে ক্রোধকম্পিত কলেবর ভর্ত্তৃগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদিগের কোপানল উদ্দীপন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ লজ্জা ও ক্রোধে সঞ্চালিত কৃষ্ণার কটাক্ষপাতে যাদৃশ দুঃখিত হইলেন ; সমুদায় রাজ্য ধন বিবিধ বহুমূল্য রত্নজাত বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের তাদৃশ ক্ষোভ হয় নাই। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে দীনভাবাপন্ন স্বীয় পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া বেগে আকর্ষণপূর্ব্বক বিসংজ্ঞপ্রায় করিল, এবং দাসী দাসী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। কর্ণ সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাহার বাক্যে অনুমোদন করিতে লাগিলেন ; গান্ধাররাজ শকুনি তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; কেবল অন্যান্য সভ্যগণ সভামধ্যে কৃষ্ণাকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

তখন ভীষ্ম দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুভগে! এদিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না। ওদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন, এই উভয় পক্ষই তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বিবেচনায় অসমর্থ হইতেছি। দেখ, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমুদায় পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্ম হইতে এক পদও বিচলিত হইতে পারেন না ; বিশেষতঃ তিনি আপনার মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে আমি পরাজিত হইয়াছি ; তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের যাথার্থ বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয় ; যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে অভিলাষী ; বিশেষতঃ তিনি আপনি তোমার এই অবমাননা উপেক্ষা করিতেছেন ; তন্নিমিত্ত আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি না।

দ্রৌপদী কহিলেন, দুরাত্মা দ্যূতপ্রিয় অনার্য্যগণ মহারাজ ধর্ম্মনন্দনকে আহ্বান করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় অনুরোধ করিয়াছিল, তবে তিনি কিরূপে স্বয়ং দ্যূতাভিলাষী হইলেন? কুরুপাণ্ডবাগ্রগণ্য মহারাজ যুধিষ্ঠির দুরাত্মাদিগের কপটতা বুঝিতে না পারিয়াই তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন, মূঢ়গণ সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছে ; উনি পশ্চাৎ উহাদের কপটতা বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, এই সভামধ্যে অনেক কুরুবংশীয়গণ রহিয়াছেন, তাঁহারা পুত্রগণ ও পুত্রবধূগণের প্রভু, এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন্।

পাঞ্চালরাজতনয়া এইরূপ কহিতে কহিতে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ; দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রিয় পরুষবাক্য কহিতে লাগিল। বৃকোদর রজঃস্বলা পতিতোত্তরীয়া আকৃষ্যমাণা দ্রুপদতনয়ার সেইরূপ অনুচিত অপমান দর্শন করিয়া ক্রমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন।

---

## ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত বেশ্যাগণকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না ; তাহারা তাহাদের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া

থাকে। দেখ, কাশীশ্বর ও অন্যান্য ভূপালগণ যে সমুদয় ধন, উত্তমোত্তম দ্রব্যজাত ও রত্নসমূহ উপহার দিয়াছিলেন তৎসমুদায়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও আয়ুধসকল এবং তোমাকে ও আমাদিগকে শত্রুগণ দ্যূতে পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু তুমি আমাদের সকলের অধীশ্বর বলিয়া আমি তাহাতেও ক্রোধ করি নাই। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করা আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। দেখ, দুরাত্মা ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ কেবল তোমার দোষেই পাণ্ডব-প্রণয়িনী বালা দ্রৌপদীকে ক্লেশ দিতেছে। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছি; অদ্য তোমার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিব; সহদেব! ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন! তুমি পূর্ব্বে কদাপি ঈদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কর নাই; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শত্রুগণ তোমার ধর্ম্মগৌরব বিনষ্ট করিয়াছে। হে বৃকোদর! শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না; ধর্ম্মাচরণ কর; ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করিও না। দেখ, মহারাজ শত্রুগণ কর্ত্তৃক দ্যূতে আহূত হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তাহাদের অভিলাষানুরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন; ইহা আমাদের মহান্ যশস্কর। ভীমসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই এতাবৎকাল উহাঁর বাহুদ্বয় ভস্ম করি নাই।

ধৃতরাষ্ট্রনন্দন বিকর্ণ পাণ্ডবগণকে দুঃখিত এবং দ্রুপদনন্দিনীকে কাতরা দেখিয়া সভাসীন ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পার্থিবগণ! যাজ্ঞসেনী যাহা কহিয়াছেন, তোমরা সকলে তাহার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া বল, যথার্থ বিচার না করিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও মহামতি বিদুর, ইহাঁরা আসিয়া এ বিষয়ে কিছু বলুন। সকলের আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ, ইহাঁরা কেন কথা কহিতেছেন না কেন? আর যে সকল ভূপাল চতুর্দ্দিকে বসিয়া আছেন, তাঁহারাও কাম ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথামতি বলুন। দ্রৌপদী পুনঃ পুনঃ যাহা কহিয়াছেন, তাহার কোন্ পক্ষ কাহার অভিপ্রেত বিবেচনা করিয়া বল। এইরূপে মহাত্মা বিকর্ণ যখন দেখিলেন যে, তিনি সভাসদ্বর্গকে যাহার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিলেন, তাহাতে কোন ব্যক্তিই সাধু কি অসাধু কিছুই কহিলেন না; তখন তিনি হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহীপালেরা বলুন, আর নাই বলুন; আমি যাহা ন্যায্য বলিয়া জানি, তাহা অবশ্যই কহিব। মহাপুরুষেরা কহিয়া থাকেন যে, রাজাদিগের ব্যসন চতুর্ব্বিধ; প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দুরোদর, চতুর্থ অতব্য বিষয়ে অত্যনুরাগ; মনুষ্যেরা এই সকল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে ধর্ম্ম হইতে দূরীভূত হয়েন; লোকে তাদৃশ ব্যাসক্ত পুরুষের কার্য্য অপ্রামাণিক বলিয়া জানেন। কিতবাহূত যুধিষ্ঠির ব্যাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন; বিশেষতঃ এই অনিন্দিত রমণী পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্য্যা, অধিকন্তু যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার পূর্ব্বে স্বয়ং পরাজিত হইয়া উহাতে স্বত্ববর্জ্জিত হইয়াছেন; এদিকে শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণার নামোল্লেখ করিতেছেন; এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সভ্যগণ এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র সঙ্কুল রবে বিকর্ণের প্রশংসা ও শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল।

সেই তুমুল নিনাদ কিছু পরে নিস্তব্ধ হইলে রাধেয় ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া বিকর্ণের বাহু গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে বিকর্ণ! এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ সকল যাহা হইতে জন্মিতেছে, তাহাকেই বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই সকল ভূপালেরা দ্রৌপদীর প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়াও যে কিছু কহিতেছেন না, তাহার কারণ এই যে, ইহারা পাঞ্চালীকে ধর্ম্মতঃ জয়লব্ধ বলিয়াই জানেন। তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতায় অধৈর্য্য হইয়া সভামধ্যে স্থবিরোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ, ধর্ম্মবিষয়ে যথাবৎ অভিজ্ঞ হও নাই, তজ্জন্যই জয়লব্ধ দ্রৌপদীকে অজিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। যখন যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্ব্বস্ব পণ করিলেন, আর দ্রৌপদী সেই সর্ব্বস্বের অন্তর্গত, তখন তুমি এই কৃষ্ণা জয়লব্ধ নহে কি প্রকারে জানিলে? পাণ্ডবদিগের অনুজ্ঞাক্রমেই দ্রৌপদীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে; কি নিমিত্ত দ্রৌপদী তোমার মতে অজয়লব্ধা হইতেছে? অথবা একবস্ত্রা

দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করা হইয়াছে ইহাই কি অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ? এক্ষণে তাহার কারণও শ্রবণ কর, দেবতারা স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র ভর্ত্তাই বিধান করিয়াছেন, দ্রৌপদী সেই বিধি অতিক্রম করিয়া অনেক ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তখন ইনি বারস্ত্রী তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং বেশ্যাকে সভামধ্যে আনয়ন বা বিবসন করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে, শকুনি সে সমুদায়ই ধর্ম্মতঃ জয় করিয়াছে; অতএব হে দুঃশাসন! বিকর্ণ অতিবালক, তুমিই পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর সমুদায় গ্রহণ কর। কর্ণের কথা শ্রবণমাত্র পাণ্ডবগণ আপনাদিগের উত্তরীয় বস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

তদনন্তর দুঃশাসন সভামধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে দ্রৌপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে গোপীজনবল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশন! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর। হা জনার্দ্দন! হা কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! বিশ্বাত্মন্! বিশ্বভাবন! আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি, হে গোবিন্দ! এই বিপন্ন জনকে পরিত্রাণ কর। সেই দুঃখিনী ভামিনী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণের স্মরণ করিয়া অবগুণ্ঠিতমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর করুণ বাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণপ্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবসনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার বস্ত্র যত আকর্ষণ করে, ততই অনেক প্রকার বস্ত্র প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ধর্ম্মপ্রভাবে নানারাগবিরাগ-রঞ্জিত বসনসকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ দুঃশাসনকে ভর্ৎসনা করত দ্রুপদনন্দিনীর প্রশংসা করিতে লাগিল।

ভীমসেন রাজগণমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ক্রোধভরে বিস্ফুরিত হইতে লাগিল, তিনি করে কর নিষ্পেষণপূর্ব্বক শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, হে লোকবাসী ক্ষত্রিয়গণ! আমার কথা শ্রবণ কর, কেহ কখন এরূপ কহে নাই এবং কহিতেও পারিবে না, যদ্যপি আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই ভারতাধম পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুধির পান না করি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্ব্ব পুরুষগণের গতি প্রাপ্ত না হই। সেই সকল রাজারা ভীমসেনের এবম্প্রকার ভীম বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসনের কুৎসা করত তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

যখন দুঃশাসন বসনরাশি আকর্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিল না, তখন লজ্জিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল। সভাগণ ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ কৌন্তেয়দিগকে অবলোকন করিয়া কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করত পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর উৎক্ষিপ্ত বাহু দ্বারা সভাসদগণকে নিবারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সভাগণ! দ্রুপদনন্দিনী যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া অনাথার ন্যায় পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছেন, আপনারা তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম্মকে পীড়ন করা হইতেছে। আর্ত্ত ব্যক্তি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সভাতে আগমন করে, সভ্যগণের উচিত যে সত্য এবং ধর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রশমিত করেন। আর্য্যব্যক্তি সত্য দ্বারা ধর্ম্মপ্রশ্নের মীমাংসা করেন; অতএব কামক্রোধাবেগ-বিবর্জ্জিত হইয়া দ্রৌপদীকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন্। বিকর্ণ আপন প্রজ্ঞানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের ঐ প্রশ্নের যথাবিহিত মীমংসা করা উচিত। বিচার সমাজে উপস্থিত থাকিয়া যে ধর্ম্মদর্শী সভ্য বিচার্য্য বিষয়ে কিছুই না কহেন, তিনি মিথ্যা কথনের অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হন। আর যিনি মিথ্যা সিদ্ধান্ত কহেন, তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যার ফল ভোগ করেন সন্দেহ নাই। এই স্থলে পুরাণবিৎ পণ্ডিতেরা প্রহ্লাদ এবং আঙ্গিরস মুনির সংবাদাত্মক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপে উপনীত করিয়া থাকেন, এক্ষণে আপনারা সেই ইতিহাস শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বে দৈত্যাধিরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন একটি কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরা মুনির পুত্র-সুধন্বার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর আমি জ্যেষ্ঠ আমি জ্যেষ্ঠ বলিয়া কন্যা লাভস্পৃহায় প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া মহারাজ প্রহ্লাদের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, আপনি এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিন, মিথ্যা কহিবেন না। প্রহ্লাদ সেই বিবাদে ভীত হইয়া সুধন্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সুধন্বা রোষবশে প্রজ্বলিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় হইয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন। রে প্রহ্লাদ! যদি তুই মিথ্যা বলিস্, অথবা প্রকৃত বিষয় গোপনে রাখিস্, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তোর মস্তক শতধা বিদীর্ণ করিবেন। সুধন্বা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রহ্লাদ ব্যথিত মনে কশ্যপসন্নিধানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ! আপনি দৈব ও আসুর ধর্ম্মের মর্ম্মার্থ সকলই অবগত আছেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। যিনি প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর প্রদান না করেন, অথবা জানিয়াও মিথ্যা বলেন, পরজন্মে কোন্ কোন্ লোক তাঁহার ভোগ্য হইয়া থাকে, বলুন; এবিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় জন্মিয়াছে। কশ্যপ কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও কাম ক্রোধ ও ভয়প্রযুক্ত প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর না দেয়, এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহারা সহস্র সংখ্যক বারুণ পাশ দ্বারা সংযত হয়। প্রতিসম্বৎসরে তাহাদিগের এক একটি মাত্র পাশ বিমুক্ত হইয়া থাকে, অতএব হে প্রহ্লাদ! সত্য জানিয়া সত্যই বলিবে।

ধর্ম্ম অধর্ম্ম দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না, কিন্তু যে সমস্ত সভ্য তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকেই অধর্ম্ম স্পর্শে। যাঁহারা নিন্দিত ব্যক্তিকে নিন্দা না করেন, সেই অনিন্দাবাদিমধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে অধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে চতুর্থাংশ এবং সদস্যদিগকে চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া থাকে। যথায় নিন্দার্হ ব্যক্তির নিন্দাবাদ হইয়া থাকে, সেই স্থলে শ্রেষ্ঠ ও সদস্যগণ পাপশূন্য হয়েন, কিন্তু যিনি কর্ত্তা তাঁহারই পাপস্পর্শ হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে যাঁহারা মিথ্যা ধর্ম্ম কহেন, তাঁহাদিগের পর ও অবর একোনপঞ্চাশত্তম ইষ্ট ও পূর্ত্তনামক কর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে। হৃতসর্ব্বস্ব ও হতপুত্রের যে দুঃখ, স্বার্থভ্রষ্ট ও ঋণীর যে দুঃখ, পতিহীন স্ত্রী ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির যে দুঃখ, অপুত্র ও ব্যাঘ্রী কর্ত্তৃক আহত ব্যক্তির যে দুঃখ, সপত্নীসত্ত্বে স্ত্রীলোকের এবং কপট সাক্ষী কর্ত্তৃক ছলিত ব্যক্তির যে দুঃখ, ত্রিদশাধিপতিরা এই সকল দুঃখকে সমান বলিয়া পরিগণিত করেন। হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি মিথ্যা ব্যবহার করে, তাহারও ঐ সমস্ত দুঃখ ঘটিয়া থাকে। সমক্ষে দর্শন, শ্রবণ ও ধারণা দ্বারা লোকে সাক্ষী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, অতএব সত্য কহিলে সাক্ষী ধর্ম্মার্থ বিহীন হয় না।

প্রহ্লাদ কশ্যপের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচনকে কহিলেন, বৎস! সুধন্বা তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ, অঙ্গিরা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মাতা তোমার মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব এই সুধন্বাই তোমার প্রাণের অধীশ্বর হইবেন। সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন ধর্ম্মস্থাপনে যত্ন করিতেছ, অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পুত্র একশত বৎসর জীবিত থাকিবে।

এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া বিদুর কহিলেন, এক্ষণে সভ্যেরা এই পরম ধর্ম্মোপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণা যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার কিরূপ সদুত্তর প্রদান করিবেন, বিবেচনা করুন। বিদুরের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সভাস্থ সমস্ত পার্থিবেরা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না, এই অবসরে কর্ণ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! এক্ষণে দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও। কর্ণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দুঃশাসন বেপমানা সলজ্জা অনাথা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

---

## সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে দুষ্প্রজ্ঞ দুষ্ট দুঃশাসন! তুই ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, আমি যে প্রশ্ন করিয়াছি, সর্ব্বাগ্রেই তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এখনও তাহার যথার্থ উত্তর পাইলাম না। এই মহাবল বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করায় আমি একান্ত বিহ্বলা হইয়াছি, এবং কৌরব সভায় কুরুদিগকে নানাপ্রকারে অপ্রিয়

কহিতেছি, পূর্ব্বে এই সকল অপ্রিয় বাক্য একবারও মুখে আনি নাই, কিন্তু এক্ষণে আর আমার অপরাধ কি ?

তখন দুঃখে নিতান্ত কাতরা দ্রৌপদী সভামধ্যে নিপতিতা হইয়া এই প্রকারে আর্ত্তস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হায়! আমি স্বয়ম্বরকালে রঙ্গমধ্যে সমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপতিত হইয়াছিলাম, ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা আর আমাকে দেখেন নাই, এক্ষণে আমি তাঁহাদেরই সম্মুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি। যাহাকে পূর্ব্বে গৃহমধ্যে বায়ু ও আদিত্য পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই, এক্ষণে তাহাকে সভামধ্যে সর্ব্ব জনসমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল। যে পাণ্ডবেরা পূর্ব্বে গৃহমধ্যে আমাকে বায়ু-স্পর্শ করিলে সহ্য করিতে পারিতেন না, অদ্য সেই পাণ্ডবেরাই এই দুরাত্মা দুঃশাসন আমাকে স্পর্শ করিতেছে, তাহা অনায়াসেই সহ্য করিয়া আছেন। সেই কৌরববর্গই বধূকে ক্লেশে ক্লিশ্যমানা দেখিয়া অনায়াসে সহ্য করিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কালক্রমে সকলই ঘটিয়া থাকে। আমি স্ত্রীলোক ও সতী, আমার ইহা অপেক্ষা আর কি কষ্ট আছে। শুনিয়াছি ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোককে সভামধ্যে আনয়ন করিতে নাই, কিন্তু এই অভাগিনী সভাপ্রবেশ করিয়াছে, এক্ষণে ক্ষিতিপালদিগের সেই সনাতন ধর্ম্ম কোথায় রহিল। যখন পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী পার্ষতের ভগিনী কৃষ্ণের প্রিয়সখী দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়াছে, তখন কৌরবদিগের পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত নিত্যধর্ম্ম নষ্ট হইল। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সবর্ণা ভার্য্যা, আমাকে দাসীই বল বা নাই বল, উভয়পক্ষেই সম্মত আছি। এই ক্ষুদ্রাশয় কৌরবদিগের কুলকলঙ্ক দুত দুঃশাসন বলপূর্ব্বক আমাকে আকর্ষণ করিয়া ক্লেশ দিতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না। হে ভূপালগণ! আমাকে জিতা বা অজিতাই বোধ করুন, আমি যে প্রশ্ন করিয়াছি, তাহার প্রত্যুত্তর দিন, তৎপরে যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কল্যাণি! ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বিজ্ঞেরাও তাহা সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন না। বলবান্ লোক ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ধর্ম্ম অভিভূত হইয়া অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতেছে। কার্য্যের সূক্ষ্মত্ব গহনত্ব ও গৌরবপ্রযুক্ত এক্ষণে তোমার এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তপক্ষে কিছুই নির্ণয় হইতেছে না। কৌরবেরাও লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়াছে, অতএব বোধ হয়, অচিরাৎই ইহাদিগের বংশলোপ হইবে। তুমি যে কুলের পরিগ্রহ, সেই কুলজাত লোকেরা অত্যন্ত দুঃখাভিহত হইলেও কদাপি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না, অতএব হে পাঞ্চালি! তুমি এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াও যে ধর্ম্মপথ নিরীক্ষণ করিতেছ, ইহা তোমার সমুচিতই হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্ম্মবেত্তা বৃদ্ধ দ্রোণাদি গতাসুর ন্যায় আনত হইয়া শূন্য শরীরে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্নের যেরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই প্রমাণ হইবে, তুমি জিতা বা অজিতা হইয়াছ, ইনি তাহার সম্যক্ নিরূপণ করুন।

---

## অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভাস্থ সমস্ত রাজগণ ব্যাঘ্রভয়ভীত কুরঙ্গিনীর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনা দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা মৌনভাবে রহিয়াছেন দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! এক্ষণে তুমি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাঁরা তোমার প্রশ্নের উত্তর করিবেন। তাঁহারা তোমার নিমিত্ত অন্য লোক মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুন, এবং সেই ধর্ম্মরাজকে মিথ্যাবাদী করিয়া তোমাকে দাসীত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন। এই সমস্ত কৌরবেরা তোমার দুঃখে বৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছেন, বিশেষতঃ তোমার স্বামীদিগের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া ইহাঁরা কখনই যথার্থ কথা বলিতে পারিবেন না। সত্যসন্ধ মহাত্মা যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক, তিনি যাহা কহিবেন, অবিলম্বে তাহা প্রতিপালন করিবে। সভ্যেরা কুরুরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এ দিকে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। কৌরবেরা ও কুরুপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, ধর্ম্মজ্ঞ কি বলেন; এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁদিগেরই বা বক্তব্য কি।

আর্ত্তনিনাদ নিরস্ত হইলে ভীমসেন ভুজোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, যদি এই উদারস্বভাব কুলপতি ধর্ম্মরাজ প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই ক্ষমা করিতাম না। যিনি আমাদিগের পুণ্য ও তপস্যার প্রভু এবং জীবনেরও ঈশ্বর, যদ্যপি তিনি আত্মাকে পরাজিত মনে করেন, তাহা হইলে আমরাও পরাজিত হইয়াছি, সন্দেহ কি? আমার প্রভুত্ব থাকিলে কি অদ্য পাঞ্চালির কেশাকর্ষণ করিয়া দুরাত্মা জীবিত থাকিতে পারে? কি করি ধর্ম্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছি, এই নিমিত্তই আমার ভুজবল সকলের প্রত্যক্ষ হইল না, নতুবা আমার ভুজান্তরে নিপতিত হইলে ইন্দ্রও মুক্ত হইতে পারেন না। যদ্যপি ধর্ম্মরাজ কটাক্ষে অনুমতি করেন, তাহা হইলে মৃগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র প্রাণীগণের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ আমি অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্তমধ্যে পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের বংশ ধ্বংস করিতে পারি। ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভীম! ক্ষান্ত হও তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, তোমাতে সকলই সম্ভবে।

---

## একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, হে ভদ্রে! এই সভামধ্যে ভীষ্ম, বিদুর ও দ্রোণাচার্য্য এই তিন জন সবল আছেন, ইহাঁরা স্বীয় স্বামীকে দুষ্ট বলিয়া থাকেন; স্ব স্ব ধন বৃদ্ধি করিতে বাঞ্ছা করেন, কিন্তু ব্যয় করেন না। আর দাস, পুত্র ও অস্বতন্ত্রা নারী এই তিন জন অধন। দাসের পত্নী ও তাঁহার সমুদায় ধন প্রভুর অধীন। এক্ষণে আমার অনুমতিক্রমে তুমি রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপরিবারের অনুগত হও; হে রাজপুত্রি! এখন ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণই তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনেরা নহেন। এক্ষণে যেব্যক্তি তোমাকে দ্যূতে পরাজিত হইয়া দাসীত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ না করে, তুমি এমন একজনকে পতিত্বে বরণ কর। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন, তুমি দাসী হইয়াছ, আর ঐ পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে তোমার পতি নহেন। যুধিষ্ঠির আপনার জন্ম, আত্মা, পরাক্রম ও পৌরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না; তিনি এই সভামধ্যে দ্রুপদাত্মজাকে দ্যূতমুখে সমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমি সূতপুত্রের বাক্যে ক্রুদ্ধ হই নাই; যথার্থ আমরা দাসভাবাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আপনি পাঞ্চালীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া না করিতেন, তাহা হইলে কি শত্রুগণ এরূপ পরুষোক্তি করিতে পারিত?

ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণানন্তর রাজা দুর্য্যোধন তুষ্ণীভূত অচেতনপ্রায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নৃপতে! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার বশীভূত; এক্ষণে বল, দ্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে কি না? ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত বসন উত্তোলনপূর্ব্বক সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, বজ্রতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় সব্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন। কর্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাক্রোধন ভীমসেন তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া লোহিতবর্ণ লোচনদ্বয় উৎফালনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজগণ সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, হে ভূপতিগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে এই উরু ভগ্ন না করি, তাহা হইলে অন্তে আমার পিতৃলোকের সমান গতি হইবে না। অমর্ষী ভীমসেন এই কথা কহিতে কহিতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। দহ্যমান বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাঁহার রোমকূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল।

তখন বিদুর কহিলেন, হে পার্থিবগণ! এই দেখ, ভীমসেন ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিলেন; নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দৈবই ভরতবংশে এই মহতী অনীতি উৎপাদন করিয়াছেন। হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ! তোমরা অন্যায় দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ, যেহেতু সভামধ্যে স্ত্রী লইয়া বিবাদ করিতেছ। তোমাদের যোগক্ষেম সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল; তোমরা সকলেই কুমন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়াছ। হে কৌরবগণ! সভামধ্যে অধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে সমুদায় সভা দূষিত হয়;

এক্ষণে আমার ধর্ম্ম্য বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, যদ্যপি যুধিষ্ঠির আত্মপরাজয়ের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে উনি তাঁহার যথার্থ ঈশ্বর হইতেন, কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন আমার মতে স্বপ্ননির্জ্জিত ধনের ন্যায়; অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা গান্ধাররাজের বাক্য শ্রবণে বিমূঢ় হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইও না।

দুর্য্যোধন বিদুরের বাক্যাবসানে দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের মতেই আমার মত; যদি তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর কহেন, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব মোচন হইবে।' তখন অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ ধর্ম্মরাজ পূর্ব্বে আমাদের সকলের ঈশ্বর ছিলেন, এক্ষণে তিনি আমাদের প্রভু হইয়া কাহার নিকট আপনি পরাজিত হইয়াছেন, তাহা কুরুগণ জানেন।

তাঁহাদের এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে, এমত সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্র গৃহে গোমায়ু ও গর্দ্দভগণ চীৎকার করিতে লাগিল, এবং ভয়ানক পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে শব্দ করিয়া উঠিল। তত্ত্ববিৎ বিদুর ও সুবলনন্দিনী গান্ধারী সেই শব্দ শ্রবণ করিলেন। বিদ্বান্ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য উহা শ্রবণ করিয়া স্বস্তি স্বস্তি কহিতে লাগিলেন। তত্ত্ববেত্তা বিদুর ও গান্ধারী ঐ ঘোরতর উৎপাত দর্শনে সাতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অরে দুর্বিনীত দুর্য্যোধন! তুই একবারে উৎসন্ন হইলি; যেহেতু কুরুকুলকামিনী বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করিতেছিস্। পরম প্রাজ্ঞ বান্ধবগণ, হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়, কেননা প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণ কর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য।" এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন; উঁহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

---

## সপ্ততিতম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, আমরা যে সকল অসামান্য রূপবতী কামিনীগণের কথা শ্রবণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের এতাদৃশ কর্ম্ম শ্রুতিগোচর হয় নাই। পাণ্ডব ও কৌরবগণ সকলেই সমধিক ক্রোধপরতন্ত্র হইয়াছিলেন, এক্ষণে দ্রৌপদী কুন্তীপুত্রগণের শান্তিস্বরূপ হইলেন। পাণ্ডবগণ দুস্তর জল প্লাবনে নিমগ্ন হইতেছিলেন, পাঞ্চালী তরণী হইয়া তাঁহাদিগকে পার প্রাপ্ত করিলেন।

অমর্ষণ ভীমসেন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুর্ম্মনায়মান হইয়া "হা! স্ত্রী পাণ্ডবগণের গতি হইল!" এই কহিয়া ধনঞ্জয়কে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন,

হে ধনঞ্জয়! দেবল কহিয়াছেন যে পুরুষ গতপ্রাণ, অপবিত্র এবং জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে অপত্য, কর্ম্ম ও বিদ্যা এই ত্রিতয় জ্যোতিঃ তাঁহার সাহায্য করে। এক্ষণে আমাদের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্ত্তৃক অভিমৃষ্ট হওয়াতে এই অভিমৃষ্টজ সন্তান কি প্রকারে জ্যোতিঃস্থানীয় হইবে, অতএব আমাদের প্রথম জ্যোতিঃ বিনষ্ট হইল।

অর্জ্জুন কহিলেন, হীন ব্যক্তি পরুষ বাক্য বলুক আর নাই বলুক, উত্তম পুরুষেরা তাহা লইয়া জল্পনা করেন না; তাঁহারা কেবল সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন; কেহ বৈরাচরণ করিলেও তাঁহারা তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইতে দেন না।

ভীম অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের যে সকল শত্রু এখানে সমাগত হইয়াছে, তাহাদিগকে এই সভাতেই কিংবা এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমূলে উন্মূলিত করিব। অথবা বিবাদ বা বাগ্বিতণ্ডায় আর প্রয়োজন কি; অদ্য এই সভাতেই সমুদায় শত্রুকে শমনের হস্তে সমর্পণ করি, আপনি এই পৃথিবী প্রশাসন করুন। ভীমসেন এই কথা কহিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত মৃগসমাজবিরাজিত মৃগরাজের ন্যায় মুহুর্ম্মুহুঃ ঊর্দ্ধদিগে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সান্ত্বনা করিলে, তিনি অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইয়া উঠিলেন, রোষবশে তাঁহার শ্রোত্রাদি দেহরন্ধ্র হইতে সধূমস্ফুলিঙ্গ ও শিখাসহিত হুতাশন বিনির্গত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটীভয়ঙ্কর হইয়া যুগান্তকালীন কৃতান্তের ন্যায় রূপ ধারণ করিল।

যুধিষ্ঠির ভীমবাহু ভীমসেনকে নিবৃত্ত হও বলিয়া নিবারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন।

---

## একসপ্ততিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! আমরা কি করিব অনুমতি করুন; আপনি আমাদের ঈশ্বর; আমরা চিরদিন আপনার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক, তোমরা গমন কর; আমি অনুজ্ঞা করিতেছি সমস্ত ধন লইয়া গমনপূর্ব্বক আপনার রাজ্য অনুশাসন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বুঝিয়াছ; বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক; আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি; অতএব আমার শাসন যেন তোমার হৃদয়ঙ্গম হয়; আমার বাক্য তোমার কল্যাণকর হইবে, সন্দেহ নাই। যেখানে বুদ্ধি, সেই স্থানেই ক্ষমা, অতএব তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। সুদৃঢ় দারুতেই শস্ত্রপাত হইয়া থাকে, অন্যস্থান শস্ত্রপাতের লক্ষ্য নহে। যাঁহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ দর্শন করেন এবং বিরোধে লিপ্ত নহেন, তাঁহারাই উত্তম পুরুষ। সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণপূর্ব্বক কেবল শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতীকার পরাঙ্মুখ থাকেন। অধম পুরুষেরা বিবাদস্থলে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। কেহ পরুষবাক্য না কহিলেও মধ্যম পুরুষেরা কঠোর বাক্যে তাহার উত্তর প্রদান করে। ধৈর্য্যশালী উত্তম পুরুষেরা কথিত বা অকথিত সর্ব্বপ্রকার অহিত পরুষ বাক্য পরিত্যাগ করেন। সজ্জনগণ শত্রুকৃত সৎকার্য্যেরই স্মরণ করেন, বৈরাচরণ তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সদাশয় লোকেরা সকলের প্রিয়দর্শন হন এবং কাহারও অর্থ ও মর্য্যাদা অতিক্রম করেন না। তুমিও আর্য্যতাবশতঃ সেই প্রকার আচরণ করিয়াছ। হে তাত! দুর্য্যোধনের নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে করিও না, তুমি গুণগ্রাহিতাগুণে তোমার জননী গান্ধারী এবং আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই দ্যূতক্রীড়া আমার উপেক্ষিত ছিল, কেবল মিত্রগণকে পরীক্ষা এবং পুত্রগণের বলাবল বুঝিবার নিমিত্ত ইহাতে অনুমোদন করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যাহাদিগের শাসনকর্ত্তা এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধীমান্ বিদুর মন্ত্রী, সেই কুরুগণ তোমার শোচনীয় নহে। তোমাতে ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, বৃকোদরে পরাক্রম, নকুলে গুরুতা এবং সহদেবে গুরুশুশ্রূষা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে; অতএব হে বৎস! তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর, ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভ্রাত্র এবং তোমার মন ধর্ম্মে অনুরক্ত হউক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনমেজয়! ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার অভিহিত হইয়া শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মেঘসঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

দ্যূত পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

# অনুদ্যূত পর্ব্বাধ্যায়।

## দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ধনরত্ন-সমন্বিত পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তৎপুত্র দুর্য্যোধনাদির মন কিরূপ হইল? বৈশম্পায়ন প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! দুঃশাসন ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবেরা অনুজ্ঞাত হইয়াছেন ইহা অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে নিজ সহোদর সমন্ত্রী দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, হে মহারথ! আমরা অতীব ক্লেশে যে সমস্ত দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছি, বৃদ্ধ রাজা তৎসমুদায় নষ্ট করিতেছেন, অধিকাংশ শত্রুদিগেরও হস্তগত হইয়াছে, এক্ষণে ভাল মন্দ যাহা হয়, তোমরাই বিবেচনা কর।

এই কথা কর্ণগোচর করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি পাণ্ডবদিগের উপর একান্ত অভিমানপরতন্ত্র হইয়া দ্রুতগমনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে উপনীত হইলেন, এবং বিনীতবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকে হিতোপদেশ প্রদানকালে যে কথা কহিয়াছিলেন, বোধ হয়, আপনি তাহা অবগত নহেন। হে শত্রুনিসূদন! সমস্ত উপায় দ্বারা শত্রুসংহার করা অতি কর্ত্তব্য। তাহারা যুদ্ধ ও বল প্রয়োগপূর্ব্বক আপনকার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, অতএব যদি এক্ষণে আমরা পাণ্ডবলব্ধ ধন দ্বারা প্রীতি সম্পাদন করিয়া মহীপালগণকে যুদ্ধে প্রবর্ত্ত করি; তাহা হইলে আমাদিগের হানি কি? দেখুন, প্রাণসংহারোদ্যত ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গদিগকে কণ্ঠ ও পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া কে পরিত্রাণ পাইতে পারে? পাণ্ডবেরা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ ও রথারোহণপূর্ব্বক ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় আপনার বংশ নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। শুনিলাম, অর্জ্জুন তূণীর ও বর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে গমন করিতেছে, এবং গাণ্ডীব ধারণ করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ভীম অবিলম্বে রথ যোজনা করিয়া গুর্ব্বী গদা উদ্যত করত যুদ্ধার্থ দ্রুতপদে নির্গত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব ইঁহারা খড়্গ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। ইহারা সকলেই অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া হস্ত্যশ্ব সংহারপূর্ব্বক সৈন্য আক্রমণের নিমিত্ত নির্গত হইয়াছে। আমরা তাহাদিগের একবার অপকার করিয়াছি, আর তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবে না। দ্রৌপদীর পরাভবরূপ ক্লেশ কে সহ্য করিয়া থাকিবে? হে মহারাজ! আমরা বনবাস পণ রাখিয়া পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত পাশক্রীড়া করিব। আপনার মঙ্গল হউক, এই বারেই আমরা পাণ্ডবদিগকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিব। তাহারা বা আমরাই হই, দ্যূতনির্জ্জিত হইলে বল্কলাজিন পরিধানপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বনপ্রবেশ করিব। এক বৎসর অজ্ঞাত ও দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত এই ত্রয়োদশ বৎসর তাহারা বা আমরাই হই, পরিজনগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে বাস করিব, অতএব আপনি দ্যূতে অনুমতি প্রদান করুন। পাণ্ডবদিগকে অক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিতে হইবে। ফলতঃ এক্ষণে দ্যূতক্রীড়াই আমাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য। শকুনি অক্ষবিদ্যায় বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, হে মহারাজ! আমরা মিত্র সংগ্রহ করিয়া পরম দুর্লভ মহাবল বহুল বাহিনীগণকে সৎকার করত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসর ব্রতসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা আপনকার ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! তুমি তবে অবিলম্বে পাণ্ডবদিগকে আনয়ন কর, তাহারা আসিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউক। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, বিদুর, দ্রোণপুত্র ও অশ্বত্থামা বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, ভূরিশ্রবাঃ, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও বিকর্ণপ্রভৃতি সভাস্থগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমস্ত শান্তিসঞ্চার হউক। তখন পুত্রবৎসল মহারাজ

ধৃতরাষ্ট্র অর্থদর্শী সুহৃদ্বর্গকেও অনাদর করিয়া পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিতে অভিলাষ করিলেন।

---

## ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শোকনিমগ্না ধর্ম্মপরায়ণা গান্ধারী পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন জন্ম গ্রহণ করিলে মহামতি বিদুর কহিয়াছিলেন, এই কুলপাংশুল শিশুকে অবিলম্বে সংহার কর, মঙ্গল হইবে। আর দুর্য্যোধন জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়াছিল। দুর্য্যোধন আমাদিগের কুলান্তক। ফলতঃ এক্ষণে আপনি আত্মদোষে বিপদসাগরে নিমগ্ন হইবেন না, দুর্বিনীত বালকের কথায় কদাচ অনুমোদন করিবেন না। এই ঘোরতর কুলক্ষয়কর বিষয়ে কেন হস্তার্পণ করিতেছেন? সেতু নিবদ্ধ হইলে স্বেচ্ছাক্রমে কে ভেদ করিয়া থাকে? নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিও প্রজ্বলিত হইতে পারে, এক্ষণে অবিরোধী শান্তস্বভাব পাণ্ডবদিগকে কে কুপিত করিবে? হে মহারাজ! আপনকার অবিদিত কিছুই নাই, তথাচ আমি আপনাকে কিছু উপদেশ দিই। জ্ঞানশাস্ত্র নিতান্ত নির্ব্বোধের অন্তঃকরণে কদাচ শুভাশুভ ফল অঙ্কিত করিতে পারে না। বালস্বভাবে বৃদ্ধভাব অবলম্বন করা একান্ত অসঙ্গত। এক্ষণে আপনকার সন্তানেরা আপনারই আজ্ঞা পালন করিবে, ভগ্নমনাঃ হইয়া যেন তাহারা আপনাকে পরিত্যাগ না করে। এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐ কুলপাংশুল দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। হে নরনাথ! আপনি পুত্রস্নেহবশতঃ তৎকালে বিদুরবাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই কুলান্তক ফল উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি, ধর্ম্ম ও মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে আপনকার যেরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহা যেন অবিকৃত ভাবেই থাকে। অসমীক্ষকারিতা আপনকার নিতান্ত দোষাবহ। দেখুন, ক্রূরহস্তে নিপতিতা হইলে রাজলক্ষ্মী ক্ষণধ্বংসিনী হয়, কিন্তু সরলের রাজশ্রী পরপুরুষপরম্পরাগত পুত্রপৌত্রগামিনী হইয়া থাকে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মার্থদর্শিনী সহধর্ম্মিণী গান্ধারীর উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! যদি বংশনাশ হয় তাহা নিবারণ করিতে পারিব না কিন্তু পুত্রেরা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার অন্যথা না হউক, পাণ্ডবদিগের সহিত পুনরায় তাহাদিগকে দ্যূতারম্ভ করিতে হইবে।

---

## চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পার্থ! এই সভামধ্যে বহুবিধ লোকের সমাগম হইয়াছে, এক্ষণে পিতা আদেশ করিতেছেন, আইস, অক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্যূতারম্ভ করি। তখন যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর করিলেন, লোকে দৈববলে শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে, অতএব যদি পুনর্ব্বার ক্রীড়াই করিতে হয়, ভাল ভাগ্যে যাহা আছে, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমি বৃদ্ধ রাজার নিদেশানুসারে দ্যূতে আহূত হইয়াছি, সুতরাং অক্ষদ্যূত ক্ষয়কর জানিয়াও এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতে পারি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জীবের হৈমময় কলেবর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ইহা জানিয়াও রঘুকুলতিলক রাজা রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগলুব্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং লোকের বিপৎকাল আসন্ন হইলে প্রায়ই বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

অনন্তর যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মৌনভাব অবলম্বন করিয়া বসিলেন এবং সৌবলের মায়াবল বিলক্ষণ জানিয়াও পুনর্ব্বার দ্যূতে আসক্ত হইলেন। তাঁহারা পুনরায় দ্যূতসভায় প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগের সুহৃদ্বর্গ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইঁহারা বহুবিধ সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করিতেছিলেন, কিন্তু দুর্দ্দৈব সর্ব্বলোক সংহারার্থ ইঁহাদিগকে পীড়ন করিয়া দ্যূতে প্রবৃত্ত করিলেন। শকুনি যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! বৃদ্ধ রাজা আপনাদিগকে যে অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে এক মহাধন পণ অবধারিত হইতেছে শ্রবণ করুন। আমরা আপনাদিগের নিকট দ্যূতে পরাজিত হইলে রুরুচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর

অজ্ঞাত বাস ও দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিব। আর আমরা জয়ী হইলে আপনাদিগকেও অজিন পরিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণার সহিত এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। হে মহারাজ! এই প্রকারে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয় পক্ষের একতর পক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব আসুন, এক্ষণে এইরূপ পণ রাখিয়া অক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভ করি।

অনন্তর সভাস্থ সমস্ত সভ্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শশব্যস্ত চিত্তে হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বান্ধবগণ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাইতেছ কিন্তু পরিণামে কি হইবে, বোধ হয়, ইনি বুঝিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ বহুতর লোকপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও লজ্জা ও ধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুবংশীয়দিগের বিনাশকাল আসন্ন হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে শকুনে! মত্তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ কোন্ রাজা দ্যূতে আহূত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে? আইস এক্ষণে দ্যূতারম্ভ করি। শকুনি কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! হিরণ্য, গো, অশ্ব, ধেনু, অসীম মেষ, অজ, গজ, সমস্ত দাস দাসী ও কোষ, আমরা বনবাসার্থ এই সকল একটি পণ রাখিব। পরাজিত হইলে আপনাদিগকে বা আমাদিগকেই হউক, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইবে। আসুন, এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর জনসমাকীর্ণ স্থানে অবস্থান ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া ক্রীড়ারম্ভ করি। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিলেন। শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার জয়লাভ হইল।

---

## পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাসে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং যথাক্রমে অজিন উত্তরীয় গ্রহণ করিলেন। এই অবসরে দুঃশাসন তাঁহাদিগকে অজিনসংবৃত, বনবাসার্থ দীক্ষিত ও রাজ্যভ্রষ্ট দেখিয়া কহিলেন, এক্ষণে একমাত্র দুর্য্যোধনেরই রাজ্য হইল, পাণ্ডবেরা পরাজিত হইয়া একান্ত দুরবস্থাপন্ন হইলেন। অদ্য পাণ্ডবেরা দীর্ঘকাল অনন্ত নরকে পাতিত, সুখচ্যুত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইল। যে পাণ্ডবেরা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে উপহাস করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই নির্জ্জিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বনপ্রবেশ করিতেছে। ইহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম ও অতিভাস্বর দিব্যাম্বর বলপূর্ব্বক উন্মোচিত কর এবং পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে রুরুচর্ম্ম পরিধান করাইয়া দেও। যাহারা ত্রিলোকমধ্যে সদৃশ ব্যক্তি নাই বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল, অদ্য তাহারাই বৈপরীত্যে আপনাদিগকে জ্ঞান করিতেছে। মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগকে কন্যা দান করিয়া কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, কারণ তাহারা ক্লীব। হে দ্রৌপদি! তুমি নির্দ্ধন অমর্য্যাদাভাজন অজিনোত্তরীয়সম্পন্ন পাণ্ডবদিগকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? এক্ষণে যাহাকে ইচ্ছা হয়, পতিত্বে বরণ কর। এই সমস্ত ধনধান্যসম্পন্ন ক্ষান্ত দান্ত কৌরব সভামধ্যে সমবেত আছেন, তুমি ইহাঁদিগের এক জনকে পতিত্বে বরণ কর, তাহা হইলে তোমাকে আর এইরূপ দুরদৃষ্টভাগিনী হইতে হইবে না। যাদৃশ ষণ্ডতিল ও চর্ম্মময় মৃগ নিষ্প্রয়োজন, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ হইয়াছে। ষণ্ডতিলের উপাসনার ন্যায় এক্ষণে পতিত পাণ্ডবদিগের উপাসনা করিলে তোমার সকল শ্রমই বিফল হইবে।

মহারাজ! এইরূপে সেই নৃশংস দুঃশাসন অশেষ পরুষ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে ভর্ৎসনা করিল। ভীমসেন তাহার নিতান্ত দুঃসহ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈস্বরে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে ক্রূর! পাপাচারপরায়ণ লোকে যে সকল কথা উচ্চারণ করিয়া থাকে, তুই সেই সমস্ত কথা প্রয়োগ করিতেছিস্, তুই রাজগণমধ্যে গান্ধারবিদ্যাপ্রভাবে আত্মশ্লাঘা করিলি, এক্ষণে তুই যাদৃশ বাক্যরূপ ছুরিকা দ্বারা আমাদিগের মর্ম্ম ভেদ করিতেছিস্, রণস্থলে আমিও এইরূপে তোর চর্ম্ম ছেদন করিব। যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তোর অনুবৃত্তি করিতেছে, তাহাদিগকেও সত্বর যমালয়ে গমন করিতে হইবে।

নির্লজ্জ দুঃশাসন অজিনধারী বিবাসিত ভীমসেনকে গরু গরু বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

ভীমসেন কহিলেন, রে নৃশংস দুঃশাসন। শঠতাপূর্ব্বক ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া পরুষবাক্য প্রয়োগ বা আত্মশ্লাঘা করা কি উচিত? যদি সংগ্রামে তোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শোণিত পান না করি, তবে কুন্তীপুত্র বৃকোদর যেন পুণ্যলোকে গমন না করে। আমি তোর সাক্ষাতে এই সত্য করিতেছি যে, অচিরকাল মধ্যে সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্র এবং কপটাচারী সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া শান্তি লাভ করিব।

পাণ্ডবগণ সভা হইতে বহির্গত হইতেছেন, পশ্চাদ্ভাগে নরাধম দুর্যোধন ভঙ্গী করিয়া সিংহগতি ভীমসেন ও অন্যান্য কৌন্তেয়গণের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। অভিমানী ভীমসেন আপনাকে অবমানিত দেখিয়াও ক্রোধাবেগ সংবরণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইতে হইতে অর্দ্ধকায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দুর্যোধনকে কহিলেন, রে মূঢ়! আমি তোমাদিগকে সবংশে নিহত করিয়াছি মনে করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছি, তুমি এ সকল কার্য্য দ্বারা আমাদিগের কিছুমাত্র করিতে পারিবে না। আমি এই সভামধ্যে পুনর্ব্বার মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, যদি আমাদের যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহা হইলে দেবতারা ইহা অবশ্যই সফল করিবেন; আমি দুর্যোধনকে নিহত করিব, এবং ধনঞ্জয় কর্ণকে, সহদেব অক্ষশঠ শকুনিকে বিনষ্ট করিবে, আর আমিই গদাযুদ্ধে এই পাপাত্মা দুর্যোধনকে সংহার করিব, ইহার আপাদ মস্তক ভূমিতলে অধিশায়িত করিব এবং সিংহের ন্যায় আমি এই উপহাসরসিক নিষ্ঠুর দুরাত্মা দুঃশাসনের রক্ত পান করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীম! সাধু লোকের অধ্যবসায় বাক্য দ্বারা সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে যাহা হইবে, উহারা তাহা দেখিতেই পাইবে। ভীমসেন কহিলেন, পৃথিবী; দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি এই দুষ্ট চতুষ্টয়ের শোণিত পান করিবেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভীমসেন! তোমার নিয়োগানুসারে আমি হিংসাদ্বেষ-পরবশ, রুক্ষ ও আত্মশ্লাঘা-সম্পন্ন কর্ণকে রণস্থলে সংহার করিব। এক্ষণে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভীমসেনের
করিবার নিমিত্ত আমি শর দ্বারা কর্ণ ও
লোকদিগকে রণস্থলে সংহার করিব। যে
বুদ্ধিমোহবশতঃ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে,
তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।
বিচলিত হয়, সূর্য্য নিষ্প্রভ হন, চন্দ্রের
হয়, তথাচ আমার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইব
দশ বর্ষ অতীত হইলে দুর্য্যোধন আমা
করিয়া যদি রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে, তা
এই সমস্ত ঘটিবে।

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে মাদ্রীতনয়
বধসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্রোধভ
পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, রে সৌবল! ত
অক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেছিস্, ফল
নিশিত বাণ, রণস্থলে তুই এই সমস্ত
ছিস্। ভীম তোকে ও তোর বন্ধুবা
করিয়া যাহা কহিলেন, আমি সেই স
ষ্ঠান করিব। রে ক্রূর! যদি তুই ক্ষ
থাকিস্, তাহা হইলে আমি তোকে ও
দিগকে বলপূর্ব্বক হনন করিব।

অনন্তর সহদেবের বাক্য শ্রবণ করি
যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা দুর্য্যোধনের প্রি
নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়াপ্রসঙ্গে দ্রৌপদীর প্র
প্রয়োগ করিয়াছে, আমি প্রতিজ্ঞা ক
প্রেরিত ঐ সকল দুর্বৃত্তদিগকে যমাল
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে
পৃথিবীকে ধার্ত্তরাষ্ট্রশূন্য করিব।

এইরূপে পাণ্ডবেরা বহুতর প্রতি
সন্নিধানে গমন করিল।

---

## ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এক্ষণে আমি
পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লিক,
বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, সকল ধার্ত্তরাষ্ট্র,
সভাসদ্গণের নিকট বিদায় লইয়া

দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাঁহারা
ন্ যুধিষ্ঠিরকে কিছুই বলিতে পারিলেন
নে তাঁহার শুভানুধ্যান করিতে লাগিলেন।
ব আর্য্যা পৃথা রাজপুত্রী, তাঁহার বনগমন
তই উচিত হয় না; বিশেষতঃ তিনি বৃদ্ধা
চিরকাল সুখে অতিবাহন করিয়াছেন;
কৃত হইয়া আমার আবাসে বাস করুন।
তোমাদিগের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক। পাণ্ডু-
বলিয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়!
ব্য পিতৃব্য, আমরাও আপনার একান্ত
যে বিষয়ের অনুমতি করিতেছেন, তাহা
ভা কর্ত্তব্য, যেহেতু আপনি পরম গুরু।
হা যদ্যপি আর কিছু কর্ত্তব্য থাকে,
রেকন। বিদুর কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির!
ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কেহ জয়লাভ করিতে
পরাজয় হইলে বংপরোনাস্তি মনস্তাপ
তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধনঞ্জয় যুদ্ধে জেতা, ভীমসেন
ইহ অর্থসংগ্রাহী, সহদেব সংযমী, ধৌম্য
শলী দ্রৌপদী ধর্ম্মচারিণী। তোমরা
হে প্রিয়দর্শন, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, শত্রুবর্গ
হার্দ্দ বিচ্ছেদ করিতে পারে না। তোমরা
কা হে ভারত! তোমার সমাধি অশেষ
অক্ষসদৃশ শত্রুও ইহাকে উপহাস করিতে
কোর্ব্বে হিমাচলে মেরু সাবর্ণি কর্ত্তৃক
পরাণাবতনগরে মহর্ষি দ্বৈপায়নের নিকট
অরগুভৃঙ্গে রামের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছ,
বৎসর নিকট জ্ঞান লাভ করিয়াছ এবং
বাস মহর্ষি ভৃগুর শিষ্য হইয়াছ। দেবর্ষি
বাে বিষয়ে পরিপ্রেক্ষক এবং ধৌম্য
মাত্র হে পাণ্ডক! যুদ্ধকালীন ঋষিপ্রশং-
বুদ্ধিবৃত্তি পরিত্যাগ করিও না; তুমি
রাজয় করিয়াছ, শক্তিতে রাজলোক-
ছ, ধর্ম্মাচরণে ঋষিগণকে অতিক্রম
জিতক্রোধকে জিতিয়াছ, ক্রোধ সম্বরণে
অজ্ঞিদানাতায় কুবেরকে পরাজয় করি-
তাঁহাহীন করিয়াছ, ক্ষমাগুণে পৃথিবীকে
অতিক্রম করিয়াছ, তেজে সূর্য্যদেবকে হৃত করিয়াছ এবং
বলে পবনকে পরাস্ত করিয়াছ। তোমাদিগের সর্ব্বত্র
মঙ্গল হউক। নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও, পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ
হইবে। হে কৌন্তেয়! তুমি সমুদায় কর্ত্তব্যবিষয়ে উপদিষ্ট
হইয়াছ, অতএব যখন যাহা উপস্থিত হইবে, অবিকল
সম্পাদন করিও।

সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির বিদুর কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত
হইয়া যে আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণকে অভিবাদন-
পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

---

## সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তিনি প্রস্থান করিলে পর
দ্রৌপদী বিষণ্ণ মনে পৃথাসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে
এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রমদাদিগকে যথার্হ বন্দনা ও
আলিঙ্গন করত স্বামীর অনুগমনের প্রার্থনা করাতে
পাণ্ডবান্তঃপুরে মহান্ আর্ত্তনিনাদ হইতে লাগিল। কুন্তী
দ্রৌপদীকে গমনোদ্যত দেখিয়া শোক বিহ্বলা ও সাতি-
শয় কাতরা হইয়া গদ্গদস্বরে অতিকষ্টে কহিলেন, বৎসে!
দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না, তুমি
স্ত্রীধর্ম্মাভিজ্ঞ, সুশীলা, সাধ্বী, ও সদাচারবতী, তোমার
গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে, অতএব স্বামীর প্রতি
কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তোমাকে উপদেশ
দিবার আবশ্যক নাই। হে অনঘে! কৌরবেরা পরম
ভাগ্যবান্, যেহেতু তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয়
নাই। বৎসে! আমি সর্ব্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করি-
তেছি; তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর; পথে কিছুমাত্র অমঙ্গল
হইবে না। ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয় জানিয়া বুদ্ধিমতী
স্ত্রীর চিত্ত কখনই বিকৃত হয় না; তুমি গুরুজন ও ধর্ম্ম
কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অচির কালমধ্যে শ্রেয়োলাভ
করিবে, সন্দেহ নাই। বনে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক সহদেবের
রক্ষণাবেক্ষণ করিও; তিনি যেন এই দুঃসহ দুঃখ পাইয়া
বিষণ্ণ না হন। মুক্তবেণী দ্রৌপদী যে আজ্ঞা বলিয়া
শোণিতাক্ত একমাত্র বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অবিরলবিগলিত
জলধারাকুল লোচনে অনাথার ন্যায় প্রস্থান করিলেন।
তিনি অশ্রুমুখী হইয়া দীনহীনের ন্যায় গমন করিতেছেন,

দেখিয়া পথ হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রেরা বস্ত্র ভূষণবিহীন; মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া লজ্জানম্র মুখে গমন করিতেছেন; শত্রুগণ হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং বন্ধুবান্ধবগণ শোকার্ত্ত হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী পুত্রদিগকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সমীপস্থ হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করত কহিলেন, হায় কি বিধিবিপর্য্যয়! যাহারা ভ্রমেও অসৎপথে পদার্পণ করে নাই, সর্ব্বদা যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর, অকপট ভক্তিসহকারে দেবার্চ্চনা করে, উদারস্বভাব ও সচ্চরিত্রের অগ্রগণ্য, তাহাদিগের এই বিষম বাসন উপস্থিত হইল; এক্ষণে কাহাকে অপরাধী করিব, আমারই ভাগ্যদোষ বলিতে হইবে। আমি অতি হতভাগিনী, আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত অশেষ গুণালঙ্কৃত হইলেও তোমাদিগকে এই দুঃসহ দুঃখ ও অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। তোমরা অসাধারণ বল, বীর্য্য, তেজ ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া দীন হীনের ন্যায় কিরূপে দুর্গম বনস্থলীতে বাস করিবে। যদ্যপি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম যে, তোমাদিগকে বনে বাস করিতে হইবে, তাহা হইলে পাণ্ডুর মরণানন্তর আর আমরা বারণাবত হইতে প্রত্যাগমন করিতাম না। তোমাদিগের পিতাই ধন্য, তাঁহাকে এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না, তিনি পরম সুখে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এবং সেই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান সম্পন্ন মাদ্রীও পরম ধন্যা, যে হেতু তাঁহাকেও পুত্রদিগের দুরবস্থা সন্দর্শন করিতে হইল না। আমি অতি পাপীয়সী, মাদৃশ হতভাগিনী রমণী ধরণীতলে আর কেহই নাই, আমার জীবিততৃষ্ণায় ধিক্, অদৃষ্টে যে কত ক্লেশ আছে, কিছুই বলিতে পারি না, হে পুত্রগণ! আমি বহুকষ্টে তোমাদিগকে লাভ করিয়াছি। তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, তোমাদিগের সহিত বনে গমন করিব, তথাপি এমন সৎপুত্র আমি কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না, হা বৎসে দ্রৌপদি! তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করিবে। বুঝি, বিধাতা অদৃষ্টে আমার অন্ত বিধান করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, নতুবা এখনও কেন জীবিত রহিয়াছি। হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায় রহিলে! শীঘ্র আমাদিগের পরিত্রাণ কর, তুমি সকলের ত্রাণকর্ত্তা, এই নিমিত্ত লোকে বিপদে পতিত হইলে উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে স্মরণ করে, অতএব দেখিও, যেন তোমার বিপদভঞ্জন নামে কলঙ্ক হয় না। পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক, ইহারা দুঃখ ভোগ করিবার উপযুক্ত নহে, ইহাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি নীতিবিশারদ ব্যক্তিসকল থাকিতে কেন এমন বিপদ্ উপস্থিত হইল। হা মহারাজ পাণ্ডো! তুমি কোথায় রহিয়াছ? বিপক্ষেরা তোমার নিরপরাধী পুত্রদিগকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাসিত করে। নাথ! এমন সময়ে কি উপেক্ষা করা উচিত? বৎস সহদেব! তুমি নিবৃত্ত হও, কুপুত্রের ন্যায় আমাকে পরিত্যাগ করিও না, তোমাকে না দেখিলে আমি ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। যদি তোমার ভ্রাতারা সত্যকেই পরমধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহারা গমন করুন, তুমি নিকটে থাকিয়া আমার পরিত্রাণ কর, তাহা হইলে এই স্থানেই অত্যুত্তম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে।

পুত্রবৎসলা কুন্তী এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগের শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া শোকবিহ্বলা কুন্তীকে নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীগণ কৃষ্ণার বনপ্রয়াণ ও দ্যূতমণ্ডলে তাঁহার কেশাকর্ষণবৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া কৌরবদিগকে নিন্দা করত মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন এবং কপালে করার্পণ করিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের অন্যায়াচরণ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি শোকাকুল ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া শীঘ্র বিদুর সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্র সদনে উপনীত হইলে, রাজা উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

---

## অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘদর্শী বিদুরকে সমাগত জানিয়া ভীতচিত্তের ন্যায় জিজ্ঞাসা

করিলেন, হে ক্ষত্তঃ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সব্যসাচী, নকুল, সহদেব, ধৌম্য এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী কিপ্রকারে গমন করিতেছেন বল; আমি তাঁহাদিগের বিচেষ্টিত সকল শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির বসন দ্বারা আপনার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া এবং ভীমসেন বিশাল বাহুদ্বয় অবলোকন করত গমন করিতেছেন; সব্যসাচী বালুকা বপন করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ যাইতেছেন; সহদেব আলিপ্ত মুখে ও পরমসুন্দর নকুল আকুল হৃদয়ে ধূলিধূসরিত কলেবরে জ্যেষ্ঠের অনুগত হইয়াছেন। আয়তলোচনা সুকুমারী দ্রুপদকুমারী আলুলায়িত কেশপাশে মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠিত করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিতেছেন। পুরোহিত ধৌম্য, যাম্য, সাম ও রৌদ্র মন্ত্রসকল গান করত পথে তাঁহাদের সর্ব্বাভিব্যাহারী হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিদুর! পাণ্ডবগণ বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া গমন করিতেছেন, ইহার কারণ কি?

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! ধীমান্ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক শঠতাপূর্ব্বক হৃতরাজ্য ও হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। তিনি দুর্য্যোধনাদির প্রতি নিয়ত করুণা প্রকাশ করিতেন, তথাপি তাহারা তাঁহাকে ছলপূর্ব্বক রাজ্যভ্রষ্ট করিল, এই ক্রোধে তিনি নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছেন; এই দারুণ দৃষ্টিপাতে কাহাকেও দগ্ধ হইতে না হয়, এই ভাবিয়া তিনি মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া গমন করিতেছেন। বাহুধনদর্পিত ভীমসেন "বাহুবলে আমার সমান কেহই নাই," এই মনে করিয়া শত্রুগণের প্রতি বাহুবলের অনুরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করত বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া যাইতেছেন। ধনঞ্জয় শরবর্ষণ উদ্দেশে বালুকা বর্ষণ করিতেছেন; তিনি তৎসম বালুকাবর্ষণের ন্যায় অরাতিগণের প্রতি শরবর্ষণ করিবেন; কেহ চিনিতে না পারে, এই জন্য সহদেব আলিপ্তমুখ হইয়াছেন। নকুল স্ত্রীগণের মনমোহিনী মূর্ত্তি গোপন করিবার আশয়ে সর্ব্বাঙ্গ পাংশুলিপ্ত করিয়াছেন। রজস্বলা শোণিতার্দ্রবসনা মুক্তকেশী দ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে কহিতেছেন, আমি যাহাদের নিমিত্ত এই দারুণ দশান্তর প্রাপ্ত হইলাম, চতুর্দ্দশ বর্ষে তাহাদের রজস্বলা ভার্য্যারা, পতি পুত্র বন্ধুবান্ধব বিনষ্ট হইলে শোণিতদিগ্ধাঙ্গী, মুক্তকেশী ও কৃততর্পণা হইয়া হস্তিনানগরে প্রবেশ করিবে। কুশহস্ত ধৌম্য পুরোহিত "ভরতকুল নিহত হইলে কুরুকুলের গুরুগণ এইরূপ সাম গান করিবে" এইকথা কহিয়া সাম ও যাম্য গান করত অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন। পৌরগণ নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছেন যে, "হায়! দেখ, আমাদের রক্ষাকর্ত্তারা গমন করিতেছেন; কুরুবৃদ্ধগণের চেষ্টা নিতান্ত বালকের ন্যায়; অতএব তাঁহাদের আচরণে ধিক্; তাঁহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডুর উত্তরাধিকারীগণকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন; আমরা পাণ্ডবহীন হইয়া অনাথ হইলাম; দুর্ব্বিনীত লুব্ধপ্রকৃতি কৌরবগণের প্রতি আমাদের প্রীতি কোথায়?" পুরবাসিগণ এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে; পাণ্ডবেরাও আকার ইঙ্গিত দ্বারা মনোগত ব্যবসায় প্রকাশ করিতে করিতে বনগমন করিলেন। সেই মহাপুরুষেরা হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিলে পর বিনা মেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশ, ভূমিকম্প ও নগরমধ্যে উল্কাপাত হইতে লাগিল; এবং রাহুগ্রহ বিনাপর্ব্বে দিবাকরকে গ্রাস করিল; মাংসভোজী গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ দেবালয়, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ, প্রাচীর ও অট্টালিকাতে নিনাদ করিতেছে। মহারাজ! আপনার দুর্ম্মন্ত্রণায় ভরতকুল বিনাশের নিমিত্ত এই সকল অশিবসূচক লক্ষণ আবির্ভূত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! ধীমান্ বিদুর এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষিপরিবৃত দেবর্ষিসত্তম নারদ সভামধ্যে কুরুগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর বাক্য কহিলেন, অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে কুরুকুল নির্ম্মূলিত হইবে। তিনি এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মশোভা ধারণপূর্ব্বক শীঘ্র আকাশপথ অবলম্বন করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং সুবলনন্দন শকুনি দ্রোণাচার্য্যকে প্রধান অবলম্বন বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সমুদায় রাজ্য তাঁহাকেই প্রদান করিল।

দ্রোণাচার্য্য, অমর্ষিত দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, দ্বিজাতিগণ দেবপুত্র পাণ্ডবদিগকে

অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি শরণাগত সর্ব্ব প্রযত্নে অনুরক্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, যাহা হউক, অতঃপর দৈবই মূলাধার। পাণ্ডবগণ ধর্ম্মতঃ পরাজিত হইয়া বনে গমন করিতেছেন, তাঁহারা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া দুঃখ জন্য রোষ ও অমর্ষপরবশ হইয়া বৈরনির্যাতন করিবেন। আমিও সন্ধিবিগ্রহে দ্রুপদ রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে, তিনি আমার প্রাণসংহারের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপে যাগ, উপযাগ ও তপস্যা দ্বারা ধনুঃ, কবচ ও শরধারী অগ্নিবর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন পুত্র ও ক্ষীণমধ্যা অনিন্দিতা দ্রৌপদী কন্যা লাভ করিলেন; সেই দেবদত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের শ্যালক; তিনি তাঁহাদিগের প্রিয়তর হইয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি মর্ত্ত্যধর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়াছি। "ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের মৃত্যুস্বরূপ" এই কথা বিশেষরূপে প্রথিত আছে, দ্রুপদনন্দন আমার বধের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছে; এক্ষণে তাহার বৈরনির্যাতনের উত্তম অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব শীঘ্র সাবধান হও। বিশেষতঃ শত্রুঘাতী দ্রুপদ তাঁহাদের পক্ষ হইয়াছেন। হে কৌরবগণ! যে অর্জ্জুন রথী এবং মহারথ গণনাসময়ে অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন, যিনি আমার নিতান্ত প্রীতিপাত্র, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা অপেক্ষা পৃথিবীমধ্যে অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক, তোমার এই সুখ হেমন্তকালীন তালছায়ার ন্যায় মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী; অতএব প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, ভোগ কর এবং দান কর; ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলেই তোমাকে বিপন্ন হইতে হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! আচার্য্য মহাশয় যথার্থ কহিতেছেন, অতএব তুমি পাণ্ডবগণকে প্রত্যাবৃত্ত কর। যদি তাহারা প্রত্যাবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে শস্ত্র, রথ, পদাতি ও ভোগ দ্বারা সৎকৃত করিয়া বিদায় কর।

## নবসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনে গমন করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সঞ্জয় আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি পাণ্ডবদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়াছেন, অতএব বিষাদের কারণ কি? ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহারথ মহাবীর যুদ্ধবিশারদ পাণ্ডবগণের সহিত যাহাদের শত্রুতা, তাহাদের নির্ব্বিবাদ স্বপ্নের অগোচর। তখন সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তোমারই অদৃষ্টক্রমে এই মহতী শত্রুতা সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনবরত লোক বিনাশ হইবে। যৎকালে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবসহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার পরামর্শ করে; মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুর তাহাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া পাঞ্চালীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিয়া সূতপুত্র প্রাতিকামীকে প্রেরণ করিল। দেবগণ যাহাকে পরাভব করিতে বাঞ্ছা করেন, ক্রমে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সে ইতিকর্ত্তব্যত্ব-বিমূঢ় হইয়া যায়। বুদ্ধি কলুষিত ও বিনাশ সমুপস্থিত হইলে পর অনয় নয়ের ন্যায় অনর্থ অর্থের ন্যায় ও অর্থ অনর্থের ন্যায় বোধ হইতে থাকে। কাল স্বয়ং দণ্ড উদ্যত করিয়া কাহারও মস্তক চূর্ণ করেন না; তাঁহার প্রভাবেই লোকে বিপরীতবুদ্ধি হইয়া উৎসন্ন হয়। দুরাত্মা সভামধ্যে পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া এই অতি ভয়ানক তুমুল কাণ্ড সমুপস্থিত করিয়াছে। অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্না, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা, যশস্বিনী অযোনিজা, সূর্য্যবংশসম্ভূতা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে দুরাত্মা দ্যূতাসক্ত লোকক ব্যতীত আর কাহার সাহস হয়? রজস্বলা শোণিতপরিপ্লুতা দ্রুপদনন্দিনী সেই সময় পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে হৃতরাজ্য, হৃতবস্ত্র, হৃতশ্রীক, সর্ব্বকামবিহীন ও দাসভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; কি করেন, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরক্ষানুরোধে অগত্যা বলবিক্রম প্রকাশে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণ, সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদতনয়াকে কটূক্তি করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই সমুদায় নিতান্ত অনর্থের মূল বোধ হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পতিব্রতা দ্রুপদনন্দিনী

দুঃখিতান্তঃকরণে দীননয়নে নিরীক্ষণ করিলে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল দগ্ধ হইয়া যায়; বোধ হয়, অদ্য আমার পুত্রগণ একেবারে বিধ্বস্ত হইল। ধর্ম্মচারিণী রূপযৌবন-শালিনী পাণ্ডব-প্রণয়িনী পাঞ্চালরাজনন্দিনীকে সভায় সমাগত দেখিয়া গান্ধারীপ্রভৃতি ভরতবংশীয় মহিলাগণ ও সমুদায় প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল। তাহারা প্রত্যহই দ্রৌপদীর নিমিত্ত অনুশোচন করে। জনপদনিবাসী ব্রাহ্মণগণ পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সায়াহ্নে অগ্নিহোত্রে হোম করেন নাই। তৎকালে মহাঘোর নির্ঘাতশব্দ, উল্কাপাত, সূর্য্যগ্রহণপ্রভৃতি সমূহ অমঙ্গল উপস্থিত হইতে লাগিল; প্রজাগণের অন্তঃকরণে অকারণে মহাভয় উপস্থিত হইল; হঠাৎ রথশালা দগ্ধ হইতে লাগিল; কুরুকুল ক্ষয়ের নিমিত্ত ধ্বজসমুদয় ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইল; শৃগাল সকল দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্রগৃহমধ্যে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং গর্দ্দভগণ চতুর্দ্দিকে শব্দ করিতে লাগিল। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও বাহ্লিক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন আমি বিদুরের পরামর্শানুসারে দ্রৌপদীকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে কহিলাম। পাঞ্চালীও আমার নিকট সরথ শরাসন পাণ্ডবগণের অদাসত্বরূপ বর লইলেন।

হে সঞ্জয়! তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর আমাকে কহিলেন যে, পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ইনি যখন সভামধ্যে আনীতা হইয়াছেন, তখন আর নিস্তার নাই; কুরুবংশের এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। ঐ দেখ, পাঞ্চালী পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিতেছেন। উঁহার এতাদৃশ ক্লেশ দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। বৃষ্ণি ও মহারথ পাঞ্চালগণ সত্যসন্ধ বাসুদেব কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। অর্জ্জুন পাঞ্চালগণে পরিবৃত হইয়া আসিবেন, এবং মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাহাদিগের মধ্যে যমদণ্ডের ন্যায় গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে আগমন করিবেন। তখন ভূপতিগণ কখনই অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনির্ঘোষ ও ভীমের ভীম গদা বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব আমার মতে পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ অপেক্ষা সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ। পাণ্ডবগণ কৌরবগণ অপেক্ষা অধিকতর বলবান্, একাকী ভীমসেন মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে সংহার করিয়াছেন। অতএব হে মহারাজ! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর; নিঃশঙ্কচিত্তে উভয় পক্ষ যোগ করিয়া দেও; ইহা করিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। হে সঞ্জয়! বিদুর আমাকে এই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত উপদেশ বাক্য কহিয়াছিলেন: কিন্তু আমি পুত্রগণের হিতচিকীর্ষায় তখন তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম না।

অনুদ্যূতপর্ব্ব সমাপ্ত।

সভাপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

---

## বিজ্ঞাপন।

এই সভাপর্ব্বেও পূর্ব্বতন লিপিকরগণের প্রমাদবশতঃ অধ্যায়াধিক্য ও শ্লোকাধিক্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐ আধিক্য যে কোথায় হইয়াছে, তাহার নিশ্চয় হয় না।

# পুরাণসংগ্রহ

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত

# মহাভারত

## বনপর্ব্ব।

স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে
বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

শ্যামপুকুর—অভয়চরণ ঘোষের লেন ২ নং ভবন হইতে

তৃতীয়বার প্রকাশিত।

"যেমন প্রভু-পরায়ণ ভৃত্যগণ অভ্যুদয় বাসনায় সৎকুলোদ্ভব প্রভুর উপাসনা করে, তদ্রূপ বুধগণ বিবিধ জ্ঞান লাভ বাসনায় এই পবিত্র ইতিহাসের উপাসনা করিয়া থাকেন।"—মহাভারত।

কলিকাতা

উল্টাডিঙ্গী রোড ৭ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়ের

সাহিত্য-সংগ্রহ যন্ত্রে

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৮৮। বৈশাখ।

# ভূমিকা

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * । মহাভারতীয় বন পর্ব্বে ও ব্যাসদেবের কবিত্বশক্তির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পর্ব্ব আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কি সাংসারিক কি পারমার্থিক, সকল বিষয়েই বিজ্ঞতা ও বহু দর্শিতা উৎপন্ন হয়। বিশেষত তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায় মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ স্থান সকল নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সভ্যতার যে কতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল, এই পর্ব্ব তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সারস্বতাশ্রম।
১৭৮২ শকাব্দা।

# মহাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# মহাভারতীয় বনপর্ব্বের সুচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

| প্রকরণ | পৃষ্ঠা | স্তম্ভ | পংক্তি |
|---|---|---|---|
| পতিব্রতোপাখ্যান ... ... ... ... ... ... ... | ২৬৫ | ১ | ২১ |
| ব্রাহ্মণব্যাধ সংবা[illegible] ... ... ... ... ... ... ... | ২৬৬ | ১ | ১ |
| আঙ্গিরসোপা[illegible] ... ... ... ... ... ... ... | ২৮০ | ২ | ৩১ |
| স্কন্দোপা[illegible] ... ... ... ... ... ... ... | ২৮৫ | ২ | ১ |
| [illegible]কথন ... ... ... ... ... ... ... | ২৯২ | ২ | ৭ |
| [illegible] ... ... ... ... ... ... ... ... | ২৯৪ | ২ | ১৬ |
| [illegible]ত্তিকের স্তব ... ... ... ... ... ... ... ... | ২৯৮ | ১ | ১০ |
| দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ ... ... ... ... ... ... ... | ২৯৮ | ১ | ২৪ |
| ঘোষযাত্রার উদ্যোগ ... ... ... ... ... ... ... | ৩০২ | ১ | ১ |
| গন্ধর্ব্ব-দুর্য্যোধন-সংবাদ ... ... ... ... ... ... ... | ৩০৬ | ১ | ২১ |
| দুর্য্যোধনাদি হরণ ... ... ... ... ... ... ... | ৩০৮ | ১ | ১৮ |
| পাণ্ডব গন্ধর্ব্ব যুদ্ধ ... ... ... ... ... ... ... | ৩০৯ | ২ | ১৯ |
| দুর্য্যোধনমোক্ষ ... ... ... ... ... ... ... | ৩১১ | ১ | ২০ |
| কর্ণ দুর্য্যোধন সংবাদ ... ... ... ... ... ... ... | ৩১২ | ১ | ১৯ |
| দুর্য্যোধনের প্রায়োপবেশন ... ... ... ... ... ... | ৩১৫ | ১ | ২০ |
| দুর্য্যোধনের পুরপ্রবেশ ... ... ... ... ... ... | ৩১৬ | ১ | ২০ |
| কর্ণের দিগ্বিজয় ... ... ... ... ... ... ... | ৩১৭ | ২ | ২৯ |
| দুর্য্যোধনের যজ্ঞ ... ... ... ... ... ... ... | ৩১৯ | ২ | ১৫ |
| যুধিষ্ঠির চিন্তা ... ... ... ... ... ... ... | ৩২১ | ১ | ২৭ |
| মৃগস্বপ্নোদ্ভব ... ... ... ... ... ... ... | ৩২২ | ১ | ৬ |
| ব্রীহিদ্রৌণিক আখ্যান ... ... ... ... ... ... | ৩২২ | ২ | ১৮ |
| দুর্য্যোধনের আলয়ে দুর্ব্বাসার আতিথ্য গ্রহণ ... ... ... ... | ৩২৬ | ২ | ১০ |
| পাণ্ডবগণের আশ্রমে দুর্ব্বাসার আতিথ্য গ্রহণ ... ... ... ... | ৩২৭ | ২ | ৩ |
| দ্রৌপদীকোটিকাস্যসংবাদ ... ... ... ... ... ... | ৩২৯ | ১ | ১২ |
| জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণ ... ... ... ... ... ... | ৩৩১ | ২ | ১ |
| জয়দ্রথের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, দ্রৌপদীমোক্ষণ ও জয়দ্রথগ্রহণ ... ... | ৩৩২ | ২ | ২৬ |
| জয়দ্রথবিমোক্ষণ ... ... ... ... ... ... | ৩৩৭ | ১ | ২০ |
| রামোপাখ্যান ... ... ... ... ... ... | ৩৩৯ | ২ | ১১ |
| রামাদি ও কুবেরের উৎপত্তি ... ... ... ... ... ... | ৩৪০ | ১ | ১১ |
| রাবণাদির উৎপত্তি ও বর প্রাপ্তি ... ... ... ... ... ... | ৩৪০ | ২ | ১৯ |
| বানরাদির উৎপত্তি ... ... ... ... ... ... ... | ৩৪২ | ১ | ৫ |
| রামের বনবাস ... ... ... ... ... ... ... | ৩৪২ | ২ | ৯ |
| সীতাহরণ ... ... ... ... ... ... ... | ৩৪৪ | ১ | ২৯ |
| বিশ্বাবসুমোক্ষণ ... ... ... ... ... ... ... | ৩৪৫ | ২ | ৩৩ |
| সীতার সান্ত্বনা ... ... ... ... ... ... ... | ৩৪৭ | ২ | ১০ |

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

## হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সুচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# [ম]হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র ।

## হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# [ম]হাভারতীয় বনপর্ব্বের সুচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।

# হাভারতীয় বনপর্ব্বের সূচিপত্র।